শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

(ষট্সন্দর্ভান্তর্গতঃ)

ওঁ

মূল, অনুবাদ, তাৎপর্য, পাদটীকা ও সূচী প্রভৃতি সমেত
বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈতবংশ্য
পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার
অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, এম্. এ., পি. আর. এস্.,
শাস্ত্রী, স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৫

মূল্য—২০.০০ টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

অশেষশ্রদ্ধাস্পদ বিদ্বদ্বরেণ্য দেশপূজ্য

ভারতভাস্কর স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের পবিত্রস্মৃতিতর্পণে

উৎসর্গীকৃত

সংক্ষেপ সূচী

ভূমিকা

॥ বৈষ্ণবধর্মের ইতিবৃত্তের সূচনা ॥

বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্য ও সাধনার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। উহার মূল কোথায়—ইহা লইয়া অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, বৈদিক ঋষির অন্তরাত্মায় যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, উহাতেই ভক্তিবাদের কিরণ-মঞ্জুষা উদ্ভাসিত। কারণ, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলে বৈদিক সংস্কৃতির অবদান অসামান্য।

লোকোত্তর ভাবরস বা প্রেমরস আস্বাদনের জন্য আমাদের হৃদয়ের গভীরে যে আকুতি আছে—উহা হইতেই ভক্তিবাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। সেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি বড় কথা নহে। শুধু আমাদের জানামাত্রই যথেষ্ট আনন্দ নহে। বরং আমাদের বিচিত্র প্রীতি-সম্পদের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস আস্বাদনই হইল অপরিসীম আনন্দরসের আস্বাদন। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম—সব কিছুই অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের অপরিসীম প্রেমানন্দের মধ্যে পর্যবসিত—ভারতের ভক্তিধর্ম ইহাই শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তির দ্বারা, সেবার দ্বারা, আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণরূপ উপাসনাই আমাদের পরম লাভ—ইহাই ভক্তিভাব-রসের আস্বাদন।

কোন্ অতীতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের হৃদয়যমুনায় এই ভক্তিভাব সুষমার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়—সে তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটন এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। নদীকুন্তলা শস্যশ্যামলা বাংলার সরস মাটির বুকে একদিন উহার যে প্লাবন জাগে এবং যাহা বাংলার বৈষ্ণবধর্মে নব রসবন্যার সূচনা করে—তাহারই গতি প্রকৃতির উৎস সন্ধানে যা কিছু প্রাথমিক মন্তব্য।

বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তে ত্রিপাদবিক্রম বিষ্ণুর ত্রিলোকব্যাপ্ত প্রভাব-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রান্তদর্শী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।"[১] আনন্দের জন্য যাঁহার চিত্ত লালায়িত, তিনি সেই নিত্যকারের বিষ্ণুধাম কামনা করেন। বিষ্ণু কীর্তিত হইয়াছেন—'উরুগায়'[২] রূপে—তিনি বহুজনগেয়। তাঁহার ত্রিধাম মধুময় ও আনন্দময়। ভক্ত তাঁহার সেই মধুময় ধামে পরম আনন্দে বিভোর হন।

১। ঋগ্বেদ, ১ ২২. ১৭.। শাকপূণি ও ঊর্ণবাভ প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ 'বিষ্ণু' শব্দের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিরুক্তের টীকায় দুর্গাচার্য সূর্যকেই বিষ্ণুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্ববাদিসম্মত নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বিষ্ণুকে সূর্য হইতে পৃথকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (ভ গী :৫ ১২)। নারায়ণের ধ্যানেও জানা যায় সূর্যজ্যোতির অভ্যন্তরেই নারায়ণ। শাকপূণির ব্যাখ্যা অনুসরণে মহীধর বলেন যে, অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে ত্রিপাদ সঞ্চরণ করেন। সায়ণাচার্যও বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২। ঋগ্বেদ, ১ ২১. ১৫৪ ১, ৩ দ্র°।

পুরাণে দেখিতে পাই—দানবীর ভক্ত তাঁহার তৃতীয় পদ গ্রহণ করেন স্বীয় মস্তকে। ভক্তের মস্তক বা হৃদয়েই রহিয়াছে বিষ্ণুপদ সেবার স্বীকৃতি। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁহার গ্রন্থে উর্ণবাভের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি।"[১] উহা হইতে গয়ায় প্রচলিত বিষ্ণুপদ পূজার স্পষ্ট প্রমাণ পাই। পাণিনি সূত্র[২], 'মহাভাষ্য' এবং ঘোষুণ্ডি, নানাঘাট ও বেশনগর প্রভৃতির শিলালিপি[৩] প্রাচীনকালে প্রচলিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজার বহুতর সাক্ষ্য দেয়।

মহাভারত[৪] ও পুরাণাদিতে পঞ্চরাত্রোক্ত[৫] সাত্বতধর্মের বিবরণ দেখিতে পাই। উহা ভাগবতধর্ম বলিয়া অভিহিত। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবাগমে নারায়ণ বা বাসুদেবের ব্যূহমূর্তি উপাসনার বিবিধ আচার ও অনুষ্ঠানের উপদেশ রহিয়াছে। উহাকে প্রপত্তিমার্গের ধর্মও বলা হয়। শান্ত বা দাস্য ভক্তি সেই ধর্মমতের প্রধান অবলম্বন। পঞ্চরাত্রবিধি মতে বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধকের চিত্তে ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভাবনিষ্ঠার উদয় হয়। এই জন্য এই মতকে কেহ কেহ একান্তিধর্মও বলেন। বৈষ্ণবাগম-প্রসিদ্ধ এই ভাগবতধর্ম কালক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। একান্তিধর্মের ভাবরূপটি যেন গীতায় উচ্চতর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। গীতায় জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিযোগে পর্যবসিত। ভগবন্নিষ্ঠায় ভক্ত তাঁহার সকল কর্ম, সকল জ্ঞান ও সকল অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণবাসুদেবে সমর্পণ করেন। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"[৬]—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই মুখনির্গলিত উদাত্ত আহ্বান শ্রীকৃষ্ণশরণাগতিরূপ ভক্তিতত্ত্বের সার কথা। তথাপি সেখানে অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উহাতে ভক্তের ভক্তিভাবে ত্রাস ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, প্রেমনিবিড়তায় ব্যাঘাত ঘটে।

কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রসঘনমাধুর্যের অনবদ্য রূপ ও সেই রূপের উপযোগী তত্ত্বের সন্ধান দিলেন—বৃন্দাবন-লীলাকাব্যের মহাকবি ঋষি বাদরায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বিধৃত আছে সকল তত্ত্বের শেষ কথা, সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের চরম সিদ্ধান্ত এবং ভক্তবাঞ্ছিত প্রেমামৃতের অফুরন্ত প্রবাহ—এ তথ্য ছিল পূর্বে অনাবিষ্কৃত। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী তীরে[৭] এবং আলোয়ারবৃন্দের আচরিত বৈষ্ণবধর্মে উহার কিছুটা হিল্লোলস্পর্শ লাগে। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবধর্মে প্রেমবন্যার

১। নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড, ১২ অধ্যায় ২য় পাদ।

২। পাণিনি, ৪. ৩ ৯৮

৩। লুডার্স-সম্পাদিত ব্রাহ্মীপ্রস্তরলিপির তালিকায় ৬, ৬৬৯ ও ১১১২ সংখ্যক প্রস্তরলিপির বিবরণ দ্র°।

৪। শান্তিপর্ব, ৩৪৯ ১ দ্র°।

৫। পঞ্চরাত্রের বিবরণ সম্বন্ধে 'নারদ পঞ্চরাত্রের' শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী কৃত ভূমিকা দ্র° (সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে ১৩৫২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ)।

৬। ভগবদ্গীতা, ১৮. ৬৬

৭। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০. ৭৯. ১৩-১৪ এবং ১১. ৫. ৩৯ ৪০ দ্র°। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ অঞ্চলে ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত গ্রন্থের সন্ধান পান। অতএব তৎপূর্বকালেও যে ঐ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার প্রসার ছিল—তাহার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভাবভগীরথ শ্রীমন্মহাপ্রভুই অফুরন্ত মাধুর্যরসের প্লাবন সৃষ্টি করেন। তিনি ও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত পরিকর এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্যের রূপকেই গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতম বিকাশ। সেই রসতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্য, তত্ত্ব ও সাধনা।

ইহার পূর্বে বেদবেদ্য পরতত্ত্বের আলোচনায় দার্শনিক প্রস্থানে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিবিধ মতের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীল শঙ্করাচার্য তাঁহার বলিষ্ঠ যুক্তিজাল দিয়া খণ্ডন করিলেন কর্মবাদ, নিরাস করিলেন বেদবিরোধী বৌদ্ধমতের শূন্যবাদ– স্থাপিত করিলেন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জীব বলিয়া কোন কিছুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় জীবের অস্তিত্ব শুধু প্রতীতি মাত্র। মায়া বা মিথ্যা দৃষ্টিবশতই এইরূপ প্রতীতি। বস্তুতঃ জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। মায়ার অন্ধকার দূর হইলে জ্ঞানের আলোকে সর্ববিধ ভেদ অবলুপ্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপলব্ধি হয়। জীব তখন ব্রহ্ম হইয়া যায়।

বেদান্তমতের ভিত্তি ও কাঠামো রচনায় শ্রীল শঙ্করাচার্যের সেই অবদান কম নহে, কিন্তু তিনি উহাতে রূপ দান করিলেন না। ব্রহ্মের শক্তি, রূপ বা মাধুর্যের কথা তিনি যে একেবারে বলেন নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে সে সকলের স্থান নাই। হয় তো শূন্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা ছিল। বৈষ্ণব-বেদান্তীর মতে কিন্তু উহাই চরম সিদ্ধান্ত নহে। জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর যে মায়ার কথা বলিলেন, উহা তাঁহার মতে সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, অনির্বচনীয়। কিন্তু একমাত্র সত্যস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত এই মায়ার স্বীকৃতি কোথায়—এ প্রশ্নের সমাধান কুজ্ঝটিকারই সৃষ্টি করে। তদুপরি ব্রহ্ম ও জীবে অভেদ কল্পনায় তিনি ভক্তহৃদয়ের চিরকাঙ্ক্ষিত উপাস্য-উপাসক ভাবের বিরোধিতাই করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব-বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায় আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনে ব্যাপৃত হইয়া কালক্রমে চারিটি প্রস্থান গড়িয়া তোলেন। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকসম্প্রদায় নামে তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীরামানুজাচার্য বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীভাষ্য[১] প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁহার মতে জীব ও মায়া—উভয়ই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বর হইলেন তদ্বিশিষ্ট। জীব চিৎ, মায়া অচিৎ এবং ঈশ্বর তদ্বিশিষ্ট। কিন্তু জীব ও মায়া—এই দুইটি ঈশ্বর স্বরূপের অতিরিক্ত। ইহাই হইল শ্রীপাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

১। Calcutta Bibliotheca Indica Series-এ প্রকাশিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। রামানুজাচার্য তাঁহার 'বেদান্তসংগ্রহ' গ্রন্থেও মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ মধ্বাচার্য (অন্য নাম আনন্দতীর্থ) তাঁহার 'সূত্র ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান', 'অনুভাষ্য' ও 'তত্ত্বসংখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থে[১] দ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। জীব ও ব্রহ্ম এক নহে--ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মূল কথা।

বিষ্ণুস্বামী হইতেই রুদ্রসম্প্রদায়ের সূচনা। তথাপি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদকে এমন দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, প্রধানতঃ তাঁহারই নামে সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধি দেখা যায়। ইঁহাদের মতে শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন।

শ্রীপাদ নিম্বার্ক[২] দ্বৈতাদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের সম্প্রদায়কে সনকাদি-সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হয়। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ)—ইহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন—এই মত তাঁহারা পোষণ করেন। শ্রীপাদ নিম্বার্ক হইলেন স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদী।[৩]

রামানুজ ও মধ্বাচার্য পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকেই পরব্রহ্ম বলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য ও নিম্বার্কের মতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। অবশ্য এই উভয়বিধ মতের মধ্যে তত্ত্বগত বিশেষ বিরোধ নাই বলিলেও চলে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে তত্ত্বদৃষ্টিতে সেরূপ কিছু ভেদ নাই—কারণ, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই একপ্রকার অভিব্যক্তি। তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই পরব্রহ্মের পূর্ণতম বিকাশ।

এই সকল আচার্য জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক স্থাপনায় সেব্য-সেবক ভাবের দার্শনিকতার সঙ্কেত দিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে একবাক্যতার সন্ধানকল্পে তাঁহাদের এই প্রয়াস। ভেদাভেদবাদ যে পুরাণসম্মত, বাদরায়ণসম্মত এবং এমন কি শঙ্কর-পূর্ববর্তী আচার্যগণেরও স্বীকৃত—সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন।[৪]

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ॥

প্রাচীন বৈষ্ণব-বেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্রহ্মের সহিত কেবল জীবজগতের সম্বন্ধের কথাই আলোচনা করিয়াছেন। ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর প্রভৃতির কথা তাঁহারা বিশেষ কিছু

১। কুম্ভকোণম্ হইতে ইঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা) এবং 'সিদ্ধান্তরত্ন' (মাত্র দশটি শ্লোকে লিখিত)।

৩। এই চারি সম্প্রদায়ের মতগুলির একত্র সমাবেশ দেখা যায় শ্রীনিবাস প্রণীত 'সকলাচার্যমতসংগ্রহ' গ্রন্থে।

৪। আচার্য রামানুজ বাক্যকার, বৃত্তিকার বোধায়ন ও শঙ্করের পূর্ববর্তী শ্রীদ্রমিড়াচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। History of Indian Philosophy, Vol. II (1932), p. 48.

বলেন নাই। সবই যে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এবং শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ—এ তথ্য ছিল পূর্বে অপরিজ্ঞাত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেই এই দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীবশক্তি, জগৎ তাঁহারই মায়াশক্তির পরিণাম, আর ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর সব কিছুই ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাস। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ভগবৎ-সেবারূপ প্রেমানন্দেই তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি। জীবের সহিত শ্রীভগবানের এই সম্পর্কে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভেদাভেদসম্পর্ক অচিন্ত্য, কারণ, উহার হেতু নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই। সূর্য ও সূর্যকিরণের মত শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে রহিয়াছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তিরূপ পরিকরবৃন্দের সম্পর্ক, বা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার তটস্থরূপ জীবশক্তির সম্পর্ক—উহা এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই অখিলরস-বৈচিত্রীর সমাবেশ। তিনি একাধারে আস্বাদ্য ও আস্বাদয়িতা। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার চিচ্ছক্তির বিশেষ বৃত্তি হ্লাদিনীশক্তিকে ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া রসিকশেখর রূপে নরলীলা প্রকটিত করেন। গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে শ্রীরাধা প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, এবং সেই পরিকর-বৃন্দেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরসের বিলাসবৈচিত্র্য ও পরম চমৎকারিতা। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিকরবৃন্দের যে লীলাবিলাস, উহাতে শান্ত অপেক্ষা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা কান্তভাবেরই উৎকর্ষ বেশী। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময়ী আনন্দলীলার রূপচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনলীলার মহাকবি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবধারায় সেই লীলাবিলাসের অসামান্য তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে উহার অভিনব বৈশিষ্ট্য। ব্রজলীলার সহায়ক নিত্যপরিকরবৃন্দের আনুগত্যে রসঘন শ্রীগোবিন্দের ভজনই যে জীবের ভগবৎ-সেবারূপ ভক্তির সার কথা—এই রসভাব তত্ত্বের পরিচয় পূর্বে আর কেহ দেন নাই—যেমন দিয়াছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তয়িতা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বাংলার ভক্তিধর্মে সত্যই নব ভাববন্যার আবির্ভাব হয়। উহার উৎসমুখে উৎসারিত হয় কাব্য, দর্শন ও ধর্মসাধনার ত্রিধারা। উহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে ত্রিবেণী তীর্থের সন্ধান দেয়। যাঁহারা বাংলার সেই বৈষ্ণবসাহিত্য, দর্শন ও ধর্মসাধনার ত্রিবেণীধারায় নিরন্তর রসনিষেকে পুষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী। তাঁহারাই—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ [১]

১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৮ শ্লোক।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মে এই ছয় গোস্বামীর অবদান অসামান্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত এই বৈষ্ণবধর্মে তাঁহারাই দিয়াছেন বিশিষ্টতার অভিব্যক্তি। সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী বৃন্দাবন গোস্বামী নামে পরিচিত। এই গোস্বামিগণ সন্ধান দিয়াছেন—বৃন্দাবনলীলার সৌন্দর্য-মাধুর্য কি এবং উহার অন্তরালের তত্ত্ববস্তুটিই বা কিরূপ, আর জীবের সাধন মণিকোঠায় উহার স্থানই বা কোথায়। তাঁহারা সকলেই ছিলেন তত্ত্বান্বেষী, কবি ও ভক্ত-সাধক। শাস্ত্রে তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের আলোচনা প্রাণহীন শুষ্ক তর্কে পর্যবসিত হয় নাই। শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্যময়ী লীলা তাঁহারা যেমন রূপ, রস, বর্ণ ও ছটার অলৌকিক মাধুর্যে সমৃদ্ধ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন, তেমনি উহার পারমার্থিক তত্ত্ববস্তুটিকে শাস্ত্রযুক্তির সারবত্তায় দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; আর ভাবসাধনার সাহায্যে সেই তত্ত্বাবিষ্কৃত প্রেমভক্তিরস তাঁহাদের নিজ নিজ অধ্যাত্মজীবনে অনুশীলিত ও রূপায়িত করিয়াছেন।

॥ শ্রীল রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব ॥

বৃন্দাবন গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীপাদ রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবপাদই সুপ্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ভাণ্ডারে ইঁহাদের দান অমূল্য। প্রসিদ্ধি আছে শ্রীপাদ সনাতন যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন এবং শ্রীপাদ রূপ প্রয়াগক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনির্গলিত বাণীই তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-বেদান্ত ও ভক্তিরসতত্ত্বের যাবতীয় অমৃত-আস্বাদনের সৌভাগ্য দান করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ভক্তি-প্রেমরহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বের উপদেশ করেন। তিনিই তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নের ভার অর্পণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা নানা গ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার করেন। শ্রীপাদ সনাতন 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় ভক্তিপ্রেমলভ্য উপাস্য-তত্ত্বের আলোচনা করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবার উপযোগী বৈধীভক্তিরূপ উপাসনার যাবতীয় রীতি, নীতি ও পদ্ধতির নিদর্শনকল্পে তিনি রচনা করেন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'। প্রসিদ্ধি আছে এই বৈষ্ণবস্মৃতি রচনায় অন্যতম গোস্বামিপাদ শ্রীগোপাল ভট্ট ছিলেন প্রবর্তক। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে ভক্তিকেই পরমতম রসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সেই গ্রন্থ দুইটি ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাব প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণগত অপ্রাকৃত রসমাধুর্য আস্বাদনের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে। তাঁহার 'লঘুভাগবতামৃতে' দেখিতে পাই ধামতত্ত্ব—প্রকট ও অপ্রকট লীলা-তত্ত্ব, এবং 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধবে' শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাস-তত্ত্বের রূপচ্ছবি।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীই প্রধান ও অগ্রগণ্য। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীপাদ রূপ ও

সনাতনের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বহুমুখী প্রতিভা ছিল তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের অপূর্ব বিস্ময়। জ্যেষ্ঠতাত-যুগলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রূপ, সনাতনের পদপ্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার অপরিসীম শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমেয় বুদ্ধি, অসাধারণ মনীষা ও সুগভীর ভাবসংবেদন—সব কিছুই নিয়োজিত করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ভক্তি-প্রেমধর্মের তত্ত্বসমীক্ষায়। তাঁহার প্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও উহার অনুব্যাখ্যা 'সর্বসংবাদিনী' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সিদ্ধান্তের অপূর্ব মণিখনি। সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার প্রধান উপজীব্য। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভকে' 'ভাগবতসন্দর্ভ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় রচিত অগণিত গ্রন্থ, টীকা ও ভাষ্য প্রভৃতিতে তাঁহার অসামান্য ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভের' বর্তমান সংস্করণটি তাঁহার সেই ভাগবতসন্দর্ভ রূপ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত পঞ্চম সন্দর্ভ।

॥ শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥

শ্রীজীবপাদের জন্মকাল লইয়া সামান্য মতভেদ আছে। 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'তে' ইঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে ১৪৪৫ শকের পৌষমাসে শুক্লা তৃতীয়ায় ইঁহার আবির্ভাব। কেহ কেহ বলেন ১৪৩৫ শকে অথবা ১৪৫৫ শকে ইঁহার আবির্ভাব। 'ভক্তিরত্নাকর'[১] গ্রন্থের বিবরণ হইতে জানিতে পাই—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন (১৪৩৬-৩৭ শকে) বৃন্দাবন গমন উদ্দেশ্যে রামকেলি গ্রামে যান, তখন শ্রীজীবকে তিনি বালক অবস্থায় দেখিতে পান। উক্ত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়, আনুমানিক ১৪৩০-৩৫ শকের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাবকাল।

তাঁহার রচিত 'লঘুতোষণী' টীকার[২] উপসংহারে নিজ বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, তাঁহার ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীসর্বজ্ঞ কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি জগদ্‌গুরু আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহার বিদ্যা ও গুণ-গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩০৩ শকে শ্রীসর্বজ্ঞ কর্ণাট রাজ্যের অধিপতি হন। কালক্রমে সর্বজ্ঞের পৌত্র রূপেশ্বর ও হরিহর এই দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মধ্যে রাজ্য লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। রূপেশ্বর নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুজের খল-চক্রান্তে নিরুপায় হইয়া সস্ত্রীক পৌরস্ত্য দেশে চলিয়া আসেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ ভাগীরথী তীরে নবহট্ট (বর্তমান নৈহাটী) গ্রামে বাসস্থাপন করেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ যশোহরের নিকট বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ পরগণায়

১। ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—(বহরমপুর সংস্করণ)।

২। মুর্শিদাবাদ রাধারমণ প্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুঁথির বিবরণেও ইহার উল্লেখ আছে :—Mitra, Notices, VI, p. 290.

ফতোয়াবাদ নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে[১] তিন জন প্রসিদ্ধ—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ (পরবর্তী নাম অনুপম)। ইঁহাদের পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর গৌড়-রাজধানীর সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলালয়ে থাকিয়া এই তিন ভাই বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। শ্রীপাদ সনাতন ও রূপের এই দুই নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত। পূর্বে তাঁহাদের কি নাম ছিল, উহা সঠিক ভাবে বলা যায় না। যাহা হউক—পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও গুণ-গরিমায় এই দুই ভাই গৌড় বাদসাহ হুসেন সাহের দরবারে রাজকার্য পরিচালনায় সম্মানিত পদ অধিকার করেন। সনাতন 'শাকর মল্লিক' খেতাবে ভূষিত হন, তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল মন্ত্রিত্ব। শ্রীরূপ রাজকার্য পরিচালনায় দবিরখাসের উচ্চ পদ লাভ করেন। শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব। নিম্নে ইঁহাদের বংশাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

বংশলতা

শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু (কর্ণাট রাজ—১৩০৩ শক)
- অনিরুদ্ধ (১৩৩৮ শকে রাজপদে অভিষিক্ত হন)
  - হরিহর
  - রূপেশ্বর
    - পদ্মনাভ
      - পুরুষোত্তম
      - জগন্নাথ
      - নারায়ণ
      - মুরারি
      - মুকুন্দদেব
        - কুমারদেব
          - শ্রীসনাতন
          - শ্রীরূপ
          - শ্রীবল্লভ (অনুপম)
            - শ্রীজীব

১। কুমারদেবের পুত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না।

গৌড় বাদশাহের অধীনে চাকরী করিবার সময় হইতেই রূপ ও সনাতনের মনে বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হয়। কালক্রমে তাঁহারা সত্যই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। কনিষ্ঠ বল্লভও রূপের সহিত বৈরাগ্য অবলম্বনে গৃহ হইতে যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে পুরী যাত্রার পথে ভাগীরথীতীরে বল্লভ (অনুপম) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীপাদ বল্লভের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীবের চিত্ত ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠে। কালক্রমে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা পথে নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দের উপদেশ প্রার্থনা করেন। 'ভক্তিরত্নাকর'[১] ও 'প্রেমবিলাস'[২] গ্রন্থে তাঁহার বৈরাগ্যের বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহাকে ব্রজধামে গমন করিবার উপদেশ দেন।[৩] পথিমধ্যে তিনি কাশীধামে গমন করিয়া অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল মধুসূদন বাচস্পতির[৪] নিকট ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অলোকসামান্য পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হন। অবশেষে শ্রীজীব আকুল অন্তঃকরণে বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-যুগল শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপের পদপ্রান্তে বসিযা পরম আগ্রহে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন ও শ্রীরূপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ইঁহার নিকট পরাজিত হন। কালক্রমে ব্রজমণ্ডলে তিনি ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্যরূপে সমাদৃত হন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি তাঁহার কৃপালব্ধ ছাত্র। শ্রীজীবপাদ বহু অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহার গ্রন্থসমূহ গৌড়দেশে আনয়ন করেন। ১৫৪০ শকে আশ্বিনের শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীজীবপাদের তিরোভাব।

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে শ্রীজীব-কৃত নানা গ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থরাজির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) ব্যাকরণ শাখায়—(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ[৫], (২) (ধাতু)-সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ।

১। ভক্তিরত্নাকর পৃ০ ৫০ দ্র°।

২। ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩। চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২২৩-২৫ দ্র°।

৪। শ্রীজীবের অধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতি যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী হইতে পৃথক্, এ বিষয়ে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 'চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান' পৃ০.১৫০-৫১ দ্র°। ডক্টর সুশীল কুমার দে মহাশয়ের *Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement in Bengal*, p. 111, f. n. 5 দ্রষ্টব্য।

৫। মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। মূল ও বৃত্তি—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (শ্রীমায়াপুর)। শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয়-সম্পাদিত মূল ও বৃত্তি।

(খ) কাব্য শাখায়—(৪) শ্রীমাধবমহোৎসব[১], (৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম[২], (৬) গোপালবিরুদাবলী[৩], (৭) গোপালচম্পূ[৪] (পূর্ব), (৮) গোপালচম্পূ (উত্তর)।

(গ) অলঙ্কার শাখায়—(৯) ভক্তিরসামৃতশেষ।[৫]

(ঘ) টীকা[৬] ও ব্যাখ্যায়—(১০) গোপালতাপনী, (১১) ব্রহ্মসংহিতা, (১২) পদ্মপুরাণোক্ত যোগসারস্তব, (১৩) অগ্নিপুরাণের গায়ত্রী মাহাত্ম্য প্রভৃতির টীকা, (১৪) শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী টীকা, (১৫) শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকা, (১৬) দুর্গমসঙ্গমনী[৭] (রূপকৃত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর) টীকা, (১৭) লোচনরোচনী[৮] (শ্রীরূপপাদের উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের) টীকা।

(ঙ) প্রকরণ শাখায়—(১৮) রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা[৯], (১৯) শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসমাহার, (২০) শ্রীরাধিকাকরপদচিহ্নসমাহৃতি।

(চ) দর্শন শাখায়[১০]—(২১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২২) ভগবৎসন্দর্ভ, (২৩) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৫) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৬) প্রীতিসন্দর্ভ, (২৭) সর্বসংবাদিনী। (সর্বসংবাদিনীর নাম ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় না)।

১। শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত। ধাতুসংগ্রহ বইটিও শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত (মূল দেবনাগরী অক্ষরে)।

২। মূল ও অনুবাদ সহ বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত।

৩। ১৯৪১ সালে শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত (নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত)।

৪। শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ কর্তৃক পূর্ব ও উত্তর, এই দুই অংশ বাংলা অক্ষরে মোট পাঁচ খণ্ডে সম্পাদিত, দেবনাগরী অক্ষরে দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত ; মূল (সূচী সহ)—শ্রীমৎ পুরীদাস-সম্পাদিত।

৫। Ulwar Catalogue এ No. 1077 গ্রন্থপঞ্জীতে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু ভুলক্রমে সনাতনের বলিয়া (১৯১০ সাল) পুঁথিতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হরিদাস দাস বইটি সম্পাদিত করিয়াছেন।

৬। টীকা ও ব্যাখ্যার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে : যেমন, ব্রহ্মসংহিতার টীকা শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত, (নাগরী অক্ষরে) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-সম্পাদিত। গোপালতাপনী (টীকা সমেত)—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত।

৭। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত বহরমপুর সংস্করণ; শ্রীদামোদরলাল শাস্ত্রী-সম্পাদিত (কাশী) এবং শ্রীমৎপুরীদাস-সম্পাদিত।

৮। বঙ্গানুবাদ সহ বহরমপুর সংস্করণ, ও দেবনাগরী অক্ষরে মূল ও টীকা মাত্র—নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

৯। মূল ও অনুবাদ সহ শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত।

১০। দর্শন শাখার তত্ত্বসন্দর্ভ প্রভৃতি ছয়টি সন্দর্ভ দেবনাগরী অক্ষরে শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বঙ্গাক্ষরে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে ষট্‌সন্দর্ভ প্রকাশিত করেন। মূল ও টীকা সহ তত্ত্বসন্দর্ভ প্রকাশিত করেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতরত্ন। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামীও উহা সম্পাদিত করেন। অন্যান্য সন্দর্ভও কয়েকবার প্রকাশিত হয়। যেমন, শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ, প্রীতি ও ভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীভূষণচন্দ্র দাস ও শ্রীরাধারমণ গোস্বামী-সম্পাদিত ভক্তিসন্দর্ভ, সত্যানন্দ গোস্বামী-সম্পাদিত শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীরাধারমণ গোস্বামী-সম্পাদিত পরমাত্মসন্দর্ভের প্রথম কিয়দংশ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী, কলিকাতা, হইতে 'গৌরাঙ্গসেবক' পত্রিকায় বর্তমান লেখক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিবৃতিসহ ক্রমশ: প্রকাশিত পরমাত্মসন্দর্ভ ইত্যাদি। সর্বসংবাদিনী—মূল সম্পাদিত করেন শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ইহার মূল ও অনুবাদ সম্পাদনা করেন। পূর্বতন সংস্করণগুলি অধুনা প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য।

প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা হইল 'সর্বসংবাদিনী'। সর্বসংবাদিনীর নাম ভক্তিরত্নাকরে বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তালিকায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রীজীবপাদ রচিত আরও যে গ্রন্থাদি ছিল, তাহার নির্দেশকল্পে 'আদ্য' অর্থাৎ 'ইত্যাদি' পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহাদের তালিকাটিতে শ্রীজীব-কৃত যাবতীয় গ্রন্থ ও টীকার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই।[১]

॥ শ্রীল জীব গোস্বামী ও ষট্‌সন্দর্ভ ॥

প্রসিদ্ধি আছে রূপ ও সনাতনের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট এক কারিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাই শ্রীজীব প্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভের' মূল। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলির প্রত্যেকটিতে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সেই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই কারিকাগ্রন্থে বিশেষ কোন ক্রমপরিপাটী ছিল না, পরন্তু বিচ্ছিন্ন তত্ত্বের ইতস্ততঃ সমাবেশ ছিল মাত্র। শ্রীজীব গোস্বামীই সেই সকল তত্ত্ব পৌর্বাপর্য ও সঙ্গতিক্রমে বিস্তৃত ভাবে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে নানা শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের অবতারণায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনীষা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছয়টি সন্দর্ভে[২] তত্ত্ব[৩], শ্রীভগবৎ[৪], পরমাত্ম[৫], শ্রীকৃষ্ণ[৬], ভক্তি[৭] ও প্রীতি[৮]—এই ছয় নামে ছয়টি বিষয়বস্তুর গৌড়ীয় সিদ্ধান্তসম্মত দার্শনিক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'তত্ত্ব' 'শ্রীভগবৎ' 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারটি সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয় তত্ত্ব এবং 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজন তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে। সম্বন্ধ তত্ত্ব বলিতে গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য—তাহার সহিত গ্রন্থের যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ তাহাই বোঝায়। প্রথম চারিটি সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। এ বিষয়ে সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বপ্রমাণশিরোমণি এবং উহাই বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। 'তত্ত্বসন্দর্ভে' প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

১। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ও Aufrecht এর Catalogus Catalogorun তালিকায় সারসংগ্রহ' পুস্তকটি শ্রীজীবগোস্বামী-বিরচিত বলা হইয়াছে। ঐ পুস্তকটি চারিখানা পুঁথি অবলম্বনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আশুতোষ গ্রন্থমালায় বিস্তৃত ইংরাজী ভূমিকা, সূচী ও পাদটীকা প্রভৃতি যোজনায় বর্তমান লেখক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদনা করিয়াছেন। উহা যে শ্রীজীবপাদ-রচিত নহে, ইহা নিশ্চিত। তবে পুস্তকটিতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। গৌড়ীয় রসতত্ত্বের, বিশেষতঃ মধুররতির আলোচনা ইহাতে দৃষ্ট হয়। পুস্তকটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী সময়ের লেখা। সম্ভবতঃ ইহা শ্রীল রূপ কবিরাজের লেখা।

২। সন্দর্ভ কাহাকে বলে—এ সম্বন্ধে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় বলিয়াছেন—

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

'শ্রীভগবৎসন্দর্ভে' অদ্বয় তত্ত্বের আলোচনায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকারের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ভগবানের অসম্পূর্ণ আবির্ভাব। কারণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তির প্রকাশ নাই। পরমাত্মস্বরূপে মাত্র তাঁহার আংশিক প্রকাশ। একমাত্র শ্রীভগবানেই ভগবৎ-স্বরূপের পূর্ণতম প্রকাশ। তাঁহার অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি প্রভৃতির ভেদও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তিনি যে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিবশেই ভক্তিপ্রেমলভ্য, এ তত্ত্বেরও আলোচন আছে 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভে'।

'পরমাত্মসন্দর্ভে' পরমাত্মার স্বরূপ ও ভেদ আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে জীবাত্মার আলোচনায় জীবের দেহাদিত্ব ও জড়ত্ব প্রকৃতির নিরাস করা হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ আলোচনায় 'পরমাত্মসন্দর্ভে' অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের তত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এবং তিনিই যে সর্বলীলাবতারের মূল, তাহার বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যতা, শ্রীকৃষ্ণের পরমরূপতা, পরব্রহ্মত্ব এবং দ্বিভুজ-নরাকাররূপতা, তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট লীলাবিলাস প্রভৃতির আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পরিকরবৃন্দের স্বরূপ, শ্রীব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্য, শ্রীরাধার স্বরূপ ও উৎকর্ষ এবং শ্রীরাধামাধব-যুগলের মাধুরী প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সারগর্ভ উপদেশ ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। চারিটি সন্দর্ভের আলোচ্য সম্বন্ধতত্ত্বের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধিতে মুখ্যরূপে যে কর্তব্যের উপদেশ—যাহা সর্বশাস্ত্রের বিধেয়, তাহাই অভিধেয়। ভক্তিই সেই অভিধেয়। প্রথমোক্ত সন্দর্ভচতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তিনি সেব্য। ভক্তি জীবের স্বরূপ উপলব্ধির সাধন এবং উহাই পরমধর্ম—'ভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীজীবপাদ তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। ভক্তির এই সব তত্ত্ব অশেষ-বিশেষে আলোচিত হইয়াছে 'ভক্তিসন্দর্ভে'।

কিন্তু ভক্তিধর্মের প্রয়োজন কি, কি তাহার অভীষ্ট ফল বা লক্ষ্য—এই প্রশ্নের মীমাংসা রহিয়াছে 'প্রীতিসন্দর্ভে'। আত্যন্তিক দুঃখের অবসানে আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তিই সকলের অভীষ্ট। অতএব শাশ্বত ও পরমতম আনন্দই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু ভগবৎপ্রীতিই জীবের সেই পরম-পুরুষার্থ। জীব শ্রীভগবানের অংশ—তেজোমণ্ডলের রশ্মিপরমাণুর ন্যায় পরমচিদেকরস শ্রীভগবানের চিৎপরমাণুই হইল জীব। কারণ, জীব তাঁহার শক্তি। কিন্তু প্রকৃতিবিকারময় যে কর্তৃত্ব, উহা হয় জীবের মায়াসম্বন্ধবশতঃ। উহা হইতেই জীবের সংসার। কিন্তু ভগবদনুভবাদি রূপ ভক্তির দ্বারা মায়ার অন্তর্ধান ঘটিলে জীবের সংসারনাশ হয়। 'আমি সুখ অনুভব করিব' ইহাই সকলের কামনা। শ্রুতিবাক্যেও তাহাই ঘোষিত হয়। তিনি রসস্বরূপ। 'জীব আনন্দরসস্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দী হয়'—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"।[১]

১। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৭. ১. ২. ৩২ পৃ।

এই শ্রুতিবাক্যে দ্বৈত বা ভেদতত্ত্বেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানেই জীবের সেই আনন্দানুভূতি। শ্রীভগবানেই জীবকৃত প্রীতিধর্মের পর্যবসান। ভগবৎপ্রীতি জীবের পরম প্রয়োজন। মুক্তি বা কৈবল্য বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মমতে কেবল শ্রীভগবৎপ্রীতিকেই বোঝায়। উহা জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যে স্বরূপগত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত করে। সাধনভক্তি দ্বারা যে প্রেমভক্তি জন্মে, উহাতে পরমানন্দমূর্তি শ্রীভগবানেরও আনন্দচমৎকারিতা প্রকাশ পায়। এমনি করিয়া ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর নিত্য সম্বন্ধের অভিব্যক্তি ঘটে। ভগবৎপ্রীতিময় যে রস—উহা বিভাবাদি ভাবসংযোগে অভিব্যক্ত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি রতিভেদে সেই প্রীতিভাবের তারতম্য আছে। পরমপুরুষার্থরূপ ভগবৎপ্রীতি-বিশেষময় রসসমূহে তত্ত্ব ও লীলাগত আলোচনার পরিপাটী রহিয়াছে—শ্রীজীবপাদের 'প্রীতিসন্দর্ভে'।

'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থখানি 'ষট্সন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যা। বলিতে গেলে ইহা 'ষট্সন্দর্ভের' পরিপূরক গ্রন্থ। শ্রীজীবপাদ ইহাতে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের ও পূর্বসূরিবৃন্দের নানা অভিমত আলোচনা করিয়া নানাবিধ মতের সংবাদ অর্থাৎ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ইহাতে ১১৭টি ব্রহ্মসূত্রের সূচনা আছে এবং ৭৯টি আকর গ্রন্থ হইতে মূল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটিতে মাত্র প্রথমোক্ত চারিটি সন্দর্ভেরই ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। 'ভক্তি' ও 'প্রীতিসন্দর্ভে' তিনি ঐ দুই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্রীজীবপাদ 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে ঐ দুই শেষোক্ত সন্দর্ভ গ্রন্থের ব্যাখ্যা যোজনার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

'সর্বসংবাদিনীর' আলোচ্য তত্ত্বের মধ্যে নিম্নের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। 'তত্ত্বসন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারিত্ব বিচার, শব্দপ্রমাণ, স্ফোটবাদ, শ্রীভগবৎস্বরূপনির্ণয়, শ্রীমন্মধ্বাচার্য ও শ্রীরামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত। 'ভগবৎসন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যায়—শক্তিবাদ, নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন, শক্তির ত্রৈবিধ্য, ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা এবং শ্রীকৃষ্ণেই সর্বশাস্ত্রের পর্যবসান। 'পরমাত্মসন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যায়—অহংপ্রত্যয়, একজীববাদ খণ্ডন, জীবের অণুত্ব, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ, বিবর্তবাদ নিরাস, পরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, পঞ্চরাত্রবিধির সমর্থন ইত্যাদি, এবং 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের' অনুব্যাখ্যায়—অবতার তত্ত্বের আলোচনা, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণভজনের রহস্য, শ্রীগোপীভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিভিন্ন আলোচনা দৃষ্ট হয়।

॥ ভক্তিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীজীবপাদ প্রণীত 'ভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে ভক্তিকে অভিধেয়রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণে আলোচ্য বিষয়গুলির ধারাবাহিক নির্দেশ দেওয়া আছে। গ্রন্থারম্ভে মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ অংশের বিষয় সূচীতে উহা দেখান হইয়াছে। এখানে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে ভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইবে—যাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা না হয়।

যাহা দ্বারা পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, তাহাই অভিধেয়। কিন্তু পরতত্ত্ব বলিতে ব্রহ্ম ব পরমাত্মাকে বোঝায় না। যাহাতে পরতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ, শ্রীভগবানই সেই পরতত্ত্বের মুখ্য আবির্ভাবমূর্তি। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ। শ্রীভগবানের অপরিসীম প্রেমানন্দলাভের সাধন হইল ভক্তি। উহাই ভগবৎসান্মুখ্যের সাধন। ঈশ্বরোপাসনারূপ সেবায় ভক্ত শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানে ব্যাপৃত থাকেন। উহা দ্বারাই জীবের নিজ স্বরূপের উপলব্ধি হয়। ভগবানই জীবের জীবন—তাঁহার সেবাই তাহার ধর্ম। উহাতেই শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তিরূপ জীবের স্বরূপস্থিতির মর্যাদা রক্ষিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন এই—ভক্তির দ্বারা জীব না হয় শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল; কিন্তু ভক্তিরূপ সাধনের সহিত শ্রীভগবৎপ্রীতির কি সম্পর্ক, বা ভক্তির প্রতি শ্রীভগবানের আকর্ষণই বা কিরূপ—এ তত্ত্বের মীমাংসা ব্যতীত ভক্তির অভিধেয়তা স্থাপনা করা যায় না। এই তত্ত্বের প্রতি পূর্বে সঙ্কেত করা হইয়াছে। এখানে সুস্পষ্ট ভাবে বলা দরকার যে, ভক্তিও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির অন্যতম। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা নিজ স্বভাববশে তাঁহার নিজেকে ও অন্য সবাইকে আনন্দাস্বাদনের সুযোগ দেয়। ভগবৎপ্রীতিরূপ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের সেই হ্লাদিনী শক্তির স্ফূর্তি হয়। সত্য বটে ভগবান্ আত্মারাম, তিনি সর্বার্থপূর্ণ, ও সর্বার্থসম্পন্ন; তাঁহার কিছু কামনা করিবার নাই বা তাঁহার অভাবও কিছু নাই। তথাপি তাঁহার আনন্দময় স্বরূপে নিত্যই আনন্দের অফুরন্ত লীলা বিদ্যমান। দীপ অন্ধকার নাশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে প্রকাশিত করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশিত করে। ঠিক সেইরূপ হ্লাদরূপী শক্তি দ্বারা নিত্যানন্দরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আপনারও আনন্দ বিধান করেন।[১] অতএব আনন্দাস্বাদনের প্রতি শ্রীভগবানের স্বরূপগত স্বাভাবিক আকর্ষণ। ভক্তের ভক্তিতে তাঁহার সেই স্বরূপধর্মগত আনন্দাস্বাদন হয়। কাজেই এক দিক দিয়া জীব যেরূপ ভগবৎপ্রীতিময় ভক্তিভাবে তাহার নিজের স্বরূপসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে, তেমনি আর এক দিক দিয়া শ্রীভগবানও তাঁহার স্বরূপশক্তিবশে ঐ ভক্তিতে প্রীতিলাভ করিয়া স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন। শ্রীভগবানের কৃপাবশতই ভক্ত ও ভগবানে এই প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। ইহা জীবের পক্ষে আশার কথা, ভরসার কথা, সুখের কথা ও পরম আনন্দের কথা। সূর্যপূজায় দীপ দানের ন্যায় ভক্তি দ্বারা উপহৃত সামান্যবস্তুও তাঁহার প্রীতিবিধান করে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধবশতই জীব ও ভগবানের মধ্যে এই উপাস্য-উপাসক রূপ নিত্য সম্বন্ধ। তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আর এই সম্বন্ধবশতই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিত্যকারের সম্বন্ধ। ভক্তিই সেই সম্বন্ধের সেতু। ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ গ্রাহ্য—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"[২]—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

১। ভক্তিসন্দর্ভ ২০৬ পৃষ্ঠা দ্র০।

২। ভাগবত ১১. ১৪. ২০. ভক্তিসন্দর্ভ ২১২ পৃ০ দ্র০।

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। কিন্তু অনাদিকাল হইতে মায়া সম্পর্কবশতঃ তাহার স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাই সে অনাদিবহির্মুখ। কিন্তু ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইবামাত্র তাহার সেই মায়াকৃত বন্ধন দূর হয়। ভগবদনুভবরূপ ইষ্ট লাভে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু, প্রশ্ন এই—ভক্তিলাভ কিরূপে হইবে? তদুত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—পূর্বজন্মের সজ্জনকৃপা বা স্বভাবলীন পরতত্ত্বানুভবের সংস্কারবশতঃ, অথবা ইহজন্মের সাধুসঙ্গে অনুশীলিত শ্রবণরূপ ভক্তিযোগের সম্পর্ক হইতে ভক্তি লাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম, যোগ—এই সকলের ঊর্ধ্বে ভক্তিধর্মের স্থান। ভক্তিবিরহিত জ্ঞান ও কর্মের উপযোগিতা নাই। ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছু নাই—"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ।"[১] চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্‌ভাবে যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা নাই। কারণ, ভক্তির কিরণমঞ্জুষায় আপনা হইতেই চিত্তের মলীনতা দূর হয়। কর্মেরও পৃথক্ প্রয়োজন নাই; কারণ, সকল কর্মের যিনি মূল—যিনি বিশ্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেতা, যিনি প্রযোজক কর্তা—সেই ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণই তো যথার্থ কর্মানুষ্ঠান। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞান গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান পৃথক্‌রূপে সিদ্ধি লাভের যোগ্যতা অর্জন করে না। বিশেষতঃ ভক্তিবিরহিত জ্ঞানযোগে ভগবদনুগ্রহলাভের বাধা হয়, ফলে সিদ্ধিলাভেও ব্যাঘাত ঘটে।

অতএব শুদ্ধ ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট। পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উহাই উৎকৃষ্ট সাধন। উহাতে অন্য কোন বাসনা নাই। সুখৈকরূপা ভক্তিই ভক্তির পরম ফল। অতএব ভক্তি এক দিক দিয়া যেমন সাধন, আবার আর এক দিক দিয়া উহা সাধ্য। ভক্ত তাঁহার ভক্তিসাধনার দ্বারা সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিয়াও অন্য কিছু কামনা করেন না। ভগবদ্‌ভক্তিই তাঁহার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত ধন,—যে সম্পদে তিনি চিরসম্পন্ন। অতএব ভক্তিই পঞ্চমপুরুষার্থ। উহাই পরম ধর্ম। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"[২] অন্য ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতার স্থান ইহাতে নাই। মোক্ষাভিলাষও নিরস্ত। স্বর্গাপবর্গ বা মুক্তি চতুষ্টয় দিলেও ভক্ত উহ গ্রহণ করেন না।[৩] ভক্তিই ভক্তির ফল। উহাই সাধ্যভক্তি।

সাধন ভক্তিতে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নানা কর্তব্য কলাপের উপদেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের বিধিপথে ভক্তির অনুশীলন আয়ত্ত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব, সকল উপদেশ, সকল বিধি, নিষেধ—সে সবই ভগবান্ শ্রীহরিকে কেন্দ্র করিয়া। অতএব জীবনের যা কিছু কর্তব্যকলাপ, যা কিছু আচরণ, যা কিছু সাধন ভাবনা—সকলেরই লক্ষ্য ভগবদুপাসনারূপ ভক্তি। ভক্তিই সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির জীবন।

১। ভাগবত ২. ২. ৩৩। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ৩৯০ দ্র০।

২। ভাগবত ১. ২. ৬.। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ১০ দ্র০।

৩। মৎসেবয়া প্রতীতাস্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।—ভাগবত ৯. ৪. ৬৭; ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ২০৫ দ্র০।

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥[১]

সেই ভক্তি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন[২]—এই নবলক্ষণাক্রান্ত।[২] এই নববিধ ভক্তির যে কোন একটিতে নিষ্ঠা হইলেই ভগবদনুভব হয়। ভক্তিতে স্বরূপগুণবিশিষ্ট স্বয়ং ভগবানের অনুভব হয়। জীবমাত্রেই উহাতে অধিকার। মহৎকৃপা বা যদৃচ্ছাক্রমে ভগবৎকৃপায় শ্রদ্ধারূপ ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু, জ্ঞানযোগে মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। উহাতে তাঁহার জ্ঞানরূপ সত্তারই উপলব্ধি হয়। শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিশেষ যোগ্যতাবশতই জ্ঞানমার্গে অধিকার হয়। কর্মযোগেও ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি লইয়াই স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত তত্তৎকর্মের অধিকার। কিন্তু ভক্তিযোগে অন্য কোন যোগ্যতার আবশ্যকতা নাই। শ্রদ্ধা উহার আবির্ভাব হেতু, কিন্তু সেই শ্রদ্ধার উপরেই যে ভক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহাও নহে। শাস্ত্রে যে ভক্তি অভিধেয়, তাহার কারণ, ভক্তি নিরপেক্ষ। শুধু নিশ্চয়তা নির্ধারণকল্পেই শ্রদ্ধার যা কিছু আবশ্যকতা। বস্তুতঃ ভক্তির এমনই স্বভাব যে, কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া আপনা হইতেই উহা প্রকাশ পায়।

জীবমাত্রেরই অকিঞ্চন ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য। উহাতেই জীবের স্বরূপ স্ফূর্তি, উহা দ্বারাই আপাতপ্রতীয়মান আনন্দকে অতিক্রম করিয়া জীব ভগবৎপ্রেমরূপ পরমানন্দ লাভ করে। শ্রীভগবানের সহিত তাহার সম্পর্কবশতই অকিঞ্চন ভক্তির দ্বারা জীব ভগবদনুভবের সাহায্যে নিজ স্বরূপের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানের পূজায় নিজেরই সম্মান ; কারণ, শ্রীভগবানই জীবের জীবন, ভক্তিই ভগবৎসাম্মুখ্যের একমাত্র সাধন বলিয়া উহা অভিধেয়[৩] এবং উহা অনন্যাখ্যা। অন্য কোন কামনা ইহাতে নাই বলিয়াই উহা অকিঞ্চন। ভগবৎপ্রাপ্তির যে কামনা উহা কামনা নহে, কারণ, উহা বন্ধনফলসাধক সাধারণ কামনা নহে।[৪]

ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে মুখ্যতঃ সৎসঙ্গই কারণ, ভগবৎকৃপা গৌণ কারণ। কারণ, শ্রীভগবান্ নিত্যই আনন্দস্বরূপ, তাঁহার চিত্তে বহির্মুখ জনের প্রতি দুঃখস্পর্শমূলক সহানুভূতিজাত কৃপার উদ্রেক সম্ভব নয়। তবে ভগবৎকৃপা লাভ হয় কিরূপে? না, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গবশতঃ যে ভক্তির উন্মেষ হয়, সেই ভক্তি হইতেই ভগবৎপ্রীতিরূপ কৃপার আবির্ভাব হয়। সৎসঙ্গ বলিতে ভক্তজনসঙ্গই বোঝায়।

১। বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৪. ৪.। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ১১১ দ্র০।
২। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ২৫৭ দ্র০।
৩। তুলনীয় :—অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১২২. ২৪
৪। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ২৫০, পাদটীকা ৪ দ্র০।

ভক্ত কতপ্রকার—আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয়।[১] তন্মধ্যে অনন্যভক্তির সাধককে সর্বোত্তম ভক্ত বলা হয়। যিনি শুদ্ধ দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাব অবলম্বনে অনন্যভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ভজনা করেন, তিনিই সর্বোত্তম ভক্ত।[২] এইরূপ ভক্তজন-সঙ্গবশতই ভক্তির আবির্ভাব এবং সেই ভক্তিভাব হইতেই স্বভাবসম্বন্ধবশতঃ ভগবৎকৃপার উদ্রেক হয়। সাধুজনের নিকট হইতে শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির সাহায্যে ভক্তিলাভ হয়।[৩] ভক্তিরহস্য জানিবার জন্য শ্রবণ-গুরুর নিকট হইতে ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণেরও ব্যবস্থা আছে। আবার, ভজন-গুরুর নিকট হইতে ভজনরীতি শিক্ষারও উপদেশ দৃষ্ট হয়।

ভক্তির দ্বিবিধ লক্ষণ:—তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। ভক্তির দ্বারা সব কিছু পাওয়া যায়—"যয়া সর্বমবাপ্যতে"[৪] এইটি ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। জীব শ্রীভগবানের শক্তি। অতএব ইহা একটি এমন সাধন—যাহা দ্বারা জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ"[৫]—ভজন বা ভগবৎ সেবাই ভক্তি—ইহাই মুখ্য অর্থ। ভক্তিযোগই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। সেই ভক্তিশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির সার—উহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা অনুগতিরূপ যে ভগবৎসেবা উহাই ভক্তি।

শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তিতে শ্রীভগবদনুগতির নিত্য অনুশীলন দেখা যায়, অতএব উহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। আরোপসিদ্ধা যে ভক্তি—উহাতে শ্রীভগবানে কর্ম অর্পিত হয় বলিয়া কর্মার্পণ-ভক্তির কথঞ্চিৎ প্রকাশ দেখা যায়। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে সৎসঙ্গজাত জ্ঞান ও কর্মের অভ্যাসে পরম্পরাক্রমে ভক্তির প্রকাশ হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিষ্কামরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই উৎকৃষ্ট।[৬] উহাতে অন্য কোনপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।

অকিঞ্চনা ভক্তি মূলতঃ দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রবিধিবশতঃ যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি, তাহাই বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তির প্রসঙ্গে ষড়্‌বিধ শরণাপত্তি, শ্রীগুরু ও সাধুজন-সেবা, শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নানাপ্রকার ভজন-অভ্যাসের উপদেশ দৃষ্ট হয়।[৭] শ্রীভগবান্ যে সকলের রক্ষয়িতা, তদ্রূপে বরণ বা স্বীকৃতিই শরণাপত্তির বড় কথা। শরণাপত্তির আর পাঁচটি মাত্র প্রকারভেদ—যেমন আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্যবর্জন, রক্ষাকর্তায় আস্থাস্থাপন, আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য অর্থাৎ (দৈন্য বা কাতরতা)—এগুলি ঐ শরণাপত্তিরই কোন না কোনপ্রকার অঙ্গ। শ্রীগুরু ও সাধুজন সেবা দুইপ্রকারের—তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাঁহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকা।

১। ভক্তিসন্দর্ভ ৩১৩-৩৩৬ পৃ° দ্র°।
২। ভক্তিসন্দর্ভ ৩৩৬-৩৪৪ পৃ° দ্র°।
৩। ঐ ৩৪৭-৩৫০ পৃ° দ্র°।
৪। ঐ ৩৫২ পৃ° দ্র°।
৫। ঐ ৩৬৪-৩৯৬ পৃ° দ্র°।
৬। ঐ ৩৯৭ পৃ° দ্র°।
৭। ঐ ৩৯৭ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

শ্রবণরূপ বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানের এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।[১] তন্মধ্যে মহামুনিপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণই শ্রবণরূপা ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। কীর্তনেও শ্রবণের অনুরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি কীর্তনের উপদেশ দৃষ্ট হয়।[২] শ্রীহরির নামকীর্তন একাধারে সাধন ও সাধ্য। সাধক ভক্ত একান্ত আগ্রহে নিরন্তর শ্রীহরির নামকীর্তনে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করেন। সিদ্ধ ভক্তও নামকীর্তনে নিরন্তর ভগবৎপ্রেমানন্দে বিভোর থাকেন। নামকীর্তনে সমস্ত অপরাধ নিঃশেষে দূর হয়। নামের মাহাত্ম্যকীর্তনে বলা হয়--নাম ও নামীতে অভেদ সম্বন্ধ। একই ত্রিবিক্রম বিষ্ণু বেদ ও পুরাণে নানাবিধ নামে কীর্তিত হইয়াছেন। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বৈশিষ্ট্যবশতই এই নামভেদ। বস্তুতঃ সকল নামের শ্রীবিষ্ণুতেই পর্যবসান। তবে শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর, মঙ্গল হইতেও সুমঙ্গল—"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্"।[৩] অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর রূপ, লীলা ও গুণ কীর্তন করিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়—ভগবানও সেখানে আসিয়া আবির্ভূত হন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—অনেকে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে কীর্তন করেন, তাহাকেই বলে সঙ্কীর্তন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।[৪] কলিযুগের লোকের সামর্থ্য অতি অল্প। অতএব কীর্তনাখ্যা ভক্তিই তাহাদের পক্ষে শ্রীভগবৎ-প্রীতিবিধানের পরম উপযোগী সাধন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ"।[৫] সঙ্কীর্তনপ্রচাররূপ গুণগরিমার জন্যই কলিযুগ ধন্য। নামসঙ্কীর্তনরূপ ভক্তিসাধনায় সকলেরই সমান অধিকার। উহাতে কালাকাল বা পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

অতঃপর, নামস্মরণরূপ ভক্তির আচরণে বাহ্য বিষয়বস্তু হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া শ্রীভগবানের নাম ও রূপে নিবিষ্ট করিবার বিধি দেখা যায়।[৬] শ্রীভগবানের গুণ, লীলা পরিকর, এমন কি তাঁহার সেবাস্মরণও স্মরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত। এই স্মরণ পাঁচপ্রকারের—সাধারণভাবে স্মরণ বা যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান, সামান্যাকারে মনে স্থান দেওয়া—যাহার নাম ধারণা, বিশেষরূপে রূপচিন্তন বা ধ্যান, নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতি এবং ধ্যেয় বিষয়ের স্ফুরণরূপ সমাধি। পাদসেবাও স্মরণসেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ভক্ত শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চান না। অবশ্য পাদসেবা উপলক্ষণ মাত্র। শ্রীমূর্তি দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুগমন, ভগবন্মন্দির বা দ্বারকা, মথুরা বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে গমন—সবই পাদপরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত।

১। ভক্তিসন্দর্ভ ৪৬০ পৃ° দ্র°।
২। ঐ ৪৪৫-৪৬৪ পৃ° দ্র°।
৩। উদ্ধৃতি ৪৫৮ পৃ° দ্র।
৪। উদ্ধৃতি ৪৬৬ পৃ° দ্র°।
৫। ভা. ১২. ৩. ৪৪
৬। ভক্তিসন্দর্ভ ৪৭৩ পৃ° দ্র°।

পুণ্যতীর্থ সেবায় সমাগত ভক্তজনের সহিত পবিত্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয় এবং উহা হইতেই বাসুদেব-কথায় শ্রদ্ধারতির উদ্ভব হয়।

পরিচর্যামার্গে বৈধীভক্তির অনুশীলনে পূজা বা অর্চনার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।[১] আগমশাস্ত্রমতে আবাহনাদিক্রমে শ্রীহরি অর্চনার নিয়ম আছে। অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হইলে মন্ত্রগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহার নিকট হইতে অর্চনার রীতি-নীতি শিক্ষা করিতে হয়। গুরু যে দীক্ষা দেন উহা হইতেই অর্চনমার্গে প্রবেশের সূচনা। তিনি যে দিব্য জ্ঞান দেন, উহা হইতে পাপক্ষয়ও হয়। তাঁহার প্রদত্ত দিব্য-জ্ঞানে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কারণ, মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবৎস্বরূপের যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় দ্রব্যাদি উপচার-সাধ্য এই পরিচর্যামার্গ সাধারণতঃ গৃহিগণের পক্ষেই মুখ্য। কিন্তু ষড়্‌বিধ শরণাপত্তিতে নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিরও অধিকার আছে।

শ্রীভগবানের নামাত্মক শব্দ মাত্রেই মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।[২] তথাপি শ্রীভগবান্ ও ঋষি-বৃন্দের নিহিত শক্তিবিশেষ দ্বারা সমন্বিত যে নামাত্মক শব্দ—তাহাই বিশেষভাবে মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাম ও মন্ত্রের স্বভাব-বলেই পরমার্থ লাভ হয়। তবুও দীক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে যাহার মন আকৃষ্ট ও তদ্বশতঃ বিক্ষিপ্ত, তাহার সেই বিক্ষেপাকুল চিত্তবৃত্তি যাহাতে সঙ্কোচিত হয়, তদুদ্দেশ্যেই অর্চনমার্গে দীক্ষা প্রভৃতি নিয়মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্চন দ্বিবিধ—কেবল ও কর্মমিশ্র। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কেবল শ্রদ্ধাভরেই অর্চন করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্মমিশ্র অর্চনরীতিতে ভক্তির অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রদ্ধা উপজাত হয়। অর্চনমার্গে শ্রীভগবানের পীঠাবরণ-দেবতা পূজারও উপদেশ আছে।[৩] জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী প্রভৃতি ব্রতসমূহ অর্চনার অন্তর্ভুক্ত। অর্চনার অঙ্গরূপে বন্দনার বিধি আছে।[৪] তথাপি স্মরণ-কীর্ত্তনের মত বন্দনারও পৃথক্ বিধান দৃষ্ট হয়।

বৈধীভক্তির আচরণে দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের উপদেশ আছে। দাস্যভাবে সাধক জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া নিজেকে শ্রীভগবানের দাসরূপে বিভাবিত করেন। পরিচর্যামার্গে সখ্যভাবে ভজনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বন্ধুর ন্যায় হিতকথনরূপ প্রেম-বিশ্বাসময় ভাব বিদ্যমান। আত্মনিবেদন বলিতে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহাতে নিজের যা কিছু সাধ্য ও সাধন, সবই শ্রীভগবানে সমর্পণ করা হয়। এই আত্মনিবেদন দাস্য প্রভৃতি ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে পারে বা অন্য কোন ভাবের সহিত যুক্ত না হইয়াও পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। নববিধ ভক্তির মধ্যে যে দাস্য ও সখ্যের উল্লেখ আছে, উহা রাগানুগা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত যে দাস্য ও

১। ৪৮৩ পৃ° দ্র°।

২। ৪৮৭ পৃ° দ্র°।

৩। ৪৯২ পৃ° দ্র°। ৫০০ পৃষ্ঠায় ধ্যান-পূজাদির বিবরণের সূচনা দৃষ্ট হয়।

৪। ৫২৮ পৃ° দ্র°।

সখ্য—তাহা হইতে ভিন্ন। এখানে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিধিমার্গ অবলম্বন করিয়াই দাস্য ও সখ্য প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ।[১]

রাগানুগা ভক্তিতে[২] শ্রীভগবদ্বিষয়ে যে প্রীতি উহা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হইতে জাত। রাগানুগা ভক্তি বিধির উপর নির্ভর করে না, স্বতন্ত্রভাবেই উহা প্রবর্তিত হয়। একমাত্র স্বাভাবিক রুচিই রাগানুগা ভক্তির হেতু। এরূপ অবস্থায় ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে রুচি দেখা যায় না। রুচিপ্রধান রাগানুগা ভক্তিতে মনেরই প্রাধান্য। মনের দ্বারাই শ্রীভগবানের সহিত মিলন বা বিহার নিষ্পন্ন হয়। রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচিমান্ ভক্ত নিজ নিজ অভিনিবেশ অনুসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য প্রভৃতি যে কোন ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অবশ্য ভক্তিনিষ্ঠার প্রধান কারণ দুইটি:—স্বতঃপ্রবৃত্তিরূপ রুচি এবং ভক্তিশাস্ত্রবিধির সমাদর। যেখানে স্বতঃপ্রবৃত্তিরূপ রুচি নাই, অথচ ভক্তিশাস্ত্রেরও প্রতি সমাদর নাই, সেখানে একান্তিভাবরূপ ভক্তিনিষ্ঠা প্রকাশ পায় না।

রাগানুরাগা-পরায়ণ ভক্তের যদিও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বা রুচি হইতেই ভক্তিভাব জাত হয়, তথাপি সম্যক্‌ভাবে রুচি না হওয়া পর্যন্ত বৈধীভক্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই বলিয়া বৈধীকে প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে রাগানুগার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে—এমন কথা বলিলে চলিবে না। বরং রাগানুগা অনুসারেই উহার সহিত বৈধীর মিলন ঘটাইতে হইবে। এরূপ মিলন বা সামঞ্জস্য বিধান রাগানুগা-পথাশ্রিত সাধকের পক্ষে লোকশিক্ষারূপ পুণ্যব্রতের দিক্ দিয়া প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পরিপালন শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিরূপ ফলেই পর্যবসিত। অতএব রাগানুগামার্গের ভক্ত আপনা হইতেই শ্রীহরিপ্রীতিরূপ বিধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং শ্রীহরির অপ্রীতিরূপ নিষিদ্ধ কর্ম হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। রাগানুগা প্রীতির স্বভাবই হইল ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির প্রীতিবিধান। বিধিপ্রবর্তিত না হইলেও রাগানুগা ভক্তি বেদবাহ্য নহে। রাগরুচির দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধি প্রবর্তিত হয়।

রাগানুগা ভক্তি বৈধীভক্তি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।[১] কারণ, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণে যে আবেশ বা অভিনিবেশ, উহা রুচিবিশেষরূপ মানস ভাবটিতে যেমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে, তেমনটি শাস্ত্রবিধি প্রেরণার দ্বারা হয় না। কারণ, রুচিবিশেষ ভাবটি হইল মনের স্বাভাবিক ধর্ম।

রাগানুগীয় উপাসনায় ভক্ত ব্রজবাসী জনগণের আনুগত্যে তত্তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া ভজনা করেন। শ্রীগুরু তাঁহাকে ব্রজমণ্ডলে তাঁহার অভীষ্ট স্থান ও তদনুরূপ সেবাধিকার প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করেন। ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় ব্রজজন-বিশেষরূপে নিজেকে ভাবিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই যে পরম অনুকূল ভাবাবেশ—রাগানুগা ভক্তিতেই উহা সম্ভব। এমন কি, বৈরভাববশতও আবেশতন্ময়তা দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রশাসন ভয়ে যে ভক্তিভাব—উহাতে

১। ৫৩০ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

২। ৫৩৮ পৃষ্ঠা হইতে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সেরূপ আবিষ্টতা প্রকাশ পায় না। বিধিনিরপেক্ষ কাম বা স্বাভাবিক প্রেমরুচিতে যে ভাবাবেশ বা তন্ময়তা, তাহার তুলনা নাই। ব্রজগোপীগণের যে কাম, তাহা তো একমাত্র প্রেমরূপই, যেহেতু তাঁহারা নিজের সুখ অতিক্রম করিয়াও প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের আনুকূল্য বিধানে নিত্যই তৎপরায়ণা। ভগবদ্বিষয়ক কামই অপ্রাকৃত প্রেম। উহা পরম পবিত্র, উহাতে পাপ-সম্ভাবনা নাই। শ্রীভগবান্ ইহলোকে মনুষ্যের স্থায় লীলাকৈবল্য প্রকাশ করেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলারস-মোহের স্বভাববশতই মাধুর্যাদি লীলাবিলাস প্রসঙ্গে ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান দৃষ্ট হয় না। আর, তিনি যে ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত লীলাবিলাসে কামবিলসিত ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্য বশতই অভিরুচিসম্মত। বিশেষতঃ তাঁহার যে প্রেয়সীবর্গ—তাঁহারা তো তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিগ্রহ। অতএব তাঁহারাও শুদ্ধস্বরূপা। তাঁহারা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার যোগ্য তাদৃশ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রেমবিলাস করেন। শ্রীভগবানে সমর্পিত পতিভাবযুক্ত প্রেমভাবে কোনই দোষ নাই। এমন কি, উপপতিভাবেও পাপস্পর্শ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজগোপীগণের কুলশীল-ও-ধর্মতিরস্কারী সর্বস্বপণ প্রেমের ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ"[১]—'দেবতার মত পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই অনবদ্য প্রেমসংযোগের অনুরূপ প্রত্যুপকার করিবার শক্তি আমার নাই।' ভগবদ্বিষয়ক যে কাম উহা কামদেবের উদ্ভাসিত প্রাকৃত কাম নহে, কারণ, শ্রীভগবান্ "সাক্ষান্মন্মথমন্মথ"—'মন্মথেরও তিনি মন মথিত করেন।' স্বয়ং শ্রুতি, মুনি ও কত সাধক নিত্যসিদ্ধা গোপিকাবৃন্দের ভাবাভিলাষে বিভাবিত হইয়া অপ্রাকৃত কামভাবে শ্রীভগবানের আরাধনায় গোপীযূথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ভগবদ্বিষয়ক কাম অপ্রাকৃত প্রেমেরই নামান্তর। রাগানুগাভাবে সেই অকৈতব প্রেমভাবের চরম উৎকর্ষ। অতএব রাগানুগাতেই ভক্তির অভিধেয়তার পরমতম অভিব্যক্তি।

অভিধেয়রূপা যে রাগানুগা ভক্তি উহা একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই মুখ্যরূপে প্রযোজ্য। কামবশে যে আবেশ উহা সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"।[২] বৈধীভক্তিতে চতুর্ভুজ দেব রূপে তাঁহার উপাসনা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিতে একমাত্র গোকুলবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দনেই ভজনাবেশ। ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র ও সর্বসমর্থ ঈশ্বর হইয়াও ব্রজলীলায় ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। উহাতেই তাঁহার পূর্ণতম মাধুর্যের অভিব্যক্তি। শুদ্ধা ভক্তি স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তিরূপা, কারণ, উহাতে স্বয়ং হ্লাদরূপী যে শ্রীভগবান্, তিনিও আনন্দরস আস্বাদান করিয়া থাকেন। গোবর্ধন ধারণের মত অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া গোপবালকগণ যখন বিস্ময়ে অভিভূত হন, তখন তাঁহাদের

১। ভা. ১০. ৩২. ২২ ; ভক্তিসন্দর্ভ পৃ° ৫৬৪ দ্র°।

২। ভা. ৭. ১. ৩০ ; ভক্তিসন্দর্ভ পৃ° ৫৭০ দ্র°।

বন্ধুযোগ্য সখ্যভাব যাহাতে কুণ্ঠিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে সম্বোধন করিয়া গোকুলবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন—'আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব নহি, যক্ষ নহি, দানব নহি। আমি তোমাদের সখা। ইহা ব্যতীত অন্য কিছু তোমরা মনে করিওনা।' বস্তুতঃ গোকুলভূমির লীলাবিলাসে মাধুর্যেরই পূর্ণতম বিকাশ। উহাতে বিস্ময় নাই, সঙ্কোচ নাই, ত্রাস নাই; আছে অফুরন্ত মাধুর্য।

গোকুললীলাকে কেন্দ্র করিয়াই মাধুর্যঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময়ী লীলার বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতা। রাগাত্মিকা ভক্তি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃ স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে। অতএব বিধি-নিরপেক্ষ সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির মুখ্য বিষয় হইল গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম এবং তাঁহার তাদৃশ উপাসনারই সর্বাধিক মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারে বা অবতারী রূপে পরমমঙ্গলময় স্বভাবের সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, যেরূপ দেখা যায় তাঁহার গোকুললীলাত্মক লীলাবিলাসে। তন্মধ্যে ব্রজবধূদিগের সহিত তাঁহার যে সর্বলীলামুকুটমণি রাসাদি-লীলাবিলাস—উহাই পরমতম বিশিষ্টতার পরিচায়ক। হ্লাদিনীশক্তিরূপা পরমভক্ত-শিরোমণি মহাভাবস্বরূপিণী সর্বগোপীজনশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত তৎসংবলিত রসিকেন্দ্রচূড়ামণি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ভজনই যে রাগাত্মিকা ভক্তির পরমতম সাধন, রাসলীলার উহাই নিগূঢ় তত্ত্ব।

এই সকল ভক্তিমার্গের তত্ত্ব ও সাধনক্রম শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ নামক পঞ্চমসন্দর্ভ গ্রন্থে সেই অভিধেয় ভক্তিতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা রহিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই রূপরেখা অঙ্কিত করা হইল—যাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থগত বিষয়বস্তুর মর্ম উদ্‌ঘাটনে পাঠকবৃন্দ অন্ততঃ কিছুটা সঙ্কেতসূত্রের নিদর্শন লাভ করেন।

॥উপসংহার॥

ইতঃপূর্বে 'ভক্তিসন্দর্ভের' ভাবানুবাদ প্রকাশিত হয়, উহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তদুপরি আধুনিক উন্নত রীতিতে মূল, অনুবাদ, পাদটীকা, ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এই সকল গ্রন্থরত্ন সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলাবিভাগের তৎকালীন সংসদাচার্য স্বনামধন্য শ্রীল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের উপজীব্য অন্যতম অমূল্য গ্রন্থ 'ভক্তিসন্দর্ভ' প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে তিনি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য-সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতার অধিকারী সন্দেহ নাই। আজ তিনি ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহারই আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির এই শুভ লগ্নে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার প্রথম অর্পিত হয় আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী মহাশয়ের উপর। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই আমার উপরে তাঁহার সহকারী রূপে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন হইতে সম্মিলিত ভাবে গ্রন্থ সম্পাদনায় নিযুক্ত হই। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই পূজ্যপাদ পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধনোচিত নিত্যধামে প্রবেশ করেন। ফলে গ্রন্থটির যাবতীয় সম্পাদনার ভার শেষ পর্যন্ত একা আমাকেই বহন করিতে হয়। পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে যৎসামান্য জ্ঞান যাহা আহরণ করিয়াছি, তাহাই সম্বল করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ও নিত্যধামগত পিতৃদেবের আশীর্বাদে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভের' সম্পাদনাকার্য যথাশক্তি নিষ্পন্ন হইল।

পুস্তকটির মুদ্রণকার্যে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনিবার্য কারণেই উহা সংঘটিত হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের একটি মুদ্রণালয়ে বইটির মুদ্রণ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখান হইতে পাণ্ডুলিপির এক-তৃতীয়াংশ হারাইয়া যায়। আবার নূতন করিয়া পাণ্ডুলিপি রচনা করিতেও বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ে নানাবিধ কাজের চাপ থাকায় আশানুরূপ ক্ষিপ্র গতিতে মুদ্রণকার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ নানা বাধা বিপত্তিতে গতিবেগ বিলম্বিত হইলেও যাঁহাদের তৎপরতায় পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভবপর হইল, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ও তাঁহার সহকারিবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই—যিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষরূপে ও সাময়িক উপাচার্যরূপে সর্ব বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থাকল্পে, বিশেষতঃ জ্ঞান ও গবেষণার নানা ক্ষেত্রে তদুপযোগী প্রচার প্রসারের সার্থক রূপায়ণে বিদ্বজ্জনসমাজের ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে গ্রন্থসম্পাদনার রীতিনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। পূর্বমুদ্রিত পুস্তক ও আমাদের গৃহে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মূলাংশের যথাসম্ভব পাঠ যোজনা করা হইয়াছে। পাদটীকায় পাঠান্তরের নির্দেশ আছে। উদ্ধৃত শ্লোক প্রভৃতি অংশের মূল বা আকরের সূচনা যথাসম্ভব দেওয়া হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য পাদটীকায় স্থলবিশেষে ব্যাখ্যা, তাৎপর্য বা টীকা যোজনা করা হইয়াছে। মূল বক্তব্যের যাহাতে বিকৃতি না ঘটে, অনুবাদ অংশে সে বিষয়ে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। মূল সংস্কৃতে ও অনুবাদ অংশে 'ভক্তিসন্দর্ভের' আলোচ্য বিষয়গুলির শীর্ষদেশে আনুপূর্বিক সূচনা দেওয়া হইয়াছে। মধ্যম বন্ধনীর মধ্যে উহার সমাবেশ আছে।

আর একটি বক্তব্য এই—শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি প্রমাণবচনকে বিষয়-বাক্য রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন। সেই সকল উদ্ধৃত শ্লোকের শেষে (॥১॥ ॥২॥ ॥৩॥) এইরূপ ক্রমিক অঙ্কের নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। আমরা সেই অংশের উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত বচনগুলিকে সহজে ধরিবার জন্য কিছু বড় আকারে ছাপাইবার

ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে সেই ক্রমিক অঙ্কের সঙ্কেত দিয়াছি। অবশ্য, বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ বচনগুলি ছাড়াও মূল যুক্তির সমর্থনে অন্যতর শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনেরও উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই অংশের ছাপায় কোন বৈশিষ্ট্য দেখান হয় নাই। মূল অংশে 'টীকা চ'—এই বলিয়া যে উদ্ধৃতি দেখা যায়, উহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার অংশ। বিষয়বাক্যরূপে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোক বা শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মূলাংশে শ্রীজীবপাদ ভাগবতের স্কন্ধ, অধ্যায়, ও কাহার প্রতি কাহার উক্তি—এই সব সঙ্কেত যোজনা করিয়াছেন, যেমন, ১১ ॥ ২ । কবির্বিদেহম্ ।—অর্থাৎ ইহা ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥—এইরূপ।

গ্রন্থের প্রারম্ভে আলোচ্য বিষয়ের উপর সংস্কৃত ও বাংলায় ধারাবাহিক দুইটি সূচী দেওয়া হইল এবং গ্রন্থশেষে উদ্ধৃতির সূচী, পূর্বাচার্য প্রভৃতির নামের সূচী বা উদ্ধৃত গ্রন্থ প্রভৃতির নাম, পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দেশক্রমে যোজিত করিলাম।

আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে পুস্তকটির সম্পাদনা ও অনুবাদকার্যে যথাশক্তি শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করিয়াছি। সাধক ভক্ত, সুধী পাঠকবৃন্দ এবং জিজ্ঞাসু বৈষ্ণববৃন্দের পরিতোষ বিধানের সামর্থ্য আমার নাই। তাঁহারা নিজগুণে আমার অপরাধ বা ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করিবেন—ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

গ্রন্থসঙ্কেত

ঐত. উ.	=	ঐতরেয় উপনিষদ্।
কে. উ.	=	কেন উপনিষদ্।
গ. পু.	=	গরুড় পুরাণ।
গৌ. ত.	=	গৌতমীয়তন্ত্রম্।
চৈ. চ.	=	চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত।
তৈ. উ.	=	তৈত্তিরায় উপনিষদ্।
নৃ. তা.	=	নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্।
নৃ. পু.	=	নৃসিংহপুরাণ।
প. পু.	=	পদ্মপুরাণ।
বৃ. আ.	=	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।
বৃ. না. পু.	=	বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
ভ. গী.	=	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
ভ. র. সি.	=	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণ)।
ভা.	=	শ্রীমদ্ভাগবতম্।
ল. ভা.	=	লঘুভাগবতামৃতম্।
লি. পু.	=	লিঙ্গপুরাণম্।
বি. ধ. পু.	=	বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণম্।
বি. পু.	=	বিষ্ণুপুরাণম্।
বে. দ.	=	বেদান্তদর্শনম্।
হ. ভ. বি.	=	হরিভক্তিবিলাসঃ।
শ্বেতা বা শ্বেতাশ্ব	=	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।
সা. দ.	=	সাহিত্যদর্পণম্।

সূচীপত্রম্

(মূলসংস্কৃতাংশবিষয়কম্)

সূচীপত্র

(অনুবাদ অংশের বিষয়সূচী)

॥ শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রা জয়ন্তি

[গ্রন্থবিবরণম্]

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্ ।
পর্য্যালোচ্যার্থপর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি[১] জীবকঃ[২] ॥

[অনুবাদকর্তুর্মঙ্গলাচরণম্ ।
শ্রীনদীয়াবিনোদায় গুরবে ভক্তিদায়িনে ।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

[গ্রন্থবিবরণ]

সেই (সুপ্রসিদ্ধ) সাধু শ্রীল রূপসনাতনের সন্তোষবিধানকারী দক্ষিণদেশোদ্ভব ভট্ট (শ্রীগোপালভট্ট) পুনর্বার (অর্থাৎ তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বিচার করিবার পর) এই (ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের) বিচার করিতেছেন। সেই (শ্রীগোপালভট্টের) প্রথম লিখিত গ্রন্থ কোথাও ক্রমানুসারে, কোনস্থানে ক্রমভঙ্গে, কোথাও বা খণ্ডিত (বিচ্ছিন্ন) ভাবে ছিল। জীব নামক ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিতেছেন। ১৫

১ 'লিখামি' এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগ না করিয়া 'লিখতি' (লিখিতেছেন)—এই প্রথম পুরুষের প্রয়োগে অভিমানশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ব্যতীত আচার্যগণের অনুসৃত রীতিতে প্রথম পুরুষেরই বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধি আছে—আচার্যাণামিয়ং শৈলী যৎ স্বাভিধেয়মপি পরাভিধেয়মিব বর্ণয়ন্তি।

২ 'জীব' শব্দের পর অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এস্থলে আপনাকে ক্ষুদ্র জীবরূপে উপস্থাপিত করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যই প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা 'জীবক' পদে বাগ্দেবী যেন ভক্তের প্রশংসাই ধ্বনিত করিতেছেন; কারণ বাগ্দেবী ভগবান্ ও ভক্তের অপকর্ষ সহ্য করেন না—স্তুতিপক্ষে ইহাই বুঝিতে হইবে যে 'জীবয়তি সর্বজীবান্ ভাগবতসিদ্ধান্তদানেন' অর্থাৎ ভাগবত সিদ্ধান্তদানে জীবকুলকে যিনি সঞ্জীবিত করেন তিনিই এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।

শ্রীমন্মদনগোপালো রাধালিঙ্গিতবিগ্রহঃ।
সীতানাথস্য যঃ প্রাণাঃ স মেঽনন্যগতের্গতিঃ॥
শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন রাধারমণশর্মণা।
ভক্তিসন্দর্ভনাম্নোঽস্য গ্রন্থস্য বঙ্গভাষয়া॥
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে যত্নাদ্ যথামতি সমাসতঃ।
জীবস্য তুষ্টয়ে চেৎ স্যাৎ সফলোঽয়ং মম শ্রমঃ
প্রমাদাদ্ যদি বা মোহাদযুক্তমিহ ভাতি যৎ।
সংশোধয়ন্তু তৎসর্বং বৈষ্ণবা হি কৃপালবঃ॥][1]

[অবতরণিকা]

অত্র[2] পূর্বসন্দর্ভচতুষ্টয়েণ সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণসনাতন-পরমানন্দলক্ষণ-পরতত্ত্ব-রূপং সম্বন্ধি চ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিতমিতি নিরূপিতম্। তত্র চ ভগবত্ত্বেনৈবাবির্ভাবস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। প্রসঙ্গেন বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চতুঃসনাদ্যাশ্চ তদবতারা দর্শিতাঃ। স চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্ধারিতম্।

[অবতরণিকা]

এই (ভাগবতসন্দর্ভ) গ্রন্থের পূর্ব সন্দর্ভচতুষ্টয়ে (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে) সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণসনাতন শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপ সম্বন্ধি[3] ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবরূপে কথিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এবং উহাতে (ব্রহ্মপরমাত্মাদি আবির্ভাবনিচয়ের মধ্যে) ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবেরই পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষ্ণু ও চতুঃসন প্রভৃতি যে ভগবানের অবতার—উহাও প্রসঙ্গক্রমে দর্শিত হইয়াছে, এবং সেই ভগবানই যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে।

১ বন্ধনীর মধ্যে এই শ্লোক পাঁচটী অনুবাদক রচিত মঙ্গলাচরণ। উহার আর অনুবাদ দেওয়া হইল না।

২ 'তত্র'—ইহা পাঠান্তর।

৩ সম্বন্ধ যাহাতে আছে তাহাকে সম্বন্ধী বলে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই সম্বন্ধিতত্ত্ব তিন প্রকার বলিয়া নির্ণীত। ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ ভেদে উক্ত তত্ত্ব এক হইয়াও ত্রিবিধ সাধনবশতঃ তিন প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—

'জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥'
[চৈ চ. ২. ২০. ১৩৪]

[জীবানাং সংসারদুঃখম্]

পরমাত্মবৈভব-গণনে চ তত্তটস্থ-শক্তিরূপাণাং চিদেকরসানামপ্যনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যেন লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃত-স্বরূপজ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং. সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্। যথোক্ত[১]মেকাদশে শ্রীভগবতা—

আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥
[ভা. ১১. ২২. ৩৩]

ইতি।

[জীবের সংসার দুঃখ]

পরমাত্মার বৈভবকথনপ্রকরণে জ্ঞাপিত হইয়াছে যে, সেই (ভগবানের) তটস্থ শক্তি-রূপাদি চিদেকরস হইয়াও[২] জীবগণের অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বজ্ঞান সংসর্গের অভাব[৩] থাকায়

---

১ পাঠান্তর—'তথা চোক্ত°'।

২ ভগবানের শক্তি তিন প্রকার—স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি (মায়া), আর তটস্থা শক্তি (জীব)। জীব চিৎকণ এবং মায়াতীত ; কিন্তু মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জীব মায়িক বিষয় ভোগ করে বলিয়া একাধারে চিৎ ও জড়। তটস্থ বলিতে সাধারণতঃ যিনি তটবর্তী অর্থাৎ সান্নিধ্যে বর্তমান, তাঁহাকেই বুঝায়। জলাশয়ের তটে কোন বস্তু থাকিলে যেমন উহা জলেও থাকে না, অথচ জল হইতে বহুদূরেও থাকে না, বরং জলাশয়ের অতি নিকটে থাকে, তদ্রূপ জীব ভগবানের তটস্থ। 'চিৎ' ও 'জড়'—এই উভয় কোটিতে প্রবিষ্ট বলিয়া জীব তটস্থ। বাস্তবিক পক্ষে জীব চিৎকণ ও ভগবানের তটস্থ শক্তি হইয়াও কেন সংসারদুঃখাদি ভোগ করে ইহাই বিবৃত করিবার জন্য বলিলেন—জীব ভগবানের তটস্থ শক্তি হইলেও অনাদিকাল হইতে বহির্মুখ হইয়া মায়ার অধীনতা লাভ করিয়াছে ; এবং তজ্জন্যই সে সংসার-দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যথার্থতঃ শুদ্ধজীবের ভগবদ্বহির্মুখতা নাই।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ [চৈ. চ. ২. ২০. ১০১]
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥' [চৈ. চ. ২. ২০. ১০৪]

৩ ন্যায়দর্শনের মতে সংসর্গাভাব একপ্রকার অভাব। অভাব সাধারণতঃ তিন প্রকার :—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। এখানে ঈশ্বরবৈমুখ্য বশতঃ পরতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব,—এইরূপে পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাব সূচিত হইতেছে।

[পরতত্ত্বানুভবঃ]

অতস্তদর্থং পরমকারুণিকং শাস্ত্রমুপদিশতি। তত্র চ তে জীবা[১] যে কেচি-ল্লীনতদর্থানুভব[২]সংস্কারবন্তো যে চ তদৈব বা লব্ধমহৎকৃপাতিশয়-দৃষ্টিপ্রভৃতয়স্তেষাং তাদৃশপরতত্ত্ব-লক্ষণ-সিদ্ধবস্তূপদেশ-শ্রবণারম্ভমাত্রেণৈব তৎকালমেব যুগপদেব তৎসাম্মুখ্যং তদনুভবোঽপি জায়তে। যথোক্তং—

কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদ্[৩]

ইতি।

তদ্বৈমুখ্যরূপ সুযোগে তাহাদের নিজ নিজ স্বরূপ জ্ঞান তাঁহার (ভগবানের) মায়াকর্তৃক আবৃত থাকে ; এই মায়া দ্বারা সত্ত্বরজস্তমোময় জড় প্রকৃতিতে জীবগণের আত্মভাব রচিত হয় বলিয়া সংসার দুঃখ হয়—ইহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে। তাই শ্রীভগবান্ কর্তৃক একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'যে জীবসকল আমা হইতে বহির্মুখ, তাহাদের নিজস্বরূপস্ফূর্তি হয় না। অতএব যদিও পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছেন কি নাই—এই ভেদজ্ঞানমূলক বিবাদ অর্থশূন্য, তথাপি উহা একেবারে নিবৃত্ত হয় না।'

[পরতত্ত্বানুভব]

অতএব সেই (পরতত্ত্বজ্ঞান) উদ্দেশ্যে শাস্ত্র অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া উপদেশ দিতেছেন। যাঁহাদের পরতত্ত্বার্থানুভবসংস্কার লীন (অব্যক্ত) হইয়া আছে, অথবা যাঁহারা সেই (পূর্বজন্ম) সময়ে মহদ্ব্যক্তিগণের কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ অর্থাৎ পূর্ণসিদ্ধ পরতত্ত্ববস্তুর মাত্র উপদেশ শ্রবণারম্ভেই সেই কালেই যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ও পরতত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে। কথিত আছে—

"'অন্যান্য (শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধন) দ্বারা (শ্রীভগবান্ কিঞ্চিৎ বিলম্বে ও অসম্যক্‌রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হন), কিন্তু (শ্রীভাগবত)-শ্রবণের ইচ্ছা যেইক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণেই ভগবান্ (পরিপূর্ণ সর্বশক্তিরূপে ভক্তিতে) কৃতার্থ শুশ্রূষু ব্যক্তির হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ পান।'

১ 'তে জীবা' স্থলে 'তে'—পাঠান্তর।

২ 'জন্মান্তরবৃত্ত তদর্থানুভব'—পাঠান্তর।

৩ ভা. ১. ১. ২,

অতস্তেষাং নোপদেশান্তরাপেক্ষা। যাদৃচ্ছিকমুপদেশান্তরশ্রবণন্তু তত্তল্লীলাশ্রবণবত্তদীয়রসস্যোদ্দীপকম্। যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদীনাম্। তথান্যেষাং তচ্ছ্রবণমাত্রেণ তাদৃশত্বং বীজায়মানমপি কামাদিবৈগুণ্যেন তদিতরদোষেণ প্রতিহতং তিষ্ঠতি।

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীতয়ে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥

[ভা. ৭. ৯. ৩৯]

ইতি দীনম্মন্যপ্রহ্লাদবচনানুসারেণান্যেষামেব তৎপ্রাপ্তেঃ।

অত এবোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

ইতি।

অতএব তাহাদের পক্ষে আর অন্য উপদেশের অপেক্ষা থাকে না। শ্রীভগবানের তত্তল্লীলাশ্রবণাদির ন্যায় অন্য উপদেশ যাদৃচ্ছিকভাবে শ্রবণ করিলেও উহা সেই (পরতত্ত্ব) রসেরই উদ্দীপক হয়। শ্রীপ্রহ্লাদাদি (ভক্তগণই) তাহার দৃষ্টান্ত। অন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে (পরতত্ত্ব) শ্রবণমাত্র তাদৃশতা (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি চিত্তোন্মুখতা) বীজের ন্যায় (কারণরূপে) বর্তমান থাকিলেও কামাদিবৈগুণ্যরূপ দোষান্তর কর্তৃক উহা প্রতিহত হইয়া অবস্থান করে। দীনম্মন্য শ্রীপ্রহ্লাদের বচন যথা—

'হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার মন পাপদুষ্ট ও অসাধু, উহা তীব্র (দুর্দ্ধর্ষ) এবং কামাতুর ; হর্ষ, শোক, ভয় এবং বাসনাদিতে পীড়িত বলিয়াই উহা তোমার (গুণলীলাদি) কথায় প্রীতিলাভ করে না। অতএব এই প্রকার (মন লইয়া) মাদৃশ দীন ব্যক্তি কিরূপে তোমার তত্ত্ববিচার করিবে ?'—এই বচন হইতে জানা যায় যে অন্য সকলের (অর্থাৎ যাহাদের পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার কামাদি-প্রতিকূল-দোষ নাশ করিতে সমর্থ তাহাদের) পক্ষে তৎ-(ভগবৎ-)প্রাপ্তির যোগ্যতা রহিয়াছে।

অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হয়—'যে পর্যন্ত পাপরাশি হৃদয়কে মলিন করিয়া রাখে সে পর্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। বহু জন্মার্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ মহৎ প্রেমাদি একমাত্র সৎসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ হইতেই উৎপন্ন হয়।'

[ভগবৎসাম্মুখ্যস্যাভিধেয়ত্বং ভগবদনুভবস্য প্রয়োজনত্বঞ্চ]

ততো মুখ্যেন তাৎপর্যেণ পরতত্ত্বে পর্যবসিতেঽপি তেষাং পরতত্ত্বাদ্যুপদেশস্য কিমভিধেয়ং প্রয়োজনঞ্চেত্যপেক্ষায়াং তদবান্তরতাৎপর্যেণ তদ্দ্বয়মুপদেষ্টব্যম্। তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্য-বিরোধিত্বাত্তৎসাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসনলক্ষণং, যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি। প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ; স চান্তর্বহিঃসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ, যত এবং স্বয়ং কৃৎস্নদুঃখনিবৃত্তির্ভবতি। তদেতদ্দ্বয়ং যদ্যপি পূর্বত্র সিদ্ধোপদেশ এবাভিপ্রেতমস্তি—যথা তব গৃহে নিধিরস্তীতি শ্রুত্বা কশ্চিদ্দরিদ্রস্তদর্থং প্রযততে লভতে চ তমিতি তদ্বৎ—তথাপি তচ্ছৈথিল্যনিরাসায় পুনস্তদুপদেশঃ। তদেবং তান্ প্রত্যনাদিসিদ্ধ-তজ্জ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যাদিকং দুঃখহেতুং বদন্ ব্যাধিনিদানবৈপরীত্যময়চিকিৎসানিভং তৎসাম্মুখ্যাদিকমুপদিশতি—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৭]

[ভগবৎসাম্মুখ্য অভিধেয় ও ভগবদনুভব প্রয়োজন]

অতএব মুখ্য তাৎপর্য দ্বারা পরতত্ত্বসিদ্ধান্তের পরিসমাপ্তি হইলেও তাহাদের (জীবগণের) পক্ষে পরতত্ত্বাদি উপদেশে কোন্ বস্তু অভিধেয় এবং কিই বা উহার প্রয়োজন (ফল)—এই আকাঙ্ক্ষায় উহার অবান্তর তাৎপর্যরূপে সেই দুইটীর উপদেশ করা বিধেয়। তন্মধ্যে তাঁহার (ভগবানের) বৈমুখ্য-বিরোধি সাম্মুখ্যই অভিধেয়। যে উপাসনা হইতে পরতত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় সেই উপাসনাই (অভিধেয়ের) লক্ষণ, এবং পরতত্ত্বের অনুভব উহার প্রয়োজন।[১] উক্ত অনুভব অন্তঃ ও বহিঃ সাক্ষাৎকাররূপ এবং উহা হইতে দুঃখনিচয়ের স্বতঃই নিবৃত্তি হয়। অবশ্য এই দুইটী বিষয় (অভিধেয় ও প্রয়োজন) সিদ্ধগণের পূর্ব উপদেশেই (গৃহনিধির ন্যায়) অভিপ্রেত রহিয়াছে। 'তোমার গৃহে সম্পদ্ আছে'—এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ কোন

১ ভগবৎসাম্মুখ্য অভিধেয় এবং ভগবদনুভব প্রয়োজন। শ্রীভাগবতের ১১. ২২. ৩৭. শ্লোকে সিদ্ধ বস্তুর উপদেশেই এই দুইটী অভিপ্রেত রহিয়াছে। কখন কখন সিদ্ধ বস্তুর উপদেশেও সাধ্য বা কর্তব্য-অর্থের বোধ হইয়া থাকে। কোন দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তিকে যদি বলা যায়—'বাছা, তোমার গৃহে ধন আছে', সে তখনই ঐ সিদ্ধ বস্তুর উপদেশে যত্ন করিয়া ধন সংগ্রহে চেষ্টা করিবে—তদ্রূপ ভক্তি বিষয়েও এখানে বুঝিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রযত্নের শৈথিল্য দূর করিবার জন্যই অভিধেয় ও প্রয়োজনের উপদেশ আবশ্যক। তাই এখানে ভক্তিশাস্ত্রের অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দেশ করিতেছেন।

টীকা চ—নম্বু কিমেবং পরমেশ্বর-ভজনেনাজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যত্বা-দিত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়মিতি; যতো ভয়ং তন্মায়য়া অতো বুদ্ধিমান্ তমেবাভজেদ্ উপাসীত। নম্বু ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ স চ দেহাদ্যহঙ্কারতঃ[১] স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ কিমত্র তস্য মায়াকরোদত আহ ঈশাদপেতস্যেতি। ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়াস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফুর্তির্ভবতি, ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি। ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

[ভ. গী. ৭. ১৪.]

ইতি একয়াব্যভিচারিণ্যাভজেৎ, কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যেষা।

১১॥২। কবির্বিদেহম্॥

দরিদ্র তন্নিমিত্ত প্রযত্ন করে ও উহা লাভ করে, তদ্রূপ ইহা অভিপ্রেত—তথাপি (জীবগণের) শৈথিল্য দুর করিবার জন্য সেই দুইটীর পুনরুপদেশ করা হইতেছে। যে পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাব অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ এবং যদ্বশতঃ পরতত্ত্ববৈমুখ্যাদি দুঃখের হেতু তাহার উল্লেখ করিয়া উক্ত ব্যাধির মূল কারণের বৈপরীত্যকর চিকিৎসারূপে[২] সেই (পরতত্ত্ব-) সাম্মুখ্যাদি জীবগণের প্রতি উপদিষ্ট হইতেছে। যথা—

"ঈশ্বরবিমুখ জীবের মায়াদ্বারা স্বরূপের বিস্মৃতি হয়, (এবং তাহার ফলে দেহে আত্মা-ভিমান জন্মে), এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয় বলিয়া ভয়োদয় হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুর প্রতি দেবতাবুদ্ধি ও আত্মবৎ-প্রিয়বুদ্ধি স্থাপন করিয়া একমাত্র[৩] (অব্যভি-চারিণী) ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিবেন।" ১॥

টীকা—অজ্ঞান-কল্পিত ভয় যখন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই নিবর্তিত হয় তখন পরমেশ্বর ভজনের প্রয়োজন কি এই আশঙ্কায় 'ভয়'—ইত্যাদি (শ্লোকের) উল্লেখ করিলেন। যে হেতু ঈশ্বরের মায়া হইতে ভয়ের উৎপত্তি, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরকেই ভজন অর্থাৎ

১ 'দেহাহঙ্কারতঃ'—এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

২ ঈশ্বরবৈমুখ্যই সংসার দুঃখরূপ ব্যাধির হেতু। সাধারণতঃ ব্যাধির যে ধর্ম ঔষধের ধর্ম্ম তদ্বিপরীত। বিপরীত ক্রিয়া হয় বলিয়াই ঔষধে ব্যাধির প্রতীকার হয়। যে হেতু সংসারব্যাধির মূল কারণ ঈশ্বরবৈমুখ্য সেই হেতু তদ্বিপরীত অর্থাৎ ঈশ্বরসাম্মুখ্যই উক্ত ব্যাধির ঔষধ বলিয়া নির্ণীত। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলেই মায়া দূরে যাইবে, অতএব মায়া তখন আর ঈশ্বরবৈমুখ্য ব্যাধি দিয়া জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটাইতে পারিবে না।

৩ 'একমাত্র' বলিতে যাহা স্খলিত হয় না, নিত্যা, অথবা 'কেবলা'—জ্ঞান-কর্ম্মাদিবর্জ্জিতা যে ভক্তি।

[শ্রীহরিরেব সেব্যঃ]

কিঞ্চ—

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥ ২ ॥

[ভা. ২. ২. ৬.]

উপাসনা করা উচিত। কিন্তু পুনরায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ-বশতঃ দেহাদির অহঙ্কার হইতে যখন স্বরূপ স্ফূর্তির অভাবে উক্ত ভয়োৎপত্তি হয়, তখন এ বিষয়ে মায়ার কি কার্য? তদুত্তরে বলিলেন 'ঈশ্বর বিমুখের' ইত্যাদি—অর্থাৎ ঈশ্বরবিমুখ জনগণের মায়াদ্বারা বিস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্তি হয় এবং উহা হইতে 'আমিই দেহ'—এই প্রকার বিপর্যয় হওয়ায় দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ ভয় উৎপন্ন হয়। লৌকিক মায়াতেও এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে।[১] ভগবান্ বলিয়াছেন—

'আমার এই দৈবী মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এবং দুরতিক্রমণীয়া; কিন্তু যাঁহারা আমাতে শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকেন।'

'একমাত্র' অর্থে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মাদিনিরপেক্ষ ভক্তিতে) ভজনা করা উচিত। আর 'গুরুদেবতাত্মা' অর্থে গুরুই দেবতা ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম—এইরূপ দৃষ্টি লইয়া (ভজন বিধেয়)—ইহাই টীকা।

ইতি। ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি কবি যোগীন্দ্রের (উক্তি) ॥

[শ্রীহরিই সেব্য]

অপর—

"(জীবের) নিজচিত্তে আত্মা এই প্রকারে স্বতঃই সিদ্ধ হয়—উহা প্রিয় এবং অর্থযুক্ত অর্থাৎ সত্য ও অনন্ত (নিত্য) ভগবান্। স্বরূপজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি (ভগবদনুভবের) আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন যাহাতে সংসারহেতু (অবিদ্যার) নাশ হয়[২]।" ২॥

১ 'আমি দেহ'—এই প্রকার জ্ঞান হওয়ায় দেহাদিরূপ দ্বিতীয়বস্তুতে অভিনিবেশ হয় এবং তাহা হইতে ভয় হয়। যাদুকরের লৌকিক মায়াতেও এইরূপ দেখা যায়। যাদুকর কোন একটী চর্মখণ্ড ফেলিয়া দিয়া বলিল—'ইহাই সর্প'; তখন ঐ চর্মখণ্ড হইতে প্রতীয়মান দ্বিতীয় বা পৃথক্ বস্তু যে সর্প তাহাতে ভয় হইয়া থাকে।

২ অবিদ্যানাশ অবশ্য ভগবদ্ভজনের আনুষঙ্গিক ফল। কারণ ভক্ত এই ফল লক্ষ্য করিয়া ভজনা করেন না।

টীকা চ—তদা তেন কিং কর্তব্যং, হরিস্তু সেব্য ইত্যাহ। এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ—স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধো যত আত্মা, অত এব প্রিয়ঃ, প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব। অর্থশ্চ[1] সত্যঃ ন ত্বনাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীয়গুণশ্চ অনন্তশ্চ নিত্যো য এবম্ভূতস্তং ভজেত। নিয়তার্থঃ নিশ্চিত-স্বরূপঃ[2], তদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতম্। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ ভজনে সংসারহেতোরবিদ্যায়া উপরমো নাশো ভবতীত্যেষা।

অত্র চকারাত্তৎপ্রাপ্তিজ্ঞেয়া। ২ ॥ ২। শ্রীশুকঃ ॥

[নিরপেক্ষভক্তিসাধনস্যৈব পরধর্মত্বম্]

অত্র যদ্যপি শ্রবণমননাদিকং জ্ঞানসাধনমপি তৎসাম্মুখ্যমেব ব্রহ্মাকারস্যানুভবহেতুত্বাৎ, অত এব তৎপরম্পরোপযোগিত্বাৎ সাংখ্যাষ্টযোগকর্মাণ্যপি তৎসাম্মুখ্যান্যেব,

---

টীকা—তাহা হইলে তাহার (জীবের) কি কর্তব্য—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—হরিই (তাহার) সেব্য। (গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে) উদাসীন হইয়া এই প্রকারে তাঁহাকে ভজনা করিবে। ভগবান্ যে ভজনীয়—তদ্বিষয়ে হেতু এই যে—তিনি জীবচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ ; যে হেতু তিনি আত্মা, অতএব প্রিয় ; এবং প্রিয়ের যে সেবা তাহা নিশ্চিত আনন্দ-রূপিণী। তিনি অর্থও বটে অর্থাৎ তিনি সত্য, অনাত্ম (বা জড়) বস্তুর ন্যায় মিথ্যা নহেন। তিনি ভগবান্—ভজনীয়-গুণের আধার এবং অনন্ত অর্থাৎ নিত্য। যিনি এইপ্রকার তাঁহাকে ভজনা করা উচিৎ। নিয়তার্থ অর্থাৎ নিশ্চিতস্বরূপজ্ঞ হইয়া তাঁহার অনুভবানন্দে সুখময় হইয়া (ভজন করিবে)—ইহা দ্বারা (ভগবদ্ভজন) যে স্বতঃ সুখাত্মক তাহাই দর্শিত হইল। অধিকন্তু এই ভজনে সংসারের হেতু যে অবিদ্যা তাহার নাশ হয়।—এই পর্যন্ত টীকা।

'সংসারহেতূপরমশ্চ'—এখানে যে 'চ'কার আছে তাহাতে (সমুচ্চয়ার্থে) ভগবৎপ্রাপ্তিও বুঝিতে হইবে। ইতি। ২য় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের (উক্তি) ॥

[নিরপেক্ষ ভক্তিসাধনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম]

ব্রহ্মাকার পরতত্ত্ব অনুভবের হেতু বলিয়া যদিও শ্রবণমননাদি জ্ঞানের সাধন ও তৎ-সাম্মুখ্যবিধায়ক, অতএব পরম্পরাক্রমে উপযোগিতা থাকায় সাংখ্য,[3] অষ্টাঙ্গযোগ[4] এবং তৎকর্ম-

---

১ 'অর্থশ্চ' স্থলে 'অর্থঃ'—পাঠান্তর।

২ 'নিশ্চিতস্বস্বরূপঃ'—পাঠান্তর।

৩ সংখ্যা অর্থে সম্যক্ জ্ঞান। সেই সংখ্যা বা সম্যক্জ্ঞানে যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহাকেই সাধারণতঃ সাংখ্য বলিয়া গণনা করা হয়।

৪ অষ্টাঙ্গযোগ বলিতে যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আট প্রকার যোগ। উহা যোগশাস্ত্রে বিশেষভাবে জ্ঞেয়।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

তথা তেষাং কথঞ্চিদ্ভক্তিত্বমপি জায়তে, কর্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন তদর্পিতত্বাদেব করণাজ্জ্ঞানাদীনাঞ্চান্যত্রানাসক্তিহেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাত্তথাপি পূর্বং 'ভক্ত্যা ভজেত' ইত্যনেন কর্মজ্ঞানাদিকং নাদৃতং কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণয়ৈব ভজেত ইত্যুক্তম্। তথৈব সহেতুকং শ্রীসূতোপদেশোপক্রমত এব দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাবিংশত্যা 'স বৈ' ইত্যাদিনা 'অতো বৈ কবয়ঃ' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা
যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩ ॥

[ভা. ১. ২. ৬]

নিচয় তৎসাম্মুখ্যই সাধিত করে এবং উক্ত প্রকারে তাহাদের কথঞ্চিৎ ভক্তিত্ব প্রকাশ পায়;[১] কারণ কর্মানুষ্ঠানে ভগবানের আজ্ঞা পালন করা হয় এবং ভগবানে অর্পিত হইয়া উহা সার্থকতা লাভ করে; অন্যত্র (বিষয়াদিতে) অনাসক্তি হেতু ভক্তির সহায়করূপে জ্ঞানের বিধান আছে—তথাপি ইতঃপূর্বে 'ভক্তির দ্বারা ভজন করিবে' এই বাক্যে কর্ম ও জ্ঞানের সমাদর করা হয় নাই, কিন্তু শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিদ্বারাই ভজন করিবে—ইহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীসূতের হেতুপূর্ণ উপদেশেও অনুরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 'স বৈ' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'অতো বৈ কবয়ঃ' পর্যন্ত দ্বাবিংশ শ্লোকে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

'যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজে[২] (শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তি হয় তাহাই জীবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। উক্ত ভক্তি অহৈতুকী ও নির্বাধ এবং উহা হইতে আত্মা (মন) পরম প্রসন্নতা লাভ করে।'

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

আসন—পদ্মাসনাদি উপবেশন বিশেষ।

প্রাণায়াম—রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপ প্রাণবায়ুনিগ্রহের উপায়।

প্রত্যাহার—স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার।

ধারণা—ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য আরোপ।

ধ্যান—ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ।

সমাধি—ধ্যেয় বস্তুর সহিত চিত্তবৃত্তির একতানতা।

১ নিষ্কাম কর্মাদিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে অষ্টাঙ্গযোগে চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত হয়। এবং সাংখ্যদ্বারা আত্মতত্ত্বের অবগতি হইলে শ্রবণমননাদিদ্বারা ব্রহ্মাকারের অনুভূতি হয়। কর্মার্পণ ও আত্মনিবেদন—ইত্যাদি কর্মে পরম্পরাক্রমে কর্ম-জ্ঞানাদিও যে ভক্তির অঙ্গীভূত তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

২ 'অধঃ' অর্থাৎ অধঃকৃত, 'অক্ষ' অর্থে ইন্দ্রিয়, 'অক্ষ-জ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে জাত জ্ঞান। 'অধোক্ষজ' বলিতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে যিনি অতিক্রম করিয়া আছেন; এক কথায় যিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত।

যৎ খলু মহাপুরাণারম্ভে পৃষ্টং সর্বশাস্ত্রসারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহীতি, তত্রোত্তরং 'স বৈ'[১] ইত্যাদি। যতো ধর্মাদধোক্ষজে ভক্তিস্তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি। 'ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ'[২] ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেণ দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। স বৈ স এব "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্"[৩] ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষার্থমেব কৃতো ধর্মঃ পরঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠো ন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণোঽপি বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তথা চ শ্রীনারদবাক্যম্—

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্"[৪] ইত্যাদৌ
"ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্"[৫]

ইতি। অতো বক্ষ্যতে—'অতঃ পুম্ভিঃ'[৬] ইত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয় ইত্যর্থঃ। অনেন ভক্তেস্তাদৃশধর্মতোঽপ্যতিরিক্তত্বমুক্তম্। তস্যা ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ—স্বত

শ্রীভাগবত মহাপুরাণারম্ভে (ঋষিগণ সূতকে) প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'সকল শাস্ত্রের সার একান্ত শ্রেয়ঃ বস্তু কি তাহা বলুন'—তদুত্তরে (সূত বলিয়াছিলেন)—'তাহাই পরমধর্ম' যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং তাঁহার লীলাকথাশ্রবণে রুচি হয়। 'ধর্ম সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত (হইয়াও যাহা হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করে না)'—ইত্যাদি ব্যতিরেকচ্ছলে (নিষেধমুখে যুক্তি) প্রদর্শন করা হইবে। এবং 'হরিতোষণই সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্মের ফল'—এই বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে (বুঝিতে হইবে)—অনুষ্ঠিত ধর্ম একমাত্র 'হরিসন্তোষের নিমিত্তই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত, কিন্তু নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যলক্ষক ধর্ম শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ তাহাতেও (হরি-) বৈমুখ্য বর্তমান থাকে। সেই প্রকার শ্রীনারদবাক্যে উক্ত হয়—'নৈষ্কর্ম্য[৭] অচ্যুতভাববর্জ্জিত বলিয়া সম্যক্ শোভা পায় না' এবং '(সকাম) কর্মও ঈশ্বরসমর্পিত না হইলে (শোভালাভ করে না)'। এই কারণেই পরে বলা হইতেছে—'অতএব পুরুষগণ কর্তৃক (অনুষ্ঠিত ধর্মের ফলই হরিতোষণ)'—ইত্যাদি। এই হেতু উক্ত ধর্মই যে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ—ইহাই তাৎপর্য। ভক্তি যে তাদৃশ ধর্ম অপেক্ষা অতিরিক্ত-গুণ-বিশিষ্ট—তাহাও এই প্রসঙ্গে কথিত হইল। উক্ত ভক্তির স্বরূপভূত গুণ:—স্বভাবতঃ সুখরূপা বলিয়া ভক্তি অহৈতুকী—ইহাতে অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহা কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, কারণ অন্য কোন সুখকর পদার্থ ইহার উপরে বিরাজ করে না বলিয়া

১ ভা. ১. ২. ৬
২ ঐ ১. ২. ৮
৩ ঐ ১. ২. ৩
৪ ঐ ১. ৫. ১২
৫ ঐ ঐ
৬ ঐ ১. ২. ১৩

৭ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ অবিদ্যানিবর্তক ব্রহ্মজ্ঞানবশতঃ কর্মবর্জিত অবস্থা।

এব সুখরূপত্বাদহৈতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। অপ্রতিহতা তদুপরি সুখপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াং তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদিলক্ষণো ভক্তিযোগঃ[১] প্রবর্তিতঃ স্যাৎ।

[জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিসাপেক্ষত্বম্]

ততশ্চ

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈ র্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ [ভাঃ. ৫. ১৮. ১২]

ইত্যনুসারেণ ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানং ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদনুগাম্যেব স্যাদিত্যাহ—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৪ ॥
[ভা. ১. ২. ৭]

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরমৌপনিষদং জ্ঞানম্[২] আশু ঈষৎচ্ছ্রবণমাত্রেণ জনয়তীত্যর্থঃ[৩]।

ব্যতিরেকেণাহ—

তদ্দ্বারা ইহার ব্যবধান করিতে পারা যায় না[৪]। সেই রুচিলক্ষণা ভক্তি জাত হইলে তদ্দ্বারা শ্রবণাদিরূপ ভক্তিযোগ প্রবর্তিত হয়।

[ভক্তিসাপেক্ষ জ্ঞান ও বৈরাগ্য]

তাহা হইলে—'যে ব্যক্তি অকিঞ্চন ভক্তির অধিকারী তাহার নিকটে গুণরাজিতে ভূষিত হইয়া দেবগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন'—এই উক্তি অনুসারে ভগবৎস্বরূপাদি বিষয়ে তাহার জ্ঞানোদয় হয় এবং অন্য বিষয়াদিতে যে বৈরাগ্য তাহাও (ভক্তিযোগের) অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব উক্ত হয়—

"ভগবান্ বাসুদেবে প্রয়োজিত হইয়া ভক্তিযোগ বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান শীঘ্রই জন্মাইয়া থাকে।" ৪॥

১ 'সাধনভক্তিযোগঃ'—পাঠান্তর।

২ 'জ্ঞানমিত্যর্থঃ'—পাঠান্তর।

৩ হস্তলিখিত পুস্তকে 'ঈষৎ শ্রবণমাত্রেণ জনয়তীত্যর্থঃ' স্থলে 'অনায়াসেনৈব'—মাত্র এই পাঠ আছে।

৪ ভক্তির উপরে অন্য কোন সুখদ পদার্থ না থাকায় আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ ও সুখস্বরূপ ভক্তির মধ্যে অন্য কোন ব্যবধান থাকিতে পারে না।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ৫ ॥
[ভা. ১. ২. ৮]

বাসুদেবালম্বনাভাবেন যদি তৎকথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদয়েত্তদা শ্রমঃ স্যান্ন তু ফলম্। কথারুচেঃ সর্বত্রৈবাদ্যত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যুপদিষ্টা। এব-শব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণকর্মফলস্য স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বং হি-শব্দেন তত্রৈব চ

তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে [ছান্দো. ৮. ১. ৬]

ইতি সোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বম্। কেবল-শব্দেন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্মফলস্যাসাধ্যত্বং, সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বম্। তত্রাপি তেনৈব হি-শব্দেন, —

'অহৈতুক' অর্থে শুষ্কতর্কাদির অগোচর উপনিষৎসম্বন্ধি জ্ঞান। উহা শীঘ্র অর্থাৎ ঈষৎ শ্রবণমাত্রেই জন্মাইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য।

ব্যতিরেকচ্ছলে[১] উক্ত হয়—

"জীব কর্তৃক ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও যদি উহা বাসুদেব-লীলাকথায় রুচি উৎপাদন না করে তাহা হইলে কেবল পরিশ্রমই সার হয়।" ৫ ॥

যদি (ধর্ম) বাসুদেবকে অবলম্বন না করায় তাঁহার কথায় অর্থাৎ লীলাবর্ণনে রতি অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন না করে তাহা হইলে মাত্র শ্রমই হয়, কিন্তু ফল হয় না। কারণ সর্বত্র কথারুচির আদ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় উহাই কীর্তিত হইয়াছে।[২] তবে কথারুচির উপলক্ষণরূপে[৩] ভজনান্তররুচিও উপদিষ্ট হইয়াছে। 'শ্রম এব হি'—এখানে যে 'এব' শব্দ আছে তদ্দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্মের ফল যে

১ 'তৎসত্ত্বে তৎসত্তা'—ইহা অন্বয় বা বিধিমুখে প্রকাশের একপ্রকার ভঙ্গী এবং 'তদসত্ত্বে তদসত্তা'—ইহ ব্যতিরেক বা নিষেধমুখে প্রকাশ।

২ তাৎপর্য—ভক্তিরসের আলম্বন যে বাসুদেব অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাকথায় ভজনার্থী ব্যক্তির প্রথমে রুচি হয়, পরে শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া কথারুচিই আদ্য ও শ্রেষ্ঠ। যে ধর্মানুষ্ঠানে বাসুদেব কথায় রুচি হয় না সে ধর্ম শ্রমমাত্র। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ধর্ম হইলেও উহা বৃথা শ্রমমাত্র, কারণ যদিও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফলোদয় হয় তথাপি স্বর্গাদি ক্ষয়শীল বলিয়া উক্ত ধর্মকে শ্রমমাত্র বা ফলরহিতই বলা হইল।

৩ 'স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বমুপলক্ষণম্'—যাহা নিজেকে বুঝাইয়া অধিকন্তু অপরকে বুঝাইয়া দেয়—তাহাই উপলক্ষণ। 'কাক হইতে দধি রক্ষা করিবে' বলিলে যেমন কাকশব্দে কাককেও বুঝায়, সঙ্গে সঙ্গে দধিনষ্টকারী অন্য প্রাণীকেও বুঝায়, তদ্রূপ এখানে ভগবৎকথা বলিতে ভগবৎকথা বুঝাইয়া উপলক্ষণদ্বারা অন্যপ্রকার ভগবদ্ভজনও বুঝাইয়া দিতেছে।

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ [শ্বেতা. ৬. ২৩.] ইত্যাদিশ্রুতিপ্রমাণত্বম্,
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্, [ভা. ১. ৫. ১৬] ইত্যাদি,
শ্রেয়ঃস্থতিভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে, [ভা. ১০. ১৪. ৪] ইত্যাদি,
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ, [ভা. ১০. ২. ৩২]

ইত্যাদি বচন-প্রমাণত্বঞ্চ সূচিতম্। শ্লোকদ্বয়েন ভক্তির্নিরপেক্ষা, জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎ-সাপেক্ষে ইতি লভ্যতে। তদেবং ভক্তিফলত্বেনৈব ধর্মস্য সাফল্যমুক্তম্।

তত্র যদন্যে মন্যন্তে ধর্মস্যার্থঃ ফলং, তস্য কামস্তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিস্তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্মাদিপরম্পরেতি তচ্চান্যথৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাং—

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

স্বর্গাদি—তাহার ক্ষয়শীলতা এবং ঐ স্থানেই 'হি' শব্দ দ্বারা 'যেমন কর্মার্জিত লোক (শস্যাদি) ইহ সংসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (তদ্রূপ কর্মার্জিত স্বর্গলোকেব ক্ষয় হয়),—এই শ্রুতিপ্রমাণও যুক্তিযুক্ত বলিয়া সূচিত হইতেছে। 'কেবল' শব্দের দ্বারা নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ ধর্মের ফল (যে জ্ঞান)—তাহা অসাধ্য এবং সিদ্ধ হইলেও তাহা নশ্বর (—ইহাই সূচিত হইতেছে)।[১] 'ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ'—এই শ্লোক স্থলে যে 'হি' শব্দ আছে তদ্দ্বারা নিম্নোক্ত শ্রুতি ও বচনগুলিব প্রামাণ্য সূচিত হইতেছে। (বচনগুলি যথা)—

'যাঁহার দেবে পরা ভক্তি আছে (তাঁহাতে অর্থ সকল প্রকাশিত হয়)'; 'অচ্যুত ভাব বর্জিত নৈষ্কর্ম্য (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান শোভা পায় না)'; 'শ্রেয়োমার্গভূত ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন কবে, হে পরমেশ, তাহারা মাত্র ক্লেশই অর্জন করে'; 'অতি কষ্টে পরম স্থান লাভ করিয়াও যাহারা তোমার পাদপদ্মের সমাদর করে না তাহারা উক্ত স্থান হইতে অধঃপতিত হয়'—ইত্যাদি।

শ্লোকদ্বয়ে[২] ভক্তি যে নিরপক্ষ এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে ভক্তিসাপেক্ষ—ইহাই পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকারে ভক্তিরূপ ফললাভ হয় বলিয়াই ধর্ম যে সফল—তাহাই উক্ত হইল।

১ ধর্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের ফল স্বর্গাদি এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের ফল জ্ঞান। এখানে ভক্তিসম্পর্কহীন উভয়বিধ ধর্মের নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করিয়া উহাদের ভক্তিসাপেক্ষতাই প্রদর্শন করিতেছেন।

২ শ্লোকদ্বয় বলিতে 'বাসুদেবে পরা ভক্তিঃ', এবং 'ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্'—এই দুইটী শ্লোকেরই পরামর্শ বুঝিতে হইবে।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥ ৬ ॥

[ভা. ১. ২. ৯-১০]

আপবর্গস্য—

যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতি সর্বাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ

[ভা. ৫. ১৯. ২০]

ইতি পঞ্চমস্কন্ধ-গদ্যানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিযোগঃ। তথা স্কান্দে বেরাখণ্ডে—

অপরে যে মনে করেন—ধর্মের ফল অর্থ, তাহার (অর্থের) ফল কামভোগ, সেই কামফল হইতে ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং সেই ইন্দ্রিয়প্রীতি হইতে পুনবায ধর্মাদিপরম্পরা (চলিতে পারে) —তাহা কখনই যথার্থ নহে। ইহাই (নিম্নোক্ত) দুই শ্লোকে বলা হইবে—

"অর্থ (কখনও) ভক্তিপ্রাপক ধর্মেব ফল হইতে পারে না, কাবণ ধর্মাব্যভিচারি[১] অর্থের ফল যে কাম তাহা স্বীকৃত হয নাই। ইন্দ্রিয়প্রীতিও কামেব ফল নহে, কিন্তু যে পরিমিত কাল জীবনধারণ হয় তাহাই কামভোগের ফল[২]। আবার কর্মাদি দ্বাবা যে (স্বর্গাদি-লাভ হয়) তাহাও জীবনের প্রয়োজন নহে কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনেব অর্থ (প্রযোজন)[৩]।" ৬ ॥

অপবর্গ অর্থে ভক্তিযোগ। (ভাগবতের) পঞ্চম স্কন্ধের গদ্যাংশ অনুসারে উহা বিবৃত—

'(বানপ্রস্থাদি) বর্ণবিধান যেরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে তদ্রূপ মনুষ্যগণের অপবর্গ বা ভক্তিও বিহিত। নানা গতির কারণ যে অবিদ্যা, উহার গ্রন্থিচ্ছেদ হইয়া যখন বিষ্ণুভক্তগণ[৪] সহ পরম-সঙ্গ-লাভ হয়, তখনই সর্বভূতাত্মা, রাগদ্বেষাদিবহিত[৫], বাক্যেব অগোচর এবং অনাধার পরমাত্মা (ভগবান্) বাসুদেবে অহৈতুক ভক্তিযোগ উপস্থিত হয়।' (উহাই অপবর্গ)।

১ ধর্মের সহিত সতত সংলগ্ন যে অর্থ তাহাই ধর্মাব্যভিচারী অর্থ।

২ অর্থাৎ জীবনরক্ষাই ভোগের ফল, কারণ জীবনধারণ জন্যই ভোগ স্বীকার করিতে হয।

৩ তাৎপর্য—যে তত্ত্বজ্ঞান জীবনের প্রয়োজন সেই তত্ত্বজ্ঞান ভক্তির অবান্তর ও আনুষঙ্গিক ফল—ইহা পরে বলা হইবে অতএব ভক্তি জীবনের পরম ফল।

৪ মহাপুরুষ অর্থে বিষ্ণু, মহাপুরুষ-পুরুষ অর্থে বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুভক্তের পরমসঙ্গলাভে যে ভক্তি প্রবৃত্ত হয় তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতের প্রমাণ—

'সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবৈদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥' [ভা. ১. ৬. ২৪]

৫ 'অনাত্ম্য' অর্থে রাগদ্বেষাদিহীন; রাগদ্বেষাদি আত্ম্য অর্থাৎ আত্মায় হয়।

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

ইতি। অত উক্তরীত্যা ভক্তিসম্পাদকসেত্যর্থঃ। অর্থায় ফলত্বায় তথার্থস্যাপ্যেবম্ভূত-ধর্মাব্যভিচারিণঃ কামো লাভায় ফলত্বায় ন হি স্মৃতস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ। কামস্য বিষয়ভোগস্যেন্দ্রিয়-প্রীতিলাভঃ ফলং ন ভবতি, কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্য লাভঃ। তাদৃশজীবন-পর্যন্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্য চ পুনর্ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈবেতি। তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং যস্যা ভক্তেরবান্তরফলমুক্তং সৈব পরমং ফলমিতি ভাবঃ।

[ব্রহ্মপরমাত্মভগবদিতি তত্ত্বত্রৈবিধ্যম্]

কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং পদ্যমেকন্তূদাহৃতম্—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

[ভা. ১, ২. ১১]

ইতি। অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গী-করোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।

এইপ্রকার স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে উক্ত হয়—

'হে জনার্দন, তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহাই মুক্তি; হে হরে, হে বিষ্ণো, তোমার সেই (প্রসিদ্ধ) ভক্তগণ নিশ্চিত মুক্ত।'

অতএব (অপবর্গ অর্থে) ভক্তিসম্পাদক যোগ। 'অর্থের নিমিত্ত' বলিতে ফলের নিমিত্ত। কাম এবম্ভূত ধর্মের অব্যভিচারী অর্থের ফল বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণ কর্তৃক স্মৃত হয় না। কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগ। ইন্দ্রিয়-প্রীতি-লাভ তাহার ফল হইতে পারে না, কিন্তু যে পরিমিত কাল জীবন-ধারণ করা যায় তৎপরিমিত কালই কামলাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ জীবন কাল পর্যন্তই কাম সেব্য। 'জীব' অর্থে জীবন। অপর—ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম হইতে প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহা (জীবনের) অর্থপদ বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র (জীবনের) অর্থ। অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান যে-ভক্তির অবান্তর ফল বলিয়া নির্ণীত সেই ভক্তির ফল পরম উৎকৃষ্ট—ইহাই বুঝিতে হইবে।

[ত্রিবিধতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্]

সেই তত্ত্ব কি—উহা বলিবার ইচ্ছায় একটী পদ্যের উল্লেখ হইতেছে —

অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। বিবৃতঞ্চৈতৎ প্রাক্তনসন্দর্ভত্রয়েণ।

[ভক্ত্যা পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ]

তচ্চ ত্রিধাবির্ভাবযুক্তমেব তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাৎক্রিয়ত ইত্যাহ—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ৭ ॥

[ভা. ১. ২. ১২.]

'যাহা অদ্বয় জ্ঞান[১], তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নামে অভিহিত হয়।'

'অদ্বয়'—এই পদে (তত্ত্বের) অখণ্ডত্ব নির্দেশ করিয়া অন্য যে তত্ত্ব আছে তাহা যে ঐ তত্ত্বের সহিত অনন্য বা এক[২]—তাহাই বলিবার উদ্দেশে অন্য (তত্ত্বের) তচ্ছক্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। এই (তিন) তত্ত্ব মধ্যে শক্তিবর্গযুক্ত যে তদ্ধর্ম[৩]—তাহা হইতে অতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান—উহাই ব্রহ্ম[৪] নামে অভিহিত। অন্তর্যামিতাময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিৎ-শক্তির অংশবিশিষ্ট (যে-তত্ত্ব)—তাহা পরমাত্মা[৫] এবং পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট (যে তত্ত্ব)—তাহা ভগবান্[৬] বলিয়া কথিত হয়। পূর্বসন্দর্ভত্রয়ে[৭] ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১ 'জ্ঞানং চিদেকরূপম্'। জড় বস্তু নশ্বর। কোন স্থায়ী জড়প্রতিযোগী চৈতন্যময় পদার্থ যে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে সেই পদার্থই জ্ঞান। এই জ্ঞানের যে সকল শক্তি তাহারা ইহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা অদ্বয়, কারণ ইহাকে বাদ দিয়া তাদৃশ তত্ত্বান্তর নাই। ইহা নিত্য, অতএব পরমপুরুষার্থ ও পরম সুখস্বরূপ।

২ পরতত্ত্বের ত্রিবিধ শক্তি—স্বরূপশক্তি (যাহা হইতে নিত্যসিদ্ধ ধাম পরিকরাদি হয়), তটস্থা শক্তি (জীব), ও মায়াশক্তি (জগৎ)। লৌকিক জগতে রাজার প্রজাপালকত্ব, কৃপালুত্ব ও দণ্ডদাতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি থাকিলেও তিনি যেমন এক, তদ্রূপ উক্ত শক্তিনিচয়ের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া পরতত্ত্বও অদ্বয় বা এক।

৩ পরতত্ত্বের যে ধর্ম উহা শক্তিবর্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৪ ধর্ম ও ধর্মী—এই দুইভাব অপৃথক্‌রূপে উদিত হইয়া জ্ঞানীর চিত্তে যখন অদ্বয়জ্ঞান সামান্যাকারে চিৎ বা আনন্দরূপে আবির্ভূত হয়—সেই আবির্ভাবকে ব্রহ্ম বলে।

৫ যখন যোগীর চিত্তে উক্ত তত্ত্বের অন্তর্যামিত্বধর্ম পৃথক্‌কৃত হয় এবং ঐ তত্ত্বই যে মায়াশক্তি-সৃষ্ট জগৎ ও চিদংশ জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—এই প্রকার স্ফূর্তি অনুভূত হয় তখন সেই আবির্ভাবকে পরমাত্মা বলে।

৬ যখন ভক্তের ভক্তি ভাবিত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সমূহে উক্ত তত্ত্ব পরিপূর্ণ ও সর্বশক্তিমান্‌রূপে স্ফূর্তিযুক্ত হয়, তখন সেই আবির্ভাবকে ভগবান্ বলা হয়। তাঁহার চিদানন্দময় স্বরূপবৈভবে রূপ ও গুণলীলাদি বহু ধর্মের সমাবেশ আছে। তাহাদের পূর্ণ স্ফূর্তিমত্তা হইতেই ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাব। অশেষ জ্ঞান ও ঐশ্বর্যাদি তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। হেয় প্রাকৃত গুণ তাঁহাতে নাই বলিয়াই তিনি ভজনীয়গুণ ভগবান্।

৭ ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে।

ভক্ত্যা তৎকথারুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেমলক্ষণয়া তৎপূর্বোক্ততত্ত্বমাত্মনি শুদ্ধে চেতসি পশ্যন্তি চ, জ্ঞানমাত্রস্য কা বার্ত্তা ? সাক্ষাদপি কুর্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং তদাত্মানম্ ? স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াশক্তীনামাশ্রয়ম্। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া—জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যঞ্চ, তাভ্যাং যুক্তয়া স্বাত্মজাভ্যাং তাভ্যাং সেবিতয়া। অত এব তে মুনয়ঃ পৃথক্ চ বিশিষ্টঞ্চ স্বেচ্ছয়া পশ্যন্তীত্যায়াতি। তদেবং শ্রুতগৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তের্দৌর্লভ্যং দর্শিতম্। যদ্‌গুরোঃ সকাশাদ্বেদান্তাদ্যখিল-শাস্ত্রার্থবিচার-শ্রবণদ্বারা যদি স্বাবশ্যক-পরমকর্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে। পুনশ্চ—

[ভক্তি দ্বারা পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার]

ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত সেই তত্ত্ব যে একমাত্র ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাৎকৃত হয় তাহাই বলিতেছেন—

"মুনিগণ উক্ত তত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বেদান্তশ্রবণ হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য (উৎপন্ন) হয়, তদ্যুক্ত ভক্তিদ্বারা আত্মাতে আত্মার সাক্ষাৎ করেন[১]।" ৭॥

তৎকথারুচির উৎকৃষ্টাবস্থারূপ প্রেমলক্ষণ যে ভক্তি তদ্দ্বারা পূর্বোক্ত তত্ত্ব (মুনিগণ) আত্মাতে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে দর্শন করেন ; মাত্র জ্ঞান ত' দূরের কথা, (তাঁহারা) সাক্ষাৎও করিয়া থাকেন। (যে আত্মাকে দর্শন করেন) সে আত্মা কিরূপ ? না—স্বরূপাখ্য, জীবাখ্য ও মায়াশক্তিনিচয়ের আশ্রয়। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত (ভক্তির দ্বারা)—অর্থাৎ জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই দুইটী আত্মজ, তদ্দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ সে বিষয়ে যে ভক্তি—তদ্দ্বারা। অতএব সেই মুনিগণ পৃথক্ এবং তদ্বিশিষ্ট (তত্ত্বের) সাক্ষাৎ করেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে। এই প্রকার 'বেদান্তাদিশ্রবণ গৃহীত (ভক্তি দ্বারা),' 'মুনিগণ,' এবং 'শ্রদ্ধাবান্'—এই তিনটী পদে ভক্তির দুর্লভতা দর্শিত হইল।[২] গুরুর নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্রার্থ বিচার শ্রবণ দ্বারা যদি (ভক্তি) নিজের আবশ্যক পরম কর্তব্য বলিয়া জ্ঞাত হয় (তাহা হইলেই উপাসনা দ্বারা ভক্তিলাভ হয়)। আরও বলিলেন—

---

১ বুঝিতে হইবে স্বরূপাখ্য ও জীবাখ্য মায়াসমূহের আশ্রয়রূপী সেই তত্ত্বকে তাঁহারা দর্শন করেন।

২ তাৎপর্য—সন্দর্ভকার বলিতেছেন—'শ্রুতগৃহীতয়া' 'মুনয়ঃ' 'শ্রদ্দধানাঃ'—এই তিন পদে ভক্তির দুর্লভতা জ্ঞাপিত হইতেছে। এই তিন পদে কিরূপে সে দুর্লভতা প্রকাশ পাইতেছে তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিলেন—সদ্‌গুরুর নিকট হইতে নানা শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া ভক্তিকেই পরম কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলে উপাসনা দ্বারা তাহার প্রাপ্তি হয়। মুনি শব্দের অর্থ মননশীল অর্থাৎ বিপরীত ভাবনা ত্যাগ করিয়া মননে অভিনিবিষ্ট। 'শ্রদ্দধান' অর্থে শ্রদ্ধাবান্—বিশ্বাসযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রে সুদৃঢ়-নিশ্চয় বুদ্ধি স্থাপন করায় আস্থাবান। ভক্তি যে সুদুর্লভ তৎপ্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

'ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎসুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।'
[ভ. র. সি. পূ° ১১]

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥
[ভা. ২. ২. ৩৪]

ইতিবদ্ যদি বিপরীতভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাং, ততঃ শ্রদ্দধানৈশ্চ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্নাতি—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
[বৃ. আ. ২. ৪. ৪. ৬]

ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনং, দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে।

[হরিতোষণমেব পরমফলম্]

সা চৈবং দুর্লভা ভক্তির্হরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্মাদপি লভ্যতে। তস্মাদ্ধরিতোষণমেব তস্য পরমফলমিত্যাহ—

'ভগবান্ ব্রহ্ম কূটস্থ (নির্বিকার ও একাগ্রচিত্ত) হইয়া সমগ্র বেদ (পুনঃপুনঃ) তিনবার বিচার করিয়া যাহাতে আত্মরূপী হরিতে প্রীতি হয় এই মনীষা দ্বারা উহার (ভক্তিযোগাখ্য বস্তুর) নিশ্চয় করিতে যত্ন লইয়াছিলেন'—এই প্রকার যদি বিপরীত ভাবনা (অর্থাৎ কর্ম জ্ঞানাদিই শ্রেয়ঃ-সাধন—এই ভাবনা) ত্যাগে সমর্থ যে মননযোগ্যতা ও মননাভিনিবেশ—তাহা হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবান্ কর্তৃক সেই ভক্তি উপাসনা দ্বারা লাভ হয়। শ্রুতিও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—'ওহে, আত্মা নিশ্চিতই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য (ধ্যেয়)।' এখানে নিদিধ্যাসন অর্থে উপাসনা, দর্শন অর্থে সাক্ষাৎকার।

অর্থাৎ 'ভক্তি ক্লেশ অর্থাৎ পাপ ধ্বংস করে, কল্যাণ বিধান করে এবং মোক্ষ পর্যন্ত পুরুষার্থকেও লঘুজ্ঞান করায় —সেই ঘনানন্দবিশেষ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক ভক্তি সুদুর্লভ।' ভগবৎ কথারুচির পর যে প্রেম হয় তাহাকে প্রেমলক্ষণ ভক্তি বলে। প্রেমোৎপত্তির ক্রম এইরূপ—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। উক্ত প্রেমলক্ষণ ভক্তিদ্বারা পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। পরতত্ত্ব বলিতে মুখ্য আবির্ভাব যে ভগবান্ তাহাকেই বুঝায়, ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ। অতএব ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বই ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়, শাস্ত্রার্থশ্রবণবিচারাদি পূর্বক আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ভক্তি অবশ্য কর্তব্য—ইহাই প্রকৃত শ্রবণ। কেবল কর্মজ্ঞানাদির দ্বারা পরতত্ত্বের দর্শন হয় না—ভক্তি দ্বারাই হয়। যোগ্যতা লাভ করিয়া অভিনিবেশ করার নামই মনন, পরে যথারীতি উপাসনা বা নিদিধ্যাসন। অনন্তর পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়।

ততঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ৮ ॥

[ভা. ১. ২. ১৩]

স্বনুষ্ঠিতস্য বহুপ্রযত্নেনাচ্ছিদ্রমুপার্জ্জিতস্যেতি তুচ্ছে স্বর্গাদিফলে তৎপ্রয়োগোঽতীবাযুক্ত ইতি ভাবঃ। যদ্যেকং শ্রীহরিসন্তোষকস্যাপি ধর্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব তৎপ্রবর্ত্তিতায়া ভক্তেশ্চানুগতা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণা ইত্যায়াতং, তদা সাক্ষাচ্ছ্রবণাদিভক্তিরেব কর্তব্যা। কিং তত্তদাগ্রহেণেত্যাহ—

[শ্রবণাদিকর্তব্যতা]

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৯ ॥

[ভা. ১. ২. ১৪]

[হরিতোষণই পরম ফল]

হরিতোষণে প্রযুক্ত স্বাভাবিক ধর্ম[১] হইতেও এই প্রকারে দুর্লভ ভক্তিলাভ হয়। অতএব হরিতোষণই যে উহার পরম ফল তাহাই বলিতেছেন—

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগ বশতঃ নরগণ সম্যক্‌রূপে যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার ফল হরিতোষণ।" ৮॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত অর্থে বহু প্রযত্ন দ্বারা ছিদ্ররহিতভাবে যে ধর্ম উপার্জিত হইয়াছে। এইরূপ ধর্মের তুচ্ছ স্বর্গাদি ফলের প্রয়োগ অতীব অযুক্ত,[২]—ইহাই তাৎপর্য। এই প্রকার ধর্ম যখন শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করে, এবং তাহার ফল শ্রবণাদি-রুচি-লক্ষণ ভক্তি এবং যখন তৎপ্রবর্তিত ভক্তির অনুগত হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণের উদয়—ইহাই বোঝা যায়, তখন সাক্ষাৎ শ্রবণাদি ভক্তিই কর্তব্য। তত্তৎ (কর্ম-জ্ঞানাদির) আগ্রহে কি প্রয়োজন? তাহাই বলিতেছেন—

[শ্রবণাদির কর্তব্যতা]

"অতএব (কর্মজ্ঞানাদিতে, আগ্রহ না করিয়া) একমনে ভগবান্ যদুপতির নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা উচিত।" ৯॥

১ মানবের স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম লক্ষ্য করিয়াই বর্ণাশ্রম বিভাগ। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্মই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। হরিতোষণ অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনই বর্ণাশ্রম ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—ইহাই তাৎপর্য।

২ স্বর্গাদি ফল ক্ষয়িষ্ণু, অতএব তুচ্ছ।

একেন কর্মাদ্যাগ্রহশূন্যেন। শ্রবণমত্র নামগুণাদীনাং তথা কীর্ত্তনঞ্চ। তত্রৈবান্তিমভূমিকাপর্যন্তং সুগমাং শৈলীং বক্তুং[১] প্রথমভূমিকাং শ্রীহরিকথারুচিমুৎপাদয়ন্ তস্য গুণং স্মারয়তি—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্ ॥ ১০ ॥

[ভা. ১. ২. ১৫].

কোবিদা বিবেকিনো যুক্তাঃ সংযতচিত্তা যস্য হরেরনুধ্যা অনুধ্যানং চিন্তনমাত্রং তদেবাসিঃ খড়্গস্তেন গ্রন্থিং নানাদেহেষ্বহঙ্কারং নিবধ্নাতি যত্তৎ কর্ম ছিন্দন্তি। তস্যৈবম্ভূতস্য পরমদুঃখাদুদ্ধর্ত্তুঃ কথায়াং রতিং কো ন কুর্যাৎ ?

[কথারুচিমারভ্য নৈষ্ঠিকভক্তিপর্যন্তমুপদেশঃ]

নন্বেবমপি তস্য কথারুচির্মন্দভাগ্যানাং ন জায়ত ইত্যাশঙ্ক্য তত্রোপায়ান্ বদন্ তামারভ্য নৈষ্ঠিকভক্তিপর্যন্তাং ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥১১॥

[ভা. ১. ২. ১৬]

'এক' অর্থাৎ কর্মাদি আগ্রহশূন্য (মনে), 'শ্রবণ' অর্থে নামগুণাদির শ্রবণ এবং কীর্তন। যে সুগম প্রণালীতে (ভক্তিমার্গের) অন্তিম ভূমিকা পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায় তাহা বলিতে গিয়া তাহার প্রথম ভূমিকা যে শ্রীহরিকথারুচি তাহা উৎপাদন করিয়া তাহার গুণ স্মরণ করাইতেছেন—

"যুক্তচিত্ত বিবেকিগণ[২] যাঁহার অনুধ্যানরূপ খড়্গ দ্বারা কর্মগ্রন্থি-পাশ ছেদন করেন তাঁহার কথায় কে না রতি করিবে ?" ১০ ॥

'কোবিদ্গণ' অর্থে বিবেকিগণ, 'যুক্ত' অর্থে সংযতচিত্ত, 'যাঁহার' অর্থাৎ হরির 'অনুধ্যা' অর্থাৎ অনুধ্যান বা মাত্র চিন্তন, তদ্রূপ অসি অর্থাৎ খড়্গ—তদ্দ্বারা—'গ্রন্থি' অর্থে যাহা নানা দেহে অহঙ্কার নিবদ্ধ করে—এইরূপ কর্ম, উহা ছিন্ন হয়। এবম্ভূত পরমদুঃখ হইতে যিনি উদ্ধার করেন, তাঁহার কথায় কে না রতি করিবে ?

[কথারুচি হইতে নৈষ্ঠিক ভক্তি পর্যন্ত উপদেশ]

(এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে) শ্রীহরি-কথায় মন্দভাগ্যগণের ত' রুচি জন্মে না ?—

১ মুদ্রিতপুস্তকে এখানে অধিক পাঠ—'ধর্মাদিকষ্টনিরপেক্ষেণ যুক্তিমাত্রেণ।'

২ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন সাধনের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিকেই সর্বাপেক্ষা ফলোপাধ্যায়ক মনে করেন, তাঁহারাই বিবেকী।

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদাঃ

[ভা. ১০. ৮৭. ৩৫]

ইত্যাদি বচনানুসারেণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতীতি তদীয়টীকানুমত্যা চ পুণ্যতীর্থনিষেবণাদ্দৈবোল্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে, তৎপ্রভাবেণ চ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি, তদীয়স্বাভাবিক-পরস্পর-ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তচ্ছৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে; তচ্ছ্রবণে চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঝটিতি কার্যকরীতি ভাবঃ। তথা চ কপিলদেব-বাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ

[ভা. ৩ ২৫. ২২]

ইত্যাদিঃ। ততশ্চ—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ১২ ॥

[ভা. ১. ২. ১৭]

এই আশঙ্কা করিয়া তদ্বিষয়ে উপায় গুলির নির্দ্দেশ করিয়া কথা রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া নৈষ্ঠিক ভক্তি পর্যন্ত ভক্তি পাঁচটি শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন।

"হে বিপ্রগণ পুণ্যতীর্থের সম্যক্ সেবা হেতু মহৎগণের সেবা হয় এবং তদ্দ্বারা শ্রবণেচ্ছুক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির বাসুদেব কথায় রুচি হয়।" ১১ ॥

'নিরহঙ্কার ঋষিগণ পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র (সেবা করেন)'—ইত্যাদি বচন অনুসারে তথায় প্রায়ই মহৎ সঙ্গ লাভ হয়। (স্বামিপাদের) টীকার এই অনুমতি হইতে (বোঝা যায়)—পুণ্যতীর্থ সেবা হেতু দৈবাৎ লব্ধ যে মহৎ সেবা তদ্দ্বারা বাসুদেব কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। যদি কেহ তীর্থ ভ্রমণ ইচ্ছা না করিয়া অপর কোন কার্যবশতঃ সেখানে ভ্রমণ করেন, মহাপুরুষগণ তথায় প্রায়ই ভ্রমণ বা অবস্থিতি করেন বলিয়া মহৎগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপ সেবা আপনা হইতেই সম্পন্ন হয় এবং তাহার প্রভাবে তাঁহাদের আচরণে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদের স্বাভাবিকভাবে পরস্পর যে ভগবৎ কথা হয় সেই কথায় 'ইঁহারা কি কথা বলিতেছেন আমি তাহা শুনিয়া দেখি'—এই প্রকার শ্রবণেচ্ছা হয়, আর সেই শ্রবণ বশতঃ ভগবৎ কথায় রুচি হয়—এই প্রকারে মহদ্গণ হইতেই শ্রুত যে ভগবৎ-কথা উহা শীঘ্র কার্যকরী হয়—ইহাই তাৎপর্য। কপিলদেবের বাক্যও তদনুরূপ; যথা—

কথাদ্বারান্তঃস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হরিরভদ্রাণি বাসনাঃ। ততশ্চ—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৩ ॥

[ভা. ১. ২. ১৮]

নষ্টপ্রায়েষু ন তজ্জ্ঞানমিব সম্যঙ্নষ্টেষ্বেবেতি ভক্তের্নিরর্গল-স্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী সন্ততৈব ভবতি। তদৈব—"ত্রিভুবন-বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ"[১] ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ববাসনানাশাৎ চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বমগ্নং সৎ ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যং ভবতীত্যাহ—

'সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রুত যে আমার বীর্য-জ্ঞাপক বৃত্তান্ত উহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন (সুখপ্রদ) হইয়া থাকে' ইত্যাদি।

অপর—

"যাঁহার শ্রবণ ও কীর্তন পবিত্রতা আনয়ন করে, যিনি সাধুগণের সুহৃৎ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিজ কথা যাঁহারা শ্রবণ করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া অভদ্র (কামাদি-মালিন্য) দূর করেন।" ১২ ॥

কথাদ্বারা হৃদয়স্থ অর্থাৎ ভাবনা-পদবী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরি অভদ্র অর্থাৎ বাসনা সকল (দূর করেন)। অপর—

"অকল্যাণ (বাসনা) সকল নষ্টপ্রায় হইলে নিত্য ভাগবতের সেবায় উত্তমঃশ্লোক (উৎকৃষ্টযশঃ) ভগবানে নৈষ্ঠিক ভক্তি হয়।" ১৩ ॥

নষ্টপ্রায় হইলে অর্থাৎ সম্যক্ নষ্ট হইলে যেরূপ জ্ঞানোদয় হয়, তদ্রূপ নহে। ইহার দ্বারা ভক্তি যে প্রতিবন্ধকরহিত, তাহাই উক্ত হইল। 'ভাগবতে'র অর্থে ভগবদ্ভক্তের অথবা ভাগবত-শাস্ত্রের সেবা—তদ্দ্বারা অনুচিন্তনরূপ ভক্তি 'নৈষ্ঠিক' অর্থাৎ সতত (অবিচ্ছিন্ন) হয়। তখনই—

১ সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমেষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥' [ভা ১১. ২. ৫৩]

হরি যোগীন্দ্র নিমিরাজের নিকট শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন—

'যাঁহাদের আত্মা ভগবন্নিষ্ঠ, তাঁহারা ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্তও দেবতাদুর্লভ অর্থাৎ কেবল অন্বেষনীয় যে ভগবৎপদার-বিন্দ, তাহা হইতে নিমেষার্ধও বিচলিত হন না; এবং ভগবচ্চরণ সার বস্তু বলিয়া অন্য বস্তুর অসারতারূপ স্মৃতি তাঁহাদের কখনও অপগত হয় না। এইরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।'

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৪ ॥
[ভা. ১. ২. ১৯]

রজস্তমশ্চ যে চ তৎপ্রভবা ভাবাঃ কামাদয় এতৈরিত্যন্বয়ঃ।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥
[ভা. ১. ২. ২০]

এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ প্রসন্নমনসস্ততো মুক্তসঙ্গস্য ত্যক্তকামাদিবাসনস্য ভক্তিযোগতঃ পুনরপি ক্রিয়মাণাত্তস্মাদ্বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকারো মনসি বহির্বা ভাবনাং বিনৈবানুভবো যঃ স জায়তে।

[ভক্তিযোগস্যানুষঙ্গিকফলম্]

তস্য চ পরমানন্দৈকরূপত্বেন স্বতঃফলরূপস্য সাক্ষাৎকারস্যানুষঙ্গিকং ফলমাহ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ১৬ ॥
[ভা. ১. ২. ২১]

'ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্ত যিনি স্মৃতিভ্রষ্ট হন না'—ইত্যাদি উক্তি অনুসারে বাসনা-নিচয়ের নাশ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বমগ্ন হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়। তাই বলিতেছেন—

"তখন চিত্ত রজঃ ও তমঃ এবং (তদুৎপন্ন) যে কামলোভাদি—সেই ভাবনিচয় কর্তৃক অভিভূত হয় না বলিয়া সত্ত্বে[1] স্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়।" ১৪ ॥

রজঃ ও তমঃ এবং তদুদ্ভূত যে কামলোভাদি, তদ্দ্বারা (চিত্ত অনাবিদ্ধ)—এইরূপ অন্বয় (করিতে হইবে)।

১ এখানে যে সত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব। কিন্তু ভগবান বিশুদ্ধসত্ত্ব। প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রাকৃত সত্ত্বে স্থিত চিত্ত কি করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সাক্ষাৎ করিতে পারে? এবিষয়ে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১১৮ অঙ্কে মীমাংসিত হইয়াছে যে, প্রাকৃত সত্ত্বময় চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানকে চিন্তা করিতে পারে। 'তৎসত্ত্বতাদাত্ম্যাপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্যবসিতম্'—শ্রীভগবৎসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত। তাদাত্ম্যের দৃষ্টান্তঃ—যেমন, লৌহগোলক অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিস্বরূপ হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত-সত্ত্বময় চিত্তও বিশুদ্ধসত্ত্বে মগ্ন হইতে পারে।

হৃদয়গ্রন্থিরূপোঽহঙ্কারঃ। সর্বসংশয়াশ্ছিদ্যন্ত ইতি শ্রবণ-মনন-প্রধানানামপি তস্মিন্ দৃষ্ট এব সর্বে সংশয়াঃ সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রবণেন তাবজ্জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনাশ্ছিদ্যন্তে। মননেন তদ্গতবিপরীতভাবনাঃ, সাক্ষাৎকারেণ ত্বাত্মযোগ্যতাগতাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষীয়ন্তে তদিচ্ছামাত্রেণৈব ; তদাভাসঃ কিঞ্চিদেব তেষ্বশিষ্যত ইত্যর্থঃ।

অত্র প্রকরণার্থে সদাচারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ১৭ ॥
[ভা. ১. ২. ২২]

"পূর্বোক্ত প্রকারে (সত্ত্বে স্থিত হইয়া) প্রসন্ন হয় এবং সেই কারণে যিনি (কামাদি-) বাসনা ত্যাগ করেন, তাঁহার আচরিত ভক্তিযোগ হইতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়।" ১৫ ॥
এই পূর্বোক্ত প্রকারে প্রসন্নমনা বলিয়া যে ব্যক্তি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ যিনি কামাদি বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ভক্তিযোগ হইতে অর্থাৎ পুনর্বার ক্রিয়মাণ ভক্তিযোগ হইতে, বিজ্ঞান অর্থাৎ মন বা বাহিরের ভাবনা ব্যতীতই যে অনুভব, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার, তাহা জাত হয়।

[ভক্তিযোগের আনুষঙ্গিক ফল]

পরমানন্দই একমাত্র স্বরূপ বলিয়া সেই স্বতঃফলরূপ সাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফল[১] উক্ত হইতেছে—

"আত্মস্বরূপ (অর্থাৎ স্বরূপ, জীব ও মায়াশক্তির আশ্রয়) ঈশ্বর দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ('আমি', 'আমার' ইত্যাকার অহঙ্কার) ধ্বংস হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" ১৬ ॥
হৃদয়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার। 'সকল সংশয় ছিন্ন হয়'—অর্থাৎ শ্রবণ মনন যাঁহাদের প্রধান উপজীব্য তাঁহাদের পক্ষেও তাঁহাকে দেখিলে সকল সংশয় সমাপ্ত হয়। তন্মধ্যে শ্রবণবশে জ্ঞেয়গত যে অসম্ভাবনা, তাহা ছিন্ন হয় ; মনন দ্বারা (জ্ঞেয়গত) যে বিপরীত ভাবনা—উহা, এবং সাক্ষাৎকার দ্বারা আত্মযোগ্যতাবিষয়ক অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা—(তৎসকলই ছিন্ন হয়,)

১ ভগবৎসাক্ষাৎকার নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দরূপ। অতএব ইহাই তাহার একমাত্র ফল। ভক্তগণ যদিও কোন ফলই অনুসন্ধান করেন না, তথাপি অহঙ্কার বা অবিদ্যাধ্বংস ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ফল হইয়া থাকে। আম্রফলের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ করিলে যেমন বৃক্ষ হইতে ছায়া ও গন্ধ অনুষঙ্গক্রমে লাভ হয় ইহাও তদ্রূপ।

আত্মপ্রসাদনীং মনঃশোধনীম্। ন কেবলমেতাবদ্‌গুণত্বং তস্যাঃ, কিঞ্চ পরময়া মুদেতি কর্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অত এব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চ তাবৎ কুর্বন্তীত্যুক্তম্। ১ ॥ ২ শ্রীসূতঃ ॥

[দেবতান্তরবর্জং শ্রীভগবদ্ভজনমেবাভিধেয়ম্.]

তদেবং কর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যযত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তিরেব কর্তব্যেতি মতম্। কর্ম-বিশেষরূপং দেবতান্তরভজনমপি ন কর্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্যেষাং কা বার্তা ? সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎপরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম-শিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ শ্লোকৌ পরমাত্মসন্দর্ভ এবোদাহৃতৌ।

ইহাই বুঝিতে হইবে—তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছামাত্রই (কর্মনিচয়ের) ক্ষয় হয়—অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র কর্মাভাস (প্রারব্ধ কর্মের আভাস) অবশিষ্ট থাকে।

এই প্রকরণে সদাচারের (সমর্থন) উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—

"সাধুগণ এই হেতু পরমহর্ষে ভগবান বাসুদেবে নিত্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং উহা হইতে চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন।" ১৭ ॥

'আত্মপ্রসাদনী' অর্থে মনঃশোধনকারিণী (অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদিকা)। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র গুণ নহে। 'পরম হর্ষে'—এই পদে বুঝান হইতেছে যে, কর্মের অনুষ্ঠান যেমন সাধনকালে অথবা সাধ্যকালে (উভয়থা) দুঃখময়, ভক্তির অনুষ্ঠান তদ্রূপ নহে, বরং ইহা নিশ্চিত সুখরূপ। অতএব 'নিত্য' অর্থাৎ কি সাধকদশা, কি সিদ্ধদশা, সর্বত্রই (সাধুগণ ভক্তি) করিয়া থাকেন। ইতি। ১ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

[দেবতান্তর ত্যাগে ভগবদ্ভজনই অভিধেয়]

অতএব কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ ভক্তিই যে কর্তব্য, তাহাই উক্ত প্রকারে নির্ণীত হইল। অন্যদেবতা-ভজনরূপ কর্মবিশেষও যে কর্তব্য নহে, তাহা (পরবর্তী) সাতটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। অতএব অন্যান্য ভজনবিষয়ের ত' কথাই উঠিতে পারে না। যদিও ব্রহ্মা ও শিব শ্রীভগবানের গুণাবতার, তথাপি পরব্রহ্মত্বের অভাব থাকায় শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় তাঁহারা সত্ত্বগুণমাত্রের উপকারক নহেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপাস্য নহেন। এই বিষয়ে দুইটী শ্লোক পরমাত্মসন্দর্ভে উদাহৃত হইয়াছে[১]।

---

১ কলিকাতা 'ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্' হইতে ভারতী গ্রন্থমালায় প্রকাশিত মৎসম্পাদিত 'পরমাত্মসন্দর্ভঃ' ১২ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি খলু তত্র সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
[ভা. ১. ২. ২৩]

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ॥
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥
[ভা. ১. ২. ২৪]

ইতি। সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ। ত্রয়ীময়স্ত্রয়্যুক্তকর্মপ্রচুরঃ। দারুস্থানীয়ং তমঃ, ধূমস্থানীয়ং রজঃ, অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বং, ত্রয্যুক্ত-কর্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম। ততশ্চ ত্রয্যুক্তকর্ম যথাগ্নাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ততে নান্যয়োস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবেত্যর্থঃ।

'ইহলোকে যদিও একই পরম পুরুষ এই (বিশ্বের) স্থিত্যাদি-উদ্দেশ্যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই ত্রিবিধ গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া হরি, বিরিঞ্চি ও হর, এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তথাপি সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা হবির নিকট হইতেই মনুষ্যসকলের শ্রেয়োলাভ হয়।'

'পার্থিব যজ্ঞকাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম উৎকৃষ্ট, উহা অপেক্ষা আবার বেদত্রয়-প্রতিপাদিত অগ্নি উৎকৃষ্ট ; (তদ্রূপ) তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ মহত্তর, এবং উহা অপেক্ষা আবার সত্ত্বগুণ উৎকৃষ্ট ; কারণ সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনরূপ।'[১]

'সত্ত্বতনুর' অর্থাৎ সত্ত্ব গুণাধিষ্ঠাতার। 'ত্রয়ীময়' অর্থে বেদোক্ত (যজ্ঞাদি—) কর্মবহুল। (বর্তমান দৃষ্টান্তে) তমোগুণ কাষ্ঠস্থানীয়, আর রজোগুণ ধূমস্থানীয়, সত্ত্ব অগ্নিস্থানীয় এবং ব্রহ্ম বেদত্রয়প্রতিপাদিত কর্মস্থানীয়। যেমন বেদোক্ত কর্ম অগ্নিতেই সাক্ষাৎরূপে প্রবর্তিত হয়,

১ সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের গুণরূপাবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ, রজোগুণ সত্ত্বসন্নিহিত বলিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা আছে অর্থাৎ উহা অবতারী পুরুষের প্রকাশদ্বারা বলা যায়, কিন্তু তমোগুণ সত্ত্ব হইতে বিদূর বলিয়া উহা অবতারী পুরুষেরও দ্বারপ্রকাশক নহে। এক্ষণে কথা হইতেছে শ্রীহরিতে সত্ত্বগুণের যোগ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? শ্রীবিষ্ণু পরমপুরুষের স্বাংশ অর্থাৎ মূল স্বরূপাবস্থায় স্থিত। অতএব তিনি সত্ত্বগুণের নিয়ামক—সত্ত্বগুণের যোগ বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদের কারিকা যথা—

'যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।
অতঃ স তৈর্যুজ্যতে তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ ॥ (ল. ভা. পৃ° ১৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে ও ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে গোবিন্দস্তোত্রে গুণাবতার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (৪৫—৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দেবতান্তরপরিত্যাগেনাপি ভগবদ্ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি—

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥ ১৮ ॥
[ভা. ১. ২. ২৫.]

অথ অতো হেতোঃ। অগ্রে পুরা। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক-মূর্ত্তিং ভগবন্তম্। প্রকৃতসত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং ভগবৎসন্দর্ভে। অতো যে তাননুবর্ত্তন্তে ত ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে।

নম্বন্যান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ ভজন্তো দৃশ্যন্তে ? সত্যং, যতস্তে সকামাঃ। কিন্তু মুমুক্ষবোঽপ্যন্যান্ ন ভজন্তে, কিমুত তদ্ভক্ত্যেকপুরুষার্থা ইত্যাহ--

---

কিন্তু (কাষ্ঠ ও ধূম) এই দুই বস্তুতে হয় না, তদ্রূপ পরব্রহ্মভূত ভগবান কেবল সত্ত্বেই প্রবর্তিত হন, ইহাই তাৎপর্য।

অন্য দেবতা পরিত্যাগেও যে ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সাধুগণের আচরণরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—

"এই হেতু পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত) ভগবান্‌কে ভজন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সংসারে শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইয়াছেন।" ১৮ ॥

'অথ' শব্দে এইহেতু। 'অগ্রে' অর্থাৎ পুরাকালে। 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'[১] অর্থে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক-মূর্তি যে ভগবান তাঁহাকে। ভগবান যে প্রাকৃতসত্ত্বাতীত, তাহা ভগবৎসন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা তাঁহাদের (ভগবদুপাসক মুনিগণের) অনুবর্তী হন, তাঁহারা এই জগতে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন।

আচ্ছা, দেখা যায় যে কেহ কেহ অন্য ভৈরবাদি দেবগণকেও ত ভজনা করেন ? সত্য, কারণ তাহারা সকাম। কিন্তু যাহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহারাও যখন অন্য দেবতার

১ শ্রীভগবৎসন্দর্ভের ১১৮ অঙ্কের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিশুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ সম্বন্ধে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (শ্লোক ১২) বলে—'অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ'—অর্থাৎ গুণ সকল পরস্পরকে অভিভূত করিয়া পরস্পর আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়া কার্য করে। অতএব ভগবত্তনু প্রাকৃতসত্ত্বময়ী—ইহা স্বীকার করিলে 'বিশুদ্ধ'—এই বিশেষণ নিরর্থক হয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রাকৃত সত্ত্ব নহে। 'বিশুদ্ধ' অর্থে বিশেষরূপে শুদ্ধ। এই বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥' [১. ৯, ৪৩]

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১৯ ॥
[ভা. ১. ২. ২৬.]

ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ।

নমু কাম-লাভোঽপি লক্ষ্মীপতিভজনে ভবত্যেব তর্হি কথমন্যাংস্তে ভজন্তে?

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য-প্রজেপ্সবঃ ॥ ২০ ॥
[ভা. ১. ২. ২৭]

তত্রাহ—রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বেনৈব পিত্রাদিভিঃ সমং শীলং যেষাম্। সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ততো বাসুদেব এব ভজনীয় ইত্যুক্তং সর্বশাস্ত্রতাৎপর্যঞ্চ তত্রৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্—

ভজনা করেন না, তখন ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া যাহারা জানেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? [১] এই সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিগণকে (ভৈরবাদি দেবগণকে) পরিত্যাগ করিয়া অথচ কাহারও নিন্দা না করিয়া নারায়ণের শান্ত মূর্তিনিচয় ভজন করেন।" ১৯ ॥
'ভূতপতিগণ'—এই শব্দে পিত্রাদি ও (মরীচ্যাদি) প্রজাপতিদেবগণ উপলক্ষিত হইতেছে। 'অসূয়াহীন' অর্থে অন্যান্য দেবতাগণের নিন্দা না করিয়া।

আচ্ছা, লক্ষ্মীপতি-ভজনে যখন কামনা লাভই হইয়া থাকে, তখন তাঁহারা অন্য দেবতাদিগকে কেন ভজনা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"রজঃ ও তমোগুণপ্রকৃতির লোক সম্পদ্, ঐশ্বর্য ও পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণের সমানস্বভাব বলিয়া তাঁহাদের আরাধনা করেন।" ২০ ॥
রজঃ ও তমোময় স্বভাব বলিয়াই পিত্রাদিগণ সহ তাহাদের স্বভাব সমান; এবং সমশীলতা বশতঃই তাঁহাদের ভজনে প্রবৃত্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব বাসুদেবই যে

১ উপাসকগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) কেহ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলেন, (খ) কেহ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলেন এবং (গ) কেহ ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলেন। অতএব যাঁহারা ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলেন—তাঁহারা ভগবান ভিন্ন অন্য দেবগণকে ভজন করেন; শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ভক্ত কেবল ভগবান্‌কে ভজন করেন, তবে পদ্ধতি বিভিন্ন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর উপাসকই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[সর্বশাস্ত্রাণাং বাসুদেবে তাৎপর্য্যম্]

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরো যোগো বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ ২১॥

[ভা. ১. ২. ২৮-২৯]

টীকা চ—বাসুদেবপরস্তাৎপর্যগোচরো যেষাং তে। নন্বু বেদা মখপরা[১] দৃশ্যন্ত ইত্যাশঙ্ক্য তেঽপি তদারাধনার্থত্বাত্তৎপরা এবেত্যুক্তম্। যোগা যোগশাস্ত্রাণি। তেষামপ্যাসন-প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়াপরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাত্তৎপরত্বমুক্তম্। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রম্। নন্বু তজ্জ্ঞানপরমেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তম্। তপোঽত্র জ্ঞানম্। ধর্মো ধর্মশাস্ত্রং দানব্রতাদিবিষয়ম্। নন্বু তৎ স্বর্গাদিপরমিত্যাশঙ্ক্য—গম্যত ইতি গতিঃ স্বর্গাদিফলং, সাপি তদানন্দাংশরূপত্বাত্তৎপরৈবেত্যুক্তম্। যদ্বা বেদা ইত্যনেনৈব তন্মূলত্বাৎ সর্বশাস্ত্রাণি বাসুদেবপরাণীত্যুক্তম্। নন্বু চ তেষাং মখযোগক্রিয়াদি-নানার্থপরত্বান্ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যমিত্যেষা।

অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিদ্ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্। বেদাশ্চ কর্মকাণ্ডপরা এব জ্ঞেয়াঃ কেষাঞ্চিৎ সাক্ষাদ্ভক্তিপরত্বমপি দৃশ্যত ইতি।

ভজনীয় ইহাই (মূল সিদ্ধান্তরূপে) উক্ত হইতেছে। সকল শাস্ত্রতাৎপর্যই যে বাসুদেবে পর্যবসিত, তাহাই পরবর্তী দুইটী শ্লোকে বলা হইতেছে ; যথা—

[শাস্ত্রসকল বাসুদেবপর]

"বেদসকল বাসুদেবপর, যজ্ঞসকল বাসুদেবপর, যোগশাস্ত্রসকল বাসুদেবপর, ক্রিয়াকলাপও বাসুদেবপর। জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম এবং (স্বর্গাদি) গতি—সকলই বাসুদেবপর।" ২১॥

টীকা—'বাসুদেবপর' অর্থে বাসুদেব যাহাদের তাৎপর্যগোচর তাহারা। দেখা যায় যে বেদসকল যজ্ঞপর—এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, বাসুদেবই (প্রকৃত) আরাধ্য বলিয়া তাহারা (বেদসকল) বাসুদেবপর। 'যোগসকল' অর্থে যোগশাস্ত্রসকল। যদিও তাহাদের আসন-প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াপরত্ব আছে, তথাপি (উক্ত ক্রিয়াসকল) বাসুদেবপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উহারা তৎপর (বাসুদেবপর) বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে জ্ঞানশাস্ত্র। উহা জ্ঞানপর হইলেও জ্ঞান যে বাসুদেবপর ইহাই উক্ত হইতেছে। এখানে তপস্যা বলিতে জ্ঞান, এবং ধর্ম বলিতে দানব্রতাদি-বিষয়ক ধর্মশাস্ত্র। আচ্ছা, ধর্মশাস্ত্র তো স্বর্গাদিফল-প্রাপক,

---

১ 'মখতাৎপর্যপরা'—পাঠান্তর।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ [শ্বেতা. ৬. ২৩]

ইত্যাদেঃ। তদেবং দ্বাবিংশত্যা তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বং দর্শয়িত্বা পূর্বোক্তং সর্বশাস্ত্রসমন্বয়মেব স্থাপয়তি—

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
যদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥ ২২॥
[ভা. ১. ২. ৩০]

ইত্যাদি।

টীকা চ—নন্বু জগৎসর্গপ্রবেশ নিয়মনাদি-লীলাযুক্তে বস্তুনি সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে, কথং বাসুদেবপরত্বং সর্বস্য ? তত্রাহ 'স এব' ইতি চতুর্ভিরিত্যেষা।

ইদং মহদাদিবিরিঞ্চিপর্যন্তম্। এবং প্রবেশাদিকাপ্যুত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্যা। ১॥২। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্॥

কারণ 'গতি' বলিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল ? কিন্তু সেই গতিও যখন বাসুদেবের আনন্দাংশরূপ, তখন উহা (পরম্পরাক্রমে) যে বাসুদেবপর, তাহাই উক্ত হইল। অথবা 'বেদসকল তৎপর'—এই কথা বলায় সকল শাস্ত্রই যে বাসুদেবপর, ইহাই প্রতিপাদিত হইল, কারণ শাস্ত্রসকল বেদমূলক। আচ্ছা, শাস্ত্রসকল যোগক্রিয়াদি নানার্থপর বলিয়া কিরূপে উহা একমাত্র বাসুদেবপব হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যজ্ঞাদিক্রিয়াও নারায়ণপর, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে। এই পর্যন্ত (টীকা)।

এস্থানে যোগাদি কথঞ্চিৎ ভক্তির সহায়ক বলিয়া উহা মুখ্যরূপেই বাসুদেবপর বুঝিতে হইবে। বেদসকলও কর্মকাণ্ডপরই জানিতে হইবে ; কিন্তু কতক বেদের সাক্ষাৎ ভক্তিপরত্বও দেখা যায়। যথা—

'দেবে যাঁহার পরা ভক্তি, দেবে যেমন গুরুতে তেমনই ভক্তি—তাঁহারই নিকট মহাত্মা কর্তৃক কথিত অর্থসকল প্রকাশিত হয়।'

এই প্রকার (বর্তমান সন্দর্ভের নিম্নোক্ত) দ্বাবিংশতি-সংখ্যক শ্লোক দ্বারা (বাসুদেব-ভজনেরই অভিধেয়ত্ব দেখাইয়া পূর্বকথিত সকলশাস্ত্রের সমন্বয়ই স্থাপন করিতেছেন—

"সেই এই (প্রাকৃত-) গুণ-রহিত বিভু ভগবান গুণময়ী কার্যকারণরূপ মায়া দ্বারা অগ্রে এই জগৎ (মহদাদি বিরিঞ্চিপর্যন্ত) সৃষ্টি করেন।" ২২॥

টীকা—আচ্ছা জগতের সৃষ্টি-প্রবেশ-নিয়মাদি লীলাযুক্ত বস্তুতে তো সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। তবে কেন সকলশাস্ত্রেরই বাসুদেবপরত্ব হইবে ? ইহার উত্তরে (সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে) 'স এব' (সেই এই)—এই শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোক বলিতেছেন।—এই পর্যন্ত (টীকা)।

[ভক্তিসংসর্গং বিনা জ্ঞানকর্মণোর্ব্যর্থত্বম্]

শ্রীভাগবতাবির্ভাবকারণে শ্রীব্যাসনারদসংবাদেঽপি—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥

[ভা. ১. ৫. ১২.]

ইত্যুদাহৃতম্।

টীকা চ—নিষ্কর্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্মতারূপং নৈষ্কর্ম্যম্। অজ্যতেঽনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনমেবম্ভূতমপি জ্ঞানমচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জিতং বেদনমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষত্বায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চাভদ্রং

এই (জগৎ) বলিতে মহদাদি ব্রহ্মা পর্যন্তকে বুঝাইতেছে। এইরূপ প্রবেশাদিলীলাও পরের শ্লোকসমূহে দ্রষ্টব্য।[১] ইতি। (শ্রীভাগবতের) ১ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি॥

[ভক্তিসংসর্গ ব্যতীত জ্ঞান ও কর্মের ব্যর্থতা]

শ্রীভাগবতের আবির্ভাব কারণ প্রসঙ্গে ব্যাসনারদ সংবাদেও (ভক্তির অভিধেয়ত্ব কথিত হইয়াছে)। যথা—

'সর্বোপাধি-নিবর্তক নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি-বর্জিত হইলে অধিক শোভা পায় না (অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না)। ঈশ্বরে অনর্পিত অমঙ্গলরূপ যে কাম্য কর্ম ও অকাম্য কর্ম (নিষ্কাম কর্ম)—তাহা হরিভক্তি-বর্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না (অর্থাৎ সাফল্যলাভ করিবে না) তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?'

টীকা—নিষ্কর্ম ব্রহ্ম। তাহার সহিত একাকার বলিয়া (জ্ঞান) নিষ্কর্মতা রূপ। যাহা আচ্ছাদিত করে তাহা অঞ্জন অর্থাৎ উপাধি, তাহার নিবর্তক বলিয়া (উহা) নিরঞ্জন। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানও অচ্যুত-'ভাব' অর্থাৎ হরিভক্তি-বর্জিত হইলে অত্যধিক শোভা পায় না অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয় না। তাহা হইলে চিরকাল অর্থাৎ কি সাধনকাল, কি ফলকাল—সর্বদাই অমঙ্গল অর্থাৎ দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম ও অকাম্যকর্ম (উভয়ই শোভা

১ ভা. ১.২.৩০ শ্লোকের 'স এবেদং' ইত্যাদির পর প্রবেশনিয়মনাদিলীলা 'তয়া বিলসিতেষ্বেষু' ইত্যাদি পর্যন্ত চারিটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপি কর্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাদিত্যেষা।

তদেবং জ্ঞানস্য ভক্তিসংসর্গং বিনা কর্মণশ্চ তদুপপাদকত্বং বিনা ব্যর্থত্বং ব্যক্তম্। কিঞ্চ—

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ

[ভা. ১. ৫. ১৫]

ইত্যাদিকমুক্ত্বাহ –

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥ ২৩ ॥

[ভা ১. ৫. ১৭.]

টীকা চ—ইদানীন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক স্বধর্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তি-রেবোপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ ত্যক্ত্বেতি। নন্বু স্বধর্মপরিত্যাগেন ভজন্ যদি কৃতার্থো ভবেত্তদা

পায় না)।[১] চ-শব্দে (উভয়েরই) অন্বয়। উক্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কোথা হইতে শোভা পাইবে? যেহেতু বহির্মুখ বলিয়া উহা চিত্তের শোধক হইতে পারে না—ইহাই (টীকা)।

এই প্রকার ভক্তিসংসর্গ ব্যতীত জ্ঞান যে ব্যর্থ এবং কর্ম যে ভক্তির অনুৎপাদক বলিয়া ব্যর্থ—ইহাই প্রকাশিত হইল।

অপর—

'স্বভাবতঃ যে ব্যক্তি (কাম্য কর্মে) অনুরক্ত তাহার সম্বন্ধে ধর্মের নিমিত্ত উপদেশ দেওয়ায় অন্যায় হইয়াছে'[১] —ইহা বলিবার পর (দেবর্ষি নারদ) বলিয়াছেন—

"স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া হরির চরণারবিন্দ ভজন করিতে করিতে যদি অসিদ্ধ অবস্থায় কেহ উহা হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাতে কি তাহার কোন অমঙ্গল হয়? এবং যে স্বধর্মানুষ্ঠান করে কিন্তু (হরি) ভজন করে না তাহারই বা কোন্ অভীষ্ট লাভ হয়?" ২৩॥

টীকা—এখানে নিত্য নৈমিত্তিক স্বধর্মের অনাদর করিয়া ও হরিভক্তির উপদেশ দেওয়া

১ তাৎপর্য—সকাম কর্ম তো নিন্দনীয়ই; এমন কি নিষ্কাম কর্মরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তিবর্জিত হইলে ন্যূন। কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান তো কষ্টসাধ্যই, কাম্য কর্মের ফলও ক্ষণস্থায়ী। নিষ্কাম কর্মও ভগবানে অর্পিত না হইলে বিফলই হয়; কারণ তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় না। অতএব ভক্তি বিনা জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ই নিষ্ফল। ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়।

ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক্ক এব ম্রিয়েত ভ্রশ্যেদ্বা তদা তু স্বধর্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিদ্ ভ্রশ্যেন্ ম্রিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তি-রসিকস্য কর্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ, বা শব্দঃ কটাক্ষে, যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্যাভদ্রমভূৎ কিম্? নাভূদেবেত্যর্থো, ভক্তিবাসনাসদ্ভা-বাদিতি ভাবঃ। অভজতামভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ? অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়েত্যেষা।

১।৫ ॥ শ্রীনারদঃ ব্যাসম্ ॥

[ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্]

তদেবং ভক্তিবেবাভিধেয়বস্তিত্যুক্তম্। তথৈব শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদোপ-ক্রমেঽপি—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২৪ ॥

[ভা. ২. ১. ২]

ইত্যাদি। গৃহেষিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখাণাম্। আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং, তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ।

কর্তব্য—তাহাই বুঝাইবার জন্য '(স্বধর্ম) ত্যাগ করিয়া'—ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ হইল। আচ্ছা যখন স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে (কেহ) কৃতার্থ হয় তখন (অবশ্য) কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যদি অসিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুলাভ হয় অথবা (কোন প্রকারে) ভ্রষ্ট হইতে হয়—তাহা হইলে তো স্বধর্মত্যাগজন্য অনর্থ হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—'তাহা হইতে' অর্থাৎ ভজন হইতে 'পতিত' অর্থাৎ কোনও প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত হইলেও তৎকালে ভক্তিরসিক জনের কার্যাধিকার যোগ্যতা না থাকায় অনর্থাশঙ্কা থাকিতে পারে না। (আবার অনর্থ) স্বীকার করিয়াও (ঐ প্রকারে) বলিলেন 'বা' শব্দের অর্থ কটাক্ষ করা—অর্থাৎ (অনর্থহেতু) যে কোন নীচযোনিতে পতিত হইলেও সেই ভক্তিরসিকের কি কোন অমঙ্গল হয়? না হয় না—ইহাই অর্থ;—কারণ তাহাতে ভক্তির সংস্কার বর্তমান আছে (বলিয়া অমঙ্গল হয় না)—ইহাই তাৎপর্য। যাহারা ভজন করে না তাহাদের বা তাহাদিগের দ্বারাই বা কি ফল-লাভ হইয়া থাকে? 'যাহারা ভজন করে না তাহাদের'—এই শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি উহা কেবল সম্বন্ধ বিবক্ষায় (প্রযুক্ত)।[1] —ইহাই (টীকা)।

ইতি। (ভাগবতের) ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য ॥

১ প্রকৃতপক্ষে কর্তার এখানে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারিত

নিগময়তি—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ২৫ ॥
[ভা. ২. ২. ৫]

টীকা চ—সর্বাত্মেতি শ্রেষ্ঠত্বমাহ। ভগবানিতি সৌন্দর্যম্। ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্। হরিরিতি বন্ধহারিত্বম্। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতেত্যেষা।

মোক্ষস্তু সর্বক্লেশ-শান্তি-পূর্বক-ভগবৎপ্রাপ্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্।

[ভক্তিই অভিধেয় বস্তু]

ভক্তিই যে অভিধেয় বস্তু—উহাই এই প্রকারে উক্ত হইল। তদ্রূপ শ্রীশুক ও পরীক্ষিৎ সংবাদের উপক্রমেও (কথিত হয়)—

"হে রাজেন্দ্র! যাহারা আত্মতত্ত্ব (ভগবত্তত্ত্ব) সাক্ষাৎকার না করিয়া গৃহে আসক্ত সেই গৃহমেধী[১] জনগণের পক্ষে সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় রহিয়াছে?" । ২৪॥

'গৃহে (আসক্ত)'—এই পদটী বহির্মুখ ব্যক্তিগণের উপলক্ষণ। 'আত্মতত্ত্ব' অর্থে 'ভগবত্তত্ত্ব', যেহেতু (পরবর্তী শ্লোকে) তাহাই উপসংহার করা হইবে।

উপসংহার বাক্য যথা—

"হে ভরতবংশোদ্ভব! (পরীক্ষিৎ) যিনি অভয় ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরূপ যে ঈশ্বর তাঁহার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য" । ২৫ ॥

টীকা—'সর্বাত্মা' এই পদে শ্রেষ্ঠত্ব, 'ভগবান্'—এই পদে সৌন্দর্য, 'ঈশ্বর' এই পদে আবশ্যকতা, 'হরি'—এই পদে বন্ধহারিত্ব। অভয় অর্থাৎ মুক্তি যে জন ইচ্ছা করেন—ইহাই (টীকা)।

সর্বক্লেশ শান্তিপূর্বক ভগবৎপ্রাপ্তিই যে মুক্তি—তাহাই (এখানে) বুঝিতে হইবে।

১ দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূতগণের উদ্দেশে যে-গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহাকে গৃহমেধী বলা হয়। মনু বলেন—গৃহস্থের গৃহে পাঁচটী প্রাণিবধকর হিংসাস্থান আছে এবং সেই পঞ্চ পাপের অপনোদনার্থই পাঁচটী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মনুর বচন যথা—

'পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥'
[মনুস্মৃতি ৩.৬৮]

এতদনন্তরং বিরাড্‌ধারণামুক্ত্বা তদপবাদেনাপি ভক্তিমেবাহ[১]।

স সর্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্‌ যত আত্মপাতঃ ॥ ২৬ ॥

[ভা. ২. ১. ৩৯]

টীকা চ—সর্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্বং যেন স এক এব সর্বান্তরাত্মা। তমেব সত্যং ভজেত। অন্যত্রোপলক্ষণে ন সজ্জেত। যত আসঙ্গাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নজনানামীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেঽপি কদাচিদ্বহূন্‌ দেহান্‌ প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বং পশ্যতি তদ্বদীশ্বরস্য তু বিদ্যাশক্তিত্বান্ন বন্ধ ইত্যেষা।

অত্র স্বধীবৃত্তিভিঃ পশ্যন্নেব সর্বেষাং ধীবৃত্তিভিরপি সর্বং পশ্যতীত্যেবং তথোক্তং—"স ঐক্ষত"[২] ইত্যত্র সর্বধীবৃত্তিসৃষ্টেঃ পূর্বমপি তচ্ছ্রবণাৎ। তথা স্বপ্নদেহানামীশ্বর-

---

ইহার পর বিরাট্‌ ধারণার উল্লেখপূর্বক তাহার দোষ দেখাইয়া সেই ভক্তিকেই নির্দেশ করিতেছেন—

"আত্মা যেমন স্বপ্নগত জন ও বস্তু ইত্যাদির একমাত্র দ্রষ্টা তদ্রূপ যোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা (বিরাট্‌ ধারণার অন্তর্ভুক্ত) সমস্ত অনুভব করিয়া সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি (শ্রীনারায়ণকেই) ভজন করেন কিন্তু বিষয়ান্তরে আসক্ত হন না—যাহার আসক্তি হইতে আত্মপাত অর্থাৎ সংসারই ঘটিয়া থাকে"। ২৬ ॥

টীকা—যে (ঈশ্বর) সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সকলকে অনুভব করেন তিনি নিশ্চয় এক এবং সকলের অন্তরাত্মা। (যোগী) সত্যস্বরূপ তাঁহাকেই ভজন করেন, তদুপলক্ষণ অন্য কিছুতেই আসক্ত হন না—যাহার আসক্তি হইতে আত্মপাত অর্থাৎ সংসার ঘটিয়া থাকে। এক হইয়াও তিনি যে সকলের তত্তৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বানুভূতি করেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল—স্বপ্নগত জনগণের দ্রষ্টা—যেমন কখন কখন স্বপ্নেও বহু দেহ প্রকল্পিত করিয়া জীব তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা সকল দেখিয়া থাকে তদ্রূপ। কিন্তু ঈশ্বরে বিদ্যাশক্তি বর্তমান থাকায় তাঁহার বন্ধ হয় না। এই পর্যন্ত (টীকা)।

নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা দেখিলেও (ঈশ্বর সম্বন্ধে) এখানে বলা হইয়াছে তিনি সকলের ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা সকল বিষয় দেখিয়া থাকেন। যেহেতু 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন'—এই শ্রুতিবাক্যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সৃষ্টির পূর্বেও শ্রুত হইতেছে। অপর, ঈশ্বর কর্তৃক স্বপ্নদেহ

১ পাঠান্তর—'ভক্তিতামাহ'
২ ঐত. উ. ১. ১. ২

কর্তৃকত্বেঽপি জীবকর্তৃকপ্রকল্পনকথনং তৎসংকল্পদ্বারৈবেশ্বরঃ করোতীত্যপেক্ষায়ামুক্তং। যঃ সর্বধীত্যনুক্তত্বাৎ সত্যং ভজেতেতি যোজয়িতব্যস্য কর্তুর্বিদ্যমানত্বাদয়মেবার্থঃ। স তথাভূতো বিরাড়্ধারণাসিদ্ধো যোগী বিরাড়্গতসর্বাভির্ধীবৃত্তিভিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরনুভূতং সর্বং বিরাড়্গতং, যেন তথাভূতোঽপি সন্ তং সত্যমানন্দনিধিং বিরাড়ন্তর্যামিণং শ্রীনারায়ণমেব ভজেত। অন্যত্র বিরাড়্গতে[১] কুত্রাপি ন সজ্জেত, যতঃ সজ্জনাদাত্মপাতঃ সংসার এব স্যাৎ। তস্য সর্বানুভূতৌ দৃষ্টান্ত আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা জীবো যথা স্বপ্নগতানাং সর্বেষাং জনানাং তদুপলক্ষিতানাং বস্তূনাং চ এক এব ঈক্ষিতা ভবতীতি তদ্বৎ। অত্র তমিত্যনেন "স ঐক্ষত"[২] ইতি "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"[৩] ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধপরানপেক্ষ-জ্ঞানাদিসিদ্ধেস্তথা "সান্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি"[৪], "মায়ামাত্রং কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদ্"[৫] ইতি ন্যায়প্রাপ্তেন স্বপ্নস্যাপি কর্তৃত্বেন জাগ্রদাদিময়জগৎকর্তৃত্বস্য পূর্ণত্বপ্রাপ্তের্বৈলক্ষণ্যং দর্শিতং সত্যাদিদ্বয়েন পরম-পুরুষার্থত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥২।১॥ শ্রীশুকঃ ॥

প্রকাশিত হইলেও যে উহাব জীব কর্তৃক প্রকল্পনেব কথা উক্ত হইযাছে তাহাব অর্থ এই যে ঈশ্বর জীবসঙ্কল্প দ্বাবা উহার কল্পনা কবেন। 'যে সর্ববুদ্ধিসম্পন্ন'—(এই প্রকাবে কর্তার) উল্লেখ না থাকায় 'সত্যস্বরূপকে ভজন কবিবে'—এই (ক্রিয়ায়) যে (সে-নামক) কর্তা বিদ্যমান আছে তাহাব সহিত যোজনা করিয়া (নিম্নোক্ত) অর্থই বুঝিতে হইবে :—সেই তথাভূত যোগী বিবাড্গত বুদ্ধিবৃত্তি-নিচয় দ্বারা অর্থাৎ সকল জ্ঞানেন্দ্রিয দ্বারা বিবাড়্গত সকল বিষয যাহাতে অনুভূত হইতে পারে এমন (অবস্থায উপনীত) হইয়াও একমাত্র সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি বিরাড়ন্তর্যামী শ্রীনাবায়ণকেই ভজন করিবে, (কিন্তু) বিবাড়্গত অন্য কোন বস্তুতে আসক্ত হইবে না। যেহেতু তাহাতে আত্মপাত অর্থাৎ সংসাবই ঘটিয়া থাকে। সে (যোগী) যে সর্বানুভব করে তদ্বিষযে দৃষ্টান্ত—আত্মা অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন স্বপ্নগত সকল জীবেব ও তদুপলক্ষিত বস্তুসকলেব একমাত্রই ঈক্ষণকর্তা তদ্রূপ। এস্থলে 'তাঁহাকে (ভজন কবিবে)'—এইবাক্যে 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,' 'তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিযাশক্তি আছে'—এই দুইটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হেতু পরের অপেক্ষা না করিয়াই (তাঁহাতে) জ্ঞানাদি সিদ্ধ থাকায এবং 'স্বপ্নে যে (রথাদির) সৃষ্টি তাহা (জীবের) সৃষ্টিই' (পূর্বপক্ষীয় এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া) 'উহা মায়ামাত্র, যেহেতু উহার স্বরূপ সম্যক্প্রকারে অভিব্যক্ত হয় না'—এই (সিদ্ধান্ত) ন্যায় স্থাপিত কবায় (ঈশ্বরে) স্বপ্নকর্তৃত্ব ও জাগ্রদাদি অবস্থা-

১ অধিকপাঠ—'তদ্ধারণাবান্তরকলে চ'

২ ঐত. উ. ১. ১. ২

৩ শ্বেতা. ৬. ৮

৪ বে.সূ. ৩. ২. ১

৫ বে.সূ. ৩. ২. ৩

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তথৈবাহ—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ২৭ ॥

[ভা. ২. ২. ১৪]

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। বিশ্বেশ্বরি দ্রষ্টরি ন তু দৃশ্যে চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্, চতুর্ভুজম্"[১] ইত্যাদিনোক্তসাধনলক্ষণাভিনিবেশঃ। ক্রিয়াবসান আবশ্যককর্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্মাপি ভক্তিযোগপর্যন্তমিত্যুক্তম্।

[ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠতা]

অনন্তরঞ্চ "স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুঃ"[২] ইত্যাদিনা "যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্"[৩] ইত্যাদিনা চ ক্রমেণ সদ্যোমুক্তিক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞানযোগাবুক্ত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতুভগবদর্পিতকর্মণ এবোক্ত্বা সাক্ষাদ্ভক্তিযোগস্য কৈমুত্যমেবানীতম্। যথা—

ময়-জগৎকর্তৃত্বের পূর্ণতা সিদ্ধ হওযায (জীব ও ঈশ্বরের) বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল[৪]। সত্যাদি-পদদ্বয়ে (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ও আনন্দনিধি—এই পদদ্বযে ভগবদ্ভজনের) পরমপুরুষার্থতা বুঝিতে হইবে। ইতি। ২য স্কন্ধের ১ম অধ্যাযে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

ইহার পরবর্তী অধ্যাযেও[৪] তদ্রূপ উক্ত হয়—

"যাবৎকাল পর ও অবরের কারণ বিশ্বনিযন্তা দ্রষ্টাপুরুষে ভক্তিযোগ না হয় তাবৎকাল কর্মানুষ্ঠানের পর সেই পুরুষের স্থূলরূপ অর্থাৎ বৈরাজরূপ সমাহিতভাবে স্মরণ করিবে"। ২৭॥

১ ভা. ২. ২. ৮

২ ভা. ২. ২. ১৫

৩ ভা. ২. ২. ২২

৪ স্বপ্নে যে রথাদি দৃষ্ট হয়—উহার কর্তা জীব অথবা ঈশ্বর—এই সংশয় অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শনের ৩. ২. ১ সূত্রে পূর্বপক্ষপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই ঐ রথাদিবস্তুর কল্পয়িতা। পরবর্তী সিদ্ধান্তসূত্রে উক্ত মত খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে—স্বপ্নে যে রথাদির সৃষ্টি উহা মায়ামাত্র। উহাতে জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু জীবের সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥
[ভা. ২. ২. ৩৩]

টীকা চ—সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপোযোগাদয়ঃ। সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ ন হীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাদ্ভক্তিযোগো ভবেদতোঽন্যঃ শিবঃ সুখদেস্টো নির্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেবেত্যেষা।

'পর' বলিতে ব্রহ্মাদি ও 'অবর' বলিতে তৎকনিষ্ঠ (স্তম্বাদি) যাঁহা হইতে (উৎপন্ন হয়), যিনি বিশ্বেশ্বর সেই দ্রষ্টা পুরুষে (ভক্তিযোগ), কিন্তু কোন দৃশ্য বস্তুতে নহে। যেহেতু তিনি চৈতন্যঘনবিগ্রহ। ভক্তিযোগ কি ?—(তৎসম্বন্ধে উক্ত হয়),—কাহারও মতে উহা 'স্বদেহমধ্যে হৃদয়াবকাশে যে প্রাদেশপরিমাণ[১] চতুর্ভুজ পুরুষ বাস করিতেছেন'—ইত্যাদি উক্তি বশতঃ তাঁহার ধারণারূপ সাধনলক্ষণ অভিনিবেশই ভক্তি। 'কর্মানুষ্ঠানের পর' বলিতে আবশ্যক কর্মানুষ্ঠানের পর। এই বাক্যের দ্বারা ভক্তিযোগ পর্যন্ত কর্ম (বুঝিতে হইবে)।

[ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা]

অনন্তর শ্লোকদ্বয়ে বলিলেন—'যখন যতি পুরুষ (দেহ) ত্যাগ ইচ্ছা করেন তখন স্থিরনিশ্চয় হইয়া সুখাসনস্থ থাকেন', এবং 'হে নৃপ, যোগী যদি ব্রহ্মলোকে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যসম্পন্ন খেচরগণের বিহারস্থল সিদ্ধলোকে যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে (তাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ত্যাগ করেন না)'—ইত্যাদি বাক্যে সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি—এই দুইয়ের উপায়স্বরূপ জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তিযোগের হেতু ভগবদর্পিত কর্ম—তাহা বলিতে গিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ যে (জ্ঞান ও যোগ হইতে) শ্রেষ্ঠ—উহা কৈমুতিকন্যায়ে সূচিত করিলেন—অর্থাৎ তাহাতে আর কি বলিবার আছে ? যথা—

"যাহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয়, এই জগতে সংসরণশীল পুরুষের পক্ষে অন্য শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই"। ২৮ ॥

টীকা—সংসরণশীল পুরুষের তপোযোগাদি বহু মোক্ষমার্গ আছে। পরন্তু এই (ভগবদর্পিত) কর্মই যে সমীচীন তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিলেন '(অন্য পথ আর) কিছুইনাই'। যাহা অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তিযোগ হয় তাহা অপেক্ষা অন্য সুখকর নির্বিঘ্ন পথ আর নাইই। এই পর্যন্ত (টীকা)।

'যাহা'—এই শব্দে ভগবৎসন্তোষার্থক কর্মের উল্লেখ হইতেছে। কারণ (পূর্বে) বলা হইয়াছে—'তাহা নিশ্চিতই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম (যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয়)'।

এবং সেই ভক্তিযোগ যে সর্ববেদসিদ্ধ তাহাই বলিতেছে—

১ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী প্রসারিত করিলে তৎপরিমিত স্থলকে প্রাদেশ পরিমিত বলা হয়। এস্থলে চতুর্ভুজ বলিতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে।

যচ্ছন্দেনাত্র ভগবৎসন্তোষার্থকং কর্মোচ্যতে। "স বৈ পুংসাং পরোধর্মঃ"[১] ইত্যুক্তেঃ স চ ভক্তিযোগঃ সর্ববেদসিদ্ধ ইত্যাহ—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

[ভা. ২. ২. ৩৪]

ভগবান্ ব্রহ্মা। কূটস্থো নির্বিকার একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ত্রিস্ত্রীন্ বারান্ কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন ব্রহ্ম বেদমন্বীক্ষ্য বিচার্য যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেত্তদেব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু মনীষয়াধ্যবস্যৎ নিশ্চিতবান্। অত্রাপ্যুপসংহারানুরোধেনাত্মশব্দস্য হরিবাচকতা। নিরুক্তঞ্চ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইতি। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশ-সর্বজ্ঞত্বাদিগুণঃ পরমেশ্বরোঽপি সর্ববেদাভিধেয়-সারাকর্ষণলীলার্থমন্বীক্ষ্য তত্র শাস্ত্রবিদন্তরাণামীক্ষণমনুকৃত্য অনন্তবৈকুণ্ঠ-বৈভবাদিময়ানামনন্ত-বিরিঞ্চি-পাঠ্যভেদানাং বেদানাং তথেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ কূটস্থ একরূপতয়ৈব কালব্যাপীতি। অত এবোক্তং স্বয়মেব—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥

[ভা. ১১. ২১ ৪২]

ইতি।

"তিনবার কূটস্থ অবস্থায় (একাগ্র চিত্তে) সমগ্র ব্রহ্মের (বেদের) বিচার করিয়া ভগবান্ মনীষা দ্বারা এমন বস্তুর নিশ্চয় করিলেন যাহা হইতে আত্মায় (শ্রীহরিতে) রতি হয়"। ২৯ ॥

'ভগবান্' অর্থে ব্রহ্মা, 'কূটস্থ' অর্থে নির্বিকার, 'তিন' অর্থে তিনবার, 'সমগ্র' অর্থে সম্পূর্ণরূপে, 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ, 'অন্বীক্ষা করিয়া' অর্থে বিচার করিয়া। যাহা হইতে আত্মায় অর্থাৎ শ্রীহরিতে রতি হয় তাহাই ভক্তিযোগ নামক বস্তু এবং উহারই মনীষাদ্বারা নিশ্চয়তা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানেও উপসংহারের অনুরোধে 'আত্মা' শব্দ হরিরই বাচক। ইহার নিরুক্তিও এই প্রকার—'আতত' (ব্যাপ্ত), 'মাতা' (প্রমাতা)—অতএব 'আত্মা' অর্থে পরম হরি। অথবা, যাঁহার স্বপ্রকাশ ও সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ আছে এবং যিনি পরমেশ্বর হইয়াও বেদের অভিধেয় বস্তুর সার আকর্ষণ রূপ লীলা করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিদ্‌গণের হৃদয়ের বিচার অনুকরণ করিয়া বেদবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনিই (এখানে) ভগবান্ (বলিয়া উক্ত হইতেছেন)। বেদের অনন্তবৈকুণ্ঠ-বিভবাদি থাকায় এবং অনন্ত ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য থাকায় বেদগণের বিচার একমাত্র তাঁহাতেই (পরমেশ্বরেই) সম্ভব। কারণ তিনি কূটস্থ অর্থাৎ সমস্ত কাল ব্যাপিয়া একভাবেই বিদ্যমান আছেন। অতএব তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

১ ভা. ১.১৯. ৩৮

তথৈব চ 'যচ্ছ্রোতব্যম্'[১] ইত্যাদিনা প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥
[ভা. ২. ২. ৩৪]

চকারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতং তত্তূদাহৃতম্—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥
[ভা. ২. ২. ৩৭.]

ইতি। অত্র পুনন্তীত্যনেন পূর্বোক্তঃ স্থূলধারণামার্গঃ পরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃ-পাবনত্বাদলং তৎপ্রয়াসেনেতি। ২॥২। শ্রীশুকঃ ॥

'কিসে বিধান করা হয়, কিসে প্রকাশ করা হয়, কিসে অনুবাদ করিয়া বিকল্প করা হয়—(বেদের) এই তাৎপর্য লোকে আমা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।'

'যাহা শ্রবণীয়'—ইত্যাদি (শ্লোকে) যে প্রশ্ন (উত্থাপিত) হইয়াছে তাহার উত্তরে উপসংহার করিয়া বলিলেন—

"হে রাজন্, ভগবান্ হরি সর্বস্থানে সর্বকালে সর্বাত্মরূপে (অনন্যচিত্তে) মনুষ্যের শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয়"[২]। ৩০ ॥

এবং-বাচক 'চ' শব্দ থাকায় পাদসেবাদিও গৃহীত হইল। শ্রবণাদির ফল যাহা দর্শিত হইয়াছে অনন্তর তাহাই উদাহৃত হইতেছে—

'ভগবান্ সাধুগণের আত্মা (অর্থাৎ প্রাণেশ্বর)। তাঁহার কথামৃত যাঁহারা কর্ণপুট ভরিয়া পান করেন তাঁহারা বিষয়দূষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণপদ্মের সান্নিধ্যলাভ করেন।'

'পবিত্র করেন'—এই (উল্লেখ থাকায়) যে স্থূল ধারণামার্গ পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহা পরিত্যক্ত হইল। ভক্তিযোগ স্বতই (চিত্ত) পবিত্র করে বলিয়া উহার জন্য (স্থূল ধারণায়) কষ্ট-স্বীকারের কি প্রয়োজন? ইতি। ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)।

১ ভা. ১. ১৯. ৩৮

২ গৃহী প্রভৃতি বহির্মুখ জন যে সকল সাংসারিক ফল কামনা করে তাহার সাধন অনেক এবং তদ্বিষয়ে শ্রোতব্য বস্তুও বহু। কিন্তু ভগবৎসাম্মুখ্যরূপ ভক্তির সাধন বহু নহে—মাত্র নামলীলাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ।

[শ্রেষ্ঠত্বেন ভক্তেরভিধেয়ত্বম্]

এবং প্রাক্তনাধ্যায়াভ্যাং কর্মযোগজ্ঞানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্ত্বা তদুত্তরাধ্যায়েঽপি সর্ব-দেবতোপাসনেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবচনেন ভগবদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বমাহ—"ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্"[১] ইত্যাদ্যনন্তরম্—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৩১ ॥
[ভা. ৩. ৩. ১০]

টীকা চ—অকাম একান্তভক্ত উক্তানুক্তসর্বকামো বা। পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধি-মিত্যেষা।

তীব্রেণ দৃঢ়েণ স্বভাবত এব অনুপঘাত্যেনেতি বিঘ্নানবকাশতোক্তা। কামনা তু যথা কথঞ্চিৎ[২] কৃতেনাপি স্যাৎ। যথোক্তং ভারতে—

ভক্তক্ষণঃ ক্ষণো বিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদিদুর্লভম্ ॥

তদুক্তং শ্রীকপিলেন শ্রীকর্দমং প্রতি—"ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্"[৩] ইতি।

[শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ ভক্তির অভিধেয়ত্ব]

শ্রীভাগবতের পূর্বতন (প্রথম ও দ্বিতীয়) অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া তৃতীয়াধ্যায়ে সমস্ত দেবতাব উপাসনা হইতে শ্রীভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব[৪] বলিয়াছেন। শ্রেষ্ঠত্ব—এই উক্তি দ্বারা ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব কথিত হইল। 'যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন'—তিনি বেদপতি ব্রহ্মাকে অর্চনা করেন এই উক্তির পরে বলিয়াছেন—

১ ভা. ২. ৩ ২
২ 'যাদৃচ্ছিকেন'—পাঠান্তর।
৩ ভা. ৬. ২১. ২৪
৪ যাহা দ্বারা অভিলষিত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাকে অভিধেয় বলে এবং এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠ।

অথ বা যত্তৎকামস্তীব্রেণৈব যজেত ততশ্চ শুদ্ধভক্তিসম্পাদনায়ৈবান্তে পর্য্যবসিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ সবিশেষণমুপদিষ্টম্। তদনেন একান্তভক্তেষু মুমুক্ষৌ বা তদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বং কিং বক্তব্যমপি তু সর্বকামেষপীতি তদেব সর্বথাপি নির্ণীতম্। কিঞ্চ—

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ৩২ ॥

[ভা. ২. ৩. ১১]

টীকা চ—পূর্বোক্তনানাদেবতাযজনস্যাপি সংযোগপৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপি যজতামিহ তত্তদ্‌যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো ভাবো ভক্তির্ভবতীতি যদেতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্যোদয়ো লাভোঽন্যত্তু সর্বং তুচ্ছমিত্যর্থমিত্যেষা।

অত্র ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্ত্বিত্যাদ্যুক্তম্। ইন্দ্রিয়পাটবাদিকং পৃথক্ত্বেন ফলম্। ভাগবতেন সংযোগে তু ভাবঃ ফলং খাদিরযূপসংযোগে যাগস্য ফলবৈশিষ্ট্যবদিতি জ্ঞেয়ম্। ২॥৩। শ্রীশুকঃ ॥

"অকাম (কামনাশূন্য) একান্ত ভক্ত ও সর্বকাম অর্থাৎ সমস্ত কামনা যাহার আছে সে, মোক্ষকাম এবং উদারবুদ্ধি জন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা নিরুপাধি পূর্ণপুরুষকে ভজন করেন"। ৩১ ॥

টীকা—অকাম বলিতে একান্ত ভক্ত। সর্বকাম অর্থে উক্ত ও অনুক্ত সর্বকামনা যুক্ত। পূর্ণপুরুষ[৫] অর্থে নিরুপাধি—এই পর্যন্ত টীকা।

তীব্র[৬] অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে—যাহাতে স্বভাবতঃ উপঘাত না হয়—ইহাতে নির্বিঘ্নতা প্রকাশ পাইল। যে কোন প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও কামনা সিদ্ধ হয়। মহাভারতে উক্ত হয়—

'বিষ্ণুর উৎসবই ভক্তের উৎসব, নিজগৃহে যে ভগবানের সেবা তাহা তাঁহারই স্মরণ, নিজভোগের যে অর্পণ উহাই দান। ইহার ফল ইন্দ্রাদি-দুর্লভ।'
শ্রীকপিলদেব তাহাই শ্রীকর্দম ঋষিকে বলিয়াছেন—'হে প্রজাধ্যক্ষ! আমার পূজা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না।'

৫ এখানে পূর্ণপুরুষ বলিতে এক কথায় স্বরূপশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে।

৬ ভক্তি সুতীব্রা না হইলে অন্য কামনা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু দৃঢ় ঐকান্তিক ভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক প্রাপ্তি সুগম নহে—ইহাই তীব্র শব্দের আভাস।

অনন্তরং শ্রীশৌনকেনাপি ব্যতিরেকোক্ত্যা তস্যৈবাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। যথাহ—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া[১] ॥ ৩৩ ॥

[ভা. ২. ৩. ১৭]

অথবা কোন কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা আরাধনা করিলে শুদ্ধ ভক্তিতেই যে তাহার কামনা পর্যবসিত হয়—এই অভিপ্রায়ে (তীব্র এই) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে[১]। সেই হেতু কি একান্ত ভক্তজনে অথবা কি মুমুক্ষু ব্যক্তিতে ভক্তিযোগেরই যে অভিধেয়ত্ব তাহাতে আর কি বলিবার আছে? এমন কি সর্ব কামনাতেই (অভিধেয়ত্ব)—ইহা সম্যক্‌প্রকারে নির্ণীত হইল। আবার—

"যে সকল ব্যক্তি (ইন্দ্রাদি দেবতার) যজ্ঞ করেন তৎকালে তাঁহার যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়,[২] তদ্দ্বারা ভগবানে অচলা ভক্তির উদয় হয়। তাহাই তাহাদের পরম পুরুষার্থ লাভ"। ৩২ ॥

টীকা—পূর্বকথিত নানা দেবতা অর্চনের সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায়[৩] দ্বারা 'এতাবান্' এই

১ উদার মহতী যার সর্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥
ভক্তির প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইযা।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায গুণে আকর্ষিয়া ॥
[চৈ. চ. ২. ২৪ পরি°]

২ সাধুভক্ত সঙ্গে কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায় ॥
[চৈ. চ. ২. ২৪ পরি°]

৩ সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায—'একস্য তূভযত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্'—পূর্বমীমাংসা ৪. ৩. ৫ সূত্র।

ব্যাখ্যা—একস্য কর্মণ উভয়ত্বে নিত্যত্বকাম্যত্বাভ্যাং দ্বৈরূপ্যাঙ্গীকারে সংযোগপৃথক্ত্বম্। সংযোগঃ সম্বন্ধমাত্রং পৃথক্ত্বং ভেদঃ।

ইহার অর্থ—এক কর্মের উভয়ত্ব অর্থাৎ নিত্য ও কাম্যকর্মের অঙ্গরূপে উভয়থা গ্রহণ করিতে হইলে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ মাত্রের পৃথক্ত্ব বা ভেদ হইবে।

তাহার দৃষ্টান্ত—'খাদিরে পশুং বধ্নাতি', 'খাদিরং বীর্যকামস্য যূপং কুর্বীত' ইতি শ্রূয়তে।

'খয়ের কাষ্ঠে পশুবন্ধন করিবে'। 'বীর্যকাম ব্যক্তি খয়ের কাষ্ঠের যূপ করিবে' ইহাই শ্রুতি। খাদিরে পশুবন্ধন—এইটী নিত্যকর্মের বিধান, এখানে খাদির যূপ যাগের অঙ্গরূপে বিহিত। আর বীর্যকামনাকারী খাদির যূপ করিবে—এইটী কাম্য কর্ম অর্থাৎ এখানে উহা কাম্য ফলের অঙ্গরূপে বিহিত। ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থস্বরূপ বাক্যদ্বয়ের দ্বারা যাগাঙ্গত্ব ও ফলাঙ্গস্বরূপ সংযোগ-ভেদবশতঃ একই খাদির যূপের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বে বিরোধ হইল না।

১ উত্তমঃশ্লোকবার্তা—উদ্ উদ্গতং তমঃ অন্ধকারঃ মায়া যস্মাৎ সঃ। উত্তমঃ শ্লোকো যশো যস্য স উত্তমঃ-

অসৌ সূর্যঃ যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তঞ্চ যন্ গচ্ছন্ হরতি বৃথাগামিত্বাদ্বলাদাচ্ছিনত্তীব। যৎক্ষণোঽপি যেন নীতঃ উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া তস্যায়ুর্ঋতে বর্জয়িত্বা। তাবতৈব সর্বসাফল্যাদিতি ভাবঃ।

নন্নু জীবনাদিকমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু ? তত্রাহ—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রা কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ৩৪ ॥
[ভা. ২. ৩. ১৮].

ন মেহন্তি ন মৈথুনং কুর্বন্তি। তমপি নরাকারং পশুং মত্বাহ—অপর ইতি।

তদেবাহ—

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ৩৫ ॥
[ভা. ২. ৩. ১৯]

শ্লোকে ভক্তিযোগফলত্বই বলিলেন। এখানে সেই সেই দেবতার্চনে ভাগবতগণের সঙ্গহেতু ভগবানে অচল ভাব অর্থাৎ ভক্তি হয়। ইহাই নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ পরম পুরুষার্থের উদয়, অন্য সব তুচ্ছ—ইহাই তাৎপর্য।—এই পর্যন্ত (টীকা।)

ইন্দ্রিয়কাম অর্থাৎ ঐহিক-সুখকাম ব্যক্তি ইন্দ্রকে অর্চনা করে—ইত্যাদি দ্বারা কথিত যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ফল উহা খাদিরযূপসংযোগের পৃথকত্বে যজ্ঞের ফল-বিশেষের ন্যায় ভগবদ্-ভক্তের সংযোগে (ভক্তিরূপ) বিশেষ ফল—ইহাই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর (শ্রীশুকদেবের উক্তির পর) শ্রীশৌনকঋষিও ব্যতিরেক (নিষেধ) উক্তি দ্বারা[১] ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব স্পষ্টরূপে দৃঢ় করিয়াছেন ; যথা—

"প্রতিদিন সূর্য উদিত ও অস্তগত হইয়া লোকসকলের আয়ু বৃথা হরণ করিতেছেন,

---

শ্লোকস্তস্য বার্তা। উদ্গত হইয়াছে তমঃ অন্ধকার (মায়া) যাহা হইতে তাঁহার নাম উত্তমঃ। সেই শ্লোক অর্থাৎ যশ যাহার তাহার নাম উত্তমঃশ্লোক।

১ সাধারণতঃ অন্বয় শব্দের অর্থ বিধি, আর ব্যতিরেক শব্দের অর্থ নিষেধ।

পূর্বেও বিধিমুখে বলিয়াছেন—যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণকথার রুচি হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যদি তাহা পাইতে চাও, তবে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকথায়রুচি হয় এমন ধর্মের অনুষ্ঠান কর।

সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কথায় রুচি না জন্মে সে ধর্ম বৃথা —ইহাই ব্যতিরেক বা নিষেধ মুখে উক্তি। অর্থাৎ যে ধর্মানুষ্ঠানে ভগবৎকথায় রুচি হইবে না, তাহার অনুষ্ঠান করিও না।

শ্বাদিতুল্যৈস্তৎপরিকরৈঃ সম্যক্‌স্তুতোঽপ্যসৌ পুরুষঃ পশুঃ। তেষামেব মধ্যে শ্রেষ্ঠশ্চেৎ তর্হি মহাপশুরেবেত্যর্থঃ।

তস্যাঙ্গানি নিষ্ফলানীত্যাহ পঞ্চভিঃ—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ৩৬ ॥

[ভা. ২. ৩. ২০]

ন শৃণ্বতোঽশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে তে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। অসতী দুষ্টা।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ৩৭ ॥

[ভা. ২. ৩. ২১.]

পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন বা জুষ্টমপি। অপ্যর্থে বাশব্দঃ।

কেবল যে ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোকবার্তায় (ভগবৎকথায়) ক্ষণকাল যাপন করেন তাঁহার আয়ু বর্জন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আয়ু অপহৃত হয় না।" । ৩৩ ॥

এই (দৃশ্যমান) সূর্য [উদিত হইয়া, অস্ত যাইয়া, বৃথা-যাপন হেতু আয়ুহরণ বা বলপূর্বক সম্যক্ প্রকারে ছেদন করে। কিন্তু যৎকর্তৃক ক্ষণকালও উত্তমঃশ্লোককথায় যাপিত হয়, তাহার আয়ুঃ অপহৃত হয় না। সেই ক্ষণকালের দ্বারাই সকল (জীবনকালের) সফলতা হয়।[১]

(আচ্ছা যাহারা ভগবৎ কথায় কালযাপন করে না) বাঁচিয়া থাকাই তাহাদের আয়ুর ফল হউক ? (তদুত্তরে বলিতেছেন)—

"তরুগণ কি বাঁচিয়া থাকে না, ভস্ত্রা (অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য চর্মময় যন্ত্র) কি নিঃশ্বাস (বায়ু) ত্যাগ করে না ? অপর, পশুগণ কি গ্রামে তৃণ ভক্ষণ ও স্ত্রীসঙ্গ করে না।" ?[২] ৩৪ ॥

'মেহন করে না' অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ করে না কি ? এইরূপ ব্যক্তিকে নরাকার পশু বিবেচনা করিয়াই বলিলেন 'অপর' অর্থাৎ অপর পশুসকল।

"গদ অগ্রজ যাহার[৩] সেই গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) কখনও যাহার কর্ণপথে প্রবিষ্ট না হন,

১ তাৎপর্য—যাঁহারা ক্ষণকালও ভগবৎকথার প্রসঙ্গ করেন তাঁহাদের সমস্ত জীবনের সফলতা হয় এবং কাল ধর্মের দ্বারা তাঁহারা অভিভূত হন না।

২ তাৎপর্য—যাহারা ভগবৎকথায় বিমুখ, তাহাদের জীবন বৃক্ষতুল্য ও তাহারা ভস্ত্রার ন্যায় নিঃশ্বাসত্যাগ এবং পশুর ন্যায় ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে মাত্র।

৩ বসুদেবপত্নী রোহিণীর গর্ভজাত বলরাম ও গদ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ভা. ৯. ২৪. ৪৬ দ্রষ্টব্য)।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন বীক্ষতো যে ।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ৩৮ ॥
[ভা. ২. ৩. ২২]

দ্রুমবজ্জন্মভাজাবিতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যাবিত্যর্থঃ ।

জীবচ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু ।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥
[ভা. ২. ৩. ২৩]

শ্রীবিষ্ণুপদ্যাস্তৎপাদলগ্নায়াঃ ।

অর্থাৎ যে কখনও ভগবৎ কথা শ্রবণ করে না সে কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র এবং গর্দভ তুল্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে"।[১] ৩৫ ॥

পরিবারগণ কর্তৃক সম্যক্ প্রশংসিত হইলেও এই পুরুষ কুক্কুরাদি তুল্য পশু। বরং তাহাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া সে মহাপশু।

তাহার অঙ্গসকল যে নিষ্ফল,—তাহাই নিম্নোক্ত পাঁচ শ্লোকে শৌনক সূতকে) বলিতেছেন—

"হে সূত! যে মনুষ্য বহুবিক্রম (শ্রীকৃষ্ণের) বিক্রম শ্রবণ করে না তাহার কর্ণ দুইটী বৃথা ছিদ্র মাত্র। আর যে ব্যক্তি বহুগীত (ভগবানের) গুণানুবাদ গান করে না, তাহার অসৎ (দুষ্ট) জিহ্বা ভেক জিহ্বা তুল্য"[২]। ৩৬ ॥

যে নর শ্রবণ করে না তাহার দুইটী কর্ণপুট 'বিল' অর্থাৎ বৃথাছিদ্র, অসৎ শব্দের অর্থ দুষ্ট।

"যে মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম না করে, তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ ও কিরীটদ্বারা সজ্জিত হইলেও ভার মাত্র। আর যে হস্ত হরির পূজা করে না, সেই দুই হস্ত স্বর্ণকঙ্কণের দ্বারা দেদীপ্যমান হইলেও তাহা শবদেহের হস্ততুল্য"। ৩৭ ॥

১ তাৎপর্য—সে ব্যক্তি সকলের অবজ্ঞাস্পদ, সুতরাং কুক্কুরতুল্য, বিষয়াসক্তি হেতু গ্রাম্য শূকর (বিষ্ঠাভোজী শূকর) সদৃশ। কণ্টকের ন্যায় প্রকৃত দুঃখকেই সুখ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আছে এজন্য সে উষ্ট্রের সমান। পরের জন্য ভার বহন করে বলিয়া গর্দ্দভসদৃশ।

২ তাৎপর্য—ভেক তাহার শব্দ দ্বারা তাহার মারক সর্পকে আহ্বান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ভগবৎকথা না বলিয়া কেবল স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদির কথাই বলে সে কেবল নিজের কালকেই আহ্বান করে।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪৩ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়ালক্ষণমথেতি। যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতীত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ীকরিষ্যতে—"সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে"[১] ইত্যাদিভ্যাম্। তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভাধ্যায় এবাভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেব লব্ধা।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ অথবা কিরীট দ্বারা সেবিত হইলেও। (এই শ্লোকে 'কঙ্কণৌ বা') —এখানে যে 'বা' শব্দ আছে তাহা 'অপি' শব্দের 'হইলেও'—এই অর্থে (প্রয়োগ হইয়াছে)।

"যে দুই নয়ন বিষ্ণুর মূর্তি দর্শন করে না, সেই নয়নদ্বয় ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ। (অর্থাৎ ময়ূর পুচ্ছে যে নয়নাকার চিহ্ন আছে, তাহার দ্বারা কিছুই দেখা যায় না—তদ্রূপ ভগবানের মূর্তি দর্শন যে চক্ষু করে না সে বৃথা।) আর যে পদদ্বয় হরির ক্ষেত্রে গমন করে না, সেই পদদ্বয় বৃক্ষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে"। ৩৮ ॥

বৃক্ষ-জন্মভাক্—ইহার অর্থ বৃক্ষমূলতুল্য[২]।

"যে মনুষ্য কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণ-রেণু না ধারণা করে, সে জীবদ্দশাতেই শবতুল্য। আর যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর পাদলগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অভিনন্দন করে না, সে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেও মৃততুল্য"।৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুপদীর অর্থাৎ বিষ্ণুচরণ লগ্না তুলসীর[৩]।

---

১ সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গমানমেত্তদেব যৎপশ্যন্তি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥
(ভা. ১০. ৮০. ৩-৪)

অর্থ—সেই বাক্যকেই বাক্য বলে যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গৃহীত হয়। সেই হস্তকেই হস্ত বলে যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্ম করে। সেই মনকে মন বলি যাহা দ্বারা স্থাবরজঙ্গমে বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা হয়। যে কর্ণ তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণ করে সেই কর্ণই কর্ণ। যে মস্তক তাঁহার স্থাবর জঙ্গম উভয় অবলম্বনকে নমস্কার করে সেই মস্তকই মস্তক। যে চক্ষুদ্বারা তদীয় মূর্তিকে দর্শন করা যায় সেই চক্ষুই চক্ষু। যে অঙ্গদ্বারা শ্রীবিষ্ণু অথবা তদীয় ভক্তগণের পাদোদক নিত্য সেবিত হয়, সেই অঙ্গই অঙ্গ।

২ তাৎপর্য—লোকে যেমন বৃক্ষমূল কর্তন করে তেমন যমদূতগণ কুঠারের দ্বারা তাহার পদদ্বয়কে ছেদন করিবে।

৩ তাৎপর্য—বিষ্ণুর চরণে লগ্ন থাকে বলিয়া তুলসীর নাম বিষ্ণুপদী। সন্দর্ভকার তজ্জন্যই বিষ্ণুপদী শব্দের অর্থ করিলেন বিষ্ণুচরণলগ্না।

টীকা চ—

তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে কীর্তনশ্রবণাদিভিঃ।
স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে ॥
দ্বিতীয়ে তু ততঃ স্থূলে ধারণাতো জিতং মনঃ
সর্বসাক্ষিণি সর্বেশে বিষ্ণৌ ধার্যমিতীর্যতে ॥
তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতো মুনেঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্মশ্রবণাদর ঈর্যতে ॥

ইত্যেষা। ২ ॥ ৩। শ্রীশৌনকঃ ॥

শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেঽপি—

সম্যক্কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্যদর্শনে ॥ ৪১ ॥

[ভা. ২. ৫. ৯]

অগ্রে চ সর্বশাস্ত্রসমন্বয়েন—

নারায়ণপরা বেদাঃ[১] ॥ ৪২ ॥

[ভা. ২. ৫. ১৫]

ইত্যাদি।—শ্রীনারায়ণ এবোপাস্যত্বেন পরঃ তাৎপর্যবিষয়ো যেষাং তে বেদাঃ

"বহুবার হরিনাম গ্রহণ করিলেও যে হৃদয়ে বিকার জন্মে না, ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন"। ৪০ ॥ পাষাণের ন্যায় 'সার' অর্থাৎ বল বা কাঠিন্য যাহার। বিকারের চিহ্ন বলিতে যে সময় বিকার হয় সে সময় নেত্রাদিতে জলাদিও হয়। 'সেই বাক্যই বাক্য যাহা দ্বারা ভগবানের গুণ গৃহীত হয়'—ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে অন্বয়-মুখে শ্রীমান্ মহারাজ (পরীক্ষিৎ) ইহাই দৃঢ় করিবেন। শ্রীশুকদেবের বাক্যারম্ভের অধ্যায়ে ভক্তিই অভিধেয়রূপে পাওয়া গিয়াছে।

টীকা—তথায় (শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে) প্রথম অধ্যায়ে কীর্তন ও শ্রবণাদি দ্বারা

১ সম্পূর্ণ শ্লোক—

'নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণঃ পরন্তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥'

(ভা. ২. ৫. ১৫-১৬)

নম্বন্যেঽপি দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনাভিধীয়ন্তে ? সত্যং তেঽপি নারায়ণাঙ্গপ্রভবত্বেনৈব তথা বর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেঽপি তদাশ্রয়া লোকাস্তৎপদপ্রাপ্তিহেতবোঽন্যে মখাশ্চ তে তৎপরা এব তদানন্দাংশাভাসরূপত্বাত্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথা যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যঞ্চ। তৎসাধ্যং তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। তৎসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎপরং, তদীয়সামান্যাকারপ্রকাশত্বাত্তজ্জ্ঞানস্য। যোগতপসোস্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিং বহুনা ? গতিস্তৎপ্রাপ্যং ব্রহ্মাপি তৎপরা, তদীয়সামান্যাকারপ্রকাশত্বেন তদধীনাবির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেন সত্যব্রতং প্রতি—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতিশব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥
[ভা. ৮. ২৪. ৩৮]

ইতি। ২॥৫। শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ॥

ভগবানেব স্থূল রূপ (বিষয়ে) মনের ধারণা কীর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থূল ধারণা দ্বারা মন জিত হইলে সর্ব-সাক্ষিস্বরূপ সর্বেশ্বর বিষ্ণুতে মন ধার্য হইবে—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুনি (শ্রীশুকদেবের) মুখ হইতে বিষ্ণুভক্তির বিশিষ্টতা শ্রবণ করিয়া রাজা (পরীক্ষিতের) ভক্তির উদ্রেক ও ভগবৎকার্য শ্রবণে যে আদর হইয়াছিল তাহাই কথিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত টীকা। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে শ্রীশৌনকের উক্তি ॥

শ্রীব্রহ্মানারদ সংবাদেও উক্ত হয়—

"হে বৎস ! তুমি দয়াবান্ (এবং) তোমার সন্দেহ সম্যক্ প্রযুক্ত। কেননা (উক্ত) সন্দেহ আমাকে ভগবদ্বীর্যপ্রকাশনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করিতেছে"। ৪১ ॥

ইহার পরেও সর্ব শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া বলিযাছেন যে "বেদসকল নারায়ণপর"। ৪২ ॥ ইত্যাদি। শ্রীনারায়ণ উপাস্যরূপে পর অর্থাৎ তাৎপর্যবিষয় যাহাদের সেই বেদসকল। আচ্ছা, অন্যদেবতা তো সেই বেদে উপাস্য বলিয়া উক্ত আছেন ? (তদুত্তরে বলিতেছেন)—তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণের অঙ্গ হইতেই জাত এবং এই কারণেই সেই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে (স্বর্গাদি) লোকসকল থাকে তাঁহারা তৎপদপ্রাপ্তির হেতু। অপর, যজ্ঞসকলও নারায়ণপর। কারণ যজ্ঞ নারায়ণের আনন্দাংশের আভাস রূপ ও নারায়ণের সাধনরূপ। তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য জ্ঞান। তৎসাধ্য অর্থে তাহার সাধ্য অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ-

ইহার অর্থ—বেদ সকল নারায়ণপর অর্থাৎ নারায়ণকেই প্রতিপাদন করে। নারায়ণের অঙ্গ হইতে দেবতাসকল জাত হইয়াছেন। স্বর্গাদি লোকসকল নারায়ণপর অর্থাৎ তাঁহারই আনন্দের অংশ। যজ্ঞসকল নারায়ণপর। যোগসকল নারায়ণপর, তপস্যা নারায়ণপর, তপস্যাসাধ্য জ্ঞান নারায়ণপর, জ্ঞানসাধ্য মুক্তিও নারায়ণপর।

শ্রীবিদুরমৈত্রেয়সংবাদেঽপি। তত্র প্রশ্নো যথা—

তৎ সাধুবর্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪৩ ॥

[ভা. ৩. ৫. ৪]

অত্র শং সুখরূপং বর্ত্মেতি।

টীকা চ — ভক্তিপূতে প্রেমবিমলে। সতত্ত্বং—তত্ত্বং তচ্চ ব্রহ্মভগবৎপরমাত্মাবির্ভাবঃ।

৩।৫। শ্রীবিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্[১] ॥

তত্রাজানজদেবস্তুতিদ্বারৈবোত্তরম্[২] —

যোগের সাধ্য। তপস্যা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তৎসাধ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। সেই ব্রহ্মজ্ঞানও (নারায়ণপর), কেননা জ্ঞান তদীয় সামান্য প্রকাশক[৩]। যোগ ও তপস্যা—তাহাও (জ্ঞানের) সাধন—ইহাই অভিপ্রায়। বহু কথার প্রয়োজন কি, জ্ঞানপ্রাপ্য ব্রহ্মও নারায়ণপর, কেন না, তদীয় সামান্যাকার প্রকাশ যে ব্রহ্ম তাহাও নারায়ণের অধীন। শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রতকে তাহাই বলিয়াছেন—

'পরব্রহ্মপদের দ্বারা শব্দিত যে আমার মহিমা তাহা তোমার প্রশ্নানুসারে আমি বিবৃত করিব। তুমি আমার অনুগ্রহে সেই মহিমা হৃদয়ে জানিতে পারিবে।'

ইতি। ২য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি।

শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদেও (ইহাই বলা হইয়াছে)। সেই স্থানে বিদুরের প্রশ্ন—যথা—

"হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে সেই মঙ্গলকর পথ বলিয়া দেন, যে পথ দ্বারা ভগবান্‌কে আরাধনা করিলে তিনি আমাদের ভক্তিপূত হৃদয়ে থাকিয়া আত্মসাক্ষাৎকার তত্ত্বসহ অনাদি-পুরাণ-জ্ঞান[৪] প্রদান করেন"। ৪৩ ॥

এই শ্লোকে মঙ্গল অর্থে সুখরূপ পথ।

টীকা—'ভক্তিপূত' অর্থে প্রেমের দ্বারা বিমল, তাহাতে 'তত্ত্বসহ'—সেই তত্ত্ব অর্থে ব্রহ্ম,

---

১ 'মহৎস্রষ্টৃ পুরুষম্'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ °দ্বারা চোত্তরম্—হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

৩ অর্থাৎ জ্ঞানে রূপগুণবিশিষ্ট সর্বশক্তিমান্ ভগবানের অনুভব হয় না, জ্ঞান কেবল ভগবানের সামান্যাকার অঙ্গকান্তি পর্যন্তই প্রকাশ করেন।

'কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি'। (চৈ চ. ১. ২. ১০)

৪ বেদই এই অনাদি জ্ঞানের প্রমাণ।

পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৪ ॥

[ভা. ৩. ৫. ৪৪-৪৫]

অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকমিতি।

টীকা—বিশদাশয়াঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবাঃ সেবৈকপুরুষার্থাঃ। অপরে মোক্ষমাত্র-কামাঃ। তন্মাত্রপুরুষার্থেঽপি তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ। যে তু সেবৈকপুরুষার্থাস্তেষাং সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতামানুষঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ।

৩।৫। অজানজদেবাঃ শ্রীপরমাত্মানম্ ॥

অত এব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে—

সৎসেবনীয়ো বত পুরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ৪৫ ॥

[ভা. ৩. ৮. ১]

তস্মাৎ কথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব পরং শ্রেয় ইতি ভাবঃ। ৩।৮। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

শ্রীকাপিলেয়েঽপি[১] যথাহ—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥

[ভা. ৩. ২৫. ১৮]

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ।

ভগবান্ ও পরমাত্মার আবির্ভাব রূপ তত্ত্ব—তৎসহ।

ইতি। ৩য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে (ইহা বলিয়াছেন)॥

এই বিষয়ে অজানজদেব স্তুতিভঙ্গীতে তাহার উত্তর দিয়াছেন—

"হে দেব! তোমার কথারূপ সুধাপানে যাঁহাদের ভক্তি প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ ভক্তি বৃদ্ধি হেতু যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যপ্রভব জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। অন্যান্য ধীর ব্যক্তিরা মনঃস্থৈর্যরূপ যোগ দ্বারা বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহাতে অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সেবা দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইলে পরিশ্রম হয় না।" ৪৪ ॥

১ 'শ্রীকপিলদেবযোগেঽপি'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

যথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৭ ॥

[ভা ৩. ২৫. ৪১.]

ভক্তিযোগেন শ্রবণাদিনা ময্যর্পিতং সৎ মনঃ স্থিরং ভবতীতি যদেতাবানেব। অত্রাস্মিন্ ইত্যনেনান্যস্মিংস্তু এতাবতোঽপ্যধিকো নাস্তীতি ব্যজ্যতে। ৩॥২৫। শ্রীকপিলদেবঃ॥

শ্রীকুমারোপদেশেঽপি জ্ঞানোপদেশানন্তরম্—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥৪৮॥

[ভা. ৪. ২২. ৩৭-৩৮]

'অকুণ্ঠধিষ্ণ্য' অর্থে বৈকুণ্ঠলোক। 'বিশদাশয' অর্থে ত্যক্তকৈতব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞানবহিত এবং একমাত্র সেবাই তাহার পুরুষার্থ। 'অপর' অর্থে মোক্ষমাত্রই যাহাদের কামনা, তাহাদেরও শ্রম হয়। কিন্তু যাহাদেব সেবাই একমাত্র পুরুষার্থ, তাহাদেব পবিশ্রম হয় না, সর্বদা সেবা দ্বারা আনন্দ অনুভব কবে, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে তাহাদের মোক্ষও হয়—ইহাই অর্থ। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে অজ্ঞানজদেব শ্রীপরমাত্মাকে (ইহা বলিয়াছেন)॥

অতএব স্বয়ং মৈত্রেয সেই ভক্তির প্রশংসা কবিয়া বলিতেছেন—

"লোকপাল[১] ভগবদ্ভক্ত! তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সেই পুরুবংশ সাধুগণের সেবনীয়। আহা তোমা হইতে ভগবানের কীর্ত্তিসকল ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেছে"। ৪৫ ॥
এই ভগবৎকথার দ্বাবা উপলক্ষিত ভক্তিই যে পরমমঙ্গল ইহাই অভিপ্রায়। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥

শ্রীকপিলদেবের উক্তি যথা—

"যোগিগণের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত নিখিলাত্মা ভগবানে প্রযোজিত ভক্তিযোগের সমান মঙ্গলদায়ক অন্য কোন পথ নাই"। ৪৬ ॥
'ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধি' অর্থাৎ পরতত্ত্বের আবির্ভাব। উক্ত হয়—

"দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া যদি স্থির হয়, তবে ইহলোকে তাহাই মানুষের পরম পুরুষার্থ"। ৪৭ ॥
শ্রবণাদি ভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে মন অর্পিত হইলে মন স্থির হয়—ইহাই 'এতাবানেব'

---

১ বিদুর পূর্বজন্মে যম ছিলেন, এই কারণেই তিনি লোকপাল।

টীকা চ—তমবেহীতি জ্ঞানমুপদিষ্টম্। তস্য তু দুষ্করত্বেন ভক্তিমুপদিশতি দ্বাভ্যাং যৎপাদপঙ্কজেত্যাদিকমারভ্য। ননু 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্'[১] ইতি শ্রুতেঃ কথং যতয়ো নোদ্‌গ্রথয়ন্তীত্যুচ্যতে তত্রাহ কৃচ্ছ্র ইতি। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুরীড় ঈশো যেষাং, তেষামিহ তরণে মহান্ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ। তে হি অসুখেন ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গগ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি। তস্মাদুড়ুপং প্লবং দুস্তরার্ণং দুস্তরার্ণবমিত্যেষা।

সমানপ্রাপ্যয়োরপি পথোরেকস্য দুর্গমত্বকথনেনান্যস্যাভিধেয়ত্বং স্বত এব সিদ্ধ্যতি। অত্র তিতীর্ষন্তি মাত্রং, ন তু তরন্তীত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। ৪॥২২। শ্রীসনৎকুমারঃ শ্রীপৃথুম্॥

শ্লোকের অর্থ। এখানে ইহলোক অর্থে—এতদ্দ্বারা অন্যত্র যে ইহা অপেক্ষা অধিক আর নাই—তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২৫তম অধ্যায়ে শ্রীকপিল দেবের উক্তি।

জ্ঞানোপদেশের পরে শ্রী(সনৎ-) কুমারেরব উপদেশেও (উক্ত হয়)—

"সাধু পুরুষগণ যাঁহার চরণপদ্মের অঙ্গুলীসকলের কান্তি স্মরণমাত্র কর্মদ্বারা গ্রথিত অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি যেমন ছেদন করিয়া থাকেন, বিষয়াসক্তিশূন্য এবং প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় যতিগণ তেমন সহজে কর্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন না। অতএব পৃথুরাজ! শরণাগত-প্রতিপালক বাসুদেবকে ভজন কর। হে রাজন্! যতিগণ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হন—ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সুখে নিস্তারের কারণ নাই। কামাদি ষড়্‌বর্গ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) যেখানে কুম্ভীর রূপে বিদ্যমান, মহা অসুখকর যোগাদি দ্বারা সেই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার যে ইচ্ছা—তাহা মহাক্লেশকর। যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরকে ভেলারূপে আশ্রয় করেন নাই। অতএব ভগবানের ভজনীয় যে চরণ তাহাকেই ভেলা করিয়া দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হও"। ৪৮॥

টীকা—'তাঁহাকে (সেই ভগবানকে) জানিবে'—এই বাক্য দ্বারা জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান দুষ্কর বলিয়া 'যৎপাদপঙ্কজ' এই শ্লোক হইতে দুই শ্লোকের দ্বারা ভক্তিরই উপদেশ দিতেছেন। আচ্ছা, 'ব্রহ্মবিদ্ পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন্'—এই শ্রুতি হেতু যতিগণ কেন কর্মবন্ধন ছেদন করিতে পারে না?—এই কথা যদি বল, তদুত্তরে বলিলেন,—তাহাতে কষ্ট হয়। 'অপ্লবেশ' অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাদের তরণ হেতু প্লব অর্থাৎ ভেলা স্বরূপ নহে তাহাদের এই তরণে মহাকৃচ্ছ্র বা মহাক্লেশ। তাঁহারা (যতিগণ) ইন্দ্রিয়বর্গরূপ কুম্ভীরসঙ্কুল ভবার্ণব দুঃখে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। সেইহেতু উড়ুপ বা ভেলা, দুস্তরার্ণ অর্থাৎ দুস্তর সমুদ্র—ইত্যাদি (উল্লেখ)—এই পর্যন্ত টীকা।

১ তৈত্তি. উ. ২. ১. ১

[ভক্তিসাফল্যার্থং জ্ঞানোপদেশঃ]

অতো যচ্চ জ্ঞানমুপদিষ্টং তদপি তদুপদেশাব্যর্থতাসম্পাদনেচ্ছামাত্রেণানুষ্ঠীয়মানং, তেন ভক্তিরসাদেব কৃতমিত্যাহ—

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ ॥
ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা ।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ৪৯ ॥

[ভা. ৪. ২৩. ৭]

তেনৈব দ্বারীকৃতেন। ৪॥২৩। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি—

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥
তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৫০ ॥

[ভা. ৪. ২৪. ৬৪-৬৫]

সমান প্রাপ্য যে দুইটী পথ[১] তাহার একটি দুর্গম—এই কথা বলায় অন্য পথের অভিধেয়ত্ব আপনা আপনি সিদ্ধ হইতেছে।এই (শ্লোকে) 'উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন'—এই পদের অর্থ এই যে জ্ঞানিগণ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন মাত্র কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, (কিন্তু ভক্তগণ অনায়াসে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন)। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধের ২২তম অধ্যায়ে শ্রীপৃথুরাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উক্তি ॥

[ভক্তির সফলতার জন্যই জ্ঞানের উপদেশ]

জ্ঞানের যে উপদেশ উহা ভক্তির অভিধেয়ত্ব বিষয়ে সফলতা সম্পাদন ইচ্ছায় ভক্তিরসহেতুরূপে পৃথুরাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে[২]—

"ভগবান্ সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ (পৃথুরাজ) পরমপুরুষ ভগবানের ভজন করিয়াছিলেন। সাধু ভগবদ্ ধর্মনিষ্ঠ পৃথুরাজ শ্রদ্ধাসহ

১ জ্ঞান ও ভক্তি—এই উভয় পথেই এক বস্তুকে পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানপথ বড় দুর্গম ও ক্লেশবহুল। সুতরাং ভক্তিপথই যে অভিধেয় বা প্রাপ্তির পক্ষে সুসাধন—তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

২ তাৎপর্য—জ্ঞানের যে উপদেশ, ইহা দ্বারা ভক্তিরসেরই উৎকর্ষ হইবে। এই কারণেই পৃথুরাজ তদ্রূপ উপদেশের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাই পরবর্তী শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন। নচেৎ ভক্তিই যখন অভিধেয় তখন জ্ঞানের উপদেশ কেন ?—এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অথ তমেব পূজয়ধ্বং, ন তু স্বধর্মানুষ্ঠানাগ্রহাদিকমপি কুরুধ্বমিত্যেবকারার্থঃ। আত্মস্থং স্বান্তর্যামিত্বেন স্থিতম্। তদ্বদপরেষ্বপি ভূতেষ্ববস্থিতমাত্মানং পরমাত্মানং গৃণন্তঃ কীর্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তশ্চেত্যন্যত্র মনোবচোব্যাপারোঽপি নিষিদ্ধঃ। অসকৃদিতি একস্যাং পূজায়াং সমাপ্যমানায়ামেবান্যারব্ধ্যা ন তু কর্মান্তরগ্রহেণ বিচ্ছেদঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ। ৪৷২৪।

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ ॥

এতদেব শ্রীনারদেনাপি স্ফুটীকরিষ্যত অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্। যথাহ—

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা।
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ॥
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥
শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

[ভা. ৪. ৩১. ৯-১১]

ভজনে যত্ন করায় ভগবান্ পরব্রহ্মে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি হইয়াছিল'। ৪৯ ॥

'তদ্দ্বারা' অর্থে তাহাকে (সেই জ্ঞানকে) দ্বার করিয়া। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ২৩তম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥

রুদ্রগীতেও উক্ত হয়—

"হে নৃপনন্দনগণ! তোমরা বিশুদ্ধ হইয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ পূর্বক এই (স্তোত্র) জপ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। যিনি আত্মা ও সকল প্রাণীতে অবস্থিত তাঁহাকে আত্মস্থ জানিয়া কীর্তন, জপ এবং বারবার ধ্যান করিয়া পূজা কর"। ৫০ ॥

তাঁহাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) পূজা কর, কিন্তু স্বধর্ম অনুষ্ঠানাদির আগ্রহ করিও না। ইহাই 'এব'—এই শব্দের অর্থ। 'আত্মস্থ' অর্থে স্বীয় অন্তর্যামিরূপে স্থিত এবং আমার ন্যায় অপর প্রাণিগণেও অবস্থিত। 'আত্মা' অর্থে পরমাত্মা—তাহার কীর্তন ও ধ্যান কর। ইহা দ্বারা অন্যবিষয়ে মনের ব্যাপার (ধ্যান) ও বাক্যের ব্যাপার (কীর্তন) নিষিদ্ধ হইল। অনেক

শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্রমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। ইন্দ্রিয়রাধসা তৎপাটবেন। অত্র সাংখ্যেন দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণেতি টীকা।

অথ শ্রেয়সামিত্যাদিটীকা চ—নন্বেষাং নানাফলসাধনানাং হরিসেবনাভাবমাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যম্? তত্রাহ—শ্রেয়সাং ফলানামাত্মৈবাবধিঃ পরা কাষ্ঠা। অর্থতঃ পরমার্থত আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবত্বাত্মাবধিঃ, হরেঃ কিমায়াতম্? তত্রাহ—সর্ব্বেষামপীতি। আত্মদশ্চ অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ। ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইব আত্মপ্রদঃ, প্রিয়শ্চ পরমানন্দরূপত্বাদিত্যেষা।

অর্থে বার বার অর্থাৎ এক পূজা সমাপ্তি হইলেই অন্য পূজা আরম্ভ কর্তব্য, কিন্তু কর্মাদির আগ্রহের জন্য বিরাম কর্তব্য নয়—ইহাই অর্থ। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ২৪তম অধ্যায়ে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের উক্তি ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেক উক্তি দ্বারা দেবর্ষি নারদও ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"মনুষ্যগণের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্মই কর্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ুঃ, সেই মনই মনঃ ও সেই বাক্যই বাক্য, যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা হরির সেবা করা হয়। শুক্রশোণিত-সংযোগ, উপনয়নসংস্কার ও দীক্ষা গ্রহণ—এই তিন প্রকারে মানুষের ত্রিবিধ জন্ম হয়। হরিসেবা যে না করে তাহার এই জন্মত্রয়ে কি ফল? হরিসেবা যে না করে তাহার বেদোক্ত কর্ম সকলেই বা কি উপকার? দেবতার তুল্য দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়াই বা কি লাভ? হরিসেবা ব্যতীত বেদশ্রবণ, তপস্যা, বাগ্‌বিলাস, চিত্তবৃত্তি (নানাশাস্ত্রার্থজ্ঞান সামর্থ্য)—এই সকলেই বা কি ফল? নিপুণবুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়ের পটুতাতেই বা লাভ কি? যেখানে আত্মপ্রদ হরি নাই, সেখানে প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য (অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মা পৃথক্ ইত্যাকার জ্ঞান) ও সন্ন্যাস এবং বেদাধ্যয়ন—এই সকলে কি ফল? আর অন্যান্য মঙ্গলসাধনকর ব্রত ও বৈরাগ্যাদিতেই বা কি ফল হইবে? কর্ম সকল নানা ফল দেয় বটে কিন্তু সেই সকল ফলের আত্মাই বাস্তবিক সীমা। কারণ অন্য যাবতীয় বস্তু আত্মার নিমিত্তই প্রিয়। সকল জীবের আত্মাই হরি, তিনি আত্মপ্রদ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ পূর্বক নিজস্বরূপকে প্রকাশ করেন, এবং তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সুতরাং প্রিয়"। ৫১ ॥

'শুক্রসম্বন্ধি জন্ম' অর্থে বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপত্তি, উপনয়নের দ্বারা সাবিত্র জন্ম, দীক্ষা দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম। ইন্দ্রিয়ারাধনা অর্থে ইন্দ্রিয়ের পটুতা—তদ্দ্বারা। এখানে যে সাংখ্য শব্দ আছে তাহার অর্থ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান মাত্র—ইহাই টীকা।

'অনন্তর শ্রেয়ঃ সকলের'—ইত্যাদির টীকা—আচ্ছা কেবল হরিসেবার অভাবে নানাফলপ্রদ সাধনসমূহের ব্যর্থতা কি জন্য? তদুত্তরে বলিলেন—আত্মাই মঙ্গল ফলের সীমা অর্থাৎ পরা কাষ্ঠা। 'অর্থহেতু' বলিতে পরমার্থহেতু, আত্মার প্রয়োজনেই উহা অন্যের প্রিয়ত্বের

অত্র সর্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মেতি জ্ঞেয়ম্। রশ্মি-স্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্যস্থানীয়ত্বাত্তস্য। তদুক্তং—

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্॥
[ভা. ১০. ১৪. ৫৫]

ইতি। আত্মানৌ জীবতাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মেশ্বরাখ্যৌ দদাতি যথাযথং স্ফোরয়তি বশী-কারয়তি চ যঃ স আত্মদ—ইতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ।

হেতু। আচ্ছা, হউক আত্মাই সীমা; তাহাতে হরির কি আসিল? সেই বিষয় বলিতেছেন—প্রাণিগণের আত্মদ অর্থে অবিদ্যানিরসন দ্বারা স্বরূপের অভিব্যঞ্জক, ঈশ্বরসম্বন্ধি রূপের দ্বারা যেমন তিনি বলি প্রভৃতির আত্মদ হইয়াছিলেন। এবং সেই হরি প্রিয়, যেহেতু তিনি পরমানন্দময়।[১] এই পর্যন্ত টীকা।

(পূর্বোক্ত শ্লোকে) 'ভূত' বলিতে শুদ্ধ জীবগণের ও 'আত্মা' বলিতে পরমাত্মা—ইহাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু জীবগণ রশ্মিস্থানীয়, আর পরমাত্মা সূর্যস্থানীয়।[২] তাহাই বলিলেন—

'অতএব দেহিগণের আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার নিমিত্তই চরাচর জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলিয়া জান।[৩]
দুই আত্মা, অর্থাৎ জীবের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে দান করে যে অর্থাৎ যথাযথ ভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত করায়, এবং বশীভূত করাইয়া দেয় যে সেই আত্মদ—ইহাই স্বামিপাদের অভিপ্রায়।

১ সকল লোকে কামনা করে 'সুখং মে ভূয়াদ্ দুঃখং মাভূৎ'—সুখ আমার হউক, দুঃখ আমার যেন না হয়। অতএব আনন্দ বা সুখ যে সকলের কাম্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আনন্দই যখন লোকের প্রিয় তখন পরমানন্দময় ভগবান্ যে প্রিয় হইবেন—ইহা নিশ্চিতই সুবোধ্য।

২ তাৎপর্য্য—সূর্যের কিরণ সূর্য্য হইতে উদ্ভূত হইলেও সূর্য যেমন কিরণস্বরূপ নহে কিন্তু কিরণ হইতে পৃথক্, সূর্য ব্যতীত যেমন এই কিরণের পৃথক্ স্থিতি নাই, সূর্যই কিরণের পরমস্বরূপ, তেমনি ভগবান্ও জীবের পরমস্বরূপ।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।'
[চৈ. চ. ২. ২. ১০১-২]

৩ তাৎপর্য—পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের কেন অত্যধিক প্রীতি—মহারাজ পরিক্ষিতের এই প্রশ্নানুসারে শুকদেব বলিলেন—'কৃষ্ণ সকল প্রাণের আত্মা, সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আত্মাই মুখ্য প্রিয়; অন্যান্য বস্তু আত্মতৃপ্তির সহায়তা করে বলিয়াই প্রিয়।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসগ্রহণের সময় নিজপত্নী মৈত্রেয়ীকেও তাহাই বলিয়াছিলেন—

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি '[বৃ. উ. ২. ৪-৫] হে

[ভগবৎপূজনে দেবাদীনামপি পূজনম্]

কিঞ্চ ।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥৫২॥
[ভা. ৪. ৩১. ১২]

টীকা চ—নানাকর্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তি, কেবলতত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদিনা ।

৪॥৩১ । শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥

শ্রীঋষভদেবকৃতস্বপুত্রশিক্ষণেঽপি—'যে বা ময়ীশে'[1] ইত্যাদিকং 'মত্তোঽপ্যনন্তাৎ'[2] ইত্যাদিকঞ্চাগ্রে দর্শনীয়ম্ । ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদান্তেঽপীদমস্তি—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়াশিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্ ॥ ৫৩ ॥
[ভা. ৫. ১৩. ২০]

[ভগবৎ পূজায় দেবতাগণেরও পূজা সাধিত হয়]

অপর—

"যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়, (মূল সেচন না করিয়া তাহার এক শাখায় বা কোন অঙ্গে জল সেচন করিলে যেমন কিছুই হয় না) প্রাণের উপহার অর্থাৎ ভোজন দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাতেই সকলের আরাধনা সাধিত হয়" । ৫২ ॥

টীকা—নানা কর্মের দ্বারা সেই সেই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত ফলসকলও হরির প্রীতির

মৈত্রেয়ি ! কোন পত্নীই পতির প্রীতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই পতিকে ভালবাসে ।' কেহ অপরের প্রীতির জন্য অপরকে ভাল বাসে না । এই প্রকার ধন জন গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু আত্মতৃপ্তির সহায়তা করে বলিয়াই তাহারা প্রিয় ; আত্মা স্বভাবতই প্রিয় ।

১ ভা. ৫. ৫. ৩
২ ভা. ৫. ৫. ২৫

জ্ঞানমত্র ভক্ত্যাশ্রয়মেব। তথোক্তমেতদনন্তরং শ্রীরহূগণেনৈব—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিরপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোপহতো বিবেকঃ।

[ভা. ৫. ১৩. ২২-২৩]

ইতি। ৫॥১৩। স্পষ্টম্। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি 'দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভিঃ'[১] ইত্যাদৌ 'মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেদ্' ইত্যগ্রত উদাহার্যম্।

দ্বারা লাভ হয়, কিন্তু কেবল সেই সেই দেবতার আরাধনায় কিছুমাত্র ফল হয় না। ইহা দৃষ্টান্ত উল্লেখে 'যেমন'—ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বলিলেন।

ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ৩১তম অধ্যায়ে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥

ঋষভদেবের নিজপুত্র শিক্ষাতেও (বলা হইয়াছে)—'যাহারা আমাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরে সুহৃদ্ভাব করে)' ইত্যাদি এবং 'অন্তহীন আমা হইতে (যাহারা স্বর্গাদি কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না)'—ইত্যাদিও অগ্রে দেখান হইবে।

ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) ও রহূগণ সংবাদের শেষেও ইহাই আছে; যথা—

"অহে রহূগণ, তুমি মায়া কর্তৃক সংসাররূপ বনপথে স্থাপিত হইয়া আছ। অতএব রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর। এবং বিষয়ে অনাসক্ত-চিত্ত হইয়া হরিসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করিয়া অতি দুস্তর সংসার পথ উত্তীর্ণ হও"। ৫৩॥

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা ভক্ত্যাশ্রিত। ইহার পর শ্রীরহূগণ তাহাই বলিয়াছেন—

'অহো! হে ব্রহ্মন্! সকল জন্ম হইতে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ। স্বর্গ লোকে দেবজন্মেরই বা

১ 'দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ'। [ভা. ৬. ১৬. ৫৭]

অর্থাৎ বিবেক বলে দৃষ্ট (ঐহিক) ও শ্রুত (পারলৌকিক) বিষয়ে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (অনুভব) দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষ আমার ভক্ত হয়।

[ভগবদ্ভজনস্য শ্রেষ্ঠত্বম্]

অসুরবালানুশাসনেঽপি—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ৫৪ ॥

[ভা. ৭.৬. ১—২]

ইহৈব মানুষজন্মনি ভাগবতান্ ধর্মানাচরেৎ, যতোঽর্থদমেতজ্জন্ম। দেবাদিজন্মনি মহাবিষয়াবেশাৎ পশ্বাদিজন্মনি বিবেকাভাবাচ্চ মানুষং জন্ম চ প্রাপ্য ন বিলম্বেতেত্যাহ—কৌমারে কৌমারমারভ্য ইত্যর্থঃ। যতস্তদপি জন্ম ধ্রুবং, পুনর্দুর্লভঞ্চ।

কি প্রয়োজন ? কারণ স্বর্গেও যদি ভগবান্ হৃষীকেশের যশোগানে নিরতচিত্ত ভবাদৃশ মহাপুরুষের সহিত সতত সমাগম না হয় তবে স্বর্গাদিতে দেবাদি জন্মলাভ করিয়াই বা কি লাভ ? অতএব আপনাদের চরণপদ্মের ধূলিদ্বারা মনুষ্যসকলের পাপসমূহ যে বিনষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত (শ্রীকৃষ্ণে) যে অমলা ভক্তি হয়—ইহা বড় বিচিত্র নয়। আমিই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। মুহূর্তমাত্র আপনার সহিত সঙ্গ হওয়াতে আমার কুতর্কমূলক অবিবেক সমূলে নষ্ট হইল।'

ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ের (উক্তি)। ইহা 'স্পষ্ট' (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই)।

শ্রীব্রাহ্মণ রহূগণকে বলিয়াছিলেন এবং সেই প্রকার চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উপদেশের শেষে 'দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া' ইত্যাদি শ্লোকে 'পুরুষ আমার ভক্ত হয়'—ইহা উদাহরণ রূপে পরে উল্লেখ হইবে।

[ভগবদ্ভজনের শ্রেষ্ঠতা]

অসুরবালকের অনুশাসনেও (প্রহ্লাদের উক্তি) যথা—

এই মনুষ্যজন্মে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার কাল হইতেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করিবে। এই মনুষ্যজন্ম অর্থপ্রদ। কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, তাহাও আবার অধ্রুব। এই মনুষ্যজন্মেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণারবিন্দপ্রাপ্তি যে প্রকারে হইতে পারে, সেইরূপ আচরণ মনুষ্যজন্মের যোগ্য। যেহেতু তিনি প্রাণিগণের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর এবং সুহৃৎ"। ৫৪ ॥

এই মনুষ্যজন্মে ভাগবত-ধর্ম আচরণ করিবে, যেহেতু এই জন্ম পরম অর্থপ্রদ। দেবাদিজন্মে উৎকৃষ্ট বিষয় ভোগের মহাবেশ হেতু ও পশু প্রভৃতি জন্মে বিবেকের অভাব হেতু মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ভাগবত ধর্ম আচরণে বিলম্ব করিবে না। কৌমার কালে অর্থাৎ কৌমারকাল

শাস্ত্রস্য চ প্রাধান্যেন মনুষ্যমধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাত্তদনুবাদেনোক্তিরিয়ম্। তদ্বুদ্ধ্যাদিসাম্যেন মানুষত্বমারোপ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ভাগবতধর্মাচরণস্যৈব যুক্তত্বং দর্শয়তি যথা হীত্যাদি। ইহ পুরুষস্য চ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণমেব যথানুরূপং যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাদেব ভূতানাং স্বভাবত এব প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ প্রেমকর্তা, তত্র হেতুরাত্মা পরমাত্মা। পাদোপসর্পণে হেত্বন্তরং—যস্মাচ্চৈষ ঈশ্বরঃ কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ। সুহৃৎ সর্বেষাং হিতঞ্চিকীর্ষুশ্চেতি।

তদেতদুপক্রম্যোপসংহরতি—

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ৫৫ ॥

[ভা. ৭.৬.২৪]

হইতে আরম্ভ করিয়া—ইহাই অর্থ। কারণ সেই জন্ম অস্থায়ী, আবার দুর্লভ। শাস্ত্র প্রধানতঃ মানুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার উদ্দেশ্যে এই উক্তি। সেই (মনুষ্য-) বুদ্ধিসাম্যে দৈত্যবালকে মানুষত্বের আরোপ[১] ইহাই বুঝিতে হইবে। 'যে প্রকারে'—এই উক্তির দ্বারা সেই মনুষ্যজন্মে ভাগবতধর্মাচরণেরই যোগ্যতা দেখাইতেছেন—এই মনুষ্যজন্মে বিষ্ণুচরণের সমীপে গমনই মানুষের যথানুরূপ অর্থাৎ যোগ্য—ইহাই অর্থ। যেহেতু তিনি প্রাণিগণের স্বভাবতই প্রিয় অর্থাৎ প্রীতির বিষয় ও প্রেমকর্তা, এবং তিনি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। (তাঁহার) পাদ সমীপে গমনের অন্য হেতু—ইনি ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি করিতে, না করিতে, এবং অন্য প্রকার করিতে সমর্থ, এবং সুহৃৎ (অর্থাৎ) সকলের হিতকারী।

(ভক্তির অভিধেয়ত্ব) উপক্রম করিয়া উপসংহার (শেষ) করিয়াছেন যথা—

'ধর্ম, অর্থ, কাম—এই যে ত্রিবর্গ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এবং তাহার নিমিত্ত যে আত্মবিদ্যা (জ্ঞান), ত্রয়ী (ত্রিবিধ বেদাত্মক কর্মবিদ্যা), তর্ক, দণ্ডনীতি, এবং নানাপ্রকার জীবিকার্জন বিষয়ক জ্ঞান—এই সকল যদি স্বসুহৃদ্ পরমপুরুষে স্বাত্মার্পণ বিষয়ের সাধক হয়—তাহা হইলেই সত্য বলিয়া মানি"। ৫৫ ॥

১ প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু এখানে দৈত্যগণের কর্তব্যোপদেশ না করিয়া মনুষ্যের কর্তব্যোপদেশ কি কারণে করিলেন? ইহাতেই সন্দর্ভকার বলিলেন—শাস্ত্র মুখ্যরূপে মানুষকে উপদেশ দিয়াছে। এখানেও দৈত্যগণের প্রতি মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়াই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইক্ষা আত্মবিদ্যা। তদেতৎ সর্বং নিগমস্থার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিনঃ পরমস্য পুংসস্তস্মৈ স্বাত্মার্পণসাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যফলত্বাৎ। যদ্বা সত্যমর্থক্রিয়াকারকং সফলমিতি যাবৎ। অন্যথা ধর্মাদীনাং নিষ্ফলত্বমেবেতি ভাবঃ[১]। ৭ ॥ ৬। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥

অগ্রে চ—

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ৫৬ ॥

[ভা. ৭. ৭. ২৪]

তত্র পূর্বোক্তে ত্রিগুণাত্মককর্মণাং বীজনির্হরণেঽপ্যুপায়সহস্রাণাং মধ্য অয়মেব উপায়ো ভগবতা শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ। যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্ যদ্ যস্মাদুপায়াদ্ যথা যথাবদীশ্বরে ভগবতি অঞ্জসা ব্যবধানানন্তরং বিনৈব রতিঃ প্রীতির্ভবতি। অতঃ কর্মবীজনির্হরণমপি তস্যানুষঙ্গিকমেব ফলমিতি ভাবঃ।

'ঈক্ষা' বলিতে আত্মবিদ্যা, পূর্বকথিত বিষয় সকলই, স্বসুহৃদ্ অর্থাৎ নিজের অন্তর্যামী যে পরম পুরুষ—তাঁহাতে স্বীয় আত্মার অর্পণ বিষয়ে যদি সাধন হয় তবেই সত্য বলিয়া মানি। যেহেতু তাহা সত্য ফল প্রদান করে।[২] অথবা 'সত্য' অর্থে অর্থক্রিয়া কারক, অতএব সফল—ইহাই অর্থ। অন্যথা ধর্মাদির নিষ্ফলত্বই হইবে—ইহাই ভাবার্থ। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অসুর বালকগণের প্রতি (উক্তি) ॥

অগ্রেও[৩] (পরেও বলিয়াছেন)—

"অজ্ঞানের বীজনাশবিষয়ে সহস্র সহস্র উপায় থাকিলেও যথাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবদ্ বিষয়ে রতি হয়। ইহা ভগবান্ নারদ আমার প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন"। ৫৬ ॥

পূর্বোক্ত (সত্ত্বরজস্তমঃ—এই) ত্রিগুণাত্মক কর্মসকলের বীজনাশের সহস্র উপায় মধ্যে এই উপায়ই ভগবান্ নারদ কর্তৃক আমার প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছিল। উপায় সহস্র দ্বারা সিদ্ধ যে উপায় হইতে যথাবৎ ঈশ্বর ভগবানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ ব্যবধান ব্যতীত প্রীতি হয় (তাহারই উল্লেখ হইতেছে)। কর্মের বীজনাশ তাহার আনুষঙ্গিক ফল—ইহাই অভিপ্রায়।

১ 'যদ্বা' হইতে 'ভাবঃ' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ শ্রীপ্রহ্লাদ অসুর বালকগণকে বলিয়াছেন—কোন সাধনের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা যদি ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত হয় তবেই তাহা সত্য, অন্যথা ধর্মার্থাদির জন্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অসত্য।

৩ শাস্ত্রে বৃদ্ধব্যবহার হেতু এখানে অগ্রে বলিতে পরেই বুঝিতে হইবে।

[ভক্তিপ্রাপ্তেরুপায়ঃ]

অগ্রে চ—'গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা'[1] ইত্যাদিভিস্তস্যৈবোপায়স্যাঙ্গান্যুক্ত্বাহ—

এবং নির্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৫৭ ॥
[ভা. ৭. ৭. ৩৩]

এবং পূর্বোক্তগুরুশুশ্রূষাদিপ্রকারৈরেব, ন তু তদর্থে পৃথক্‌প্রযত্নেন। নির্জিত-কর্ম্মবীজলক্ষণ-কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যৈর্জনৈঃ পুনরপি ভক্তিঃ ক্রিয়ত এব। যথা বাসুদেবে রতিরপি সংলভ্যত ইত্যর্থঃ। ৭ ॥ ৭। প্রহ্লাদস্তান্ ॥

বর্ণাশ্রমাচারকথনারম্ভে নরমাত্রধর্মকথনেঽপি—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৫৮ ॥
[ভা. ৭. ১১. ৬]

[ভক্তিপ্রাপ্তির উপায়]

পরেও—'গুরুশুশ্রূষা ও গুরুভক্তি দ্বারা' ইত্যাদি বাক্যে সেই উপায়েরই অঙ্গ সকল উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"এই সকল কর্ম দ্বারা ষড়্‌বর্গ (অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য) জয় করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিতে হয়। তাহা করিলে ভগবানে রতি লাভ হইয়া থাকে"। ৫৭ ॥

এই প্রকার অর্থে পূর্বোক্ত গুরুশুশ্রূষাদি প্রকারের দ্বারাই, কিন্তু পৃথক্ চেষ্টাদি না করিয়া কর্মবীজরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ইত্যাদি জয় করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভক্তি করিবে—যাহাতে বাসুদেবে রতি লাভ হয়।[2]

বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচার বলিবার প্রারম্ভে মানবধর্মকথনেও বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! ভগবানই ধর্মের মূল, যেহেতু হরিই সকল বেদময়। এবং স্মৃতিশাস্ত্রের (মধ্যে দ্বৈধস্থলে) বেদবেত্তাগণের মন যে ধর্ম দ্বারা প্রসন্ন হয়, তাহাও ধর্মের মূল"। ৫৮ ॥

১ ভা. ৭. ৭. ৩০।

২ প্রথমে অন্যপ্রকার চেষ্টা দ্বারা কাম ক্রোধাদি জয় করিয়া তৎপরে যে ভগবানে ভক্তি করিবে—ইহা ঠিক নহে। যদি কেহ শুশ্রূষাদি দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই ভক্তি-যোগেই তাহার কামক্রোধাদি নষ্ট হইবে—তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার আর প্রয়োজন নাই।

ধর্মস্য মূলং প্রমাণং ভগবান্, যতঃ সর্ববেদময়ঃ। স্মৃতং স্মৃতিশ্চ, তদ্বিদাং বেদময়ভগবদ্বিদাং, তস্য প্রমাণম্। আভ্যাং তদ্বহির্মুখধর্মস্যাপার্থত্বং ভগবদ্ধর্মস্যৈবা-বশ্যকত্বঞ্চোক্তম্। অত এব—

বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

[মনু ২. ৬]

ইতি মনুস্মৃতিবাক্যাদপ্যত্র বিশিষ্টতয়োপদিষ্টং, তচ্চ যুক্তম্,

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥

[ভা. ১. ১. ২]

ইত্যুক্তত্বাৎ। যেনৈব ধর্মেণ মনঃ 'প্রসীদতি'[১] ইত্যনেন 'যেনাত্মা সুপ্রসীদতি'[২] ইতিবৎ সুশব্দ-বিশিষ্ট-তয়ানুক্তত্বাৎ তচ্ছ্রবণাদিলক্ষণসাক্ষাদ্ভক্তেরেব প্রশস্তত্বঞ্চ বোধিতম্।

ভগবান্ ধর্মের মূল প্রমাণ—যেহেতু তিনি (সর্ববেদময়)। 'স্মরণ' বলিতে স্মৃতিশাস্ত্র। সর্ববেদময় ভগবান্‌কে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্রও তাহার প্রমাণ। (বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রের মূল যে ভগবান্)—এই দুই বাক্য দ্বারা ভগবদ্‌বহির্মুখ ধর্মের অপার্থতা এবং ভগবদ্‌ধর্মেরই আবশ্যকতা উক্ত হইল। অতএব—

'বেদ নিখিল ধর্মের মূল এবং বেদবেত্তা সাধুগণের স্মৃতি ও স্বভাব এবং আচার ও আত্মার তুষ্টি—ইহাও ধর্মের মূল'।

এই মনু-স্মৃতি-বাক্য হইতেও বিশিষ্টরূপে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে এবং উহা যৌক্তিক।

'সর্বপ্রকার ফলকামনারূপ কপটতা শূন্য সাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবানের আরাধনা পরমধর্ম বলিয়া নিরূপিত হইল। ইহা দ্বারা মঙ্গলকর ত্রিবিধ তাপের বিনাশক যথার্থ জ্ঞেয় বস্তু লাভ হয়।'

এই উক্তি দ্বারা (ভক্তিযোগ যুক্তিযুক্ত হইল)। (বর্ণাশ্রম বিষয়ক শ্লোকের২ অর্থে—) যে ধর্মে মনঃ প্রসন্ন হয়, আর (ভক্তিযোগ শ্লোকে) 'যদ্দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়'—ইহাই আছে। অতএব (পূর্বপ্রসঙ্গে) 'সু' শব্দ না থাকায় (এখানে) ভগবানের শ্রবণাদিরূপ ভক্তিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রশস্ততা বোধিত হইল।

১ ভা. ৭. ১১. ৬ দ্র°।
২ ভা. ১ ২. ৫

তত্তৎসর্বধর্মকথনান্তে তু স্বয়মেব স্বস্য তৃতীয়ে গন্ধর্ব্বজাতৌ জন্মানুষঙ্গিকং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানমাত্রং সৎকর্মোক্ত্বা দ্বিতীয়ে চ শূদ্রজাতৌ জন্মনি[১] সৎসঙ্গজশ্রবণাদিমাত্রং তদুক্ত্বা স্বস্য তাদৃশভগবৎপার্ষদপর্যন্তফলাপ্তৌ তথাবিধমপি স্বধর্মলক্ষণং কারণান্তরং নাদৃতবান্।

তথা হি তত্রৈব 'যূয়ম্'[২] ইত্যস্য টীকা চ—এতচ্চ সর্বসাধারণমুক্তং, তস্য তু ভক্তিরেব সর্বপুরুষার্থত্বে হেতুরিতি পাণ্ডবানেব লক্ষ্যীকৃত্যাহ যথা হীত্যেষা।

তস্মাদত্রাপি সাক্ষাদ্ভক্তাবেব তাৎপর্যম্। অথাত্র "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি"[৩] ইত্যাদৌ ভক্তের্ধর্মাতিরিক্তত্বেঽপি "শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ"[৪] ইত্যাদিনোত্তরগ্রন্থে ধর্মত্ববিধানং সর্বেষ্বপি প্রাণিষ্বাবশ্যকত্বাপেক্ষয়া পরশ্রেয়োরূপত্বাপেক্ষয়া লাক্ষণিকমেব। বস্তুতস্তু পঞ্চমে 'তত্রাপি'[৫] ইত্যাদিগদ্যে 'ভগবতঃ কর্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণে'[৬]ত্যাদিনা শ্রীজড়ভরতস্য যা ভক্তিনিষ্ঠোক্তা, তস্যাঃ 'পিতুর্যুপরতে'[৭]

সেই সেই সমস্ত (আশ্রম) ধর্ম বলার পর (শ্রীনারদের) নিজের তৃতীয় গন্ধর্ব-জন্মে (তিনি) সেই জন্মের আনুষঙ্গিকরূপে তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে সৎকার্য বলিয়া এবং দ্বিতীয় জন্মে শূদ্র 'জাতিতে' অর্থাৎ জন্মে সৎসঙ্গে ভগবৎ কথা শ্রবণাদিমাত্রকেই (সৎকর্মরূপে) উল্লেখ করিয়া, নিজের সেই প্রকার (অপ্রাকৃত) পার্ষদত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত ফল বিষয়ে স্বধর্ম বলিয়া নির্দেশ করায় অন্য কোন কারণের আদর করেন নাই।[৮]

অতএব সেইখানেই (সপ্তম স্কন্ধে) 'তোমরা' ইত্যাদি। ইহার টীকা—ইহা (বর্ণাশ্রমাদি) সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে। আর ভক্তিই ভক্তের সমস্ত পুরুষার্থের কারণ। তাই এই শ্লোকে পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া 'তোমরা' ইত্যাদি উক্তি করা হইয়াছে। অতএব এখানেও ভক্তি বিষয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাৎপর্য। তদ্রূপ 'স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হরি-চরণারবিন্দ ভজন

১ 'জন্মনি' পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

২ ভা. ৭. ১০. ৪৮ ('যূযং নৃলোকে বত ভূরিভাগাঃ' ইত্যাদি)।

৩ ঐ ১. ৫. ১৭

৪ ঐ ৭. ১১. ১০

৫ ঐ ৫. ৯. ৩

৬ ঐ ঐ

৭ ঐ ৫. ৯. ১০

৮ তাৎপর্য—স্বধর্মাচরণ দ্বারা যে ভগবানের পার্ষদতনু লাভ হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে নারদ যখন দাসী পুত্র ছিলেন সেই সময়ে সাধুসঙ্গে ভগবৎ কথা শ্রবণাদি-রূপ ভক্তিযোগেই এই পার্ষদত্ব লাভ হইয়াছিল।

ইত্যাদি-গদ্যে "ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াম্"[১] ইত্যাদিনা তদবজ্ঞাতৃণাং তদ্ভ্রাতৃণামজ্ঞত্ববোধনেন ধর্মাতিরিক্তত্বং পরবিদ্যাত্বঞ্চ বোধিতম্। অত এবোক্তং শ্রীনারসিংহে—

সনকাদয়ো নিবৃত্তাখ্যে তে চ ধর্মে নিয়োজিতাঃ।
প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদ্যামুক্ত্বৈকং নারদং মুনিম্॥ [নৃ. পু. ৪. ৪]

তেন ব্রহ্মণেতি প্রাকরণিকম্। তথা লক্ষণাময়-কষ্টকল্পনয়া শ্রবণাদীনাং স্বধর্মান্তর্গণনা চ বহির্মুখানামপি সাক্ষাদ্ভক্তিপ্রবর্তনায়ৈব। এবমন্যত্রাপ্যন্যমিশ্র-ভক্ত্যুপদেশবাক্যেষু জ্ঞেয়ম্। তস্মাদপি ভক্তাবেব তাৎপর্যমিতি।৭॥১১। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥

করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় অথবা তাহার মৃত্যু হয় তথাপি তাহার কোন অনর্থ হয় না'[২] ইত্যাদি বচনে এবং ভক্তি ধর্মের অতিরিক্ত হইলেও 'মহদ্‌গণের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবানের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ কর্তব্য'—ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকে (ভক্তিরই) ধর্মত্ববিধান (হইয়াছে) এবং সকল প্রাণিতে উহা আবশ্যক এবং পরমশ্রেয়োরূপ হওয়ায় উহার লাক্ষণিক (বিধান হইয়াছে)। বাস্তবিক পক্ষে (ভাগবতের) পঞ্চম স্কন্ধে 'তথায়ও'—ইত্যাদি গদ্যে 'কর্মবিধ্বংসন ভগবানের শ্রবণ ও স্মরণ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জড়ভরতের যে ভক্তিনিষ্ঠা উক্ত হইল—'পিতার মৃত্যু হইলে'—ইত্যাদি গদ্যে সেই নিষ্ঠাই বলা হইয়াছে। উক্ত গদ্যে '(ভরতের ভ্রাতৃগণের) বুদ্ধি বেদবিদ্যাতে (বর্ণাশ্রমাদি ধর্মে) নিপুণ ছিল, তাঁহারা কখনও আত্মবিদ্যায় বুদ্ধিলাভ করেন নাই'—ইত্যাদি বাক্যে ভরতের প্রতি অবজ্ঞা পরায়ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের অজ্ঞতা প্রতিপাদন করায়—ইহাতে (ভরত) যে পরবিদ্যাকুশল এবং (ভক্তিনিষ্ঠায়) ধর্মাতিরিক্ত ছিল—তাহাই বুঝা গেল। অতএব নৃসিংহ-পুরাণে কথিত হয়—

'(ব্রহ্মা) দেবর্ষি নারদকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে সনকাদি ঋষিকে এবং প্রবৃত্তিমার্গে মরীচি প্রভৃতিকে ধর্মে নিয়োগ করিলেন।'

এই শ্লোকে প্রকরণবলে ব্রহ্মাই (নিয়োগ করিয়াছিলেন)। লক্ষণা দ্বারা কষ্টকল্পনা করিয়া শ্রবণ কীর্তনাদিকে যে 'স্বধর্ম' মধ্যে গণনা করা হইয়াছে তাহা বহির্মুখগণকে সাক্ষাৎ ভক্তিপথে প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। এই প্রকার অন্যমিশ্র ভক্তির উপদেশ

১ ভা. ৫. ৯. ১০

২ 'ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া'—এই বাক্য দ্বারা ভক্তি যে (বর্ণাশ্রম) ধর্মের অতিরিক্ত তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু সপ্তম স্কন্ধে 'ভগবানের শ্রবণ কীর্তন স্মরণ' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিযোগকেই মনুষ্যের ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় বাক্যে বিরোধ হইল। এই বিরোধ খণ্ডনের নিমিত্ত সন্দর্ভকার বলিলেন—প্রাণিগণের আবশ্যক এবং পরম শ্রেয়োহেতু বলিয়া উহা লাক্ষণিকভাবে ধর্মরূপে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি ধর্মের অতিরিক্ত বটে,—তবে ধর্ম মধ্যে যে শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তিকে ধরা হইয়াছে সেটা মুখ্যরূপে নয়, লক্ষণাদ্বারা মাত্র।

[বিষ্ণুসেবায়ামাত্যন্তিকক্ষেমঃ]

জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপি—'অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ'[১] ইত্যস্যোত্তরং—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ ৫৯ ॥
[ভা. ১১. ২. ৩১]

টীকা চ—প্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি 'মন্যে' ইত্যাদিকা।

পুনশ্চ "ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত"[২] ইত্যস্যোত্তরত্বেন "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে"[৩] ইত্যাদিপদ্যত্রয়মুক্ত্বা "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"[৪] ইত্যাদিপদ্যে "বুধ

বাক্যেও বুঝিতে হইবে। অতএব ভক্তিতেই সর্ববিষয়ের তাৎপর্য। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের (উক্তি)॥

[বিষ্ণুর সেবায় আত্যন্তিক মঙ্গল]

জয়ন্তীনন্দন (নবযোগীন্দ্রের) উপাখ্যানেও উক্ত হয়—অতএব 'আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি'—(নিমিরাজের) এই প্রশ্নের উত্তর :—

"হে মহারাজ ! আমি মনে করি ভগবান্ অচ্যুতের পাদপদ্ম আরাধনায় জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয় ও অন্য কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না। সকল ধর্মেই ভয়। অসৎ এই দেহাদিতে (অর্থাৎ দেহ, গৃহ, কুটুম্বাদি ইত্যাদি বিষয়ে আত্মীয়-ভাবে আমার দেহ, গৃহ, পুত্র ইত্যাদি) সর্বদা উদ্বেগ অন্তঃকরণে বাস করিতে হয়; কিন্তু ভগবানের উপাসনায় সর্বতোভাবে ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়"। ৫৯ ॥

টীকা—প্রথমেই 'মনে করি' ইত্যাদি বচনে আত্যন্তিক মঙ্গল বলিতেছেন—ইত্যাদি (টীকা)।

আবার 'ভাগবত ধর্ম বলুন'—এই প্রশ্নের উত্তরে 'ভগবান্ (নিজে) প্রাপ্তির উপায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই ভাগবত ধর্ম'—ইত্যাদি তিন শ্লোক উল্লেখ করিয়া 'দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়'—এই শ্লোকে 'বুদ্ধিমান্ জন একমাত্র ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করিবেন'—(ইহা বলা হইয়াছে)। এখানে 'একমাত্র ভক্তির দ্বারা' এই কথায় বুঝা যাইতেছে যে ভক্তিতে

১ ভা. ১১. ২. ২৮
২ ভা. ১১. ২. ২৯
৩ ভা ১১. ২. ৩২
৪ ভা. ১১. ২. ৩৭

আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশম্' ইত্যত্র ভক্ত্যেত্যনেন তস্যা জ্ঞানাদ্যমিশ্রশ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণত্বম্। একয়েত্যনেন নৈরন্তর্যলক্ষণমব্যভিচারিত্বঞ্চোপদিষ্টম্। তত্র যদ্যপি "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা"[১] ইত্যাদি-প্রাক্তনবাক্যেন লৌকিকস্যাপি কর্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্মত্বং সিদ্ধ্যতীতি যথোক্তং তথা নৈরন্তর্যং সম্ভবতি—তথাপি শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণমাত্রত্বং ব্যাহন্যেত, তস্মাত্তত্রাব্যাভিচারিত্বং তন্মাত্রত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথোপায়ং তদনন্তরমাহ দ্বাভ্যাম্। তত্র প্রথমমব্যভিচারিত্বোপায়মাহ প্রথমেন—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্মসংকল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৬]

দ্বয়ঃ প্রধানাদিদ্বৈতপ্রপঞ্চঃ। যদ্যপ্যবিদ্যমান আত্মনি শুদ্ধে ন বিদ্যত এবেত্যর্থস্তথাপি ধ্যাতুরবিদ্যাময়ধ্যানযুক্তস্য সতস্তস্য ধিয়াবভাতি, তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্পত এবেত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নো মনোরথশ্চ তথেত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ কর্মাণি সংকল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যন্মনস্তন্নিযচ্ছেৎ। ততশ্চাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজনাদভয়ং স্যাদিতি ভাবঃ।

জ্ঞানাদি-অমিশ্র যে শ্রবণকীর্তন তাহাই আছে। 'একমাত্র' বলায় উহা যে নিরন্তর অনুষ্ঠেয় ও অব্যভিচারী (অবিনাশী)—তাহাই নির্দিষ্ট হইল। ইহাতে যদিও 'শরীর, বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (যে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাও ভগবানে অর্পণ করিবে)'—এই পূর্ব বাক্যে লৌকিক কার্যসকল ভগবানে অর্পিত হইলে যখন ভাগবত ধর্ম হয় তখন ভক্তির অনুষ্ঠানে নিরন্তরতা সম্ভব—তথাপি (অর্থাৎ কর্মার্পণই যদি ভাগবত ধর্ম হয়, তাহা হইলে) শ্রবণ কীর্তনাদিকে যে ভক্তি বলে সেই লক্ষণে তাহাতে বাধা জন্মে ; সেজন্য—সেই (শ্রবণ কীর্তনাদি) বিষয়ের অব্যভিচারিত্ব ও 'তন্মাত্রত্ব' যে প্রকারে হইতে পারে তাহার উপায় (নিম্নোক্ত) দুইশ্লোকে বলিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অব্যভিচারিত্বের উপায় বলিতেছেন—

"এই দ্বৈত প্রপঞ্চ অসৎ হইলেও স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অবিদ্যাময়-ধ্যানযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি দ্বারা উহা প্রকাশ পায়। অতএব যে মন কর্ম সকলকে সংকল্প ও বিকল্পাত্মক করে, বুদ্ধিমান্ জন সেই মনকে নিরোধ করিবে। তাহা হইলে (সেই ভজনে) অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়" ।৬০ ॥

'দ্বৈত' বলিতে প্রধানাদি দ্বৈতপ্রপঞ্চ। যদিও 'অসৎ' বলিতে শুদ্ধাত্মায় অবিদ্যমান, ইহাই অর্থ, তথাপি অবিদ্যাময় ধ্যানযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধির দ্বারা ইহা প্রকাশ পায় ; অর্থাৎ সেই শুদ্ধ আত্মাতে

---

১ ভা. ১১. ২. ৩৬

[ভক্ত্যৈব স্বতো মনোনিরোধঃ]

নমু তথাপি মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্যব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ভক্ত্যৈব ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন স্বত এব মনোনিরোধোঽপি স্যাদিতি।

তস্মাত্রত্বোপায়মাহ দ্বিতীয়েন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৬১ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৭]

কল্পিত হয় মাত্র। স্বপ্ন এবং মনোরথ (বাসনা) যে প্রকার সেই প্রকারে—ইহাই অর্থ। অতএব কর্মসকলের সংকল্প ও বিকল্প করে যে মন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহা হইলে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ভজনহেতু অভয় হইবে—ইহাই ভাবার্থ[১]।

[ভক্তির দ্বারা স্বতই মনোবৃত্তির নিরোধ হয়]

আচ্ছা তাহা হইলে মনোনিরোধরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা ভক্তির কেবলতা নাশ হইল[২], এই আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—ভক্তি করিলে ভগবানে আসক্তি হেতু স্বতই মনোনিরোধ হইবে—(তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা যোগাদির অভ্যাস করিতে হইবে না)।

---

১ তাৎপর্য—আমার নিকট ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি কিছুই নাই কিন্তু আমি স্বপ্নে ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখিতে পাই বা মনোরথে রাজা বা মহারাজ হই—তদ্রূপ এই দ্বৈতভাষাপ্রপঞ্চ কিছুই নহে কিন্তু অবিদ্যা ইহাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি করাইতেছে। অতএব যে মন কর্মসকলকে সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তিদ্বারা আচ্ছন্ন করে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। মনের নিরোধ হইলেই অব্যভিচারিণী ভক্তি হইবে। তখন ভগবদ্ ভজন হইতে অভয় আসিবে; দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় থাকিবে না।

শাস্ত্রকারেরা এক অন্তঃকরণে বিষয়ভেদে চারি প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

'মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।' [বেদান্ত পরিভাষা, প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৬]

'এটা এই কি নয়'—এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে মন বলে। সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্মনঃ।'

'এটা ইহাই' এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। 'নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্বুদ্ধিঃ।'

'আমিই' ইত্যাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিকে গর্ব বলে। 'গর্বাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কারঃ।'

যাহাতে স্মরণ হয় তাহাকে চিত্ত বলে—'স্মরণাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চিত্তম্।'

২ অর্থাৎ মনোনিরোধ করিয়া তদনন্তর ভগবান্‌কে ভজন করিবে—ইহা দ্বারা কেবল ভক্তিযোগের দ্বারা যে মনোনিরোধ হয় না, ইহাই বুঝা গেল।

তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্মাণি চার্থো যেষাং তানি নামানি। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ—যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিস্পৃহঃ। ১১॥২। শ্রীকবির্বিদেহম্॥

[কর্মাদিপরিহারেণাপি ভক্তিবিধানম্]

অগ্রে চ কর্মাদীন্ পরিহরন্ সাক্ষাদ্ভক্তিমেব বিধত্তে—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনা চ যজেদ্দেবং১ তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥ ৬২॥

[ভা. ১১. ৩. ৪৫-৪৮]

আর দ্বিতীয় শ্লোকে 'তন্মাত্রত্বের' উপায় বলিতেছেন—

"চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ মঙ্গলজনক জন্ম-কর্মসকল শ্রবণ করিয়া ও তদর্থক নাম ও গানসকল কীর্তন করিয়া নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে" ॥ ৬১ ॥ তদর্থক জন্ম ও কর্মবাচক ভগবানের যে নামাদি তাহা ত' সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায় না—এই আশঙ্কায় বলিলেন,—যে সকল নাম জগতে গীত (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ) আছে, সেই সকল নাম শ্রবণ ও গান করিতে করিতে বিচরণ করিবে। অসঙ্গ অর্থে নিস্পৃহ। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি কবির উক্তি॥

[কর্মাদিত্যাগ করিয়াও ভক্তির বিধান]

অতঃপর কর্মাদি পরিহার করিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিরই বিধান করিতেছেন—

"(অজ্ঞ) বালকদিগের অনুশাসনরূপ এই বেদে কর্মত্যাগেরই নিমিত্ত এইরূপ পরোক্ষবাদে কর্মসকলের বিধান বিহিত আছে। কিন্তু যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত কর্ম করে না, উক্ত বেদবিহিত কার্য না করায় তাহার অধর্ম হয় এবং সেই অধর্ম বশতঃ সে মৃত্যুর অনন্তর-গতি প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া থাকে)। যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য

১ 'বিধিনোপচরেদ্দেবং'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

ইত্যাদি।

পরোক্ষেতি টীকা চ—যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথা কৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—

তং বা এতং চতুর্হূতং সন্তং চতুর্হোতেত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া এব হি বেদাঃ।

ইতি। পরোক্ষবাদমেবাহ—কর্মমোক্ষায়েতি। নন্বু স্বর্গাদ্যর্থং কর্মাণি বিধত্তে ন কর্মমোক্ষার্থং তত্রাহ বালানামনুশাসনং যথা তথা। অত্র দৃষ্টান্তঃ—অগদমৌষধং যথা পিতা বালমগদং পায়য়ন্ খণ্ডলড্ডুকাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দদাতি চ তানি খণ্ডলড্ডুকাদীনি। নৈতাবতাগদস্য তল্লাভ-প্রয়োজনমপীত্বারোগ্যং, তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ কর্মাণি বিধত্ত ইত্যেষা।

নাচরেদিতি[১] টীকা চ—নন্বু কর্মমোক্ষশ্চেৎ পুরুষার্থস্তর্হি প্রথমমেব কর্ম ত্যাজ্যতামত আহ নাচরেদিত্যেষা।

হইয়া বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে তাহা অর্পণ করেন তিনিই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (জ্ঞান) প্রাপ্ত হন্। ফলশ্রুতি কেবল কর্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। (কিন্তু যে ব্যক্তি) সত্বর নিজের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কারবন্ধন) ছেদন করিতে ইচ্ছুক তিনি বেদোক্ত ও তন্ত্রকথিত বিধান অনুসারে কেশবের পূজা করিবেন"। ৬২ ॥

'পরোক্ষ'—ইত্যাদি শ্লোকের টীকা—যেখানে একপ্রকারস্থিত অর্থ সংগোপন করিবার জন্য অন্য প্রকার করিয়া বলা হয়, তাহাই পরোক্ষবাদ। এই বিষয়ে শ্রুতি যথা—'হোতৃ আদি চারিজন যে (যজ্ঞে) বিদ্যমান আছেন সেই এই চতুর্হূতকে পরোক্ষভাবে (বাস্তবিক পক্ষে) চতুর্হোতা বলে। কিন্তু বেদ সকল পরোক্ষপ্রিয়।' কর্মত্যাগের নিমিত্ত ইহাই বেদের পরোক্ষবাদ। আচ্ছা, স্বর্গাদি সুখভোগরূপ প্রয়োজনের নিমিত্তই ত' বেদে কর্ম সকলের বিধান, কর্মপরিত্যাগের নিমিত্ত ত' বিধান নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেমন অজ্ঞ বালকগণের প্রতি অনুশাসন, ইহাও সেই প্রকার। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ—পিতা যেমন বালককে ঔষধ পান করাইবার জন্য 'তুমি ঔষধ খাও, খণ্ড ও লাড়ু দিব' এই প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ পান করান এবং বালককে খাঁড় ও লাড়ু দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। ইহা দ্বারা ঔষধ পানের প্রয়োজন যে খাঁড় ও লাড়ু প্রাপ্তি তাহা নহে—কিন্তু আরোগ্যই ফল। সেই প্রকার বেদও অবান্তর (পৃথক্) ফলের দ্বারা প্রলুব্ধ করাইয়া কর্মত্যাগের নিমিত্তই কর্মের বিধান করিয়াছে। এই পর্যন্ত টীকা।

'কর্ম করিবে না'—এই শ্লোকের টীকা—কর্মত্যাগই যদি পুরুষার্থ হইল তবে

[১] 'নাচরেদ্ যস্থিতি'—হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ

অজ্ঞো—ন বিদ্যতে জ্ঞা শ্রীভগবতঃ কথাশ্রবণাদৌ শ্রদ্ধালক্ষণা ধীবৃত্তির্যস্য সঃ। অত এব তস্মিন্ ন প্রবর্তত[১] ইত্যর্থঃ। তথৈবাজিতেন্দ্রিয়ো ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ সন্ পারমেষ্ঠ্য-পর্যন্তভোগে বিরক্তো বা ন ভবতীত্যর্থঃ। "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত"[২] ইত্যাদৌ পরস্পর-নিরপেক্ষয়োঃ শ্রদ্ধাবিরক্ত্যোর্দ্বয়োরেব তত্তন্মর্যাদা[৩]ত্বেনোক্তেঃ। বিকর্মণা বিহিতাকরণরূপেণ মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুং মরণতুল্যং যাতনামুপৈতি, পুনঃ পুনর্মরণমুপৈতি যাতনাঞ্চোপৈতীত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বিহিতকর্মত্যাগে কথঞ্চিন্ন নিস্তারঃ। ঈশ্বরপ্রয়োজককর্তৃকস্য[৪] কর্মণ ঈশ্বরার্পণ-লক্ষণ-যথার্থানুষ্ঠানেন তৎপ্রসাদে ত্বসৌ সুতরামেব স্যাদিত্যাহ বেদোক্তমিতি। তস্মাদ্ বেদোক্তমেব কুর্বাণো ন তু নিষিদ্ধম্। নৈষ্কর্ম্যাং কর্মবন্ধাগোচরতারূপাং সিদ্ধিং লভতে। নন্বু কর্মণি ক্রিয়মাণে তস্মিন্নাসক্তিস্তৎফলঞ্চ স্যান্ন তু নৈষ্কর্ম্যরূপা সিদ্ধিরত আহ—নিঃসঙ্গো-

---

প্রথমেই 'কর্মত্যাগ কর' এই বুঝাইবার জন্য বলিলেন—কর্ম করিবে না ইত্যাদি। ইহাই টীকা।

অজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধারূপা বুদ্ধি যাহার নাই সেই। অতএব তাহাতে (বেদবিহিত কর্মে) তাহার অপ্রবৃত্তি। এবং 'অজিতেন্দ্রিয়' অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মপদ পর্যন্ত যে ভোগে বিরক্ত হয় নাই। '(যে পর্যন্ত বৈরাগ্য বা আমার কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে) ততদিন কর্মসকল করিবে'—এই বাক্যে শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্য পরস্পর নিরপেক্ষ হওয়ায় এই দুইটী হইল কর্মের সীমা।[৫] 'বিকর্ম দ্বারা' অর্থে বিহিত কর্মের অকরণ দ্বারা তাহাতে মৃত্যুর অনন্তর মৃত্যু অর্থাৎ মরণতুল্য যাতনা প্রাপ্তি হয়—ইহাই অর্থ। অতএব তাহাদের বেদবিহিত কর্মত্যাগে কোনপ্রকারে নিস্তার নাই। ঈশ্বর হইয়াছেন যে কর্মের প্রযোজককর্তা সেই কর্ম ঈশ্বরে অর্পণই যথার্থ অনুষ্ঠান। সুতরাং ঈশ্বরানুগ্রহেই কর্মের সিদ্ধি সম্যক্রূপে হয়। তাই বলিলেন—বেদোক্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরের আদিষ্ট) কর্ম করিবে কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম করিবে না। নৈষ্কর্ম্য অর্থে কর্মবন্ধের অগোচর—তদ্রূপ যে-সিদ্ধি তাহার লাভ হয়। আচ্ছা কর্ম করিলে কর্মে আসক্তি এবং ফল হইবেই—সুতরাং নৈষ্কর্ম্যরূপ সিদ্ধি হইতে পারে না। (উত্তরে)

১ 'প্রবৃত্তঃ'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ ভা. ১১ ২. ৯

৩ 'তন্মর্যাদা°' হস্ত লিখিত পুস্তকে।

৪ 'প্রযোজককর্তৃকর্মকর্মণঃ' – হস্তলিখিত পুস্তকে।

যেমন—'ভগবান্ মানুষকে কর্ম করাইতেছেন' এই বাক্যে ভগবান্ প্রয়োজক ও মানুষ প্রযোজ্য কর্তা।

৫ তাৎপর্য—এখানে বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাকেই কার্যের সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা না হওয়া পর্যন্তই কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। কারণ বৈরাগ্য হইলে 'নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগঃ'—বিরাগ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানযোগেই তাহার অধিকার—শ্রীভগবানের এই উপদেশহেতু জ্ঞানযোগেই তাহার অধিকার হয়। এবং শ্রদ্ধা হইলে 'জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্'—যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা হয় সে ভগবান্‌কে ভজন করে—শ্রীভগবানের এই বাক্যদ্বারা কেবল ভক্তিতেই তাহার অধিকার, কর্মে নয়।

ঽনভিনিবেশবান্। ঈশ্বরে তন্নিমিত্তমেব তত্রার্পিতং ন তু ফলোদ্দেশেন। নন্থ ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব। ন। রোচনার্থেতি কর্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। ততশ্চ কর্মাভিরুচ্যা বেদার্থং সম্যগ্বিচারয়তি। অথ চ—"যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"[1] ইত্যনেনাব্রহ্মজ্ঞস্য কৃপণতাং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্যেণ"[2] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানশেষতাং চাবধার্য নিষ্কামেষু কর্মসু প্রবর্ততে। ততঃ 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদিভিঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেনাবগমাদকামিতোঽসৌ ন ভবতীতি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ স্বত এব ভবতীতি স্থিতে কিমুত শ্রীমদীশ্বরার্পণেন তৎপ্রসাদে সতীত্যর্থঃ। তদেবং বিলম্বেনৈব নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধের্হেতুমুক্ত্বা, যথা "তরোর্মূলনিষেচনেন"[3] ইতিন্যায়েন সর্বধর্মপর্যাপ্তিহেতুং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিসাধ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদনস্যাপি শীঘ্রোপায়ং স্বাতন্ত্র্যেণাহ,—'য আশু' ইতি"। য আশু শীঘ্রমেব

বলিলেন—'নিঃসঙ্গ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিনিবেশ বিশিষ্ট নহে। (আমি কর্তা ইত্যাকার অভিনিবেশ যাহার নাই) তাহার কর্ম ঈশ্বরের নিমিত্তই, অন্য ফলের উদ্দেশ্য তাহাতে নাই।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা যখন (বেদে) ফল শুনা যায় তখন কর্ম করিলে ত' ফল হইবেই।

(উত্তর)—না, (ফল হইবে না)। ঐ কারণেই বলিলেন 'রুচির নিমিত্ত' অর্থাৎ (ফলশ্রুতি) কর্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত—ঔষধপানে খণ্ডলড্ডুকাদির ন্যায়। সেই হেতু কর্মের অভিরুচির দ্বারা বেদার্থের সম্যক্ বিচার করিতেছেন। অপর, 'হে গার্গি! যে এই অক্ষর (নির্বিকার) ব্রহ্মকে না জানিয়া (বিষয়সুখকামনা) লইয়া এই লোক হইতে গমন করে সে কৃপণ (দীন)'—এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির কৃপণতা (দীনতা) দেখাইয়াছেন। এবং 'সেই ইহাঁকে (বেদান্তের পরমাত্মাকে) ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনরূপ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন'—ইত্যাদি শ্রুতি যজ্ঞাদি যে জ্ঞানের অঙ্গ তাহাই অবধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্মে প্রবর্তিত করিয়াছেন। অতএব 'স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রার্থিত যে স্বর্গাদি ফল তাহারই প্রাপ্তি হয়; অপ্রার্থিত স্থলে স্বর্গাদি ফল হয় না; এই কারণেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি আপনা আপনি হয়। কর্ম ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে যে সিদ্ধিলাভ হয় সে বিষয় বলিবার কি আছে?[4] কিন্তু উক্ত প্রকারে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির কারণ বিলম্বে হয় বলিয়া বলিলেন 'যেমন তরুর মূল সেচনে স্কন্ধশাখা পরিপুষ্ট

১ বৃ. আ. ৩. ৮. ১০

২ বৃ. আ ৪. ৪. ২২

৩ ভা. ৪. ৩১. ১৪

৪ তাৎপর্য—'স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে'—এই বাক্যে স্বর্গকামনা যে ব্যক্তি করে তাহারই 'ফল স্বর্গ' হয়,

দেহদ্বয়াৎ পরস্য আত্মনো জীবস্য হৃদয়গ্রন্থিং দেহাহঙ্কারং নির্হর্ত্তুমিচ্ছুর্ভবতি স ত্বন্যৎ কর্ম্মাদিকং স্বরূপত এব ত্যক্ত্বা তন্ত্রোক্তেনাগমমার্গেণ চকারাদ্বেদোক্তেন চ বিধিনা প্রকারেণ কেশবং দেবমর্চয়েৎ।

অন্যদেবদৃষ্টিপরিত্যাগার্থস্তথোপসংহারশ্চ—

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরাম্মুচ্যতে হি সঃ ॥ ৬৩ ॥

[ভা. ১১. ৩. ৫৬]

আত্মানং পরমাত্মানম্।১১।৩। শ্রীমদাবির্হোত্রো বিদেহম্ ॥

অগ্রে চ ব্যতিরেকমুখেন—

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিভ্রমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ [ভা. ১১. ৫. ১]

হয়, (তেমনি ভগবানের আরাধনায় সর্বধর্ম পর্যাপ্ত হয)'—এই ন্যায দ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি দ্বারা সাধ্য যে হৃদয়গ্রন্থিভেদ, 'যে ব্যক্তি সত্বর' এই শ্লোকে তাহাব স্বতন্ত্র ও সত্বর উপায় বলিতেছেন—যে ব্যক্তি শীঘ্র দেহদ্বযের (স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের) অতীত যে আত্মা অর্থাৎ জীব তাহার হৃদযগ্রন্থি অর্থাৎ 'দেহে অহং বুদ্ধি' বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হয সে স্বভাবতই অন্য কর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্রোক্ত অর্থাৎ আগমমার্গ দ্বারা কেশবদেবকে অর্চনা করিবেন। 'এবং' বাচক 'চ'কার থাকায় বেদোক্ত বিধি দ্বারাও (কেশবের অর্চনা করিবেন)।

অন্য দেবদৃষ্টি পরিত্যাগের নিমিত্ত সেই প্রকার উপসংহার যথা—

"যে ব্যক্তি এই প্রকার (তান্ত্রিক বিধি অনুসারে) অগ্নি, সূর্য বা জলাদিতে অথবা অতিথিতে বা স্বীয় আত্মায ঈশ্বরের অর্চনা করেন, তিনি শীঘ্রই মুক্ত হন"। ৬৩ ॥ আত্মা অর্থে পরমাত্মা। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীআবির্হোত্রের (উক্তি) ॥

আর যে স্বর্গকামনাশূন্য হইয়া যজ্ঞ করে তাহার স্বর্গফল হয় না। পক্ষান্তরে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিই তাহার হয়। আর ঈশ্বরে ফল অর্পণ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার যে ঈশ্বরের অনুগ্রহস্বরূপ বিশেষ ফললাভ হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?

ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরম্—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬৪ ॥
[ভা. ১১. ৫. ২-৩]

পূর্বং শ্রীদ্রবিড়োপদেশেঽপি দেবকৃতশ্রীনারায়ণস্তুতৌ—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥
[ভা. ১১. ৪. ১০]

পরেও নিষেধ মুখে বলিয়াছেন—

(বিদেহ রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন)—'হে আত্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, যে সকল মনুষ্য প্রায়ই হরির ভজন করে না, সেই অবিজিতাত্মা এবং অশান্তকাম পুরুষগণের কি গতি হইবে ?'

(যোগীন্দ্র) এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের সহিত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ পৃথক্ গুণানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে।[১] সেই চারি বর্ণের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আপনাপন উৎপত্তিক্ষেত্র ঈশ্বরকে ভজন করে না, এবং জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়"[২]। ৬৪ ॥

পূর্বে শ্রীদ্রবিড়ের উপদেশে দেবকৃত শ্রীনারায়ণস্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে—'যাঁহারা তোমার (অর্থাৎ নারায়ণের) সেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই দেবতাকৃত বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কারণ তাঁহারা (দেবতার) নিজস্থান (স্বর্গ) অতিক্রম করিয়া তোমার পরমপদে গমন করিতেছেন। তোমাকে সেবা না করিয়া অন্যের (ইন্দ্রাদির) উদ্দেশ্যে যাহারা যজ্ঞে দেবতাগণের দেবভাগ

১ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু (জঘন) হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এবং পরমপুরুষের জঘন হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম ও মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম হইয়াছে।

২ 'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে।'
[চৈ. চ. ২. ২২ পরিচ্ছেদ]

ইত্যুক্তম্। তত্র চ যজ্ঞে স্বভাগান্ দদতঃ সুরকৃতা বিঘ্না ন ভবন্তি। ত্বাং সেবমানানাং তু মাৎসর্যেণ তৎকৃতাস্তে ভবন্তি কিন্তু যদীতি নিশ্চয়ে 'যদি বেদাঃ প্রমাণমি'তিবৎ নিশ্চিতমেব ত্বং তেষামবিতেতি। ত্বাং সেবমানো বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদঞ্চ ধত্তে প্রত্যুত তমেব সোপানমিব[১] কৃত্বা ব্রজতীত্যর্থঃ। তদেবং শ্রুত্বা সংসার এব তিষ্ঠতাং যৎ পর্যবসানং ভবেত্তৎ পৃষ্টং 'ভগবন্তম্' ইত্যাদিনা তত্রোত্তরয়ন্ প্রথমং তেষাং প্রত্যবায়িত্বমাহ 'মুখে'তি পাদোনদ্বয়েন। পর্যবসানমাহ 'স্থানাৎ' ইতি পাদেন।১১॥৫। শ্রীচমসো বিদেহম্॥

অগ্রে চ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ভক্তেরেবাভিহিতত্বে ভবেত্তস্য তদ্বিশেষপ্রশ্নোঽপি যুক্তঃ। 'কস্মিন্ কালে'[২] ইত্যাদিনা তথৈবোত্তরিতম্।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥৬৫॥
[ভা. ১১. ৫. ১৯]

দান করে তাহাদের বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আপনি যাহাদের রক্ষাকর্তা নিশ্চয়ই তাহারা বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করেন[৩]।'

সেখানে যজ্ঞে (দেবতার) নিজভাগ যাঁহারা দেন তাঁহাদের বিঘ্ন হয় না। তোমাকে (ভগবান্‌কে) যাঁহারা সেবা করেন তাহাদের প্রতি মৎসরতা হেতু বিঘ্নসকল হয়। 'কিন্তু যদি নিশ্চয়ই বেদ প্রমাণ' এই বাক্যে যেমন 'যদি' শব্দের অর্থ নিশ্চয়, তদ্রূপ এখানেও 'যদি' শব্দ নিশ্চয়ার্থক অর্থাৎ নিশ্চিতই তুমি (ভগবান) তাঁহাদের রক্ষক। তোমার সেবাকারী ব্যক্তি বিঘ্নের মস্তককে সোপান করিয়া পদনিঃক্ষেপে চলিয়া যান। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'সংসারেই যাহারা বিদ্যমান থাকে সেই সংসারিগণের পরিণাম কি?' তাহাই 'যে হরিকে (পূজা করে না)'—ইত্যাদি শ্লোকে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। তদুত্তরে 'মুখ বাহু' ইত্যাদি পাদন্যূন দুই শ্লোকে প্রত্যবায়িত্ব দোষ উল্লেখ করিলেন এবং শেষ চরণে 'স্থানচ্যুত হইয়া (পতিত হয়')—ইহাই শেষ পরিণাম বলিলেন। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীচমসের (উক্তি)॥

পরেও পূর্বোক্ত প্রকারে ভক্তির অভিধেয়ত্ব-কথনে (বিদেহরাজ) 'কোন্ কালে কি প্রকারে ভজন করিতে হয়' এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

১ 'সোপানীকৃত্য'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ ভা. ১১. ৫. ১৮

৩ তাৎপর্য—শ্রীভগবদ্ভজনে ইন্দ্রাদির স্থান যে স্বর্গাদি, তাহা অতিক্রম করিয়া সাধক ভগবৎ স্থানে গমন করে। মাৎসর্য হেতু ইন্দ্রাদি তাহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করেন। কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ বিঘ্নদ্বারা নষ্ট হন না। যেহেতু ভগবান্ তাঁহাদের রক্ষাকর্তা; সুতরাং সমস্ত বিঘ্নের মস্তকে তাঁহারা পদাঘাত করেন অর্থাৎ বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান।

নানৈব বিধিনা বিবিধেন মার্গেন। ১১।৫। শ্রীকরভাজনো বিদেহম্॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেঽপি—

ত্বন্তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্ ॥৬৬॥
[ভা. ১১. ৭. ৪]

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ"[১] ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাত্তং লক্ষ্যীকৃত্য তদ্দ্বারানোভ্য ত্রবোপদেশোঽয়ম। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহল্লক্ষণয়া ত্বং

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং নানাবিধ উপায়ে কেশব পূজিত হন্"। ৬৫॥

'নানা বিধি' অর্থে বিবিধ পথে। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীকরভাজনের (উক্তি)॥

শ্রীভগবান ও উদ্ধবসংবাদেও ইহা পাওয়া যায়—যথা—

"হে উদ্ধব, তুমি স্বজন ও বন্ধুসকলে স্নেহশূন্য হইয়া আমাতে (ভগবানে) সম্যক্ প্রকারে মনোনিবেশ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর"। ৬৬॥

'উদ্ধব আমা হইতে ন্যূন নয়' ইত্যাদি দ্বারা শ্রীমান্ উদ্ধব যে সিদ্ধ পুরুষ ইহা প্রসিদ্ধি আছে এবং সেই উপলক্ষ্য করিয়া অন্যের প্রতি এই উপদেশ। এই প্রকার অন্য স্থানেও বুঝিতে হইবে। অতএব 'জহল্লক্ষণা'[২] বৃত্তি দ্বারা 'তুমি' অর্থাৎ আমার পথানুগত ভক্তগণ 'বিচরণ কর' অর্থাৎ বিচরণ করুক—ইহাই অর্থ। সমদৃষ্টি অর্থে সমানদর্শী। আমা ব্যতীত অন্য

১ ভা ৩. ৪. ৩১.

২ সাহিত্য দর্পাকার জহৎস্বার্থলক্ষণাকে লক্ষণলক্ষণা নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

'অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পদার্থান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা॥' (সা দ. ২. ১১)

অর্থাৎ বাক্যার্থে পদের অর্থাৎ মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থের অন্বয় সিদ্ধির নিমিত্ত স্বকীয় অর্থের পরিত্যাগ সম্পন্ন হয় যে উপলক্ষণে তাহাই লক্ষণলক্ষণা। জহল্লক্ষণা শব্দের অর্থ—'যাহা সম্যক্ প্রকারে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে' অর্থাৎ মুখ্যার্থসম্বন্ধ যেখানে একেবারে নাই। যেমন বক্রোক্তি দ্বারা কেহ বলিল 'তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ তাহাতে আমি কি বলিব।' এখানে উপকার শব্দ থাকিলেও সে অর্থ বাদ দিয়া অপকারই বুঝাইল। সেই প্রকার এখানে "তুমি বিচরণ কর"—জহল্লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা উদ্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া 'তুমি' শব্দে অন্যকে বুঝাইল। অর্থাৎ অন্যই বিচরণ করুক।

ত্বদীয়মার্গানুগতো ভক্তো বিচরস্ব বিচরস্বিত্যেবার্থঃ। সমদৃক্ ত্বঞ্চ মাং বিনান্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তুশব্দো বহির্মুখনিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাপি পূর্বমিদমভিপ্রেতম্।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥
বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি তে।
গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥

[ভা. ১১. ৬. ৩১-৩৪]

ইতি ।১১॥ ঃ। ভগবান্॥

[ভক্তিযোগস্য সুখসাধ্যত্বম্]

অগ্রে চ জ্ঞানযোগস্য কেবলস্যাসাধ্যত্বং ভক্তিযোগস্য তু সুখসাধ্যত্বমানুষঙ্গিকতয়া জ্ঞানজনকত্বং স্বয়মপি পুরুষার্থত্বঞ্চেতি। যথা—

বস্তুতে তোমার হেয় ও উপাদেয় বুদ্ধি থাকিবে না। 'কিন্তু' শব্দ বহির্মুখজনের নিবৃত্তির জন্য। পূর্বেও (উদ্ধবের) এইরূপই অভিপ্রেত আছে—

'তোমার (অর্থাৎ ভগবানের) উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াও তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস হইয়া আমরা তোমার মায়াকে নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিব। পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল ব্যসনশূন্য ঊর্দ্ধরেতা শান্ত মুনিগণ তোমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করিয়া থাকেন। হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারে কর্ম্মপথে ভ্রমণ করতঃ তোমার ভক্তের সহিত তোমার বার্ত্তায় (অর্থাৎ তোমার নাম রূপ গুণ লীলাদি গান করিয়া) দুস্তর তমোমার্গ (সংসার) উত্তীর্ণ হইব। আপনার গতি, হাস্য, দর্শন ও ক্রীড়া—যাহা মনুষ্যলোকের ন্যায় আপনি অনুকরণ করেন, আপনার সেই সমস্ত কার্য্য ও বাক্য আমরা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতেছি।' ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি)॥

[ভক্তিযোগের সুসাধ্যতা]

জ্ঞানযোগ মাত্রেই অসাধ্য কিন্তু ভক্তিযোগ সুসাধ্য এবং আনুষঙ্গিকরূপে উহা জ্ঞানের জনক বলিয়া পুরুষার্থও বটে—ইহা পরে বলিতেছেন ; যথা—

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ [ভা. ১১. ১১. ১৭]

ইত্যন্তেন গ্রন্থেন জ্ঞানযোগমুক্ত্বা ভক্তিযোগমুদ্ভাবয়িতুমাহ—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ৬৭ ॥
[ভা. ১১. ১১. ১৮]

অত্র পরব্রহ্মপদেন পরতত্ত্বমাত্রমুচ্যতে, ন তু ব্রহ্মত্বভগবত্ত্বাদিবিবেকেনেতি জ্ঞেয়ং, সর্বত্র তৎসাম্যাৎ। তদেবং শব্দব্রহ্মাভ্যাসস্য পরব্রহ্মাভ্যাসঃ প্রয়োজনমিত্যুক্তম্। তত্র সর্বেষ্বেবাংশেষু বিশেষত উপনিষদ্ভাগেষু শব্দব্রহ্মণস্তৎপ্রতিপাদকত্বে স্থিতেঽপি তদ্বিচার-কোটিভিরপি পরব্রহ্মনিষ্ঠা ন জায়তে, কিন্তু তস্মিন্ যস্মিন্নংশে শ্রীভগবদাকারপরব্রহ্মলীলাদিকং প্রতিপাদ্যতে তদভ্যাসেনৈব ভগবদাকারে চ নিষ্ঠা জায়তে। তদুক্তং—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা-রসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখ দবার্দিতস্য ॥ [ভা. ১২. ৪. ৩৯]
শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ [ভা. ১০. ১৪. ৪]

'যিনি ভালমন্দ কোন কার্য্য করেন না ও কিছু উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট চিন্তা করেন না ও যিনি আত্মারাম, ও যিনি পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি দ্বারা জড়ের ন্যায় বিচরণ করেন তিনিই মুনি। এই শেষ উল্লেখ দ্বারা জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়া ভক্তিযোগের উদ্ভাবন করিতেছেন—'

"যিনি কেবল শব্দব্রহ্মে (বেদে) অভিজ্ঞ অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করেন না, তাঁহার শাস্ত্রে যে পরিশ্রম, তাহা কেবল বন্ধ্যা গো প্রতিপালনের ন্যায় বিফল হয়"। ৬৭ ॥

এস্থলে 'পরব্রহ্ম' বলিতে পরতত্ত্বমাত্রকেই বুঝাইল, কিন্তু ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্বাদির পার্থক্য বিচারে নয়। কেননা সর্ব্বত্র তাহাদের একটা সাম্য আছে (অর্থাৎ সকল স্থানেই ব্রহ্ম ও ভগবানের তত্ত্ব মূলতঃ সমান)। শব্দব্রহ্ম (বেদ) অভ্যাসের প্রয়োজনই হইল পরব্রহ্মের অভ্যাস;—সেই বেদের সর্ব্বাংশে বিশেষতঃ উপনিষদ্ ভাগে শব্দব্রহ্মরূপ পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিলেও বহু বিচার দ্বারা পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয় না, কিন্তু সেই শব্দব্রহ্মে শ্রীভগবদাকার যে পরব্রহ্ম

[ভগবল্লীলাহীনং ব্যাকং নাভ্যসনীয়ম্]

অত এব মদীয়লীলাশূন্যাং বৈদিকীমপি বাচং নাভ্যসেদিত্যাহ দ্বাভ্যাং-

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ৬৮ ॥

[ভা. ১১. ১১. ১৯]

ময়া শ্রীভগবতা হীনাং মম লীলাদিশূন্যাম্।

ময়া হীনাং বাচমিত্যুক্তং বিবৃণোতি—

তাঁহার লীলাদিই প্রতিপাদিত হয়।[১] 'সেই (শব্দব্রহ্ম) অভ্যাসের দ্বারা ভগবদাকারে (রূপগুণ লীলাবিশিষ্ট) ব্রহ্মাকারে (অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃতে) নিষ্ঠা জন্মে। তাই উক্ত হয়—

'অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবা ব্যতীত অন্য ভেলা নাই। হে বিভো, তোমার মঙ্গলবর্ত্মস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করেন, তণ্ডুলবিহীন তুষের আঘাতে যেমন শ্রম মাত্র ফল লাভ হয়, তাঁহাদের তাহাই লভ্য হয়।' (ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে।)

[ভগবল্লীলাশূন্য বাক্য অভ্যসনীয় নহে]

অতএব মদীয় লীলাশূন্য বৈদিক বাক্যও অভ্যাস করিবে না। তাহাই দুই শ্লোকে বলিয়াছেন—

"হে উদ্ধব ! যে ব্যক্তি দুগ্ধরহিত গাভী, অসতী ভার্যা ও পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, যোগ্যপাত্রে অদত্ত ধন এবং আমার লীলাকথাশূন্য বৈদিক বাক্যকে পোষণ করে, সেই ব্যক্তি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে"। ৬৮ ॥

'আমি' অর্থে ভগবান্, তৎশূন্য অর্থে আমার লীলাদিশূন্য।

(ভগবৎ) কথারহিত বাক্য (আলোচ্য হইবে না)—এই উক্তির বিস্তার করিতেছেন ; যথা—

১ বেদ ও উপনিষদাদি পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় যে তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের লীলাদিই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরন্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ৬৯॥

[ভা. ১১. ১১. ২০]

যস্যাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ কিন্তুদস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতু-রিত্যর্থস্ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ—লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাৎ, তাং নিস্ফলাং গিরং বেদলক্ষণামপি ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন—"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা"[১] ইত্যাদি।

অত এব গীতং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরি-কথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ[২] ॥

"হে উদ্ধব! যে বাক্যে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-জনক আমার (ভগবানের) বৃত্তান্ত না থাকে অথবা (প্রেম) লীলা-অবতারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত না হয়, সেই নিষ্ফল বাণী বেদোক্ত হইলেও ধীর ব্যক্তিগণ তাহাকে ধারণ করেন না"। ৬৯॥

যাহাতে জগতের শোধক আমার চরিতকথা না থাকে সেই চরিতকথা কি? না, এই বিশ্বের স্থিতি ইত্যাদি (সৃষ্টি নাশও) তাহার কারণ। ইহা অপেক্ষাও সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিচার করিয়া বলিলেন—লীলাবতারে বাঞ্ছিত জগতের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ ও রাম প্রভৃতির জন্মকথা যাহাতে না থাকে সেই নিষ্ফল বাক্য বেদবর্ণিত হইলেও বুদ্ধিমান্ জন তাহা পোষণ করেন না। তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'(লীলাকথাস্বাদনই) পুরুষের তপস্যার ও শাস্ত্র আলোচনার ফল' ইত্যাদি। অতএব কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্তন করিয়াছেন—

'হরিকথামৃত হইতে উপনিষৎ সম্বন্ধি শ্রবণ বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু উপনিষৎ-সম্বন্ধি কথা শ্রবণে চিত্ত গলিত হইয়া কম্প, অশ্রু ও পুলকাদির উদ্রেক করে না।'

[ভক্তিতেই জ্ঞানসিদ্ধি]

কেবল ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়—ইহা বলিয়া সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন।

১ ভা. ১. ৫. ২২
২ 'পুলকোদ্গমাঃ'—হস্ত লিখিত পুস্তকে।

[ভক্ত্যৈব জ্ঞানসিদ্ধিঃ]

তদেবং ভক্ত্যৈব জ্ঞানং সিদ্ধ্যতীত্যুক্ত্বা তচ্চ জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি—

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মষ্যর্প্য সর্বগে ॥ ৭০ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২১]

জিজ্ঞাসয়া "বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ"১ ইত্যাদিপূর্বোক্তপ্রকারকবিচারেণ। আত্মনি শুদ্ধজীবে। নানাত্বং দেবত্বমনুষ্যত্বাদিভেদমপোহ্য। এবং মল্লীলাদিশ্রবণেন মনো ময়ি ব্রহ্মাকারে সর্বগ অর্প্য ধারয়িত্বা উপারমেত।

[শুদ্ধা ভক্তিঃ]

তদেবং জ্ঞানমিশ্রং ভক্তিমুপদিশ্য তদনাদরেণানুষঙ্গসিদ্ধজ্ঞানগুণাং শুদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি চতুর্ভিঃ—

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ৭১ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২২]

যদীতি নিশ্চয়ে টীকায়াং "ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি"২ ইত্যাদিবৎ।

"এইরূপ (পূর্বোক্তপ্রকার) জিজ্ঞাসা দ্বারা আত্মাতে নানাত্বভ্রম নিরসনপূর্বক পরিপূর্ণরূপ আমাতে (ভগবানে) নির্মল অন্তঃকরণ অর্পণ করিয়া উপরত হইবে"। ৭০ ॥

জিজ্ঞাসা অর্থে 'গুণ হেতুই জীব বদ্ধ ও মুক্ত কিন্তু বস্তুতঃ তাদৃশ কিছু নয়'—এই পূর্বোক্তপ্রকার বিচার,—তদ্দ্বারা 'আত্মাতে' অর্থে শুদ্ধজীবে, 'নানাত্ব' অর্থাৎ দেবত্ব ও মনুষ্যত্বাদি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকারে আমার (ভগবানের) লীলাদি-শ্রবণের দ্বারা মন আমাতে অর্থাৎ সর্বগামী ব্রহ্মাকারে অর্পণ অর্থাৎ ধারণ করিয়া উপরত হইবে।

[শুদ্ধভক্তি]

এইপ্রকার জ্ঞানমিশ্র ভক্তির উপদেশ করিয়া তাহার অনাদর পূর্বক চারি শ্লোকে আনুষঙ্গিক রূপে যাহাতে জ্ঞান সিদ্ধ হয় এমন শুদ্ধভক্তির উপদেশ দিয়াছেন—

"(ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন)—যদি পরব্রহ্মে নিশ্চলরূপে মনোধারণ করিতে সমর্থ না হও তবে নিরপেক্ষ হইয়া সমুদায় কর্ম আমাতে অর্পণ কর"। ৭১ ॥

পূর্বশ্লোকে টীকায় 'তুমি যাহার রক্ষক সে নিশ্চয় বিঘ্নের মস্তকে পদক্ষেপ করে'—এ

১ ভা. ১১. ১১. ১
২ ভা. ১১. ৪. ১০

অত্র জ্ঞানেচ্ছুরেব[১]। শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি চ তাদৃশত্বমারোপ্যৈবেদমুচ্যতে। ততশ্চ 'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি'[২] ইত্যাদিপ্রমাণেন ভক্তিং বিনা কেবলজ্ঞানমার্গেণ মনো ব্রহ্মণি ধারয়িতুং নিশ্চিতমেবানীশো ভবসি। ততোঽপি স্বতো জ্ঞানাদিসর্বগুণসেবিতং ভক্তিযোগমেবাশ্রয়েতি তৎসোপানমুপদিশতি 'ময়ি' ইত্যাদিনা। অথবা প্রাক্তনভক্তিবলাভাবাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর্যদি তত্র মনো ধারয়িতুমনীশঃ স্যাত্তদাধুনাপ্যেবং কুর্বীতেতি যোজ্যম্। সমাচর অর্পয়। নিরপেক্ষো বাঞ্ছান্তররহিতঃ। ততশ্চ --

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা[৩] লোকপাবনীঃ।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্মুহুঃ।
মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ৭২ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২৩-২৪]

বাক্যের (শ্লোকে 'যদি' শব্দের) ন্যায় এখানেও 'যদি' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। এই শ্লোকে জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রতিও জ্ঞানেচ্ছুত্ব আরোপ করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন[৪]—'হে বিভো! মঙ্গলবর্ত্ম তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা ক্লেশ করে' ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম ধারণ করিতে মন নিশ্চয় অসমর্থ। তাহা (জ্ঞানযোগ) অপেক্ষা স্বাভাবিক পূর্বজ্ঞানাদি-সর্বগুণসেবিত ভক্তিযোগকেই আশ্রয় কর। তাহার উপায় বলিতেছেন :—'আমাতে (কর্মার্পণ কর)' ইত্যাদি। অথবা (অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন) :—প্রাক্তন ভক্তিবলের অভাব হেতু ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি যদি তাঁহাতে (ব্রহ্মে) মন ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে এখনও 'ইহা (ভগবানে কর্মার্পণ) কর,'—এই প্রকার যোজনা করিতে হইবে। 'সম্যক্ আচরণ কর' অর্থে অর্পণ কর। 'নিরপেক্ষ' অর্থে অন্যবাসনা শূন্য। তদনন্তর উক্ত হয়—

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মঙ্গলজনক লোকপবিত্রকারী আমার চরিত্র-কথা শ্রবণ এবং আমার কর্ম (কালীয়দমনাদি) গান ও স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম (নন্দোৎসবাদি) কর্ম অনুকরণ ও অভিনয় করে, হে উদ্ধব, আশ্রয়ান্তর-কামনাশূন্য সেই ব্যক্তি আমার আশ্রিত হইয়া আমার নিমিত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম আচরণ করিয়া সনাতন যে আমি তাহাতে নিশ্চলা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করে"। ৭২ ॥

১ 'প্রকৃতঃ' হস্তলিখিত পুস্তকে অধিকপাঠ।

২ ভা. ১০. ১৪. ৪

৩ 'সুভগা'—পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

৪ তাৎপর্য—এই শ্লোকে যে মনোধারণার কথা বলিলেন—এই উপদেশ জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকেই দিতে হয় কিন্তু উদ্ধব ত' জ্ঞানেচ্ছু নন্, তিনি ভক্ত, তাঁহাকে এ উপদেশ কেন? তদুত্তরে বলা যায়—উদ্ধব ভক্ত হইলেও লোক-শিক্ষার জন্য উদ্ধবের প্রতি জ্ঞানেচ্ছুত্ব আরোপ করিয়াই ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন।

টীকা চ — মদর্পণৈঃ কর্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ শ্রদ্ধালুরিতীত্যেষা।

অভিনয়ন্ জন্মকর্মলীলয়োর্মধ্যে যেঽংশা নিজাভীষ্টভাবভক্তিগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্বন্ ভগবদ্গতাং ভক্তান্তরগতাংশ্চ তানন্যদ্বারানুকুর্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। যো ধর্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব। যশ্চ কামো মহাপ্রাসাদবাসাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়সেবাদ্যর্থে মন্মন্দিরবাসাদিলক্ষণত্বেনৈব। যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরন্ সেবমানঃ। মদপাশ্রয়ঃ মদর্থ আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথাশ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং কালত্রয়েঽপ্যব্যভিচারিণীং লভতে, তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ সনাতন ইতি।

নন্বেবম্ভূতভক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্নিষ্ঠা বা কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্র হেতুমাহ—

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা ॥ ৭৩ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২৫]

ইতি ভক্ত্যা ভক্তিরুচ্যা স ভক্তো মামুপাসিতা ভজমানো ভবতি। তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ—

টীকা—আমাতে সমর্পিত কর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বের অন্তরঙ্গ ভক্তির উল্লেখ হইল। তাই 'শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া' ইত্যাদি শ্লোক। এই পর্যন্ত টীকা।

'অভিনয় করিয়া' অর্থে ভগবানের জন্ম, কর্ম ও লীলার মধ্যে যে সকল অংশ নিজের ভাব অর্থাৎ ভক্তির অন্তর্গত সেই সকল অংশ নিজে অনুকরণ করিয়া ভগবদ্গত বা অন্য ভাবের ভক্তান্তরগত যে লীলা তাহা অন্য দ্বারা বার বার অনুকরণ করাইয়া আর গোদানাদিরূপ যে ধর্ম তাহাও আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার জন্মাদি মহোৎসবের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠেয়। মহাপ্রাসাদে বাসাদির যে কামনা তাহাও আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সেবার জন্য আমার মন্দিরে বাসের ন্যায়। ধন সংগ্রহও আমার নিমিত্ত (অর্থাৎ)—কেবলমাত্র আমার সেবা আবশ্যকতায়। 'আচরণ করিয়া' অর্থে সেবমান হইয়া। মদপাশ্রয় অর্থে আমার নিমিত্ত আশ্রয়ান্তরশূন্য-চিত্ত হইয়া এই মৎকথা-শ্রবণাদিরূপ আমাতে নিশ্চলা অর্থে কালত্রয়েও (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানেও) অব্যভিচারিণী যে ভক্তি—তাহাই লাভ করে। যেহেতু সেই (ভক্তি-) সুখে কৈবল্যাদি মুক্তিরও অনাদর হয়। ভজনীয় ভগবানের (আবির্ভাব তিরোভাবরূপ) চঞ্চলতা হেতু সেই ভক্তি যে চলিয়া যাইবে—ইহা বিবেচনা করিও না।—তাহাতেই বলিলেন—'সনাতন' (ভগবান্)।

আচ্ছা, এই প্রকার ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা কি প্রকারে হয়? এই আশঙ্কায় (শ্রীভগবান্) ভক্তিমার্গের হেতু বলিয়াছেন—

"সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তি দ্বারা সেই ভক্ত আমাকে উপাসনা করিবে"। ৭৩॥

স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥ ৭৪ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২৫]

ইতি। অঞ্জসা ভক্ত্যনুষঙ্গেনৈব। পদং স্বরূপম্। ১১॥১১। শ্রীভগবান্ ॥

[ভক্তিযোগে শ্রেয়ঃপ্রাধান্যম্]

অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রবর্ত্তিততা স্বয়মেব মুখ্যতা, পরেষামর্বাচীনতা যথারুচিনানাজনপ্রবর্ত্তিততা তুচ্ছতা চেতি। যথা—শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥
ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ৭৫ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ১-২]

টীকা চ—শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি। কিং বিকল্পেন প্রাধান্যমুতাহো কিং বা একস্যৈব মুখ্যতা, একমুখ্যতা-পক্ষোত্থাপনে কারণং ভবতেতি। ন অপেক্ষিতমনপেক্ষা যস্মিন্ সঃ

'ভক্তি' অর্থে ভক্তিরুচি, তাহার দ্বারা সেই ভক্ত আমাকে 'উপাসনা করিবে' অর্থাৎ ভজমান হইবে। সেই ভক্তের মদীয় ব্রহ্মাকার ও ভগবদাকার সকলের স্বরূপ বিজ্ঞান অনায়াসেই হয়। তাই বলিলেন—

"সেই ভক্ত অনায়াসেই সাধুগণ কর্তৃক দর্শিত আমার পদ প্রাপ্ত হন"। ৭৪ ॥

'অনায়াসে' অর্থে অনুষঙ্গ হেতু অর্থাৎ ভক্তির অনুষঙ্গ হইতেও স্বরূপ জ্ঞান হয়। 'পদ' অর্থে স্বরূপ। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

[ভক্তিযোগে শ্রেয়ঃপ্রধানতা]

ভক্তি যোগই যে পূর্বসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক প্রবর্তিত ও স্বয়ং মুখ্য এবং অন্য (ধর্মাদি) নবীন ও রুচি অনুসারে নানাজন কর্তৃক যে প্রবর্তিত এবং তুচ্ছ—তাহাই পরে বলিতেছেন। শ্রীমান্ উদ্ধব (শ্রীভগবান্‌কে) বলিয়াছেন, যথা—

"হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মাদি ঋষিগণ নানাপ্রকার মঙ্গলের কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিকল্পে সকল গুলিরই প্রাধান্য অথবা একটী সাধনের প্রাধান্য ? হে স্বামিন্, আপনি নিরপেক্ষ (অর্থাৎ অহৈতুক) ভক্তিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা দ্বারা সর্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মন আপনাতে প্রবেশ করিতে পারে—(তাহাই কি প্রধান ?)।" ৭৫ ॥

অহৈতুকঃ। অয়মর্থো—ভবতা যো ভক্তিযোগ উক্তঃ, অন্যে চ যানি নিঃশ্রেয়সসাধনানি বদন্তি তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্বেষামুতাঙ্গাঙ্গিত্বম্। প্রাধান্যেনাপি সর্বেষাং কিং বিকল্পেন তুল্যফলত্বং যদ্বা কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যেষা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৭৬ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ৩]

টীকা চ—তত্র ভক্তিরেব মহাফলত্বেন মুখ্যা, অন্যানি তু স্ব-স্ব-প্রকৃত্যনুসারেণ খপুষ্পস্থানীয়স্বর্গাদিফলবুদ্ধিভিঃ প্রাণিভিঃ প্রাধান্যেন পরিকল্পিতানি ক্ষুদ্রকফলানীতি বিবেক্তুং প্রকৃত্যনুসারেণ বহুধা প্রতিপত্তিমাহ—'কালেনে'তি সপ্তভিঃ। মদাত্মকো ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন স ইত্যেষা।

টীকা—'মঙ্গল' অর্থে মঙ্গলের সাধন। বিকল্পে (সকলের) প্রাধান্য অথবা একেরই প্রাধান্য? একের প্রাধান্য বলিবার কারণ তো আপনিই বলিয়াছেন। 'নিরপেক্ষ' অর্থে অহৈতুক (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত)। ইহাই অর্থ:—আপনি স্বমুখে যে ভক্তিযোগের তাৎপর্য বলিয়াছেন, অন্য সকলেও পরম মঙ্গলের সাধনসমূহ যে বলেন, ফলবিষয়ে তাহারা সকলেই প্রধান, না অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধে অথবা বিকল্পে যে কোন একটী করিলেই তুল্যফল লাভ হয়? কিংবা কোন বিশিষ্টতা আছে? এই পর্যন্ত টীকা।

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যাহাতে আমার ধর্ম কথিত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য সকল কালক্রমে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সৃষ্টির পূর্বে (ব্রাহ্ম কল্পের আদিতে) যদ্দ্বারা আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হয় তাহাই আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম"। ৭৬॥

টীকা—মহাফলপ্রদ বলিয়া এ বিষয় ভক্তিই প্রধান। আকাশপুষ্প স্থানীয় স্বর্গাদিতে যাহাদের ফলবুদ্ধি এমন প্রাণিগণ কর্তৃক অন্য সকল (ধর্মকর্মাদির) প্রাধান্য পরিকল্পিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির ফল তুচ্ছ। 'কালক্রমে'—ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকের দ্বারা বহুপ্রকার প্রতিপত্তি দেখাইয়া প্রকৃতি অনুসারে সেইগুলির ফল যে অতি তুচ্ছ তাহাই বলিয়াছেন। ('মদাত্মক' অর্থে) আমাতে আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যৎকর্তৃক আবিষ্ট। ইহাই টীকা।

অথবা 'মদাত্মক' বলিতে নির্গুণরূপে প্রতিপাদন হেতু প্রাকৃতগুণশূন্য বলিয়া আমার স্বরূপভূত ভক্তিরূপ যে ধর্ম তাহা 'বলিয়াছিলাম' অর্থাৎ সর্বসমন্বয়ের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম।

যদ্বা মদাত্মকো মৎস্বরূপভূতো নিগুর্ণত্বাম্মৎস্বরূপভূতো ভক্তিলক্ষণো ধর্মঃ প্রোক্তঃ সর্বসমন্বয়ে প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ ।[১]

তদেবং সতি তস্যামেবানেকবিধশ্রেয়োবদনে হেতুমাহ—

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি ॥ ৭৭ ॥
[ভা. ১১. ১৪. ৮]

তৎপ্রকৃতীনাং মায়াগুণমূলত্বাদ্ মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ। অনেকান্তং নানাবিধম্। শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং তৎসাধনঞ্চ । যতঃ –

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৮॥
[ভা. ১১. ১৪. ১৯]

ন সাধয়তি ন বশীকরোতি। তপো জ্ঞানম্। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ।

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা ।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ৭৯ ॥
[ভা. ১১. ১৪. ২১]

ধর্মো নিষ্কামঃ। বিদ্যা শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানম্। তপস্তদীক্ষণম্।

এই প্রকার হওয়ায় সেই (বেদ লক্ষণা বাণীতে) অনেক প্রকার শ্রেয়ঃসাধন কথিত হইয়াছে। (শ্রীভগবান) তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন ; যথা—

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (উদ্ধব), আমার মায়াদ্বারা মোহিত-বুদ্ধি হইয়া পুরুষগণ কর্ম এবং অভিরুচি অনুসারে নানাপ্রকার শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলসাধনের কথা বলিয়া থাকে" । ৭৭ ॥

তাহাদের প্রকৃতির মূলে মায়ার গুণ থাকায় আমার মায়ায় তাহাদের বুদ্ধি মোহিত। 'অনেকান্ত' অর্থে নানাবিধ। 'শ্রেয়ঃ' অর্থে পুরুষার্থ, এবং তাহার সাধনও। যেহেতু (উক্ত হয়)—

"হে উদ্ধব ! যোগ, সাংখ্য (জ্ঞান), ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না যেমন সুতীব্রা ভক্তি আমাকে বশীভূত করে" । ৭৮ ॥

'সাধন করে না' অর্থে বশীভূত করে না 'তপ' অর্থে জ্ঞান। 'ত্যাগ' অর্থে সন্ন্যাস।

"সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম অথবা তপস্যা-সহকৃত বিদ্যা আমার ভক্তি বিহীন আত্মাকে নিশ্চয় সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে পারে না।" ৭৯ ॥

১ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ—'ভক্তিলক্ষণো' ইত্যর্থঃ' স্থলে 'নিগুর্ণত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ'।

ভক্তিলক্ষণৈস্তু—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৮০ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ২৫]

টীকা চ—ননু "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"[১] 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'[২] ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যো জ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্ত্যা ত্বৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে কুতো ভক্তিযোগেনেত্যুচ্যতে, অত্রাহ 'যথা যথে'তি। আত্মা চিত্তং পরিমৃজ্যতে শোধ্যতে মৎপুণ্যগাথানাং শ্রবণৈরভিধানৈশ্চ। ভক্তেরেবাবান্তরব্যাপারো জ্ঞানং ন পৃথগিত্যর্থ ইত্যেষা।

শ্রীভগবান্ ।১১।১৪।

'ধর্ম' অর্থে নিষ্কাম কর্ম, 'বিদ্যা' অর্থে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান। তপস্যা অর্থে তাঁহার ঈক্ষণ

(এক্ষণে) ভক্তিলক্ষণের দ্বারা বলিতেছেন—

"চক্ষু অঞ্জনসংযুক্ত হইলে যে প্রকার সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায় তদ্রূপ আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু (আমার স্বরূপ ও রূপগুণ-লীলাদির যথার্থতা) দেখিতে পায়"। ৮০ ॥

টীকা—আচ্ছা 'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন,' 'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে'—ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে বলা হয়। অতএব ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়—ইহা কিজন্য বলিতেছ? সেই বাদ নিরাস জন্য 'যে প্রকার' ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ। আত্মা অর্থ চিত্ত। পরিমার্জিত হয় অর্থাৎ শোধিত হয়—আমার পুণ্য কথা শ্রবণ ও কথনের দ্বারা (শোধিত হয়)। ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার জ্ঞান অর্থাৎ উহা পৃথক্ নহে[৩]। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

১ তৈত্তি. উ. ২. ১. ১

২ শ্বেতাশ্ব. ৬. ১৫

৩ তাৎপর্য—'জ্ঞান দ্বারা পরতত্ত্ব লাভ হয়'—এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানই সাধন। আবার 'শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণকীর্তনাদি রূপ ভক্তিতে তত্ত্বান্তর জ্ঞান হয়—ইহা দ্বারা ভক্তিই যে সাধন তাহাও নির্ণীত হয়। এই উক্তিদ্বয়ের বিরোধ খণ্ডন নিমিত্ত শ্রীস্বামিপাদ বলিলেন—ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার জ্ঞান। অর্থাৎ শ্রুতিতে যে জ্ঞানের নির্দেশ উহা ভক্তি হইতে পৃথক্ নহে—ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার মাত্র।

[ভক্তিযোগে জ্ঞানবৈরাগ্যাদীনামাদরাভাবঃ]

অগ্রে চ কর্মজ্ঞানভক্তিযোগান্[১] তত্তদধিকারিতায়াং পৃথগ্‌হেতুংশ্চোক্ত্বা জ্ঞান-কর্মানাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বমাহ পঞ্চভিঃ। তত্র জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বক্তুং তদধিকারহেতু-বৈরাগ্যাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ[২]।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৮১ ॥
[ভা. ১১. ২০. ২৯]

জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৮২ ॥
[ভা. ১১. ২০. ৩০]

[ভক্তিযোগে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির অভ্যাসের অনাদর]

পরে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের অধিকারিতা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হেতু বলিয়া জ্ঞান ও কর্মের অনাদর পূর্বক পাঁচ শ্লোকে[৩] ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব নির্দেশ করিবেন। সেই স্থানে জ্ঞানা-ভ্যাসের অনাদর বলিবার নিমিত্ত সেই (জ্ঞানাভ্যাসের) অধিকারের হেতু যে বৈরাগ্যাভ্যাস তাহার অনাদর বিধান করিতেছেন[৪] —

"যে মুনি প্রকৃষ্টরূপে উক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকায় হৃদয়স্থিত সমুদয় কামনা বিনষ্ট হয়"। ৮১ ॥

জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিয়া বলিতেছেন—

"(ভক্তির দ্বারা) আমার সাক্ষাৎকার হইলে (ভক্তের) স্বতই হৃদয় গ্রন্থিচ্ছেদ হয়, সর্বসংশয় নষ্ট হয়, কর্মসকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়"। ৮২ ॥

ভক্তির দ্বারা 'দৃষ্ট' অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলে।

আরও উক্ত হয়—

১ 'কর্মজ্ঞানভক্তিলক্ষণান্ ভক্তিযোগান্' – ইহা হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

২ মাসকৃৎ মা মাম্ অসকৃদিত্যর্থঃ।

৩ ভা. ১১. ২০. ২৯—৩৩

৪ তাৎপর্য—বৈরাগ্য হইলে জ্ঞান হয়, অতএব বৈরাগ্য জ্ঞানের কারণ। এখানে জ্ঞানের কারণ যে বৈরাগ্য প্রথমে তাহার অনাদর বলা হইয়েছে।

ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে।

তথৈবাহ—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৮৩ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩১]

টীকা চ—তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারিত্রয়মুক্তম্। তত্র ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি 'তস্মাদি'তি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য শ্রেয়ঃসাধনমিত্যেষা।

অত্র প্রায়োগ্রহণস্যায়ং ভাবঃ। ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব। তত্র যথাস্থিতেঽপি সদ্যো মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে, তথা 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'[১] ইত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ[২] স্যাত্তদা ভবত্বিতি[৩]। তদেবং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা।

"অতএব আমাতে সমর্পিতচিত্ত, এবং মদীয়-ভক্তিযুক্ত যে যোগি-গণ তাহাদের ইহলোকে প্রায়ই জ্ঞান ও বৈরাগ্য মঙ্গলের সাধন হয় না"। ৮৩॥

টীকা—এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা ত্রিবিধ অধিকারী উক্ত হইয়াছে।[৪] তন্মধ্যে অন্য (কর্ম ও জ্ঞান) ভক্তিকে অপেক্ষা করে কিন্তু ভক্তি কাহাকেও অপেক্ষা করে না—এই কারণে ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ ইহাই 'তস্মাৎ' এই তিনশ্লোকে উপসংহার (শেষ) করিলেন। 'মদাত্মা' অর্থে আমাতে (ভগবানে) 'আত্মা' অর্থাৎ চিত্ত যাহার (সমর্পিত) তাহার মঙ্গল সাধন—ইহাই (টীকা)।

১ ভ. গী. ১৮. ৫৪

২ 'ক্রমমুক্তিমার্গেণ প্রবৃত্তিকামনা স্যাৎ'—ইহা হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

৩ 'ভবত্বেবেতি' হস্তলিখিত পুস্তক।

৪ ইতঃপূর্বে ভা. ১১. ২০. ৬–৯ শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। 'নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু'—এই শ্লোকে কর্মফলে যাঁহারা বিরক্ত তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান-যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। 'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'—এই শ্লোকে কামনাসক্ত ব্যক্তিগণের কর্মযোগ উক্ত হইয়াছে। ভক্তি-যোগের অধিকারিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥'

অর্থাৎ,—কোন পরমভক্তের সঙ্গলাভ জন্য কৃপাবশতঃ আমার অর্থাৎ (শ্রীভগবৎ) কথায় যাহার শ্রদ্ধা হয় এবং যে কর্ম ও তৎফলে অত্যন্ত বিরক্তও নয় অথচ অত্যন্ত আসক্তও নয় তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ।

পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানাদিফলেঽপি সাধ্যে নাস্তীত্যাহ—

যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৮৪ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩২-৩৩]

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি যদ্ভাব্যং তৎ সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে। তত্রাপ্যঞ্জসা অনায়াসেনৈব কিং তৎ সর্বং ? তদাহ—স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণাপবর্গো মোক্ষসুখঞ্চ, তদতিক্রমি সুখঞ্চ ভবতীত্যাহ, মদ্ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চেতি।

'প্রায়' শব্দ গ্রহণের অভিপ্রায় এই যে যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। যেমন সদ্যো মুক্তিপথ থাকিলেও কাহারও কাহারও ক্রমমুক্তি পথে[১] প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রকার 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা (পরাভক্তি লাভ করে') গীতার এই উক্তি অনুসারে ক্রম-ভক্তিমার্গে যদি কাহারও প্রবৃত্তি হয়, তাহা হউক। (অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তিপথে না গিয়া কেহ যদি জ্ঞান বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা ভক্তি লাভের ইচ্ছা করে তাহার ক্ষতি নাই)। (কিন্তু) ভক্তিতে প্রেমরূপ সর্বফলের রাজা যে স্বফল তাহার প্রদান বিষয়ে জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই।

জ্ঞানাদির ফল পৃথক্ পৃথক্ সাধ্য হইলেও (ভক্তিতে জ্ঞানাদির অপেক্ষা) নাই ; তাহাই বলিতেছেন—

"কর্ম, তপস্যা ও জ্ঞানবৈরাগ্যের দ্বারা, যোগ ও দানধর্মের দ্বারা এবং (তীর্থযাত্রাদি) অন্যান্য মঙ্গল অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু সিদ্ধ হয়, তৎসকলই আমার ভক্ত মদ্‌ভক্তিযোগের দ্বারা অনায়াসে লাভ করে। (তাহাদের বাঞ্ছা নাই ; কিন্তু) যদি কখনও তাহারা ইচ্ছা করে, স্বর্গ, অপবর্গ এবং আমার ধাম (বৈকুণ্ঠ) সকলই পাইতে পারে"। ৮৪ ॥

অন্যান্য অর্থে তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বারাও যাহা হইতে পারে—সে সমস্ত মদ্‌ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ভক্ত লাভ করে। তাহাও আবার অনায়াসে লাভ করে। 'সকল' বলিতে কি ? না, স্বর্গাপবর্গ ইত্যাদি। সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি-ক্রমে বলিতেছেন 'স্বর্গ' অর্থে প্রাপঞ্চিক সুখ, অপবর্গ অর্থে মোক্ষসুখ ও তদপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ আমার বৈকুণ্ঠধামও (লাভ করে), যদি কথঞ্চিৎ অর্থাৎ ভক্তির উপকরণরূপে কোন ব্যক্তি উহা বাঞ্ছা করে। সেই বিষয়ে শ্রীচিত্রকেতু

১ অর্থাৎ সদ্যোমুক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া শতজন্ম স্বধর্মানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তারপর ব্রহ্মের সহিত মুক্ত হওয়া যায়। এই যে ক্রমমুক্তি পথ তাহাতে কাহারও কাহারও আস্থা দেখা যায়।

কথঞ্চিদ্ভক্ত্যুপকরণত্বেনৈব যদি বাঞ্ছতি কশ্চিৎ। তত্র শ্রীচিত্রকেত্বাদিবৎ স্বর্গবাঞ্ছা। তস্য ভক্ত্যুপকরণত্বঞ্চোক্তং[১] "রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন হরিমীশ্বরম্"[২] ইতি। শ্রীশুকাদিবদপবর্গবাঞ্ছা। তৎপ্রার্থনয়া গোশৃঙ্গোপরি সর্ষপস্থিতিকালং ব্যাপ্য[৩] শ্রীকৃষ্ণেন দূরীকৃতায়াং মায়ায়াং সত্যাং মাতৃগর্ভাদ্বহির্বভূবেতি ব্রহ্মবৈবর্তকথা। তত্র চ ভক্ত্যুপকরণত্বং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'[৪] ইত্যাদি গীতাবচনাৎ। তথা প্রাপ্তভগবৎপার্ষদতদীয়-বৃন্দবিশেষবদ্বৈকুণ্ঠেচ্ছা। তে হি প্রেম্না সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দসেবেচ্ছয়ৈব তৎ-প্রার্থ্যং প্রাপ্তবন্তঃ। "যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা"[৫] ইত্যাদিবৎ। ১১॥২। শ্রীভগবান্।

রাজা প্রভৃতির স্বর্গবাঞ্ছা দৃষ্টান্ত। তিনি (চিত্রকেতু) ভক্তির উপকরণরূপেই যে (স্বর্গকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন) ইহা বর্ণিত আছে। যথা—'চিত্রকেতু রাজা বিহারকালে বিদ্যাধরস্ত্রীগণের দ্বারা ঈশ্বর হরিকে গান করাইয়াছিলেন।[৬] শ্রীশুকদেবাদির ন্যায় মোক্ষসুখবাঞ্ছা যথাঃ[৭] –(শ্রীশুকদেবের) প্রার্থনানুসারে গোশৃঙ্গে সর্ষপস্থিতি পরিমিতকাল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মায়া দূরীকৃত হইলে শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে বহির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। সেখানেও 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা (পরাভক্তি লাভ করে)'—ইত্যাদি গীতাবাক্য হেতু (ভক্তির উপকরণত্ব)। আর যাঁহারা শ্রীভগবৎ পার্ষদ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভক্তবৃন্দের বৈকুণ্ঠেচ্ছা প্রাপ্তি বিশেষের ন্যায় তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ সেবার ইচ্ছায় তাঁহাদের প্রার্থনীয় (শ্রীবৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। (শ্রীবৈকুণ্ঠের বর্ণন) করিয়াছেন, যথা—'দেব শ্রেষ্ঠ হরির অনুবৃত্তি দ্বারা উহা (বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হওয়া যায়'। ইতি। ১১শ স্কন্ধের ২০তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি)॥

১ 'স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলক্রিয়ঃ' মুদ্রিতপুস্তকে এখানে অধিক পাঠ।

২ ভা ৬. ১৭. ৩

৩ 'গোশৃঙ্গোপরি' হইতে 'ব্যাপ্য' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৪ ভ. গী. ১৮. ৫৪

৫ ভা. ৩. ১৫. ২৫

৬ বিদ্যাধররাজ বিষ্ণুভক্ত চিত্রকেতু মুনিসভামধ্যে জটাধারী শিবের ক্রোড়ে ভবানীকে দেখিয়া শিবকে উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে মহাযোগী মহাদেব অসন্তুষ্ট হন নাই বটে তবে ভবানী রুষ্টা হইয়া চিত্রকেতুকে 'স্বর্গে অসুর-যোনি প্রাপ্ত হও,' এই শাপ প্রদান করেন। চিত্রকেতু সর্বত্র সমদর্শী ও শ্রীহরির দাস, তিনি প্রতিশাপ দিলেন না বা শাপমোচনের প্রার্থনাও করিলেন না, কেবলমাত্র ক্ষমা চাহিয়া স্বর্গবাসই অঙ্গীকার করিলেন। তিনি বৃত্রাসুররূপে জন্মিয়া বিদ্যাধরীগণের দ্বারা শ্রীহরিগুণলীলা গান করাইয়াছিলেন। সুতরাং এস্থলে স্বর্গবাসও ভক্তিসাধনের উপকরণ হইল।

৭ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা শ্রীশুকদেব মুক্ত হইয়াও লীলারসাস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং মোক্ষও ভক্তিসাধনের উপকরণ হইয়াছিল দেখা যায়।

[ভগবদ্ভজনমেব বিবেকাদীনাং ফলম্]

অন্তে চ—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ৮৫ ॥
[ভা. ১১. ২৯. ২২]

টীকা চ—অতো মদ্ভজনমেব বুদ্ধের্বিবেকস্য মনীষায়াশ্চাতুর্যস্য চ ফলমিত্যাহ—'এষে'তি। তামেব দর্শয়তি—সত্যমমৃতঞ্চ মা মামনৃতেনাসত্যেন মর্ত্যেন বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন ইহ অস্মিন্নেব জন্মনি প্রাপ্নোতীতি যৎ সৈব বুদ্ধির্মনীষা চেতি। বুদ্ধির্বিবেকো মনীষা চাতুর্যমিত্যেষা।

পূর্বং ভক্তিপ্রকরণস্য গতত্বাদিত্যতো হেতূপন্যাসঃ কৃতঃ।

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥[1] [ভা. ১০. ৭২. ১৯]

ইতি। ১১।২৯॥

[ভগবদ্ভজনই বিবেকাদির ফল]

(উদ্ধবের প্রতি উপদেশের) শেষে বলিলেন—

"অসত্য এবং নশ্বর মানবদেহ দ্বারা এই জন্মেই সত্য ও অমৃতরূপী অবিনাশী আমাকে লাভ করিয়া থাকে—ইহাই বুদ্ধিমান জনগণের বুদ্ধি এবং মনীষিগণের মনীষা"। ৮৫ ॥

টীকা—এই হেতু (অর্থাৎ ভগবদ্ধর্মলঙ্গণোপায সমীচীন বলিয়া) আমার ভজনই (জনগণের) বিবেক বুদ্ধির এবং মনীষার ফল। 'ইহাই' ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। সত্য ও অমৃতরূপী (আমাকে) অনৃতদ্বারা অর্থাৎ অসত্য অর্থাৎ মরণশীল বিনাশী মনুষ্যদেহের দ্বারা এই জন্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায—তাহাই বুদ্ধি ও মনীষা। 'বুদ্ধি' অর্থে বিবেক। 'মনীষা' অর্থে চাতুর্য্য। এই পর্যন্ত টীকা।

পূর্বে যাহা (বলা হইয়াছে) তাহা ভক্তিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব হেতু নির্দেশ করা হইল।

'হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি (মুদ্গল), শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত এবং আরও কত বহু প্রাণী এই অনিত্য (দেহের) দ্বারা নিত্য ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছেন।'[2]

১১শ স্কন্ধে ২৯তম অধ্যায়ে (ইহা উক্ত হইয়াছে) ॥

---

১ 'হরিশ্চন্দ্র' এই সম্পূর্ণ শ্লোকটী হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

২ তাৎপর্য—হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অনৃণী হইবার জন্য পত্নী পুত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া এবং নিজে চণ্ডালত্ব অঙ্গীকার করিয়াও অযোধ্যাবাসিগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। রন্তিদেব কুটুম্বাদিসহ আটচল্লিশ

[ভক্তিসাধনস্য শ্রবণপূর্বকত্বম্]

শ্রীশুকোপদেশোপসংহারে চ শ্রবণমুপলক্ষ্য—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখ দবার্দিতস্য ॥ ৮৬ ॥
[ভা. ১২. ৪. ৩৯]

টীকা চ—অন্যঃ প্লব উত্তরণসাধনং ন ভবেদুপায়ান্তরাভাবাদিত্যেষা।

অন্যাসামপি ভক্তীনাং তৎপূর্বকত্বেনৈব প্রবৃত্তেরুপায়ান্তরাসম্ভবত্বমুক্তম্। এতদনন্তরাধ্যায়শ্চ তাদৃশোপক্রমোপসংহারময় এব।

অত্রানুগীয়তেঽভীক্ষ্ণং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।[১]
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ [ভা. ১২. ৫. ১]

ইত্যুপক্রম্য[২]

[ভক্তিসাধনের শ্রবণপূর্বকতা]

শ্রীশুকদেবের উপদেশের উপসংহারেও শ্রবণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"যে পুরুষ নানা প্রকার দুঃখদাবানলে প্রপীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক তাহার পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবা ব্যতীত অন্য প্লব নাই"। ৮৬ ॥

টীকা—'অন্য প্লব' অর্থাৎ অন্য উত্তরণের সাধন নাই। যেহেতু অন্য উপায়ের সম্ভাবনা নাই। এই পর্যন্ত টীকা।

দিন অবধি জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, কোন প্রকারে যে অন্নপানাদি পাইয়াছিলেন তাহা যাচকগণকে দান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উঞ্ছবৃত্তি (মুদ্‌গল) ছয়মাসকাল কুটুম্বগণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও অতিথি সৎকার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিবিরাজা শরণাগত রক্ষণের নিমিত্ত নিজের মাংস শ্যেন'ক দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বলি ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণুকে (বামনদেবকে) সর্বস্ব দান করায়, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কপোতরূপী ব্যাধ অতিথিকে কপোতীর সহিত স্বমাংস দান করিয়া স্বর্গগত হইয়াছিলেন। কপোত কপোতীর এই সত্ত্বগুণ দেখিয়া ব্যাধ নিজে অত্যন্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রস্থান জন্য বনাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার অন্যেও এই অনিত্য শরীরের দ্বারা ধ্রুবলোক গমন করিয়াছেন।

১ 'অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ'—পাঠ আকর গ্রন্থে।

২ 'ইত্যুপক্রম্য'—মুদ্রিতপুস্তকের পাঠ।

এতত্তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবানৃপ"[১]।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
[ভা. ১২. ৫. ১৪]

ইত্যুপসংহারেঽপি, তাদৃশমহিমত্বেন পূর্বোক্তলীলাকথা শ্রবণস্যৈব প্রাধান্যাৎ। অত উপক্রমোপসংহারনির্দিষ্টত্বাৎ শ্রবণোপলক্ষিত-ভক্তেরেবাত্রাপি প্রাধান্যম্। যস্তু তন্মধ্যে "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি"[১] ইত্যাদিনা জ্ঞানোপদেশঃ স চ তস্য যা প্রাগবগতা ভক্তিনিষ্ঠা তস্যাঃ সম্প্রত্যপি স্থৈর্যপ্রকটনার্থ এব, একান্তভক্তেষু ভগবতা মোক্ষ বর-চ্ছদ্মনবৎ[২]। পূর্বমপি তন্নিষ্ঠয়া স্বতএব মরণভয়পরিত্যাগাদনন্তরঞ্চ শ্রুত্বাপি তজ্-জ্ঞানোপদেশং স্বস্য ভক্তিনিষ্ঠায়া এব স্বয়ং দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তত্র প্রাচীনা তন্নিষ্ঠা যথা প্রথমে "কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ"[৩] ইতি। "দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবঃ"[৪] ইত্যাদি তন্নিষ্ঠৈতৈব। তদ্ভয়পরিত্যাগো যথা তদ্বাক্যে—

অন্যান্য ভক্তিসাধনেরও এই শ্রবণপূর্বকত্ব হেতু প্রবৃত্তি হয়, এবং উপায়ান্তরের অসম্ভাবনা কথিত হইয়াছে। তদনন্তর অধ্যায়ে (লীলাশ্রবণাদির) সেই প্রকার উপক্রম এবং উপসংহার রহিয়াছে। (যথা উপক্রমে) বলিলেন :—'যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা ও যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ভগবান্ ঈশ্বর যে হরির স্বরূপ[৫]—এই পুরাণে তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে।' 'হে বৎস রাজন্, ইহা তোমাকে কথিত হইল যে বিষয়ে তুমি নিজে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। হে বৎস! সেই বিশ্বাত্মা হরির চেষ্টা আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। আর অধিক কি শুনিতে বাসনা,—তাহা বল'—এই উপসংহারেও শ্রবণাদির প্রভাব বর্ণিত হওয়ায় পূর্বোক্ত (শ্রীভগবৎ) লীলাকথা শ্রবণেরই প্রাধান্য—(উপায়ান্তরের সম্ভাবনা রহিল না)। অতএব উপক্রম ও উপসংহারে শ্রবণোপলক্ষিত ভক্তিই নির্দিষ্ট থাকায় এখানে (এই অধ্যায়ে) তাহারই প্রাধান্য নিরূপিত হইল। তাহার মধ্যে 'হে রাজন্ তুমি মরিবে এই (বুদ্ধি ত্যাগ কর)' ইত্যাদিদ্বারা যে জ্ঞানের উপদেশ, তাহা পূর্বে সেই (পরীক্ষিতের) যে ভক্তিনিষ্ঠা অবগত আছে সম্প্রতি সেই ভক্তিনিষ্ঠার স্থৈর্যপ্রকাশজন্যই উক্ত হইয়াছে; যেমন ঐকান্তিক ভক্তগণে শ্রীভগবানের

১ ভা. ১২. ৫. ২
২ 'মোক্ষবরচ্ছন্দনাৎ' হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।
৩ ভা. ১. ১৯. ৫
৪ ঐ ১. ১৯. ৭
৫ তাৎপর্য—সত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রাকৃত সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণ থাকিতে পারে না। সত্ত্বগুণের কার্য প্রসাদ (অনুগ্রহ) ও তমোগুণের কার্য ক্রোধের কথা বলা হইল যথা—(ভগবানের প্রসাদজ ব্রহ্মা এবং ক্রোধজ রুদ্র।) নির্গুণ ভগবানের সভক্তের সেবক জনে যে প্রসাদ (অনুগ্রহ) ও স্বভক্তদ্রোহীর প্রতি যে ক্রোধ তাহাও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই বুঝিতে হইবে।

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ। [ভা. ১. ১৯, ১৩]

ইতি। তজ্জ্ঞানোপদেশশ্রবণানন্তরমপি তাদৃশস্বনিষ্ঠায়াঃ স্থৈর্যদর্শনং যথা তত্র তাবৎ পদ্যত্রয়েণ তজ্জ্ঞানোপদেশমবহুমত্বা শ্রবণলক্ষণয়া ভক্ত্যৈব স্বকৃতার্থত্বমুক্তম্।

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে॥ [ভা. ১২. ৬. ২-৪]

ইতি। পুনশ্চৈকেন পদ্যেন তদ্বাক্যগৌরবমাত্রেণাঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য তক্ষকাদিভয়নিবৃত্তিহেতুত্বমুক্ত্বাপ্যন্যেন তদূর্ধ্বমধোক্ষজ এব বাক্‌চেতসোস্তন্নামকীর্তনধ্যানাবেশানুজ্ঞা প্রার্থিতা।

মোক্ষ বর দিতে যাওয়া একটী ছলনামাত্র—ইহাও তদ্রূপ। পূর্ব হইতেই ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা স্বতই মরণভয়পরিত্যক্ত হওয়ায়, অনন্তর সেই জ্ঞানোপদেশেও বিস্তর ভক্তিনিষ্ঠাই স্বয়ং দেখাইবেন। তন্মধ্যে পূর্বকালীন ভক্তিনিষ্ঠা যথা প্রথমস্কন্ধে—'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন' এবং 'অনন্যচিত্ত হইয়া মুকুন্দের (চরণ ধ্যান করিয়াছিলেন)'—ইত্যাদিস্থলে ভক্তিনিষ্ঠাই সুপ্রকটিত। (ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা) মরণভয়পরিত্যাগ পরীক্ষিতের বাক্যে প্রকটিত—যথা—'ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহক বা তক্ষক আমাকে দংশন করুক, আপনারা (ঋষিগণ) ভগবানের লীলা কীর্তন করুন্।' সেই জ্ঞানোপদেশ শ্রবণের পরও তাদৃশ নিজ নিষ্ঠার স্থিরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইস্থলে পদ্যত্রয় দ্বারা ঐ জ্ঞানোপদেশকে বহু মনে না করিয়া শ্রবণলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই নিজের কৃতার্থতাব কথা (পরীক্ষিৎকে) নিজেই বলিয়াছেন।

'অনাদি নিধন যে হরিকে আমি (গর্ভমধ্যে ও বাল্যকালে) সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তাঁহার কথা যে আপনি শুনাইলেন তাহাতে করুণাত্মা আপনাকর্তৃক আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। তাপসংতপ্ত (মাদৃশ) অজ্ঞ লোকের প্রতি অচ্যুতাত্মা ভবাদৃশ মহতের এই প্রকার যে অনুগ্রহ ইহা আমি আশ্চর্য মনে করি না। যে পুরাণ সংহিতাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে সেই পুরাণ সংহিতা আপনার নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিলাম।'

পুনরায় একটী পদ্যে তাঁহার (শ্রীশুকদেবের) বাক্য গৌরবে স্বীকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই যে তক্ষকাদি হইতে ভয় নিবৃত্তির কারণ—তাহা বলিয়া পরীক্ষিৎ অন্য শ্লোকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উর্ধ্ব অধোক্ষজ (যে শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাতে নামকীর্তন ও ধ্যানাবেশের নিমিত্ত যথাক্রমে বাক্য ও চিত্ত

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্ম নির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥ [ভা. ১২. ৬. ৫-৬]

ইতি। অথ পুনরন্যেন পদ্যেনাজ্ঞাননিরাসকজ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধিশ্চ ভগবৎপদারবিন্দ-দর্শনানন্দান্তর্ভূতৈব 'মম স্ফুরতী'তি বিজ্ঞাপিতম্। যথা—

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥ [ভা. ১২. ৬. ৭]

ইতি। অত্র পদশব্দস্য চরণারবিন্দাভিধায়কত্বে

জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ [ভা. ১. ১৮. ১৬]

ইত্যেবাস্তি প্রথমে সাধকম্। তদেতৎ প্রকরণার্থস্তত্র[১] শ্রীসূতেনৈব স্পষ্টীকৃতঃ।

সমর্পণ করিবার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন।

'হে ভগবন্ মৃত্যুর কারণ তক্ষকাদি হইতে আমি আর ভয় করিতেছি না। যেহেতু তোমাকর্তৃক দর্শিত অভয়-স্বরূপ ব্রহ্মে আমি প্রবিষ্ট হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমাকে অনুমতি কর, আমি অধোক্ষজে (শ্রীকৃষ্ণে) বাক্য[২] সংযম করি, এবং বাসনারহিত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি।'

অনন্তর অন্য পদ্যে অজ্ঞাননিরাসক জ্ঞান ও বিজ্ঞানসিদ্ধি যে শ্রীভগবানের পদারবিন্দ দর্শনসুখের অন্তর্ভূত তাহাই 'আমার স্ফূর্তি হইতেছে'—এই উক্তিতে (পরীক্ষিৎ কর্তৃক) বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যথা—

'জ্ঞান (ভগবদ্‌বিষয়ক) ও বিজ্ঞানের (অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুভব) নিষ্ঠা দ্বারা আমার অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে। (কারণ) আপনিই আমাকে মঙ্গলজনক ভগবানের পরমপদ দেখাইয়াছেন।'

এখানে 'পদ' অর্থে শ্রীচরণারবিন্দ। ইহাতে ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের কথিত জ্ঞান দ্বারা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'—প্রথম স্কন্ধের এই বিবরণই

১ 'প্রকরণার্থস্তু'—হস্তলিখিত পুস্তক।
২ এখানে বাক্য পদটী উপলক্ষণ বলিয়া অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ও বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ [ভা. ১. ১৮. ২]
নোত্তমঃশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎ কথামৃতম্।
স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎ পদাম্বুজম্ ॥ [ভা. ১. ১৮. ৪]

ইতি। তথা পূর্বং দ্বাদশস্যৈব তৃতীয়ে প্রথমস্কন্ধান্তঃস্থস্য—

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎকার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা ॥ [ভা. ১. ১৯. ৩৪]

ইত্যস্য রাজপ্রশ্নস্যোত্তরত্বেন ভগবদ্ধ্যানকীর্তনে এব স্বয়ং শ্রীশুকদেবেনাপ্যুপদিষ্টে—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসম্ভবঃ ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ [ভা. ১২. ৩. ৪১-৪৩]

ইত্যাদিনা ততস্তত্র কেশব অবহিতঃ কৃতাবধান আত্মভাবমাত্মনো ভক্তিম্। অস্তু তাবদায়াসসাধ্যং জ্ঞানম্। হি যস্মাদনায়াসসাধ্যাৎ কীর্তনাদেবেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি

সূচিত হইতেছে। এই প্রকরণের অর্থ শ্রীসূতমহাশয় সেইখানে স্পষ্টভাবেই কীর্তন করিয়াছেন; যথা—

'শ্রীভগবানে অর্পিতচিত্ত থাকায় (মহারাজ পরীক্ষিৎ) ব্রাহ্মণকোপ-সমুত্থিত প্রাণনাশক মহত্তর তক্ষক সমাগত হইলেও মোহ প্রাপ্ত হন্ নাই। যে সকল ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের কথামৃত পান এবং তদীয় শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করেন অন্তকালেও তাঁহাদের বুদ্ধির ভ্রম জন্মে না।'

(পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন)—'আপনি যোগিগণের পরমগুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, পুরুষের বিশেষতঃ মুমূর্ষুব্যক্তির পক্ষে কি কার্য করিলে সিদ্ধিলাভ হয়?'—প্রথম স্কন্ধের অন্তর্গত এই মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে পরে দ্বাদশস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীভগবানের ধ্যান ও কীর্তন (দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ হয়)—ইহাই স্বয়ং শুকদেব উপদেশ করিয়াছেন—

'হে রাজন্, সর্বতোভাবে অবহিত হইয়া কেশবকে হৃদয়ে ধারণ কর। ম্রিয়মাণব্যক্তি তাঁহাতে মনে ধারণ করিলে মরণের উত্তর কালে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। ম্রিয়মাণ জন কর্তৃক ভগবান্ হরি সম্যক্ প্রকারে ধ্যেয়। সর্বসম্ভব সর্বাত্মা হরি মরণকালে ধ্যানকারীকে আত্মভাব

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"[১] ইত্যাদিনা "এবমেতন্নিগদিতম্"[২] ইত্যন্তেন গ্রন্থেন নানাঙ্গবান্ শুদ্ধভক্তিযোগ এব তত্রোত্তরত্বেন পর্যবসিতঃ। তত্রাপি "পিবন্তি যে ভগবতঃ"[৩] ইত্যাদিনা লীলাকথাশ্রবণ এব পরমপর্যবসানং দৃশ্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি"[৪] ইত্যাদিকং তদ্ভক্তিনিষ্ঠাপ্রকটনার্থমেবেতি। যতো ভক্তাবেব তদুপদেশস্য তাৎপর্যম্। অত এব দ্বিতীয়স্যাষ্টমে রাজপ্রার্থনা চ নান্যথা স্যাৎ। "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্"[৫] ইতি। তদেবং পিবন্তীত্যাদ্যুপক্রমবাক্যসংবাদেনাপি সাধ্বেব স্থাপিতং "সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরম্"[৬] ইত্যাদি। ১২॥৪। শ্রীশুকঃ ॥

দান করেন। হে রাজন্! দোষের আকর হইলেও কলির একটি মহদ্‌গুণ এই যে কৃষ্ণকীর্তনেই জীব বন্ধমুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করে।'

'তাঁহাতে' অর্থাৎ কেশবে 'অবহিত' (অর্থে) কৃতাবধান। 'আত্মভাব' অর্থে আত্মার ভক্তি। থাকুক পরিশ্রম সাধ্য জ্ঞান—যে হেতু অনায়াস সাধ্য কীর্তন হইতেই (সিদ্ধি)—ইহাই অর্থ। দ্বিতীয় স্কন্ধেও 'ইহা (লীলাকথাস্বাদন) ভিন্ন অন্য মঙ্গল পথ নাই' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'এই প্রকার ইহা উক্ত হইল'—এই অন্ত শ্লোক পর্যন্ত বহু অঙ্গ বিশিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিযোগ পূর্বপ্রশ্নের উত্তররূপে পর্যবসিত হইয়াছে। সেখানেও (দ্বিতীয়স্কন্ধে) 'যাহারা ভক্তগণের আত্মরূপী ভগবানের কথামৃত পান করেন' ইত্যাদি লীলাকথাশ্রবণেই পর্যবসান দেখা যায়। অতএব ঠিকই বলা হইয়াছে 'হে মহারাজ! মরিব' (এই চিন্তা) তুমি (ত্যাগ কর)।' ইহাতে তাঁহার (পরীক্ষিতের) ভক্তিনিষ্ঠাই প্রকাশ পাইয়াছে। যে হেতু ভক্তিই তাঁহার (শুকদেবের) উপদেশের তাৎপর্য। অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে (২য় শ্লোকে)—'নিঃসঙ্গ মন কৃষ্ণে নিবেশ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করি'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রার্থনারও অন্যথা করা হয় নাই। অতএব '(কথামৃত) পান করে' এই বাক্যদ্বারা উপক্রম করিয়া 'দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাহারা ইচ্ছুক (তাহাদের লীলাকথা ছাড়া অন্য ভেলা নাই)'—ইত্যাদি বাক্য উৎকৃষ্টরূপেই উপসংহারে উপন্যস্ত হইয়াছে। ইতি। ১২শ স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের (উক্তি)॥

১ ভা. ২. ২. ৩৩
২ ঐ ২. ৩. ১
৩ ঐ ২. ২. ৩৭
৪ ঐ ১২. ৫. ২; সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ:—'ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥'
৫ ঐ ২. ৮. ২
৬ ঐ ১২. ৪. ৩৯

[ভগবৎকীর্ত্তনাদিষ্বাদরঃ]

শ্রীসূতোপদেশান্তেহপি পঞ্চভিঃ—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ৮৭ ॥

[ভা. ১২. ১২. ৩৯]

টীকা চ—ইদানীং জ্ঞানকর্মাদরাদপি[১] ভগবৎকীর্ত্তনাদিষ্বেবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ নৈষ্কর্ম্যং, তৎপ্রকাশকং যজ্জ্ঞানং যতো নিরঞ্জনং উপাধিনিবর্ত্তকং, তদপি অচ্যুতভক্তি-বর্জিতং চেন্ন শোভতে নাপরোক্ষপর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থ ইত্যাদিকা।

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদ-পদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥ ৮৮ ॥

[ভা. ১২ ১২. ৪০]

[ভগবৎকীর্ত্তনের আদর]

শ্রীসূত মহাশয়ের উপদেশান্তেও পাঁচ শ্লোকে উক্ত হয়। যথা—

"নৈষ্কর্ম এবং তৎপ্রকাশক নির্মলজ্ঞান অচ্যুতভক্তি-বর্জিত হইলে যখন শোভা পায় না তখন চিরকালের[২] দুঃখাত্মক যে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী কর্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে যে শোভা পাইবে না ইহাতে আর বলিবার কি আছে?" ৮৭॥

টীকা—অধুনা জ্ঞান ও কর্মের আদর অপেক্ষা ভগবৎকীর্ত্তনাদিতেই যে আদর সর্বথা কর্তব্য ইহাই বলিতেছেন। নৈষ্কর্ম্য বলিতে তৎপ্রকাশক জ্ঞান—যে হেতু উহা নিরঞ্জন (অর্থাৎ) উপাধি নিবর্তক। কিন্তু তাহাও অচ্যুত-ভক্তি বর্জিত (হইলে) শোভা পায় না, অর্থাৎ (তত্ত্ব) সাক্ষাৎকার পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না—ইহাই অর্থ। এই পর্যন্ত টীকা।

১ 'কর্মানাদরাদপি'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ 'চিরকাল' বলিতে কি সাধনকাল, কি ফলকাল—সকল সময়েই।

টীকা চ—কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ স যশো-যুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলং, ন পরম-পুরুষার্থঃ। গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধর-পাদপদ্ময়োরবিস্মৃতির্ভবতীত্যেষা।

তথা—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ[1]
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাঞ্চ ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৮৯ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৪১]

স্পষ্টম্।

তথা—

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ-
মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥ ৯০ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৪২]

"এবং বর্ণাশ্রমের আচার ও তপস্যা এবং শাস্ত্রশ্রবণাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশঃশ্রীর নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু হরির গুণানুবাদ শ্রবণাদির দ্বারা যে মহান্ পরিশ্রম, তাহাতে লাভ এই যে শ্রীধরের পাদপদ্মদ্বয়ের বিস্মৃতি হয় না"। ৮৮ ॥

টীকা—বর্ণাশ্রমাচারাদি বিষয়ে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল যশোযুক্ত কীর্তি অথবা সম্পদ্ বিষয়েই হয়—তাহাতে পরম পুরুষার্থ হয় না। কিন্তু গুণানুবাদাদি দ্বারা শ্রীধরপাদপদ্ম-যুগলের বিস্মরণ হয় না। এই পর্যন্ত টীকা।

আরও উক্ত হয়—

"শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মযুগলের যে অবিস্মরণ তাহা অশুভ নাশ করে, মঙ্গল বিস্তার করে, চিত্তের শুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত পরম ভক্তি জ্ঞান জন্মায়"। ৮৯॥

(ইহার অর্থ) স্পষ্ট। তথা—(শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন)—

১ 'শ্রীধরপাদপদ্ময়োঃ'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

টীকা চ—তদেবং শ্রোতৄনাত্মানঞ্চাভিনন্দয়ন্নাহ তথা যূয়মিতি দ্ব্যাভাম্[1]। তথা হে দ্বিজাগ্র্যা যদ্ যস্মাদাত্মন্যন্তঃকরণে শ্রীনারায়ণমাবিবেশ্য শশ্বদ্ ভজত সম্ভাবনায়াং লোট্। অতো ভূরিভাগা বহুপুণ্যবন্তঃ[2] কথম্ভূতমখিলাত্মভূতং সর্বান্তর্যামিণমত এব দেবং সর্বোপাস্যম্। অদেবং ন দেবোঽন্যো যস্য তম্। কুত ঈশম্। যদ্বা যস্মাদ্ যূয়ং ভূরিভাগাস্তপআদিনা সম্পন্নাস্ততো নারায়ণং ভজতেতি বিধিরিত্যেষা।

অত্র তপআদিসম্পত্তেঃ সার্থকত্বং নারায়ণভজনেন ভবতীতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ। তথা—

অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরাণে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদস্যৃষীণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৯১ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৪৩]

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা বহুভাগ্যবান্। যে হেতু আপনারা নিখিলজগতের আত্মরূপী ঈশ্বর অদেবদেব নারায়ণকে নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভজন করিতেছেন"। ৯০ ॥

টীকা—এই প্রকারে শ্রোতৃগণকে (ঋষিগণকে) ও নিজেকে অভিনন্দিত করিয়া 'আপনারা (বহু ভাগ্যবান)' এই দুই শ্লোকোক্তি করিলেন। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! যে হেতু অন্তঃকরণে শ্রীনারায়ণকে আবেশ করাইয়া নিত্য ভজন করিতেছেন; এখানে সম্ভাবনা অর্থে লোট্ (এই লকারের প্রয়োগ)। অতএব আপনারা বহুভাগ্যবান্ অর্থাৎ বহুপুণ্যবান্। কি প্রকার হরিকে (ভজন করেন)? না, 'অখিলাত্মভূত' অর্থাৎ সর্বান্তর্যামী, অতএব 'দেব' অর্থাৎ সকলের উপাস্য। 'অদেব' অর্থে অন্য দেবতা যাহার নাই সেই। কেন (অন্য দেব নাই)? কারণ তিনি ঈশ্বর। অথবা যেহেতু আপনারা তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত সেই হেতু নারায়ণকে ভজন করেন—ইহাই বিধি। এই পর্যন্ত টীকা।

অতএব তপস্যা প্রভৃতি সম্পদের সার্থকতা যে নারায়ণ-ভজনের দ্বারাই হইবে—তাহাই শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়।

তথা (শ্রীসূত ঋষিগণকে বলিলেন)—

"আপনাদের কর্তৃক আমার পরমাত্মতত্ত্ব (শ্রীনারায়ণ) সম্যক্ প্রকারে স্মারিত হইল। যাহা পূর্বে আমি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনে ঋষিগণের সভায় পরমঋষি শ্রীশুকদেবের বদন পদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম"। ৯১ ॥

১ 'যূয়মিতি দ্বাভ্যাং'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।
২ 'বহুপুণ্যাঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

এতৎপ্রসঙ্গেনাহঙ্কাত্মতত্ত্বমখিলাত্মভূতং নারায়ণং স্মারিতঃ। তং প্রতি পরমোৎকণ্ঠিতীকৃতোঽস্মীত্যর্থঃ। যদাত্মতত্ত্বং মে ময়া মহর্ষিবক্ত্রাচ্ছ্রুতম্ ।১২॥১২। শ্রীসূতঃ ॥

[উপদেশবাক্যেন ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্]

তদেবমস্মিন্ শ্রীমতি মহাপুরাণে গুরুশিষ্যভাবেন প্রবৃত্তানামুপদেশশিক্ষাবাক্যেষু ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং সাধিতম্। তথা—

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্[১]।
অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্॥ [ভা. ১. ১৬. ৬]

ইত্যনুসারেণ সর্বেষামিতিহাসানামপি তন্মাত্রতাৎপর্যত্বং জ্ঞেয়ম্। বিস্তরভিয়া তু ন বিব্রিয়তে। অন্যত্র চ তদেব দৃশ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৯২ ॥
[ভা. ৬. ৩. ২২]

এই প্রসঙ্গ দ্বারা আমারও অখিলাত্মভূত আত্মতত্ত্ব নারায়ণ স্মারিত হইল—আমি সেই নারায়ণের প্রতি পরম উৎকণ্ঠিত হইলাম—ইহাই অর্থ। 'যাহা' অর্থে আত্মতত্ত্ব—উহা আমি মহর্ষিবদন হইতে শুনিয়াছিলাম। ইতি। ১২শ স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে শ্রীসূতের (উক্তি)॥

[উপদেশবাক্যের দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব]

এই শ্রীমন্মহাপুরাণে (ভাগবতে) গুরু ও শিষ্যভাবে প্রাপ্ত উপদেশ বাক্যসমূহে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সাধিত হইয়াছে। তথা (শৌনকঋষির উক্তি)—

'হে মহাভাগ! সূত! যদি সেই (কলিনিগ্রহরূপ কর্ম) বিষ্ণুকথাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা বিষ্ণুর পাদপদ্ম-মধুলেহনকারী ভক্তগণের কথাশ্রিত হয় তবে তাহা বলুন।' এই শ্লোকানুসারে সমস্ত ইতিহাসেরই যে ভক্তিমাত্রে তাৎপর্য ইহাই বুঝিতে হইবে। পরন্তু গ্রন্থবিস্তারভয়ে ইহা বিবৃত হইল না।

সেই প্রকার (শ্রীভাগবতের) অন্যত্রও (অভিধেয়ত্ব) দৃষ্ট হয়। অন্বয়-মুখে উক্তি—

"শ্রীভগবানের নামকীর্তন দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ হয়—ইহলোকে জীবমাত্রের তাহাই এতৎ পরিমিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম''। ৯২ ॥

১ 'বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ; আকর গ্রন্থেতেও তদ্রূপ।

পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্মঃ সার্বভৌমো ধর্ম এতাবানেব স্মৃতো নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ—তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এবকারেণান্যব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থপ্রযোজ্যত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ। ৬॥৩। শ্রীযমঃ স্বভটান্॥

তথা চ—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৯৩॥

[ভা. ৬. ১. ১৫]

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ।৬॥১। শ্রীশুকঃ॥

'পুরুষ সকলের' (অর্থে) জীবমাত্রের। 'শ্রেষ্ঠ ধর্ম' অর্থে সার্বভৌম ধর্ম। এতৎপরিমিত ধর্ম অর্থাৎ ইহা হইতে অধিক নয়। সেই পরিমিত ধর্ম কি? (তাই বলিলেন) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নাম কীর্তনরূপ যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভক্তি, 'তাহাই'—(এই নিশ্চয়ার্থক) 'এব' শব্দের দ্বারা অন্য দেবতার (নাম গ্রহণাদি) নিষিদ্ধ হইল। উহা (আরও) স্পষ্টরূপে বিবৃত হইল,—'ভগবানেই' (এই উক্তি দ্বারা)। যদি কর্মাদি বিষয়ের সদ্গুণাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে নামগ্রহণাদি প্রযোজিত হয় তাহা হইলে নামের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না, কেন না,—নাম তখন তুচ্ছ-ফলে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং নামের নিকট অপরাধ হেতু সেস্থলে ক্ষয়শীল ফললাভই হয়;—ইহাই ভাব[১]। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিজ দূতগণের প্রতি শ্রীযমের উক্তি॥

আরও (উক্ত হয়)—

"ইহলোকে ভক্তিমার্গই পরম মঙ্গলদায়ক এবং সমীচীন পথ,—এই পথে কোন বিঘ্নাদির আশঙ্কা নাই। এই পথে নারায়ণ-পরায়ণ, সুশীল, দয়ালু এবং নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন"। ৯৩॥

এই পথ শ্রীনারায়ণের ভক্তি মার্গ। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

সেই (শ্রীভাগবতেই) অন্বয়মুখে ভক্তির সর্বশাস্ত্রফলত্ব কৈমুতিক[২] ন্যায়ের সহিত বলিতেছেন—

১ তাৎপর্য্য—কেবলমাত্র ভগবন্নামগ্রহণাদির দ্বারাই পরম ধর্ম হয়। কর্মের অঙ্গ বা উপকারক মনে করিয়া অথবা ফলাধিক্য লাভের জন্য যদি কেহ সেই নাম গ্রহণ করে তাহা হইলে নামের প্রতি গৌণত্ব আরোপ করায় নামের নিকট অপরাধ হয়,—তখন সেই নামে কর্মাদি জন্য ক্ষয়শীল ফলই লাভ হয়, অর্থাৎ অক্ষয়প্রেম রূপ ফললাভ হয় না।

২ 'কৈমুতিক'–'কিমুত বক্তব্যম্'–এ বিষয়ে আর কি বলিব, এই প্রকার উল্লেখের নাম কৈমুত্য। অতএব

তত্রৈবান্বয়েন সর্বশাস্ত্রফলত্বং সকৈমুত্যমাহ—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৯৪ ॥
[ভা. ৩. ১৩. ৪]

পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতেরয়মেবার্থঃ প্রয়োজনমীড়িতঃ শ্লাঘিতঃ। কোঽসৌ ? মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু বর্ততে তেষাং তদ্‌গুণানাং ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকানামনুস্মরণং যৎ সোঽয়মিতি। ততঃ সুতরামেব শ্রীমুকুন্দস্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং "বাসুদেবপরা বেদাঃ"[১] ইত্যাদি।

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ [ভা. ২. ২. ৩৪]

"হে মুনে, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিদ্যমান, তাঁহাদের যে গুণানুবাদশ্রবণ তাহাই পুরুষসকলের চিরকালের শ্রমোপার্জিত শাস্ত্রাদি শ্রবণের (অধ্যয়নের) ফল। পণ্ডিতগণ উহার যথাযথভাবে প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীমুকুন্দের গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ শ্রবণ যে সর্বশাস্ত্রের পরমমুখ্য ফল তাহা আর কি বলিতে হইবে" ? ৯৪ ॥

পুরুষগণের 'শ্রুত' অর্থাৎ বেদার্থ, তাহার অবগতি, তাহার 'অর্থ' অর্থাৎ ফল। 'স্তুত' অর্থে (প্রশংসিত)। মুখ্যফল কি ? না, মুকুন্দের পদারবিন্দ যাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, ভগবদ্ ভক্তিই যাঁহাদের আত্মা—তাঁহাদের গুণ সকলের যে অনুশ্রবণ তাহা মুখ্য ফল। সেই হেতু মুকুন্দের গুণসকলের অনুশ্রবণ ত' আরও (মুখ্য ফল)—ইহাই অর্থ। উক্ত হইয়াছে—'বেদ সকল বাসুদেব পর' ইত্যাদি।

'ভগবান্ (ব্রহ্মা) কূটস্থ (একান্তচিত্ত) হইয়া সমগ্র বেদ তিনবার বিচার করিয়া যাহা হইতে আত্মরূপী হরিতে রতি হয় মনীষা দ্বারা তাহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন।'

পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্রনামে (ধৃত হইয়াছে)—

'সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাতে ভুলিবে না। সমস্ত বিধি নিষেধ এই দুইয়ের অধীন।'

শ্রীমুকুন্দের গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ শ্রবণ যে সব শাস্ত্রের পরমমুখ্য ফল তাহা আর কি বলিতে হইবে ?

১ ভা. ২. ২. ২৮

তথা চ পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম্নি—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গপুরাণে চ—

আলোড্য[১] সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ [লি. পু. ২. ৭. ১১]

অত এব বেদাত্মর্পণমন্ত্র ইতি—

বিদ্যাতপোধ্যান-যোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ।
ব্রহ্মযজ্ঞস্ততো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥

৩ ॥ ১৩। শ্রীবিদুরঃ ॥

[বর্ণাশ্রমাচারবিধানস্য ভক্তিরেব ফলম্]

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপমচরিতং ফলং ভক্তিরেব। যথা—

দানব্রত-তপো-হোম-জপস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥
[ভা. ১০. ৪৭. ২১]

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে ও লিঙ্গপুরাণেও (সেইরূপ বর্ণিত আছে)—

'সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইল যে নারায়ণ সদাই ধ্যেয়।'

অতএব বেদার্পণাদি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়—

'(আমি তপ করিতেছি, বিদ্যা ও ধ্যান জনিত ক্লেশ করিতেছি।) যিনি অযোনি (কারণান্তররহিত) অথচ বিদ্যা, ধ্যান ও তপস্যার যোনি—সেই ব্রহ্মযজ্ঞরূপী বিষ্ণু জনার্দন দেব আমার প্রতি প্রীত হউন।'

ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে শ্রীবিদুরের (উক্তি) ॥

সেহেতু শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচার বিহিত হইয়াছে তাহারও উপমারহিত ফল ভক্তিই। যথা—

"দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন ও অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়ঃ সাধনের দ্বারা মানব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই উপার্জন করিয়া থাকে"। ৯৫ ॥

১ 'আলোচ্য'—মুদ্রিত পুস্তকে।

দানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণসন্তোষার্থৈরিতি[১] জ্ঞেয়ম্। 'তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনঃ'[২] ইত্যাদি। বৃহন্নারদীয়ে—

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জিতম্।
তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দন ॥ [বৃ. না. পু. ৩৭. ৫০]

ইতি। অগস্ত্যসংহিতায়াং—

ব্রতোপবাসনিয়মজন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ভক্তির্ভবতি মাধবে[৩] ॥

ইতি। এতদেব ব্যতিরেকেণোক্তং "ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্"[৪] ইত্যাদৌ, "যশঃশ্রিয়ামেব"[৫] ইত্যাদৌ চ। ১০ ॥ ৪৭। উদ্ধবঃ শ্রীব্রজদেবীম্ ॥

[ভক্তিমূলান্যেব জ্ঞানাদিসর্বসাধনানি]

যচ্চ তত্র জ্ঞানমভিধীয়তে তদপি ভক্ত্যন্তর্ভূততয়ৈব লভ্যম্। যথা—

শ্রীকৃষ্ণসন্তোষার্থ দানাদি দ্বারা—ইহাই জানিতে হইবে। 'সেই কর্মই কর্ম, যাহা দ্বারা হরি সেবিত হন' ইত্যাদি শ্লোকে, (অপর) 'সেই জন্মই জন্ম,' ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই উক্ত হয়। বৃহন্নারদীয়ে যথা—

'যাঁহারা কোটী কোটী জন্ম সম্যক্ প্রকারে পুণ্য উপার্জন করিয়াছে, তাঁহাদের দেবদেবে জনার্দনে শুদ্ধা ভক্তি হয়।'

অগস্ত্যসংহিতায় যথা—

কোটি কোটি জন্মের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, নিয়ম এবং বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা মাধবেই সম্যক্ প্রকারে ভক্তি হইয়া থাকে।'

ব্যতিরেক বা নিষেধমুখে (শ্রীভাগবত) বলেন—'সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম (তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ কথাতে যদি রতি না জন্মে, সে ধর্ম শ্রমমাত্র)' এবং '(বর্ণাশ্রমাচারাদিতে যে পরিশ্রম) তাহা কেবল যশঃশ্রীর নিমিত্তই'—ইত্যাদি। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৪৭তম অধ্যায় শ্রীব্রজদেবীর প্রতি উদ্ধবের (উক্তি) ॥

১ 'শ্রীকৃষ্ণার্পিতৈরিতি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর।

২ ভা. ৪. ৩১. ৭

৩ 'রাঘবে'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

৪ ভা. ১. ২. ৮

৫ ঐ ১২. ১২. ৫.

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুতে তে গতিং পরাম্ ॥ ৯৬ ॥

[ভা. ১০. ১৪. ৫]

হে ভূমন্, ইহ লোকে পূর্বং বহবো[1] যোগিনোঽপি সন্তো যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বয়ি অর্পিতেহা লৌকিক্যপি চেষ্টা। তথার্পিতানি যানি নিজানি[2] কর্মাণি তৈর্লব্ধয়া কথারুচিরূপয়া, পুনশ্চ কথোপনীতয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া ভক্ত্যৈবাঞ্জসা সুখেন বিবুধ্যাত্মতত্ত্বমারভ্য শ্রীভগবত্তত্ত্বপর্যন্তমনুভূয় তব পরামন্তরঙ্গাং গতিং প্রাপ্তাঃ। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ'[3] ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধাং ভক্তিমুপদিশ্যাহ—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। [ভ. গী. ১০. ১১]

ইতি। ১০ ॥ ১৪। ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥

[জ্ঞানাদি সর্বসাধনের ভক্তিই মূল]

তথায় (শ্রীভাগবতে) যাহা জ্ঞান বলিয়া কথিত, তাহাও ভক্তির অন্তর্ভূত। যথা—

"হে ভূমন্ (প্রাচুর্যময়) অচ্যুত, বহু যোগী ইহলোকে পূর্বকালে তোমাতে তাহাদের চেষ্টাদি সমর্পণ করিয়া নিজ কর্মলব্ধ একমাত্র কথারূপ ভক্তি দ্বারাই অনায়াসে তোমার পরম গতি লাভ করিয়াছেন"। ৯৬ ॥

অর্থাৎ হে ভূমন্, ইহলোকে পূর্বে বহুলোক যোগী হইয়া যোগসাধনে জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ায় পশ্চাৎ লৌকিক চেষ্টা ও নিজ কর্ম তোমাকে অর্পণ করিয়া তাহাতে তোমার সামীপ্য লাভ করিয়া তোমার কথারূপ ভক্তি দ্বারাই সুখে আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবৎতত্ত্ব পর্যন্ত অনুভব করিয়া তোমার অন্তরঙ্গা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগীতোপনিষদেও 'আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা' হইতে—ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ প্রসঙ্গে (ভগবান্) বলিয়াছেন—

'যাহারা আমাকে ভজন করে তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত আত্মভাবস্থ হইয়া দীপ্তিশালী জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজাত তমঃ (অবিদ্যা) নাশ করি।' ইতি। ১ম স্কন্ধে ২৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার (উক্তি) ॥

১ 'বহবো' পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

২ 'নিজানি' পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

৩ ভ. গী ১০. ৮

যান্যন্যানি সর্বাণি তত্র পুরুষার্থসাধনান্যুচ্যন্তে তান্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব। যথা--

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥ ৯৭ ॥

[ভা. ১০. ৮১. ১৬]

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্"[১] ইত্যাদিন্যায়েন "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ"[২] ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্বথা তদ্বহির্মুখাণাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা স্কান্দে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥

ইতি। তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ –

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥

[ভা. ১০. ৭২. ৪]

অন্য যে সকল পুরুষার্থ-সাধন সেখানে (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে, সে সকলও তদ্রূপ ভক্তিমূলই। যথা—

"পুরুষগণের স্বর্গ ও অপবর্গ এবং পাতালে ও পৃথিবীতে যে সম্পৎ আছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণার্চনই সে সমস্ত সিদ্ধির মূল"। ৯৭ ॥

'কি মন্ত্রে (অর্থাৎ স্বরাদিতে) ও কি তন্ত্রে (অর্থাৎ পদ্ধতি ক্রমাদিতে) যে ছিদ্র হয় (তাহা ভগবন্নাম কীর্তনে পূর্ণ হয়)' ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে, এবং '(ভগবানের) মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে (বর্ণাদি উৎপন্ন বলিয়া ভগবদ্ ভজন কর্তব্য)'—ইত্যাদি উক্তির নিশ্চয়তা থাকায় ভগবদ্‌বহির্মুখগণের সিদ্ধি লাভ হয় না—ইহাই অর্থ। স্কন্দপুরাণে যথা—

• 'বিষ্ণুভক্তি-হীনগণের শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী ক্রিয়া সকল স্বৈরিণী স্ত্রীর ব্যভিচারের ন্যায় কেবল শরীরের ক্লেশই ফলরূপে উৎপাদন করে।'

(ভাগবতে) শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

'হে কমলনাভ! যাঁহারা তোমার অমঙ্গল নাশক চরণদ্বয়কে অবিরত সেবা করেন,

১ ভা. ৮. ২৩. ১৬
২ ভা. ১১. ৫. ২

ইতি। অত উক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥ [বৃ. না. পু. ৪. ৪]

১০ ॥ ৮১। শ্রীদামবিপ্রঃ ॥

তদেবং তানি সাধনানি ভক্তিজীবনান্যেবেতি ভক্তেরেব সর্বত্রাভিধেয়ত্বম্। তানি বিনাপি ভক্তেরেব তত্র সাধকত্বমপি দর্শিতম্। 'অকামঃ সর্বকামঃ'[১] ইত্যাদৌ। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলহবাক্যং—

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে চ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দনে ॥

ধ্যান করেন, এবং কীর্তন করেন,—তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হয়। হে ঈশ্বর, আর যদি তাঁহারা মঙ্গল প্রার্থনা কবেন, তাহাও প্রাপ্ত হন,—কিন্তু অন্যে উহা পায় না'।[২]

এই হেতু বৃহন্নারদীয়ে কথিত হইয়াছে—

'সমস্ত লোকের সলিল যেমন জীবন, তদ্রূপ সমস্ত সিদ্ধির জীবন ভক্তি।'

ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৮১তম অধ্যায়ে শ্রীদামবিপ্রের (উক্তি) ॥

(জ্ঞানকর্মাদি) সমস্ত সাধনের জীবনই হইল ভক্তি। অতএব সর্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব। এমন কি উক্ত সমস্ত সাধন ব্যতীত ভক্তিই স্বয়ং (সর্ব পুরুষার্থের) সাধক। 'অকাম অথবা সর্বকাম'—ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই দেখান হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণে পুলহের বাক্য—

'যজ্ঞে যিনি যজ্ঞপুরুষ, যোগে যিনি পরমপুরুষ, সেই জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে অপ্রাপ্য আর কি থাকিতে পারে?'

অতএব মোক্ষধর্মে কথিত হইয়াছে—

'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে যে সাধন-সম্পত্তি আছে,—যে ব্যক্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছে,—সে ঐ সাধনসম্পত্তির সংশ্রব ব্যতীতও তাহা লাভ করিয়া থাকে।'

সেই হেতু সর্ব শাস্ত্র শ্রবণের ফলস্বরূপ ভক্তির যে অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। অতএব স্বয়ং ভগবান্—'কালক্রমে প্রলয়বশতঃ নষ্ট হইলে আমা কর্তৃক বেদরূপী

১ ভা. ২. ৩. ১০

২ তাৎপর্য—যাঁহারা তোমার চরণারবিন্দের আরাধনা করেন, তাঁহাদের ভক্তি একমাত্র পুরুষার্থ হইলেও যদি ভক্তির অনুকূলরূপে কোন প্রার্থনা করেন তবেই সংসার নাশ ও সমস্ত কামনা সিদ্ধি হয়।

অত এব মোক্ষধর্মে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

ইতি। তস্মাৎ সাধূক্তং সর্বশাস্ত্র-শ্রবণফলত্বেন তদভিধেয়ত্বম্। অত এব প্রথমং স্বয়ং ভগবতা সৈব প্রবর্তিতেত্যুক্তং 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা, ময়া'[১] ইত্যাদিনা তদেবং সতি যে তু নাতিকোবিদাস্তে তত্তদর্থং কর্মাদ্যঙ্গত্বেনৈব শ্রীবিষ্ণূপাসনং কুর্বতে। ততস্তদপরাধেন নিজকামনা-মাত্রফলপ্রদত্বং তত্রানিয়তত্বঞ্চ তস্যাস্তদর্থমপি স্বতন্ত্রত্বেন ক্রিয়মাণায়া ভক্তেস্ত্ববশ্যং তত্তৎফলপ্রদত্বম্। ন চ তত্তন্মাত্র-দানেন পর্যাপ্তিঃ কিন্তু পর্যাবসানে পরমফলপ্রদত্বমেবেতি। ততস্তস্যা এব পরমহিতত্বেনাভিধেয়ত্বমাহ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদ-পল্লবম্ ॥ ৯৮ ॥

[ভা. ৫. ১৯. ২৮]

বাণী পুনরায় স্মৃত হয়'—এই শ্লোক দ্বারা সেই ভক্তিই প্রথমে প্রবর্তিত করিয়াছেন। পরন্তু যাঁহারা নাতিবিজ্ঞ তাঁহারা সেই সেই প্রয়োজন নিমিত্ত কর্মাদির অঙ্গরূপে বিষ্ণুর উপাসনা করেন। সেই অপরাধ নিবন্ধন ভক্তি দেবী তাঁহাদিগকে নিজ বাসনামাত্র ফল প্রদান করেন, কিন্তু তাহাও নিয়ত নয়। ভক্তির জন্যই ভক্তির স্বতন্ত্ররূপে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি অবশ্য তত্তৎ ফল প্রদান করেন, কিন্তু কেবল তাহাই দান করিয়া নিবৃত্ত হন না, শেষে পরম ফলও দান করেন। সেই হেতু পরম হিতকর বলিয়াই ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা—

"যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইলে প্রার্থিত বিষয় মনুষ্যদিগকে দান করেন তথাপি সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে পরমার্থদ বলা যায় না—যেহেতু পুনর্বার তাঁহাদিগকে প্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা একান্তভাবে ভজন করেন তাঁহাদের অন্য কোন ইচ্ছা থাকিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষ ছাড়াইয়া সর্বকাম পরিপূরক নিজপাদপল্লব দান করেন"[২]। ৯৮ ॥

১ ভা ১১. ১৪. ৩

২ ভক্তি প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি দেয় গুণে আকর্ষিয়া ॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার বিধান ॥

অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ নৃণামর্থিতং সত্যমেব দদাতি। ন তত্র কদাচিদ্ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। কিন্তু তথাপি তন্মাত্রেণার্থদো ন ভবতি, তন্মাত্রং দত্ত্বা নিবৃত্তো ন ভবতীত্যর্থঃ। যত উপাসকস্তত্রাপূর্ণত্বাদ্ভোগক্ষয়ে সতি তদৈব পুনরর্থিতা ভবতি, "ন জাতু কামঃ কামানাম্"[১] ইত্যাদেঃ। তদেবমভিপ্রেত্য স তু[২] পরমকারুণিকস্তৎপাদপল্লবমাধুর্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতামিচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লবমেব বিধত্তে, তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তম্ "অকামঃ সর্বকামো বা"[৩] ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে—

যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং[৪] মনসো যন্ন গোচরম্।
তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ।॥ [গ. পু. ২.২৩৪. ১২]

ভগবান্ যাচিত হইলে প্রার্থনাকারিগণের প্রার্থিত বস্তু সত্যই দান করেন, সে বিষয়ে কোন ব্যভিচার নাই। কিন্তু মাত্র সেই দানেই তাঁহাব অর্থদ নামের সার্থকতা হয় না। সেইটুকু মাত্র দান করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হইতে পারেন না—যেহেতু উপাসক সেই বিষয়ে তখনও অপূর্ণ, যেহেতু পুণ্যভোগ ক্ষয় হইলে পুনবায় তাহাকে প্রার্থী হইতে হয়। 'কাম কখনও উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না'—ইত্যাদি বচন (তাহার প্রমাণ)। শ্রীহরিব পাদপল্লবেব মাধুর্য যাঁহারা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা তাহা ইচ্ছা না করিলেও পবমকারুণিক ভগবান্ সর্ব-কামনা-সমাপক নিজ পাদপল্লবই তাঁহাদিগকে দান করেন[৫]। মাতা যেমন বালকের মুখ হইতে চর্বিত মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া তাহাকে মিষ্ট খণ্ড দেন—ইহাও তদ্রূপ। 'অকাম অথবা সর্বকাম'—ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির তীব্রত্ব বলা হইয়াছে। সেই প্রকার গরুড় পুবাণে কথিত হইয়াছে—

'যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, যাহা মনের অগোচর, অপ্রার্থিত হইলেও মধুসূদন ধ্যানকারীকে সেই সমস্ত দান করেন।'

১ মনুস্মৃতি ২. ৯৪

২ 'স তু' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৩ ভা. ২. ৩. ১০

৪ আকর গ্রন্থে—'পদং প্রার্থ্যং'।

৫ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ প্রার্থনা না করিয়া নিষ্ঠাপূর্বক ভজন করিলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণ পদ্ম দান করিয়া থাকেন। যথা—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥ [চৈ. চ. মধ্য. ২২ পরিচ্ছেদ]।

ইতি। এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া। ৫ ॥ ১৯। দেবাঃ পরস্পরম্ ॥

[কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদীনামনাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্]

অথ ব্যতিরেকে কর্মানাদরেণাহ। তত্র কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তাবনিশ্চয়বত্ত্বং দুঃখরূপত্বঞ্চ, ভক্তেস্তু তস্যামাবশ্যকত্বং, সাধকদশায়ামপি সুখরূপত্বঞ্চেত্যাহুঃ—

কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৯৯ ॥
[ভা. ১. ১৮. ১২]

অস্মিন্ কর্মণি সত্র অনাশ্বাস অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাদনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধূম্রৌ বিরঞ্জিতৌ[1] আত্মানৌ শরীরচিত্তে যেষাং, কর্মণি ষষ্ঠী, তানস্মানিত্যর্থঃ। পাদপদ্মস্য যশোরূপমাসবং মকরন্দং, মধু মধুরম্। অত্র সত্রবৎ কর্মান্তরং, যশঃ-শ্রবণবদ্ভক্ত্যন্তরঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ভক্তিং[2] বিনা কর্মাদিভিরস্মাকং দুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকত্বমত্র গম্যতে। তদুক্তং—"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ"[3] ইত্যাদি। "অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্"[4] ইত্যাদি চ। ব্রহ্মবৈবর্তে চ শিবং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যং—

ব্রহ্মজ্ঞানী সনকাদিরও ভক্তি-অনুশীলন বশতঃ শ্রীভগবানের পাদপল্লব প্রাপ্তি হইয়া- ছিল—এই প্রকার জানিতে হইবে। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে দেবগণের পরস্পর (উক্তি)।

[কর্ম যোগ ও জ্ঞানাদির অনাদরে ভক্তিরই অভিধেয়তা]

অনন্তর কর্মের অনাদর ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন। কর্মের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও দুঃখরূপতা বিদ্যমান—পরন্তু ভক্তির তদ্বিষয়ে অবশ্যম্ভাবিত্ব এবং সাধক-অবস্থাতেও উহার সুখরূপতা বর্তমান। তাই বলিলেন—

"আমরা এই কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু ইহা সফল হইবে কি না নিশ্চয়তা নাই। (যজ্ঞ-)ধূমের দ্বারা আমাদের শরীর ও চিত্ত বিবর্ণ হইয়াছে,—আমাদিগকে আপনি মধুর গোবিন্দের পাদপদ্মের যশোরূপ মধু সম্যক্ প্রকারে পান করাইতেছেন"। ৯৯ ॥

---

১ 'বিরাজিতৌ' হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ 'ভূতানাং'—অধিকপাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

৩ ভা. ১২. ১২. ৪০

৪ ভা. ১. ২. ২২

যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।
কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্॥

ইতি। ১॥১৮। শ্রীঋষয়ঃ সূতম্॥

তথা 'ত্যক্ত্বা স্বধর্মম্'[১] ইত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। এবং মহাবিত্ত-মহায়াসাদি-সাধ্যেন কর্মাদিনা তুচ্ছং স্বর্গাদিফলং স্বল্পায়াস-স্বল্পবিত্তাদি-সাধ্যয়া ভক্ত্যা তদাভাসেন চ পরমমহৎ-ফলং তত্র তত্রানুসন্ধায় ভক্তাবেব শাস্ত্রতাৎপর্যং পর্যালোচনীয়ম্। তস্মাত্তত্তচ্ছাস্ত্রাণামপি ভক্তিবিধেয়-তদনুবাদেন প্রবৃত্তত্বান্ন বৈফল্যমিত্যপি জ্ঞেয়ম্।

'এই কর্মে' অর্থে যজ্ঞে; 'অনিশ্চয়' অর্থে অবিশ্বাস্য, বৈগুণ্য বাহুল্যহেতু কৃষিকার্যের ফল যেমন নিশ্চয়তার অভাব তদ্রূপ (উহা) অবিশ্বসনীয়। ইহা দ্বারা ভক্তির বিশ্বসনীয়তাই ধ্বনিত হইল। 'ধূমের দ্বারা'—'ধূম্র' অর্থে বিবর্ণ, 'আত্মদ্বয়' অর্থাৎ শরীর ও চিত্ত যাহাদের—'কর্মে মগ্ন'—সেই আমাদিগকে; পাদপদ্মের যশোরূপ 'আসব' অর্থে মকরন্দ। 'মধু' অর্থে মধুর। এখানে যজ্ঞের ন্যায় অন্য কর্ম বুঝিতে হইবে, এবং যশের শ্রবণের ন্যায় উহা যে ভক্ত্যন্তর তাহাও জানিতে হইবে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কর্মাদি আমাদের দুঃখজনক এই প্রকার ব্যতিরেক মুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব এস্থলে বুঝা যাইতেছে। তাহাই উক্ত হইয়াছে—'বর্ণাশ্রমাদিতে পরিশ্রমই প্রচুর হয়'; সেই কারণেই 'জ্ঞানিগণ ভগবানে ভক্তি করেন' ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য—

'আমার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে প্রাপ্তি হয়ই, তাহার অন্যথা হয় না। কলিকালে মলিনচিত্ত বর্ণাশ্রমী জনগণের পরমায়ু প্রভৃতি বৃথা, কিন্তু আমার শরণার্থিগণের পরমায়ুঃ প্রভৃতি তাদৃশ বৃথা হয় না।'

ইতি। ১ম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে সূতের প্রতি ঋষিগণের (উক্তি)॥

অতএব 'স্বধর্মত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিবে' ইত্যাদি বাক্যের অনুসন্ধান কর্তব্য। এই প্রকার বহু ধন ও মহাপরিশ্রমাদি সাধ্য কর্মাদি দ্বারা তুচ্ছ ফল স্বর্গাদি লাভ হয়। (তৎস্থলে) অল্প পরিশ্রম ও অল্প ধনাদি দ্বারা সাধ্য ভক্তি ও ভক্তির আভাসের দ্বারাই পরম মহৎ ফল লাভ হয়। সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান পূর্বক পর্যালোচনা করিলে ভক্তিতে যে শাস্ত্রের তাৎপর্য তাহাই বুঝা যায়। সুতরাং সেই সেই (কর্মাদি প্রবর্তক) শাস্ত্রসকলও ভক্তি-প্রতিপাদ্য কর্মাদির পুনঃ কথনে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে বিফল নহে—ইহাও জানিতে হইবে।

১। ১. ৫. ১৭

কিঞ্চ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১০০ ॥

[ভা. ৭. ৯. ৯]

টীকা চ—ভক্ত্যৈব কেবলয়া হরেস্তোষঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তত্তোষহেতুরিত্যাহ বিপ্রাদিতি। "মন্যে ধনাভিজনরূপ-তপঃশ্রুতৌজ-স্তেজঃ-প্রভাব-বল পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ"[১] ইত্যাদৌ পূর্বোক্তা যে ধনাদয়ো দ্বিষড়্দ্বাদশগুণা-স্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ—

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

ইতি। কথম্ভূতং শ্বপচং, তস্মিন্নরবিন্দনাভেঽর্পিতা মনআদয় যেন তম্। ঈহিতং কর্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্বকুলং পুনাতি। ভূরিমানো গর্বো যস্য স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্। যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্বায়ৈব ভবন্তি ন তু শুদ্ধয়ে। অতো হীন ইতি ভাব ইত্যেষা।

অপর, (শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন)—

"আমি মনে করি দ্বাদশ গুণযুক্ত বিপ্রও যদি ভগবানের চরণারবিন্দ-বিমুখ হয়, তবে তাঁহার অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ—যাহার মন, বাক্য, কর্ম, ধন, এবং প্রাণ শ্রীভগবানেই অর্পিত। ঐ চণ্ডাল কুল পবিত্র করেন কিন্তু প্রচুর গর্বান্বিত উক্ত ব্রাহ্মণ আপনার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারেন না"। ১০০ ॥

টীকা—কেবল ভক্তি দ্বারাই হরির সন্তোষ সম্ভাবিত হয়,—ইহাই বলা হইয়াছে। এখন সেই ভক্তি বিনা তাঁহার সন্তোষের আর কিছুই নাই। 'বিপ্র অপেক্ষা'—এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। 'আমি বিবেচনা করি—ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, শাস্ত্রশ্রবণ, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গ যোগ—ইত্যাদি পূর্বোক্ত যে ধনাদি দ্বিষড়্ অর্থাৎ

১ ভা. ৭. ৯. ৮

মুক্তাফলটীকা—দ্বিষড়্ দ্বাদশগুণা ধনাভিজনাদয়ঃ। যদ্বা

শমো দম-স্তপঃশৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্তয়ঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড়্গুণাঃ॥

ইত্যত্রোক্তা ইত্যেষা।

স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যং—

কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তং সর্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ।
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতিধার্মিকস্তথা॥

কাশীখণ্ডে চ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ॥

দ্বাদশ গুণ—তাহা দ্বারা যুক্ত বিপ্র অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। অথবা সনৎসুজাত (উপনিষদে) যে উক্ত দ্বাদশ ধর্মাদি গুণ (উল্লিখিত আছে) তাহা দ্রষ্টব্য। যথা 'ধর্ম', সত্য, দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ, অমাৎসর্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, (শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), অনসূয়তা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য, শ্রবণ, ব্রত—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের গুণ'। 'কেমন বিপ্র অপেক্ষা' অর্থাৎ যিনি ভগবানের পাদারবিন্দবিমুখ সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা; কিরূপ চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ? না,—শ্রীভগবানে যাহার মন ইত্যাদি অর্পিত (সেই চণ্ডাল)। চেষ্টা (অর্থে) কর্ম। শ্রেষ্ঠত্বে হেতু—এবম্ভূত চণ্ডাল সমস্ত কুলকে পবিত্র করে। মান অর্থাৎ গর্ব—তৎপ্রচুর অথচ ভক্তিশূন্য যে বিপ্র সে আত্মাকেই পবিত্র করিতে পারে না,—কুল কেমন করিয়া পবিত্র করিবে? যেহেতু ভক্তিহীন ব্যক্তির এই সমস্ত গুণ গর্বের নিমিত্তই হয়, শুদ্ধির নিমিত্ত হয় না। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণ হীন—ইহাই অভিপ্রায়।

মুক্তাফল টীকায় (হেমাদ্রি) বলেন—'দ্বিষড়্ (অর্থে) দ্বাদশ গুণ অভিজনাদি; অথবা 'শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দম, (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য.—এই দ্বাদশ গুণ।'

স্কান্দপুরাণে শ্রীনারদ বাক্য—

'কুলাচার বিহীন হইলেও দৃঢ় ভক্তিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমস্ত লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সজ্জাতি, ধার্মিক এবং অষ্টাদশবিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণও ভক্তিহীন হইলে শ্রেষ্ঠ নয়'।

কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা অন্য কোন ইতর ব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্ত হইলে তাহাকে সকলের উত্তম হইতে উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।'

বৃহন্নারদীয়ে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ [বৃ. না. পু. ৩৫. ১২.]

নারদীয়ে চ—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ ॥

ইতি। অত্র মূলপদ্যে স কুলং পুনাতীত্যুক্তে স্বং পুনাতীতি সুতরামেব সিদ্ধম্। যথোক্তং—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥
[ভা. ২. ৪. ১৭]

ইতি। ৭ ॥ ৯। প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥

অত এবাহুঃ—

বৃহন্নারদীয়ে (উক্ত হয়)—

'যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তি শূন্য তাহারাই চণ্ডাল বলিয়া কীর্তিত হয়। চণ্ডালও যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয় তাহা হইলে সে শ্রেষ্ঠ।'

নারদীয়েও (উক্ত হয়)—

'হে মহীপাল, চণ্ডাল বিষ্ণু ভক্ত হইলে দ্বিজের অধিক হয়, আর বিষ্ণুভক্তিবিহীন দ্বিজও চণ্ডাল অপেক্ষা অধিক হীন।'

এস্থলে (দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রাদি অপেক্ষাও) চণ্ডাল কুল পবিত্র করে—এই উক্তিতে সে যে আত্মাকে পবিত্র করে তাহা স্বতই সিদ্ধ হইল। যথা উক্ত হইয়াছে—

'কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি ও অন্য পাপজাতি সকল যে ভগবান্ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়, সেই প্রভাবশীল শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি।'

ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে নৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদের (উক্তি) ॥

অতএব (যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ) বলিয়াছেন—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ১০১॥
[ভা. ১০. ২৩. ৩২]

টীকা চ—ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্যম্। ক্রিয়াঃ কর্মাণি দাক্ষ্যঞ্চেত্যাদিকা।

তথোক্তং 'কিং জন্মভিস্ত্রিভিঃ'[1] ইত্যাদি। ১০॥১৩। যাজ্ঞিকবিপ্রাঃ।

শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্মণোঽপ্যনাদরেণ তু দর্শিতং 'তস্মাদেকেন মনসা'[2] ইত্যাদি। গীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্য এব তদ্বিহিতং—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥

"আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ, সুতরাং আমাদের ত্রিবিধ জন্ম[3] ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্যকে ধিক্, আমাদের বহুজ্ঞতাকে ধিক্, আমাদের কুলকেও ধিক্, আমাদের ক্রিয়াপটুত্বকেও ধিক্"। ১০১ ॥

টীকা—'ত্রিবৃৎ' (অর্থে) শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম। 'ব্রত' (অর্থে) ব্রহ্মচর্য। 'ক্রিয়া' (অর্থে) কর্ম সকল ও 'দাক্ষ্য' (অর্থে) পটুতা। কথিত হইয়াছে—('যাহার হরি-সম্বন্ধ নাই) তাহার তিন জন্মে কি প্রয়োজন' ইত্যাদি। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ২৩তম অধ্যায়ে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের (উক্তি) ॥

অতএব এক মনে '(শ্রীভগবানের শ্রবণ মননাদি করিবে)'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পিত কর্মেরও অনাদরে (ভক্তির অভিধেয়ত্ব) দেখান হইয়াছে। গীতোপনিষদেও ভক্তি সাধনে অসামর্থ্য পক্ষে কর্মার্পণ বিহিত হইয়াছে। যথা—

'মন আমাতে স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবেশ কর, ইহার ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ দেহান্তে) তুমি আমাতেই বাস করিবে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার,

১ ভা. ৪. ৩১. ৮

২ ভা. ১. ২. ১৪

৩ শুক্রসম্বন্ধি, উপনয়ন বশতঃ গায়ত্রী-সম্বন্ধি এবং দীক্ষাসম্বন্ধি—এই ত্রিবিধ জন্ম। যথা—
মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ। [মনু স্মৃ. ২. ১৬৯]

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥
[ভ. গী. ১২. ৮-১১]

অত্র পাদ্মে কার্তিকমাহাত্ম্যেতিহাসোঽনুসন্ধেয়ঃ[১]। যথা চোলদেশরাজস্য কস্যচিদ্বিষ্ণুদাসনাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধমর্চনমেব কুর্বতা সহ কস্য পূর্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি স্পর্দ্ধয়া বহূন্ যজ্ঞান্ ভগবদর্পিতানপি সুষ্ঠু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ। কিন্তু বিপ্রস্য ভগবৎপ্রাপ্তৌ দৃষ্টায়াং তান্ পরিত্যজ্য,

যৎস্পর্ধয়া ময়া চৈতদ্ যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্।
স বিষ্ণুরূপধৃগ্বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥
তস্মাদ্ যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্ ॥

হে ধনঞ্জয়, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে আমার প্রীতির নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠান কর, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তবে সংযতচিত্ত হইয়া সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর।'

(কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিলেও যে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয় না)—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করা উচিত। চোল দেশের রাজা বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, শুদ্ধভাবে ভগবানকে অর্চনা করেন। এখন বিষ্ণুদাস নামে কোন ব্রাহ্মণের সহিত উক্ত রাজা স্পর্ধা করেন—দেখা যাক্ কাহার অগ্রে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়—ইহাই মনে করিয়া রাজা শ্রীভগবানে অর্পিত বহু যজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হইল না। কিন্তু বিপ্রের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি দেখিয়া রাজা সেই যজ্ঞাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—

'যাহার সহিত স্পর্ধা করিয়া আমি যজ্ঞদানাদি করিলাম, সেই বিপ্র বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ-মন্দিরে গমন করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যজ্ঞ ও দানের দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হন না, তাঁহার তোষণে কেবল একমাত্র ভক্তিই সম্মত।'
মুদ্‌গলের প্রতি ইহা বলিয়া আরও বলিলেন—

---

১ প. পু. উত্তর ৭৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ তাৎপর্য্য—এই উপদেশ হইতে বুঝা যায়—যিনি শ্রীভগবানে মন ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহারই পক্ষে অভ্যাসাদিক্রম বিহিত, আবার অভ্যাসাদিতে যিনি অসমর্থ তাঁহার পক্ষে কর্মফলার্পণ কর্তব্য—অবশ্য যাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার জন্মে নাই তাঁহাদের সম্বন্ধেই এব্যবস্থা।

ইতি মুদ্‌গলং প্রত্যুক্ত্বা

বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্কায়কর্মণা।
ত্রিরুচ্চৈঃ ব্যাজহারাসৌ হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ॥ [প. পু. উত্তর ৪৭ অধ্যায়]

ইত্যুক্ত্বা শুদ্ধভক্তিশরণতামেব মুহুর্দৈন্যেনাঙ্গীকৃত্য হোমকুণ্ডে দেহং ত্যজতঃ পশ্চাদেব তৎপ্রাপ্তিরিতি।

যোগানাদরেণাহ—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতম্॥ ১০২॥
[ভা. ১০. ৫১. ৪১]

উত্থিতং বিষয়াভিমুখম্। ১০॥ ৫১। শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দম্॥

তথা—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ১০৩॥
[ভা. ১. ৬. ৩৫]

'মন, বাক্য, শরীর ও কর্মের দ্বারা বিষ্ণুতে নিশ্চল ভক্তি বিধান কর—উক্ত (রাজা) হোমকুণ্ডের অগ্রে স্থিত হইয়া (মুদ্গলের প্রতি) ইহাই উচ্চৈস্বরে তিনবার বলিলেন।' এবং পুনঃ পুনঃ দৈন্যের সহিত শুদ্ধ ভক্তির শরণতা অঙ্গীকার করিয়া হোমকুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হইয়াছিল[১]।

যোগের অনাদরের দ্বারা (ভক্তির অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন)—

"যে সকল ব্যক্তি হীন, তাহারা যদিও প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তথাপি বাসনা ক্ষয় না হওয়াতে কখন কখন তাহাদের মনকে উত্থিত (অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ) হইতে দেখা যায়"॥ ১০২॥

'উত্থিত' (অর্থে) বিষয়াভিমুখ। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৫১তম অধ্যায়ে মুচুকুন্দের প্রতি শ্রীভগবানের (উক্তি)॥

আরও উক্ত হয়—

"কাম-লোভ হত অন্তঃকরণ যেমন মুকুন্দ সেবা দ্বারা (সাক্ষাৎ ভাবে) যেরূপ প্রশমিত হয় যমাদি যোগপথের দ্বারা তেমন হয় না"। ১০৩॥

---

১ তাৎপর্য—পদ্মপুরাণের এই ইতিহাসে জানা যায় যে চোল দেশের রাজার শ্রীভগবদর্পিত কর্মানুষ্ঠানেও ভগবৎ প্রাপ্তি হইল না,—শেষে শুদ্ধ ভক্তিতেই তাঁহার ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিল।

অতঃ সুতরামেব ন 'সাধয়তি মাং যোগঃ'[১] ইত্যাদিকমিতি ভাবঃ। ১ ॥ ৬। শ্রীনারদো ব্যাসম্ ॥

অথ জ্ঞানানাদরেণোদাহ্রিয়তে। তত্র তস্য কৃচ্ছ্রসাধনত্বেনানাদরো দর্শিত এব "পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ"[২] ইত্যাদিভ্যাম্। তথোক্তং শ্রীকুমারোপদেশে—'কৃচ্ছ্রো মহান্'[৩] ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু চ অর্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ [ভ. গী. ১২. ১]

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

অতএব 'যোগ যে আমাকে বশীভূত করিতে পারে না'—এই বাক্য যথার্থই সত্য। ইহাই তাৎপর্য। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাসের প্রতি নারদের (উক্তি) ॥

জ্ঞানের অনাদরে (ভক্তির অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন)। জ্ঞানের কষ্ট-সাধনতা উল্লেখে এবং 'তোমার কথাসুধা পানের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়'—(এই স্থলে পর পর,) দুই পদ্য দ্বারা জ্ঞানের অনাদর দেখান হইয়াছে। শ্রীসনৎকুমারোপদেশে (উক্ত হয়)—'ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হওয়া মহান্ কষ্ট'—ইত্যাদি। শ্রীগীতাতেও অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—

'হে কৃষ্ণ, যে সকল ভক্ত সতত যুক্ত (অর্থাৎ ত্বন্নিষ্ঠ) হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করেন—এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?' শ্রীভগবান্ (উত্তরে) বলিলেন—

'আমাতে যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমাতে মন সমাবেশ করেন, পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন—তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া জানিবে।

১ ভা. ১১. ১৪. ২০
২ ভা. ৩. ৫. ৪৪—৪৫
৩ ভা. ৪. ২২. ৩৮

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ [ভ. গী. ১২. ২-৫]

ভক্তিমার্গে তু শ্রমো ন স্যাৎ। তদ্বশীকারিতারূপং ফলঞ্চাপূর্বমিত্যাহ—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০৪॥

[ভা. ১০. ১৪. ৩].

উদপাস্য ইষদপ্যকৃত্বা স্থানে নিবাস এব স্থিতা অপি যদৃচ্ছয়া সঙ্গতৈঃ সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্তাং তৎ স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাপ্তাং[1] তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সন্নিধিমাত্রেণ কুর্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽসি বশীকৃতোঽসি। অত এবোক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

যাঁহারা সর্বত্র সমদর্শী, সর্বভূত-হিতে রত, এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া যে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত অচিন্তনীয়, সর্বব্যাপী, অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান, ধ্রুব এবং স্পন্দনরহিত অক্ষররূপী পরব্রহ্ম—তাঁহার নিত্য আরাধনা করেন—তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন। তবে অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অধিকতর হয়। দেহাভিমানিগণ অতি দুঃখে অক্ষয় গতিলাভ করে।'

কিন্তু ভক্তিমার্গে পরিশ্রম হয় না, পরন্তু শ্রীভগবৎ-বশীকরণরূপ অপূর্ব ফল লাভ হয়—

"যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান বিষয়ে অত্যল্প প্রয়াসও না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিত থাকিয়া সাধুজন কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার কথা প্রায়ই শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা স্বীকার করিয়া বাঁচিয়া থাবেন, ত্রিলোক মধ্যে অন্যান্য সকলের অজিত হইয়াও আপনি তাঁহাদের কর্তৃক জিত হন"। ১০৪॥

'প্রয়াস না করিয়া' (অর্থে) ঈষৎও প্রয়াস না করিয়া। স্বস্থানে স্থিত থাকিলেও যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত সাধুগণের মুখরিত অর্থাৎ নিত্য প্রকটিত যে ত্বৎসম্বন্ধীয় বার্তা—সাধুগণের সন্নিধিমাত্রে স্বতই তাহা শ্রুতিগত অর্থাৎ শ্রবণ প্রাপ্ত (হয়)। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা

১ 'প্রয়াসবাহুল্যেন'—মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থলে অধিক পাঠ।

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥

ইতি।

বস্তুতস্তু—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ॥ ১০৫

[ভা. ১০. ১৪. ৪]

টীকা চ—ভক্তিং বিনা নৈব জ্ঞানং সিধ্যতীত্যাহ শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতির্যস্যাঃ স রস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা তেষাং ক্লেশল এবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথাল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ যেঽবঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্, এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে তেষামপীত্যেষা।

সৎকার করিয়া যাঁহারা কেবল জীবধারণ করেন, যদ্যপি অন্য কিছু করেন না, তথাপি ত্রিলোকে অন্য কর্তৃক অজিত হইয়াও তুমি তাহাদের কর্তৃক জিত অর্থাৎ বশীভূত হইযাছ। অতএব শ্রীনৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'যখন বিনা মূল্যে প্রাপ্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল সদা বিদ্যমান আছে এবং ভক্তির দ্বারা সুলভ্য পুরাণপুরুষও বিদ্যমান তখন সাধকের মুক্তি বিষয়ে প্রযত্ন করিবার কি প্রয়োজন?'

বাস্তবিক পক্ষে (জ্ঞানের অনাদর); যথা—

"হে বিভো শুদ্ধ পুরুষ! যে সকল ব্যক্তি পরম মঙ্গলের বর্ত্মস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ করে, তাহাদের স্থূল-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট হইয়া থাকে"। ১০৫ ॥

টীকা—'মঙ্গলের পথ'—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। 'মঙ্গল' (অর্থে) অপবর্গ লক্ষণ অভ্যুদয়—তাহাদের 'বর্ত্ম' (অর্থে) পথ। 'যথার্থ রহিয়াছে' অর্থাৎ ভক্তি নির্ঝর সরোবরের ন্যায়। কিন্তু তোমার ভক্তিকে ত্যাগ করায় তাহাদের ক্লেশই অবশেষ থাকে—ইহাই ভাব। যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকণাশূন্য স্থূলধান্যের ন্যায় প্রতীত কেবল তুষকে যে সকল ব্যক্তি অবঘাত করে তাহাদের কেবল শ্রমমাত্র ফল হয়, তদ্রূপ ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করে তাহাদের শ্রম ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় না। এই পর্যন্ত টীকা।

অত্র বিভো ইতিবৎ কেবলশুদ্ধ ইত্যপি সম্বোধনম্। অসৌ দৃশ্যমানঃ ক্লেশলঃ সন্ন্যাসাদীন্যেবেতি চ জ্ঞেয়ম্। শ্রীগীতাসু চ শ্রীভগবানুবাচ 'অমানিত্বমদম্ভিত্বম্'[১] ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য মধ্যে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"[২] ইত্যপ্যুক্ত্বা প্রান্তে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'[৩] ইতি সমাপ্যাহ—'এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা"[৪] ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। ততোঽন্তেঽপ্যুক্তং "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে"[৫] ইতি। অন্যত্র চ—

অশ্রদ্দধানঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ [ভ. গী. ৯. ৩]

ইতি। অস্য 'সততং কীর্তয়ন্তো মাম্'[৬] ইত্যাদিপূর্বোক্তলক্ষণস্যেত্যর্থঃ। অত এবাস্ফুট-ভক্তীনাং মুদ্গলাদীনামপি কৃতচরী সাধনভক্তিরনুসন্ধেয়া। ১০ ॥ ১৪। ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥

এস্থলে, 'বিভো' এই সম্বোধনের ন্যায় কেবল শুদ্ধ শব্দেও সম্বোধন—(ইহার অর্থ—হে শুদ্ধ পুরুষ)। ক্লেশকর বলিতে এই দৃশ্যমান সন্ন্যাসাদিই জানিতে হইবে। শ্রীগীতাতেও 'অমানিত্ব অদম্ভিত্ব' ইত্যাদি শ্লোক স্থলে (প্রথমে) জ্ঞানযোগ পথ উপক্রম করিয়া মধ্যে শ্রীভগবান্ 'আমাতে অনন্য যোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করে'—এই কথা বলিয়া অন্তে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন' উল্লেখে বলিয়াছেন—'ইহাই জ্ঞান নামে অভিহিত, ইহার বিপরীত অজ্ঞান।' সেই হেতু ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না—ইহাই অর্থ। তাহার অন্তেও কথিত হইয়াছে,—'আমার ভক্তগণ ইহা জানিয়া আমার ভাবের নিমিত্ত যোগ্য হয়।' (গীতায়) অন্যত্রও (উক্ত হয়)—

'হে পরন্তপ, যে সকল ব্যক্তি এই ধর্মে শ্রদ্ধা হীন তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যু পরিব্যাপ্ত সংসার পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে।'

'এই ধর্ম' বলিতে 'সতত আমাকে কীর্তন করিবে' ইত্যাদি পূর্বোক্ত বিষয়—ইহাই অর্থ। অতএব যাহাদের ভক্তি অপ্রকাশিত এমন মুদ্গলাদির পূর্বে যে সাধন-ভক্তি কৃত হইয়াছিল তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান কর্তব্য। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার (উক্তি) ॥

স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার আশ্রয়কে অনাদর করিয়াছেন—(ইন্দ্রাদি দেবগণের উক্তি যথা)—

১ ভ. গী. ১৩. ৭
২ ভ. গী. ১৩. ১০
৩ ভ. গী. ১৩. ১১
৪ ভ. গী. ১৩. ১১
৫ ভ. গী. ১৩. ১৮
৬ ভ. গী. ৯. ১৪

আশ্রয়ান্তরস্বাতন্ত্র্যানাদরেণাহ—

অবিস্মিতং তে পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ ॥ ১০৬ ॥

[ভা. ৬. ৯. ২০]

অবিস্মিতং ততোঽন্যস্যাপূর্ববস্তুনোঽসদ্ভাবাদ্বিস্ময়রহিতম্। অতঃ স্বেনৈব স্বীয়েনৈব স্বস্যৈব কর্মভূতস্য ক্রিয়াভূতেন লাভেন পরিপূর্ণকামং নান্যস্যেত্যর্থঃ। অতঃ সর্বত্র সমং প্রশান্তং চিত্তদোষরহিতম্। অতিতিতর্তি অতিতর্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। তথোক্তং—'রজস্তমঃ-প্রকৃতয়ঃ'[১] ইত্যাদি। স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

তথৈবান্যত্র চ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥

"অবিস্মিত, নিরহঙ্কার, রাগাদিশূন্য, এবং আত্মলাভে পূর্ণকাম উপাধিকৃত পরিচ্ছেদশূন্য যে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপর দেবতাকে আশ্রয় করে সে অজ্ঞ। যেহেতু সে কুকুর পুচ্ছের দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে"। ১০৬ ॥

'অবিস্মিত' (অর্থে) তাঁহা অপেক্ষা কোন অপূর্ব বস্তু না থাকায় (তিনি) বিস্ময়রহিত। এই হেতু 'স্বীয়' (অর্থাৎ) নিজেরই কর্মভূত বা ক্রিয়াজাত লাভের দ্বারা তিনি পরিপূর্ণকাম,—কিন্তু অন্যের (ক্রিয়াজাত লাভের) দ্বারা নহে—ইহাই অর্থ। অতএব সর্বত্র সম, 'প্রশান্ত' (অর্থাৎ) চিত্ত দোষ রহিত। 'অতিতরণ করে' (অর্থে) অতিতরণ করিতে ইচ্ছা করে। উক্ত হইয়াছে যে 'যাহাদের রজস্তমঃ প্রকৃতি (তাহারা পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতির আরাধনা করে)'—ইত্যাদি। স্কান্দে শ্রীব্রহ্মা ও নারদ সংবাদেও কথিত আছে—

'যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সে নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করে।'

সেই প্রকারই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করতঃ অন্য দেবকে উপাসনা করে, সে মূঢ়াত্মা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।' মহাভারতে উক্ত হয়—

[১] ভা. ১. ২. ২৭

মহাভারতে—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

ইতি। অত এবোক্তং শ্রীসত্যব্রতেন—

ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে ন দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে ॥

ইতি।

[ব্রহ্মশিবাদীনাং বৈষ্ণবত্বাদিনা ভজনং যুক্তম্]

শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত। "স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ",[১] "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"[২] ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। অতএব দ্বাদশে শ্রীশিবং প্রতি মার্কণ্ডেয়বচনং—

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥ [ভা. ১২. ১০. ২৭]

ইতি। ত্বয্যপি ত্বৎপর ইত্যর্থ। অত এবাষ্টমে প্রজাপতিকৃতশ্রীশিবস্তুতৌ "যে

'যে নর মোহনিবন্ধন বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে উপাসনা করে সে স্বর্ণরাশিকে পরিত্যাগ করিয়া ধূলিরাশিকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।'

অতএব শ্রীসত্যব্রত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

'অন্য দেবগণ ও গুরুজন সকল স্বয়ং মিলিত হইয়াও যাঁহার (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহের অযুত ভাগের লেশমাত্র লাভ করিতেও সমর্থ হন না,—আমরা সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।'

[ব্রহ্মা ও শিবাদির বৈষ্ণবত্বরূপে ভজন বিধেয়]

শ্রীব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণবরূপেই ভজন করিবে। কারণ 'সেই আদিদেব ব্রহ্মা হইতেছেন শ্রেষ্ঠগুরু' এবং 'বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন (মহাদেব) শ্রেষ্ঠ'—ইত্যাদি অঙ্গীকার আছে। অতএব শ্রীশিবের প্রতি দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বাক্য—

'অপর পূর্ণকামাভিবর্ষী আপনার নিকট একটী বর প্রার্থনা করি—ভগবানে, ও ভগবৎপর ব্যক্তিতে, এবং আপনাতে যেন আমার অচলা ভক্তি হয়।'

১ ভা. ২. ৯. ৫.
২ ভা. ১২. ১৩. ১৬

ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বম্"[১] ইতি। চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি শ্রীপ্রচেতোভিরপি—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন"[২] ইতি। বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ প্রত্যবায়শ্চ। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

ইতি। অত এবাভেদদৃষ্টিবচনং সমভক্তজ্ঞান্যাদিপরমেব। যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে দ্বাদশ এব শ্রীশিববাক্যং—

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥

'আপনাতে' বলিতে 'যে আপনি ভগবৎপর তাঁহাতে'। আবার অষ্টম স্কন্ধে প্রজাপতি কৃত শ্রীশিবস্তুতিতে কথিত হইয়াছে—'আত্মারামগণের গুরু সকল তোমার (শ্রীশিবের) চরণ যুগল হৃদয়ে চিন্তা করেন।' চতুর্থ স্কন্ধে প্রচেতাগণ অষ্টভুজ (শ্রীভগবান্‌কে) বলিয়াছেন—'হে ভগবন্! তোমার প্রিয় সখা যে শিব ক্ষণকাল তাঁহার সঙ্গ লাভ হওয়াতে আমরা তোমাকে লাভ করিলাম।' কিন্তু (শিব কৃষ্ণে) সমদর্শী বৈষ্ণবজনের ভক্তি লাভ হয় না পরন্তু প্রত্যবায় হয়। তাহার প্রমাণ যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

'একাগ্রমনা হইয়াও যদি কেহ বিষ্ণু সমদর্শী হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমত্ব বিবেচনা করে—সেই জড় ব্যক্তি সকল হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত যে জন শ্রীনারায়ণ দেবকে সমরূপে দেখে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।' অতএব অভেদ দৃষ্টি সম্বন্ধে যে বাক্য উহা সমভক্তি ও সমজ্ঞানিপরই বুঝিতে হইবে। (তাহা অনাদৃত)।—যেমন দ্বাদশ স্কন্ধের শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিববাক্য—

'আমাদিগের একান্ত ভক্ত, নির্বৈর, সমদর্শী, শান্ত (মৎসরাদি রহিত), নিঃসঙ্গ (নিষ্কাম) ও সদাচারনিষ্ঠ এবং ভূতবৎসল যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে লোকের সহিত লোকপালগণ বন্দনা, অর্চনা ও উপাসনা করেন। কেবল ইঁহারাই নহে; ভগবান্ ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর

১ ভা. ৮. ৭. ২৬
২ভা. ৪. ৩০. ৩৬

সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে।
অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ॥
ন তে মহ্যচ্যুতে যে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।
নাত্মনশ্চ পরস্যাপি তদ্ যুষ্মান্ বয়মীমহি॥

[ভা. ১২. ১০. ১৬—১৭]

ইতি। ততস্তোঽপি তানপ্যতিক্রম্য যুষ্মান্ মার্কণ্ডেয়াদীন্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ বয়মীমহি ভজাম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীশিবেনৈব প্রচেতসং প্রতি—

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ [ভা. ৪. ২৪. ২৬]

ইতি। অন্যত্র চ—'প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ' ইতি চ। তস্য শুদ্ধবৈষ্ণবত্বঞ্চোক্তমেব তৎপূর্বং—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥

[ভা. ১২. ১০. ৬]

ইতি। শ্রীমার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবেন। তথা শ্রীশিবস্য তচ্চেতস্যাবির্ভাবাৎ সমাধিবিরামেণ

হরি এবং আমরাও বন্দনাদি করি। সেই ব্রাহ্মণগণ আমাতে এবং অচ্যুতে অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না। এমন কি নিজের এবং অপরের মধ্যেও ভেদ দেখে না এবম্ভূত তোমাদিগকে (মার্কণ্ডেয় প্রভৃতিকে) আমরা ভজন করি।'

'তাহা' হইতে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব যে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি—তোমাদিগকে আমরা ভজন করি, ইহাই অর্থ। তাহাই প্রচেতার প্রতি শ্রীশিব বলিয়াছেন—

'তোমরা ভগবদ্ভক্ত, অতএব ভগবানের ন্যায় তোমারও আমারও প্রিয়। ভগবদ্ভক্তগণের আমা অপেক্ষা অন্য কেহ প্রিয়তর নাই।'

অন্যত্রও বলিয়াছেন—'ভগবান্ হরি প্রীত হইলে চরাচরের সহিত আমি প্রীতি প্রাপ্ত হই।' তাহার (মার্কণ্ডেয়ের) শুদ্ধ বৈষ্ণবত্ব পূর্বে (শ্রীশিব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে)। যথা—

'ব্রহ্মষি (মার্কণ্ডেয়) অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব তিনি অভ্যুদয়রূপ আশিষ অথবা মোক্ষও ইচ্ছা করেন না।'

ইতি। মার্কণ্ডেয়ের উদ্দেশ্যে শিবের বাক্য। (মার্কণ্ডেয়-ঋষির) চিত্তে শ্রীশিবের আবির্ভাব হেতু সমাধি বিরামের দ্বারা তাহাই (শুদ্ধ-বৈষ্ণবত্বই) প্রকাশিত হইল। যেমন (উক্ত হয়)—'ইহা কি এবং কোথা হইতেই বা আগত হইল—ইহা ভাবিয়া মুনি (মার্কণ্ডেয়

তদেব ব্যঞ্জিতম্। যথা— 'কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ'[১] ইতি। কিঞ্চ 'ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ'[২] ইত্যাদাবভেদদৃষ্টিবচনেঽপি 'স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ'[৩] ইত্যনেন তস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তস্যৈব স্বয়ঞ্চেশ্বরত্বমুক্তং 'পার্থিবাদ্দারুণঃ'[৪] ইত্যাদিনা। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যমপি তথৈব—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥ [ব্র পু. ২২৬. ৪৬]

ইতি। তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ।[৫] তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্।

ঋষি) সমাধি হইতে বিরত হইলেন।' অধিকন্তু 'সাধু ব্রাহ্মণগণ' ইত্যাদি শ্লোকে অভেদ দৃষ্টির উল্লেখে 'স্বয়ং ঈশ্বর হরি' ইত্যাদি দ্বারা শ্রীহরিরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। 'পার্থিব কাষ্ঠ হইতে, (যজ্ঞ ধূমযুক্ত কাষ্ঠ যেমন শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ হরিই সর্বশ্রেষ্ঠ)' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা শ্রীহরিরই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে শিবের বাক্যও তদ্রূপ—

'যে ব্যক্তি আমাকে ও পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে চায়, প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবই তাহার দ্রষ্টব্য।'

বাসুদেব বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞান হয় ইহাই ভাব। অতএব বৈষ্ণবরূপেই শ্রীশিবের ভজন-বিহিত। শ্রীশিবের পূজনই যদি আবশ্যকরূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীশিবমূর্তিতে শ্রীভগবানকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরের শেষভাগে ও এই ইতিহাস দেখা যায়—

'বিষ্বকৃসেন নামক ঐকান্তিক ভগবদ্ ভক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি কোনও

১ ভা. ১২. ১০. ১১
২ ভা. ১২. ১০. ১৬
৩ ঐ
৪ ভা. ১. ২. ২৪
৫ এ স্থানে হস্তলিখিত পুস্তকের অধিক পাঠ যথা—
অত এবমুক্তং সার্বভৌমশ্রীচিন্তামণিদীক্ষিতৈঃ –
'বনমালিনি যাদৃগাশয়া মম ন তাদৃক্ কপালমালিনি।
অসিতে মুদিরে যথা শিখী মুদমভ্যেতি ন তথা পাণ্ডুরে॥
দিব্যস্তটিন্যস্ত্রিদশাস্তড়াগা বিশ্বেশ্বরোঽস্যং সরিতামধীশঃ।
তৃষ্ণাহরঃ কোঽসি ন কৃষ্ণমেঘং বিহায় চিন্তামণিচাতকস্য॥ ইতি।

অনুবাদ—এই প্রকার সার্ব্বভৌম শ্রীচিন্তামণি দীক্ষিত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—'বনমালী শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার চিত্তবৃত্তি কপালমালী শিবে কিন্তু সেই প্রকার নহে—যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ময়ূর যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়, হরিদ্বর্ণ মেঘে তেমন হয় না। দিব্য নদীসকল, দেবতারূপী তড়াগ এবং বিশ্বেশ্বররূপ নদীর অধীশ্বর থাকিলেও চিন্তামণি নামক চাতকের পক্ষে কৃষ্ণমেঘ ব্যতীত কেহই তৃষ্ণাহরণ করিতে পারে না।

কেচিত্তু বৈষ্ণবাস্তৎপূজনমাবশ্যকত্বেনোপস্থিতঞ্চেত্তর্হি তস্মিন্নধিষ্ঠানে শ্রীভগবন্তমেব পূজয়ন্তি। যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মান্তিমোঽয়মিতিহাসঃ—

বিষ্বক্‌সেননামা কশ্চিদ্বিপ্র একান্তভাগবতঃ পৃথিবীং বিচরন্নাসীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্ত উপবিষ্টঃ। তত্রাথ গ্রামাধ্যক্ষসুতঃ কশ্চিদাগতস্তমুবাচ কোঽসীতি। ততঃ কৃতস্বাখ্যানং তমুবাচ,—মম শিরঃপীড়াদ্য জাতেতি নিজেষ্টদেবং শিবং পূজয়িতুং ন শক্নোমি, ততো মম প্রতিনিধিত্বেন ত্বমেব তং পূজয়েতি[১]।

এতদনন্তরঞ্চ তত্রত্যং সার্ধং পদ্যম্—

এতদুক্তং প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ।
চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা॥
পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্॥

[বি. ধ পু. ৩. ৩৫৪.১২—১৩]

ইতি। ততস্তস্মিংস্তদনঙ্গীকৃতবতি স খড়্গমুন্নমিতবান্ শিরশ্ছেত্তুম্। ততশ্চাসৌ বিপ্রস্তদ্ধস্তেন মৃত্যুমনভীপ্সন্ বিচার্যোক্তবান্ ভদ্রং তত্র গচ্ছাম ইতি গত্বা চেদং মনসি চিন্তিতম্—অয়

সময়ে একাকী বনের প্রান্তভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে কোনও গ্রামাধ্যক্ষপুত্র আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?' তিনি নিজের নাম বলিলেন। সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র বলিল 'আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে আমার ইষ্টদেব শিবকে পূজা করিতে আমি অসমর্থ, অতএব আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি শিবকে পূজা কর।' অনন্তর অর্ধপদ্যে বিবৃত হয়—

'এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্র বলিলেন—'আমরা একান্তী, চতুরাত্মা (বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ) হরিই আমাদের একমাত্র পূজনীয়, অথবা তাঁহাকে প্রাদুর্ভাবগত মনে করিয়া আমরা পূজা করি। আমরা অন্যকে পূজা করি না। অতএব তুমি শীঘ্র অন্যত্র গমন কর'।—তদনন্তর শিবপূজায় স্বীকৃত হইল না দেখিয়া গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ওই বিপ্রের মস্তকচ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্তে মৃত্যু ইচ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, 'ভাল সেই পূজাস্থানেই যাইব'—ইহা বলিয়া সেই শিব (পূজার) স্থানে গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—'প্রলয়ের হেতু তমোগুণ বৃদ্ধি থাকায় শ্রীরুদ্রের এই তমোভাব। তমোগুণ নাশের কর্তৃত্ব থাকায় শ্রীনৃসিংহ দেব তমোগুণ ভঞ্জনার্থ তামস দৈত্যগণের বিদারকরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। সূর্য উদয়ে যেমন অন্ধকার রাশির বিনাশ হয়, সেই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবের উদয়ে তামস দৈত্যগণের নাশ

১ বি. ধ. পু. ৩ ৩. ৫৪. ৩—২৪ দ্রষ্টব্য

রুদ্রঃ প্রলয়হেতুতয়া তমোবর্ধনত্বাত্তমোভাবঃ। শ্রীনৃসিংহদেবশ্চ তামসদৈত্যগণবিদারকতয়া তমোভঞ্জনকর্তৃত্বাত্তস্তঞ্জনার্থমেব তত্রোদয়েত সূর্য ইব তমোরাশেঃ। অতো রুদ্রাকারাধিষ্ঠানেঽপি তদুপাসকানামেষাং তদ্ভজনকৃতে শ্রীনৃসিংহপূজামেবাস্মিন্ করিষ্যামীতি। অথ শ্রীনৃসিংহায় নম ইতি গৃহীতপুষ্পাঞ্জলৌ তস্মিন্ পুনঃ ক্রোধাবিষ্টেন গ্রামাধ্যক্ষপুত্রেণ খড়্গঃ সমুদ্যমিতঃ। ততশ্চাকস্মাত্তদেব লিঙ্গং স্ফোটয়িত্বা শ্রীনৃসিংহদেবঃ স্বয়মাবির্ভূয় তং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রং সপরিকরং জঘান। দক্ষিণস্যাং দিশি[১] লিঙ্গস্ফোটনামা স্বয়ঞ্চ তত্র স্থিতবানিতি। অতোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি।

কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা। অত এবোক্তমাদিবারাহে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লবেদ্ধীমান্ সর্বপাপক্ষয়ে সতি॥

ইতি। অত এব শ্রীনৃসিংহ-শিবভক্ত্যোরন্তরং বৃহদেব শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ—

হয়। অতএব তাঁহার উপাসকগণের নাশের নিমিত্ত এই রুদ্রাধিষ্ঠানে আমি শ্রীনৃসিংহের পূজাই করিব'—এই চিন্তা করিয়া সেই বিপ্র 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া যেই করিলেন পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ এমন সময়ে পুনরায় গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তদনন্তর অকস্মাৎ সেই শিবলিঙ্গ স্ফুটিত করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া পরিকরগণের সহিত গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে বিনাশ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গস্ফোটক নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়া সেই স্থানে স্থিত হইলেন।' অতএব অনন্যভক্তগণও শ্রীশিবকে বৈষ্ণবরূপেই মানিয়া থাকেন।

অথবা কেহ কেহ কোন সময়ে শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। আদি বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'বুদ্ধিমান্ জন বৃষধ্বজ শ্রীশিবকে আরাধনা করিয়া পাপক্ষয় হইলে সহস্র জন্মান্তরে বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন'—

সুতরাং শিবভক্তি ও শ্রীনৃসিংহ ভক্তির মধ্যে মহান্ ভেদ। শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হয়—'

১ 'দক্ষিণস্যাং দিশি' পাঠ পঁথিতে নাই

অনুপনীতশতমেককেনোপনীতেন তৎসমম্, উপনীতশতমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশতমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং, বানপ্রস্থশতমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনান্তু শতং পূর্বমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমং, রুদ্রজাপকশতমেকমথর্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমম্, অথর্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমম্।

[নৃ. তা. উত্তর, ৮ অঃ]

ইতি। মন্ত্ররাজশ্চ তত্র শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবেতি। স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ। যথা চতুর্থে—

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্॥
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ [ভা. ৪.২.২৭—২৮]

ইত্যাদি। বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমনূদ্য তদবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানাযোগঃ স্যাৎ, পূর্বত এব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেঃ। অথ তৎপরিপন্থিনাং শ্রীভাগবতাদীনাং সচ্ছাস্ত্রত্বমায়াতম্। তৎপুরস্কৃতানাং সূতসংহিতাদীনামসচ্ছাস্ত্রত্বং স্পষ্টমেব[1]। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ। যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্।

'শত অনুপনীত এক উপনীতের সমান; শত উপনীত এক গৃহস্থের সমান; শত গৃহস্থ এক বানপ্রস্থের সমান; শত বানপ্রস্থ এক যতির সমান; শত যতি এক রুদ্রজাপকের সমান; শত রুদ্রজাপক এক অথর্বাঙ্গিরসশাখার অধ্যাপকের সমান, শত অথর্বাঙ্গিরসশাখার অধ্যাপক এক মন্ত্র রাজ অধ্যাপকের সমান।'

মন্ত্ররাজ বলিতে সেখানে (শ্রীনৃসিংহতাপনীতে) শ্রীনৃসিংহ মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। শিবের স্বতন্ত্ররূপ ভজনে ভৃগুদত্ত শাপ দুরতিক্রমণীয়। যথা—চতুর্থস্কন্ধে—

'ভৃগু ব্রহ্মদণ্ডরূপ দুরত্যয় অভিশাপ দান করিলেন—যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে এবং যাহারা তাঁহার অনুগামী হইবে তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী হইবে।'

এখানে বিহিত মহাদেব-ব্রতের অনুবাদ করিয়া নিষেধ করা হইল। কারণ বিধ্যন্তর পাষণ্ডিত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে ইহা অন্বিত হয় না—কেন না পূর্বেই পাষণ্ডিত্ব সিদ্ধ আছে। অপর, উহাদিগকে সৎশাস্ত্রের প্রতিকূল বলায় শ্রীভাগবতাদির সৎশাস্ত্রত্বই বলা হইল। সৎশাস্ত্র অগ্রগণ্য বলিয়া সূত সংহিতাদির স্পষ্টই অসৎশাস্ত্রত্ব। অতএব স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনায়

১ 'অথ তৎপরিপন্থিনাং' হইতে 'স্পষ্টমেব' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ ॥
যং পূর্বে চানুসন্তস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দনঃ। [ভা ৪. ২. ৩১]

ইতি। এষ বেদলক্ষণো 'যৎ প্রমাণং' যত্র মূলমিত্যর্থঃ। অত এবান্বয়েনাপি শ্রীবিষ্ণু-ভক্তির্দৃঢ়ীকৃতা 'সত্ত্বং রজস্তমঃ'[1] ইত্যাদিনা। তথা শ্রীহরিবংশে শিববাক্যমেব—

হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্ ॥

ইতি। তস্মাৎ শ্রীশিবভক্তেরপ্যেবম্ভূতে স্থিতে পরাণামপি দেবতানাং বৈষ্ণবাগমাদৌ তদ্বহিরঙ্গাবরণ-সেবকত্বেনাপ্রাকৃতানামেব পূজাবিধানং শ্রীভগবদ্বল্লোকসঙ্গ্রহপরাণাং তল্লীলৌ-পয়িক-নরলীলাপার্ষদানাং বা শ্রীভগবৎপ্রীণনযজ্ঞাদৌ তু শ্রীযুধিষ্ঠির-রাজসূয়বদন্যাসামপি তদ্বিভূতিত্বেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্।

এই পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়।[2] যেহেতু সেই শ্রীভাগবতে ভৃগু কর্তৃক শ্রীজনার্দনেরই বেদমূলত্ব স্থাপিত হইয়াছে—

'পূর্বে ঋষিগণ যে বেদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই বেদের জনার্দনই প্রমাণ এবং সেই বেদই লোকসকলের সনাতন মঙ্গলদায়ক পথ।'

ইহাই বেদের লক্ষণ, যাহা প্রমাণ অর্থাৎ যাহা বেদের মূল। অতএব 'সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ (প্রকৃতির এই তিনটী গুণ তথাপি সত্ত্বতনু বাসুদেব হইতেই কল্যাণ)' ইত্যাদি বাক্যে বিধিমুখে শ্রীবিষ্ণুভক্তিই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তথা শ্রীহরিবংশে শিববাক্য—

'হে বিপ্রগণ! সত্ত্বসংস্থিত আপনাদের হরিই সর্বদা ধ্যেয়। অতএব সর্বদা বিষ্ণুমন্ত্রই পাঠ করুন, কেশবকে ধ্যান করুন।'

শিব ভক্তেরও যখন এই প্রকার করণীয় বিহিত হইল তখন অন্যান্য দেবতা-দিগেরও বৈষ্ণবাগমাদিতে অপ্রাকৃতরূপে পূজার বিধান আছে। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গাবরণ সেবক। অথবা শ্রীভগবানের লোকসংগ্রহপর লীলার উপযোগী নরলীলাপার্ষদ-গণের ভগবৎ-প্রীতি-সাধক যজ্ঞাদিতে মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির যেমন রাজসূয় যজ্ঞে অন্য (দেবতাগণকে) শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিরূপে জানিয়াছিলেন তদ্বৎ (অন্য দেবতার পূজা)—ইহাই বুঝিতে হইবে।[3]

১ ভা. ১. ২. ২৩

২ তাৎপর্য— মহাদেব একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর—এইরূপে যদি কেহ ভজন করেন তাহা হইলে দোষ হয়। নামা-পরাধেও বলিয়াছেন—'শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবস্য নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাতে শিবনামকে স্বতন্ত্র মনে করা একপ্রকার নামাপরাধ। কিন্তু তদীয়রূপে অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে আরাধনা করিলে দোষ হয় না।

৩ তাৎপর্য—বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে অন্য দেবতার অর্চনের বিধান আছে, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-বরণ সেবকরূপে অপ্রাকৃতদেবতাগণেরই পূজন কর্তব্য কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণযুক্ত দেবতার পূজা বিধেয় নয়। এস্থলে অন্য

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ [ভা. ৭. ১০. ২৬]

ইতি। তদুক্তং[১] শ্রীযুধিষ্ঠিরেণৈব—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ [ভা. ২. ৪. ১৭]

বিভূতিত্বেনৈবমুক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামাং প্রতি শ্রীভগবতা—

সৌরাশ্চ শৈবা গণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা ॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিজননামভিঃ ॥ [প. পু. ৭১ অধ্যায়]

ইতি। বস্তুতস্তু সর্বাপেক্ষয়া শ্রীবৈষ্ণবা এব শ্রেষ্ঠাঃ। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে তথৈবান্যত্র প্রহ্লাদসংহিতায়ামেকাদশীজাগরণপ্রসঙ্গে চ—

প্রহ্লাদকর্তৃক যে প্রকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন—

'অতঃপর প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের অংশ ব্রহ্মা, মহেশ ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা সকলকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন।'

শ্রীযুধিষ্ঠিরও তাহাই বলিয়াছেন—

'হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতিকে (অংশ সমূহকে) অর্চনা করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছি, হে স্বামিন্! আপনি তাহা সম্পাদন করুন।'

পদ্মপুরাণেও বিভূতি বা অংশরূপেই তদ্রূপ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'যেমন বর্ষার জল সাগরপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূর্যোপাসক, শিবোপাসক, গণেশপূজক ওশক্তিরঅর্চক এবং বৈষ্ণবগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। এক দেবদত্ত যেমন পুত্রাদি জননামের দ্বারা (অর্থাৎ অমুকেরপিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু ইত্যাদিরূপে নানা নামে) নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার ক্রীড়া এবং নামের দ্বারা আমি এক হইয়াও পঞ্চরূপ হইয়াছি।'

বাস্তবিকপক্ষে সকলের অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে ও অন্যত্র

প্রকার সিদ্ধান্তরূপ করা যাইতে পারে। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি যদি কাজ না করি তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যায়, অতএব আমি কাজ করি, কিন্তু আমার কোনও কর্তব্য নাই। লোক সংগ্রহের নিমিত্তই আমি কাজ করি। তদ্রূপ শ্রীভগবানের ন্যায় লোকসংগ্রহপর শ্রীভগবানের লীলার অনুকূলতা করিবার জন্য নরাকার যে পার্ষদগণ আছেন তাঁহাদেরই পূজা বিধান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। অতএব শ্রীভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীভগবানের বিভূতিরূপেই অন্যান্য দেবতার পূজা দেখা সাধিত হইয়াছে।

১ 'যথোক্তং'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতাভক্তেঃ ভবেদ্ভাগবতোপমঃ ॥

ইতি তাদৃশসৌরাদীনাং তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন কেবলং তদ্ধেতুত্বেন[১] কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যর্থকৃতজপ-তপস্তজ্জাত-শুদ্ধভক্তিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রমরণাদিপ্রভাবেণ বা। যথা তত্রৈব বর্ণিতয়োর্দেব-শর্ম-চন্দ্রশর্মনাম্নোঃ সূর্যমারাধয়তোঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা—

তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্মশীলতয়া পুনঃ।
বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎসমীপগৈঃ ॥
যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্যপূজাদিকং কৃতম্।
তেনাহং কর্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতো হ্যভবং কিল ॥

ইতি। তৎক্ষেত্রং মায়াপুরী। তৌ চ শ্রীকৃষ্ণাবতারে সত্রাজিদক্রূরাখ্যৌ জাতাবিতি চ তত্র প্রসিদ্ধিঃ। এবং পুণ্ডরীকস্যাপি পিতৃসেবয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ যোজনীয়া।

স্বতন্ত্রোপাসনায়াং তৎপ্রাপ্তিঃ শ্রীগীতোপনিষদি নিষিদ্ধা।

প্রহ্লাদ সংহিতাতে একাদশী জাগরণ প্রসঙ্গে তাহাই উক্ত হয়। যথা—

'সৌর শৈব, ব্রাহ্ম, শাক্ত এবং অন্য' 'দেবতা-ভক্ত—কেহই ভাগবত তুল্য নহেন।'

তাদৃশ সূর্যশিবাদিপ্রভৃতির উপাসকগণের যে ভগবৎপ্রাপ্তি দ্বারা তাহা কেবল তদ্ধেতুক নয় (অর্থাৎ সেই সেই দেবতার আরাধনায় লভ্য নহে), কিন্তু শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কৃত যে জপ ও তপ—তজ্জাত শুদ্ধভক্তি দ্বারা, অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে মরণাদি প্রভাবের দ্বারা হইয়া থাকে। সেই স্কন্দপুরাণেই সূর্য-আরাধনাকারী দেবশর্মা ও চন্দ্রশর্মা নামক দুই জনের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'সেই ক্ষেত্রের প্রভাব বশতঃ ধর্মশীল সেই দুইজন (দেবশর্মা ও চন্দ্রশর্মা) আমার পার্ষদগণ কর্তৃক বৈকুণ্ঠভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজন জীবনকাল পর্যন্ত সূর্যপূজাদি করিয়াছেন, সেই কর্ম দ্বারা তাঁহাদের প্রতি আমি নিশ্চয় প্রসন্ন হইয়াছিলাম।' 'সেই ক্ষেত্র' অর্থে মায়াপুরী[২] শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে তাঁহারা উভয়ে সত্রাজিৎ ও অক্রূর নামে জন্ম লইয়া ছিলেন—ইহা সেই স্কন্দপুরাণে প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পিতৃসেবা দ্বার

১ 'তদ্ধেতুকৈব' - মুদ্রিত পুস্তকে।

২ 'সেই ক্ষেত্র' অর্থাৎ মায়াপুরী। অযোধ্যা প্রভৃতি সাতটী পুরী মোক্ষ দায়িকা—

'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।'

যোঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।

[ভ. গী. ৯. ২৩-২৫]

ইতি। তস্মাত্তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং কশ্চিদ্‌গুণোঽপি ভবতি।

[ব্রহ্মশিবাদীনামবজ্ঞাদৌ তু দোষসদ্ভাবঃ]

অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ—"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি" ইতিবৎ।[১] যথা পাদ্মে—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদা চন॥

পুণ্ডরীকেরও শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি যোজনা করিতে হইবে। দেবতান্তরের স্বতন্ত্ররূপে উপাসনাতে যে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি তাহা শ্রীগীতোপনিষদেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

'আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। আমাকে যাহারা যথাযথভাবে জানে না তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করে। ইন্দ্রাদিদেব-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ দেবতাকে ও যাহারা পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর তাহারা পিতৃগণকে এবং ভূতপূজকগণ ভূতসকলকে ও আমার যজনশীল ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত হন।'

তদীয় (ভগবৎ-) সম্বন্ধিরূপে (অন্য দেবতার) উপাসনায় গুণও কিছু কিছু হয়।

[ব্রহ্মা শিবাদির অবজ্ঞায় দোষ]

অবজ্ঞাদিতে কিন্তু দোষ হয়। 'ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিবে কিন্তু অন্য শিবাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না'—এই উক্তিবশতঃ (অন্য দেবতার অবজ্ঞাও দোষজনক)। যথা পাদ্মে—

'সর্বদেবেশ্বর ঈশ্বর হরিই সর্বদা আরাধনীয়, কিন্তু অন্য ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি কখনই অবজ্ঞেয় নহেন।'

গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হয়—

১ ভা. ১১. ৩. ২৭

ইতি। গৌতমীয়ে চ—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্মঃ পূর্বধর্মোঽপি নশ্যতি ॥ [গৌ. ত. ৩৩. ৮৪]

ইতি। অত এব 'হয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ'[১] ইতি শ্রীনারায়ণবর্মণি তদাগঃপ্রায়শ্চিত্তম্। বিষ্ণুধর্মে চায়মিতিহাসঃ—

পূর্বং শ্রীমদম্বরীষো বহুদিনং শ্রীভগবদারাধনং তপোঽনুষ্ঠিতবান্। তদন্তে চ ভগবানেবেন্দ্ররূপেণৈরাবতীকৃতং গরুড়মারুহ্য তং বরেণ ছন্দয়ামাস। স চেন্দ্ররূপং দৃষ্ট্বা তং নমস্কারাদিভিরাদৃত্যাপি তস্মাদ্বরং নেষ্টবান্, উক্তবাংশ্চ—মমারাধ্যাকারো যঃ স এব মম বরদাতা ভবেন্নান্য ইতি। অথ তদ্দেয়ং বরমহমেব দাস্যামীতি পুনরুক্তবত্যপীন্দ্রে তং নেষ্টবন্তং তং প্রতি বজ্রং সমুদ্যতবান্। তদাপি তং বরং নাঙ্গীকৃতবতি তস্মিন্ সুপ্রসন্নো ভূত্বা তদ্রূপমন্তর্ধাপ্য স্বরূপমাবির্ভাবয়ন্ননুজগ্রাহেতি।

'যে ব্যক্তি গোপালকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পূজা করে কিন্তু অন্য দেবতাকে নিন্দা করে, তাহার ভবিষ্যৎ ধর্ম হওয়ার কথা দূরে থাকুক, পূর্ব ধর্মও নষ্ট হয়।'

অতএব 'পথিমধ্যে দেবহেলন-রূপ অপরাধ হইতে (হয়শীর্ষমূর্তি আমাকে রক্ষা করুন)' ইত্যাদি শ্লোকে নারায়ণবর্ম (মন্ত্র) দ্বারা সেই দেব-অবজ্ঞার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে।[২] বিষ্ণুধর্মেও এই ইতিহাস দৃষ্ট হয়—

শ্রীমান্ অম্বরীষ পূর্বে বহুদিন যাবৎ শ্রীভগবানের আরাধনারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অম্বরীষের তপস্যাশেষে শ্রীভগবান্ ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্বক গরুড়কে ঐরাবতরূপে পরিণত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া বর দিতে প্রলোভন দেখাইলেন। শ্রীঅম্বরীষ তাঁহাকে নমস্কারাদি দ্বারা আদর করিয়াও তাঁহার নিকট বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বরং বলিয়াছিলেন, 'আমার আরাধ্যের আকার যাঁহার, তিনিই আমার বরদাতা হইবেন, অন্য নহেন্।' অনন্তর ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বলিলেন—'তোমার আরাধ্য দেবের দেয় বর আমিই দিব'। ইহা শুনিয়াও অম্বরীষ বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করায় ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্র উত্তোলন করিলেন, তথাপি তিনি বর গ্রহণ করিলেন না। তখন তাঁহার প্রতি ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই ইন্দ্ররূপ অন্তর্হিত করিয়া নিজস্বরূপ ধারণ পূর্বক (তাঁহার প্রতি) অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

১ ভা. ৬. ৮. ১৫

২ অন্য দেবতার অবমাননাতে-দ্বাত্রিংশদপরাধের অন্যতম অপরাধ উপস্থিত হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণের অন্য দেবতার নিন্দা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

তত্র চ শিবাবজ্ঞাদৌ মহানেব দোষঃ। যথা চতুর্থ এব নন্দীশ্বরশাপঃ—"সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্"[১] ইতি। ইদমপি যৎকিঞ্চিদেব, শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ। "হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্"[২] ইত্যুক্তরীত্যা[৩] নূনং তৎসখ্যমনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্ভক্তিস্বভাব-কৃতসর্ববিষয়ক-বিনয়পুনঃপুনর্ভক্ত্যভিলাষাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং ভগবদ্ভক্তি-বরপ্রার্থনমিতি চতুর্থাভিপ্রায়ঃ। অত এবোক্তং—

যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ইতি। দৃষ্টঞ্চ তথা চিত্রকেতুচরিতে।

[ভগবৎপ্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধের্নিষেধঃ]

শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্। তথা হি—

শিবের অবজ্ঞাদিতে মহৎ দোষ হয়। চতুর্থ স্কন্ধে—নন্দীশ্বরশাপে উক্ত হয়—'যে (ব্রাহ্মণগণ) মহাদেবের অবমাননাকারী দক্ষের অনুবর্তী হইলেন, তাঁহারা এই সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব করুন।' এ দোষ নিশ্চিতই সামান্য—তথাপি শ্রীশিবের মহাভাগবতত্ব হেতু দোষ স্বতই সিদ্ধ হয়। 'মহাদেবের ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবেরের প্রতি তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ'—এই উক্তি অনুসারে নিশ্চয় কুবেরের সহিত শ্রীশিবের সখ্য স্মরণ করিয়া শ্রীভগবদ্-ভক্তি-স্বভাবের দ্বারা কৃত যে সর্বপ্রকার বিনয়—তৎসহ ভক্তি-অভিলাষী শ্রীধ্রুব (শিবসখা) কুবেরের নিকট পুনঃ পুনঃ ভক্তি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই চতুর্থ স্কন্ধের অভিপ্রায়। অতএব উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভাবসমন্বিত হইয়া আমাকে নিত্য সম্যক্ প্রকারে অর্চনা করে কিন্তু শ্রীঈশানদেবকে নিন্দা করে সে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়।'
চিত্রকেতুর উপাখ্যান[৫] হইতেও তাহাই বুঝা যায়।

[ভগবৎ প্রতিমায় শিলাবুদ্ধির নিষেধ]

কপিলদেব সাধারণ প্রাণিদিগের অবজ্ঞারও নিন্দা করিয়াছেন, (তদ্বিধ দেবতাদির) ত' কথাই নাই। যথা—

---

১ ভা. ৪. ২. ২৪

২ ভা ৪. ১১. ৩২

৩ 'স্বায়ম্ভুবোক্তরীত্যা'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ

৪ 'অবজ্ঞাদিকং'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ

৫ গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতু ঐকান্তিক হরিভক্ত। ঋষিসভা মধ্যে শ্রীশিবকে পার্বতীসহ একাসনে সমাসীন দেখিয়া, কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পার্বতীর শাপে তাঁহার অসুরযোনিতে জন্ম হইয়াছিল।

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ [ভা. ৩. ২৯. ১৭]

ভূতেষু বক্ষ্যমাণরীত্যাপ্রাণভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্মজীবপর্যন্তেষু ভূতাত্মা তদন্তর্যামী। তং মামবজ্ঞায় তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চাং মৎপ্রতিমাং কুরুতে স তদ্বিড়ম্বনস্তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুত ইত্যর্থঃ। যতঃ—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ [ভা. ৩. ২৯. ১৮]

মৌঢ্যাৎ শৈলী দারুময়ী বা কাচিৎ প্রতিমেয়মিতি মূঢ়বুদ্ধিত্বাদ্ যং সর্বেষু ভূতেষু বর্তমানং পরমাত্মানমীশ্বরং মাং হিত্বা তস্যা ময়ৈক্যমবিভাব্যার্চাং মদীয়াং প্রতিমাং ভজতে কেবললোকরীতিদৃষ্ট্যা তস্যৈ জলাদিকমর্পয়তি। যথাগ্নিপুরাণে দশরথ-মারিত-পুত্রস্য

'আমি অন্তর্যামিরূপে সর্বদা সর্বভূতে অবস্থিত আছি, যে মরণশীল (মানব) সেই সর্বভূতস্থ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল প্রতিমা পূজা করে, সে কেবল পূজার বিড়ম্বনা মাত্র করে।'১

'সর্বভূত' অর্থে বক্ষ্যমাণ শ্লোকে আলোচিত যে অপ্রাণভৃৎ জীব (অর্থাৎ যে সকল ভূতের চিদ্বিকাশ প্রকটিত নহে) তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার্পিতাত্মা শ্রেষ্ঠ ভক্ত পর্যন্ত। 'ভূতাত্মা' অর্থে—সর্বভূতান্তর্যামী। 'এবম্ভূত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া' অর্থে সর্বভূতান্তর্যামী যে-আমি—অন্য ভূতের অবমাননায় তাহাকে অর্থাৎ আমাকেই অবমাননা করা হয়। সুতরাং সেইরূপ অন্য জীবকে অবজ্ঞা করিয়া যে আমার প্রতিমা পূজা করে সে সেই পূজার বিড়ম্বনা অর্থাৎ সেই প্রতিমারও অবজ্ঞা করে। যেহেতু—

'যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে বর্তমান পরমাত্মা ও ঈশ্বররূপী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে পূজা করে সে মূঢ়তাবশতঃ ভস্মে আহুতি দেয়।'

মূঢ়তাবশতঃ কোন প্রতিমা প্রস্তর বা দারুময়ী—ইহা মনে করিয়া সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা ও ঈশ্বররূপী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ) প্রতিমার সহিত আমার ঐক্যভাবনা না করিয়া ভজনা করে—কেবল লোকরীতি দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতিমাকে জলাদি অর্পণ করে। অগ্নিপুরাণে দশরথ কর্তৃক যে-তপস্বীর পুত্র নিহত হইয়াছিল তাহার বিলাপে উক্ত হয়—

১ তাৎপর্য—ভবাদির প্রতি অবমাননার কথা দূরে থাকুক—সাধারণ জীবের প্রতি অবমাননাও নিষিদ্ধ পরন্তু সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠান ইহা জানিয়া সকলকে সম্মান করা ও সকলের নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করাই শ্রীকপিলদেবের উপদেশ। তাহাই চতুর্থ স্কন্ধের অভিপ্রায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
সর্বজীবে সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

তপস্বিনো বিলাপে—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসানাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ॥

ইতি। যথা চোক্তং—

বিষ্ণ্বর্চায়াং[1] শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমালিন্যমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ॥
শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ॥

ইতি। তস্য চ মূঢ়স্য মদ্দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি। ততস্তদ্দোষেণ ভস্মনি যথা জুহোতি কশ্চিৎ তস্যাশ্রদ্ধধানস্য ফলাভাব ইত্যর্থঃ। "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ"[2] ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা লোকপরম্পরামাত্রজাতে যৎকিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধাসদ্ভাবে তু কনিষ্ঠভাগবতত্বমেব।

'আমি কি হরির প্রতিমাতে পাষাণ বুদ্ধি করিয়াছি, অথবা ভগবান্ শ্রীহরির মুদ্রাঙ্কিত-দেহ বিষ্ণুভক্তকে পথে দেখিয়া চিত্তদ্বারা অনাদর করিয়াছি, যে-কর্মবিপাকবশতঃ আমার ঈদৃশ পুত্রশোক উপস্থিত হইল।'

আরও উক্ত হয়—

'বিষ্ণুপ্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলি-মালিন্যনাশী বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, শুদ্ধ শ্রীভগবানের নাম, রূপ এবং মন্ত্রে অন্য শব্দের ন্যায় সমানবুদ্ধি এবং সর্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুতে তদিতর-বুদ্ধি বা সমান বুদ্ধি যে করে সে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করে।'

সর্বভূতে যে আমার অবস্থান সেই দৃষ্টির অভাব থাকায় প্রাণিগণের প্রতি সেই মূঢ়ের অবজ্ঞা উৎপন্ন হয়। অতএব সেই দোষে ভস্মে ঘৃতাহুতি যেমন বিফল তদ্রূপ সেই শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তির ফলের অভাব হয়—ইহাই তাৎপর্য। 'যাহারা শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া (কেবলমাত্র) শ্রদ্ধা সহকারে (অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধিতে, ভজনা করে'—এই উক্তি বশতঃ লোকপরম্পরা জাত যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা বুঝিতে হইবে এবং সেইহেতু তাহাকে কনিষ্ঠ ভাগবত বলিতে হইবে। (উক্ত আছে)—

১ 'অর্চ্চৌ বিষ্ণৌ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
২ ভ. গী. ১৭. ১.

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥
[ভা. ১১. ২. ৪৫]

ইত্যুক্তেঃ।

যদ্যপি যথাকথঞ্চিদ্ভজনস্যৈবাবশ্যক-ফলাবসানতাস্ত্যেব তথাপি ঝটিতি ন ভবতীত্যেব তথোক্তম্। বক্ষ্যতে চ সাফল্যম্—'অর্চাদাবর্চয়েত্তাবৎ'[১] ইদিত্যাদিনা। অবজ্ঞামাত্রস্য তাদৃশত্বে সুতরাম্তু

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥
[ভা. ৩. ২৯. ১৮.]

ভিন্নদর্শিনঃ সর্বত্রান্তর্যাম্যেকদৃষ্টিরহিতস্য অত এব মানিন অত এব বদ্ধবৈরস্য চ। তথা চ মহাভারতে—

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনঃ।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি ॥

'যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীহরির প্রতিমাতে পূজা করেন কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যকে পূজা করেন না, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত ভক্ত।'

যদ্যপি যে কোন প্রকারে শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিলে অবশ্য ফল লাভ হয়, তথাপি সেই ফললাভ শীঘ্র হয় না—এই কারণে ঐ প্রকার উল্লেখ হইল। (প্রতিমা পূজায়) সফলতা বিষয়ে (শ্রীভগবান্) বলিলেন 'সাধক (যে পর্যন্ত সহৃদয়ে আমাকে জানিতে না পারে) সেই পর্যন্ত আমাকে প্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে।' ইত্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা মাত্রেই যে দোষাবহ তাহাই অধিকতর সিদ্ধ হইল। আরও উক্ত হয়—

'পরদেহে যিনি আমাকে দ্বেষ করেন সেই ভিন্নদর্শী অভিমানী এবং সকল প্রাণীর সহিত বৈরতাপন্ন যে ব্যক্তি তাহার মন শান্তিলাভ করে না।'

অর্থাৎ সর্বত্র অন্তর্যামিরূপে আমি আছি সেই-জ্ঞান-রহিত ব্যক্তি, অতএব অভিমানী ও বৈরতাপন্ন। মহাভারতেও উক্তি হইয়াছে—

"পিতা যেমন পুত্রকে কোন প্রকার উদ্বেগ দান করেন না সেই প্রকার যে ব্যক্তি কৃপালু কোন মনুষ্যকে উদ্বেগ দান করেন না, সেই বিশুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি হৃষীকেশ সত্বর প্রসন্ন হন।'

অপর (শ্রীভাগবতে) উক্ত হয়—

১ ভা. ৩. ২৯. ২০

কিঞ্চ—

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ [ভা. ৩. ২৯. ১৯]

অবমানিনো নিন্দাকর্ত্তুঃ। নিন্দাপি দ্বেষসমা।

কিংবা—

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা অসতাং পরুষেষবঃ॥

ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা ততোঽধিকা ইতি নায়ং ব্যুৎক্রম ইত্যভিপ্রেত্য ন দ্বেষাৎ পূর্ব্বমসৌ পঠিতা।

[প্রতিমাপূজায়া উপযোগিত্বম্]

তদেবমীশ্বরজ্ঞানাভাবাদ্ভক্তাবশ্রদ্দধানস্য দোষ উক্তঃ। অথ তচ্ছ্রদ্ধাহেতুতজ্-জ্ঞানস্য স্বধর্মসংযুক্তং তদর্চনমেব কারণমুপদিশন্ তাদৃশার্চনস্যাপ্যব্যর্থতামঙ্গীকরোতি—

অর্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ [ভা. ৩. ২৯. ২০]

তাবদেব স্বকর্মকৃৎ সন্ অর্চাদাবর্চয়েদ্ যাবৎ সর্বভূতেষ্ববস্থিতমীশ্বরং মাং ন বেদ ন জানাতি। অত্র স্বকর্মসহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ তৎ প্রতি-

'যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের অবমাননা করে, সে বিবিধ সম্পাদিত ক্রিয়ার দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে অর্চনা করিলেও পাপশূন্য হইলেও তাহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হই না।' 'অবমানী' অর্থে নিন্দাকারী। নিন্দা দ্বেষেরই সমান। অথবা—

'মর্মন্তুদ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া পুরুষ তেমন তাপ প্রাপ্ত হয় না যেমন অসৎগণের মর্মান্তিক নিষ্ঠুর উক্তি জীবকে পীড়া দান করে'।

ইত্যাদি উক্তি দ্বারা দ্বেষ হইতে নিন্দা যে অধিকতর ক্লেশদায়ক হয়, ইহার বিপর্যয় নাই—এই অভিপ্রায়ে ('পরদেহে যাহারা দ্বেষ করে' এই শ্লোকে) দ্বেষের পূর্বে (শ্রীভগবান্ কর্তৃক) নিন্দা পঠিত হয় নাই।

[প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা]

ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব বশতঃ ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির এই প্রকার দোষ কথিত হইল। অতএব ভক্তিশ্রদ্ধার কারণ হইতেছে ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-জ্ঞানের কারণ হইল স্বধর্ম সংযুক্ত প্রতিমা-পূজা। এক্ষণে তাহাই উপদেশ করিয়া তাদৃশ প্রতিমার্চনেরও অব্যর্থতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

পাদয়িষ্যতে—'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু'[১] ইত্যাদিনা। অতো ভগবজ্‌জ্ঞানাদূর্ধ্বং জাতশ্রদ্ধস্তু স্বকর্ম্মকৃৎ সন্‌ নার্চয়েৎ কিন্তু শুদ্ধমর্চাদিকমেব কুর্বীতেত্যায়াতম্‌। তচ্চ প্রতিপাদয়িষ্যতে—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত'[২] ইত্যাদিনা নত্বর্চাং পরিত্যজেদিত্যর্থঃ।

প্রতিষ্ঠিতার্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চয়েৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্তনম্‌॥

ইতি শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবিরোধাৎ।

অথ স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্‌।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্‌॥ [ভা. ৩. ২৯. ২১]

'প্রতিমাদিতে যে পূজা করা বিফল—ইহা মনে করিবেন না, মানুষ যে পর্যন্ত সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে নিজের হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, তৎকাল পর্যন্ত স্বকর্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে আমাকে অর্চনা করিবে।'

সেই পর্যন্তই স্বকর্মকারিতা অর্থাৎ প্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে যাবৎ সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে লোকে না জানে। এখানে যে স্বকর্মের সহায়তা বলা হইল, উহা অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য; কারণ তাহার শ্রদ্ধা ভক্তিতে তখন অধিকার হয় নাই। ইহার প্রতিপাদক যথা—'আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি, সমস্ত কর্মে নির্বিণ্ণ হইবে, অতএব ভগবৎ জ্ঞানের পর জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি স্বকর্মের অনুষ্ঠান করতঃ অর্চনা করিবে না। কিন্তু শুদ্ধ পূজনাদিই করিবে। 'সেই পর্যন্ত কর্ম করিবে'—ইত্যাদিদ্বারা (শ্রীভগবান্‌) তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু প্রতিমা কদাপি পরিত্যাগ করিবে না—ইহাই অর্থ। উক্ত আছে—

'প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণ পরিত্যাগ ও মস্তকচ্ছেদন বরং স্বীকার্য। কিন্তু জীবন কাল পর্যন্ত অর্চনা করিবে'।

শ্রীহয়শীর্ষের এবং পঞ্চরাত্রের এই বিরোধ উক্তি হেতু প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা ত্যাগ করিবে না ইহাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু স্বধর্ম পূর্বক অর্চন করিলেও ভূতগণের প্রতি দয়া ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হয় না। ইহা (কপিল দেব) বলিয়াছেন—

'যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে অত্যল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, সেই ভিন্নদর্শীর প্রতি আমি মৃত্যুরূপী হইয়া ঘোরতর ভয় ও সংসার বিধান করি।'

---

১ ভা. ১১ ২০. ২৭
২ ভা. ১১. ২০. ৯

অন্তরোদরম্ উদরভেদেন ভেদং করোতি ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি। ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো[1] মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণং ভয়ং সংসারম্। নিগময়তি—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ [ভা. ৩. ২৯. ২২]

অথ অতো হেতোঃ যথাযুক্তং যথাশক্তি দানেন তদভাবে মানেন চাভিন্নেন চক্ষুষেতি পূর্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন—

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা। [ভা. ৩. ১৬. ১০]

ইত্যাদি। যদ্বাভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তত্র সর্বেষাং সাধারণ্যেনৈবার্হণে প্রাপ্তে বিশেষয়তি—

উদরভেদে ভেদ করে', কিন্তু আমার অধিষ্ঠান মনে করিয়া নিজের সমান জ্ঞান করে না। 'উদর ভেদ' অর্থাৎ ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও যেমন কেবল নিজের উদর পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ ভিন্নদর্শীর সম্বন্ধে আমি মৃত্যুরূপ সংসার বিধান করি। নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন—

'মানুষের কর্তব্য—প্রাণিগণের অন্তর্যামী, অতএব সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে জানিয়া যথাযথ দান করা এবং সম্মানের দ্বারা সকলের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা এবং অভিন্ন দৃষ্টি দ্বারা সকলের পূজা করা।'

শ্লোকের 'অথ' শব্দের অর্থ অতএব অর্থাৎ এই হেতু, 'যথাযথ' অর্থাৎ যথাশক্তি দান এবং তদভাবে সম্মানের দ্বারা এবং পূর্বের ন্যায় অভিন্ন দৃষ্টিতে। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কর্তৃক শ্রীসনকাদির প্রতিও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে—

('দ্বিজগণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণিগণ,—এই তিনটী) আমার শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠান। (উহারা আমার অধিষ্ঠান নয়)—এই প্রকার ভেদবুদ্ধিতে যাঁহারা উহাদিগকে দেখেন (যমদূতগণ তাঁহাদের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দেয়)।'

অথবা অভিন্নদৃষ্টি (অর্থে) অন্যত্র যে দৃষ্টি তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিলক্ষণ দৃষ্টি অর্থাৎ সমস্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টি—তদ্দ্বারা। এখানে সকলের প্রতি সমান ভাবে সম্মান বিহিত হইলেও (শ্রীকপিলদেব নিম্নোক্ত) বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন—

'অয়ি শুভে! প্রাণিসকলের মধ্যে তারতম্য বিবেচনা করিয়া সম্মানাতিশয় করা কর্তব্য। দেখুন—অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন জীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রাণবৃত্তিযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ,

---

১ 'স্বপরসুখদুঃখসাম্যবিদুষঃ' এই অধিক পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সন্ন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥

[ভা. ৩. ২৯. ২৩—২৮]

তদপেক্ষা চিত্তযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন জীব, তন্মধ্যে স্পর্শবিদ্ (তরুগণ) অপেক্ষা রসবেদী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধবেত্তা (ভ্রমর) শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শব্দবিৎ (সর্পাদি) শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা রূপভেদবেত্তা (কাকাদি) শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা যাহাদের উভয়পার্শ্বে দন্ত আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। পাদহীন জীব অপেক্ষা বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ শ্রেষ্ঠ, চারি বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ হইতে অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থজ্ঞ হইতে সংশয়চ্ছেদনকারী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা স্বধর্মানুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা ত্যাগী (জ্ঞানী) শ্রেষ্ঠ—যেহেতু তাঁহার নিজের অনুষ্ঠিত কার্যে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। তদপেক্ষা যিনি নিজের অশেষ কর্ম ও তাহার ফল, এবং আত্মা (দেহ)—সবই আমাকে সমর্পণ করিয়া আমার অতিশয় অব্যবহিত হইয়া থাকেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার আত্মা আমাতে অর্পিত, তাঁহার কর্মফল সকল আমাতেই ন্যস্ত। তিনি সর্বত্র সমদৃষ্টি ও কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য ;—এমন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কোন জীবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি বিবেচনা করিনা।'

পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তরোত্তর বিষয়ে এক এক গুণের আধিক্য হেতু শ্রেষ্ঠতা। 'ধর্ম দোহন করে না' অর্থে নিষ্কামকর্মা। 'নিরন্তর' অর্থে জ্ঞানাদি দ্বারা যাহার ভক্তি ব্যবহিত নহে। 'কর্তৃত্বাভিমান শূন্য' অর্থে অর্পিতাত্মতা হেতু নিজের ভরণাদি কর্মের তিনি অপেক্ষা করেন না। শ্রীভগবানে ভক্তি আচরণ করে, সে বিষয়ে, এবং নিজে যে শ্রীভগবানের অধীন তাহা জানিয়া সেই ভক্ত

পূর্বস্মাদুত্তরোত্তরস্মিন্ একৈকগুণাধিক্যেনাধিক্যম্। ধর্মমদোগ্ধা নিষ্কামকর্মা। নিরন্তরো জ্ঞানাদ্যব্যবহিতভক্তিঃ। অকর্তুরর্পিতাত্মত্বেন স্বভরণাদিকর্মানপেক্ষমাণাৎ। যদ্ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়তে তত্রাপি স্বস্য ভগবদধীনত্বং জ্ঞাত্বা তদভিমানশূন্যাচ্চ। সম-দর্শনাদ্ভগবদধিষ্ঠাতৃত্বসাম্যেনাত্মবৎ পরেষ্বপি হিতমাশংসননেন শ্রবণাদিকর্মানপেক্ষমাণাৎ জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানামিত্যাদিনা ভেদো হি বিবক্ষিতঃ। ততো মদ্ভক্তেষ্বেবাদরবাহুল্যং কর্তব্যমন্যত্র চ যথাপ্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ। তথৈবোক্তং—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ [ভা. ৩. ২৯. ২৯]

জীবকলয়া তৎকলনয়া তদন্তর্যামিতয়েত্যর্থঃ। তদেবং প্রথমোপাসকানাং সর্বভূতাদরো বিহিতঃ। সশ্রদ্ধসাধকানাস্তু ভগবদ্বৈভবস সার্বত্রিকতাস্ফূর্ত্যা ভবত্যেবাসৌ। যথোক্তং স্কান্দে—

এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

ইতি। বক্ষ্যমাণরীত্যা শুদ্ধবন্ধুত্বাদিভাবসাধকানামপি শুদ্ধবন্ধুভাবসিদ্ধশ্রীগোকুলবাস্যনুশীলনানুসারেণ তাদৃশভগবদ্গুণানুস্মরণেন চাসৌ জায়তে। জাতভাবানাং ত্বহিংসোপরমশ্চ স্বীয় এব স্বভাবঃ। যথা—

অভিমানশূন্য। 'সমদর্শন করেন' অর্থে নিজের ন্যায় অপরেও শ্রীভগবানের অধিষ্ঠাতৃত্ব জ্ঞান করিয়া সম দৃষ্টি করেন। পরের প্রতি নিজের মত হিতকথন এবং শ্রবণাদি কর্মের তিনি অপেক্ষা করেন না। 'অচেতন অপেক্ষা সচেতন জীব শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি দ্বারা ভেদই বলা হইল। সুতরাং আমার ভক্তসকলকেই বহু আদর করা উচিত। অন্যত্র যথাপ্রাপ্ত অর্থাৎ যথাশক্তি আদর করিবে—ইহাই অভিপ্রায়। সেই প্রকারই (শ্রীকপিল দেব) বলিয়াছেন—

'ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীতে প্রবিষ্ট আছেন—এই প্রকার জ্ঞানে মনের দ্বারা বহুসম্মান করিয়া সমস্ত প্রাণীকে প্রণাম করিবে।'

'জীবকলন' দ্বারা—তদন্তর্যামিতা, তদ্দ্বারা। এই প্রকার প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে সমস্ত প্রাণীতে আদরের বিধান রহিয়াছে। অপর, শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণের পক্ষে সর্বত্র ভগবানের বৈভব স্ফূর্তি দ্বারা এই সর্বভূতের আদর উক্ত হইয়াছে। যথা স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—

'এই যে অহিংসাদি গুণ, ইহা অদ্ভুত নয়। যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা পরকে তাপদান করেন না'—

এই বক্ষ্যমাণ রীতি দ্বারা শুদ্ধ বন্ধুত্বাদি ভাবের সাধকগণেরও শুদ্ধভাব সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সিদ্ধভাব সম্পন্ন শ্রীগোকুলবাসিগণের অনুশীলনে এবং তাদৃশ শ্রীভগবানের গুণানুস্মরণে

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসা পরমঃ স্বধর্মঃ॥

ইত্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র পরমসিদ্ধানাঞ্চ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"[১] ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্তু 'যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন'[২] ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পাদ্যত ইতি ভেদঃ। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষবিশ্লেষার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অত এব কেবল-ভূতানুকম্পয়া ভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাত্তু তদয়ৈব ভগবত্তবক্তিমুখ্যা নার্চনমিতি নিরস্তম্। তথা বৈতদব্যবহিতপূর্বং নিগুর্ণভক্ত্যুপায়ত্বেন "ক্রিয়াযোগেন শস্তেন

সর্বভূতের আদর উৎপন্ন হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব হইয়াছে—তাঁহাদের অহিংসা নিবৃত্তিই স্বীয় স্বভাব।[৩] যথা—

'ধীরগণ হিংসানিবৃত্তিরূপ স্বধর্মে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাদিতে সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক অন্তে প্রাপ্য যে পারমহংস্যপদ তাহা লাভ করেন।'

এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা সিদ্ধভাব। পরম সিদ্ধগণের সম্বন্ধে উক্ত হয়—'নিজের উপাস্য যে ভগবান্, তাঁহাকে তাঁহারা সমস্ত ভূতে বিদ্যমান দেখেন' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে উহা সিদ্ধ হইল। তন্মধ্যে সাধকগণের সম্বন্ধে 'যেমন তরুর মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ শাখাদি পুষ্ট হয় (সেই প্রকার অচ্যুতের আরাধনায় সকল দেবতার আরাধনা হয়)'—ইত্যাদি যে উক্তি রহিয়াছে তাহাতে অন্য উপাসনার পুনরুক্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে—তাহা কেবল স্বতন্ত্ররূপে সেই সেই দৃষ্টি দ্বারা নিহিত উপাসনার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।[৪] কিন্তু এখানে সর্বভূতের অধিষ্ঠান যে ভগবান্ তাঁহার উপাসনার বিধান হইতেছে। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ দ্বারাই সর্বভূতে আদরের আবশ্যকতা নিষ্পাদিত হইতেছে—ইহাই বিশিষ্টতা। শ্রীঅচ্যুত পূজনেই সকলের পূজা সম্পন্ন হয়। অন্যের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ নিবারণের নিমিত্তই এই বিধান জানিতে হইবে। সুতরাং কেবল প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিতে গিয়া শ্রীভগবানের অর্চনা পরিত্যাগ করায় ভরত

১ ভা. ১১. ২. ৪৫

২ ভা. ৪. ৩১. ১৪

৩ তাৎপর্য—সকল প্রাণীতেই ভগবান্ আছেন এই প্রকার বুদ্ধিতে প্রথম উপাসক সর্বপ্রাণীতে আদর করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণের সর্বত্রই ভগবানের বিভবস্ফূর্তি হয়, তজ্জন্য সর্বভূতে আদর হয়। ব্রজের বিশুদ্ধ সখ্যাদি ভাবের সাধকগণেরও সিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের ভাব অনুশীলন দ্বারা এবং শ্রীভগবানের গুণ লীলাদি স্মরণের দ্বারাই সর্বভূতে আদর হইয়া থাকে। যাহাদের ভাব সিদ্ধ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে হিংসা নিবৃত্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে।

৪ তরুর মূল সেচনের ন্যায় অচ্যুতের উপাসনায় সকলের পূজা হয় এই কথা দ্বারা অন্যান্য দেবতাও যে পূজনীয় ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অন্য উপাসনা নিষিদ্ধ—ইহাই তাৎপর্য।

নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ" ইত্যত্রাতিশব্দেন পাঞ্চরাত্রিকার্চন লক্ষণ-ক্রিয়াযোগার্থা পত্রপুষ্পাবচয়াদিলক্ষণা কিঞ্চিদ্ধিংসাপি বিহিতা। তস্মাদনাদরো ন কর্তব্যস্তৎসম্বন্ধেনাদরাদিকঞ্চ কর্তব্যম্। স্বাতন্ত্র্যেণোপাসনন্তু ধিককৃতমিতি সাধ্বেবোক্তম্ 'অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামম্' ইত্যাদি। ৬ ॥৯। দেবাঃ শ্রীমদাদিপুরুষম্ ॥

তথা—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ১০৭॥

[ভা. ১০. ৪৮. ২২]

সুহৃদো হিতকারিস্বভাবাত্তত্রাপি কৃতজ্ঞাদুপকারাভাসেঽপি বহুমাননাৎ। যো

রাজার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব প্রাণিগণের প্রতি দয়াই মুখ্য ভক্তি—শ্রীভগবদর্চন মুখ্যভক্তি নহে—এই যে মত তাহা নিরস্ত হইল। তাই তাহার অব্যবহিত পূর্বে নির্গুণ ভক্তির উপায় রূপে 'অতিহিংসা রহিত হইয়া নিত্য (পঞ্চরাত্রি প্রভৃতিতে) বিহিত ক্রিয়াযোগ করিবে'—এই বচনে অতি শব্দের দ্বারা পঞ্চরাত্রে কথিত অর্চনরূপ ক্রিয়াযোগের নিমিত্ত পত্র পুষ্প অবচয়নাদি রূপ যে কিছু হিংসা তাহারও বিধান হইয়াছে।[1] সেই হেতু ভূতগণের অনাদর কর্তব্য নয়, বরং শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে আদরাদিও কর্তব্য। স্বতন্ত্ররূপ উপাসনাকে ধিক্কার করিয়াছেন—'বিস্ময়রহিত পরিপূর্ণকাম (পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরকে আশ্রয় করে সে মূঢ়)' এই উক্তিতে যথার্থই উহা বলা হইয়াছে। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীমদাদিপুরুষ প্রতি দেবগণের উক্তি ॥

অপর উক্ত হয়—

"কোন্ বুদ্ধিমান্, সত্যবাদী, সুহৃদ্ এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে ভিন্ন অপরকে শরণ করিবে? যে হেতু আপনি ভজনকারী সুহৃৎগণের সম্বন্ধে সমস্ত কামনা, এমন কি নিজকে পর্যন্ত দান করেন। এবং আপনার উপচয় বা নাশ নাই"। ১০৭॥

'সুহৃৎ,' (অর্থে) হিতকারি স্বভাব বিশিষ্ট। 'কৃতজ্ঞ' বলিতে উপকারের আভাসেও বহু বলিয়া যে মানে। আপনি ভজনকারী ব্যক্তিকে সমস্ত কামনা সর্বতোভাবে দান করেন এবং হৃদয়ে প্রীতির নিমিত্ত আত্মাকেও দান করেন। সর্বতোভাবে দান বিষয়ে অথবা তাদৃশ বহু ব্যক্তিতে

১ তাৎপর্য—এই স্থানে অত্যন্ত হিংসা নিষিদ্ধ হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে জীব সকলের যাহাতে প্রাণাদির পীড়া হয়—এমন কার্য করিবে না, কিন্তু ভগবৎ পূজনের নিমিত্ত পত্র পুষ্পাদি সংগ্রহ ও শ্রীভগবানের মন্দির মার্জনাদি কার্যে ক্ষুদ্র জীবহিংসার ক্ষতি হইবে না। অতএব কেবল যে সম্যক্ ভূতদয়াই একমাত্র মুখ্য ভক্তি তাহা নহে।

ভজতো ভজমানায় সর্বান্ কামানভীষ্টান্ অভি সর্বতোভাবেন দদাতি। অত্র সুহৃদঃ সুহৃদ্ভ্যঃ প্রীতয়ে স্বাত্মানমপি দদাতি। ন চ সর্বতোভাবেন দানে তাদৃশেভ্যো বহুভ্যো দানে বা সমাবেশাভাবঃ স্যাদিত্যাহ উপচয়েতি। ১০ ॥ ৪৮। অক্রূরঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[অভক্তানাদরেণ ভক্তের্বিধানম্]

তদভক্তমাত্রানাদরেণাহ—

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ১০৮॥

[ভা. ৩. ১৫. ২৪]

যত্র যস্যাং ভগবদ্ধর্মপর্যন্তো ধর্মো ভবতি ভগবৎপর্যন্তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। তাং প্রাপ্তা অপি সর্বেষাং ধর্মাণাং জ্ঞানানাঞ্চ মূলং যে ভগবত আরাধনং ন বিতরন্তি ন কুর্বন্তি। তদুক্তং 'বিলে বতোরুক্রম বিক্রমান্ যঃ'[১] ইত্যাদি।

দান বিষয়ে প্রাচুর্যের অভাব (আপনাতে) হয় না। তাই বলিলেন আপনার বৃদ্ধি বা নাশ নাই।[২] ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৪৮তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের উক্তি ॥

[অভক্তের অনাদরে ভক্তির বিধান]

শ্রীভগবানের অভক্তমাত্রেব অনাদরে বলিয়াছেন—

"যে জন্মে ধর্মের সহিত তত্ত্ববিষযে জ্ঞান জন্মে, আমাদের কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত সেই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে না, হায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তোমার মায়া-দ্বারা সম্মোহিত"। ১০৮ ॥

যেখানে (যে-মনুষ্য-জন্মে) ভগবদ্ধর্ম পর্যন্ত ধর্ম হয় অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান হয় সেই জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা সকল ধর্ম ও সমস্ত জ্ঞানের মূল শ্রীভগবানের আরাধনা করে না, (তাহাদের সম্বন্ধে) উক্ত হইয়াছে—'যে কর্ণদ্বয় বহুপ্রভাবশালী (শ্রীকৃষ্ণের) গুণানুবাদ শ্রবণ করে না সেই কর্ণ দুইটী বৃথাচ্ছিদ্র মাত্র' ইত্যাদি।

---

১ ভা. ২. ৩. ২০

২ অর্থাৎ ভক্তগণ কোটি কোটি বস্তু আপনাকে দান করিলেও আপনার বৃদ্ধি হয় না বা স্বভক্তগণকে আত্মদান করিলেও আপনার কিছু নাশ হয় না।

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্তে—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
অশীতিচতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্ম পর্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

ইতি। ৩॥ ১৫। শ্রীব্রহ্মা দেবান্॥

তথা

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১০৯॥

[ভা. ৫. ১৮. ১২]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও সেই প্রকার উক্ত হয়—

'দেবগণ-বাঞ্ছিত মনুষ্য জন্ম লাভ করিযাও যাহারা শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। জীব চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে[১] ভ্রমণ করিয়া জন্মের পর্যায় ক্রমে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাহাবা আত্মাভিমানী, সেই ক্ষুদ্র আত্মাভিমানিগণের মনুষ্যজন্ম শ্রীগোবিন্দের চরণদ্বয় আশ্রয় না করায় বিফল হইয়াছে।'

ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে দেবগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার (উক্তি)॥

সেইপ্রকার আরও বলিলেন—

"যাঁহার শ্রীভগবানে নিষ্কাম ভক্তি হয়, তাঁহার চিত্তে দেব সকল ধর্মজ্ঞানাদি গুণের সহিত নিত্য বাস করেন। অভক্ত ব্যক্তির কেমন করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যাদি হইতে পারে? যেহেতু সে ব্যক্তি বাসনা দ্বারা অসৎ বিষয়ে বহির্মুখতায় ধাবিত হয়" ॥ ১০৯॥

অকিঞ্চন (অর্থে) নিষ্কাম। গুণ (অর্থে) জ্ঞান বৈরাগ্যাদি—তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত

---

১ ৮৪ লক্ষ যোনির কথা—

স্থাবরা বিংশলক্ষঞ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চ লক্ষঞ্চ বানরাঃ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম ··· ···॥

স্থাবর যোনিতে বিশলক্ষ, জলজ (মৎস্যাদি) যোনিতে নব লক্ষ, ক্রিমিজ যোনিতে এগার লক্ষ, বানর যোনিতে পঞ্চ লক্ষ, পশু যোনিতে নব লক্ষ, বিহঙ্গম যোনিতে ত্রিশ লক্ষ, তাহার পর মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়।

অকিঞ্চনা নিষ্কামা। গুণৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে। ৫॥১৮॥ ভদ্রশ্রবসঃ শ্রীহয়শীর্ষম্ ॥

অত এব তত্তন্মার্গসিদ্ধ-মুনীনামপ্যনাদরঃ—

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১১০ ॥

[ভা. ৩. ৯. ১০]

অহ্ন্যাপৃতার্তইত্যাদিস্বভাবা যুষ্মদ্ভজনবিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি। কিং বহুনা তত্তৎমার্গসিদ্ধা মুনয়োঽপি যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখাশ্চেদিহ জগতি তদ্বদেব সংসরন্তি। অথবা মুনয়োঽপি ত্বদ্বিমুখাশ্চেৎ তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তি ইত্যত্রাহ অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি। 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্'[১] ইত্যাদেঃ। অত উক্তং শ্রীধর্মেণ—

ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্যক্ প্রকারে (তাঁহার চিত্তে) বাস করে। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে শ্রীহয়শীর্ষের প্রতি ভদ্রশ্রবার (উক্তি)॥

অতএব সেই সেই মার্গসিদ্ধ (কর্মজ্ঞানপথ-সিদ্ধ) মুনি সকলেরও অনাদর উক্ত হইয়াছে—

"হে দেব! যাহারা তোমার ভজনবিমুখ তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। রাত্রিতে তাহারা নিদ্রাপাত করে কিন্তু নানা বাসনায় স্বপ্ন দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়,—দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের অর্থের নিমিত্ত যে উদ্যম তাহা নষ্ট হয়—এমন্ ব্যক্তি সকলকে এই জগতে নিত্য সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয়"। ১১০॥

'দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত'—এইরূপ স্বভাব বলিতে তোমাদের ভজনবিমুখ বুঝিতে হইবে এবং তাহারা সংসার ক্লেশ পায়। বেশী আর কি বলিব, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিতে সিদ্ধ মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ (অর্থাৎ তোমার গুণ লীলা শ্রবণ কীর্তনাদি) হইতে বিমুখ হন, তাহা হইলে পূর্ব কথিত (নিত্যবদ্ধ জীবের) ন্যায় এই জগতে তাঁহাদিগকেও সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অথবা মুনিগণ তোমার ভজন বিমুখ হইলে পূর্বপ্রকারে জন্মমরণাদি দুঃখ অনুভব করেন। কিরূপে? না, দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হয় (অর্থাৎ দিবসে তাহার বিবিধ বাসনা বিধ্বস্ত হয় এবং রাত্রিতেও স্বপ্নদ্বারা মনোরথ ক্লিষ্ট হয়)। অতএব বলিলেন—'বহু ক্লেশে (জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া) যাঁহারা পরম পদে আরোহণ করেন (যদি তাঁহারা তোমার শ্রীচরণকমলকে আশ্রয় না করেন তবে তাঁহারা অধঃপতিত হন)'।

১ ভা. ১০. ২৮. ৩২.

ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥
[ভা. ৬. ৩. ১৯-২২]

এতে ধর্মপ্রবর্তকা বিজানীম এব ন তু স্বস্মৃত্যাদিষু প্রায়েণোপদিশাম ইত্যর্থঃ। যতো গুহ্যমপ্রকাশ্যং দুর্বোধমন্যৈস্তথা গ্রহীতুমশক্যঞ্চ। গুহ্যত্বে হেতুর্যজ্জ্ঞাত্বেতি। অত এব বক্ষ্যতে 'প্রায়েণৈব তদিদং ন মহাজনোঽয়ম্' ইত্যাদি। মহাজনো দ্বাদশভ্যস্তদনু-গৃহীতসম্প্রদায়িভ্যশ্চান্যো মহাগুণযুক্তোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সাধূক্তমস্ত্যাপৃতার্তেত্যাদি।৩।৭। ব্রহ্মা গর্ভোদশায়িনম্ ॥

শ্রীধর্মরাজ যম বলিতেছেন—

'সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত ধর্ম যখন ঋষিগণও জানেন না, দেবগণও জানেন না, তখন (রজস্তমঃ-প্রধান) অসুর, মনুষ্য, বিদ্যাধর ও চারণাদি কিরূপে জানিতে পারে? হে সেনাবৃন্দ! কেবল ব্রহ্মা, শিব, সনৎকুমার, নারদ, কপিলদেব, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি,—আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র অবগত আছি; কিন্তু এই ভাগবত ধর্ম গোপনীয়। বিশিষ্ট স্থল ভিন্ন সাধারণে অপ্রকাশ্য, বিশুদ্ধ এবং দুর্বোধ্য। এই ভাগবতধর্ম জানিতে পারিলে পুরুষ অমৃত স্বরূপ (শ্রীভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হয়। সেই ভগবানের নামগ্রহণাদি (আদি শব্দে নবধা সাধন ভক্তি দ্বারা ভগবানে ভক্তিযোগ) নির্ণীত হইতেছে। অতএব এইরূপ ধর্মই পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।'

ইঁহাদিগকে (দ্বাদশ জনকে) ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া জানিব কিন্তু স্ব স্ব স্মৃত্যাদিতে উক্ত ধর্মের উপদেশ করি না। কারণ উহা গোপনীয়, অপ্রকাশ্য এবং অন্যের যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। গোপনীয়তার হেতু এই যে ইহা জানিলে অমৃত লাভ হয়। অতঃপর কথিত হইবে—পূর্বোক্ত শ্রীভগদনুগৃহীত দ্বাদশ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য মহাজন মহাগুণযুক্ত হইলেও এই ভাগবত ধর্ম

[ভক্তেরেব সর্বোধ্বর্ত্বম্]

তদেবং শ্রীভগবদ্ভক্তেরেব সর্বোধ্বর্মভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তথা চ গীতাসু—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥
যোগীনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

[ভ. গী. ৬. ৪৬-৪৭]

ইতি। অত্র যোগিনামপি সর্বেষামিতি চ পঞ্চম্যর্থ এব ষষ্ঠী তপস্বিভ্য ইত্যাদিনা তথৈবোপক্রমাদ্ভজতঃ সর্বাধিক্য এব বিখ্যাতস্য। সর্বশব্দোঽত্র "দেবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে"[১] —ইত্যাদিনা পূর্বপূর্বোক্তান্ সর্বানপ্যুপায়িনো গৃহ্ণাতীতি জ্ঞেয়ম্।

জানেন না।[২] অতএব 'দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত'—এই শ্লোকপ্রমাণ যথার্থই হইয়াছে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে গর্ভোদশায়ীর প্রতি শ্রীব্রহ্মার (উক্তি) ॥

[ভক্তির সর্বোধ্বর্তা]

অতএব ভগবদ্ভক্তি যে সর্বোধ্বর্ তাহা নির্ণীত হইতেছে। শ্রীগীতায় (শ্রীভগবান্) বলিতেছেন,—

'হে অর্জুন! তোমাকে আমি পূর্বে বলিয়াছি—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্যামল-তমালকান্তি নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপ আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকেই আমি যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া মনে করি। তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী হইতে তাদৃশ যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও।'

(সে ব্যক্তি) সকল যোগিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে 'যোগিগণের' বলিতে যে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে উহা পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। কারণ 'তপস্বী অপেক্ষা' ইত্যাদি উক্তিতে পঞ্চমী বিভক্তিরই উপক্রম রহিয়াছে। 'ভজন করে' বলায় সকলের অধিকরূপে (সে ব্যক্তি) বিখ্যাত ইহাই বুঝিতে হইবে। 'সকল' বলিতে 'অপর যোগিগণ দৈবযজ্ঞ আশ্রয় করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বোক্ত যে সকল সাধনপন্থী আছেন তাহাদেরও গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

১ ভ. গী. ৪. ২৫

২ দ্বাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনু উল্লিখিত আছেন তিনি স্মৃতিপ্রণেতা মহাজনভুক্ত মনু নহেন।

[ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বম্]

তদেবমভক্তনিন্দাশ্রবণাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বমপি সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি—"ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ"[১] ইত্যাদৌ 'সর্বেষাং মদুপাসনম্'[২] ইতি। তথা নারদেন চ সার্ববর্ণিকস্বধর্মকথনে, 'শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য'[৩] ইত্যাদি। অকরণে দোষশ্রবণঞ্চান্যত্র 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'[৪] ইত্যাদি। তথা চ মহাভারতে—

মাতৃবৎপরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
যো নার্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্॥

ইত্যাদি। শ্রীগীতোপনিষৎসু—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ [ভ. গী. ৭. ১৫]

ইত্যাদি। আগ্নেয়ে বিষ্ণুধর্মে চ—

[ভক্তি সকলের পক্ষেই নিত্য ধর্ম]

সুতরাং যাঁহারা ভক্তিপথাবলম্বী নহেন, এরূপ অভক্তগণের নিন্দা শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় শ্রীভগবদ্ভক্তিরই সর্বাধিকারিত্বে নিত্যতা সিদ্ধ হইল। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি, যথা—'শম ও অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম, বানপ্রস্থের ধর্ম হইল তপস্যা ও আত্মানাত্ম-বিবেক,' ইত্যাদি এবং 'সর্ববর্ণাশ্রমীর (ধর্মই) হইল আমার উপাসনা।' (যুধিষ্ঠিরকে) নারদ সর্ববর্ণের স্বধর্ম উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন—'(সাধুদের একমাত্র গতি হইতেছে) শ্রীহরির লীলাদি শ্রবণ ও কীর্তন' ইত্যাদি। উক্ত ভক্তির অকরণে যে দোষ হয় তাহা 'মুখ বাহু, উরু ও পাদ হইতে (চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়)' ইত্যাদি উক্তিতে প্রকাশ।—মহাভারতেও কথিত হইয়াছে—

'যিনি সৃষ্টি করেন, মাতৃবৎ সস্নেহে পালন করেন এবং সংহার করেন, সেই দেব বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি অর্চনা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী পাপী বলিয়া জানিতে হইবে।'

শ্রীগীতায়ও বর্ণিত হইয়াছে—

'দুষ্কৃতিপরায়ণ বিবেক শূন্য নরাধমগণ মায়া দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া অসুর ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজন করে না।'

১ ভা. ১১. ১৮. ৪৪
২ ভা. ১১. ১৮. ৪৩
৩ ভা. ৭. ১১. ১০
৪ ভা. ১১. ৫. ২

দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ[১] ॥

অন্যদপ্যুদাহৃতম্— 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ'[২] ইতি 'শ্বপচোঽপি মহীপাল' ইত্যাদি চ। তথা গারুড়ে—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥ [গ. পু. ১. ২৩১. ১৭]

বৃহন্নারদীয়ে—

হরিপূজা-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা।
দ্বিজ-গো-দ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ [বৃ. না. পু. ৩৫. ৫]

ইতি। অপরঞ্চ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন্য-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ১১১ ॥

[ভা ১০. ২. ২৬]

অগ্নিপুরাণে ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত আছে যে 'জীবসঙ্ঘ দুই প্রকার, দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ দৈব এবং তদিতর আসুর।'

অন্যত্র (শ্রীভাগবতে) উক্ত হয়—'দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি শ্রীহরিবিমুখ হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রীহরিতে অর্পিতচিত্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।'

শ্রীগরুড়পুরাণে যথা—

'সমগ্র বেদবিচারে সুনিপুণ, নিখিলশাস্ত্রনিষ্ণাত ব্যক্তি যদি সর্বেশ্বরের ভক্ত না হন, তাহাকে লোক পুরুষাধম বলিয়া জানে।'

বৃহন্নারদীয়ে যথা—

'হরিপূজাবিহীন, বেদবিদ্বেষী, দ্বিজগোদ্বেষী ব্যক্তিগণ রাক্ষস বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।'

অপর উক্ত হয়—

"হে অরবিন্দাক্ষ। তাদৃশ সদ্গুণাদিসম্পন্ন তোমাতে প্রথমতঃ মায়িকসাত্ত্বিকবিগ্রহ

১ 'বিপরীতস্তথাসুরঃ'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ ভা. ৭. ৯. ১০

ইতি। প্রথমতস্তাবৎ ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

ধর্মঃ সত্যেদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥ [ভা. ১১. ১৪. ২১]

ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তথা জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য বিমুক্তমানিনো দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ, ততঃ "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্"[1] ইত্যাদ্যুক্তেঃ কৃচ্ছ্রেণ জীবন্মুক্তিরূপামারুহ্য প্রাপ্যাসি ততোঽধঃ পতন্তি ভ্রশ্যন্তি। কদেত্যপেক্ষায়ামাহ, নাদৃতেতি। যদীতি শেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্যাননুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্বকস্য ত্বদনাদরস্য নিবর্তকাভাবাৎ, তথাপি দগ্ধানামপি পাপকর্মণাং মহাশক্তিশ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া পুনর্বিরোহাৎ। তথা চ বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং ভগবৎপরিশিষ্টবচনং—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

মননহেতু প্রীতির অভাব হওয়ায় তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধির অভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগ বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় না, যেহেতু ভক্তি বিনা অন্য কোন উপায়ে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না"। ১১১॥

প্রথমতঃ 'তোমাতে আদৌ ভক্তিভাব না থাকায় বুদ্ধির অবিশুদ্ধতা হয়।' এবং 'সত্য ও দয়া যুক্ত ধর্ম অথবা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা মদীয় ভক্তিহীন আত্মাকে নিশ্চয় সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে পারে না।' জ্ঞানপথকে আশ্রয় করিয়া বিমুক্ত বলিয়া যাহাদের অভিমান হইয়াছে, অর্থাৎ (স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহ) এই দুই দেহ হইতে আত্মাকে যাঁহারা অতিরিক্ত ভাবনা করেন এবং সেই হেতু 'যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, সেই (ব্রহ্মাসক্ত) জনগণের অধিকতর ক্লেশ হয়' ইত্যাদি উক্তি থাকায় তাহারা কষ্টে জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হন্। কখন্ ভ্রষ্ট হন্? (তদুত্তরে বলিলেন)—যখন (তোমার চরণপদ্মকে) আদর না করেন। 'যদি' বলিয়া ইহার অর্থ শেষ করিতে হইবে। তাঁহাদের ভক্তিভাবের অসদ্ভাব বশতঃ তোমার প্রতি অনাদর বুদ্ধির কিছু নিবর্তক না থাকায় জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তাঁহাদের পাপ কর্ম দগ্ধ হইলেও অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মহৎ অপরাধ জন্য পুনরায় (কর্ম সকল) অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বাসনাভাষ্যে শ্রীভগবৎ পরিশিষ্ট বচনে তাহার প্রমাণ যথা—

'জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি শ্রীভগবানের অপরাধী হন্ তাঁহারা পুনর্বার কর্ম বন্ধন প্রাপ্ত হন।'

১ ভ. গী. ১২. ৫

অত এব তত্রৈব—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো বৈ নো লিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥

ইতি। তথা রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিধৃতং পুরাণান্তরবচনং—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

ইতি। এবমুক্তং—'যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ'[১] ইতি। অত এবোপদিষ্টং—

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥
[ভা. ১১. ১৪. ২৪]

তস্মাৎ সুতরামেব সর্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্। ১০॥ ২। দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥

অতএব উহাতেই (উক্ত বাসনাভাষ্যেই) কথিত হয়—

'জীবন্মুক্তগণ কখনও কখনও সংসার বাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ যোগিগণ কখনও কর্মের দ্বারা জড়িত হন না'।

পুনরপি বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিধৃত পুরাণান্তর বচনে উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ রথে গমন করিতেছেন, যে ভগবান্ তাঁহার অনুগমন করেন না, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার কর্ম দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্মরাক্ষস হইবে'।

ইহাও কথিত আছে—'যে সকল নরাধম অসৎপ্রসঙ্গরূপ কুতর্কনিষ্ঠ হইয়া তোমাকে আদর করে না তাহারা নরকগামী হয়'। (শ্রীভগবানের) উপদেশ যথা—

'হে উদ্ধব ! জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় আত্মা (অর্থাৎ নিজ স্বরূপকে) জানিয়া জ্ঞান (বিজ্ঞান) সম্পন্ন হইয়া, ভক্তিভাবনা দ্বারা আমাকে ভজনা করিবে'।

এই হেতু সকলের যে শ্রীহরিভক্তি নিত্য ধর্ম তাহাই প্রতিপাদিত হইল। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের (উক্তি)॥

১ ভা. ৩.৯.৪

[প্রেমকৃতকর্মনাশান্তভক্তিঃ]

প্রেমকৃতকর্মাশয়-নির্ধূননানন্তরমপি ভক্তিঃ শ্রূয়তে—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্যাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ । ১১২ ॥
[ভা ১১. ১৪. ১১.]

তথৈবাত্মা জীবো মৎপ্রেম্ণা কর্মাশয়ং বিধূয় ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য মাং ভজতীত্যর্থঃ। তদুক্তং 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি । ১ ॥ ১৪ । শ্রীভগবান্ ॥

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি ।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥

ইতি।

[প্রেমকৃত-কর্মনাশে ভক্তি]

প্রেম দ্বারা কর্মাশয় নিঃশেষ রূপে নষ্ট হইবার পর ভক্তি শ্রুত হইতেছে—

"যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত স্বর্ণ অন্তর্মল পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আত্মা (জীব) আমার ভক্তিযোগ দ্বারাই কর্মবাসনাত্মক মালিন্য সম্যক্ রূপে ক্ষালিত করিয়া আমাকে ভজনা করে"। ১১২॥

সেই প্রকার আত্মা (জীব) প্রেম দ্বারা কর্মাশয় বিমুক্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিয়া আমাকে ভজনা করে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'মুক্ত পুরুষগণও লীলা দ্বারা শরীর ধারণ করিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা করেন।' ইতি ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে বর্ণিত হয়—

'হে কেশব! যখন তুমি তুষ্ট হও তখন (কুক্কুর ভোজী) চণ্ডালও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম হইয়া থাকে। আবার যখন তুমি পরাঙ্মুখ হও, হে অচ্যুত! তখন ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণও চণ্ডাল অপেক্ষা অপকর্ষ প্রাপ্ত হন।'

[মহানিত্যত্বে ভক্তেরভিধেয়ত্বম্]

তথৈবাহ—

যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন।
তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ॥ ১১৩ ॥

[ভা. ৩. ২৮. ২২]

ইতি। স্পষ্টম্। তস্মাদ্ ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যভিধেয়ত্বমায়াতম্। অগ্রে 'স্বকৃত-পুরেষু'[১] ইত্যাদৌ জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা[২] সেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। ৩ ॥ ১৮। শ্রীকপিলদেবঃ ॥

তদেবমবান্তরতাৎপর্য্যেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং ষড়্বিধৈরপি লিঙ্গৈরবগম্যতে। তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরেকত্বেন যথা, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[৩] ইত্যাদাবুপক্রমপদ্যে 'সত্যং পরং ধীমহি' ইতি। অত্র শ্রীগীতাসু "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে"[৪] ইত্যাদৌ শ্রীভগবত্যেব ধ্যানস্যাকণ্ঠার্থত্বেন তদ্ধ্যানিনো যুক্ততমত্বেন চোক্তত্বাৎ। 'ব্রহ্মণো হি

[মহান্ নিত্যধর্ম বলিয়া ভক্তির অভিধেয়তা]

তদ্রূপ উক্ত হয়—

"শ্রীচরণ নিঃসৃত সরিৎশ্রেষ্ঠ গঙ্গার সংসারতাপবিমোচক সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়াই শ্রীশিব শিব হইয়াছেন"। ১১৩ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। অতএব ভক্তির মহানিত্যত্বের দ্বারা ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব নির্ণীত হইল। পরে 'স্বকৃত কার্যে (ভগবান উপাদানকারণ[৫])' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীহরিভক্তিই যে জীবগণের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম তাহাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেবের (উক্তি) ॥

এই প্রকার অবান্তর বিচারেও শাস্ত্রবর্ণিত ষড়্বিধ লিঙ্গের[৬] দ্বারা ভক্তিযোগেরই অভি-ধেয়ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে 'উপক্রম' ও 'উপসংহার' যে একই বিষয় প্রতি-পাদিত করিতেছে—তাহা দেখাইতেছেন। 'যাহা হইতে জন্মাদি হয়' এই শ্লোকে 'সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি,' ইহাই উল্লিখিত আছে। 'সতত যুক্ত হইয়া তোমাকে

১ ভা. ১০. ৮৭. ২০

২ যোগ্যা—এই অধিক পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে।

৩ ভা. ১. ১. ১.

৪ ভ. গী. ১২. ১

৫ অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের আকারানুরূপ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশ পায় তদ্রূপ আপনি স্বকৃত বিচিত্র কার্যে অর্থাৎ সৃষ্ট দেহাদিতে উপাদান কারণ স্বরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় হইয়া প্রকাশ পান। এই জন্য পূর্ব হইতেই তৎসমুদায়ের সহিত আপনি সম্বন্ধযুক্ত।

৬ শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারণ জন্য পণ্ডিতগণ ছয় প্রকার লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

প্রতিষ্ঠাহম্'[১] ইত্যাদৌ পরতত্ত্বস্য শ্রীভগবদ্রূপ এব পর্য্যবসানাৎ, তস্যৈব সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিত্বাভ্যাং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বাত্তত্র শ্রীভগবত্যেব ধ্যানমভিধীয়তে। তথৈব হি তৎপদ্যং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃতমস্তি। "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা"[২] ইত্যাদাবুপসংহার-পদ্যেঽপি 'সত্যং পরং ধীমহি'[৩] ইতি। অত এব স্পষ্টমেবাস্য শ্রীভগবত্ত্বং শ্রীভাগবতবক্তৃত্বাৎ। পূর্বঞ্চ তেন 'ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ঃ' ইত্যুক্তম্। অভ্যাসেনোদাহরণং পূর্বং দর্শিতমদর্শিতং চানেকবিধমেব। অপূর্বতয়া ফলেন চ দর্শিতং শ্রীব্যাসসমাধৌ 'অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ'[৪] ইত্যাদি। প্রশংসা-লক্ষণেনার্থবাদেন চাভ্যাসবদ্বহুবিধমেব তত্রাস্তি। উপপত্ত্যা চ—'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ'[৫] ইত্যাদ্যনেকমিতি। অত্র গতিসামান্যে চ 'ইদং হি

প্রীতি পূর্বক যাঁহারা ভজনা করেন তন্মধ্যে ধ্যানে ক্লেশ না থাকায় (ভগবৎস্বরূপের ধ্যানকারী) শ্রেষ্ঠ। উহা (শ্রীগীতায়) উক্ত হইয়াছে। 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবৎরূপই যে পরতত্ত্বে পর্যবসিত তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। সেই ভগবানে সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুমত্তা থাকায় শ্রীভগবানই যে ধ্যানের বিষয় তাহাই কথিত হইয়াছে। অতএব ('যাহা হইতে জন্মাদি হয়')—এই শ্লোক পরমাত্মসন্দর্ভে সেই প্রকারই বিবৃত হইয়াছে। আবার (শ্রীমদ্ভাগবতের) উপসংহার শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে যে,—'এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ (শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্রহ্মার নিকট) যিনি প্রকাশ করিয়াছেন—(সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি)'। অতএব তিনি শ্রীভাগবতের মূল বক্তা বলিয়া তাঁহারই ভগবত্তা স্পষ্ট স্থাপিত হইল। পূর্বেও 'আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ প্রকাশ করেন ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ আছে। 'অভ্যাস' (রূপ অন্যতম লিঙ্গের) উদাহরণ পূর্বে বহু প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আরও অনেক আছে যাহা প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে 'অপূর্বতা' ও 'ফল' (লিঙ্গ প্রমাণ) দৃষ্ট হয়, যথা 'সাক্ষাৎ অনর্থ নাশ হয়'—ইত্যাদি শ্লোক। প্রশংসা লক্ষণের নাম অর্থবাদ—তাহাও অভ্যাসের ন্যায় বহুবিধই প্রদর্শিত হইয়াছে। উপপত্তি যথা—'দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ প্রপঞ্চের অভিনিবেশ হইতে ভয় হয়' ইত্যাদি শ্লোকে

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥

(১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য। (২) অভ্যাস। (৩) অপূর্বতা। (৪) ফল। (৫) অর্থবাদ।

১ ভ. গী. ১৪. ২৭
২ ভা. ১২. ১৩. ১৯
৩ ভা. ১. ১. ১
৪ ভা. ১. ৭. ৬
৫ ভা. ১১. ২. ৩৭

পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা'[১] ইত্যাদি। তথাহ—

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ॥ ১১৪ ॥
[ভা. ৩. ৫. ১২]

ইত্যাদি। স্পষ্টম্। ৩ ॥ ৫। শ্রীবিদুরঃ ॥

ইয়মেব ভক্তিঃ "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্"[২] ইত্যত্রোক্তা। 'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ'[৩] ইত্যাদৌ দশলক্ষণ্যামপি সদ্ধর্ম ইত্যেকলক্ষণত্বেনোক্তা। তস্যা অভিধেয়ত্বং শ্রীভাগবতবীজরূপায়াং চতুঃশ্লোক্যা[৪]মপ্যুদাহৃতম্।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥
[ভা. ২. ৯. ৩৭]

অনেক উদাহৃত হইয়াছে। ভক্তির অভিধেয়ত্বে যে 'গতিসামান্য'[৫] আছে তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা—'(বিবেকী) ব্যক্তিগণ (শ্রীভগবানের গুণ বর্ণনকেই) তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি বলিয়া, কীর্তন করেন।' এ বিষয়ে আরও উক্ত হয়—

"(হে কৃষ্ণ!) তোমার সখা কৃষ্ণমুনি (মহর্ষি বেদব্যাসও) শ্রীভগবানের গুণ বর্ণন কামনায় মহাভারত রচনা করেন' ॥ ১১৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ৩য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে বিদুরের (উক্তি) ॥

এই ভক্তিই 'নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম, যাহাতে কপটতা (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পুরুষার্থ চতুষ্টয় বিষয়ক কপটতা) প্রকৃষ্ট ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।'[৬] 'এই (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গ বিসর্গাদি দশলক্ষণের স্থলে 'সদ্ধর্ম' এই এক লক্ষণ দ্বারা (ভক্তিই) উক্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বীজরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব উদাহৃত হইয়াছে। পূর্বে

১ ভা. ১. ৫. ২২

২ ভা. ১. ১. ২

৩ ভা. ২. ১০. ১

৪ ভা. ২. ৯. ৩২-৩৫

৫ গতি সামান্য—অর্থ অবগতির একরূপতা। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল বাক্য পাওয়া যায়, সে সকলই ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রমাণ করে বলিয়া উহাদের অর্থগত সাম্য আছে।

৬ ভাগবতে পরম ধর্ম নিরূপিত হইতেছে। ইহা পরম ধর্ম যে হেতু ফলাভিসন্ধি রূপ যে কপটতা তাহা এই ধর্মে পরিবর্জিত। প্রকৃষ্টরূপে বর্জিত অর্থে মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত। ঈশ্বরারাধনারূপ ধর্ম হইতে কেবল হরিভক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়াই এই ধর্ম পরম ধর্ম। যথা—'সঃ বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে'।

পূর্বং হি জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্য-তদঙ্গানি বক্তব্যত্বেন চত্বার্য্যেব প্রতিজ্ঞাতানি। তত্র চতুঃশ্লোক্যাং প্রাক্তনাস্ত্রয়োঽর্থা অপি ক্রমেণৈব প্রাক্তনশ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। রহস্য-শব্দেনাত্র প্রেমভক্তিঃ, তদঙ্গশব্দেন সাধনভক্তিরুচ্যতে।

টীকা চ—রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা।

ততঃ ক্রমপ্রাপ্তত্বেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

[ভা. ১১. ১৪. ৩]

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চ চতুর্থেঽস্মিন্ পদ্যে সাধনভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা। অত্র চ পুনর্ব্যাখ্যা-বিবরণায়োত্থাপ্যতে। তথা হি—আত্মনো মম ভগবতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবন্মাত্রং জিজ্ঞাসিতব্যং[1], শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিন্তৎ ?

জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ এই চারিটী বিষয় (শ্রীনারায়ণ কর্তৃক) প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।[2] তন্মধ্যে পূর্ব তিনটী (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য) পূর্ববর্তী তিন শ্লোকে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রহস্য শব্দের দ্বারা প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গশব্দ দ্বারা সাধন ভক্তি কথিত হইয়াছে।

টীকাতেও—'রহস্য' অর্থে ভক্তি ও 'তদঙ্গ' অর্থে সাধন ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

তাহারপর ক্রমপ্রাপ্তরূপে উল্লেখ—

'প্রলয় কালে বেদবাক্য সকল নষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্বে সেই বেদ আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম—যাহাতে মদাত্মক (অর্থাৎ হ্লাদিনীসার রূপ আমার স্বরূপ-ধর্ম উক্ত হইয়াছে।)' শ্রীভগবানের এই বাক্য অনুসারে এই চতুর্থ 'এতাবানেব' পদ্যে সাধন ভক্তিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে পুনর্বার ব্যাখ্যা বিবৃতির জন্যই তাহা উত্থাপিত হইতেছে। 'আত্মতত্ত্ব' অর্থে আমার অর্থাৎ শ্রীভগবানের তত্ত্ব। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু' অর্থে প্রেমরূপরহস্য অনুভব করিতে যে ইচ্ছা করে, তৎকর্তৃক এতাবৎ মাত্র অর্থাৎ ইহাই জিজ্ঞাস্য। শ্রীগুরুচরণ হইতে তাহাই শিক্ষণীয়।

১ 'এতদেব জিজ্ঞাস্যং'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

২ শ্রীমদ্ভাগবতে ২. ৯. ৩২ শ্লোকে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া'॥

অর্থ—পরম গুহ্য ব্রহ্ম জ্ঞান, ভগবদনুভব-রূপ বিজ্ঞান এবং প্রেমভক্তিরূপ যে রহস্য তদযুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তি আমা কর্তৃক কথিত হইতেছে, তুমি গ্রহণ কর।

যদেকমেব অন্বয়েন বিধিমুখেন ব্যতিরেকেণ নিষেধমুখেন চ স্যাদুপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্"[১] ইত্যাদি,"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"[২] ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেণ যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ[৩] পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

[ভা. ১১. ৫. ২—৩.]

'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ'[৪] ইত্যাদি।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্তা-সুধারসমশেষ-রসৈকসারম্।
তাবজ্জরা-মরণজন্ম-শতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥

তাহা কি? না, যাহা অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক(নিষেধ) মুখে সদা সর্বত্র উৎপন্ন হয়। বিধিমুখে—যথা '(নাম কীর্তনাদি দ্বারা যে ভক্তি যোগ) তাহাই ইহলোকে (পরম ধর্ম)'। 'তুমি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হইয়া আমাতেই মনোনিবেশ কর' ইত্যাদি। নিষেধ মুখে—যথা—

'পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম সহ গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আপন আপন উৎপত্তি ক্ষেত্র ঈশ্বরকে ভজন করে না, এবং জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা (বর্ণ-ও-আশ্রম-) স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।'

অপর উক্ত হয়—'(আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়াও) দুষ্কর্মান্বিত মূঢ় নরাধমগণ (আমাকে ভজন করে না)' ইত্যাদি।

শ্রীপদ্মপুরাণে কোন কোন স্থানে উপপাদিত হইয়াছে।

'মানব এই পৃথিবীতে যে পর্যন্ত অশেষ রসের একমাত্র সার বিষ্ণুভক্তিকথামৃত রস আস্বাদন না করে, সে পর্যন্ত বহুদেহ জন্য জরামরণ, দুঃখপূর্ণ শত জন্মের অভিঘাত ক্লেশ লাভ করে।'

---

১ ভা. ৬. ৩. ২২
২ ভ. গী. ৯. ৩৪
৩ 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ' এই পর্যন্ত পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে, সমস্ত শ্লোক নাই।
৪ ভ. গী ৭. ১৫

ইতি পদ্মপুরাণস্য। কুত্র কুত্রোপপদ্যতে ? সর্বত্র শাস্ত্রকর্তৃ-দেশ-করণদ্রব্য-ক্রিয়াকার্যফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র সমস্তশাস্ত্রেষু যথা—স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥

তত্রাপ্যন্বয়েন যথা—"ভগবন্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া"[১] ইত্যাদি। তথা পাদ্মে স্কান্দে চ—

আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

ইতি। ব্যতিরেকেণ যথা—"পারঙ্গতোঽপি বেদানাম্" ইত্যাদিকং সর্বমবগন্তব্যম্। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। সর্বকর্তৃষু যথা—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্র-হূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥
[ভা. ২. ৭. ৪]

কোথায় কোথায় উপপন্ন হয় ? না—সমস্ত শাস্ত্রকর্তাতে, দেশে, করণে, দ্রব্যে ও ক্রিয়াতে ও সমস্ত কার্য ফলে, (বিধি-নিষেধ-মুখে) এই ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রে—যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

'এই জন্মমৃত্যু সমাকুল মহাঘোর সংসারে বাসুদেবের পূজনই সংসার উদ্ধারের হেতু-ইহা শাস্ত্রবাদিগণ কর্তৃক স্মৃত হইয়াছে।'

অন্বয় মুখে যথা—'শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ রূপে তিনবার বেদ বিচার করিয়া মনীষা দ্বারা ভক্তিযোগই নিশ্চয় করিয়াছিলেন।' এবং পদ্ম ও স্কন্দ পুরাণে উক্ত হয়—

'সর্বশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে নারায়ণই সর্বদা ধ্যেয়।'

নিষেধ মুখে যথা—'বেদ পারঙ্গম ব্যক্তিও (যদি হরিভক্ত না হন), তাঁহাকে (পুরুষাধম বলিয়া জানিবে)।' ইত্যাদি সকল বিষয় (পরে) জ্ঞাত হইবে।

সকলকর্তাতে যথা—

'স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর প্রভৃতি পাপ জাতি সকল এবং হংস, গজ, শুক ও সারিকাদি তির্যক্ জাতি যদি শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গের দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র শিক্ষা

১ ভা. ২. ২. ৩৪

ইতি। গারুড়ে—

কীটপক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্।
উর্ধ্বমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥
[গ. পু. ১. ২৩৪. ৩১]

ইতি।

[ভক্তেঃ সার্বত্রিকতা]

অত্রৈব সাচারে, দুরাচারে, জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি, বিরক্তে, রাগিণি, মুমুক্ষৌ, মুক্তে, ভক্ত্যসিদ্ধে, ভক্তিসিদ্ধে, তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে, তস্মিন্নিত্যপার্ষদে চ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্বত্রিকতা। তত্র সাচারে দুরাচারে যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ [ভ. গী. ৯. ৩০]

ইতি। সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থঃ। জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি চ—'জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্'[১] ইত্যাদি, "হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ" ইত্যাদি।

করিতে পারে, বা তাঁহাদের চরিত্রে সমাকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারাও দেবমায়াকে জানিতে পারে এবং উহা অতিক্রম করিতে পারে। অতএব (শ্রীভগবানে যাহাদের মতি আছে শ্রীগুরুমুখ হইতে) যাঁহারা (শ্রীভগবানের নাম রূপাদি) শ্রবণ করিয়া মনন করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?' যথা—শ্রীগরুড়পুরাণে—

'শ্রীহরিতে সম্যক্-ন্যস্ত-চিত্ত কীট, পক্ষী এবং মৃগগণের গতি উর্ধ্ব বলিয়া আমি মনে করি। অতএব জ্ঞানিগণের উর্ধ্বগতির কথা আর কি বলিব?'

[ভক্তির সার্বত্রিকতা]

মানব সাচার বা দুরাচার হউক, জ্ঞানী বা অজ্ঞান হউক, মুক্তিকামী বা মুক্ত হউক, অসিদ্ধভক্তি বা সিদ্ধভক্তি হউক, বিরক্ত বা বিষয়াসক্ত হউক, ভগবৎ-পার্ষদতা-প্রাপ্ত বা নিত্যপার্ষদ হউক,—সকলের মধ্যেই ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ভক্তির সার্বত্রিকতা। সাচার দুরাচার যথা—

'অত্যন্ত কুৎসিৎ আচার যুক্ত ব্যক্তিও যদি অনন্য ভাক্ হইয়া আমাকে (বাসুদেবকে) ভজন করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে; যেহেতু সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবেই আমাতে আরাধনা যুক্ত।'

---

১ ভা. ১১. ১১. ৩৩

বিরক্তে রাগিণি চ—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥
[ভা. ১১. ১৪. ১৭]

ইতি। অবাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। মুমুক্ষৌ মুক্তে চ 'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্'[১] ইত্যাদি। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ'[২] ইত্যাদি। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ [ভা. ৬. ১. ১৩]

ইতি।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ [ভা. ১১. ২. ৫১]

ইতি।

সুতরাং সদাচর ব্যক্তির পক্ষে আর কি বক্তব্য হইতে পারে—ইহাই 'অপি' শব্দের সার্থকতা।

জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তিতে যথা—'যে সকল ব্যক্তি আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া (কেবল অনন্যভাবে ভজন করেন তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত) এবং 'দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃকও শ্রীহরি স্মৃত হইলে তিনি তাহাদের সকল পাপ হরণ করেন' ইত্যাদি।

বিরক্ত ও বিষয়াসক্ত যথা—

'অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ের দ্বারা আবিষ্ট হইলেও অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত ভক্তির প্রভাবে তিনি কোনও বিষয়ে অভিভূত হন না।'

সুতরাং বিষয়ে অনাসক্তির জন্য যাঁহারা কোনও বাধা পান না, তাঁহারা যে অভিভূত হন না—ইহা বলাই অনাবশ্যক। (শ্লোকোক্ত) 'অপি' শব্দের তাহাই অর্থ।

মুক্তিকামী ও মুক্ত পুরুষে যথা—'মোক্ষবাঞ্ছা কারী ব্যক্তিগণ ঘোর (ভূপতির অর্চনা ত্যাগ করিয়া শান্ত নারায়ণের অংশ অন্য মূর্তিকে ভজনা করেন)' ইত্যাদি, এবং 'আত্মারাম অর্থাৎ মুক্ত মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন' ইত্যাদি।

ভক্তিতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ পুরুষে যথা—

'সূর্য্য যেমন নিঃশেষ ভাবে নীহার বিনাশ করেন, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি তপশ্চর্যাদি নিরপেক্ষ কেবল ভক্তির দ্বারা পাপ সমূহকে সম্পূর্ণ রূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন।'

১ ভা. ১. ২. ২৬
২ ভা. ১. ৭. ১০

ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্। [ভা. ৯. ৪. ৪৯]

ইতি। নিত্যপার্ষদে—

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ॥ [ভা. ৩. ১৫. ২]

সর্বেষু বর্ষেষু ভুবনেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধৈবেতি সর্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্। সর্বেষু করণেষু যথা—

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য হরিং মুদা।
পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥

ইত্যাদি। এবম্ভূতবচনে হস্ত তাবদ্বহিরিন্দ্রিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।

'যিনি শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব নিমেষার্ধ কালও বিচলিত হন না তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ'।

শ্রীভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত পুরুষে যথা—(শ্রীভগবানের উক্তি)—

'আমার সেবাতে যাঁহারা পরিতৃপ্ত, সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কালক্রমে নষ্ট হয় যে ব্রহ্মপদাদি তাহার কথা আর কি বলিব?'

নিত্যপার্ষদে যথা—

'শ্রীবৈকুণ্ঠের সরোবরসমূহের জল স্বচ্ছ ও অমৃত তুল্য, তট সকল বিদ্রুমমণিময়, শ্রীলক্ষ্মী দেবী পারিচারিকাগণ সহ তুলসী দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে করিতে বাপী জলে প্রতিবিম্বিত তাঁহার শোভন অলকা ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত বদন দেখিয়া মনে করিলেন—(এই যে সৌভাগ্য সুখ, এই যে সৌন্দর্য,) ইহা শ্রীভগবান্ কর্তৃক আমার বদন চুম্বিত হওয়ারই ফল।' (শ্রীলক্ষ্মীরও সৌভাগ্য সুখ শ্রীভগবদনুগ্রহে—ইহাই সূচিত হইল)।

সমস্ত বর্ষে, সমস্ত ভুবনে, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার বাহিরেও শ্রীভগবানের উপাসনা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা দ্বারা সর্বদেশের উদাহরণ জানিতে হইবে।

সর্বদ্রব্যেষু যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ [ভা. ১০. ৮১. ৪, ও ভ. গী. ৯. ২৬.]

ইতি। সর্বক্রিয়াসু যথা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ [ভা. ১১. ২. ১১]
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ [ভ. গী. ৯. ২৭.]

এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপি অজামিলমূষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ।

সর্বেষু কার্যেষু যথা—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
নূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

ইতি। সর্বফলেষু যথা—"অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ"[১] ইত্যাদি। 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন'[২] ইত্যাদিবাক্যেন হরিপরিচর্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্বেষামন্যে-

---

সমস্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ে যথা—

আনন্দসহকারে শ্রীহরিকে মানসোপচার দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া বাক্য মনের অগম্য শ্রীভগবানকে অন্য ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার বচনে বহিরিন্দ্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, মন ও বাক্যদ্বারা তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। সর্বদ্রব্যে যথা—

'যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আমাকে ভক্তিপূর্বক দান করে সেই সংযতচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিদত্ত দ্রব্যাদি আমি গ্রহণ করি।' সমস্ত ক্রিয়াতে যথা—

'ভাগবত ধর্ম শ্রবণ করিলে, পাঠ করিলে, ধ্যান, আদর ও অনুমোদন করিলে, হে দেব! বিশ্বদ্রোহীও নিশ্চিত তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ করে'। (গীতাতেও যথা)—

'হে অর্জুন! যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা আহুতি দেও, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তাহা আমাতে অর্পণ কর।'

ভক্তির আভাসে ও ভক্তির আভাসের অপরাধেও এই প্রকার অজামিল ও মূষিক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। সমস্ত কার্য বিষয়ে যথা—

'তপস্যা এবং যজ্ঞক্রিয়াদিতে যাহা ন্যূন হয় তাহা যাঁহার নাম স্মরণে ও নামের কথনে সম্পূর্ণতা লাভ করে সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।' সর্বফল সম্বন্ধে যথা—'অকাম এবং সর্বকাম ও

১ ভা. ২. ৩. ১০

২ ভা. ৪. ৩১. ১২

ষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব সিধ্যতীত্যতোঽপি সার্বত্রিকতা। যথোক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

অর্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খ-চক্র-গদাধরে।
অর্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্বগতো হরিঃ॥

এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে, যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে, যস্মাদ্গবাদিকাৎ পয়আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে, যস্মিন্ দেশাদৌ কুলে বা কশ্চিদ্ভক্তিমনুতিষ্ঠতি তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যত ইতি কারকগতাপি। এবং সার্বত্রিকত্বং সাধিতম্।

সদাতনত্বমাহ সর্বদেতি। তত্র সর্গাদৌ যথা—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা"[১] ইত্যাদি সর্গমধ্যে বহুত্রৈব। চতুর্বিধপ্রলয়েঽপি 'তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিৎ[২]' ইতি বিদুরপ্রশ্নে। সর্বেষু যুগেষু—

মোক্ষকামী এবং উদার বুদ্ধি ব্যক্তিগণ (তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরমপুরুষকে আরাধনা করেন)।' 'যেমন তরুর মূল সেচন করিলে (তাহার স্কন্ধ শাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয় তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনাতে সকলের পূজা হয়)' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা হরির পরিচর্যা করিলে অন্য দেবতাদিরও উপাসনা স্বতই হয়, এই হেতু ভক্তির সার্বত্রিকতা। স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে উক্ত হয়—

'শঙ্খ, চক্র, গদাধারী দেবদেবের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন্। যে হেতু হরি সর্বগত।'

যে ভক্তি করে, যে গাভী প্রভৃতি শ্রীভগবানকে দেয়, যাহার দ্বারা ভক্তি করা হয়, শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যাহাকে কিছু দেওয়া হয়, যে গাভী প্রভৃতি হইতে দুগ্ধাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদন করা হয়, যে দেশে বা বংশে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়—তাহাদের সকলের সেই দেশের বা বংশের কৃতার্থতা পুরাণগুলিতে দৃষ্ট হয়—এই প্রকারে ভক্তি (ব্যাকরণশাস্ত্রের) সর্ব কারকগত হইয়াছে[৩]। ইহাতে ভক্তির সর্বত্র বিদ্যমানতা সাধিত হইল।

'সর্বদা' পদের দ্বারা ভক্তির নিত্যত্ব অর্থাৎ (ত্রিকাল স্থায়িত্ব) বলিতেছেন। তন্মধ্যে সৃষ্টির আদিতে যথা—'কালবশতঃ বেদবাক্য সকল নষ্ট হইয়াছিল। (উহা আমি) বলিয়াছিলাম' ইত্যাদি উক্তি সৃষ্টি প্রসঙ্গে বহুস্থানেই (বর্ণিত হইয়াছে)। চতুর্বিধ যুগের প্রলয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বিদুর প্রশ্ন—'(প্রলয়কালে) সেই পরমেশ্বরকে কাহারা সেবা করে?' সর্বযুগে যথা—

'সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয় কলিতে হরি কীর্তন হইতে তাহাই লাভ হয়।' অধিক কি বলিব—

১ ভা. ১১. ১৪. ৩

২ ভা. ৩. ৭. ৩৭

৩ যে ভক্তি করে -এখানে কর্তৃকারক, যে ভগবানকে গাভী দেয়—এখানে কর্ম। এইরূপ ছয় কারকের উদাহরণে ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে (১৭-১৯ পঙক্তি দ্রষ্টব্য)।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ [ভা. ১২. ৩. ৪৪]

ইতি। কিং বহুনা—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

ইতি বৈষ্ণবে। সর্বাবস্থাস্বপি—গর্ভে শ্রীনারদ-কারিতশ্রবণে প্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্। বাল্যে শ্রীধ্রুবাদিষু, যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু, বার্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদিষু, মরণেঽজামিলাদিষু, স্বর্গিতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু। নারকিতায়ামপি—

যথা যথা হরেনাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥ [নৃ পু. ৮. ৩১]

ইতি শ্রীনৃসিংহপুরাণাৎ। অত এবোক্তং দুর্বাসসা—'মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি'[১] ইতি। তথা—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ [ভা. ২. ১. ১১]

ইত্যত্রাপি।

'যে-মুহূর্ত ও ক্ষণকাল বাসুদেব চিন্তিত না হয়েন, তাহাই হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র, তাহাই মোহ, তাহাই ভ্রান্তি'—ইহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়।

সমস্ত অবস্থাতেও (ভক্তির নিত্যত্ব)। গর্ভে শ্রীপ্রহ্লাদকে দেবর্ষি নারদ ভক্তির বিষয় শ্রবণ করাইয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বাল্যকালে শ্রীধ্রুবাদিতে, যৌবনে শ্রীমান্ অম্বরীষ রাজাদিতে, বার্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিতে, মরণকালে অজামিল প্রভৃতিতে, স্বর্গগত ব্যক্তিতে যথা—শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতিতে। নারকীতে যথা—

'নরকবাসী সকল যেই শ্রীহরির নাম কীর্তন করিল, অমনি শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করিয়া স্বর্গ গমন করিয়াছিল'—ইহা নৃসিংহপুরাণে কথিত আছে। অতএব দুর্বাসা কর্তৃক (উক্ত হইয়াছে)—'হে ভগবন্ তোমার নামকীর্তনে নরকস্থ ব্যক্তিও মুক্তি পায়।' সেই প্রকার উক্ত হয়—

'হে রাজন্! শ্রীহরির যে নামানুকীর্তন ইহা ফলাকাঙ্ক্ষী শ্রীব্যক্তিগণের, মুমুক্ষুগণের ও জ্ঞানিগণের তত্তৎ সাধনের ফল, ইহাতে ভয় দূরের কথা—ইহা পূর্বাচার্যগণকর্তৃক (পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া) নির্ণীত হইয়াছে।'

---

১ ভা. ৯. ৪. ৬৫

তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানি চ কিয়ন্তি দর্শ্যন্তে—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

ইতি।

কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
বাজপেয়-সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দনে॥

ইতি বৃহন্নারদীয়-পাদ্মবচনাদীনি।

তথা—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিদন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
[ভা ২. ৪. ১৬]

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
[ভা ৫. ১৯. ২৫]

সেই সেই বিষয়ে নিষেধমুখে কতকগুলি বচন যথা—

'বিষ্ণুভক্তিশূন্য জনগণের বেদাধ্যয়নের দ্বারা, শাস্ত্রের দ্বারাই বা কি? তীর্থ সেবাতেই বা কি? তপস্যা দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারাই বা কি (ফল)? যাঁহার জনার্দনে ভক্তি আছে তাঁহার বহুশাস্ত্রের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা ও বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা কি লাভ?' (অর্থাৎ তাঁহার তপস্যাদির প্রয়োজন নাই)। এই বচনগুলি বৃহন্নারদীয় ও পদ্মপুরাণের। সেই প্রকার (উক্ত হইয়াছে)—

'তপস্বী (জ্ঞানী), দানপর (কর্মী), যশস্বী (অর্থাৎ অশ্বমেধাদিকর্তা), মন্ত্রবিৎ (আগমশাস্ত্রবিৎ), সুমঙ্গল রত (সদাচারব্রত) ব্যক্তিসকল যে ভগবানে স্ব স্ব তপস্যাদি কর্ম সমর্পণ না করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হন্ না—সেই পাবন যশঃশালী শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি।'

'যে স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের কথারূপ অমৃত-বাহিনী নদী নাই, ও যেস্থানে সেই ভগবৎ কথাকে আশ্রয় করিয়া আছেন—এমন মহদ্‌গণ নাই, এবং নৃত্যাদি উৎসবযুক্ত যজ্ঞেশ্বর হরির পূজা নাই, সেই স্থান ব্রহ্মার লোক হইলেও সেবা করিবার যোগ্য নহে।'

'যে ইন্দ্র কিরীট-(ত্রিপত্রাবলীরূপ মস্তকভূষণ) কোটিদ্বারা চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহানহো সুরাণাঞ্চ তমোঽধিগাঢ্যতাম্॥
[ভা. ১০. ৫৯. ৩০]

'সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য'[১] ইত্যাদি 'নো দানং নো তপো নেজ্যা'[২] ইত্যাদি। 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্' ইত্যাদি। 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে'[৪] ইত্যাদি চ। অথ 'সদা সর্বত্র যদুপপদ্যতে'[৫] ইত্যাদি-যোজনিকার্থো যুগপদ্ যথা—"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা"[৬] ইত্যাদি। 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা যদুপপদ্যতে'[৭] ইত্যত্র। যথা—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
[প. পু. উত্তর ৪২ অধ্যায়]

অর্থ সাধন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্র এক্ষণে কৃতকার্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহৎ যুদ্ধ করিলেন। অহো দেবতাদিগের ঐশ্বর্যমত্ততার প্রতি ধিক্।' আরও উক্ত হয়—'(আমার ভক্তগণ আমার সেবা ভিন্ন) আমার সহিত একলোকে বাস, ও আমার সমান রূপতা লাভ করিতে চান না,'—ইত্যাদি। 'দান, তপস্যা ও যজ্ঞাদি শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ নয়—(একমাত্র নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন)'। এবং 'অচ্যুতভাব বর্জিত নিষ্কর্মতারূপ ব্রহ্মজ্ঞানও শোভা প্রাপ্ত হয় না' ইত্যাদি। 'হে ভগবন্! তোমার শরণাপন্ন ব্যক্তিগণ) আত্যন্তিক অনুগ্রহরূপ মোক্ষকে আদর করেন।' ইত্যাদি। (শ্রীভাগবতের ২. ৯. ৩৫ শ্লোকে 'যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা'—কালসূচক ও স্থানসূচক) 'সর্বত্র' ও 'সর্বদা' এই যে দুই কথা আছে তাহাই যুগপৎ যোজনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'(যে হেতু সর্বভূতে সেই ভগবান্ লক্ষিত হইতেছেন), অতএব হে রাজন্ সর্বস্থানে সর্বকালে আত্মা হরিই শ্রোতব্য ও কীর্তিতব্য' ইত্যাদি। 'বিধিনিষেধ দ্বারা সকল স্থানে ও সকল কালে যাহা প্রতিপন্ন হয়' এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

১ ভা. ৩. ২৯. ১১ পূর্ণ শ্লোক - 'সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

২ ভা, ৭, ৭, ৪৪

৩ ভা. ১ ৫. ১২

৪ ভা. ৩. ১৫, ৪৮

৫ ভা. ২, ৯. ৩৫ দ্রষ্টব্য। আকরগ্রন্থের পাঠ - 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।'

৬ ভা, ২. ২. ৩৬

৭ ভা. ২. ৯. ৩৫ দ্রষ্টব্য—আকরগ্রন্থের পাঠ—'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।'

ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র যদুপপদ্যতে ইতি সাকল্যেন যথা—"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"[১] ইত্যুপক্রম্য তদুপসংহারে—

> তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
> শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ [ভা. ২. ২. ৩৬]

ইতি। নৃণাং জীবানাম্ 'ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ'[২] ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি—যৎ কর্ম তৎ সন্ন্যাসভোগশরীর প্রাপ্ত্যবধি যোগঃ সিদ্ধ্যবধিঃ, সাংখ্যমাত্মজ্ঞানাবধি, জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তথা তত্তদ্যোগ্যতাদিকানি চ সর্বাণি। এবং তেষু কর্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা জ্ঞেয়া, হরিভক্তেস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাৎ তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তম্। অতো রহস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি।

তদেবং শ্রীভাগবতং সংক্ষেপেণোপদেক্ষ্যন্তং শ্রীনারদং শ্রীব্রহ্মাপি তথৈব সঙ্কল্পং কারিতবান্।

'সতত বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই বিস্মৃত হইবে না। কারণ (শাস্ত্রোক্ত) সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইয়েরই কিঙ্কর।'

'বিধি ও নিষেধ দ্বারা সমস্ত স্থানে ও সমস্ত কালে যাহা প্রতিপন্ন হয়' এই উক্তির পূর্ণতা দেখাইতেছেন, যথা—'সংসারে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের ইহা হইতে মঙ্গলদায়ক অন্য পথ নাই'—এই উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—

'(যে হেতু সর্বভূতে শ্রীভগবান লক্ষিত হইয়াছেন,) অতএব রাজন্! মঙ্গলাভিলাষী মনুষ্যগণ একমনে সর্বস্থানে এবং সর্বসময়ে শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবে।' মনুষ্যগণ বলিতে জীবগণ। 'জীবগতি বিবেচনা করিয়া আপনার পাদপদ্ম উপাসনা করেন'—এই উক্তির ন্যায় (জীবমাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে)। ইহা উক্ত হইল:—সন্ন্যাস ও ভোগশরীর প্রাপ্তি পর্যন্ত কর্ম, সিদ্ধি পর্যন্ত যোগ, সাংখ্য আত্মজ্ঞান পর্যন্ত, সম্যক্ জ্ঞান (জীবব্রহ্মের ঐক্য) মোক্ষ পর্যন্ত।—এই সমস্ত সাধনই সেই সেই প্রকার যোগ্যতা লাভ পর্যন্ত করণীয় (তত্তৎ ফল প্রাপ্তি পর্যন্তই শেষ)। এই প্রকার কর্মাদি বিষয়ে শাস্ত্রাদির ব্যভিচারিতা (অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে জ্ঞান, কোথাও বা যোগ নির্দিষ্ট) হইয়াছে। কিন্তু বিধি ও নিষেধ দ্বারা সর্বকালে ও সর্বস্থানে শ্রীহরিভক্তির মাহাত্ম্য উৎপন্ন হওয়ায় তথাভূত রহস্যের অর্থাৎ প্রেমের অঙ্গত্ব যুক্ত বলিয়া ইহা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব

১ ভা. ২. ২. ৩৩
২ ঐ ১০. ৮৭. ১৬

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥১১

[ভা. ২. ৭. ৫১]

ভবিষ্যতি অবশ্যং ভবেদিতীমং প্রকারং সঙ্কল্প্য নিয়মেনাঙ্গীকৃত্য। ২॥৭। শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ॥

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবার্থং তথৈবোপদিষ্টম্—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিল-বন্ধ-মুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১১৬ ॥

[ভা. ১. ৫. ১৩]

শাস্ত্রান্তরে গোপ্য প্রেমের অঙ্গীভূত বিধায় এই সাধন ভক্তি জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের আবরণ মধ্যেই কালদেশব্যাপ্য অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বত্র স্থায়ী—এইরূপ বলা হইল।১

সংক্ষেপে শ্রীভাগবতের উপদেশকারী দেবর্ষি নারদকে শ্রীব্রহ্মাও সেইপ্রকারই সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন। যথা—

"যে প্রকার বর্ণনা করিলে (কলিকালের) মনুষ্যগণের সর্বাত্মা, সর্বাধার, শ্রীভগবান্ হরিতে ভক্তি হইবে—সেই প্রকার সঙ্কল্প পূর্বক অঙ্গীকার করিয়া শ্রীহরিলীলার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া শ্রীভাগবত বর্ণনা করিও" ॥ ১১৫ ॥

(দেখিও ইহাতে যেন ভক্তিরস-বিঘাতক কেবল তত্ত্বের বর্ণন না হয়)। হইবে অর্থাৎ অবশ্য হইবে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া নিয়মপূর্বক এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া (বর্ণন করিও)। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে নারদের প্রতি ব্রহ্মার (উক্তি) ॥

শ্রীনারদও সেই (শ্রীভাগবত) মহাপুরাণের আবির্ভাবের নিমিত্ত (শ্রীপরাশরনন্দনকে) তদ্রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"হে মহাভাগ! অমোঘদৃক্, শুদ্ধযশঃসম্পন্ন, সত্যরত, ধৃতব্রত, মহদ্‌গুণ-বিশিষ্ট এবং সমাধিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনি অখিলবন্ধ বিমোচনের জন্য শ্রীহরির বিবিধ লীলা অনুস্মরণপূর্বক বর্ণনা করুন"। ১১৬ ॥

'অথো' (অর্থে) এই হেতু'—অর্থাৎ 'যেহেতু নৈষ্কর্ম্যজ্ঞানও অচ্যুতভাব-বিহীন হইলে শোভা পায় না' (সেইহেতু)। এখানে বিবিধ লীলা অনুস্মরণের দ্বারা অখণ্ড ভক্তিকে পাওয়া

১ তাৎপর্য—কর্মানুষ্ঠান বিশুদ্ধ দেশ ও কালাদির অপেক্ষা করে। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে জ্ঞান লাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইতে হইলে পবিত্র দেশাদিতে আসন করিয়া প্রাণায়ামাদি করিতে হয়। সুতরাং কর্মজ্ঞানাদির সার্বত্রিকতা নাই। গর্ভে প্রহ্লাদাদির, যৌবনে শ্রীমান্ অম্বরীষরাজা প্রভৃতির শ্রীহরিভক্তি হইয়াছিল—ইহাদের দ্বারা সর্বাবস্থাতেই যে শ্রীহরিভক্তি

অথো অতো "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্"[১] ইত্যাদিকারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণেনাখণ্ডৈব ভক্তির্লক্ষ্যতে। অন্তে চ—[২]

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং হরেঃ[৩]
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ১১৭ ॥

[ভা. ১. ৫. ৪০]

বিদাং বিদুষাম্। ১৷৫। শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥

[ভক্তেরেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বং পরমপাবনত্বঞ্চ]

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বেন সমাধাবনুভূতবানিতি প্রথমসন্দর্ভে দর্শিতং 'ভক্তিযোগেন মনসি'[৪] ইত্যাদিপ্রকরণে। তথৈব কো লাভ ইতি প্রশ্নান্তরং[৫] শ্রীভগবতৈব সম্মতম্। 'ভগো মে'[৬] ইত্যাদৌ—

লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ॥ ১১৮ ॥

[ভা. ১১. ১৯. ৩৭]

ইতি। স্পষ্টম্। ১১৷১৯। শ্রীভগবান্ ॥

যাইতেছে। অন্তেও বলিয়াছেন—

"হে সর্বজ্ঞ! শ্রীহরির যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্তন কর, যাহার শ্রবণে বিদ্বদ্গণের জানিবার ইচ্ছা সমাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীবগণের তাহা ব্যতীত আর অন্য পথ দেখিতে পাই না।" ১১৭ ॥

বিদ্বদ্গণের (অর্থে) পণ্ডিতসকলের। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নারদের প্রতি ব্যাসের বাক্য ॥

[ভক্তি পরমশ্রেয়স্কর ও পবিত্রতাবিধায়ক]

শ্রীব্যাস দেবও সেই (শ্রীভাগবত) মহাপুরাণ প্রচারের আরম্ভে ভক্তি যে পরমমঙ্গলপ্রদ—ইহা সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা প্রথম সন্দর্ভে (তত্ত্ব সন্দর্ভে) 'ভক্তিযোগের

হইতে পারে—ইহাই দেখান হইল। 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্' এই শ্লোকে জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের আচ্ছাদন করিয়া শ্রীভগবান্ পরম রহস্যরূপ প্রেমই বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে অতি রহস্য প্রেমব্যঞ্জক এই শ্লোক বহিরঙ্গজনগণের নিকট গোপন রাখিবার জন্যই শ্রীভগবান জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের দ্বারা উহার আচ্ছাদন করিয়াছেন।

১ ভা. ১. ৫. ১২
২ 'যথৈবোপদিষ্টম্ উপদিশ্যতে' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
৩ 'বিভোঃ'—পাঠান্তর।
৪ ভা. ১. ৭. ৪
৫ ভা. ১১. ১৯. ২৮
৬ ভা ১১. ১৯. ৩৭

অত এব[১] স্বগতং বিচারয়তি স্ম[২] —

কিংবা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ১১৯ ॥

[ভা ১. ৪. ৩০]

স্পষ্টম্। ১॥৪। শ্রীব্যাসঃ ॥

অশেষোপদেষ্টুরপি তদুপদেশেনৈব ভগবতঃ পরম উৎকর্ষ উচ্যতে। যথা—

জিতমজিত তদা ভগবান্ যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্ ॥ ১২০ ॥

[ভা. ৬. ১৬. ৩৬]

ইতি। জিতমিত্যত্র ভবতেতি জ্ঞেয়ম্। আহেত্যত্র তু ভগবানিতি। ৬॥১৬। চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥

তদেবং ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তত্র যদ্বহুত্র কর্ম্মাদিমিশ্রত্বেন তদ্ধর্ম উপদিশ্যতে, তত্তু তত্তন্মার্গনিষ্ঠান ভক্তিসম্বন্ধেন কৃতার্থয়িতুং তানেব কাংশ্চিদ্ভক্ত্যাস্বাদনেন

দ্বারা মনঃস্থির করিয়া' ইত্যাদি শ্লোকের প্রকরণে দেখান হইয়াছে। '(পুরুষের) লাভ কি? উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ 'আমার ঐশ্বর্য্যভাবই ভাগ্য' এই শ্লোকে বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তিই পুরুষগণের উত্তম লাভ।" ১১৮ ॥

অতএব শ্রীব্যাসদেব মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন—

"বাহুল্য ভাবে ভাগবত ধর্ম সকল নিরূপণ করি নাই, কিন্তু উহা পরমহংসগণের প্রিয় এবং সেই হেতু উক্ত ধর্ম্মসকল অচ্যুতের প্রিয়"॥ ১১৯ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায় ব্যাসের (উক্তি)।

অশেষ উপদেশকর্তা (শ্রীব্যাসদেবের) প্রতিও সেই (ভক্তির) উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবানের পরম উৎকর্ষ ব্যক্ত হইতেছে। যথা—

"হে অজিত! আপনি যে সময়ে অনবদ্য (নিষ্কাম) ভাগবতধর্ম্ম বলিয়াছেন সেই সময়েই আপনাকর্তৃক জিত হইল"। ১২০ ॥

'জিত' বলিতে আপনাকর্তৃক জিত বুঝিতে হইবে। 'বলিযাছেন' বলিতে এখানে ভগবান কর্তৃপদ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব স্থাপিত হইল। ভক্তির অভিধেয়ত্ব থাকিলেও বহু স্থানে কর্ম্মাদির মিশ্ররূপে যে সেই ভক্তিপথের উপদেশ দিয়াছেন তাহা সেই সেই কর্মজ্ঞানাদি মার্গনিষ্ঠ জনগণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তির আস্বাদনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিতে তাহাদিগকে

১ মুদ্রিত পুস্তকে 'অতএব' পাঠ নাই।

২ 'যত এব কৃপয়া পৃচ্ছতি'—এই অধিক পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

শুদ্ধায়ামেব ভক্তৌ প্রবর্তয়িতুঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। পুনশ্চ সর্বত্র তস্যা এবাভিধেয়ত্বং বক্তুং তদীয়ো মহিমা পূর্বত্র ব্যাখ্যাতোঽপি ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে সর্বৈরেব, বিশেষতো ভক্তেরন্যত্তু ন কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র তস্যাঃ পরমধর্মত্বং সর্বকামপ্রদত্বঞ্চ 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্'[১] ইত্যাদৌ, 'অকামঃ সর্বকামো বা'[২] ইত্যাদৌ, 'সর্বাসামপি সিদ্ধীনাম্'[৩] ইত্যাদৌ চ দর্শিতমেব। স্কান্দে চ শ্রীসনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়সংবাদে—

বিশিষ্টঃ সর্বধর্মাণাং ধর্মো বিষ্ণ্বর্চনং নৃণাম্।
সর্বযজ্ঞ-তপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলম্॥
তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য চাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চয়েৎ॥

ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চ—

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥

ইতি। অশুভয়ত্বমপি 'সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ'[৪] ইত্যাদৌ দর্শিতম্।

টীকা চ— অতো ন জ্ঞানমার্গ ইবাসহায়তানিমিত্তং ভয়ং নাপি কর্মমার্গবন্মৎসরাদিযুক্তেভ্যো ভয়মিতি ভাব ইত্যেষা।

প্রবর্তিত করিবার জন্য এইরূপ জানিতে হইবে। পুনর্বার সর্বত্র সেই ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলিবার নিমিত্ত ভক্তির মহিমা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইলেও ক্রমে উহা সকলের দ্বারা বিবৃত হইতেছে। বিশেষতঃ ভক্তির প্রসঙ্গে অন্য কিছু কর্তব্য নহে—এই অভিপ্রায়ে ইহা ক্রমে পুনর্বার ব্যাখ্যাত হইতেছে। 'এই লোকে দৃঢ় ভক্তিযোগ' দ্বারা 'অকাম ও সর্বকামী ব্যক্তি (তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করেন)' ইত্যাদি এবং 'সমস্ত সিদ্ধির মূল (শ্রীগভবানের) চরণার্চন';—এই সকল বাক্যে ভক্তির পরমধর্মত্ব ও সর্বকামপ্রদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কান্দেও শ্রীসনৎকুমার মর্কণ্ডেয়সংবাদে উক্ত হয়—

'সর্বধর্মের মধ্যে বিষ্ণুর অর্চনাই মনুষ্যগণের বিশিষ্ট ধর্ম। সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ও তীর্থস্নানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই হেতু সর্বপ্রযত্ন দ্বারা এই লোকে শ্রীনারায়ণকে অর্চন করিবে।'

ব্রহ্মানারদ-সংবাদে ও যথা—

'আমার ভক্তগণ যে ফল লাভ করে সহস্র সহস্র অশ্বমেধকারী সে ফল লাভ করিতে

১ ভা. ৩. ২৫. ৪১ ; সম্পূর্ণ শ্লোক ৪১ অঙ্কে দ্র° পৃ° ৫৩।

২ ভা. ২. ৩. ১০

৩ ভা. ১০. ৮১. ১৬ ; সম্পূর্ণ শ্লোক ৯৭ অঙ্কে দ্র°—পৃ° ১১০।

৪ ভা ৬. ১. ১৫। ৯৩ অঙ্ক পৃ° ১০৫ দ্র°।

তথা চ স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বরবাক্যং—

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥

ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

স্মৃতে সকল-কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥

ইতি।

সর্বান্তরায়নিবারকত্বমাহুঃ—

তথা ন তে মাধব ! তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মূর্ধ্বসু প্রভো ॥ ১২১॥

[ভা. ১০. ২. ২৭]

পবে না।' ইহলোকে ভক্তিমার্গই 'সমীচীন, পরমঙ্গল ও অকুতোভয় পথ' ইত্যাদি উক্তিতে ভক্তির অশুভবিনাশকত্ব দর্শিত হইয়াছে।

টীকা—(ভক্তি অকুতোভয় পথ)। জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তা নিমিত্ত ভয় বা কর্মমার্গের তুল্য মৎসরাদিযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতে ভক্তিতে কোন ভয় নাই—ইহাই ভাব। ইহাই টীকা।

স্কান্দে দ্বারকা মাহাত্ম্যেও পরমেশ্বর বাক্য যথা—

'আমার ভক্তি যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ইহলোকে অথবা পরলোকে অশুভ হয় না, পরন্তু তাহারা কুল কোটিকে দিব্যধামে লইয়া যায়।'

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'যাঁহাকে স্মরণ করিলেই স্মরণকারী ব্যক্তি সকল ফললাভের পাত্র হয়, জন্মরহিত নিত্য সেই শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি' ইত্যাদি।

সর্ববিঘ্নের নিবারকত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"হে লক্ষ্মীকান্ত! হে প্রভো! তোমার চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ সেই প্রকার অর্থাৎ যাহারা তোমার চরণারবিন্দকে অনাদর করে তাহাদের ন্যায় ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্টহয় না, কিন্তু তোমাতে বদ্ধসৌহার্দ হইয়া থাকে। অতএব তোমা কর্তৃক সম্যক্প্রকারে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকরণার্থ আগত বিঘ্নকারিগণ তাহারা যে অধিপতিদিগের মস্তকে নির্ভয়ে বিচরণ করেন (অর্থাৎ বিঘ্নকে জয় করেন)। অথবা তাহাদের মস্তককে সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠপদে আরোহণ করেন।" ১২১॥

পূর্বং 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ'[১] ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদনাদরেণ পারমার্থিকো ভ্রংশ উক্তঃ। ভক্তানাং স নাস্তীত্যাহ তথেতি। যথা পূর্বে আরূঢ়-পরমপদত্বাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি তথা তাবকা মার্গাৎ সাধনাবস্থাতোঽপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেঽপি ভক্তিবাসনানুগতিদর্শনাৎ।

মুক্তা অপি প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

তেষাম্ভু পুনঃ সংসারবাসনানুগতেঃ। যতস্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। সৌহৃদমত্র শ্রদ্ধা, মার্গাদিতি সাধকত্বপ্রতীতেরেব। ত্বদ্বদ্ধসৌহৃদত্বাদেব ত্বয়েত্যাদি। তথোক্তং 'ত্বাং সেবতাং সুরকৃতাঃ'[২] ইত্যাদৌ, 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেৎ'[৩] ইত্যাদৌ চ। ১০॥২। শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ শ্রীভগবন্তম্॥

পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 'হে পদ্মলোচন! (অন্য মুক্তগণ জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ আরোহণ করিয়া অধঃপতিত হয়'—এই উক্তি দ্বারা মুক্তগণ যে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাই উল্লিখিত আছে। কিন্তু ভক্তগণের সেরূপ পতন হয় না। তাই বলিলেন—'যাঁহারা তোমার চরণাশ্রিত তাঁহারা সাধনাবস্থা হইতেও সেই প্রকার ভ্রষ্ট হন না। বৃত্রাসুর, গজেন্দ্র, ভরতরাজা প্রভৃতি সৎজন্ম (মনুষ্যজন্ম) হইতে ভ্রষ্ট হইলেও (সেই সেই জন্মে) তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুগতি দেখা যায়।[৪]

'মুক্ত ব্যক্তিও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হয় তাহা হইলে পুনর্বার সংসার যাতনা প্রাপ্ত হয়।'

তাহাদের পুনরায় সংসারবাসনার অনুগতি হয়। এই স্থলে তোমাতে তাহাদের 'সুহৃদ্‌ভাব' আছে সুহৃদভাব বলিতে শ্রদ্ধা। 'মার্গ হইতে' ভ্রষ্ট হয় না—বলায় সাধকত্ব প্রতীতি হইতেছে। উক্ত আছে—'হে ভগবন্ তোমার সেবাকারী ব্যক্তিগণ দেবকৃত (বহুবিঘ্ন অতিক্রম করে),' ইত্যাদি বাক্যে এবং '(ভাগবতধর্ম আশ্রয় করিয়া) মনুষ্য চক্ষুঃনিমীলন পূর্বক ধাবমান হইলেও এই ধর্ম হইতে স্খলিত হয় না' ইত্যাদি বাক্যে (ভক্তির বিঘ্নহারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে)। ইতি ১০ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মাদি (দেবগণের উক্তি)॥

১ ভা. ১০. ২. ২৬, ১১১ অঙ্ক, পৃ° ১৫৬ দ্র°।

২ ভা. ১১. ৪. ১০

৩ ভা. ১১. ২. ৩৩

৪ তাৎপর্য—চিত্রকেতু রাজা পার্বতীর শাপে বৃত্রাসুর হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা অগস্ত্যঋষির শাপে গজেন্দ্র হইয়াছিলেন। ভরত রাজা মৃগসঙ্গের ফলে মৃগদেহ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর প্রভৃতির সেই সেইজন্মে ভগবানের ভজন জন্য সংস্কার আধিক্যরূপে বিদ্যমান ছিল, এতএব ভক্তগণের কোনরূপ ভ্রংশ হইলেও ভক্তিজন্য সংস্কার থাকেই।

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥১২২॥

[ভা. ৩.২১.২৩]

ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতো বদ্ধ আত্মা যেষাম্। তথা 'বাধ্যমানোঽপি'[১] ইত্যাদি-কমত্রোদাহরণীয়ম্। অত্র প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিৎ তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমাণত্বমেব গম্যতে। তথাপ্যনভিভূতত্বং "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ"[২] ইত্যাদি-ন্যায়েন। তত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদি-বেদনাদিনা ভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। ৩॥২১। শ্রীশুকঃ কর্দমম্॥

দুষ্টজীবাদি-ভয়নিবারকত্বমাহ—

সেই প্রকার আরও উক্ত হয়—

"হে প্রজাধ্যক্ষ! তোমার ন্যায় একাগ্রচিত্তে যাঁহারা আমার অর্চনা করেন তাঁহাদের সেই অর্চনা কখন নিষ্ফল হয় না"। ১২২॥

আমাতে সংগৃহীত অর্থাৎ একাগ্র আত্মা যাহাদের। সেই প্রকার (উত্তমভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও) 'যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়—তাহা হইলেও (ভক্তি-দ্বারা সংরক্ষিত হয় ও অভিভূত হয় না)' ইত্যাদি বাক্যও এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। এ স্থানে প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিতে কদাচিৎ শ্রীভগবদ্ ধ্যানাদি হইতে আকৃষ্ট হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাপি অভিভূত হয় না। কারণ বাধ্যমান হইলেও 'কামনাসকল যে দুঃখাত্মক তাহা সে জানে কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ' ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে (সে ব্যক্তি বিষয়দ্বারা অভিভূত হয় না)। সেই অবস্থাতেও শ্রীভগবানের প্রতি নিজদৈন্যাদি নিবেদন দ্বারা ভক্তিরই যে অনুবৃত্তি হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে কর্দম (ঋষির) প্রতি শ্রীশুকের (উক্তি)।

(শ্রীভগবদ্ ভক্তির) দুষ্টজীবাদি হইতে ভয়নিবারকত্ব বলিলেন, যথা—

'অসুর হিরণ্যকশিপু যখন দিগ্‌হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্বত শৃঙ্গ হইতে অধঃপাত, মায়া দ্বারা এবং গর্তাদিতে সম্যক্‌প্রকারে নিরোধ, বিষদান, অভোজন এবং হিম, বায়ু, অগ্নি ও জল—এই

১ ভা. ১১.১৪.১৭
২ ভা. ১১.২০.২৭.

দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত॥ ১২৩॥

[ভা. ৭. ৫. ৩৪—৩৫]

অত্র "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ"[১] ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাতমনুসন্ধেয়ম্; 'ন যত্র শ্রবণাদীনি'[২] ইত্যাদিকঞ্চ। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চকম্॥

ইতি। ৭।৫। শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥

সকল দ্বারা অপাপ পুত্র (প্রহ্লাদকে) বিনাশ করিতে পারিল না—তখন সে সুদীর্ঘ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইল"। ১২৩॥

'হস্তীর দন্তসকল বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন, ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের বচন[৩] এখানে অনুসন্ধেয়। 'শ্রীগোবিন্দের রাক্ষস বিনাশক (নামশ্রবণাদি যেখানে নাই)' ইত্যাদিও অনুসন্ধেয়; বৃহন্নারদীয়পুরাণেও কথিত হয়—

'যে স্থানে বিষ্ণুপূজানিষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন সে স্থানে বিঘ্ন কোন বাধা দেয় না। রাজা চোর, ব্যাধি সকলও (সেখানে অন্তরায়রূপে) থাকে না। প্রেতগণ, পিশাচগণ, শিবানুচরগণ গ্রহ ও বালগ্রহসমূহ, ডাকিনী, রাক্ষসগণ ইত্যাদি কেহই অচ্যুতের পূজককে বাধা দিতে পারে না'।

ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের (উক্তি)॥

১. বি. পু. ১. ১৭. ৪৪

২. ভা. ১০. ৬. ৩

৩. বচনটী যথা—দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥ (হিরণ্যকশিপু দিগ্‌গজ হস্তী দ্বারা শ্রীপ্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হস্তী প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে দন্তাঘাত করিলেই হস্তীর দন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন)—'হে পিতঃ! বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন হস্তীর দন্ত সকল আমার যে বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইল ইহা আমার বল নয়, মহাবিপৎপাতের বিনাশক জনার্দন অনুস্মরণেরই ইহা প্রভাব'।

তথা—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥১২৪ ॥
[ভা. ৩. ২২. ৩৪]

এবমপ্যুক্তং গারুড়ে—

ন চ দুর্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে ॥ [গ. পু. ১. ২৩৪. ৩৩]

ইতি। ৩।২২। শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্ ॥

অথ পাপঘ্নত্বে তাবদপ্রারব্ধপাপঘ্নত্বমাহ—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১২৫॥
[ভা. ১১. ১৪. ১৮]

টীকা চ—পাকাদ্যর্থং প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা রাগাদি-

---

এবং উক্ত হয়—'হে ব্যাসনন্দন শারীরিক, মানসিক, দৈবিক, শক্রপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদি হইতে জাত বিবিধ ক্লেশ সকল শ্রীহরিপদাশ্রিত ব্যক্তিকে কি করিয়া বাধাদান করিবে ?'

গরুড়পুরাণেও এইপ্রকার উক্ত হইয়াছে--

'মধুসূদন হৃদয়স্থ হইলে দুর্বাসার শাপ এমন কি শচীপতি ইন্দ্রের বজ্রও উক্ত পুরুষকে হনন করিতে সমর্থ হয় না'।

ইতি ৩য় স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের (উক্তি) ॥

(ভক্তি) যে অপ্রারব্ধ পাপ[১] নাশ করিতে পারে তাহাই পাপবিনাশিত্ব প্রসঙ্গে উক্ত হইতেছে—

'হে উদ্ধব। পাপাদির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্‌বিষয় ভক্তি সমুদয় পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিয়া থাকে"। ১২৫ ॥

টীকা—পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে ভস্ম করে, সেই প্রকার মদ্‌বিষয়া ভক্তি রাগক্রোধাদি দ্বারা কৃত সমস্ত পাপকে নাশ করে।[২] শ্রীভগবানও নিজ ভক্তির

---

১ 'অপ্রারব্ধ' ও 'প্রারব্ধ' ভেদে পাপ দ্বিবিধ।

'অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধঞ্চেতি তদ্দ্বিধা।' (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্বলহরী) যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মাতে আছে ও যাহার ভোগকাল উপস্থিত নাই সেই অনাদি ও অনন্ত পাপকে অপ্রারব্ধ পাপ বলে। যাহা ফলোন্মুখ অর্থাৎ যদ্দ্বারা নীচ জাতি প্রভৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ফল ভোগ করিতে হইতেছে—তাহাই প্রারব্ধ পাপ।

২ তাৎপর্য—অগ্নির সহিত দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে যে অগ্নির যেমন স্বাভাবিক শক্তি দহন, তদ্রূপ ভক্তিরও স্বাভাবিক শক্তি পাপনাশন।

নাপি[1] কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বভক্তিমহিমাশ্চর্যেণ সম্বোধয়তি—অহো উদ্ধব! বিস্ময়ং শৃণ্বিত্যেষা।

পাদ্মপাতাল-খণ্ডস্থ-বৈশাখমাহাত্ম্যে চ—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥

ইতি। যদ্যপি 'হরিরিত্যবশেনাপি পুমান্নার্হতি যাতনার্থম্'[2] ইত্যাদৌ লিঙাদিপ্রত্যয়-বিরহেঽপি 'পূষাপ্রবিষ্টভাগো যদাগ্নেয়াষ্টাকপালো ভবতি' ইত্যাদিবদ্বিধিত্বমস্তি।

তস্মাদ্ ভারত! সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ [ভা. ২. ১. ৫]

ইত্যাদৌ সাক্ষাদ্ বিধিত্বশ্রবণমপ্যস্তি, তস্মাদিতি হেতুনির্দেশশ্চাকরণে দোষং ক্রোড়ী-

আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করিতেছেন—হে উদ্ধব—অতি আশ্চর্য শ্রবণ কর।'—এই পর্যন্ত টীকা।

পদ্মপুরাণপাতাল খণ্ডস্থিত বৈশাখ মাহাত্ম্যেও কথিত হইয়াছে—

'যেমন সম্যক্‌প্রকারে প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্‌ভক্তি পাপসকলকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করে।' যে ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করে—'সে কখনও যাতনা প্রাপ্ত হয় না।'—এখানে যদিও লিঙাদি (বিধিবোধক) প্রত্যয় নাই তথাপি 'পূষা, অর্থাৎ সূর্যের অগ্নিদৈবত অপ্রবিষ্টভাগ অষ্টাকপাল যজ্ঞ হয়,'—ইত্যাদির ন্যায় বিধিত্বই বুঝিতে হইবে।[3]

'হে ভরত বংশোদ্ভব! এই হেতু যে ব্যক্তি অভয় (পুরুষার্থ) ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর রূপ হরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য'—এই বাক্যে সাক্ষাৎ বিধিই আছে। (এই শ্লোকে) 'এই হেতু' বলিয়া হেতু নির্দেশ করায় উক্ত কার্য না করিলে দোষ হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার বিধিপ্রতিপাদিত হইলেও ভক্তি বিধিসাপেক্ষ নহে। ইহা তথাভূত স্বকীয় অগ্নিরূপবস্তুর দৃষ্টান্তদ্বারা সূচিত হইয়াছে। স্বভাবযুক্ত

১ 'রাগাদিনা' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ ভা ৬. ২. ১৫

৩ 'হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্'—পুরুষ অবশেও হরি বলিলে যাতনা প্রাপ্ত হয় না—এই বাক্যে শ্রীহরিকীর্তনের কোন বিধি নাই। বিধিত্বের লক্ষণ যথা—

'কুর্যাৎ ক্রিয়তে কর্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥'

'করিবে, কর্তব্য' ইত্যাদি বিধিলিঙ্ ও তব্যাদি বিধি-বোধক কোন প্রত্যয় এখানে নাই। কিন্তু পূর্ব মীমাংসার অনুশাসন যথা—'মাহাত্ম্যাবগতেঃ বিধ্যভাবেঽপি বিধিঃ কল্প্যঃ।' বিধিবাক্যের অভাবেও মাহাত্ম্যের বোধ হেতু বিধিকল্পনা

করোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি তথাভূতস্বভাবাগ্নিলক্ষণবস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অত এব 'যানাস্থায় নরো রাজন্'[১] ইত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। সুসমিদ্ধার্চিরিত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিবাকৃতম্। তদেব ব্যক্তং পাদ্মাৎ তৎক্ষণাদিতি। ১১॥ ১৩। শ্রীভগবান্॥

তথা চ—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ১২৬॥

[ভা. ৬. ১. ১৫]

টীকা চ—কেচিদিত্যনেনৈবম্ভূতা ভক্তিপ্রাধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপআদিনিরপেক্ষয়া বাসুদেবপবায়ণা ইতি নাধিকারি বিশেষণমেতৎ কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্র প্রবৃত্তেরর্থাৎ তেম্বেব পর্যবসানাদনুবাদমাত্রমিত্যেষা।

অত্র ভাস্করোঽপি[২] কেবলেন স্বরশ্মিনা স্বভাবত এব নীহারং নিঃশেষং ধুনোতি, ন তদর্থং প্রযত্নস্তথা বাসুদেবপবায়ণা অপি ভক্ত্যেতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ—

অর্থাৎ দহনযুক্ত অগ্নি যেমন। এই কারণেই উক্ত হইয়াছে—'হে রাজন্, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া কেহ (স্খলিত অথবা পতিত হয় না)'—(অর্থাৎ বিধি মনে করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিলেও পতিত হয় না)। 'সম্যক্ প্রকারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি'—এই দৃষ্টান্তদ্বারা ভক্তি যে অন্য সাধনকে অপেক্ষা করে না ও ভক্তির কোন বিষয়ে অসামর্থ্য নাই এবং উহাতে ফল প্রাপ্তি বিষয়ে বিলম্ব হয় না—তাহাই পদ্মপুরাণের বচনের 'তৎক্ষণাৎ'—এই উক্তিতে প্রকাশিত হইল। ইতি ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

অপর—"সূর্য যেমন নীহার রাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ কতিপয় সাধু ব্যক্তি তপস্যাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভক্তি দ্বারা সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন"। ১২৬॥

টীকা—'কতিপয়'—এই শব্দে এতাদৃশ ভক্তিপ্রধান ব্যক্তি যে বিরল—ইহাই দেখাইতেছেন। 'কেবল' বলিতে তপস্যাদিনিরপেক্ষ। 'বাসুদেবপরায়ণ' এই শব্দটী অধিকারীর

করিতে হইবে। যেমন 'আয়ুর্ঘৃতম্'—আয়ুই ঘৃত।—এখানে আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘৃত পান করিবে—এই প্রকার বিধি বুঝিতে হইবে। আগ্নেয়াষ্টাকপাল যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই প্রকার বিধি কল্পনা করিবে। 'পতিত ও স্খলিত ব্যক্তি অবশেও হরিকীর্তন করিলে যাতনা প্রাপ্ত হয় না'—এই বাক্যমাহাত্ম্যের বোধ হেতু 'হরিং কীর্তয়েৎ' শ্রীহরি কীর্তন করিবে—এই প্রকার বিধি কল্পনা কর্তব্য।

১ ভা. ১১. ২. ৩৩

২ 'ভাস্করো হি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥ ১২৭ ॥

[ভা. ৬. ১. ২৪]

টীকা চ—এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ ন তথা পূয়েত শুধ্যেৎ। তৎপুরুষনিষেবয়া কৃষ্ণে অর্পিতাঃ প্রাণা যেনেত্যেষা।

অত্র 'প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্'[১] ইতি জ্ঞানস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বং পূর্বমুক্তম্। অত এব টীকোক্তমেতচ্চেত্যাদি। তদেবম্[২] 'ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ'[৩] ইত্যাদ্যুক্ত্যা ভগবদ্ধ্যাননিবারিত-বৃত্রহত্যাপাপস্যেন্দ্রস্য 'তঞ্চ'[৪] ইত্যাদৌ পুনরশ্বমেধবিধানং সাধারণলোকে পাপপ্রসিদ্ধেরেব নিবারণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু কথং তদানীমপ্যাবির্ভূত-ভগবৎপ্রেমত্বাৎ পরমভাগবতস্য

বিশেষণ নহে, কিন্তু অন্যসকলের উহাতে অশ্রদ্ধা থাকায় অপ্রবৃত্তিহেতু সেই সকল ব্যক্তিতে পর্যবসিত বলিয়া ইহা অনুবাদ (অর্থাৎ উদ্দেশ্যের) বোধক।[৫] এই পর্যন্ত টীকা ।

এখানে সূর্য কেবল নিজ রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই নিঃশেষ ভাবে নীহার নাশ করে, কিন্তু নীহার নাশের নিমিত্ত তাহাকে আর কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণগণও ভক্তি দ্বারা নিঃশেষ ভাবে পাপ বিনাশ করেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অপর, উক্ত হয়—

"হে রাজন্! পাপী ব্যক্তি তপস্যাদি দ্বারা তেমন শুদ্ধ হইতে পারে না, কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা যে প্রকার পবিত্র হন্" ॥ ১২৭ ॥

টীকা—ইহা যে জ্ঞানপথ হইতেও শ্রেষ্ঠ—তাই বলিলেন—সেপ্রকার শুদ্ধ হয় না।—সেই পুরুষের (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের) সেবা দ্বারা কৃষ্ণে যাহার প্রাণ অর্পিত হইয়াছে।—এই পর্যন্ত টীকা।

'জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত'—এই উক্তি দ্বারা জ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ততা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই কারণেই টীকাতে জ্ঞানমার্গ হইতেও যে ইহা শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিয়াছেন। 'সত্যপালক শ্রীহরির আরাধনায় (ইন্দ্রের বৃত্রাসুর হনন জন্য) পাপ নিবারিত হইয়াছিল।' '(ব্রহ্মর্ষিগণ) তাঁহাকে

১ ভা. ৬ ১. ১০

২ 'তদ্বা'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ ভা. ৬. ১৩. ১৩

৪ ভা ৬. ১৩. ১৪—'তঞ্চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত !'—ইত্যাদি শ্লোক।

৫ তাৎপর্য—শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—বাসুদেবপরায়ণ এই শব্দ—'যিনি ভক্তির অধিকারী'—তাঁহার বিশেষণ নয়। অর্থাৎ যিনি ভক্তির অধিকারী তিনি বাসুদেবপরায়ণ হইয়া ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিবেন—এ প্রকার অর্থ নহে, তবে ইহার তাৎপর্য এই যে,—ভক্তিপথে অশ্রদ্ধা হেতু উহাতে অন্য সকলের প্রবৃত্তি হয় না, বটে কিন্তু ভক্তির এতদূর মহিমা যে ভক্তিকে অবিশ্বাস করিতেও পারা যায় না; এবং যাঁহারা শ্রীবাসুদেবপরায়ণ হইবেন তাঁহারা স্বভাবতই ভক্তির পাত্র হইবেন। 'বাসুদেব পরায়ণ' এই শব্দটী উদ্দেশ্য মাত্র—অর্থাৎ বাসুদেবপরায়ণ হইলে ভক্তির অধিকারী হয়—তাহাই বুঝিতে হইবে।

বৃত্রস্য হত্যা ভগবদারাধনেনাপি গচ্ছতু। মহদপরাধমাত্রমপি ভোগৈকনাশ্যং তৎপ্রসাদনাশ্যং বেতি[১] মতম্। উচ্যতে, তথাপি ভগবৎপ্রেরণয়া তত্র প্রবৃত্তস্যেন্দ্রস্য ন তাদৃশো দোষ ইতি তদারাধনমেবাত্র প্রায়শ্চিত্তং বিহিতম্। শ্রীভগবতাপি তদাসুরভাব-নিবারণায়ৈব তথোপদিষ্টমিত্যনবদ্যম্। ৬॥ ১। শ্রীশুকঃ॥

ক্বচিৎ প্রারব্ধপাপহারিত্বমপ্যাহ দ্বাভ্যাম্—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১২৮॥
[ভা. ৩. ৩৩. ৬—৭]

(ইন্দ্রকে) পুনবায অশ্বমেধের উপদেশ দেন'—(শ্রীহবির ধ্যানে পাপনাশ—) এই উপদেশ থাকিলেও সাধাবণ লোকদৃষ্টিতে ইন্দ্রেব যে পাপপ্রসিদ্ধি ছিল তাহাই অপনোদন জন্য ইন্দ্রের প্রতি অশ্বমেধের ব্যবস্থা—ইহাই বুঝিতে হইবে। আচ্ছা তখন প্রেমের আবির্ভাব হেতু পরম ভাগবত বৃত্রেব হনন জন্য যে মহাপাপ হইয়াছে তাহা শ্রীভবানেব আরাধনা দ্বারা কিপ্রকারে দূর হইবে? তাই বলিলেন—কারণ মহৎ অপরাধমাত্রই ভোগের দ্বাবা নাশ হয়, অথবা যাঁহার নিকটে অপরাধ হয় তাঁহারই অনুগ্রহের দ্বাবা নাশ হয়। তাই বলিলেন—শ্রীভগবানের প্রেরণাতেই ইন্দ্র বৃত্রাসুব বধে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন, ইহাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই। এই কারণেই শ্রীভগবানের আরাধনাই বৃত্রাসুব-হত্যা-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হইয়াছে। (বৃত্রাসুরের) অসুরভাব নিবাবণের নিমিত্তই শ্রীভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। (এবিষয়ে আর) নিন্দা করিবার কিছু নাই। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১০ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

ভক্তির প্রারব্ধ-পাপহারিত্বের কথাও কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে। নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে (দেবহূতি কপিলদেবকে বলিয়াছিলেন)—

১ 'মহদপরাধেঽপি ভোগৈকনাশ্যস্তৎপ্রসাদনাশ্যো বেতি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

শ্বাদত্বমত্র শ্বভক্ষক-জাতিবিশেষত্বমেব, শ্বানমত্তীতি নিরুক্তের্বর্তমানপ্রয়োগাৎ ক্রব্যাদ-বৎ তচ্ছীলত্বপ্রাপ্তেঃ। কাদাচিৎকভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তবিবক্ষায়াং ত্বতীতঃ প্রয়োগঃ ক্রিয়েত। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন চ তদ্বিরুদ্ধ্যতে। অত এব শ্বপচ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। সবনঞ্চাত্র সোমযাগ উচ্যতে। ততশ্চাস্য ভগবন্নামশ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতাপ্রতিকূল-দুর্জাতিত্ব-প্রারম্ভকপ্রারব্ধ-পাপনাশঃ প্রতিপদ্যতে। উদ্ধবং প্রতি ভগবতা চ—তস্মাৎ 'ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ'[১] ইতি কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি, কিন্তু যোগ্যত্বমত্র শ্বপচত্বপ্রাপক-প্রারব্ধপাপবিচ্ছিন্নত্বমাত্রমুচ্যতে।

"হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী চণ্ডালও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ কিংবা অনুকীর্তন, অথবা তোমাকে প্রণাম, কিংবা তোমার স্মরণ করে, সেও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া সোমযাগ-করণের যোগ্য হয়, অতএব তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে ইহাতে বলিবার কি আছে? যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান সে চণ্ডাল হইলেও এইকারণে পূজনীয়। যে সকল ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করে, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন ও তাঁহারাই (যথার্থ) সদাচার সম্পন্ন এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন"। ১২৮॥ (অর্থাৎ তোমার নাম কীর্তনেই তপস্যা ইত্যাদির সিদ্ধিলাভ হয়)।

এখানে কুক্কুরভোজিত্ব বলিতে জাতিবিশেষই গ্রহণ করিতে হইবে। 'কুক্কুরকে ভোজন করে'—এই (প্রকৃতি-প্রত্যয়ের) নিরুক্তিতে বর্তমান প্রয়োগ হেতু ক্রব্যাদবৎ অর্থাৎ 'ক্রব্যকে যে ভোজন করে' তদ্বৎ তৎস্বভাবত্ব প্রাপ্তি। কদচিৎভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত বলিবার ইচ্ছা হইলে অতীত কালের প্রয়োগ হইত, কিন্তু—'রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) যৌগিক অর্থকে অপহরণ করে' এই ন্যায়[২] দ্বারাও তাহা বিরুদ্ধ হইত। অতএব 'কুক্কুর ভোজনকারী' শব্দের তদ্রূপ অর্থ তাঁহারা (শ্রীস্বামিপাদ প্রভৃতি) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সবন' বলিতে সোমযোগ কথিত হইতেছে। সেই হেতু ভগবানের নাম শ্রবণাদি যে কোন একটী হইতে সদ্যই সবনযোগ্যতার প্রতিকূল যে দুর্জাতিত্ব তদারম্ভক প্রারব্ধত্ব[৩] যে নষ্ট হয় তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীভগবান্

১ ভা ১১. ১৪. ২০

২ যেমন মণ্ডপ শব্দের যৌগিক অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয়াদি দ্বারা যে অর্থ তাহাতে—'মণ্ডম্' (মাড়) 'পাতি' পান করে যে তাহাকে বুঝায়। যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলে মাড়-ভোজী গো-জাতিকে বুঝায়, কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে মণ্ডপ বলিতে দেবগৃহ। যৌগিক অর্থ অপেক্ষা প্রসিদ্ধার্থেরই প্রাবল্য ইহাই এই ন্যায়ের প্রতিপাদ্য।

৩ শ্রীরূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—

দুর্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্।
দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ॥
(ভ. র. সি. পূর্ব ১ম লহরী ১৪০)

নীচজাতিরই সোমযাগ করণ বিষয়ে অযোগ্যতা এবং সেই নীচজন্মের আরম্ভক পাপকেই এক্ষেত্রে প্রারব্ধ পাপ বলে

সবনার্থন্তু গুণান্তরাধানমপেক্ষত এব, ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি যোগ্যত্বে সত্যপি সাবিত্রদৈক্ষ্যজন্মাপেক্ষাবৎ, সাবিত্রাদিজন্মনি তু সদাচারপ্রাপ্তেরিতি সবনে প্রবৃত্তির্ন যুজ্যতে। তস্মাৎ পূজ্যত্বমাত্রে তাৎপর্যমিত্যভিপ্রেত্য টীকাকৃদ্ভিরপ্যুক্তমনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যত ইতি। তথাপি জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বন্তু ব্যক্তমেবায়াতম্।[১]

টীকা চ—তদুপপাদয়তি অহো বত আশ্চর্যে, যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ততে শ্বপচোঽপি। অতস্তস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্ যদ্ যস্মাদ্ বর্তত ইতি বা কুত ইত্যত আহ ত এব তপস্তেপুরিত্যাদিকা। ত্বন্নামকীর্তনে তপআদ্যন্তর্ভূতং, ততস্তে পুণ্যতমা ইত্যন্তা।

উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তং "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ"[২] ইতি। অত্র জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বং স্পষ্টম। এবং প্রারব্ধপাপহেতু-ব্যাধ্যাদি-হরত্বঞ্চ স্কান্দে—

শ্রীউদ্ধবমহাশয়কে বলিয়াছেন—'মন্নিষ্ঠা ভক্তি, কুক্কুরভোজী চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে'—এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে—এই কৈমুত্য অর্থই বোঝা যাইতেছে। কিন্তু 'সোমযাগে যোগ্যতা' বলিতে এখানে চণ্ডালত্বের কারক যে প্রারব্ধপাপ তাহা হইতে বিচ্ছিন্নতা মাত্র কথিত হইয়াছে। কিন্তু সোমযাগের নিমিত্ত অন্য কোন গুণের (প্রকৃত পক্ষে) আধান অপেক্ষা করিতেছে। যেমন ব্রাহ্মণ বালকগণের শুক্রলব্ধজন্ম বশতঃ যোগ্যতা আসিলেও উহা উপনয়নদীক্ষা রূপ জন্মের অপেক্ষা করে, এবং সেই জন্মে সদাচার প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ (চণ্ডালের গুণান্তর অর্থাৎ উপনয়ন গায়ত্রীপ্রাপ্তিরূপ ব্যতীত) সোমযোগে প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব পূজ্যত্বমাত্রই ইহার তাৎপর্য এবং টীকাকারগণও বলিয়াছেন—পূজ্যত্বই লক্ষিত।[৩] তথাপি জাতিদোষ হরণ করে বলিয়া প্রারব্ধহারিত্ব স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত হইল।

টীকা—তাহাই উপপন্ন করিতেছেন। 'অহো বত' এই দুইটী অব্যয় আশ্চর্যবোধক। যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান, চণ্ডাল হইলেও সে শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যমান। কেন না, তাহারা তপস্যা—করিয়াছে ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তোমার নামকীর্তনে তপস্যাদিও অন্তর্ভূত থাকায় তাহারা পবিত্রতম। এই পর্যন্ত টীকা।

১ 'যাদৃশমত্র শ্বভক্ষক° ব্যক্তমেবায়াতম্' (পৃ° ১৮৮ ১ পংক্তি হইতে এই পর্যন্ত) পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ ভা ১১. ১৪ ২০

৩ তাৎপর্য—এখানে বলা হইল যে শ্রীভগবানের নামাদির একতর গ্রহণে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও সোমযাগের যোগ্য হয়। তাহা হইলে চণ্ডালও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক এই অনুমতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু—এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত শ্রীসন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে—চণ্ডাল সোমযাগের যোগ্য হয় মাত্র। সোমযাগের যোগ্যতা তাহার জন্মে কিন্তু যাগের অধিকারী সে হয় না। যেমন ব্রাহ্মণজাতিতে জন্ম হইলেও উপনয়নে সাবিত্রী দীক্ষা ব্যতীত ব্রাহ্মণকুমারের যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না—এখানেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। 'সোমযাগের যোগ্য হয়' বলিতে 'সোমযাগকর্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়' অর্থাৎ সেই চণ্ডালের পবিত্রতা হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে।

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্তনাৎ।
তদেব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥

ইতি। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাং—"প্রারব্ধপাপহরত্বঞ্চ ক্বচিদুপাসকেচ্ছাবশাৎ" ইতি। ৩॥৩৩। শ্রীদেবহূতিঃ ॥

[ভক্তের্বাসনাদিহারিত্বম্]

তদ্বাসনাহারিত্বমাহ—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১২৯ ॥
[ভা. ৬. ২. ১৭]

অধর্মাজ্জাতং তেষামঘানাং হৃদয়ং সংস্কারাখ্যং ন শুদ্ধ্যতি, তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া শুদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। পাদ্মে চ —

শ্রীউদ্ধবমহাশযের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিযাছেন 'মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।' এখানে জাতিত্বদোষহরণ জন্য প্রারব্ধনাশও স্পষ্ট করা হইল। এই প্রকারে প্রারব্ধপাপ-হেতু ব্যাধি প্রভৃতিরও নাশ হয়, যথা স্কন্দ পুরাণে—

'যাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্তন করিলে আধি (মনোব্যাথা) ও ব্যাধি তখনই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্তকে আমি প্রণাম করি।'

নামকৌমুদীতেও প্রারব্ধ পাপের নাশ সম্বন্ধে কথিত হইযাছে—'কোথাও বা উপাসকগণের ইচ্ছা বশেই প্রারব্ধ নাশ হয'। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ৩৩তম অধ্যায়ে শ্রীদেবহূতির (উক্তি) ॥

[ভক্তিতে বাসনা ইত্যাদির নাশ]

(ভক্তিতে) যে বাসনাহারিত্ব আছে, তাহাই বলিতেছেন—

"সেই মন্বাদি কথিত তপস্যা ও ব্রতাদির দ্বারা তত্তৎ পাপেরই শোধন হয়। কিন্তু পাপকারীর যে মলিন হৃদয় অথবা কৃতপাপের সূক্ষ্মরূপ যে সংস্কার তাহা শোধিত হইতে পারে না। কিন্তু (কীর্তনাদিরূপ) শ্রীভগবানের চরণ সেবা দ্বারা পাপ ও বাসনার নাশ হইয়া থাকে"[১]। ১২৯ ॥

অধর্ম হইতে জাত সেই পাপ সকলের হৃদয় অর্থাৎ (পাপীর) সংস্কার শুদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহাও ভগবানের চরণ সেবা দ্বারা শুদ্ধ হয—ইহাই অর্থ। পদ্মপুরাণে যথা—

---

১ তাৎপর্য-তপস্যা, দান ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারা পাপের নাশ হয় সত্য, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার পাপে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় পাপবীজ পাপীর হৃদযে থাকে। এই কারণে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সর্বতোভাবে অন্তরের পাপ বিনষ্ট হয় না। এবং সেই পাপবীজ পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া পাপকর্মে প্রবৃত্ত করায়; কিন্তু উক্ত পাপবাসনা বা পাপবীজ কেবল কীর্তনাদিরূপ শ্রীহরির চরণসেবার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন সাধন দ্বারা এরূপ সমূলে বিনষ্ট হয় না।

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্॥

ইতি। অপ্রারব্ধফলং বক্ষ্যমাণেভ্যোঽন্যৎ। কূটং বীজত্বোন্মুখং বীজং প্রারব্ধোন্মুখং ফলোন্মুখং প্রারব্ধমিত্যর্থঃ। ৬॥২। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্॥

অবিদ্যাহরত্বমাহ—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ১৩০॥

[ভা. ৪. ১১. ২৯]

'যাহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত রত তাঁহাদের অপ্রারব্ধফল কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়।'

অপ্রারব্ধফল বলিতে যাহা বলা হইবে তাহা হইতে অন্য[১]। কূট (অর্থে) বীজরূপে (বা বাসনারূপে) যাহা উন্মুখ। বীজ (অর্থে) প্রারব্ধবিষযে উন্মুখ। ফলোন্মুখ (অর্থে) প্রারব্ধ। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতবৃন্দের (উক্তি)॥

(ভক্তির) অবিদ্যা[২]হরত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন, যথা—

"তুমি প্রত্যগাত্মা, অনন্ত, সমস্ত শক্তিসম্পন্ন ও আনন্দ-মাত্র-রূপী ভগবানে পরম ভক্তি করিয়া সেই পঞ্চবর্ষ বয়সে আমার ও আমি ইত্যাকার অবিদ্যা গ্রন্থি ক্রমে ভেদ করিয়াছিলে—তাহা কি তোমার স্মরণ হয়?" ১৩০॥

সেই প্রকার পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'অত্যুত্তমা শ্রীহরিভক্তি বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া দাবানলশিখা যেমন সর্পিণীকে দহন করে তদ্রূপ অবিদ্যাকে নষ্ট করে।'

ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে ধ্রুবের প্রতি মনুর (উক্তি)॥

১ যাহা কূটত্বাদিরূপ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অনন্ত ও অনাদিসিদ্ধরূপে আত্মাতে অবস্থিত—তাহাকেই অপ্রারব্ধ ফল পাপ বলে।

২ 'অনাত্মনি চ দেহেন্দ্রিয়াদাবাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা'। অনাত্ম যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি—তাহাতে আত্মবুদ্ধিই অবিদ্যা নামে অভিহিত।

তথা চ পাদ্মে—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ॥

ইতি। ৪ ॥ ১১। শ্রীমনুধ্রুবম্ ॥

[ভক্তেঃ সর্বপ্রীণনহেতুত্বম্]

সর্বপ্রীণনহেতুত্বমুক্তম্—'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন'[১] ইত্যাদিনা। তথাহ—

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ১৩১ ॥

[ভা. ৪. ৯. ৪৬—৪৭]

সুরুচির্নিজবিদ্বেষিণী মাতুঃ সপত্ন্যপি তং ভগবদারাধনত আয়াতং শ্রীধ্রুবম্। যথা পাদ্মে—

[ভক্তিতে সকলের প্রীতিসাধন]

সকলের প্রীতিসাধন যথা—'বৃক্ষের মূল সেচন করিলে (তাহার স্কন্ধশাখাদি যেমন পুষ্ট হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের পরিতৃপ্তিতে নিখিল জগতের পরিতুষ্টি)' ইত্যাদি। সেই প্রকার উক্ত হয়—

"সুরুচিচরণে অবনতমস্তক বালক শ্রীধ্রুবকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদগদ বাক্যদ্বারা বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি চিরজীব হইয়া থাক। মৈত্র্যাদি-গুণগ্রামে[২] ভগবান্ যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন,—জল যেমন স্বয়ংই নিম্ন দেশে গমন করে—তদ্রূপ তাহার প্রতি সমস্ত লোক আপনা হইতেই নত হইয়া থাকে।" ১৩১ ॥

সুরুচি শ্রীধ্রুবের বিদ্বেষিণী এবং মাতার সপত্নী হইয়াও শ্রীভগবানের আরাধনান্তে আগত সেই ধ্রুবকে (আলিঙ্গনাদি করিয়াছিলেন)। পদ্মপুরাণে যথা—

'যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চনা করিয়াছেন সে সমস্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। অধিক কি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি জন্তুসকলও তাহার প্রতি অনুরক্ত'।

ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের (উক্তি) ॥

১ ভা. ৪. ৩১. ১২, পৃ° ৫৯, অঙ্ক ৫২ দ্র°।

২ মৈত্রী প্রভৃতি গুণ যথা—

'মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ-পুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্'—পাতঞ্জলযোগশাস্ত্র ১. ৩৩।

মৈত্রী, করুণা, হর্ষ, উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য। সুখী জনের মিত্রতা, দুঃখী জনে কৃপা, পুণ্যবান ব্যক্তিতে পুণ্যের অনুমোদন পূর্বক হর্ষপ্রকাশ এবং পুণ্যহীন জনে ঔদাসীন্য—এই ভাবনা হইতে চিত্তের প্রসন্নতা হয়।

যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি ॥

ইতি। ৪॥৯। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

[সাধনান্তরাদীনাং হেয়ত্বম্]

জ্ঞানবৈরাগ্যাদি-সদ্‌গুণহেতুত্বমুক্তং "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা"[১] ইত্যাদিনা। স্বর্গাপবর্গ-ভগবদ্ধামাদি-সর্বানন্দহেতুত্বমপ্যুক্তং 'যৎ কর্মভির্যত্তপসা'[২] ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরম-সুখদানেন কর্মাদিজ্ঞানানন্ত-সাধন-সাধ্যবস্তূনাং হেয়ত্বকারিতামাহ—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩২ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ১৩]

রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যম্, অপুনর্ভবং ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষং, কিং বহুনা যৎ কিঞ্চিদপি সাধ্যজাতং তৎ সর্বং নেচ্ছত্যেব, কিন্তু মদ্ মাং বিনা তাদৃশভক্তিসাধ্যং মামেব সর্ব-পুরুষার্থাধিকমিচ্ছতীতার্থঃ। ময্যর্পিতাত্মা কৃতাত্মনিবেদনঃ। ১১॥১৪ শ্রীভগবান্ ॥

[অন্য সাধনগুলির হেয়ত্ব]

'যাহার শ্রীভগবানে নিষ্কাম ভক্তি আছে (তাহাতে দেবগণ সমস্তগুণের সহিত বাস করে)' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা (ভক্তি) যে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণের হেতু তাহাই বলা হইয়াছে। 'কর্ম ও তপস্যাদি দ্বারা যাহা লাভ হয়, (আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত লাভ করে)' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি যে স্বর্গ, মুক্তি ও শ্রীভগবদ্‌ধামাদি সমস্ত আনন্দের হেতু তাহাই কথিত হয়। ভক্তি স্বতই পরমসুখ দান করে বলিয়া কর্ম, জ্ঞান ও অনন্ত সাধন ইত্যাদি দ্বারা যে-বস্তু-সকল প্রাপ্য তাহাদের হেয়ত্ব বলিয়াছেন, যথা—

"আমাতে যে (ভক্ত) চিত্ত অর্পিত করিয়াছে, সে আমা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না, এমন কি ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সাম্রাজ্য, পাতাললোকের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, পুনর্জন্মরাহিত্য (মুক্তি)—এ সব কিছুই ইচ্ছা করে না"। ১৩২ ॥

'রসাধিপত্য' (অর্থে) পাতলাদির স্বামিত্ব। 'পুনর্ভব নয়' (অর্থে) ব্রহ্মকৈবল্যরূপ মোক্ষ, বহুকথায় প্রয়োজন কি—যে কিছু সাধ্যসমূহ তাহা সমস্তই (আমার ভক্ত) ইচ্ছা করে না, কিন্তু 'আমাকে ছাড়া' অর্থাৎ ভক্তিসাধ্য আমাকেই সে সর্ব পুরুষার্থেরও অধিক বলিয়া

১ ভা. ৫. ১৮. ১২ ; ১০৯ অঙ্ক, পৃ° ১৫১ দ্র°। ২ ভা. ১১. ২০. ৩২ ; ৮৪ অঙ্ক, পৃ° ৯২ দ্র°।

[কর্মাদীনাং সগুণত্বম্]

অথ সাক্ষাদ্ভক্তের্নিগুর্ণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিতকর্মারভ্য সর্বেষাং কর্মণাং[১] তাবৎ সগুণত্বমাহৈকেন—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ১৩৩ ॥

[ভা. ১১. ২৫. ২২]

ময়ি অর্পণং যস্য মদর্পিতমিত্যর্থঃ। নিষ্ফলং নিষ্কামম্। ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ। আদিশব্দাদ্দম্ভমাৎসর্যাদিভিঃ কৃতম্।

অথানুষ্ঠানান্তারাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তের্নিগুর্ণত্বমাহ চতুর্—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নিগুর্ণং স্মৃতম্ ॥ ১৩৪ ॥

[ভা. ১১ ২৫. ২৩]

ইচ্ছা করে। 'আমাতে চিত্ত অর্পিত করিয়াছে' বলিতে 'যে আত্মনিবেদন[২] করিয়াছে'—সেইরূপ ব্যক্তি। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

[কর্মসকলের সগুণতা]

অনন্তর ভক্তির সাক্ষাৎ নিগুর্ণত্ব বলিবার নিমিত্ত ভগবানে অর্পিত যে-কর্ম তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কর্মের সগুণত্ব (শ্রীভগবান্) একটী শ্লোকে প্রকাশ করিলেন, যথা—

"আমার প্রীতির নিমিত্ত কৃত, অথবা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কৃত যে নিত্যনৈমিত্তিক নিজ কর্ম তাহাই সাত্ত্বিক; ফলোদ্দেশে কৃত যে কর্ম তাহা রাজস; এবং হিংসা ইত্যাদি-বহুল কর্ম তামস"। ১৩৩ ॥

যে কর্ম আমাতে অর্পিত তাহা 'মদর্পিত' ইহাই অর্থ। 'নিষ্ফল' অর্থে নিষ্কাম। যাহাতে ফল সঙ্কল্পিত হয় তাহাই ফলসঙ্কল্পিত (কর্ম)। 'আদি' শব্দ হইতে দম্ভ মাৎসর্যাদিকৃত (কর্ম)।

অনন্তর অন্য অনুষ্ঠানগুলি যে ত্রিগুণের অন্তর্গত এবং ভক্তি যে তদতীত চতুর্থস্থানীয় এবং সাক্ষাৎ নিগুর্ণ—চারি শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে—

"কৈবল্য (আত্মবিষয়ক জ্ঞান) সাত্ত্বিক। বৈকল্পিক (অর্থাৎ এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য কি অসত্য, জীব নিত্য কি অনিত্য ইত্যাদি প্রকার) জ্ঞান রাজস। (আহার বিহারাদি রূপ) প্রাকৃত জ্ঞান তামস, (কিন্তু) মন্নিষ্ঠ (মদ্বিষয়ক) জ্ঞান নিগুর্ণ বলিয়া স্মৃত"। ১৩৪ ॥

---

১ 'কর্মণাং'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ 'আত্মনিবেদন' পরে ৩০৯ অঙ্কে বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে।

প্রাকৃতং বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যম্। বৈকল্পিকং দেহাদিবিষয়ং যৎ তদ্রজো রাজসম্। কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যং, ত্বংপদার্থমাত্রজ্ঞানস্য কেবলত্বানুপপত্তিঃ, তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে, ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপ্যনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতা-প্রাচুর্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথা চ—শ্রীগীতোপনিষদঃ—'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্'[১] ইতি। ভগবজ্জ্ঞানস্য তু—

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণামমলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥ [ভা. ৬. ১৪. ২]
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ [ভা. ৬. ১৪. ৫]

ইত্যাদ্যুক্ত্যা সত্ত্বাদিসদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ,—

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥ [ভা. ৬. ১৪. ১]

যাহা প্রাকৃত তাহা বালমূকাদি জ্ঞানতুল্য। বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা রাজস। কেবল যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, শুদ্ধজীবের সহিত তাহার অভেদ জ্ঞানকে কৈবল্য বলে। 'তুমি' রূপ পদার্থ জ্ঞানের (অর্থাৎ জীবজ্ঞানের) কেবলত্ব হয় না—যে হেতু উহা 'তৎ' রূপ পদার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থ রূপ) জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। সত্ত্বযুক্ত অন্তঃকরণে প্রথমে শুদ্ধ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়, তদনন্তর চিদেকাকারত্ব রূপ অভেদের দ্বারা অন্তঃকরণে শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যও অনুভূত হয়। অতএব উহাতে সত্ত্বগুণেরই কারণতার বাহুল্য থাকায় উহাকে সাত্ত্বিক (বলা হইয়াছে)। শ্রীগীতোপনিষদে উক্ত হয়—'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সম্যক্ প্রকারে জাত হয়।' ভগবৎজ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত হয়—

'শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের ও নির্মলান্তঃকরণ ঋষিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না। হে মহামুনে! সিদ্ধ মুক্তগণের কোটিজনের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি (একজনও) সুদুর্লভ।'

এই উক্তি দ্বারা সত্ত্বাদি গুণসদ্ভাবেও (দেবাদির যে ভগবৎ-জ্ঞানের) অভাব—তাহাই প্রতিপন্ন হইল। (আরও উক্ত হয়)—

'হে ব্রাহ্মণ! (শ্রীশুকদেব) রজস্তমোগুণস্বভাব পাপী বৃত্রাসুরের ভগবান্ শ্রীনারায়ণে কি প্রকারে দৃঢ় মতি উৎপন্ন হইয়াছিল?'

---

[১] ভ. গী. ১৪. ১৭

ইত্যুক্ত্যা তদভাবেঽপি সম্ভাবান্ন তৎকারণত্বম্। কিন্তু তদুত্তরত্বেন তস্য পূর্বজন্মনি নারদাদিসঙ্গবর্ণনয়া।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ [ভা. ৭. ৫. ২৫]

ইত্যুক্ত্যা চ ভগবৎকৃপা-পরিমলপাত্রভূতস্য শ্রীমতো মহতঃ সঙ্গ এব কারণম্। তৎসঙ্গশ্চ—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ [ভা. ১. ১৮. ১৩]

ইত্যুক্ত্যা নির্গুণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ পরমনির্গুণ এব। সপ্তমস্য চ প্রথমে চ—"সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মন্"[১] ইত্যাদৌ সগুণে দেবাদৌ তস্য কৃপা বাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদিষ্বেবেতি প্রতিপাদনান্মহতাং নির্গুণত্বাভিব্যক্ত্যা সৎসঙ্গস্যাপি নির্গুণত্বং

এই তাহার প্রশ্নে (সত্ত্বগুণের) অভাবেও (ভক্তির) সদ্ভাব হেতু সত্ত্বগুণ যে শ্রীভগবদ্ভক্তির কারণ নয়—তাহাই উল্লিখিত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে (বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মে) নারদাদির সঙ্গই যে (ভক্তির কারণ) তাহাই বিবৃত হইয়াছে। (উক্ত হয়)—

'সংসারনাশে যে-মতির প্রয়োজন সেই মতি তাবৎ কাল পর্যন্ত শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ স্পর্শ করিতে পারে না, যাবৎ কাল নিষ্কিঞ্চন মহদ্গণের পদধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়।'

এই উক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপাপরিমলপাত্র মহদ্গণের সঙ্গই যে (ভক্তির) কারণ তাহাই সিদ্ধ হইল। তাহার সঙ্গ যথা—

'(ভক্তের) সহিত অত্যল্পকালও যে সঙ্গ, তাহার সহিত স্বর্গ ও অপবর্গের তুলনা করা ত' দূরের কথা, তুলনার সম্ভাবনাও করিতে পারি না। অতএব মৃত্যুই হইয়াছে যাহাদের ধর্ম—এমন মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তুলনার সম্ভাবনা নাই এ বিষয়ে বলিবার কি আছে?'—

এই উক্তি দ্বারা মহৎসঙ্গ যে নির্গুণ অবস্থা হইতেও অধিক এবং পরম নির্গুণ—(ইহাই) স্থির হইল। (শ্রীভাগবতে) সপ্তম স্কন্ধের প্রথমেও—'যিনি সর্বত্র সমান ও ভূত সকলের সুহৃৎ (তিনি কেন ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন?)'—ইত্যাদি স্থানে সগুণ দেবাদিতে তাঁহার যে বাস্তবিক কৃপা হয় না কিন্তু প্রহ্লাদাদিতেই হয়—ইহাই প্রতিপাদনে মহদ্গণের নির্গুণত্ব প্রকাশ পায়। সেই প্রকার গুণসঙ্গ বিশুদ্ধ হইলেই ভক্তির অনুবৃত্তি

---

১ ভা. ৭. ১. ১

ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরঙ্গানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ [ভা. ১১. ২৫. ৩২]

ইতি। পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যহেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্যজ্ঞানস্যাপি নৈর্গুণ্যহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যেনোদাহরণভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ, তস্মাৎ স্বত এব নির্গুণং ভগবজ্জ্ঞানম্।

[ভক্তের্নির্গুণত্বম্]

অত এব—

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ [ভা. ১১. ২৫. ২৮]

শোনা যায় বলিয়া শ্রীভক্তি দেবী আবির্ভূত হন। (ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ জয়)—ইহা উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা—

'এই নরদেহ লাভ করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্ভূত গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ লোক সকল আমাকে ভজন করুক।'

এই বাক্যে পরমেশ্বর জ্ঞানের নৈর্গুণ্য হেতু যে নির্গুণোক্তি তাহাতে লক্ষণাবশতঃ কষ্ট কল্পনা আছে। সেই প্রকার (লক্ষণা) হইলে কৈবল্যজ্ঞানও নৈর্গুণ্যহেতু বলিয়া অবৈশিষ্ট্যে উহার উদাহরণ-ভেদের প্রবৃত্তি হইত না।১ অতএব শ্রীভগবৎ জ্ঞান স্বতই নির্গুণ।

[ভক্তির নির্গুণতা]

অতএব—

'আত্মা হইতে জাত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় জনিত সুখ রাজসিক, মোহ ও দৈন্যাদি সম্ভূত সুখ তামসিক, মদাশ্রয় অর্থাৎ আমার কীর্তনাদি হইতে উত্থিত যে সুখ তাহা নির্গুণ।'

এখানে সেই (শ্রীভগবৎ কীর্তনাদি দ্বারা উত্থিত) সুখের নির্গুণত্ব বলিবেন। শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ ভক্তিরও নির্গুণত্ব, যথা—'(পবিত্র তীর্থ নিষেবণ হেতু লব্ধ যে) মহদ্গণের সেবা তাহার দ্বারা

১ তাৎপর্য—অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন পরমেশ্বরবিষয়জ্ঞানও নৈর্গুণ্যের কারণ, সুতরাং তাহাও নির্গুণ কিন্তু যদি এই প্রকারই হইত তাহা হইলে কৈবল্য জ্ঞানের সহিত এক ভাবেই ভক্তির উদাহরণ দেওয়া হইত, কিন্তু এস্থানে তাহা দেওয়া হয় নাই। এখানে বলিয়াছেন 'মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্' অর্থাৎ মদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া স্মৃত।

ইত্যত্র তৎসুখস্যাপি নিগু‍র্ণত্বং বক্ষ্যতে[১]। শ্রবণাদিলক্ষণক্রিয়ারূপায়া অপি ভক্তেঃ "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ, স্যান্মহৎসেবয়া"[২] ইত্যুক্ত্যা তদেকনিদানত্বেন নিগু‍র্ণত্বমেব। নন্থ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥ [ভা. ৮. ২৪. ২৩]

ইতি। শ্রীমৎস্যদেববচনেন ব্রহ্মজ্ঞানমপি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎ কথং তস্য সগুণত্বম্? উচ্যতে—ব্রহ্মজ্ঞানং দ্বিবিধানাং জায়তে। তত্র ভগবদুপাসকানামানুষঙ্গিকত্বেন, ব্রহ্মোপাসকানাং স্বতন্ত্রত্বেন। ভগবদুপাসকৈস্তু ভগবচ্ছক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্ভেদেনৈব গৃহ্যতে, তচ্চ 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'[৩] ইত্যাদি-শ্রীগীতোক্তানুসারেণ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ'[৪] ইত্যাদ্যনুসারেণ চ ভগবতঃ পরাখ্যভক্তিপরিকরো ভবতি। ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে। তৎফলস্য "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্"[৫] ইত্যুক্তদিশা পরৈরাত্যন্তিকত্বেন মতস্যাপি পরমবিদ্বদ্ভিরাদৃতত্বাৎ। তথা ভক্তিবিরুদ্ধত্বেন

শ্রদ্ধাবান্ শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির বাসুদেব কথায় রুচি হয়'—এই উক্তি দ্বারা (মহৎসঙ্গের) একমাত্র কারণতা হেতু ভক্তির নিগু‍র্ণত্বই (স্থাপিত হইল)। আচ্ছা—

'পরমব্রহ্মপদবাচ্য যে আমার মহিমা তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তাহা তোমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষরূপে বিবৃত করিব, আমার অনুগ্রহে তুমি তাহা জানিতে পারিবে।'

এই শ্রীমৎস্যদেবের বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানও যে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে জাত তাহা জানা যায়,—অতএব কেমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সগুণ হইল? উত্তরে বলিলেন—শ্রীভগবদুপাসক ও ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তন্মধ্যে শ্রীভগবদুপাসকের যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা আনুষঙ্গিকরূপে, আর এই দ্বিবিধ ব্রহ্মোপাসকগণের তাহা প্রধানরূপে। শ্রীভগবদ্ভক্তের ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও ভগবানের শক্তিরূপ যে ভক্তি তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানকে ভেদরূপেই ভক্তগণ গ্রহণ করেন। 'তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নাত্মা হইয়া (দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন)'—গীতার এই উক্তি অনুসারে এবং 'আত্মারাম মুনিগণ (শ্রীকৃষ্ণে অহেতুকী ভক্তি করেন)' ইত্যাদি প্রমাণানুসারে (সেই ব্রহ্মজ্ঞান) শ্রীভগবানের পরাখ্য ভক্তির পরিকর হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ পূর্বের ন্যায় অভেদরূপেই জ্ঞানকে গ্রহণ করেন। অপর, '(তোমার শরণাপন্ন ব্যক্তি সকল) আত্যন্তিক অনুগ্রহরূপ (মোক্ষপদকেও) আদর করে না' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে অন্য কর্তৃক আত্যন্তিক রূপে গৃহীত যে বিষয় তাহাতে পরমবিদ্বান্‌গণ আদর

১ 'একং' অধিক পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে।
২ ভা. ১. ২. ১৩
৩ ভ. গী. ১৮. ৫৪
৪ ভা. ১. ৭. ১০
৫ ভা. ৬. ১৫. ৪৮

"স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ"[১] ইত্যুক্ত্যা নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ প্রসাদাভাস এবাসৌ। স্বমত্যনুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণস্তন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব। ততঃ কৈবল্য-জ্ঞানমপি তথা। বিশেষতস্তস্য সগুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমস্তি। নমু অন্তর্বহিশ্চ করণং পুরুষস্য গুণময়মেব। তদুদ্ভবয়োর্ভক্তিরূপয়োঃ জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নির্গুণত্বম্? উচ্যতে—জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবজ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্য ধর্মো ঘটস্যেব, ন চ চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য ঈশ্বরাধীন-শক্তিত্বেনামুখ্যত্বাদ্দেবতাবিষ্ট-পুরুষস্যেবাতঃ পরমাত্ম-চৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতম্। তথোক্তং,—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু। [ভা. ৬. ১৬. ২৩]

ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মন ইতি ন ঋতে তৎ ক্রিয়তে কিঞ্চ নারে" [কে. উ. ৬. ২] ইত্যাদিকা। তদেবং সতি

করেন না। মুক্তি ভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া 'নারায়ণ পরায়ণগণ স্বর্গ, মুক্তি ও নরক—সবই তুল্যরূপ দর্শন করেন'—এই উক্তিদ্বারা নরকের ন্যায় উহারও (মুক্তির) হেয়ত্ব স্থাপিত হইল এবং এই হেতু মুক্তিকে অনুগ্রহের আভাসই বলা যাইতে পারে। (কিন্তু প্রকৃত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে না)। নিজের বুদ্ধি অনুসারে অপবর্গ বা মুক্তিকে অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করিলে বুদ্ধিকল্পিতত্ব হেতু তাহাও সগুণ বলিতে হইবে। অতএব কৈবল্যজ্ঞানও মুক্তির ন্যায় সগুণ। বিশেষতঃ সগুণ সম্বন্ধেই উক্ত কৈবল্যজ্ঞান জন্মে এই প্রকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আচ্ছা, পুরুষের (জীবের) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকল যখন গুণময় তখন তাহা হইতে উদ্ভূত যে ভক্তিরূপ জ্ঞান ও কর্ম, কি প্রকারে উহা নির্গুণ হইতে পারে?—তাহাতেই বলিতেছেন,—জ্ঞানশক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণাত্মক ঘটের ন্যায় জড়ের ধর্ম নহে, এবং চিদ্রূপ জীবেরও ধর্ম নয়; কারণ উহার শক্তি ঈশ্বরাধীন ও অস্বতন্ত্র। যেমন দেবতাবিষ্ট জীবের (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) নিজস্ব নয়, তদ্বৎ। সুতরাং (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) পরমাত্ম-চৈতন্যেরই,—ইহাই বুঝা গেল। উক্ত হয়—

'দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সমস্ত চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণশীল হয়।'

এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—'অরে তিনি প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ এবং মনের মন। তাঁহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়াদি কিছুই করিতে পারে না' ইত্যাদি। অতএব এই প্রকার ত্রৈগুণ্যকার্যের প্রাধান্যরূপে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হয় বলিয়াই সেই উভয়কে গুণময়রূপে নির্দেশ করা হয়। পরমেশ্বরের প্রাধান্যরূপে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবতই গুণাতীত। দেবামৃতপানাধ্যায়ে শুকদেব তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

১ ভা. ৬. ১৭. ২৩

ত্রৈগুণ্যকার্যপ্রাধান্যেন ভবন্ত্যো তে গুণময়ত্বেনোচ্যেতে। পরমেশ্বরপ্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব তে। তদুক্তং দেবামৃত-পানাধ্যায়ে শ্রীশুকেন—

যদ্ যুজ্যতেঽসু-বসু-কর্মমনোবচোভি-
র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ
সর্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ ॥

[ভা. ৮. ৯. ২৫]

ইতি। পৃথক্ত্বাৎ পরমাত্মেতরাশ্রয়ত্বাৎ ; অপৃথক্ত্বাৎ তদেকাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়া হরিভক্তের্নির্গুণত্বম্। বিশেষতস্তস্যা ভক্তেগু‍র্ণসম্বন্ধেন জন্মাভাবশ্চাঙ্গীকৃত ইতি ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব গুণসম্বন্ধেন জন্মভাব ইতি। ততোঽসৌ ভক্তিস্তস্যাপি প্রীণনত্বাদিগুণৈরুদাহরিষ্যতে। যত্তু শ্রীকপিল-দেবেন ভক্তেরপি নির্গুণসগুণাবস্থাঃ কথিতাস্তাঃ পুনঃ পুরুষান্তঃকরণগুণা এব তস্যামুপচর্যন্ত ইতি স্থিতম্।

তদেবমভিপ্রেত্য জ্ঞানরূপায়া ভক্তের্নির্গুণত্বমুক্ত্বা ক্রিয়ারূপায়া ব্যাচষ্টে। তত্রাপ্যস্তু তাবৎ শ্রবণকীর্তনাদিরূপায়া ভগবৎসম্বন্ধেন বাসমাত্ররূপায়া আহ—

'হে মহারাজ! মনুষ্যগণ প্রাণ, ধন, কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও আত্মজ (পুত্রাদির) নিমিত্ত যে কিছু কার্য করে তাহা পৃথক্ত্ব হেতু, মূল ছাড়িয়া শাখায় জল সেচনের ন্যায় বৃথা হয়। কিন্তু ঐ সকল (প্রাণধনাদি) দ্বারা যদি (শ্রীভগবানের উদ্দেশে কার্য করা যায়) অপৃথক্ত্ব হেতু তরুর মুল নিষেচনের ন্যায় উহা ফলদায়ক হয়।'

'পৃথক্ত্ব' (অর্থে) পরমাত্মা ছাড়িয়া অন্যকে আশ্রয়। 'অপৃথক্ত্ব' (অর্থে) পরমাত্মার সহিত একাশ্রয়ত্ব। অতএব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তির নির্গুণত্বই যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ গুণের সম্বন্ধদ্বারা সেই ভক্তির জন্মাভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় গুণসম্বন্ধ দ্বারা জন্মভাব অঙ্গীকৃত হয় নাই। অতএব সেই শ্রীভগবানে প্রীণনত্বাদি গুণের দ্বারা সেই ভক্তি উক্ত হইবে। শ্রীকপিল দেব (শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে) যে ভক্তির নিগুণ ও সগুণ অবস্থা বলিয়াছেন তাহা যে জীবের অন্তঃকরণের গুণরূপ ভক্তিতে উপচারিত হয়—ইহাই সেস্থানে আছে। (প্রকৃতপক্ষে ভক্তির সগুণাবস্থা হইতে পারে না)।

এই অভিপ্রায়ে জ্ঞানরূপ ভক্তির নির্গুণত্ব বলিবার পরে ক্রিয়ারূপ ভক্তির নির্গুণত্ব বলিতেছেন। শ্রবণ কীর্তনাদি রূপ ভক্তির নির্গুণত্ব আছেই, ভগবৎসম্বন্ধে বাসমাত্র রূপ ভক্তিরও নির্গুণত্ব বিষয়ে বলিয়াছেন—যথা—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥ ১৩৫ ॥

[ভা. ১১. ২৫. ২৪.]

বনং বাস ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থো বানপ্রস্থানমিতি জ্ঞেয়ম্। এবং গ্রাম্য ইতি গৃহস্থানাম্। তামসমিতি দুরাচারাণাম্। দ্যূতসদনমিত্যুপলক্ষণম্। মন্নিকেতমিতি মৎসেবাপরাণামিতি চ। বনাদীনাং বাসেন সহ 'আয়ুর্ঘৃতম্'ইতিবদেকাধিকরণত্বম্। বনস্য বৃক্ষষণ্ডরূপস্য রজস্তমঃপ্রাধান্যাৎ। অত এব বিবিক্তত্বলক্ষণ-তদীয়সাত্ত্বিকগুণস্যাপি তদ্‌-যুগলমিশ্রত্বেন গৌণত্বম্। বাসক্রিয়ায়াস্তু সত্ত্বোপপন্নত্বাৎ তদ্বর্ধনত্বাচ্চ সাত্ত্বিকত্বে মুখ্যত্বমিতি তস্যা এবাভিধেয়ত্বমুচিতম্। অত এব গ্রাম্য ইতি তদ্ধিতান্ত এব পঠিতঃ। এবং দ্যূত-সদনমিত্যত্র চ বাসক্রিয়ৈব বিবক্ষিতা। মন্নিকেতমিত্যত্রাপি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতস্যাপি নির্গুণত্বং ভবেৎ স্পর্শমণিন্যায়েন, তাদৃশত্বন্তু তাদৃশভক্তিচক্ষুর্ভিরেবোপলব্ধব্যম্, "দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্" ইতিবৎ।

"বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যূতাদিগৃহে বাস তামসিক, আমার নিকেতনে বাস নির্গুণ বলিয়া কথিত"। ১৩৫ ॥

বনবাস অর্থাৎ বনসম্বন্ধিনী বাসক্রিয়া, ইহা বানপ্রস্থগণের সম্বন্ধে জানিতে হইবে। গ্রাম্যবাস গৃহস্থগণের। দুরাচারগণের তামস বাস। দ্যূতগৃহ—এটী উপলক্ষণ।[১] আমার নিকেতনে বাস, আমার সেবাপরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধেই বুঝিতেই হইবে। 'ঘৃতই আয়ু'—এই কথায় যেমন পরমায়ু কারক ঘৃত আয়ুঃ শব্দের সহিত অভেদ রূপে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ বনবাসাদির সহিত সাত্ত্বিকাদি গুণের একাধিকরণত্ব। বৃক্ষ-সমূহ-স্বরূপ যে বন—তাহার রজস্তমঃ প্রাধান্য হেতু উহাকে বিবিক্ত লক্ষণ বলা যাইতে পারে—অতএব তদীয় বিবিক্ত প্রদেশের সাত্ত্বিক গুণেরও রজস্তমোগুণমিশ্রত্বে গৌণত্ব এবং বাসক্রিয়ায় সত্ত্ব গুণের উপপত্তি ও বৃদ্ধি থাকায় সাত্ত্বিকত্বে উহার মুখ্যত্ব।[২] অতএব (শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে বাস রূপ ভক্তিরই) অভিধেয়ত্ব উচিত হইয়াছে। '(গ্রামে ভব' এই অর্থে) তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে 'গ্রাম্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বাস এই পদের বিশেষণ। এবং 'দ্যূতসদন' বলিতে (দ্যূতগৃহের) বাস ক্রিয়াই বিবক্ষিত। আমার নিকেতন অর্থেও (নিকেতনে বাস)। কিন্তু শ্রীভগবানের সম্বন্ধ মাহাত্ম্যে 'স্পর্শমণি ন্যায়ের' দ্বারা মদীয় নিকেতনের

১ যে নিজকে বুঝাইয়া অন্যকে বুঝায় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। 'স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বমুপলক্ষণম্।' যেমন 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর'—এ কথা বলিলে কাক পদে কাককে বুঝাইয়া দধিনষ্টকারী অন্য জন্তুকেও বোঝায়, এখানেও তদ্রূপ দ্যূতসদন বলিতে উপলক্ষণের দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশকর অন্যস্থানে বাসও বুঝাইতেছে।

২ তাৎপর্য—বৃক্ষসমূহস্বরূপ বনের রজস্তমোগুণ প্রাধান্যরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার বিবিক্ততা বা নির্জ্জনস্বরূপ সাত্ত্বিক গুণকে অবলম্বন করিয়াই সাত্ত্বিক বলা হইয়াছে. বনবাস সম্পূর্ণ মুখ্যরূপে সাত্ত্বিক নয়।

এবমেব টীকা চ—ভগবন্নিকেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানমিত্যেষা।

এবং বাসমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা সর্বাসামেব তৎক্রিয়াণাং তাদৃশত্বমাহ—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥১৩৬॥

[ভা. ১১. ২৫. ২৫]

অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্যং ন তদাশ্রিতে দ্রব্যে। সাত্ত্বিককারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়পরিণতমেব।

তদেবং ক্রিয়ামাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা তৎপ্রবৃত্তি-হেতুভূতায়াঃ শ্রদ্ধায়া অপ্যাহ—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥১৩৭ ॥

[ভা. ১১. ২৫. ২৬]

অধর্মোঽত্র পরধর্মঃ। অন্যৎ পূর্ববৎ। ১১॥২৫। শ্রীভগবান্ ॥

নির্গুণত্ব। 'আকাশস্থিত ব্যক্তিগণ সেইস্থানে সকলকেই চতুর্ভুজ দেখেন,'—ইত্যাদিব ন্যায় তাদৃশ ভক্তিচক্ষু যাহাদেব আছে তাহাবাই নির্গুণত্বরূপে উহা উপলব্ধি কবিয়া থাকেন।

টীকাও এই প্রকার, যথা—ভগবানের যে নিকেতন—তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব হেতু নির্গুণ স্থান।

বাস মাত্রের নির্গুণত্ব বলিয়া সমস্ত ভগবৎ ক্রিয়াব নির্গুণত্ব বলিতেছেন,—

"অনাসক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, বাগান্ধ (বিষয়াবিষ্ট) কর্তা বাজস, স্মৃতি-বিভ্রষ্ট কর্তা তামস। মদপাশ্রয় অর্থাৎ আমার একমাত্র শরণাপন্ন হইয়া যে সেবা কবে, সেই মদেকশরণাপন্ন কর্তা নির্গুণ"। ১৩৬ ॥

এস্থানে ক্রিয়াতেই তাৎপর্য, তদাশ্রিতদ্রব্যে তাৎপর্য নহে; যেহেতু সাত্ত্বিক-কর্তার শরীরাদি নিশ্চয়ই গুণত্রয়পরিণত[১]।

ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্ব বলিয়া সেই ভক্তির প্রবৃত্তিহেতু যে-শ্রদ্ধা তাহারও নির্গুণত্ব বলিলেন, যথা—

"আধ্যাত্মিকী ও বেদান্তশাস্ত্র-বিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণা"। ১৩৭ ॥

'অধর্ম' বলিতে পরধর্ম। অন্য সব পূর্বের ন্যায়। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২৫তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

১ তাৎপর্য—ক্রিয়াই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কিন্তু ক্রিয়াকর্তা সাত্ত্বিকাদি পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ দেহ ত্রিবিধ গুণের পরিণামী। দেহ কেবল সাত্ত্বিক, কেবল রাজসিক ও কেবল তামসিক হয় না। মায়িক জগতে

অত আহ—

ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ১৩৮ ॥

[ভা. ৬. ২. ২৪]

শুদ্ধং নিগুর্ণম্ ইতি। ত্রৈবিদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মিতি।

টীকা চ—বেদশব্দেনাত্র কর্মকাণ্ডমেবোচ্যতে 'এবং ত্রয়ীধর্মম্'[১] ইত্যাদেঃ ।৬।২। শ্রীশুকঃ ॥

[ভক্তেঃ স্বয়ম্প্রকাশত্বম্]

অত এব ভক্তেঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকত্বং স্বয়ম্প্রকাশত্বমাহ—

যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ১৩৯ ॥

[ভা ৫. ১৪. ৪৫]

এই কারণে বলিযাছেন—

"বেদ ত্রযেব প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম এবং ভগবৎপ্রণালী-বিশুদ্ধ নিগুর্ণ ধর্ম (জানিতে পারিয়া অজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ হইযাছিল)।" ১৩৮ ॥

শুদ্ধ (অর্থে) নিগুর্ণ। ত্রৈবিদ্য (অর্থে) বেদত্রয় প্রতিপাদ্য গুণাশ্রয়—ইহাই টীকা।

টীকা—বেদ শব্দের দ্বারা এখানে কর্মকাণ্ডই কথিত হইযাছে। গীতার উক্তি, যথা—'এইরূপ ত্রিবেদসম্মত যজ্ঞানুষ্ঠান করিযা (কামনাকারী পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে)।'

[ভক্তি স্বয়ম্প্রকাশ]

অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বোধক বলিযা ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব যথা—

"যজ্ঞরূপ ভগবান্ ও যিনি যজ্ঞাদি বিধির ফলদাতা, ধর্মের অনুষ্ঠানকর্তা এবং জ্ঞানই

সর্বত্রই সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিনগুণ বিদ্যমান। ষড়্দর্শন টীকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্র বেদান্তদর্শনের ভামতী টীকাতে এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন—'পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে সুখ দান করে।' "সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে সুখম্"—সত্ত্বগুণে সুখ হয়, অতএব বুঝিতে হইবে উক্ত স্ত্রীতে সত্ত্বগুণ আছে। 'সপত্নীগণ তাহার প্রতি ক্রোধ করে' সুতরাং তাহাতে রজোগুণ আছে। অন্য ব্যক্তি তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহাতে তমোগুণ আছে। অতএব মায়িক সৃষ্টবস্তু সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। তবে গুণের আধিক্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলা হয়। কিন্তু ক্রিয়াদিতে যে কোন একটী গুণ পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে বলিয়া এই স্থলে ক্রিয়াতেই তাৎপর্য।

১ ভ. গী. ৯. ২১.

য আর্ষভেয়ো ভরতো মরণসময়ে তত্রাপি মৃগশরীরে তদ্বচনজন্মাত্যন্তাসম্ভাবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব তস্যাঃ কীর্তনলক্ষণায়া ভক্তেঃ সিধ্যতি। এবং গজেন্দ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। ৫॥১৪। শ্রীশুকঃ॥

[ভক্তেঃ পরমসুখরূপত্বম্]

পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্র সাধনদশায়াম্ 'অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্'[১] ইত্যাদৌ 'কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে'[২] ইত্যাদৌ চ তদ্রূপত্বাভিব্যক্তির্দর্শিতৈব, সিদ্ধদশায়ান্তু সুতরাং তৎ প্রকটীভবতি। যথা—

যাঁহার প্রধান ফল, তাদৃশ যোগমূর্তি, মায়ানিয়ন্তা, ও যিনি সর্বজীবের নিয়ন্তা সেই নারায়ণ শ্রীহরিকে নমস্কার করি—এই বাক্য মৃগদেহ পরিত্যাগ করিবার সময় (ভরত) উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন"। ১৩৯॥

'যিনি' বলিতে ঋষভনন্দন ভরত। মৃগশরীরে তাঁহার মরণসময়ে যে মনুষ্যোচিত বচন প্রকাশলাভ করিয়াছিল তাহা (অসুর পক্ষে) অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া কীর্তন-লক্ষণ ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল।[৩] এই প্রকার গজেন্দ্রেও জানিতে হইবে।[৪]

[ভক্তি পরমসুখস্বরূপ]

ভক্তির পরম সুখরূপত্বও দেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে সাধন দশাতে সুখরূপত্ব কথিত হইয়াছে, যথা—'পণ্ডিতগণ এই হেতু নিত্যই (বাসুদেব পরমানন্দে) ভক্তি করিয়া থাকেন' এবং '(যজ্ঞীয় ধূমরূপ) এই কর্মে আমাদের আস্থা নাই' ইত্যাদি। সিদ্ধদশাতে উহা (পরম সুখরূপত্ব) নিশ্চয়ই প্রকটিত হইবে। যথা—

১ ভা. ১. ২. ১২

২ ভা. ১. ১৮. ১২ ; অঙ্ক ৯৯, পৃ° ১১৪ দ্র°।

৩ ভা. ৭. ৭. ২৭

৪ তাৎপর্য—মৃগদেহে ভরত 'হরয়ে নমঃ' উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মৃগ পশু, সে কখনও মনুষ্যের মত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না ; কিন্তু এখানে মনুষ্যের মত বাক্য বলায় কীর্তনরূপ ভক্তি যে স্বপ্রকাশ তাহাই সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ কীর্তনরূপা ভক্তি ভরত রাজার মৃগদেহে স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় বচনশক্তি প্রকাশ করিলেন।

৫ গজেন্দ্রের আখ্যায়িকা—ত্রিকূট পর্বতের কোন একস্থানে একটা বিশাল সরোবর ছিল। গজেন্দ্র (হস্তী) নিদাঘ-সন্তপ্ত হইয়া এক সরোবরে পতিত হইয়া জল পান ও ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সরোবরের একটী কুম্ভীর হস্তীর পা কামড়াইয়া ধরিল, গজেন্দ্র হস্তিনীগণসহ বহু চেষ্টা করিয়াও কুম্ভীর হইতে মুক্তি হইতে না পাইয়া পরে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় স্তব করিয়াছিল। শ্রীভগবান্ তথায় আবির্ভূত হইয়া হস্তী ও কুম্ভীরকে সরোবর হইতে উত্তোলন করিয়া চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মুখমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। [ভা. ৮. ২—৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য] এস্থলেও মনুষ্যের ন্যায় স্তব করায় ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল।

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ১৪০ ॥
[ভা. ৯. ৪. ৪৯]

অত্রান্যস্য কালবিপ্লুতত্ত্বমিতি সেবায়াস্তদভাবে নির্গুণত্বং সিদ্ধম্ । অকালবিপ্লুত-সালোক্যাদিভ্যোঽতিশয়ে কিমুতেতি । ৯॥৪ । শ্রীবিষ্ণুর্দুর্বাসসম্ ॥

শ্রীভগবদ্বিষয়ক-রতিপ্রদত্বমুক্তম্ "এবং নির্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে"[১] ইত্যাদিনা । যত্তু—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ । [ভা. ৫. ৬ ১৮]

ইত্যুক্ত্যাপি তদ্রতির্ন প্রাপ্যত ইতি শঙ্ক্যতে, তৎখল্ববিবেকাদেব । কর্হিচিদিতি ভক্তি-যোগাখ্য-তদ্রতিপুরুষার্থতায়াং শৈথিল্যে সত্যেবেত্যর্থলাভাৎ কর্হিচিদপ্যনুক্তত্বাৎ, 'অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ' ইত্যমরকোষাচ্চ । তথা যন্ত্যতিচিরমাবৃত্তিঃ স্যাত্তদা রতিমপি দদাতি, "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্"[২] ইত্যাদেরিতি চ কর্হিচিৎপদেন গম্যতে ।

"আমার ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য বা সমানৈশ্বর্যরূপ মুক্তি-চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। সেবাতেই যখন তাহারা পরিতৃপ্ত থাকে তখন কালবশে নাশশীল অন্য (ব্রহ্মাদিপদে) কেন তাহাদের অভিলাষ হইবে" ? ১৪০ ॥ এস্থানে 'অন্যের কাল-নাশ্যত্ব' বলায় শ্রীভগবৎ সেবায় তাহার অভাব থাকায় ভক্তির নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল। অকালনাশ্য সালোক্যাদি বিষয়ে বলিবার আর অতিরিক্ত কি আছে ? ইতি। ৯ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে দুর্বাসার প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি ॥

এই প্রকার '(গুরুশুশ্রূষাদি দ্বারা) ষড়্বর্গকে জয় করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে হয়,' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভক্তি যে শ্রীভগবদ্ বিষয়ক রতি প্রদান করে তাহাই কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব) যে (বলিয়াছেন)—

'হে মহারাজ, শ্রীভগবান্ এই প্রকার, যাঁহারা তাঁহাতে নিত্য ভজন করেন্ মুকুন্দ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন কিন্তু কখন ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) দান করেন না'—
এই উক্তিতে তাঁহার (শ্রীভগবানের) রতি লাভ করা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে,—সে বিষয়ে বলিতেছেন যে—এই আশঙ্কা অবিবেক হেতু। 'কখন' (দান করেন না) বাক্যে ভক্তিযোগাখ্য যে-রতি তাহাই পুরুষার্থ, কিন্তু উহার শৈথিল্য হইলে তাহা দান করেন না—এই অর্থই এখানে পাওয়া যাইতেছে। 'কদাচিৎ' অর্থাৎ 'কখন' (দান করেন না)—এই

১ ভা. ৭. ৭. ৩৩। অনু ৫৭, পৃ° ৬৪ দ্র°।
২ ভা. ৫. ১৯. ২৭

ভক্তিবিষয়ক-ভগবৎপ্রীত্যেক-হেতুত্বমপ্যাদাহৃতং। 'নালং দ্বিজত্বং দেবত্বম্'[১] ইত্যাদি। তথা চাহ –

মন্যে ধনাভিজন-রূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাব-বলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ১৪১॥

[ভা. ৭. ৯. ৮]

অভিজনঃ সৎকুলজন্ম। বুদ্ধির্জ্ঞানযোগঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ ॥ ৭ ॥ ১। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥

নন্বু নিরতিশয়-নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত, নিরতিশয়ত্ব-

প্রকার উক্তি হইয়াছে, কিন্তু কর্হিচিদপি—'কখনও' (দান করেন না) এ প্রকার বলা হয় নাই[২]। 'চিৎ' ও 'চন' প্রত্যয় অসমুদয় অর্থে (ব্যবহৃত) হইয়া থাকে ইহা অমরকোষের নির্দেশ। এখানে 'কর্হি' শব্দের উত্তর 'চিৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। যদি বহুদিন অতিশয় আবৃত্তি হয় অর্থাৎ কেহ ভগবদ্ ভজন পুনঃ পুনঃ করে তাহা হইলে তিনি বরিও দান করেন। 'প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থ দান করেন' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা 'কর্হিচিৎ' (কখন) পদের অর্থে—ইহাই বুঝা যাইতেছে। ভক্ত বিষয়ক যে শ্রীভগবৎপ্রীতি তাহার ভক্তিই একমাত্র কারণ, তাহাই দেখান হইতেছে, যথা—'দ্বিজত্ব অথবা দেবত্ব কিম্বা ঋষিত্ব ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হয় না' ইত্যাদি। আরও উক্ত হয়।

"আমি বিবেচনা করি—ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, বুদ্ধি ও যোগ—এ সকল পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত হয় না। শ্রীভগবান্ ভক্তিবশতই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন'। ১৪১ ॥

'অভিজন' বলিতে সৎকুলে জন্ম, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান। যোগ অষ্টাঙ্গ। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপহ্লাদের (উক্তি) ॥

আচ্ছা, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ শ্রীভগবানে কি প্রকারে সেই ভক্তি দ্বারা সুখ

১ ভা ৭ ৭ ৪৩

২ তাৎপর্য শ্রীভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারী ব্যক্তিকে কখন ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) দান করেন না। ইহাতে যে কখনও তিনি প্রেমভক্তি দেন না তাহা বুঝিতে হইবে না। যাহার শ্রীভগবদ্ বিষয়ক প্রেম লাভের বাসনা সম্পূর্ণভাবে নাই তাহাকেই দান করেন না এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। কখনও কাহাকেও দান করেন না—যদি এই প্রকার উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে এস্থানে কর্হিচিদপি 'কখনও' দান করেন না —এই প্রকার কথিত হইত।

নিত্যত্বয়োর্বিরোধাৎ, উচ্যতে—শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যত্বঞ্চ ভগবতঃ শ্রূয়তে। ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে। তত এবং গম্যতে—তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী নাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্ব-পর-প্রকাশনশক্তি-বৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অত এব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বমাহ—

যৎ প্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্যঙ্
মনুষ্য-বীরুত্তৃণমা বিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববীজঃ
প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥ ১৪২ ॥

[ভা. ৫. ১৫. ১৩]

বিশ্ববীজ সর্ব্বজীবনহেতুঃ দেবাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। প্রীতিঃ সুখরূপোঽপি। ৫॥১৫। শ্রীশুকঃ

উৎপন্ন হয়? কারণ তাহাতে নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্বের বিরোধ ঘটে।[১] এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—শাস্ত্রে শ্রীভগবানের নিরতিশয়-আনন্দত্ব ও নিত্যত্ব শুনিতে পাই। ভক্তিরও আবার সেই প্রকার ভগবৎ-প্রীতি-হেতুত্ব শুনা যায়। অতএব এই প্রকার বোধ হইবে।—'পরমানন্দই যাঁহার' হইয়াছে এরূপ সেই শ্রীভগবানের যে হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তি তাহা নিজেকে ও অন্যকে আনন্দ দান করে, প্রকাশ বস্তুর নিজ-ও-পর প্রকাশন শক্তির ন্যায় সেই ভগবানের পরমবৃত্তিরূপাই এই হ্লাদিনী শক্তি।[২] ভগবান্ সেই হ্লাদিনী শক্তিকে নিজবৃন্দে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য বিদ্যমান আছেন। সেই শক্তিসম্বন্ধ থাকায় তিনি স্বয়ং অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হন। অতএব প্রীতিরূপ ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের প্রীণনীয়ত্ব উক্ত হয়,—

"যে ভগবান্ প্রীত হইলে আব্রহ্ম দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী, পশু, লতা, তৃণ প্রভৃতি প্রীতি প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্ববীজ পরমসুখস্বরূপ ভগবান্ গয়নামক রাজার যজ্ঞে 'তৃপ্ত হইলাম' বলিয়া স্বয়ং প্রীতিলাভ করিলেন"। ১৪২ ॥

'বিশ্ববীজ' অর্থে সর্ব্বজীবনের হেতু। দেবতির্যক্ প্রভৃতি শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে একবচনতা। 'প্রীতি' (অর্থে) সুখরূপ। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি) ॥

১ যিনি নিরতিশয় আনন্দরূপী, ভক্তির দ্বারা তাঁহার আনন্দ জন্মে—ইহা হইতে পারে না, তাহা হইলে তো তাঁহার নিরতিশয়নিত্যত্ব ও আনন্দরূপত্বের ব্যাঘাত হয়।

২ তাৎপর্য—প্রকাশ বস্তু দীপাদি অন্ধকার নাশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে প্রকাশ করে এবং স্বয়ং দীপকেও প্রকাশ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদ-রূপী যে-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে আনন্দানুভব করান্, তাহাকেই হ্লাদিনী শক্তি বলে।

[ক্ষুদ্রগুণবস্ত্বপি শ্রীভগবতঃ পরিতোষার্থম্]

অত এব তথাভূতত্বেনাত্মারামস্য পূর্ণকামস্যাপি তস্য ক্ষুদ্রগুণবস্ত্বপি পরিতোষায় কল্পত ইতি দৃষ্টান্তেনাহ—

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ ১৪৩॥

[ভা. ১. ১১. ৪-৫]

অত্র শ্রীদ্বারকায়াং রবেরুপহাররূপং দীপমাদৃতবন্তো জনা ইবেত্যর্থঃ। এবং স্তুত্যাদিকমপি তৎপ্রীণনতামর্হতীত্যাহ প্রীত্যেতি। পিতরমর্ভকা ইবেতি দৃষ্টান্তঃ। তস্য প্রীত্যসাধারণং গুণবিশেষমপ্যাহ সর্বসুহৃদমিতি। সর্বসুহৃত্ত্বে লিঙ্গমবিতারমিতি। তথা আত্মারামপূর্ণকামত্বেঽপি তাদৃশস্য স্বসম্বন্ধাভিমানি-প্রীতিমৎপুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো

[ক্ষুদ্রবস্তুও শ্রীভগবানের পরিতোষের নিমিত্ত]

অতএব সেই প্রকার (অর্থাৎ ভক্তির নিরতিশয-সুখত্ব হওযায়) আত্মারাম পূর্ণকাম শ্রীভগবানের সামান্যগুণযুক্ত বস্তুও যে পরিতোষের নিমিত্ত কল্পিত হয—ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন, যথা—

"যদিও শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও পরমানন্দস্বরূপ, নিজলাভ দ্বারা সর্বদা পূর্ণকাম, তথাপি সূর্যপূজায় দীপদানের ন্যায় প্রজাগণ তথায (দ্বারকাতে) আদর পূর্বক বিবিধ উপায়ন আনয়ন করিয়া পিতার নিকটে যেমন বালকগণ কথা বলে তদ্রূপ প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে হর্ষগদ-গদ বাক্যে সর্বলোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল"। ১৪৩॥

'তথায়' বলিতে দ্বারকাতে। সূর্যের উপহাররূপ দীপকে যেরূপ লোকে আদর করে তদ্রূপ। এই প্রকার স্তুতি যে প্রীতিদানে যোগ্য হয়—তাহাই 'প্রীতি উৎফুল্লবদন' এই উক্তি দ্বারা বলিতেছেন, 'পিতাকে বালক সকল যে প্রকার বলেন'—ইহা দৃষ্টান্ত। 'সর্বসুহৃৎ' এই বিশেষণে ভগবানের অসাধারণ গুণ-বিশেষও উক্ত হইল। তিনি রক্ষক এইটী সুহৃত্ত্বের চিহ্ন। শ্রীভগবান্ আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও তাদৃশ ব্যক্তির নিজ-সম্বন্ধাভিমানী প্রীতি-বিশিষ্ট পুত্রাদিতে যেমন প্রীতিবিশেষ দেখা যায়, সেই প্রকার সেই সকলে তিনি যে প্রীতিবিশিষ্ট—ইহাই অর্থ। এবং (শাস্ত্রের) কল্পতরু দৃষ্টান্তেও শ্রীভগবানের ভক্তি বিষয়িনী কৃপা যথার্থরূপে উপপন্ন হইতেছে। যে তাহার নিকট যাহা চায় পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে তাহা দান করিয়া তিনি কৃপা করেন। যাঁহারা আত্মাতে স্বাভাবিক তৎপ্রীতি প্রার্থনা করিয়া ভজন করেন,

যথা দৃশ্যতে তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ।[১] এবং কল্পতরুদৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে, যে খলু সহজতৎপ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে তেভ্যস্তদ্দানযাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দরূপস্যাপি ভক্ত্যানন্দোল্লাস ইতি। ১ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥

এবং ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্। তদিন্দ্রিয়াদি-প্রবৃত্তৌ স চ এবেতি[২]। তস্মিংস্তয়া জীবস্যোপকারাভাসত্বমেব। তথাপি ভক্তানুরক্ত্যাদাত্মত্বে ভগবতঃ স্বকৃপাপ্রাবল্যমেব কারণমিতি বদন্ পূর্বার্থমেব সাধয়তি—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজ-শর্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ১৪৪ ॥

[ভা. ১২. ৮. ৩৪]

তাঁহাদিগকে সেই প্রীতি দানকরা শ্রীভগবানের যথার্থরূপে আবশ্যক। অতএব আনন্দরূপ শ্রীভগবানের ভক্তিতে আনন্দোল্লাসই হইয়া থাকে। ইতি। ১ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে শ্রীসূতের (উক্তি)॥

জীবে ভক্তিরূপ শ্রীভগবানের শক্তির অভিব্যক্তি বিষয়ে শ্রীভগবানই কারণ। এবং জীবগণের ইন্দ্রিয়াদি প্রবৃত্তিবিষয়ে সেই (শ্রীভগবানই) কারণ। শ্রীভগবানের ভক্তি-দ্বারা জীবের উপকারেরই আভাস। ভক্ত কর্তৃক অনুরক্ত আত্মা যাহার—এমন শ্রীভগবানের নিজ কৃপার প্রবলতাই যে কারণ—ইহা বলিতে গিয়া পূর্ব প্রতিপাদিত অর্থকে নিম্নোক্ত বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতেছেন, যথা—

"হে বিভো! আমি তোমার কি বর্ণন করিব? তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই দেহধারিগণের প্রাণ প্রবর্তিত হয় এবং তাহার পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্তিত হয়। প্রাকৃত জীবগণের ন্যায় ব্রহ্মা ও শিবের প্রাণেন্দ্রিয়াদিও তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবর্তিত হয়। অতএব আমারও সেই প্রকার প্রাণেন্দ্রিয়াদি তোমা কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়াছে। তথাপি ভক্তগণের ভাবের (প্রেমের) দ্বারা তুমি বন্ধু"। ১৪৪ ॥

হে বিভো! তোমার কি আমি বর্ণনা করিব? অর্থাৎ কৃপালুতার কিয়দংশ আমি বর্ণনা করিব? যেহেতু তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই অসু বা প্রাণ প্রবর্তিত হয় এবং তাহাকে

১ 'তথা' প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ'—পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

২ 'চ স বেতি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

হে বিভো তব কিমহং বর্ণয়ে, ত্বৎকৃপালুতায়াঃ কিয়ন্তমংশং বর্ণয়েয়মিত্যর্থঃ। যতো যেন ত্বয়ৈব উদীরিতঃ প্রেরিতোঽসুঃ প্রাণঃ সংস্পন্দতে প্রবর্ততে, তমসুমনু চ বাগাদয়ঃ স্পন্দন্তি তত্র হেতুর্বৈ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্'[১] ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ তৎপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং তনুভৃতাং কিন্তু অজশর্বয়োশ্চ। অতঃ স্বস্য মমাপি তথৈব। এবং সত্যপি ন ক্বচিদপি কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং, তথাপি দারুযন্ত্রবৎ প্রবর্তিতৈরপি বাগাদিভির্ভজতাং পুংসাং ভাবেন স্বদত্তয়ৈব ভক্ত্যা বন্ধুরসীতি। ১২॥৮। মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনরনারায়ণৌ ॥

[ভক্তেরনন্য-হেতুত্বং ভগবৎ-প্রাপকত্বাদিকঞ্চ]

শ্রীভগবদনুভবকর্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
তএব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ১৪৫ ॥

[ভা. ১. ৮. ৩৫]

স্পষ্টম্। ১॥৮। শ্রীকুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥

লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রবর্তিত হয়। এ বিষয়ে প্রমাণ—অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ)। 'শ্রবণশক্তির প্রবর্তক শ্রোত্রস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতেই তাহার প্রসিদ্ধি আছে। কেবল প্রাকৃত দেহধারিগণেরই যে তুমি প্রবর্তক তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মা ও মহাদেবেরও। অতএব নিজের অর্থাৎ আমারও (এস্থলে মার্কণ্ডেয় ঋষি বক্তা)—তুমি সেই প্রকার (প্রবর্তক)। এই প্রকার হইলে কোন সময়ে কাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। তথাপি কাষ্ঠ-যন্ত্রের ন্যায় প্রবর্তিত বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহারা ভজন করেন সেই পুরুষগণের ভাবের অর্থাৎ নিজের দত্ত ভক্তিদ্বারাই তুমি বন্ধু। ইতি। ১২শ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে নরনারায়ণের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের (উক্তি) ॥

[ভক্তিতে অন্য কোন হেতু নাই এবং উহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়]

'শ্রীভগবানের অনুভব কর্তায় যে অন্য কোন হেতু নাই তাহাই বলিয়াছেন—

"হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, উচ্চারণ, সর্বদা স্মরণ এবং অন্যে কীর্তন করিলে অভিনন্দন করেন, তাঁহারাই ভবপ্রবাহের[২] নিবারক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দেখিতে পান"। ১৪৫ ॥

১ কে. উ. ২

২ ভবপ্রবাহ বলিতে জন্মপরম্পরারূপ প্রবাহ।

শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বমাহ—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥ ১৪৬ ॥

[ভা. ১১. ১৮. ৪৪]

টীকা চ—মহেশ্বরত্বে হেতুঃ সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং সর্বস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাৎ তম্। অত এব তৎকারণং মা মাং ব্রহ্মস্বরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনম্। যদ্বা ব্রহ্মণো বেদস্য কারণং মামুপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যেষা।

শ্রীগীতাসু চ "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"[১] ইতি। ১১ ॥ ১৮। শ্রীভগবান্ ॥

[সাধনভক্তের্ভগবদ্বশীকারিত্বম্]

তথা মনসোঽপ্যগোচরফলদানে শ্রীধ্রুবচরিতং প্রমাণং পরমভক্তিসম্বলিত-

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ৯ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীকুন্তীদেবীর (উক্তি) ॥

ভক্তির শ্রীভগবৎ-প্রাপকত্ব যথা—

"যে ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত স্বধর্মের দ্বারা আমাকে ভজন করে, হে উদ্ধব! সে অচলা ভক্তি দ্বারা সর্বলোকমহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়"। ১৪৬ ॥

টীকা যথা—মহেশ্বরত্বে হেতু এই যে, সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় তাঁহা হইতে হয়। অতএব তাহার কারণ স্বরূপ আমাকে ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠনিবাসী, অথবা ব্রহ্ম বলিতে বেদ, তাহার কারণ স্বরূপ (আমাকে প্রাপ্ত হয়) অর্থাৎ আমার সামীপ্য লাভ করে। এই পর্যন্ত টীকা।

শ্রীভগবদ্ গীতাতে কথিত হইয়াছে—'হে পার্থ! অনন্যভক্তি দ্বারা সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়'। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি)।

[সাধনভক্তির ভগবদ্বশীকারিতা]

পরমভক্তিযোগের দ্বারা বা স্বলোক (ধ্রুবলোক) প্রাপ্তিহেতু মনের অগোচর ফলদানে শ্রীধ্রুবচরিত্রই প্রমাণ[২]। ভক্তিদ্বারা যে ভগবান বশীভূত হন তাহা (শ্রীভাগবতের শ্লোকে)

১ ভ. গী. ৮. ২২

২ তাৎপর্য—ভক্তিদ্বারা মনের অগোচর অর্থাৎ মনে যাহা কখনও চিন্তা করা যায় নাই সে ফলও লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীধ্রুবের চরিত্র প্রমাণ। শ্রীধ্রুব মহাশয় রাজ্যপদ প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে রাজ্যপদ অপেক্ষা ঈপ্সিততর ধ্রুবলোকে বাস করান। শ্রীধ্রুব মহাশয় যে ধ্রুবলোকে

স্বলোকদানাৎ। তদ্বশীকারিত্বং তূদাহৃতং 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ'[১] ইত্যাদি। তথা তৎপদ্যান্তে—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥ ১৪৭ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ২০]

ইতি। অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যস্য বাক্যস্যৈকাদশচতুর্দশাধ্যায়-প্রকরণে সাধ্যসাধন-ভক্ত্যোরবিবিক্তত্বয়ৈব মহিমনিরূপণমিতি সাধনপরত্বং দুর্নির্ণেয়ং, তথাপি ফল-ভক্তিমহিমদ্বারাপি সাধনমহিমপরত্বমেব যত্রেদৃশমপি ফলং ভবতীতি; 'বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি'[২] ইত্যাদিপ্রশ্নমারভ্য সাধনস্যোপক্রান্তত্বাৎ।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ

[ভা. ১১. ১৪. ২৫]

ইত্যাদিনা তস্যৈবোপসংহৃতত্বাচ্চ। বিশেষস্তু তত্র 'বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ'[৩] ইত্যাদিকং

'ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ তেমন বশীভূত করিতে পারে না' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উদাহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকের অন্তে (শ্রীভগবান বলিয়াছেন)—

"বিশ্বাসদ্বারা জাত একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয়রূপ আমি সাধুগণের গ্রাহ্য হইয়া থাকি।" ১৪৭ ॥

এইস্থানে এই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে—'যদিও (একমাত্র ভক্তি দ্বারা আমি গ্রাহ্য)' —এই বাক্যে (শ্রীভাগবতের) একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রকরণে সাধ্য ও সাধন ভক্তির অভেদরূপেই মাহাত্ম্যনিরূপিত হইয়াছে, এবং এই কারণে তাহার সাধনপরত্ব দুর্ণির্ণেয়, তথাপি এই প্রকার ফল হয বলিয়া ফলভক্তি মহিমাদ্বাবা উহাব সাধনপরত্বই সূচিত হইতেছে। (শ্রীভাগবতে) 'হে কৃষ্ণ! (ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ) মঙ্গলের সাধন নানা প্রকার বলিয়াছেন'—এই প্রশ্ন আরম্ভ করিয়া সাধনেরই উপক্রম হেতু (ইহার সাধন পরত্ব বুঝিতে হইবে)। 'আমার পুণ্য কথা শ্রবণ ও কথনের দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ (ব্যক্তি সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায়)' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা (উক্ত) সাধনেরই উপসংহার হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বিষয়ের দ্বারা বাধ্যমান হইলেও আমার ভক্ত (অভিভূত হয় না),

বাস করিবেন, এ বিষয়ে তিনি মনেও চিন্তা করেন নাই। তথাপি ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবলোকে বাস করাইলেন। মনের অগোচর এই ধ্রুবলোকে বাস ভক্তি দ্বারাই হইয়াছিল।

১ ভা. ১১. ১৪. ১

২ ভা. ১১ ১৪. ১১

৩ ভা. ১১. ১৪. ২০

'ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ'[১] ইত্যাদ্যন্তং তদীয়মুক্তপ্রকরণং প্রায়সাধনমহিমপরমেব। তত্র বাধ্যমানোঽপীতিপদ্যং সাধ্যভক্তৌ জাতায়াং বাধ্যমানত্বাযোগাৎ—

দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসার-হরাবসথান্। [ভা. ১০. ৮৭. ৩১]

ইত্যুক্তেঃ—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ তন্মহিমপরত্বেন গম্যতে। অত্রৈব তাবদ্বক্ষ্যতে—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ [ভা. ১১. ১৪. ২২]

ইত্যনেন, 'মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি'[২] ইতি কৌমুত্যবাক্যেন চ সাধ্যভক্তেঃ সংস্কার-হারিত্বং, ততো বিষয়া এব বাধ্যমানা ভবন্তীতি। অথ 'যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ'[৩] ইতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ সর্বপাপক্ষয়-কারিত্বপ্রসিদ্ধেস্তৎপরম্। অথ 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ'[৪] ইত্যেতৎ

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিযা 'সত্য ও দযাযুক্ত (ধর্ম ভক্তিবিহীন আত্মাকে পবিত্র করেনা)' ইত্যাদি শেষ প্রকরণ পর্যন্ত প্রায় সাধন ভক্তিতেই তাৎপর্য। '(আমার ভক্ত বিষয় দ্বারা) বাধ্যমান হইলেও (অভিভূত হয় না)' এই পদ্য সাধ্যভক্তিপর হইলে 'বাধ্যমান' কথা খাটে না—অতএব (সাধনভক্তিপরই বুঝিতে হইবে)। এই বিষয়ে উক্ত হয়—

'নিত্য সুখ-স্বরূপ আত্মরূপ আপনাতে যাঁহারা একবার মাত্র মনোনিবেশ করিয়াছেন, জীবগণের সার বিবেক ধৈর্যাদি হরণ করে যে গৃহ (অর্থাৎ গৃহাদিজাত বিষয়) তাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না।'

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের বিষ্ণুতে আবেশ সুদূরে বর্তমান। পশ্চিমদিক্‌স্থিত বস্তুকে কি পূর্বদিকে গমন করিলে পাওয়া যায় ?'

এই সমস্ত বাক্য সাধ্যভক্তি সম্বন্ধে জানা যাইতেছে। আর'ও উক্ত হয়।

১ ভা. ১১. ১৪. ২৪

২ ভা. ১১. ১৪. ১৮

৩ ভা. ১১. ১৪. ১৯

৪ কারণ সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মন আকৃষ্ট হইলে সেই মন আর বিষয় দ্বারা আকৃষ্যমাণ হয় না

সার্দ্ধপদ্যং যোগাদীনাং সাধনরূপাণাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দিষ্টত্বাৎ শ্রদ্ধাসহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎপরম্। সাধ্যায়াং শ্রদ্ধোল্লেখঃ পুনরুক্ত ইতি। যদ্যপি ফলভক্তিদ্বারৈব তদ্বশীকারিত্বং তস্যাস্তথাপ্যত্র সাধনরূপায়া মুখ্যত্বেন প্রাপ্তত্বাত্তত্রৈবোদাহৃতম্। কিং বা—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ [ভা. ৫. ৬. ১৮]

ইতি ন্যায়েন নাবশঃ সন্ প্রেমাণং দদাতীতি তস্যা এব সাক্ষাত্তদ্‌গুণকত্বং জ্ঞেয়ম্। অথ "ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ"[১] ইতিপদ্যঞ্চ ধর্মাদিসাধনপ্রতিযোগিত্বেন নির্দেশাৎ, সাধ্যভক্তেরেবান্যত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ তৎপরম্। যত্তু 'কথং বিনা,'[২] ইত্যাদিকং তচ্চ সাধন-ভক্তিফলস্য শোধকত্বাতিশয়প্রতিপাদনেন তৎপরমিতি। তস্মাৎ সাধ্যেব 'বাধ্যমানোঽপি'[৩] ইত্যাদি-পদ্যানি তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতানি। ১১॥১৪। শ্রীভগবান॥

'রোমহর্ষ, চিত্তের আর্দ্রতা এবং আনন্দাশ্রুকণা ব্যতীত ভক্তি কি প্রকারে জানা যায়? ভক্তি ব্যতীতই বা কিপ্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইবে?'

'যে আমার ভক্তিযুক্ত সে ভুবনকে পবিত্র করে,' (অন্তঃকরণের আর কথা কি?)' এই 'কৈমুত্য'বাক্যের দ্বারাও সাধ্যভক্তি যে সংসারহারী তাহাই বলা হইয়াছে। অতএব বিষয় নিজেই বাধাপ্রাপ্ত হয় (কিন্তু ভক্তকে বাধা দান করিতে পারে না।) শ্রীভগবানের নামের আভাসাদি দ্বারা সমস্ত পাপক্ষয় হয়। সুতরাং 'যেমন সম্যক্ প্রকারে প্রজ্বলিত অগ্নি (কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ ভক্তি পাপকে দগ্ধ করে)' এই উক্তি সাধনভক্তিপর বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'যোগ আমার তেমন সাধন নহে'—এই উক্তিতে যোগাদি সাধন সমূহের প্রতিযোগিরূপে ভক্তিই নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শ্রদ্ধা সহায়রূপে বিহিত হওয়ায় সাধন ভক্তিপরই বুঝিতে হইবে। সাধ্য ভক্তিতে শ্রদ্ধার উল্লেখ পুনরুক্তি। যদিও (সাধ্য বা) ফলভক্তি দ্বারাই ভক্তিতে শ্রীভগবানের বশীকারিত্ব হয় তথাপি এস্থানে সাধন রূপ ভক্তির মুখ্যরূপে.প্রাপ্তি হেতু সেই (সাধন ভক্তি বিষয়েই) এই উল্লেখ হইয়াছে। 'অথবা' (বলিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত)—

হে মহারাজ! যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন তাঁহাদিগকে ভগবান্ মুকুন্দ মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখন ভক্তিযোগ দান করেন্ না'—

এই ন্যায়ে বশীভূত না হইয়া তিনি যে প্রেম দেন না—ইহা দ্বারা সাধন ভক্তিরই তদ্‌গুণকত্ব (শ্রীভগবদ্‌বশীকারিত্ব) জানিতে হইবে। অনন্তর 'সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম (ভক্তিহীন আত্মাকে সম্যক্ পবিত্র করে না)' এই ধর্মাদি সাধনের বিরুদ্ধরূপে (ভক্তির) নির্দেশ হেতু এবং অন্যত্র সাধনভক্তির ফলের উল্লেখ করায় ইহাও সাধনপর। 'রোমহর্ষ ব্যতীত' এই যে শ্লোক উহাতে

১ ভা. ১১. ১৪. ২১
২ ভা. ১১. ১৪. ২২
৩ ভা. ১১. ১৪. ১৭

[শ্রবণাদীনাং পাপঘ্নত্বম]

তথাস্তু তস্যাঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ পরধর্মত্বাদিকম্। ভগবদর্পণসিদ্ধ-তদনুগতিকস্য লৌকিককর্মণোঽপি পরধর্মমুদাহরিষ্যতে 'যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ'[১] ইত্যাদৌ। তথা পাপঘ্নত্বাদিকং তস্যাঃ শ্রবণাদিনাপি ভবতীত্যুক্তং—'শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ'[২] ইত্যাদৌ। পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবাক্যঞ্চ—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহত-কিল্বিষাঃ॥

ইতি। বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥ [বৃ. না. পু. ৩৪. ৬১]

সাধনভক্তি ফলের শোধকস্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করায় সাধনভক্তিতেই তাৎপর্য)। অতএব 'বাধ্যমান হইলেও' ইত্যাদি পদ্য সকল যে তৎপ্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে উহা ঠিকই হইয়াছে। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি)।

[শ্রবণাদিতে পাপনাশ]

সেই (শ্রবণ, কীর্তনাদিরূপ) সাক্ষাৎ ভক্তির পরম ধর্মত্বাদি ত' আছেই। ভগবদর্পণ দ্বারা সিদ্ধ যে তদনুগতিক লৌকিক কর্ম তাহারও পরমধর্মত্ব। যথা—(লৌকিক আয়াস সকলও যদি) আমাতে (অর্পিত হয়, তাহা হইলে) তাহাও ধর্মই হয়। শ্রবণাদি সাধনভক্তি দ্বারাও পাপবিনাশিত্ব উক্ত হয়। '(ভাগবত ধর্ম) শ্রুত, পঠিত, এবং চিন্তিত হইলে (তদ্দ্বারা বিশ্বদ্রোহীও পবিত্র হয়)' ইত্যাদি। পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত বাক্য, যথা—

'যমুনার ভ্রাতা (যমরাজ) আমাদিগকে আদরের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—তোমরা বৈষ্ণবকে পরিত্যাগ করিবে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে ভজন করে, যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করে, যাহাদের বৈষ্ণবের সহিত সঙ্গ হয়, তাহারাও তোমাদের পরিত্যজ্য, যেহেতু বৈষ্ণব-সঙ্গ বশতঃ তাহারাও পাপশূন্য।'

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের শেষে উক্ত হয়—

১ ভা. ১১. ২৯. ২১
২ ভা. ১১ ২. ৩

ইতি। ততঃ স্নুতরামেবেদমাদিদেশ—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ১৪৮ ॥

[ভা. ৬. ৩. ২৯]

আস্তাং তাবৎ তানানয়ধ্বমিত্যাদিকেনৈতৎ পূর্বদ্বিতীয়পদ্যেনোক্তানাং মুকুন্দপাদারবিন্দ-বিমুখানামানয়নবার্তা। তথা 'তে দেবসিদ্ধ'[১] ইত্যাদিকেন তৎ পূর্বতৃতীয়পদ্যেনোক্তানাং দেবসিদ্ধপরিগীত-পবিত্রগাথানাং সাধূনাং সমদৃশাং ভগবৎপরাণাং নিকটগমননিষেধবার্তাপি। যদ্ যস্য জিহ্বাপি শ্রীভগবতো গুণঞ্চ নামধেয়ঞ্চৈকদা জন্মমধ্যে যদা কদাচিদপি ন বক্তি। জিহ্বায়া অভাবে চেতশ্চ তচ্চণারবিন্দমেকদাপি ন স্মরতি। চেতসো বিক্ষিপ্তত্বে শিরশ্চ কৃষ্ণায় কৃষ্ণং লক্ষীকৃত্য ন নমতীতি।

'হরিভক্তি-পরায়ণরূপ সঙ্গীর সঙ্গ লাভ করিয়া মহাপাতকীও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।' তাই স্পষ্টতর রূপে (যমরাজ) ইহাই আদেশ করিলেন'—

"যাহাদের জিহ্বা জন্ম মধ্যে যে কোন সময়ে শ্রীভগবানের গুণবর্ণন অথবা নামোচ্চারণ না করে, যাহাদের চিত্ত শ্রীভগবানের চরণাম্বুজের স্মরণে বিমুখ, অথবা যাহাদের মস্তক কখন শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে প্রণত হয় না, কিংবা যাহারা জন্মাবধি একবারও শ্রীভগবদ্ কার্য করে নাই, সেই সকল অসৎ লোকদিগকে আমার নিকট আনিও"। ১৪৮ ॥

'তাহাদিগকে আনিও' ইত্যাদি পূর্ব দ্বিতীয় পদ্যে কথিত মুকুন্দপাদারবিন্দ বিমুখ-গণের যে আনয়ন বার্তা তাহা ত' আছেই। 'দেবগণও সিদ্ধগণ (যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই সাধুগণের নিকট তোমরা যাইও না)' এই পূর্বোক্ত তৃতীয় পদ্যে দেবগণ ও সিদ্ধগণ যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্তন করেন এমন সমদর্শী শ্রীভগবৎপরায়ণ-সাধুগণের নিকট গমন নিষেধের বার্তাও বিদ্যমান। যাহার জিহ্বাও শ্রীভগবানের গুণ ও নাম জন্ম মধ্যে যে কোন সময়েও বলে না এবং জিহ্বার অভাবে চিত্তও শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ এক সময়েও স্মরণ করে না ও চিত্তের বিক্ষেপ হইলে মস্তকও শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করে না—(তাহাকে আনিও)।

১ ভা. ৬. ৩. ২৭

তে দেবসিদ্ধপরিগীত-পবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ—ইত্যাদি।

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে।
শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

ইতি স্কান্দোক্তমহিমানং নমস্কারং ন করোতি তানানয়ধ্বম্। তত্র হেতুরসতঃ। অসত্ত্বে হেতুরকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্। যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ॥

পাদ্মে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ক্ষেমায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥

যুক্তঞ্চৈতৎ 'শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য'[১] ইত্যাদিনা। 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'[২] ইত্যাদিনা, 'সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ'[৩] ইত্যাদিনা চ পরমনিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনাৎ। এষাং কীর্তনাদীনাং

'শঠতা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলে, তৎক্ষণাৎ শতজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়,'— এই প্রকার শ্রীভগবৎ প্রণামের মহিমা স্কান্দপুরাণে কথিত হইয়াছে। এই প্রণামও যে না করে, তাহাদিগকে আনয়ন কর। কারণ তাহারা অসৎ। আবার তাহার কারণ এই যে, তাহারা কখনও ভগবৎকার্য করে নাই।

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি, যথা—

'হে কেশব! যে তোমার ভক্ত সে সকল ধর্মের কর্তা। হে অচ্যুত! যে তোমার ভক্ত নয়, সে সমস্ত পাপের কর্তা। হে হরি! তোমার অভক্ত কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মও পাপ হয়। নিঃশেষভাবে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তোমার অভক্ত সদা নরকে বাস করে। কিন্তু ব্রহ্মঘাতকও তোমার ভক্ত হইলে মুক্ত হয়।'

পদ্মপুরাণে যথা—

'আমার (শ্রীভগবানের) নিমিত্ত পাপও মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। আমার অনাদরে ধর্মও আমার প্রভাবহেতু পাপ হয়।'

১ ভা. ৭. ১১. ১০
২ ভা. ১১ ৫. ২; ৬৪ অঙ্ক দ্র'।
৩ প. পু. উত্তর, ১০. ৪২

ত্রয়াণামপি সুকরাণামভাবে পরেষাং সুতরামেবাভাবো ভবেদিতি সামান্যেনৈব বিষ্ণুকৃত্য-রহিতত্বমুক্তম্। জিহ্বাদীনাং করণভূতানামপি কর্তৃত্বেন নির্দেশঃ পুরুষানিচ্ছয়াপি যথা কথঞ্চিৎ কীর্তনাদিকমাদত্তে। চরণারবিন্দমিতি বিশেষাঙ্গনির্দেশঃ শ্রীযমস্য ভক্তিখ্যাপক এব, ন তু তন্মাত্রস্মরণনিয়ামকঃ। অত্রাভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিধীয়তে। আনয়নস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ 'বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানাম্' ইতি শ্রুতেঃ।

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥ [ভা. ৬. ১. ১৭]

ইত্যত্র তদ্গুণরাগীতি বিশেষণং তু তেষাং তদ্দৃষ্টিপথ-গমনসামর্থ্যস্যাপি ঘাতকং তাদৃশ-তৎস্মরণস্য প্রভাববিশেষমেব বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে—

অতএব ঠিকই বলা হইয়াছে যে '(শ্রীকৃষ্ণের) শ্রবণ কীর্তন জীবের কর্তব্য'। 'মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হয় সুতরাং উৎপত্তিস্থান শ্রীভগবানকে ভজন চারিবর্ণের কর্তব্য)' এই বাক্য এবং 'সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইয়ের কিঙ্কর'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা (শ্রবণ কীর্তনাদির) পরম নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইল। অনায়াসসাধ্য (শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ) এই তিনের অভাব হেতু (সেবা প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট) অন্যান্য (ভক্তির অঙ্গ) সকলেরও নিশ্চিতই অভাব হয় এবং এই কারণেই সাধারণভাবে বলা হইল 'যাহারা ভগবৎ কার্য করে না।' কারণরূপী জিহ্বাদিরও এখানে কর্তৃত্বরূপে নির্দেশ করায় মানুষের অনিচ্ছায়ও যে কোন প্রকারে জিহ্বাদি কীর্তনাদি করিতেছে—(ইহাই বুঝিতে হইবে)।১ 'চরণারবিন্দ স্মরণ করে না'—এখানে (চরণরূপ) অঙ্গ-বিশেষের যে উল্লেখ তাহা শ্রীযমরাজের ভক্তি বিশেষের প্রকাশক, পরন্তু কেবল চরণমাত্র স্মরণের নিয়ামক নয়।২ 'অভক্তগণের আনয়ন' বলায় ভক্তগণের অনানয়ন (না আনাই) বিহিত হইতেছে। যেহেতু আনয়নই এখানে সাধারণ বিধি। এ বিষয় শ্রুতি বলিয়াছেন—উহা 'লোক

১ তাৎপর্য – কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে,' – এইবাক্যে কুঠার করণ কারক। তেমনি 'জিহ্বার দ্বারা মানুষ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করে,' জিহ্বা (করণ) অর্থাৎ নাম উচ্চারণের সাধন। কিন্তু 'জিহ্বা উচ্চারণ করে' এই শ্লোকে জিহ্বা প্রভৃতি করণকারক না হইয়া কর্তৃকারকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতেই শ্রীসন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিহ্বা যদি নামগ্রহণ, চিত্ত যদি স্মরণ, ও মস্তক প্রণাম করে – তাহাদের প্রতিও যমদূতগণের অধিকার থাকে না।

২ অর্থাৎ ভক্তিবশতই যমরাজ এখানে চরণের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য অঙ্গ স্মরণের কথাও ইহা দ্বারা পাওয়া যাইতেছে।

অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥ [নৃ. পু. ৯. ২]

ইতি। তথৈবামৃতসারোদ্ধারে স্কান্দবচনম্—

ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

ইতি।৬॥৩। শ্রীযমঃ স্বদূতান্॥

তথা সকৃদ্ভজনেনৈব সর্বমপ্যায়ুঃ সফলমিত্যাদাহৃতমেব শ্রীশৌনকবাক্যেন "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ"[১] ইত্যাদিগ্রন্থেন। এবং ভক্ত্যাভাসেনাপ্য-

---

সকলের বৈবস্বত সংযমন' (শাসনপুরী) ।[২]

'যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে একবার মাত্র নিজের মন নিবেশিত করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ (কেবলমাত্র) শ্রীভগবানের গুণে অনুরাগী হয়,[৩] তথাপি তাঁহারা যম অথবা পাশহস্ত যমপুরুষগণকে স্বপ্নেও দেখিতে পান না। যেহেতু শ্রীভগবানে মন অর্পণ করায় তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।'

আবার 'ভগবানের গুণানুরাগী' এই বিশেষণ থাকায় শ্রীভগবানের স্মরণ প্রভাবই যে যমতদ্দূত-গণের তদ্দৃষ্টিপথে গমন করিবার সামর্থ্যেরও ঘাতক—তাহাই বুঝাইয়া তাদৃশ তৎস্মরণের প্রভাববিশেষকেই যে বোধ করাইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'দেবগণ কর্তৃক অর্চিত যে বিধাতা তৎকর্তৃক লোকের হিত ও অহিত বিধানের জন্য 'যম' এই নামে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীহরি ও গুরুর বিমুখ জনগণকে আমি শাসন করি, শ্রীহরিচরণে যাঁহারা প্রণত তাঁহাদের সকলকে আমি নমস্কার করি।'

সেই প্রকার অমৃতসারোদ্ধারে স্কন্দপুরাণের বচন—

'বৈষ্ণব মহাত্মগণের নিগ্রহ করিতে ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, অন্য দেবসকল ও আমি কেহই সমর্থ হই না।'

ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে দূতগণের প্রতি যমরাজের (উক্তি)॥

১ ভা. ২. ৩. ১৭। পূর্ব শ্লোক ৩৩ অঙ্কে দ্রঃ।

২ যম জীবগণের দণ্ডবিধাতা। জীবগণ সেখানে আনীত হইলে বৈবস্বত যম দণ্ডদান করেন। অতএব 'সংযমন' বলিতে যৎকর্তৃক সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত হয়—অথবা যেখানে এইরূপ শাসন হয় সেই যমপুরীকেও বোঝায়।

৩ কিন্তু তদীয় জ্ঞানবৈশিষ্ট্য জন্মে না।

জামিলাদেঃ পাপঘ্নত্বং দৃশ্যতে। তথা সর্বকর্মাদি-বিধ্বংসপূর্বক-পরমগতিপ্রাপ্তাবপি স্বল্পায়াসেনৈব ভক্তেঃ কারণত্বং শ্রূয়তে। লঘুভাগবতে—

বর্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্তনাৎ॥

ইতি। তথৈব চ তত্র যথা কথঞ্চিত্তদ্ভক্তিসম্বন্ধস্য[১] কারণত্বং দৃশ্যতে। ব্রহ্মবৈবর্তে—

স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাদ্ যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ[২]॥

ইতি। স্কান্দে উমামহেশ্বরসংবাদে—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্বতে।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥ [বৃ. না. পু. ৩৪. ৫৯]।

একবার মাত্র ভজনেই যে সমস্ত আয়ুর সফলতা হয় তাহা শ্রীশৌনক ঋষির বাক্যে দেখান হইয়াছে, যথা—'প্রতিদিন সূর্য উদিত ও অস্তগত হইয়া লোক সকলের আয়ু বৃথা হরণ করিতেছে। (কিন্তু যিনি শ্রীভগবৎ কথায় ক্ষণকালও যাপন করেন তাঁহার আয়ু বৃথা হয় না)।' এই প্রকার ভক্তির আভাসের দ্বারাও অজামিলাদির পাপ নাশ দেখা যায়। সেই প্রকার সমস্ত কর্মাদি নাশ পূর্বক পরম গতি প্রাপ্তি বিষয়ে স্বল্পায়াস ভক্তির যে কারণত্ব তাহা লঘু ভাগবতে শুনা যায়। যথা—

'ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পাপসকল শ্রীগোবিন্দের নামকীর্তন-রূপ অগ্নি হইতে সত্বর দগ্ধ হয়।'

এবং সেই (পাপনাশ বিষয়ে) যে কোন প্রকারেই যে ভক্তি-সম্বন্ধের কারণত্ব আছে—তাহা ব্রহ্মবৈবর্তে উক্ত হয়—

(অগ্নিজ্ঞানহীন ব্যক্তিও যদি) অগ্নি স্পর্শ করে তাহা হইলে অগ্নি যেমন দাহ করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় যে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে মুক্তিদাতা শ্রীভগবানকে আরাধনা করে তাহা হইলে, তাহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়।'

স্কন্দ পুরাণের উমামহেশ্বর সংবাদে উক্ত হয়—

১ 'তত্র যথা কথঞ্চিত্তদ্ভক্তিসম্বন্ধস্য'—হস্তলিপিত পুস্তকে নাই।
২ 'দ্বিজাঃ' মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ-

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি ॥

তত্রান্যত্র—

সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীকসংবাদে—

যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥

'মনুষ্যসকল শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষামাত্রে মোক্ষ লাভ করেন। যে নরগণ সর্বদা ভক্তিদ্বারা অচ্যুতকে পূজা করেন তাঁহাদের কথা আর বলিবার কি আছে?'

বৃহন্নারদীয় বচন যথা—

'অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন কখনও তাঁহাদের ভববন্ধন হয় না।'

পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতিস্তুতিতে উক্ত হয়—

'অনলস হইয়া যিনি একবার মাত্র শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন তিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া (মুক্তি) লাভ করেন।'

তথায় (পদ্মপুরাণে) অন্যত্র, যথা—

'সম্পর্কহেতু অথবা মোহহেতু যিনি শ্রীহরিকে পূজা করেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন্।'

ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে উক্ত হয়—

'যাহারা নৃশংস দুরাচার, সর্বদা পাপ কার্যে রত, তাহারাও যদি কেবলমাত্র নারায়ণকে আশ্রয় করে তাহা হইলে পরম ধামে গমন করে। বিমল বৈষ্ণবগণ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না কিন্তু

অত এব—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

ইতি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রবাক্যঞ্চ।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং হরেঃ॥১

ইতি চ গরুড়পুরাণে। তথা চাহ—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১৪৯॥
[ভা. ১. ১. ১৪]

ইতি। স্পষ্টম্। ১॥১। শ্রীশৌনকঃ॥

উদিত সহস্রাংশুর (সূর্যের) ন্যায সকল লোককে পবিত্র করেন। সহস্র জন্মান্তরে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই প্রকার মতি যাহার হয, তিনি সমস্ত লোককে সম্যক্ প্রকারে উদ্ধার করেন। সেই পুরুষ বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হন্। এ বিষযে কোন সন্দেহ নাই। তদ্‌গতপ্রাণ সংযতেন্দ্রিয় পুরুষগণের কথা আর কি বলিব?'

অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বাক্যও তদ্রূপ,—

'আমার শরণাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি—আমি তোমার হইলাম বলিয়া একবার যাচ্ঞা করে, তাহাকে আমি সর্বদা অভয় দান করি, ইহা আমার ব্রত।'

গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'প্রসন্ন হইয়া একবার মাত্র—আমি তোমার হইলাম—এই প্রকার যে যাচ্ঞা করে তাহাকে শ্রীহরি সর্বথা অভয় দান করেন— ইহাই শ্রীহরির ব্রত।'

সেই প্রকারই শ্রীভাগবতের উক্তি—

"ঘোর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র সংসার হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। কৃষ্ণের এক নাম হইতে স্বয়ং ভয়ও (মহাকালও) ভয় প্রাপ্ত হন্।" ১৪৯॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশৌনকের (উক্তি)॥

(শ্রীভাগবতে) তদ্রূপ বলিয়াছেন—

১ গরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ১২ শ্লোকে—এই প্রকার শ্লোক যথা—

প্রতীয় প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদ্যাদেবব্রতং হরেঃ॥

তথা—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ ॥ ১৫০ ॥
[ভা. ৬. ১৬. ৪০]

স্পষ্টম্। ৬॥ ১৬। চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥

অত এবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি বৈ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥

ইতি। অত্র যত্তৃতীয়ে গর্ভস্থস্য জীবস্য স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব সংসারোঽপি

'হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মনুষ্যগণের যে সমস্ত পাপক্ষয় হইবে—ইহা অসম্ভব নহে। কারণ আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।" ১৫০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে সঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর (উক্তি) ॥

অতএব শ্রবিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত হইয়াছে—

'বিষ্ণুভক্তের জীবন পাঁচদিনও শ্রেষ্ঠ, কেশবে যে ভক্তিহীন তাহার জীবন কল্প সহস্র পরিমিত হইলেও শ্রেষ্ঠ নয়।'

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (একত্রিংশ অধ্যায়ে) গর্ভস্থ জীবের শ্রীভগবৎ স্তুতির উল্লেখ আছে কিন্তু সেই জীবের পুনরায় সংসারের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। (এরূপ অসম্ভব কিরূপে হইতে পারে)—তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—'জাতির একত্বরূপেই তাহার বর্ণনা।' বাস্তবিক পক্ষে (গর্ভস্থ সকল জীবই শ্রীভগবানের স্তব করে না), কোন ভাগ্যবান্ জীবই শ্রীভগবান্‌কে স্তব করেন, এবং তিনি সংসার উত্তীর্ণ হনই। সকল জীবেরই শ্রীভগবানের জ্ঞান হয় না। নৈরুক্তগণ পাঠ করেন্—

'নবম মাসে (গর্ভস্থ জীব) সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ হয়'—ইহা পাঠ করিয়া, 'মৃত আমি পুনর্বার জন্মিয়াছি, এবং জাত হইয়া আমি পুনরায় মৃত হইব—ইত্যাদি গর্ভস্থ জীবের

১ জাতি বলিতে নিত্য অনেক সমবেত ধর্ম। যে ধর্ম সেই জাতীয় পদার্থেই থাকে, তদ্ভিন্ন জাতীয় পদার্থে দেখা যায় না—তাহাকে জাতি বলে। যেমন ব্রাহ্মণত্ব জাতি বলিলে সমস্ত ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রাদিতে নাই। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করে—এখানে এক ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইলেও সকল ব্রাহ্মণ যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে তাহাই বুঝা যায়। তদ্রূপ জীব বলিতে সাধারণতঃ সর্বজীবই বুঝায়, এই কারণে সন্দর্ভকার বিশেষভাবে বলিলেন যে জীব বলিতে এখানে সব জীব বুঝাইলেও বাস্তবিক পক্ষে ভাগ্যবান্ কোনও জীব ভগবানের স্তব করে, সকলে নহে।

বর্ণ্যতে। তত্রোচ্যতে,—জাত্যেকত্বেনৈকবর্ণনমিতি। বস্তুতস্তু কশ্চিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি, স চ নিস্তরত্যপি। ন তু সর্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি। তথা চ নৈরুক্তাঃ পঠন্তি—নবমে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতীতি' পঠিত্বা 'মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ'—ইত্যাদিতদ্ভাবনাপাঠানন্তরম্ —

অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ।
সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্ ॥

'ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে' ইত্যাদি। অত্র পুরুষং বেতি বাশব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্জ্ঞানমিতি গম্যতে। সর্বাস্বপ্যবস্থাসু ভক্তেঃ সমর্থত্বঞ্চ বর্ণিতম্। ভেদেঽপ্যেকবদ্বর্ণনমন্যত্রাপি দৃশ্যতে। তৃতীয়ে যথা পাদকল্পসৃষ্টি-কথনেঽপি শ্রীসনকাদীনাং সৃষ্টিঃ কথ্যত ইতি। টীকায়াঞ্চ

ভাবনার কথা বলিয়া তদনন্তর বলিলেন—'কৃমিগণ কর্তৃক পীড্যমান অধোমুখ ও কৃমিকুল সমন্বিত জীব সাংখ্যযোগের অভ্যাস করে অথবা পঞ্চবিংশতত্ত্ব পুরুষকে[১] ভজন করে। তদনন্তর দশম মাসে জন্ম গ্রহণ করে' ইত্যাদি।

এখানে 'পুরুষকে ভজন করে'—এই শব্দ থাকায় কোন কোন জীবে শ্রীভগবানের জ্ঞান হয়—ইহাই বোধ হইতেছে।[২] সকল অবস্থাতেই যে ভক্তির এইরূপ সামর্থ্য আছে তাহাই বর্ণিত হইল। (জাতিভেদেও) অভিন্ন ও একরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ভেদেও একের ন্যায় বর্ণন অন্যত্রও দেখা যায় (অর্থাৎ এখানে যে জীব স্তব করিয়াছেন—এই কথা দ্বারা কোন ভাগ্যবান্ জীব স্তব করেন, সকল জীব স্তব করে না, সাধারণ জীব হইতে ভাগ্যবান্ জীবের পৃথকত্ব আছে, তথাপি এখানে অভেদরূপে বর্ণনা হইল অর্থাৎ সাধারণ ভাবে 'জীব উবাচ' বলা হইয়াছে কিন্তু বিশেষ করিয়া 'ভাগ্যবান্ জীব উবাচ' ভাগ্যবান জীব বলিয়াছেন, এ প্রকার বলা হয় নাই। সাধারণ জীবের সহিত অভেদ বর্ণনে দোষ হয় নাই)। এই প্রকার অভেদ বর্ণনা

১ পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, রূপতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, —এই আট, আর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা-এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ—এই মোট চতুর্বিংশ তত্ত্ব,—পুরুষকে লইয়া পঞ্চবিংশতত্ত্ব।

২ ইহার তাৎপর্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-পাদ নির্দেশ করিয়াছেন—'কশ্চিৎ কর্মী জীবো মৃতশ্চাহং পুনর্জাত ইত্যাদি পূর্বপূর্ব-জন্মমাত্রং স্মরতি, কশ্চিৎ জ্ঞানী সাংখ্যং, কশ্চিৎ যোগী যোগং, কশ্চিদ্ভক্তশ্চতুর্বিংশপ্রধানাৎ পরং পঞ্চবিংশপুরুষং পরমেশ্বরমভ্যসেৎ ভজেদিতি পূর্বাভ্যস্তমেব গর্ভে স্ফুরেদিতি যুক্তেঃ।' অর্থ—কোন কর্মী জীব 'মরিয়া আমি জন্ম লইব এবং জন্ম লইয়া মরিব' ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব জন্ম মাত্রকে স্মরণ করে, কোন জ্ঞানী সাংখ্য, কোন যোগী যোগ এবং কোন ভক্ত চতুর্বিংশতত্ত্ব প্রকৃতির অতীত পঞ্চবিংশতত্ত্ব পরমেশ্বরকে অভ্যাস অর্থাৎ ভজন করে। পূর্বাভ্যস্ত ব্যাপারই গর্ভে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মকৃতসৃষ্টিমাত্র কথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোরিয়মিতি যোজিতং শ্রীবরাহাবতারবচ্চ। তত্র প্রথমমন্বন্তরস্যাদৌ পৃথিবীমজ্জনে ব্রহ্মনাসিকাতোঽবতীর্ণঃ শ্রীবরাহস্তামুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংগ্রামং কৃতবানিতি বর্ণ্যতে। হিরণ্যাক্ষশ্চ ষষ্ঠমন্বন্তরাবসানজাত-প্রাচেতসদক্ষকন্যায়া দিতের্জাতঃ। তস্মাত্তথা বর্ণনং তদবতারমাত্রত্বপৃথিবীমজ্জনমাত্রত্বৈক্য-বিবক্ষয়ৈব ঘটতে, তদ্বদত্রাপীতি।

কশ্চিদেবান্যো জীবঃ স্তোত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্। অত্র পূর্ব্ববৎ পরমগতি-প্রাপ্তৌ ভক্তেঃ পরম্পরাকারণত্বঞ্চ দৃশ্যতে। বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে

ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্পসৃষ্টি কথনেও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। টীকাতেও বলিয়াছেন ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্টিমাত্র কথনের সাম্যে অথবা এক সঙ্গে এই উক্তি।[১] শ্রীবরাহ অবতারের ন্যায় অর্থাৎ প্রথম মন্বন্তরের আদিতে পৃথিবী যখন জলমগ্না হয় সেই সময়ে শ্রীব্রহ্মার নাসিকা হইতে অবতীর্ণ বরাহ পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে হিরণ্যাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন,—ইহা (ভাগবতে) বর্ণিত আছে। কিন্তু হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ মন্বন্তরের শেষে জাত যে প্রাচেতস দক্ষ তাহার কন্যা দিতির গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। (ইহার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে ?)। (তাহাতেই বলিতেছেন)—বরাহের অবতারমাত্রত্ব ও পৃথিবী মজ্জন-মাত্রের ঐক্য বর্ণনা দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে[২]—তদ্রূপ এই (ভক্তি) স্থলেও (জীবের) ভেদ থাকিলেও অভেদরূপ বর্ণন হইয়াছে।

১ তাৎপর্য—পাদ্মকল্প সৃষ্টির কথা বলিতে বলিতে শ্রীসনকাদির উৎপত্তিও বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম কল্পেই সনক সনন্দাদির জন্ম। কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্প সৃষ্টির বর্ণনে সনকাদির উৎপত্তি বলায় ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করিয়াছেন এইমাত্র বলাই সেখানে উদ্দেশ্য। পাদ্ম ও ব্রাহ্ম কল্পের সৃষ্টির ভেদ থাকিলেও তাহা সেখানে বক্তব্য নয়।

২ তাৎপর্য—শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরের আরম্ভে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে এক শ্বেতবরাহ আবির্ভূত হইয়া জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াই অন্তর্হিত হন। তদনন্তর ষষ্ঠচাক্ষুষ মন্বন্তরে আকস্মিক প্রলয়কালে নীলবরাহ জলরাশি হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করে ও হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে। এই দ্বিবিধ বরাহাবতারের লীলা শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে একসঙ্গে বলা হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীলঘুভাগবতামৃতের কারিকা যথা—

দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে।
ঘ্রাণাদ্ বিধের্য়োদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ॥
হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিঘ্নন্তং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ।
চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ কচিন্মতঃ॥
কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ।
যজ্ঞমূর্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ॥
দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষেঽন্তরে।
অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে॥

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥
[বৃ. না. পু. ১৮. ১১৭]

শ্রীবিষ্ণুধর্মে—

কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্।
কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে।
তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ॥

সেই প্রকার এখানেও (কোন ভাগ্যবান্) জীব শ্রীভগবানের স্তব করেন এবং অন্য জীব সংসার ভোগ করে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে পূর্বের ন্যায় ভক্তির পরমগতি প্রাপ্তি বিষয়ে পরম্পরা কারণত্বও দেখা যায়। বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণ মাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'বিষ্ণুভক্ত যাঁহারা তাঁহাদের, যাঁহারা পরিচর্যাপরায়ণ তাঁহাদের দৃষ্ট পাপিসকলও পরা গতি লাভ করে।' বিষ্ণুধর্মে আছে—

'যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা করাইয়াছেন, সেই কুলজাত নব অযুত লোক (নব্বই হাজার) তোমাদের শাসনের অধীন নয়। যে ব্যক্তি শ্রীভগবদ্ধাম নির্মাণ

উত্তানপাদবংশ্যানাং তনযস্য প্রচেতসাম্।
দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ।
কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্মনোরপি।
কাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক দিতিঃ ক দিতেঃ সুতঃ॥
অতঃ কালদ্বযোদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্।
একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ॥
শ্রীবৃহৎকৃষ্ণামৃতম্, পৃ° ৩২-৩৪

অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বার দুই আবির্ভাব হয়; তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য জল হইতে পুনর্বার আবির্ভাব হয। বরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পদ এবং কদাচিৎ নৃবরাহ মূর্তি প্রকট করেন্। কখন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কখন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার যজ্ঞবরাহ বর্ণ যুগলে যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের। চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র দক্ষ হইতে যে প্রজা সৃষ্টি হয় ইহাই (শ্রীভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে) বর্ণিত আছে অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত। প্রচেতা উত্তানবংশসম্ভূত, সেই প্রচেতার পুত্র দক্ষ, এবং দক্ষের কন্যা দিতি, এবং দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদি বরাহের অবতার হয়, সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র বা কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই। তখন কোথায় বা প্রচেতার পুত্র দক্ষ, কোথায় বা দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র। অতএব (শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে) মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে কালদ্বয়োদ্ভূত বরাহদেবের বর্ণনা এক সঙ্গেই করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় এক স্থানেই বলিয়াছেন।

দূতান্ প্রতি যমাজ্ঞা চেয়ং—

যেনার্চা ভগবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবস্য কারিতা।
নবাযুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগম্॥

ইতি। যথাহ—

ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎসাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥১৫১॥

[ভা. ৭. ১০. ১৮]

ত্রিঃ সপ্তভিঃ প্রাচীনকল্পাগত-তদীয়পূর্বজন্মসম্বন্ধিভিঃ পিতৃভিঃ সহ অস্মিন্ জন্মনি হিরণ্যকশিপু-মরীচিব্রহ্মাণ এব তৎপিতর ইতি। ৭॥ ১০। শ্রীনৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্॥

তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্বপাপক্ষয়পূর্বক শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্বং যথা বৃহন্নারদীয়ে—কোকিলমানিনোর্মদিরোন্মত্তয়োধ্বস্তচীবখণ্ড-দণ্ডযোর্জীর্ণ-ভগবন্মন্দিরে নৃত্যতোধ্বজারোপণ-ফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বং জাতম্। তথা ব্যাধহতস্য পক্ষিণঃ কুক্কুরমুখগতস্য তৎপলায়নবৃত্ত্যা

করায়, সে ভবিষ্যৎ শতকুল ও অতীত শতকুলকে অচ্যুত লোক প্রাপ্ত করায়। দেব শ্রীহরির প্রতিমা যিনি স্থাপন করেন তিনি কল্প পর্যন্ত কুলে যে সকল পুরুষ হইবে ও হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।'

দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজেরও এই আজ্ঞা—(শ্রীভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিয়াছেন)—

"হে নিষ্পাপ! তোমার পিতা ও পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ পবিত্র হইয়াছে, কারণ তুমি তাহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, হে সাধো! তুমিই কুলপাবন। ১৫১॥"

একবিংশতি পুরুষ বলিতে প্রাচীনকল্পগণ প্রহ্লাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় পিতৃগণ (বুঝিতে হইবে)। এজন্মে হিরণ্যকশিপু, কশ্যপ, মরীচি ও ব্রহ্মাই তাঁহার পিতৃগণ১।

ভক্তির আভাস মাত্রেরও সমস্ত পাপক্ষয় পূর্বক শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্বে (সামর্থ্য) আছে। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া বস্ত্রখণ্ডসহ দণ্ড ধারণ করিয়া কোকিল ও মানী শ্রীভগবানের কোন জীর্ণ মন্দিরে নৃত্য করিয়াছিল, তজ্জন্য ধ্বজারোপণ ফলপ্রাপ্তি দ্বারা তাদৃশত্ব লাভ (বিষ্ণুপদ

১ শ্রীপ্রহ্লাদের কুলজাত একবিংশতি পুরুষের পবিত্রতার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্মে শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ হয় নাই। কারণ ব্রহ্মা হইতে মরীচি, তাহা হইতে কশ্যপ, তাহা হইতে হিরণ্যকশিপু, মাত্র চারি-পুরুষ হইয়াছে কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব একবিংশতি পুরুষের কথা উল্লেখ করিলেন। ইহাতে শ্রীসন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্বজন্মের একবিংশতি পুরুষগণ বুঝিতে হইবে।

ভগবন্মন্দিরপরিক্রমণ-ফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বপ্রাপ্তিরিতি। কচিত্তত্র মহাভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ। যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য। তস্য প্রাগ্‌জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি।[১]

তথা চাহ—

যস্যাবতারগুণকর্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫২ ॥

[ভা. ৩. ৯. ১৫]

অসুবিগমেঽপীতি তদানীন্তন-নামমাত্রত্বমশুদ্ধবর্ণত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। বিবশা ইতি তদিচ্ছাং বিনাপি কেনচিৎ কারণান্তরেণাপীত্যর্থঃ। 'বশকান্তৌ' ইত্যমরঃ। তাদৃশশক্তিত্বে

প্রাপ্তি) হইয়াছিল। সেই প্রকার ব্যাধ বর্তৃক হত পক্ষী কুক্কুরের মুখগত হইয়া যদি পলায়ন করিতে করিতে শ্রীভগবানের মন্দির বেষ্টন করিয়া গমন করে, তাহাতেই শ্রীমন্দির পরিক্রমের ফলপ্রাপ্তিরূপ শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। কোথাও মহাভক্তিপ্রাপ্তিও দেখা যায়। যেমন বৃহন্নৃসিংহপুরাণে প্রহ্লাদের সম্বন্ধে উক্ত হয়—পূর্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে দৈবাৎ উপবাস ও রাত্রি জাগরণ হয়।

সেই প্রকার (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—

"হে প্রভো! যে মানবগণ মরণকালে অবশ হইয়াও তোমার অবতার, গুণ ও কর্মসূচক নাম সকল উচ্চারণ মাত্র করে, তাহারা বহুজন্মের পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া আচরণ যুক্ত সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে।" ১৫২॥

'মরণকালেও'—এই কথা বলায় সেই সময়ে নামমাত্রত্ব ও অশুদ্ধবর্ণত্ব ব্যঞ্জিত হইল। (অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ কালে শ্রীভগবানের অশুদ্ধবর্ণ নামমাত্র উচ্চারণ করিলেও উদ্ধার হয়)। 'বিবশ হইয়া' এই কথা বলায়, ইচ্ছা ব্যতীত কোন কারণান্তরেও যদি উচ্চাচরণ করে। অমরকোষ অভিধানে. 'বশ' শব্দের অর্থ 'কামনা' সুতরাং বিবশ (অর্থে) কামনা-শূন্য। (নামের) তাদৃশ শক্তিবিষয়ের কারণ বলিতেছেন—'অবতার ইত্যাদি'—অবতার সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্য

১ তাৎপর্য—শ্রীহরিভক্তি বিলাসের চতুর্দশবিলাসে এই ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে—পূর্বজন্মে প্রহ্লাদ বসুদেব নামে জনৈক বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ছিল না। তিনি বেশ্যা গৃহেই সতত বাস করিতেন এবং মদ্যাদি পান ও পাপকার্যে রত ছিলেন। দৈবাৎ উক্ত বেশ্যার সহিত শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে কলহ করিয়া তিনি উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার ও বেশ্যার উভয়েরই শ্রীভগবানে পরমভক্তি হয়।

হেতুমাহাবতারেতি। অবতারাদিসদৃশানি তত্তুল্যশক্তীনীত্যর্থঃ। কর্মবিড়ম্বনানি তদ্বিষয়-প্রযুক্তানি গিরিধরেত্যাদীনি[1] তান্যপি, কিমুত সাক্ষাত্তন্নামানি কৃষ্ণগোবিন্দেত্যাদীনীত্যর্থঃ।২৩॥৯। ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্॥

অস্তু তাবৎ শুদ্ধভক্ত্যাভাসস্য বার্তা। অপরাধত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যসৌ মহাপ্রভাবো দৃশ্যতে। যথা বিষ্ণুধর্মে ভগবন্মন্ত্রেণ কৃতনিজরক্ষং বিপ্রং প্রতি রাক্ষসবাক্যং—

ত্বামত্তুমাগতঃ ক্ষিপ্তো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া।
তৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্॥
কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্।
কিন্ত্বস্যাঃ সঙ্গমাসাদ্য নির্বেদং প্রাপিতঃ পরম্॥

ইতি। যথা বা বিষ্ণুধর্মাদ্যুদাহৃতায়াঃ শ্রীভগবদ্গৃহদীপতৈলং পিবন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিন্মূষিকায়া দৈবতো মুখোদ্ধৃতবর্ত্তৌ দীপে সমুজ্জ্বলিতে সতি মুখদাহেন মরণাৎ রাজ্ঞীত্বং প্রাপ্য

শক্তিশালী। তন্মধ্যে অবতারসূচক নাম নৃসিংহ ইত্যাদি, গুণসূচক ভক্তবৎসল ইত্যাদি, কর্মসূচক তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত গিরিধর ইত্যাদি—এই নাম সকলও উচ্চারণকারীর উদ্ধারসাধন করে; অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি যে উদ্ধার করিবে সে বিষয়ে বলিবার আর কি আছে? ইতি। ৩য় স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে গর্ভোদশায়ীর প্রতি ব্রহ্মার (উক্তি)॥

শুদ্ধভক্তির আভাসের কথা ত' আছেই। যাহা অপরাধরূপে দৃশ্যমান সেখানেও এই ভক্তির আভাসের মহাপ্রভাব দেখা যায়। বিষ্ণুধর্মে যে-ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের মন্ত্র দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিয়াছিল তাহার প্রতি রাক্ষসের বাক্য যথা—

'আমি তোমাকে ভোজন করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু নিজেকে তুমি রক্ষা করায় আমি কোন অনিষ্ট করিতে পারিলাম না। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! সেই রক্ষার সংস্পর্শ হেতু আমার অন্তঃকরণ ইহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতেছে। তোমার সেই রক্ষা কি তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না, এবং এই রক্ষাপরায়ণ স্থান বা উপায় কি তাহাও জানিতেছি না, কিন্তু এই রক্ষার সংস্পর্শ আমাতে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত করাইল।'

'যথা বা' বলিয়া আরও বিষ্ণুধর্মাদির উদাহরণ দেখাইতেছেন। —শ্রীভগবানের মন্দিরে প্রদীপ তৈল পান করিতে করিতে কোন মূষিকের মুখ হইতে দৈবাৎ পলিতায় তৈল পতিত হওয়ায় দীপ সম্যক্ প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য মুখ দগ্ধ হইয়া ঐ মূষিকের

১ 'কর্মবিড়ম্বনানি' গোবর্দ্ধনধারণাদীনি চ'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে।
২ 'তান্যপি' গোবিন্দেত্যাদীনীত্যর্থঃ' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

দীপদানাদিলক্ষণ-ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্তিবন্তে পরমপদপ্রাপ্তিশ্চ[১]। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকায়া দাস্যা দুঃসঙ্গেনাপি কস্যচিত্তৎফলপ্রাপ্তিঃ।[২] তথা চ বৃহন্নারদীয়ে—তাদৃশদুষ্টকার্যার্থমপি ভগবন্মন্দিরং মার্জয়িত্বা কশ্চিদুত্তমাং গতিমবাপ[৩]। ন ত্বীদৃশত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি। যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে—

বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
গর্ভবাসসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নরঃ॥

ইতি। অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিতায়ামপি সকৃদল্পপ্রয়াসাত্মিকায়া অপি ভক্তেঃ কারণতা দৃশ্যতে। যথা ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্যম্—

দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ।
অর্চ্চিতশ্চার্চ্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজপুঙ্গব॥

প্রাণবিয়োগ হয়। তদনন্তর পরজন্মে মূষিকটী রাণীপদ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার দীপদানাদিরূপ ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্তি এবং পরমপদ প্রাপ্তিও হইয়াছিল। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—কোনও এক দাসী জন্মাষ্টমী ব্রত করিয়াছিল, তাহার সহিত দুঃসঙ্গের দ্বারাও কোন ব্যক্তির জন্মাষ্টমীর ফলপ্রাপ্তি হইয়াছিল। সেই প্রকার বৃহন্নারদীয়ে উক্ত হয়—তাদৃশ অসৎ কার্যের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মন্দির মার্জনা করিয়াও কোন ব্যক্তি উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে এপ্রকার হয় না। ব্রহ্মবৈবর্তে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে—

'বিষয় ও স্নেহসংযুক্ত ব্যক্তি যদি আমি ব্রহ্ম—এই প্রকার বলে, তাহা হইলে সেই পাপকারী নর সহস্র গর্ভবাসের কষ্ট ভোগ করে।'

শ্রীভগবানের বশীকারিতা বিষয়ে একবার অনুষ্ঠিত অল্পপ্রযাসাত্মক ভক্তিরও কারণতা দেখা যায়। যথা ব্রহ্মপুরাণে শিবের বাক্য—

'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই দেবদৃষ্ট অহরহ দেখিবে, সংশ্রিতের প্রতিসংশ্রয় করিবে, ও অর্চিতের নিত্য অর্চনা করিবে।'

---

১ বি ধ ১ম খণ্ড দ্র°।

২ বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ বৃ না. পু ৩৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪ তাৎপর্য—ব্রহ্মজ্ঞানেও এ প্রকার হয় না বলিয়া তাহারই সমর্থন করিতে ব্রহ্মবৈবর্তের বচন উল্লেখ করিয়াছেন। বিষয়াবিষ্ট অন্তঃকরণে 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হয় না। যদি বিষয়াবিষ্ট কোনও ব্যক্তি মুখে ঐরূপ উক্তি করে, তাহার সহস্রগর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—ইহাই জ্ঞানপথের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভক্তিপথে এপ্রকার নয়। যে কোন প্রকারে অর্থাৎ সাধ্যভাবে অথবা অসাধ্যভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেই সে উদ্ধার হইয়া যায়।

ইতি। যথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্মে শ্রীনারদবাক্যম্,—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

ইতি। তদীদৃশং মাহাত্ম্যবৃন্দং ন প্রশংসামাত্রমজামিলাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ। দর্শিতাশ্চ ন্যায়াঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাদৌ।

[মাহাত্ম্যেঽপি নামাপরাধদোষাৎ ফলাভাবঃ]

তথৈব নাম্ন্যর্থবাদকল্পনায়াং দোষোঽপি শ্রূয়তে, 'তথার্থবাদো হরি-নাম্নি'[১] ইতি নামাপরাধগণনে।

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥

ইতি কাত্যায়ন-সংহিতায়াম্।

মন্নামকীর্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্ধধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্॥

এবং বিষ্ণুধর্মে নারদের বাক্য যথা—

'একটী তুলসীপত্রে এবং এক চুলুক জলের বিনিময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।'

এই সমস্ত মাহাত্ম্য কেবল যে প্রশংসামাত্র তাহা নহে; অজামিল প্রভৃতিতে ইহার প্রসিদ্ধ হেতু ইহা প্রকৃতই। শ্রীভগবন্নামকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সমস্ত যুক্তিও দর্শিত হইয়াছে।

[মাহাত্ম্য সত্ত্বেও নামাপরাধ বশতঃ ফলাভাব]

আবার শ্রীভগবানের নামে অর্থবাদ (স্তুতিবাদ) কল্পনাতেও দোষ শ্রুত হয়। 'শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্পনা' ইহা নামাপরাধ মধ্যে পরিগণিত। কাত্যায়নসংহিতাতে কথিত হইয়াছে—

'যে মনুষ্য শ্রীহরিনামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করেন, (অর্থাৎ নামের ফল প্রশংসামাত্র এইরূপ কল্পনা করেন) মনুষ্যগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়।'

ব্রহ্মসংহিতাতে বৌধায়নের প্রতি শ্রীপরমেশ্বরের উক্তি যথা—

'আমার নাম কীর্তনের বিবিধফল শ্রবণ করিয়া যে মানুষ শ্রদ্ধা করে না, এবং উহাকে

১ হ. ভ. বি. ১১. ২৮৪.

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীপরমেশ্বরোক্তৌ।

ততোঽন্তর্ভূতনামানুসন্ধানেষন্যেষু তদ্ভজনেষু চ সুতরামেবার্থবাদে দোষোঽবগম্যতে তদেবং যথার্থ এব তন্মাহাত্ম্যে সত্যপি যত্র সম্প্রতি তদ্ভজনে ফলোদয়ো ন দৃশ্যতে, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রে চ পুরাতনানামপ্যন্যথা শ্রূয়তে তত্র নামার্থবাদকল্পনা-বৈষ্ণবানাদরাদয়ো দুরন্তা অপরাধা এব প্রতিবন্ধকারণং বক্তব্যম্। অত এবোক্তং শ্রীশৌনকেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ। [ভা. ২. ৩. ২৪]

ইতি। যথা প্রায়েণাধুনিকানাং—

যথা বা ব্রহ্মণ্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥ [ভা. ১০. ৬৪. ১৭]

ইতি। তদুক্তরীত্যাধ্যবসিতভক্তেরপি নৃগস্য "জিহ্বা ন বক্তি'[১] ইত্যাদিযমবাক্যবিরুদ্ধং

অর্থবাদ (প্রশংসা) বলিয়া মনে করে, আমি ঘোর সংসারে বিবিধ পীড়ার দ্বারা অঙ্গ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে দুঃখসমূহে নিক্ষেপ করি।'

অতএব অন্তর্ভুক্ত নামের অনুসন্ধান যাহাতে আছে এমনশ্রীভগবানের ভজন সমূহে অর্থবাদ কল্পনাতে দোষ হয়। এই প্রকার তাঁহার মাহাত্ম্য যথার্থ হইলেও স্থলে যে শ্রীভগবানের ভজনে শাস্ত্রোক্ত ফল সম্প্রতি দেখা যায় না, অথবা কোন শাস্ত্রে পুরাতন ভজনকারিগণের সম্বন্ধে যে অন্যরূপ (অধঃপতনের কথা) শ্রবণ করা যায়, সে বিষয়ে শ্রীভগবানের নামে অর্থবাদকল্পনা এবং বৈষ্ণবে অনাদর প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধগুলিই প্রতিবন্ধকারণ বলিতে হইবে।[২] অতএব শ্রীভাগবতে শ্রীশৌনক ঋষি বলিয়াছেন—

১ ভা. ৬. ৩. ২৯

২ তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাতে না হয় অঙ্কুর।'
[চৈ. চ ১. ৮. ২৬]

অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও আর্দ্র কাষ্ঠ যেমন দাহ প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ অপরাধ যুক্ত অন্তঃকরণে নাম ও ভজনের ফল প্রকাশ পায় না। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে তাহা হইলে অপরাধ অগ্রে দূর করা যাক্, পরে নাম গ্রহণ ও ভজন হউক। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। আর্দ্র কাষ্ঠ অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু অগ্নির নিকট থাকিতে থাকিতে জল শুষ্ক হইলে কিছুক্ষণ পরে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়। তদ্রূপ নাম গ্রহণ ও ভজনানুষ্ঠানে এবং যাঁহার নিকট অপরাধ তাঁহার কৃপায় অপরাধ ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইবে।

যমলোকগমনং প্রাপ্তবতো বিনা চার্থবাদকল্পনাময়ং ভাবং শ্রুতশাস্ত্রস্যাপি তস্য সত্যাং তাদৃশমাহাত্ম্যায়াং ভক্তৌ শ্রীমদম্বরীষাদিবৎ সেবাগ্রহং পরিত্যজ্য দানকর্মাগ্রহো ন স্যাৎ। তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে। যথা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্ দেহদ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ [প. পু. স্বর্গ ৪৮. অ.]

দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্য ইত্যর্থঃ। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥

'অহো বহুবার শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেও যে হৃদয়ে প্রেম প্রকাশ জন্য বিকার জন্মে না ও বিকার হইলেও নেত্রে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ হয় না সে হৃদয় কঠিন।' আধুনিক লোক সকলের যেমন বা যে প্রকার হইয়া থাকে—'যেমন'—এই কথা বলিয়া পুরাতন জনগণেরও যে এ প্রকার হইয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছেন—

'হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণভক্ত বদান্য এবং তোমার দর্শনপ্রার্থী ও তোমার দাস। আমার আজ পর্যন্তও স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই।'—

এইরূপ যে নৃগরাজার ভক্তিতে অধ্যবসায় তাহার পক্ষে 'যাহার জিহ্বা (শ্রীভগবানের নাম) গুণকীর্তন করে না (তাহাকেই যমলোকে আনয়ন কর)'—যমরাজের এই বাক্য সত্ত্বেও তদ্বিরুদ্ধ যম লোকে যে গতি হইয়াছিল এবং ভক্তির যথার্থ মাহাত্ম্য শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করা সত্ত্বেও অম্বরীষাদির ন্যায় শ্রীভগবৎ সেবাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দান কর্মে যে তাঁহার (নৃগ রাজার) আগ্রহ হইয়াছিল তাহা (ভক্তিবিষয়ে ভক্তিমাহাত্ম্যে) অর্থবাদ কল্পনা ব্যতীত হইতে পারে না। তাদৃশ অপরাধে ভক্তি যে স্তব্ধীভূত হয় তাহাও শোনা যায়। যথা পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রে—

'হে বিপ্র! যাঁহার বাক্য ও মনে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, স্মরণ পথে উদিত হয় বা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, শুদ্ধ বর্ণ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক অব্যবহিতভাবেও যদি উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সত্যই তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হন। কিন্তু উহা যদি দেহ, ধন, জনসমূহ, লোভ ও পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না।'

স্কান্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি[১]।
ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চয়েৎ।
দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥

ইতি। এবং বহূন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে।

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকাল্প-সম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা[২]। অতঃ "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য"[৩] ইত্যাদৌ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"[৪] ইত্যাদৌ চ পুরুষাণাং প্রায়ঃ সাপরাধত্বাভিপ্রায়েণৈবাবৃত্তি-বিধানম্। সাপরাধানামাবৃত্ত্যপেক্ষা চোক্তা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে নামোপলক্ষ্য—

যে পাষণ্ড গুরুর অবজ্ঞাদিরূপ দশ প্রকার অপরাধ[৫]-যুক্ত, তাহাদের মধ্যে দেহাদি লোভের নিমিত্ত (নাম নিক্ষিপ্ত হইলে)—ইহাই অর্থ। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'শত জন্মান্তরে পূজিত হইলেও বিশ্বাত্মা ভগবান্ বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারী জনে প্রসন্ন হন না।'

স্কান্দে অন্যত্র মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে যথা—

'দূর হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তকে দেখিয়া যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় না, শ্রীহরি তাহার দ্বাদশবার্ষিকী পূজাও গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবদ্ভক্ত বিপ্রকে যে ব্যক্তি নমস্কারের দ্বারা অর্চনা করে না সেই দেহধারী ব্যক্তির পাপ হরি ক্ষমা করেন না।'

এই প্রকার বহু অন্য অপরাধও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে শতধনুনামে রাজা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর ছিলেন, তথাপি বেদ ও বৈষ্ণব নিন্দকজনের সহিত অল্পমাত্র সম্ভাষণ করায়ও তাঁহার কুক্কুর-যোনি-প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই কারণেই অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রায়শঃ শ্রীভগবদালোচনার আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অভ্যাস) বিহিত হইয়াছে। —'শ্রদ্ধাবান্ শুশ্রূষু

১ 'নোপগচ্ছতি'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ বি. পু. তৃতীয়াংশ. ১৮ অ. দ্র°।

৩ ভা. ১. ২. ১৬

৪ বেদা° ৪. ১. ১.

৫ দশ প্রকার নামাপরাধ যথা। ১। সাধুগণের নিন্দা। ২। শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ ও নামাদির পৃথক্ মনন। ৩। গুরুর অবজ্ঞা। ৪। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা। ৬। নামের প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা। ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সমতা জ্ঞান। ৯। অশ্রদ্ধ ও বিমুখ জনে নামের উপদেশ। ১০। নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি।

[নামাপরাধো নামনাশ্য এব]

নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ [প. পু. স্বর্গ. ৪৮ অ.]

ইতি এতদপেক্ষয়ৈব ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রাদাবষ্টাদশাক্ষরাদেরাবৃত্তিবিধানম। যথা—

ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্বিধিম্।
দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎকল্পেন মুচ্যতে ॥
সহস্রজপ্তেন যথা মুচ্যতে মহতৈনসা।
অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥

ইত্যাদি। তথা ব্রহ্মবৈবর্তে নামোপলক্ষ্য—

হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সংকীর্ত্য শুচিতামিয়াৎ ॥

ইত্যাদি। অত্রাপরাধালম্বনত্বেনৈব বর্তমানানাং পাপবাসনানাং সহৈবাপরাধেন নাশ ইতি তাৎপর্যম্। এতাদৃশপ্রতিবন্ধাপেক্ষয়ৈবোক্তং বিষ্ণুধর্মে—

রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে।
বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দমাম্বুনি ॥

[নামেই নামাপরাধ নাশ]

ব্যক্তির (বাসুদেব কথাতে রুচি হয়)' এবং 'পুনঃ পুনঃ উপদেশ হেতু আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ আলোচনা) কর্ত্তব্য।' যাহাদের (উক্ত) অপরাধ আছে তাহাদের যে (নাম-) আবৃত্তির প্রয়োজন আছে তাহা পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে নাম উপলক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে, যথা—

'নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অবিরত নামগ্রহণ করিলেই পাপ বিনষ্ট হয়। সততপ্রযুক্ত সেই নামসকলই তাহাদের ফল দেয়।'

ইহা (অপরাধ অবলম্বন করিয়াই ত্রৈলোক্যসম্মোহন নামক) তন্ত্রাদিতে অষ্টাদশাক্ষর নামাদির আবৃত্তি বিধান আছে। যথা—

'হে দেবি! কেবল মন্ত্রের বিধি এক্ষণে শ্রবণ কর। দশবার মন্ত্রজপে আপৎ উদ্ধার হয়। সহস্র জপে মহৎ পাপ হইতে মুক্তি হয়। দশহাজার জপেই মহাপাতকের নাশ হয়'— ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নাম সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করে, এবং ইচ্ছা পূর্বক সুরা পান করে, সেও দিবারাত্র 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' এই নাম সংকীর্তন করিয়া পবিত্র হয়' ইত্যাদি।

ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্ দুষ্টা চানৃতাদিনা।
তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা ॥

ইতি। সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা। অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফল-পর্য্যাপ্তিপর্যন্তঃ। তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ। যতঃ কৌটিল্যমশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যাবক-বস্ত্বন্তরাভিনিবেশো ভক্তিশৈথিল্যং স্বভক্ত্যাদিকৃত মানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎ-সঙ্গাদিলক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধস্যৈব কার্যাণি। তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি। অত এব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্, যথা দূত্যগতো দুর্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রাণামপ্যপরাধদোষেণ ভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্।

অপরাধ সমূহের আলম্বনরূপে বর্তমান যে পাপবাসনা সে-সকল অপরাধের সহিতই নষ্ট হয়—ইহাই তাৎপর্য।[১] এতাদৃশ প্রতিবন্ধকে অপেক্ষা করিয়াই বিষ্ণুধর্মে উক্ত হইয়াছে—

'রাগাদিদূষিত যে চিত্ত উহা মধুসূদনের আস্পদ (স্থান) নয়, (তাহারই দৃষ্টান্ত দিতেছেন)—যেমন কর্দমযুক্ত জলে হংস কখনই প্রীতি লাভ করে না। এবং—যেমন মেঘাবৃত চন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ হয় না (তদ্রূপ) মিথ্যাদি দোষে দূষিত বাক্য কেশবকে স্তব করিতে যোগ্য হয় না।'

সিদ্ধগণের পুনঃ পুনঃ নাম গ্রহণ প্রতিক্ষণেই পরমানন্দ উদয়ের নিমিত্ত হয়। অসিদ্ধগণের পক্ষে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণাদিরূপ নিয়ম ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত দরকার; কারণ সেই নিয়মের বিঘ্নরূপে অপরাধ থাকার সম্ভাবনা আছে।[২] যেহেতু কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, ভগবানের নিষ্ঠার বিচ্যুতিকারক অন্যবস্তুতে অভিনিবেশ, ভক্তির শিথিলতা এবং নিজের ভক্তিকৃত অভিমান ইত্যাদি (দোষ) যদি মহৎ সঙ্গাদিরূপ ভক্তিদ্বারাও নিবৃত্ত করা দুষ্কর হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহা অপরাধেরই কার্য এবং পূর্বতন অপরাধিত্বেরই সূচক। অতএব কুটিলস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপচার উত্তম হইলেও অঙ্গীকার করেন না—যেমন শ্রীভগবান্ দূত্যগত দুর্যোধনের পূজাদি গ্রহণ করেন নাই। অপরাধ দোষে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াও শ্রীভগবানে, শ্রীগুরুতে ও শ্রীভগবদ্ ভক্তাদিতে অন্তরে

১ অপরাধের নাশ হয় ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্তঃকরণে অপরাধের সংস্কার থাকিলে পুনর্বার অপরাধ হইতে পারে। তাহাতেই সন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে কেবলমাত্র অপরাধ নাশ হয় না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া অপরাধ জন্মে সেই সংস্কারও নষ্ট হইয়া যায়।

২ পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিব—এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়াও অসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে তাহা রক্ষা করিতে পারে না, অপরাধের বিদ্যমানতাই তাহার কারণ বুঝিতে হইবে

অত এবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীতি। স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে—

অপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা ॥

ইতি। তদপেক্ষয়ৈবোক্তং বিষ্ণুধর্মে—

সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্যতে ॥

ইতি। অত এবাহ—

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্য-শরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥১৫৩॥

[ভা. ৩. ১৯. ৩৪]

স্পষ্টম্। ৩॥১৯॥ শ্রীসূতঃ ॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপ্যকুটিলাত্মনোঽজ্ঞানমনুগৃহ্নন্তি ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে। যথা—

অনাদর থাকায় আধুনিকগণের যে অর্চনাদির আরম্ভ তাহাই কুটিলতা। অতএব অকুটিল মূঢ় ব্যক্তিগণের ভজনের আভাস হইতেও (ভক্তির) কৃতার্থতা শাস্ত্রে উক্ত হয়। কিন্তু কুটিলব্যক্তিগণে ভক্তির অনুবৃত্তি সম্ভব নয়। স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দেখা যায়—

'অপুণ্যবান্ কুটিলস্বভাব মূঢ়গণের শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয় না, এবং কীর্তন-স্মরণও হয় না।'

এই অপরাধ উল্লেখ করিয়াই বিষ্ণুধর্মে কথিত হইয়াছে—

'মনুষ্যগণের শতবিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্রবিঘ্নের দ্বারা তপস্যা ও অযুতবিঘ্ন দ্বারা গোবিন্দে ভক্তি নিবারিত হয়।'

অতএব বলিয়াছেন—

"(শ্রীভগবান্) অনন্যাশ্রয় সরলচিত্ত মনুষ্যগণের পক্ষে অতিশয় সুখে আরাধনীয় কিন্তু অসাধুগণের পক্ষে দুরারাধ্য। তাঁহাকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই বা সেবা করিবে না?" ১৫৩॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে শ্রীসূতের (উক্তি)॥

শ্রীভগবানের ভক্তগণও অকুটিলান্তঃকরণ অজ্ঞগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন কিন্তু কুটিলান্তঃকরণ বিজ্ঞজনকে যে অনুগ্রহ করেন না—ইহা দেখা যায়। যথা—

"যাহাদের হরিকথা দূরে, এবং যাহাদের অচ্যুতকীর্তন দূরে—এমন স্ত্রী ও শূদ্রগণ আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট অনুগ্রহের পাত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যাঁহারা

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥১৫৪॥

[ভা. ১১. ৫. ৪—৫]

টীকা চ—তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা ইত্যাহ দূর ইতি। জ্ঞানবলদুর্বিদগ্ধাস্তুচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ বিপ্র ইতি। ইত্যেষা। ১১ ॥ ৫। চমসো নিমিম্ ॥

[ভগবন্নামাদাবশ্রদ্ধা]

অথাশ্রদ্ধা দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীতভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অত এব যথা "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" ইত্যাদি শৌনকস্য,[1] "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ"[2] ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্যানুভবসিদ্ধং ন তথা সর্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তৈর্ভগবন্মহিমখ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ তদৈবেষ্যতে, ন তু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা।

(উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদিরূপ) শ্রৌতজন্ম দ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্ম-ভজনের উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ (হইয়া কর্মফলে আসক্ত হন) তাঁহারা আপনাদের উপেক্ষ্য।" ১৫৪ ॥

টীকা যথা—এই সংসারে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা যে আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির অনুগ্রহের পাত্র ইহা—'দূরে (যাহাদের হরিকথা)' এই শ্লোকে বলিলেন। জ্ঞানী অথচ কুটিলান্তঃকরণ ব্যক্তিসকল দুশ্চিকিৎস্য, সুতরাং তাহারা যে উপেক্ষণীয—সেই অভিপ্রায়েই বলিলেন 'ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়)'—ইত্যাদি। এই পর্যন্ত টীকা।

ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীচমসের (উক্তি)।

[ভগবন্নামাদিতে অশ্রদ্ধা]

দেখিয়া ও শুনিয়াও শ্রীভগবানের মহিমাদিতে বিপরীত ভাবনাদ্বারা বিশ্বাসের যে অভাব, তাহাকেই অশ্রদ্ধা বলে। যেমন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্যোধনের (শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয় নাই)। অতএব 'ঘোর সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি বিবশ হইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয়'—ইহা যেরূপ শৌনকঋষির অনুভব হইয়াছিল এবং 'বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় নিষ্ঠুর গজের দন্ত সকল (আমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইতেছে)—'ইহা

১ ভা. ১. ১. ১৪। ১৪৯ অনু, পৃষ্ঠা ২২২ দ্র°।
২ বি. পু. ১. ১৭. ৪৪

যথৈবোক্তং-

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎ-পাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ [বি. পু. ১. ১৭. ৪৪]

শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টং, যথা—

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ। ১৫৫ ॥
[ভা. ১. ১৯. ১৫]

স্পষ্টম্ ।১॥১৯। রাজা ॥

[আধুনিকভক্তে নাবিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ]

অত এবাধুনিকেষু মহানুভাবলক্ষণবৎসু তদদর্শনেঽপি নাবিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ। কুত্রচিদ্ভগবদুপাসনা-বিশেষেণৈব তাদৃশমানুষঙ্গিকং ফলমুদয়তে। যথা—

যেমন শ্রীপ্রহ্লাদের অনুভবসিদ্ধ হইযাছিল সে প্রকার অনুভব সকলের সমান হয় না। শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপনেব ইচ্ছা যদি ভগবদ্ভক্তগণের হয়, তবেই তাঁহারা ঈদৃশ আনুষঙ্গিক ফল ইচ্ছা করেন,—নিজের দেহরক্ষা অথবা নিজের মাহাত্ম্যদর্শনের নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না। (প্রহ্লাদ কর্তৃক) কথিত হইযাছে—

'বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায কঠিন হস্তীর দন্ত সকল আমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া যে শীর্ণ হইল—ইহা আমার বল বলিয়া বিবেচনা করি না। মহাবিপৎপাতের বিনাশক শ্রীজনার্দন স্মরণেরই ইহা প্রভাব।'

এবং শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতিও ইহা ইচ্ছা কবেন না ; যথা (পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন)—

"ব্রাহ্মণপ্রেরিত কুহকই হউক অথবা তক্ষকই হউক উহা আসিয়া আমাকে দংশন করুক, (তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই)। আপনারা ভগবৎকথা কীর্তন করুন।" ১৫৫ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১ম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে রাজা (পরীক্ষিতের উক্তি) ॥

[আধুনিক ভক্তের প্রতি অবিশ্বাস কর্তব্য নহে]

অতএব মহানুভাব লক্ষণবিশিষ্ট আধুনিক ভক্তগণে তাঁহার অদর্শনেও অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কোনও ভক্তে শ্রীভগবানের উপাসনাবিশেষের দ্বারাই সেই প্রকার আনুষঙ্গিক ফল উদিত হয়। যথা—

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ-[১]
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।
ননাম তত্রার্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ১৫৬ ॥

[ভা. ৪. ৮. ৬৭]

অত্র সর্বাত্মকতয়ৈব বিষ্ণুসমাধিনা তাদৃক্‌ফলমুদিতম্ । এতাদৃশ্যুপাসনা চাস্য ভাবিজ্যোতির্মণ্ডলাত্মক-বিশ্বচালন-পদোপযোগিতয়োদিতেতি জ্ঞেয়ম্ । ৪ ॥ ৮ । শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

[ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক বস্ত্বন্তরাভিনিবেশঃ]

অথ ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক-বস্ত্বন্তরাভিনিবেশো যথা—

এবমঘটমান-মনোরথাকুল-হৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চেতি ॥১৫৭ ॥

[ভা ৫. ৮. ২৭]

"সেই রাজতনয় (ধ্রুব) যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন, তখন তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী নিপীড়িত হওয়াতে ক্ষুদ্রতরীতে গজরাজ আরোহণ করিলে যেমন তাহার বাম ও দক্ষিণ পদের ভারে উহা অবনমিত হইয়া পড়ে , তদ্রূপ পৃথিবী তখন অর্ধাংশে নত হইয়া পড়িল ।" ১৫৬ ॥

এখানে একাত্মরূপ বিষ্ণুর সমাধি দ্বারা তাদৃশ (পৃথিবী-নমনরূপ) ফল উদিত হইয়াছিল । তাহার এতাদৃশ উপাসনা যে ভাবী জ্যোতির্মণ্ডলাত্মক যে-বিশ্বচালনপদ—তাহার উপযোগিরূপে এই ফল উদিত হইয়াছিল—ইহাই বুঝিতে হইবে । ইতি । ৪র্থ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের (উক্তি) ॥

[অন্য বস্তুর অভিনিবেশ ভগবন্নিষ্ঠার বিচ্যুতিকারক]

অনন্তর ভগবন্নিষ্ঠা-বিচ্যুতিকারক অন্য বস্তুতে যে অভিনিবেশ তদ্বিষয়ে উল্লিখিত হয় । যথা—

"এই প্রকার অস্থায় মনোবাসনায় আকুলচিত্ত সেই যোগতাপস (ভরত রাজা) মৃগশাবকরূপে প্রকাশমান স্বীয় আরব্ধ কর্ম বশতঃ যোগানুষ্ঠান ও শ্রীভগবানের আরাধনারূপ কর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন" ॥ ১৫৭ ॥

১ 'পার্থিবার্ভক'—হস্তলিখিত পুস্তক ।

স শ্রীভরতঃ। অত্রৈবং চিন্ত্যং ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি। ৫॥ ৮ শ্রীশুকঃ॥

[উৎকণ্ঠাবর্ধনার্থং ভক্তেষু প্রারব্ধস্য প্রাবল্যম্]

কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য। যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণমাহ—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্॥ ১৫৮॥
[ভা. ১. ৬. ২১]

স্পষ্টম্। ১॥৬। শ্রীভগবান্॥ তদেবমপরাধহেতুক-তদভিনিবেশোদাহরণং গজেন্দ্রাদীনাং বিষয়াবস্থায়াং কার্যম্।

সে বলিতে শ্রীভরত রাজা। এখানে এই প্রকার চিন্তনীয় যে সামান্য আরব্ধ কর্ম শ্রীভগবদ্ভক্তির ব্যাঘাতক হইতে পারে না, যেহেতু উহা (ভক্তি অপেক্ষা) দুর্বল। অতএব এস্থলে প্রাচীন অপরাধরূপে (আরব্ধ কর্মই যে শ্রীভরত রাজার যোগভ্রংশের কারণ)—তাহা পাওয়া যাইতেছে। (তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নাদির হইয়াছিল[১] তদ্রূপ। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

[ভক্তচিত্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য]

স্বয়ং শ্রীভগবান্ উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্তই যে তাদৃশ ভক্তজনগণে সাধারণ প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য করেন—এই প্রকার কেহ মনে করেন। মৃগদেহপ্রাপ্ত ভরতরাজার উক্ত উৎকণ্ঠা (শ্রীভাগবতে) বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বজন্মে (দাসীপুত্র অবস্থায়) জাতপ্রেম শ্রীনারদেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত কষায় রক্ষণের বৃত্তান্ত উক্ত হয়[২] —

"হে নারদ! সাধকদেহে তুমি এই জগতে আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যেহেতু যাহাদের কামাদিদুর্বাসনা দগ্ধ হয় নাই, তাদৃশ কুযোগিগণ আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না"। ১৫৮॥

---

১ বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মলয় পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তিনি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আরাধনা কালে একদিন অগস্ত্য ঋষি রাজার নিকট উপস্থিত হন্। আরাধনায় নিমগ্ন থাকায় রাজা অগস্ত্যের অভ্যর্থনাদি করেন নাই। 'তুমি গজের ন্যায় স্তব্ধমতি, সুতরাং গজ হইয়া জন্মগ্রহণ কর'—ঋষি এই শাপপ্রদান করেন। অগস্ত্য ঋষির শাপে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহতের অবমাননারূপ অপরাধেই যে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাই বুঝিতে হইবে।

২ শ্রীনারদ দাসীপুত্র অবস্থায় বনমধ্যে গমন করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করেন। শ্রীভগবান্ একবার মাত্র

[মূঢ়বিবেকিনোর্ভক্তিশৈথিল্যং সিদ্ধিতারতম্যঞ্চ]

অথ ভক্তিশৈথিল্যং, যেনাধ্যাত্মিকাদি-সুখদুঃখনিষ্ঠৈবোল্লসতি। ভক্তিতৎপরাণাস্তু তত্রানাদরো ভবতি। যথা সহস্রনামস্তোত্রে—

ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ।
জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিভয়ং চাপ্যুপজায়তে॥

ইতি। যা তু সৎসাধকস্য মনুষ্যদেহরিরক্ষিষা জায়তে সাপ্যুপাসনাবৃদ্ধিলোভেন ন তু দেহমাত্ররিরক্ষিষয়েতি। ন তয়া চ ভক্তিতাৎপর্যহানিঃ। তদেবং বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি)।। গজেন্দ্রাদির বিষয়াবস্থাতে যে কার্য, তাহাই অন্য বস্তুতে অপরাধ হেতু অভিনিবেশের উদাহরণ।

[মূঢ় ও বিবেকী ব্যক্তিগণের ভক্তিবিষয়ে শৈথিল্য ও তাহাদের সিদ্ধির তারতম্য]

অনন্তর ভক্তিশৈথিল্যের বিষয় বলিতেছেন যে ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি[১] সুখ-দুঃখের নিষ্ঠা উল্লসিত হয়। কিন্তু ভক্তিতৎপরগণের সে উল্লাসে অনাদর হয়। যথা সহস্র-নাম স্তোত্রে—

'বাসুদেব ভক্তগণের কখনই অশুভ নাই। তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি জন্য ভয় উপস্থিত হয় না।'

তবে সৎসাধকের যে মনুষ্যদেহ রক্ষার ইচ্ছা—তাহা (শ্রীভগবানের) উপাসনা বৃদ্ধি—এই লোভের নিমিত্ত, কিন্তু দেহমাত্র রক্ষার ইচ্ছায় নহে এবং সেই দেহ রক্ষার ইচ্ছায় ভক্তির তাৎপর্য হানি হয় না। তবে যে বিবেক ও সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিরও মধ্যে মধ্যে ভক্তির তাৎপর্যের অভাববশতঃ ভক্তির শিথিলতা হয় এবং রুচ্যমান ভক্তি দ্বারা উহা দূরীভূত হয় না—অপরাধাবলম্বনই তাহার কারণ বুঝিতে হইবে।[২] অতএব অপরাধ বলিয়া যাহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও জ্ঞান নাই এমন মূঢ়

তাঁহাকে দর্শন দেন। পুনরায় শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় শ্রীভগবান্ তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত দর্শন না দিয়া বলিয়াছিলেন '—তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না' ইত্যাদি।

১ আধ্যাত্মিকাদি বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক আবার শারীর ও মানস ভেদে দুই প্রকার। যাহা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্তক তাহা শারীর। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, ঈর্ষা বা বিষাদ বিষয়ক চিত্তচাঞ্চল্য মানসিক। যাহা মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর নিমিত্তক তাহা আধিভৌতিক। যক্ষ রাক্ষস ও গ্রহাদি আবেশ জন্য আধিদৈবিক। অতএব সুখ ও দুঃখ উভয়ই আধ্যাত্মিকাদিভেদে ত্রিবিধ।

২ বিবেকাদিসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে মাঝে ভক্তিবিষয়ে শিথিলতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহা ভক্তিবশে নষ্ট হয় না—এই জন্য বলিতেছেন—অপরাধ অবলম্বন করিয়াই উক্ত ভক্তি-শৈথিল্য হইয়াছে।

ভক্তিতাৎপর্যব্যতিরেকগম্যং তচ্ছৈথিল্যং মধ্যে মধ্যে রুচ্যমানয়া ভক্ত্যা যদ্দূরীক্রিয়তে তদপরাধালম্বনমেবেতি গম্যতে। অত এবাপরাধানুমানাপ্রবৃত্তের্মূঢ়ে চাসমর্থে চাল্পেন সিদ্ধিঃ সমর্থৈব। তত্র দীনদয়ালোঃ শ্রীভগবতঃ কৃপা চাধিকা প্রবর্ততে।

কিঞ্চ বিবেকসামর্থ্যযুক্তে সম্প্রত্যপি যোঽপরাধাপাতো ভবতি সোঽত্যন্ত-দৌরাত্ম্যাদেব তদ্বিপরীতে তু নাতিদৌরাত্ম্যাদিতি বিদুষঃ সমর্থস্য শতধনুষোঽন্তরায়োঽনন্তর-বিহিত-ভগবদুপাসনস্যাপি যুক্ত এব। মূঢ়ানান্তু মূষিকাদীনামপরাধেঽপি সিদ্ধিস্তথৈব যুক্তা, দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপ-প্রভাবস্যাপরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ।

অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানস্যাপ্যপরাধকৃতমেব, বৈষ্ণবাবমানাদি-লক্ষণাপরাধান্তর-জনকত্বাৎ। যথা দক্ষস্য প্রাক্তনশ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসত্বাবস্থায়াং শ্রীনারদাপরাধজন্মাপি দৃশ্যতে। তদেবং যঃ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্ যথাবদেব, যদি প্রাচীনোঽর্বাচীনো

এবং অসমর্থ ব্যক্তিতে অল্পেই সিদ্ধিলাভের সামর্থ্য আছে। কারণ দীনদয়াল শ্রীভগবানের তাহাদের প্রতি অধিক কৃপা প্রবর্তিত হয়।

অপর বিবেক এবং সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিতে যে সম্প্রতি অপরাধ প্রাপ্তি তাহা অত্যন্ত দুরাত্ম-তার জন্য, কিন্তু তদ্বিপরীত (মূঢ়) জনগণের অতি-দৌরাত্ম্যের অভাব হেতু (অপরাধ উপস্থিত হয় না)। অতএব বিদ্যা ও সামর্থ্যযুক্ত শতধেনু রাজার বিহিত শ্রীভগবানের উপাসনায় যে অন্তরায় হইয়াছিল তাহা যুক্তিযুক্তই। কিন্তু মূঢ় মূষিকাদির অপরাধসত্ত্বেও যে সিদ্ধিলাভের (বৃত্তান্ত আছে) তাহাও যুক্তিযুক্ত, যেহেতু দৌরাত্ম্যতার অভাব হেতু ভজনরূপ প্রভাব অপরাধকে অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়।

অনন্তর ভক্তি প্রভৃতি হইতে জাত অভিমানের বিষয় বলিতেছেন—(আমি ভক্ত এই) ভক্তিজাত অভিমানও অপরাধকৃতই; যেহেতু উহা বৈষ্ণব অবমাননাদি রূপ অন্য অপরাধের জনক। যেমন দক্ষরাজা পূর্বজন্মে শ্রীশিবের নিকটে অপরাধের ফলে (পরে) প্রচেতার পুত্ররূপে শ্রীনারদের

১ তাৎপর্য—দক্ষপ্রজাপতির পুত্র হর্য্যশ্বগণ পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত নারায়ণসরোবরে তপস্যা করিতে থাকেন কিন্তু দেবর্ষি নারদের উপদেশে সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান্। পুত্রগণের অদর্শনে দক্ষপ্রজাপতি যখন শোকে মূর্চ্ছিত হন্ তখন দেবর্ষি বিবেচনা করিলেন—দক্ষ প্রজাপতি সংসারে আসক্ত এবং এই শোকের সময়ে তাহাকে উপদেশ দেওয়া উচিত। এই বিবেচনায় তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন্। কিন্তু দক্ষ নারদকে দেখিবামাত্র 'তুমি অসাধু, আমার পুত্রগণকে তুমি ভিক্ষুর পথ উপদেশ দিয়া সংসারের বাহির করিয়াছ ; সুতরাং তোমার একত্র স্থিতি হইবে না'—এই মর্মে শাপ দেন। ইহাতে দেবর্ষির নিকট প্রচেতস দক্ষের যে অপরাধ, তাহা পূর্বজন্মীয় শ্রীশিব অপরাধেরই ফল বুঝিতে হইবে। [ভা. ৬, ৫, অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

বাপরাধো ন স্যাৎ। মরণে তু সর্বথা সকৃদেব যথাকথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষতে, তত্র হি তস্যৈব সকৃদপি ভগবন্নামগ্রহণাদিকং জায়তে, যস্য পূর্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো গম্যতে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ [ভ. গী. ৮. ৬.]

ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। ততোঽপরাধাভাবাত্তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথাজামিলস্য, ন তথা কৃততন্নামশ্রবণাদীনামপি যমদূতানাম্। যথাহ—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ১৫৯ ॥
[ভা. ৬. ২. ৩০]

পূর্বেণ মঙ্গলেন মহতা পুণ্যেনেতি টীকা চ।

প্রতি অপরাধ করেন। একবার মাত্র ভজনাদি দ্বারা যে ফল উদয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই। কিন্তু (সে স্থানে বুঝিতে হইবে) যদি প্রাচীন অথবা আধুনিক কোন অপরাধ না থাকে তবেই (উহা ঠিক্ হইবে)। মরণ সময়ে সর্বপ্রকারে যে একবার মাত্র ভজন অপেক্ষা করে তাহারই একবার ভগবন্নামগ্রহণাদি হয়—যাহার পূর্ব জন্মে অথবা ইহজন্মে সিদ্ধ শ্রীভগবানের আরাধনাদি তৎকালে (মরণ সময়ে) স্বীয় প্রভাব প্রকট করিয়া অনন্তর শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার সম্পাদিত করে—ইহা শ্রীগীতোপনিষদ্ হইতে (জানা যায়)—

'হে কুন্তীনন্দন! যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে দেহ পরিত্যাগ করে, সদা তদ্ভাব ভাবিত থাকায় সেই ব্যক্তি সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।'

এবং অপরাধের অভাব থাকায় সেখানে (নাম) আবৃত্তির অপেক্ষা নাই। যেমন অজামিলের (অপরাধ না থাকায় একবার মাত্র নাম গ্রহণে মুক্তি হইয়াছিল), শ্রীভগবানের (বহু) নাম শ্রবণাদি দ্বারাও যমদূতগণের সে প্রকার হয় নাই। যথা—(অজামিল বিষ্ণুদূতগণকে বলিয়াছিলেন)—

"যদিও আমি ইহ জন্মে পাপী, তথাপি সেই দেবোত্তমদিগের দর্শন পাওয়াতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে (পূর্বজন্মে আমার) মঙ্গল (পুণ্য) ছিল; যেহেতু তাঁহাদের দর্শনে সম্প্রতি আমার মন প্রসন্ন হইতেছে।" ১৫৯ ॥

পূর্বজন্মের 'মঙ্গল' অর্থে মহৎপুণ্য—ইহাই টীকা।

ব্যতিরেকেণাহ –

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥ ১৬০ ॥

[ভা. ৬. ২. ৩১]

স্পষ্টম্ । ৬॥২॥ শ্রীমানজামিলঃ ॥

যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রাপ্তিরেব তাদৃশানাং হৃদি সদাবির্ভাবাৎ। এবমজামিলস্য পূর্বশরীরস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণসময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ। অত এবাহ –

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥ ১৬১ ॥

[ভা. ২. ১. ৬]

টীকা চ—এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলম্। তমাহ নারায়ণস্মৃতিরিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেন লাভত্বং বারয়তি। অন্তে চ স্মৃতিঃ পরো লাভো, ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যেষা।

নিষেধভঙ্গীতে (অজামিল বলিয়াছেন)—

"জন্মান্তরীয় পুণ্য না থাকিলে আমার ন্যায় অশুচি ও বৃষলীপতির রসনা মৃত্যুকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপক (নারায়ণ) নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না।" ১৬০ ॥

ইহা স্পষ্ট। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীঅজামিলের উক্তি ॥

শ্রীভরতরাজা (শ্রীভগবানের) নাম গ্রহণ করিয়া মৃগদেহ পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার অন্য শরীর (ব্রাহ্মণদেহ) লাভ হয় এবং সেই দেহে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রাপ্তি হয়। যে হেতু তাদৃশ ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের সর্বদা আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অজামিলের পূর্ব শরীর স্থিতিকালেও এইপ্রকার।[১] অতএব মরণকালে একবার মাত্র ভজনের পরই যে তিনি কৃতার্থতা লাভ করেন তদ্বিষয়ে অন্যথা হইতে পারে না। এই কারণেই (উক্ত হয়) —

"স্বধর্মে নিষ্ঠাপূর্বক আত্ম ও অনাত্মজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে হরি স্মরণ, তাহাই এই (নশ্বর মনুষ্য) জন্মের লাভ এবং অন্তিম কালে শ্রীনারায়ণের চরণ স্মরণই পরম লাভ।" ১৬১ ॥

টীকা—ইহাই জন্মের 'লাভ' অর্থাৎ ফল। সেই লাভ বলিতে অন্তে নারায়ণ স্মরণ। সাংখ্যাদি (অর্থাৎ আত্মানাত্মজ্ঞান) দ্বারা সাধ্য যে লাভ, তাহার স্বতন্ত্রতা নিষেধ

১ অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের সন্দর্শন লাভের পর তাহাদের কৃপাতে শ্রীঅজামিলের অন্তঃকরণে সর্বদা শ্রীভগবান্ আবির্ভূত থাকিতেন

নামকৌমুদীকারৈশ্চান্তিমপ্রত্যয়োঽভ্যর্হিত ইত্যুক্তম্। ২॥১। শ্রীশুকঃ॥

অত এবাজামিলস্যান্যদাপি পুত্রোপচারিতং নারায়ণনাম গৃহ্নতঃ—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥ [প. পু. উত্তর ৮৯অ.]

ইতি পাদ্মদেবদ্যুতিস্তোত্রানুসারেণ "জরামরণদশায়ামপি সকলকশ্মল-নিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি'[১] ইতি পঞ্চমোক্তগদ্য-স্থিতাপিশব্দেন চ প্রথমনামগ্রহণাদেব ক্ষীণসর্ব-পাপস্যাপি মরণে যন্নামগ্রহণং তৎ প্রশংসৈব শ্রূয়তে। তত্রাপ্যাবৃত্ত্যা—

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥ ১৬২॥
[ভা. ৬. ২. ১৩]

করিতেছেন। অন্তে নারায়ণের চরণ স্মরণই পরমলাভ—অর্থাৎ তাহার মহিমা আর বলা যায় না। এই পর্যন্ত টীকা।

নামকৌমুদীকারগণও বলেন যে শেষোক্ত বিষয় (অর্থাৎ নারায়ণ স্মরণ) বিশেষ পূজনীয়। ইতি। ২য় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

অতএব অন্য সময়েও (মরণকালের পূর্বে) পুত্রে উপচারিত নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের (সর্বপাপ ক্ষয় হইয়াছিল)।

'প্রয়াণকালে অথবা অপ্রয়াণ কালে যে শ্রীভগবানের নাম স্মরণমাত্র মনুষ্যগণের সদ্যঃ পাপরাশি নষ্ট হয়, সেই চিদাত্মা শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার'।

পদ্মপুরাণের এই দেবদ্যুতি স্তোত্র অনুসারে এবং '(হে ভগবন্) বার্ধক্য ও মরণ সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয় বিকল হইবে। সেই সময়েও যেন সকল অবসাদনাশক তোমার গুণকৃত (লীলাকৃত) নাম উচ্চারণ করিতে পারি।'

এই পঞ্চম স্কন্ধের (তৃতীয়াধ্যায়স্থ) গদ্যে—'সময়েও' এই 'এও' শব্দের গ্রহণ হেতু প্রথম নাম গ্রহণেই (যে অজামিলের) সর্বপাপ ক্ষয় হইয়াছিল তাহা বলিয়া মরণ সময়ে যে নাম গ্রহণ, তাহার প্রশংসাই করা হইল। সেই (মরণ) সময়ে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা (শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছিলেন)—

"(হে যমদূতগণ!) এই (অজামিল ব্রাহ্মণকে) তোমরা লইয়া যাইতে পারিবে না। ইহার পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে, কারণ এ ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে শ্রীভগবান্ (নারায়ণের) নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছিল।" ১৬২॥

---

১ ভা. ৫. ৩. ১৪

ইত্যাদি। অশেষশব্দোঽত্র বাসনাপর্যন্তঃ। অঘশব্দশ্চাপরাধপর্যন্ত ইতি। অত্র মরণে সর্বেষাং দৈন্যাদয়োঽপি শ্রীভগবৎ কৃপাতিশয়দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৬॥২। শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্॥

[অধিকারিবিশেষেণ নামফলোদয়ঃ]

তদেবমধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎফলোদয়ো দ্রষ্টব্যঃ[1]। যথৈব পূর্বমুদাহৃতম্। যথা চ জাতরুচিং প্রাপ্য—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥১৬৩॥

[ভা. ১১. ৬. ২৮]

অত এবোক্তং—

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং না লোভো ন শুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম॥

ইতি ১১॥৬। শ্রীমদুদ্ধবঃ॥

সমুদায় শব্দে পাপবাসনা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। পাপ শব্দে অপরাধ পর্যন্তের গ্রহণ। এই মরণসময়ে শ্রীভগবানের কৃপাতিশয় আশ্রয় করিয়া সকলের যে দৈন্যের উদয় হয়— তাহাই দেখা যায়। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের (উক্তি)॥

[অধিকারিবিশেষে নামফলের উদয়]

অধীকারি বিশেষেই সেই সেই ফলের উদয় হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। জাতরুচি[2] ব্যক্তিতে যে প্রকার ফলের উদয় হয়—(তাহাই দেখাইতেছেন)—

"হে কৃষ্ণ, মানবগণের পরমমঙ্গল স্বরূপ, কর্ণের অমৃততুল্য যে তোমার লীলাচরিত তাহা আস্বাদন করিয়া লোকে অন্যকামনা পরিত্যাগ করে।" ১৬৩॥

অতএব কথিত হইয়াছে—

"হে পুরুষোত্তম! কৃতপুণ্য ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য ও অশুভমতি হয় না"।[3]

১ 'দৃষ্টঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ জাত হইয়াছে রুচি যাহার—তাহাকেই জাতরুচি বলে। এখানে রুচি শব্দের অর্থ—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্য এবং সুহৃদ্ভাবেরও অভিলাষ বুঝিতে হইবে।

৩ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষাদিরূপ রুচি যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের ক্রোধাদির সম্ভাবনা হয় না এবং স্ত্রী-পুত্রাদির অথবা মোক্ষ পর্যন্তেরও বাসনা হয় না। তাহাদের একমাত্র শ্রীভগবানের নামরূপ লীলাশ্রবণাদিতেই সর্বদা বাসনা থাকে

জাতপ্রেমাণং প্রাপ্য—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৬৪ ॥
[ভা. ১০. ১. ১১]

স্পষ্টম্। ১০॥১। শ্রীরাজা॥

[অনন্যাখ্যা ভক্তিঃ]

ব্যাখ্যাতে যথা কথঞ্চিদ্ভজন-সম্যগ্‌ভজনাবৃত্তী। তদেবং ভগবদর্পিত-ধর্মাদিসাধ্যত্বাত্তাং বিনান্যেষামকিঞ্চিৎকরত্বাত্তস্যাঃ স্বত এব সমর্থত্বাৎ স্বলেশেন স্বাভাসাদিনাপি পরমার্থপর্যন্ত-প্রাপকত্বাৎ সর্বেষাং বর্ণানাং নিত্যত্বাৎ সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং তৎসাম্মুখ্যমেবাত্রাভিধেয়ং বস্ত্বিতি স্থিতম্। ইয়মেব কেবলত্বাদনন্যতাখ্যা।

যাঁহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে (উক্ত হয়)—

"আপনার বদনচন্দ্র হইতে যে হরিকথা রূপ সুধা ক্ষরিত হইতেছে আমি তাহা পান করিতেছি। তাহাতে (যদিও আমি জলাহার ত্যাগ করিয়াছি তথাপি) ক্ষুধা আমাকে পীড়ন করিতে সমর্থ হইতেছে না।" ১৬৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে রাজার উক্তি ॥

[অনন্যাখ্যা ভক্তি]

শ্রীভগবানের ভজন ও সম্যক্ ভজনের আবৃত্তি (অভ্যাস) যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল। শ্রীভগবানে অর্পিত ধর্মাদিদ্বারা উহা সাধ্য বলিয়া এবং উহা (ভক্তি) ব্যতীত অন্য (জ্ঞান-যোগাদি) অকিঞ্চিৎকর বলিয়া স্বতই ভক্তির সামর্থ্য থাকায় স্বীয় কিঞ্চিৎ পরিমাণের দ্বারা এবং নিজ আভাসের দ্বারাও উহা যে পরমার্থ পর্যন্তের প্রাপক, এবং তদ্বশতঃ (ব্রাহ্মণাদি) সকল বর্ণের উহা নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ যে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য—তাহাই এখানে অভিধেয় বস্তু বলিয়া নিশ্চিত হইল।[২] ইহা অন্যনিরপেক্ষ বলিয়াই 'অনন্যাখ্যা'।

১ ভ. গী. ৯. ৩০

২ শ্রীভগবানে অর্পিত ধর্মাদি দ্বারা ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি ব্যতীত অন্য ধ্যানযোগাদি সাধন তুচ্ছ। ভক্তি অন্যকে অপেক্ষা করেনা, ভক্তিলেশের দ্বারা এবং ভক্তির আভাসের দ্বারাও পরমার্থ পর্যন্ত প্রাপ্তি হয় ও ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের ভক্তিই অনুষ্ঠেয়। অতএব উহা নিত্য। সম্যক্ ভক্তিই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য-বিধায়ক অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সম্মুখে যাওয়া যায় ও ভগবানের অনুভব হয়। সুতরাং ভক্তিই অভিধেয়।

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় হয়ত প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল॥ (চৈ. চ. মধ্য. ২২ প. ১৪-১৫)।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ [ভ. গী. ৯. ২২-২৩]

ইতি বাক্যদ্বয়েঽন্বয়ব্যতিরেকোক্ত্যা। অনন্যত্বং নাম হ্যন্যোপাসনা-রাহিত্যেন তদ্ভজনমুচ্যতে। ইত্থমেবাঙ্গীকৃতম্—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"[১] ইত্যাদৌ। তস্যাশ্চ মহাদুর্বোধত্বং মহাদুর্লভত্বঞ্চোক্তম্—

ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ [ভা. ৬. ৩. ১৯]

ইত্যাদৌ—"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ"[২] ইত্যাদৌ চ। তদেবং তস্যাঃ শ্রবণাদিরূপায়াঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ সর্ববিঘ্ননিবারণপূর্বকসাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেমফলদত্বে স্থিতে পরম-দুর্লভত্বে চ সত্যন্যকামনয়া চ নাভিধেয়ত্বম্। তথা চতুর্থে—

(গীতাতে বলিয়াছেন)—

'যে মনুষ্যগণ কামনাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, সেই মন্নিষ্ঠ পুরুষগণের আমি যোগক্ষেম বহন করি। (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ, প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম।) হে কুন্তীনন্দন! অন্যদেবতার ভক্তও যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ভজন করেন, তাঁহারাও অবিধিমতে আমাকেই ভজন করেন।' এই দুই বাক্যের অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ) উক্তি দ্বারা ভক্তির অনন্যতা সিদ্ধ হইল। অনন্যতা বলিতে অন্যের উপাসনারহিত যে শ্রীভগবানের উপাসনা তাহাই। এই প্রকারই স্বীকৃত হইয়াছে যে—'অত্যন্তদুরাচারী ব্যক্তিরও যদি অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, (তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে সাধুই মনে করিবে ইত্যাদি)'। ভক্তির দুর্বোধত্ব এবং মহাদুর্লভত্ব কথিত হইয়াছে, যথা—সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত যে ধর্ম তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, কি দেবগণ কেহই জানে না।' 'সেই প্রার্থিত মানবজন্ম লাভ করিয়া (হতভাগ্যেরা শ্রীভগবানের আরাধনা করেন),—এই প্রকারে শ্রবণাদিরূপ সাক্ষাৎ ভক্তি সর্ব

১ ভা. ৩. ১'. ২৩
২ ভা. ২. ৩. ১০

তং দুরারাধ্যমারাধ্যং সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥ [ভা. ৪. ২৪. ৫২]

ইতি। তন্মাত্রকামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চনত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্।

যত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥ [ভা. ৫. ৫. ২৫]

ইতি শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ। 'অকামঃ সর্বকামো বা' ইত্যাদেশ্চ। তথা ইয়মেবৈকান্তিতেত্যুচ্যতে—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ॥ [ভা. ৮. ৩. ২০]

ইতি গজেন্দ্রবাক্যাৎ।

বিঘ্ন নিবারণ পূর্বক সাক্ষাৎ ভগবানের ক্ষেমফলপ্রদ ও পরমদুর্লভ হইলেও অন্য-কামনার দ্বারা উহা অভিধেয় নয়।[৩] সেই প্রকার চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত হয়—

'দুর্লভ একান্ত ভক্তি দ্বারা সাধু পুরুষগণের দুরারাধ্য সেই শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্ম ভিন্ন বাহিরের স্বর্গাদিসুখ প্রার্থনা করিবে?' তন্মাত্র (ভগবন্মাত্র) কামনা থাকায় সেই ভক্তির অকিঞ্চনত্ব ও অকামত্ব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[৪]

---

৩ তাৎপর্য—দুর্লভভক্তি শ্রীভগবানের প্রেমফল দান করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভব নাশ পায়॥ [চৈ. চ, মধ্য, ১২২. ২৪]

কিন্তু অন্য কামনার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তাহা অভিধেয় অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রেম প্রাপ্তির সাধন হইবে না।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ [চৈ. চ, মধ্য, ১৯ ১৫০]

৪ তাৎপর্য—শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির যে কামনা তাহাকে কামনা বলা যাইতে পারেনা। যাহাতে বন্ধন হয়, যেমন স্বর্গাদি তাহাকেই কামনা বলে। তন্মাত্র কামনা বলিতে শ্রীভগবানের কামনাই ইহাতে আছে বুঝিতে হইবে—কিন্তু ইহা বন্ধন ফলক সাধারণ কামনা নহে।

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ॥ [ভা. ৭. ৯. ৫৪]

ইতি নারদবাক্যাচ্চ। অত এবোক্তং গারুড়ে—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥ [গ. পু. পূর্ব ২৩১. ১৪]

ইতি। এষৈবোপদিষ্টা শ্রীগীতোপনিষৎসু—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ [ভ. গী. ১১. ৪৪-৪৫]

এবিষয়ে শ্রীঋষভ দেবের বাক্যই প্রমাণ যথা—

'হে পুত্রগণ আমি অনন্ত ও পরাৎপর এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি। আমার নিকটে তাঁহাদের (ভক্তগণের) কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের রাজ্যাদি প্রার্থনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অকিঞ্চন বলিয়া তাঁহারা কেবল আমাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন।' এবং 'অকাম (একান্তভক্ত) ও সর্বকাম ব্যক্তি (দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে ভজন করেন)'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও ভক্তি যে কামনাশূন্য তাহা উক্ত হইল। এই নিষ্কামভক্তি ঐকান্তিকী নামে উক্ত হয়। শ্রীগজেন্দ্রের বাক্যেও উল্লেখ আছে—'যাঁহারা শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত ও শ্রীভগবৎপ্রপন্ন তাঁহারা কোন অর্থ বাঞ্ছা করেন না।' এবং শ্রীনারদের উক্তি যথা—

'যে সকল বরে লোকের লোভ জন্মে তাদৃশ বহু বহু বর দ্বারা শ্রীভগবান্ লোভ প্রদর্শন করিলেও অসুরোত্তম প্রহ্লাদ একান্তী (ভক্ত) বলিয়া তাহার কোনটীই লইতে ইচ্ছা করিলেন না।'

অতএব গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'একান্তভাবে সর্বদা বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া শ্রীভগবানে অর্পিতচিত্ত ব্যক্তিসকল একান্তী নামে অভিহিত হইয়াছেন।'

এই ঐকান্তিকী ভক্তি শ্রীগীতোপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—

'হে অর্জুন! যে অনন্যভক্তিযোগে আমার এই রূপ (বিশ্বরূপ) যথার্থভাবে দর্শন করে, সে আমাকে জানিতে ও লাভ করিতে পারে। হে পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি কেবল আমার নিমিত্তই কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত হইয়া সর্বপ্রাণীর সহিত শত্রুতা বর্জিত হন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

মৎকর্ম শ্রবণকীর্তনাদি। অহমেব পরমঃ সাধনত্বেন সাধ্যত্বেন চ যস্য। অত এব সাধনসাধ্যান্তরসঙ্গবিবর্জিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইমামেব ভক্তিমাহ—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ১৬৫ ॥

[ভা. ৭. ৭. ৪১]

যদপাশ্রয়া যদধীনাঃ। তং হরিমিত্যন্বয়ঃ। অনীহয়া কামনাত্যাগেন। অনীহং তথৈব কামনাশূন্যম্। 'ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহেহা-তৃড়্'[১] ইত্যমরঃ। ৭॥৭। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুর-বালকান্ ॥

[কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োর্নিষ্কামত্বম্]

তথৈবোভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ[২] স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥
অহন্ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ১৬৬ ॥

[ভা. ৭. ১০. ৫—৬]

স্পষ্টম্। ৭ ॥ ১০। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥

এস্থানে 'আমার কর্ম' বলিতে শ্রবণকীর্তনাদি বুঝিতে হইবে। 'মৎপরায়ণ' অর্থে আমিই যাহার সাধ্যও সাধনরূপে পরম ফল সেই ব্যক্তি। অতএব সে যে অন্য সাধন ও সাধ্যের সঙ্গ-বিবর্জিত—এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই ঐকান্তিকী ভক্তির বিষয় বলিতেছেন—

"অতএব অর্থ, কাম ও ধর্ম যাঁহার অধীন, সেই ঈহাশূন্য, আত্মা, ঈশ্বর হরিকে তোমরা নিষ্কাম হইয়া ভজন কর"। ১৬৫ ॥

'যদপাশ্রয়' বলিতে যাঁহার অধীন সেই হরিকে—এই প্রকার অন্বয় করিতে হইবে। নিষ্কাম অর্থে কামনাত্যাগ করিয়া, 'ঈহাশূন্য অর্থে কামনাশূন্য। 'ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্' ইত্যাদি অমরকোষে এক পর্যায় শব্দ বলিয়া কথিত আছে। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের (উক্তি) ॥

[কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের কামনাশূন্যতা]

সেই প্রকার উভয়ের (শ্রীকৃষ্ণের ও ভক্তের) কামনাশূন্যত্ব বিষয়ে স্বয়ং বলিয়াছেন—

---

১ অ. কো. স্বর্গ. ২. ২.

২ 'ভৃত্যতঃ' হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ

এবমেবাহ—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১৬৭ ॥

ভা.৭. ৯. ১০

অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং জনাৎ নিজভক্তাম্ন বৃণীতে নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজস্য ভক্তস্যৈব লাভেন পূর্ণঃ পরমসন্তুষ্টঃ। হেত্বন্তরং—করুণঃ পূজার্থং তৎপ্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ। কথম্ভূতাজ্জনাদবিদুষঃ, পিতুরগ্রে বালকবৎ তস্যাগ্রে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ। এষা স্বস্য

"স্বামীর নিকট নিজের অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি কামনায় যে প্রভুসেবা করে, সে ভৃত্য নহে, এবং যিনি নিজের প্রভুত্ব ইচ্ছায় ভৃত্যকে মঙ্গল বিতরণ করেন তিনিও প্রভু নহেন। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও আমার অভিসন্ধিশূন্য স্বামী, অতএব রাজা ও সেবকের ন্যায় অভিসন্ধিতে আমার প্রয়োজননাই।" ১৬৬ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের (উক্তি) ॥

এই প্রকারই বলিয়াছেন—

"এই প্রভু শ্রীভগবান্ সর্বদা নিজলাভে পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিজের নিমিত্ত অবিদ্বান্ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করেন না, তবে কৃপালু বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থেই পূজা স্বীকার করেন। যেমন নিজের মুখে রচিত তিলকাদি প্রতিবিম্বের শোভার জন্য, তদ্রূপ শ্রীভগবৎ পূজায় শোভা হয়[১]।" ১৬৭ ॥

এই প্রভু নিজভক্তজন হইতে নিজের পূজা বরণ করেন না অর্থাৎ ইচ্ছা করেন না। তাহার হেতু এই যে তিনি নিজের অর্থাৎ ভক্তেরই লাভে পূর্ণ, অর্থাৎ পরম সন্তুষ্ট। অন্য কারণ এই যে পূজার নিমিত্ত ভক্তের যে প্রয়াসাদি, তাহা দেখিয়া তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। তবে তিনি কি প্রকার জন হইতে পূজা গ্রহণ করেন? না, অজ্ঞজন হইতে—পিতার নিকটে বালকের ন্যায়, শ্রীভগবানের নিকটে (তাহারা অবোধ কিছুই জানে না—এমন ব্যক্তি হইতে (পূজা গ্রহণ করেন)। সেই জনগণের সহিত একবর্গতানিবন্ধন ('অজ্ঞ' এই) দৈন্যপূর্ণ উক্তি। অথবা

১ তাৎপর্য্য–শ্রীভগবান্ সর্বার্থপরিপূর্ণ। তাঁহার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ধনাদি দ্বারা লোকে যে তাঁহার পূজা করে, তাহা তিনি কৃপা করিয়াই গ্রহণ করেন। যেমন নিজ মুখে রচিত তিলকাদির শোভা প্রতিবিম্বের শোভার কারণ হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের পূজা পূজকের আত্মসুখের বিষয় হয়।

জনৈকবর্গত্বেন দৈন্যোক্তিঃ, যদ্বা তদাবেশেনান্যৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র পক্ষেঽপি তচ্চ তস্য কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং জনস্তস্য পুজাং[১] ন কুরুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদিতি। স চ জনো যং যং মানং ভগবতে বিদধীত সম্পাদয়তি স সর্বোঽপ্যাত্মার্থমেব। তৎসম্ভাবনামাত্রেণৈব স্বসম্মাননাভিমননাৎ সুখং মন্যমানস্তম্মানং করোত্যেবেত্যর্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ, তদেকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা মুখে যা শোভা ক্রিয়তে তন্মাত্রমেব প্রতিমুখস্য শোভৈব ভবতি নান্যদিতি। ৭ ॥ ৯। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥

অত এবাহ—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতাণি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ১৬৮ ॥

[ভা. ৭. ৭. ৪১—৪৪]

অমলয়া নিষ্কাময়া, বিড়ম্বনং নটনমাত্রম্। অতঃ সকামভক্তস্যাপি ভক্তের্নটনমাত্রত্বাৎ। যথা পরেষামপি নটানাং ক্বচিত্তদনুকরণং তথৈবেতি। তত্র সকামত্বমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চেতি দ্বিবিধং তৎ সর্বমেব নিষিধ্যতে। শ্রীনাগপত্নীবচনাদৌ—"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈবস্বতমনুপুত্রস্য পৃষধ্রস্য তু মুমুক্ষোরপি একান্তিত্বব্যপদেশো গৌণ এব বোদ্ধব্যঃ।

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ [ভা. ৭. ১০. ২]

ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে মুমুক্ষা তু কামত্যাগেচ্ছৈব।

শ্রীভগবানের আবেশে যে ব্যক্তি অন্য কিছুই জানে না—সে অজ্ঞ ইহাই অর্থ। উভয় পক্ষের ব্যাখ্যায় শ্রীভগবানের করুণাই হেতু।[২] যদি ভগবান্ পূজা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে মানুষ তাহার পূজা কেন করিবে—এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন—সেই ব্যক্তি ভগবানের যে যে পূজা বিধান করে অর্থাৎ সম্পাদন করে, সে সমস্তই তাহার নিজের জন্য। শ্রীভগবানের পূজা মাত্রে নিজেরই সম্মান, শ্রীভগবানই জীবের জীবন, অতএব তাঁহার সম্মানে নিজেরই সম্মান হয়। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত

১ 'মানং' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ অর্থাৎ কৃপা করিয়াই শ্রীভগবান্ সেই অজ্ঞ অথবা ভক্তের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন।

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ [ভা. ৭. ১০. ৭]

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, "ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ" [ভা. ৭. ১০. ১] ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্বরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থকমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপ্যেকান্ত-ভক্তিভাবেনেত্যুক্তমস্তি। তত্র চৈহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা

দেখাইতেছেন—যেমন নিজমুখে যে যে শোভা (তিলকাদি) করে, তাহা প্রতিবিম্বের শোভার নিমিত্তই হয়, অন্য কিছুর জন্য হয় না ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের (উক্তি)॥

অতএব (শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন)—

"হে অসুরনন্দনগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সচ্চরিত্রতা, বহুজ্ঞতা, জ্ঞান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, এবং ব্রত—কিছুই মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে। অমল ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল বিড়ম্বনমাত্র।" ১৬৮॥

অমল বলিতে নিষ্কাম ভক্তি, বিড়ম্বন অর্থে অনুকরণমাত্র। অতএব সকাম ভক্তেরও স্বার্থসাধনের তৎপরতাবশতঃ ভক্তির অভিনয় মাত্রই হয়। কারণ সে ভক্তির মাত্র অনুকরণই ত' করিয়া থাকে। অন্য নটের অনুকরণ লোকে কোন কোন স্থলে করে—তদ্রূপ (সে অনুকরণ করে)[৩]। সেই কামনা ঐহিক ও পারলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ, কিন্তু (ভক্তিতে) কামনা মাত্রেই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে (ভগবান্ শ্রীনন্দদুলালের প্রতি) শ্রীনাগপত্নীগণের উক্তি যথা—'(যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণরজঃপ্রাপ্ত হন) ব্রহ্মপদ ও মহেন্দ্র স্থান প্রভৃতিও তাঁহারা বাঞ্ছা করেন না।' অতএব বৈবস্বত মনুর পুত্র মুক্তিকামী পৃষধ্রকে যে একান্তী বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহা গৌণই বুঝিতে হইবে।[৪]

১ ভা. ১০. ১৬ ৩৭

২ 'যদি দাস্যসি মে কামান্'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

৩ তাৎপর্য—যাহারা নাট্যাভিনয় করে, তাহারা নটের অনুকরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে দশরথনন্দন নয় তথাপি রামচন্দ্রের অনুকরণ করিতেছে। তদ্রূপ যাঁহারা সকামভক্ত, তাঁহারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির অনুকরণ করেন মাত্র, প্রকৃত পক্ষে নিষ্কামভক্তির অধিকারী নন। ইহাতে সকামভক্তি যে বিড়ম্বনা মাত্র—ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

৪ তাৎপর্য—মুখ্যরূপে তিনি একান্ত ভক্ত নন, কিন্তু গৌণরূপে। গুণ লইয়া যাহা প্রতিপাদন করা হয় তাহার নাম গৌণ। যেমন "সিংহো মানবকঃ"—'ব্রাহ্মণবালক সিংহ' এ কথা বলিলে সে বালক বস্তুতঃ সিংহের মত বনে বাস করে না, কিন্তু সিংহের শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি যে গুণ—তাহা তাহাতে আছে ইহাই বুঝায়। সুতরাং শৌর্য্যবীর্য্য রূপ গুণাংশ লইয়া বালককে যেমন সিংহ বলা হয়, তদ্রূপ একান্তী ভক্তের অন্য বাসনা নাই, মুমুক্ষু পুরুষেরও অন্য কামনা থাকে না, এই কামনা-ত্যাগরূপ গুণাংশ লইয়াই মুমুক্ষুকে একান্তী ভক্ত বলা হইয়াছে, মুখ্যরূপে নয়—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। মুক্তি-ভুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" (চৈ. চ. মধ্য, ১৯. ১৭২।)

জীবিকাপ্যুপার্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। 'বিষ্ণুং যো নোপজীবতি' ইতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তলক্ষণাৎ।

মৌনব্রত-শ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যা রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বা বত দাম্ভিকানাম্॥ [ভা. ৭. ৯. ৪৬]

'হে ভগবন্! আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত, অতএব এই সকল বর দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবেন না। আমি কাম সঙ্গ হইতে ভীত হইয়া মুক্তি-বাসনায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।'

এই পদ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ যে মুমুক্ষু ছিলেন তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এখানে প্রহ্লাদের যে মোক্ষের ইচ্ছা তাহা কামত্যাগ ইচ্ছাতেই জানিতে হইবে; কেন না, ইহার পরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিবেন—

'হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমাকে নিতান্তই অভিলষিত বর দান করেন, তবে আমার হৃদয়-মধ্যে যেন অভিলাষ অঙ্কুরিত না হয়—এই বর আপনার নিকট যাচ্ঞা করি।'

ইহার পূর্বেও শ্রীদেবর্ষিনারদের (ভক্তিযোগের) অন্তরায় বিবেচনা করিয়া বালক প্রহ্লাদ (বর গ্রহণের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন)। এই প্রকার শ্রীঅম্বরীষ রাজার লোক সংগ্রহের নিমিত্তই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। শ্রীঅম্বরীষ রাজাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ একান্ত-ভক্তিভাবে প্রীত। পুরাণে ইহা বলিয়াছেন। ঐহিক নিষ্কামত্ব বলিতে ভক্তির দ্বারা জীবিকার[২] উপার্জনের যে অভাব তাহাই বুঝিতে হইবে। 'বিষ্ণুকে যে উপজীবিকা করে না'—ইহা গরুড় পুরাণে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। (অাৎ) 'শ্রীভগবৎ প্রতিমাদি যাঁহারা উপজীবিকারূপে সেবা করেন তাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত নহেন।' (শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের প্রতি) শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য—

'হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, অধ্যয়ন স্বকর্মব্যাখ্যা, নির্জনে বাস, জপ এবং সমাধি—এই যে দশটী মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে—এই সকল প্রায় অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের জীবনোপায় হইয়া থাকে, কিন্তু দাম্ভিক লোক সকলের পক্ষে ঐ সকল মৌনাদি কখন জীবনোপায় হয়, কখন নাও হয়।'

মৌনাদিই অজিতেন্দ্রিয়গণের বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় হয়। দম্ভের ফল অনিশ্চিত, অতএব দাম্ভিকগণের জীবনোপায় কখন হয়, কখন নাও হয়। অতএব দিতির প্রতি শ্রীইন্দ্রের বাক্য—

১ ভা. ৭. ৭. ৫১

২ তাৎপর্য—ভক্তির অনুষ্ঠানে আমার জীবিকা সুন্দররূপে চলিবে-এই বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা নিষ্কাম ভক্তি নয়।

ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্তা জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানান্তু বার্তা অপি ভবন্তি ন বা দম্ভস্যানিয়তফলত্বাদিত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্—

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥ [ভা. ৬. ১৮. ৭২]

ইতি।

পরং মোক্ষমপীতি টীকা চ।

তস্মাৎ সাধূক্তং 'নালং দ্বিজত্বম্'[১] ইত্যাদি। ৭॥৭ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥

[অকিঞ্চনভক্তেঃ সর্বশাস্ত্রসারত্বম্]

ততোঽস্যা এব ভক্তেঃ সর্বশাস্ত্রসারত্বমাহ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৬৯॥
[ভা. ৭. ৫. ১৮]

শ্রবণকীর্তনে তদীয়নামাদীনাং স্মরণঞ্চ। পাদসেবনং পরিচর্যা। অর্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানম্। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়-হিতাশংসনম্। আত্মনিবেদনং গবাশ্বাদিস্থানীয়স্য স্বদেহাদিসংঘাতস্য তদেকভজনার্থং

'যে সকল ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া যে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে যত্ন করেন, এবং সেই আরাধনা দ্বারা মোক্ষ পর্যন্তও অভিলাষ করেন না তাঁহারা স্বার্থকুশল বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।'

টীকাতেও 'পর' শব্দে মোক্ষই অর্থ।

অতএব দ্বিজত্ব প্রভৃতি যে শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হয় নাই ইহা উৎকৃষ্টই বলা হইয়াছে॥ ইতি ৭ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে অসুর-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি॥

[অকিঞ্চনা ভক্তি সর্বশাস্ত্রের সার]

সেই হেতু এই অকিঞ্চনা ভক্তিই যে সমস্ত শাস্ত্রের সার তাহা বলিতেছেন—

"শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি যদি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্বক কেহ অনুষ্ঠান করেন, আমার মনে হয় তাঁহার অধ্যয়ন উত্তম।" ১৬৯॥

বিক্রয়স্থানীয়ং—তস্মিন্নর্পণং, যত্র তদ্ভরণপালনচিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে। উদাহৃতানি চৈতানি প্রাচীনৈঃ—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে পদাব্জভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ।
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥ [পদ্যাবলী, ৫২অ°]

ইতি নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা। অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ম্। তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্মার্থাদিষ্বর্পিতা—এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থম্। তথা চ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ—

পাদসেবন অর্থে পরিচর্যা। অর্চন অর্থে বিধি অনুসারে পূজা, বন্দন অর্থে প্রণাম। দাস্য অর্থে—তাঁহার আমি দাস এই প্রকার অভিমান। সখ্য অর্থে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকথন।[১] আত্মনিবেদন অর্থে—গবাশ্বাদিব বিক্রেতার নিকটে সমর্পনের ন্যায় নিজ দেহের একমাত্র ভজনের নিমিত্ত সমর্পণ—এবং উহাতে নিজের ভরণ বা পালনের চিন্তা থাকে না।[২]

এবিষয়ে প্রাচীনগণ কর্তৃক এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

'শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ' কীর্তনে শুক, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, অর্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন, এবং আত্মনিবেদনে বলিরাজার নিষ্ঠা হওয়ায় পরম শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।'

১ শ্রীভগবানে বন্ধুভাব বলিতে বন্ধুতে যেমন মিত্র জ্ঞান এবং বিশ্বাস সেইরূপ শ্রীভগবানে সখ্যভাব—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কেননা শ্রুতি বলেন 'নাদেবো দেবমর্চয়েৎ।' অর্থাৎ 'দেবতা না হইয়া দেবতাকে অর্চনা করিবে না'—ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের সখাভিমান দোষাবহ নয়। অগস্ত্যসংহিতাতে কথিত আছে—"পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥" অর্থাৎ পরিচর্য্যারত কেহ কেহ শ্রীভগবানকে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে ও মনুষ্যের ন্যায় তাহাকে দেখিতে গিয়া তাহার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন।

২ কোনও ব্যক্তি যদি গো অথবা অশ্বাদি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই বিক্রেতা উহাদের আহারের নিমিত্ত চিন্তা করেন না। তখন যে ক্রেতা হয়—সেই তাহাদের আহারের চিন্তা করে। কার্য করিতেও উহারা ক্রেতারই কার্য করে। তদ্রূপ শ্রীভগবানে দেহাদি অর্পণ করিলে এই দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের আর কোন চিন্তা থাকে না, ও দেহাদি তাহারই কার্য্য করিবে। কেহ কেহ 'আত্মনিবেদন অর্থে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞার্পণ অর্থাৎ শুদ্ধজীবার্পণই বলিয়া থাকেন।

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্। [গো. তা. পূর্ব, ১৫]

ইতি। অতএব নবলক্ষণেতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চাস্যা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্। ৭।৫। শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্বোর্ধ্বভূমিকাবস্থিতিঃ[1]। অধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যস্য পরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং

এই নয়টি লক্ষণ যাহার সাক্ষাৎরূপে শ্রীভগবানে প্রযোজিত হয়, কিন্তু কর্মাদি অর্পণরূপ পারম্পরিকভাবে[2] নহে, তাহার ভক্তিকে তদ্বিষয়ক বলা যায়। এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত ভক্তির কথাই বলিতেছেন, কিন্তু ধর্মার্থাদির নিমিত্ত যে-ভক্তি অর্পিত তাহার সম্বন্ধে নহে। অধ্যয়ন সম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রকার অনুষ্ঠান করিলে তাহারই অধ্যয়ন উত্তম বলিয়া বিবেচনা করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—

'ইহাঁর (শ্রীভগবানের) ভজনই ভক্তি; ঐহিক এবং পারলৌকিক বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীভগবানে মনঃ কল্পনারূপ ভজনই নৈষ্কর্ম্য।'

এক অঙ্গের দ্বারা সাধ্য (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির) অব্যভিচার শ্রবণহেতু (এখানে) নয়টী লক্ষণের সমুচ্চয়ের প্রয়োজন নাই।[3] কোনস্থানে অন্যাঙ্গের যে-মিশ্রণ—তাহা ভিন্ন প্রকার শ্রদ্ধারুচির হেতু বুঝিতে হইবে[4]। অতএব নবলক্ষণ শব্দের দ্বারা ভক্তিসামান্যের উল্লেখে তন্মাত্রের (অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদির) অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে—ইহাই জানিতে হইবে। অন্যান্য অঙ্গও এই নবলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নিজপিতার প্রতি প্রহ্লাদের (উক্তি)॥

অনন্তর অকিঞ্চনাখ্য ভক্তি যে সকলের উর্দ্ধ স্থানে অবস্থিত তাহা, এবং অধিকারিবিশেষের নিষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত অন্য প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিতেছেন। পরতত্ত্বের বৈমুখ্যপরিহারের নিমিত্ত

---

১ 'সর্বোপরিভূমিকাবস্থিতিঃ' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া কার্যের ফল ভগবানে অর্পিত হইল, অতএব তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—এই প্রকার পারম্পরিক ভক্তির কথা এখানে বলা হইতেছে না।

৩ শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ নববিধ ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইবে, এ প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, কারণ এই নববিধ ভক্তির যে কোন একটাতে নিষ্ঠা হইলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য। উল্লেখ আছে—

'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥' [চৈ. চ. মধ্য ২২ ৭৬-৭৭]

৪ অর্থাৎ এই নবলক্ষণ ভক্তির অঙ্গের সহিত অন্য জ্ঞানকর্মাদি যে মিশ্রিতভাবে আছে, সেগুলি সাধকের বিভিন্নপ্রকার রুচি হেতু বুঝিতে হইবে।

কর্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা—নির্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপম্। সবিশেষরূপস্য চ তদীয়-ভগবদাখ্যাবির্ভাবস্য[১] ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্। তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্ত্রয়ং পুরুষযোগ্যতা-ভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকে[২] জ্ঞান-কর্ম-ভক্তীনামেবোপায়ত্বং নান্যেষামিত্যনুবদতি—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৭০ ॥
[ভা. ১১. ২০. ৬]

যোগা উপায়াঃ। ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গপ্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্।

যে কোন প্রকার সাম্মুখ্যমাত্রই কর্তব্যরূপে পাওয়া যাইতেছে। সেই সাম্মুখ্য ত্রিবিধ—নির্বিশেষরূপ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম নামক আবির্ভাবে জ্ঞানরূপ, এবং সবিশেষরূপ ভগবদাবির্ভাবে[৩] ভক্তিরূপ সাম্মুখ্য (জ্ঞান ও ভক্তি)—এই উভয়ের (জ্ঞানও ভক্তির) দ্বারা যাহা কর্মার্পণরূপ—তাহা তৃতীয় সাম্মুখ্য। (জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মার্পণরূপ) এই ত্রিবিধ সাম্মুখ্য মানুষের যোগ্যতাভেদে ব্যবস্থাপন করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিই যে উপায় এবং অন্য নহে, জগতের উদ্দেশ্যে তাহাই বলিয়াছেন—

"মনুষ্যগণের মঙ্গলসাধনের ইচ্ছায়, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ এই তিন প্রকার উপায় আমি বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন কল্যাণসাধনের আর কোন উপায় কোথাও নাই।"১৭০

যোগ অর্থে উপায়। 'আমি' বলিতে যে-আমি শাস্ত্রযোনি, মঙ্গল অর্থে মোক্ষ এবং ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) ও প্রেম। ইহা দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পৃথক্ নির্দেশ হেতু) ভক্তির কর্মত্ব পরিত্যাগ হইল।[৪]

১ 'দাত্মাখ্যাবির্ভাবস্য'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ 'লোকসামান্যতঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে।

৩ তাৎপর্য—জ্ঞানে শ্রীভগবানের রূপগুণাদিবিশিষ্ট স্বয়ংরূপের অনুভূতি হয় না, জ্ঞানরূপ সত্তাই অনুভূত হয়। কিন্তু ভক্তিতে স্বরূপ-গুণবিশিষ্ট শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ অনুভব হয়। যথা—

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাহার বিশেষ। [চৈ, চ, আদি, ২. পরি]।

৪ তাৎপর্য্য—কর্ম হইতে ভক্তি পৃথক্। জ্ঞানে মুক্তি, কর্মে ধর্ম অর্থে কাম ও ভক্তিতে প্রেম লাভ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির প্রাপ্য পৃথক্, সুতরাং কর্মাদি হইতে ভক্তি পৃথক্।

[জ্ঞানকর্মভক্তিযোগানামধিকারিণঃ]

তেম্বধিকারিহেতূনাহ দ্বাভ্যাং—

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেম্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ১৭১ ॥
[ভা. ১২.২০. ৭-৮]

ইহ এষাং মধ্যে নির্বিণ্ণানামৈহিক-পারলৌকি-বিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তানামত এব তৎসাধনভূতেষ লৌকিকবৈদিক-কর্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত-মুমুক্ষূণামত্যভিপ্রেতম্। এষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেষু রাগিণামত এব তেষু কর্মসু অনির্বিণ্ণচিত্তানাং তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং কর্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ।

[জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিযোগের অধিকারী নির্ণয়]

(শ্রীভাগবতের) দুই শ্লোকে (শ্রীভগবান্) সেই (জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের) অধিকারীর হেতু নির্দেশ করিয়াছেন ; যথা—

"দুঃখবোধ করিয়া সংসারে কর্মফলসমূহে যাহারা বিরক্ত তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, এবং সেই কর্মসকলে (ও ফলবিষয়ে) যাহারা অবিরক্ত ও আসক্ত তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর যে-পুরুষের আমার কথাদিতে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ও যিনি কর্মফলে বিরক্ত ও অত্যন্ত আসক্ত নহেন—তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করে।" ১৭১ ॥

এখানে—ইহাদের (জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি যোগের) মধ্যে বিরাগযুক্ত বলিতে ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠা ও সুখ বিষয়ে যাহারা বৈরাগ্যাশ্রিত, অতএব সেই ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির সাধন যে লৌকিক ও বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম—তাহা যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন (তাঁহাদের জ্ঞানযোগ সিদ্ধি দান করে)। (বিরক্ত ও কর্মত্যাগী) এই দুই পদে মুমুক্ষু ব্যক্তিই অভিপ্রেত। তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ যে সিদ্ধি দান করে ইহা—পরের শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ হইবে। কামনাপর বলিতে কর্মফলাদি সুখ সকলে যাহারা আসক্ত অর্থাৎ যাহারা তদুপায়ভূত কর্মে অবিরক্ত-চিত্ত অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ,—সেই ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধি-সম্পাদক অর্থাৎ সেই-সঙ্কল্পানুরূপ ফলপ্রদায়ী।

অথ "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তিচ দেবমায়াম্"[১] ইত্যাদৌ 'তির্যগ্জনা অপি' ইত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্মাদিবৎ জাত্যাদিকৃত-নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন। যদুক্তং—'শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য'[২] ইত্যাদি। তদেতৎ পদ্যং স্বয়মেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে দ্বাভ্যাং—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন ॥ ১৭২ ॥

[ভা. ১১. ২০. ২৭—২৮]

ভক্তির অধিকার বিষয়ে কিন্তু কর্মাদির ন্যায় (ব্রাহ্মণাদি) জাতি প্রভৃতির নিয়ম নাই—কারণ '(পাপজীবী অসভ্য জাতি এবং তির্যগ্যোনি প্রভৃতিও) দেবমায়া বুঝিতে ও তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে' এই বচনে 'তির্যগ্যোনিও' এই উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধাই ভক্তির একমাত্র কারণ—তাহাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'যদৃচ্ছাক্রমে' ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন পরমস্বতন্ত্র যে ভগবান তাহার ভক্তের সঙ্গ এবং তজ্জন্য তাঁহার কৃপা হইতে জাত মঙ্গলের উদয় দ্বারা (শ্রীভগবৎকথাদিতে রুচি হয়)।' উক্ত হইয়াছে—'মহৎ কৃপাতে) শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তির (শ্রীভাগবত কথাতে) শ্রবণেচ্ছা হয়।'[৩] এই 'যদৃচ্ছাক্রমে' ইত্যাদি পদ্য স্বয়ং শ্রীভগবান পরে দুই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিলেন, যথা—

"আমার কথাতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং সর্বকর্মে যিনি বিরক্ত, ও যিনি জানিয়া শুনিয়াও দুঃখাত্মক কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি সেই সকল কামনা উপভোগ করিয়াও পরিণামে উহা দুঃখজনক বলিয়া তৎসমুদায়ের নিন্দা করিয়া প্রীত মনে দৃঢ়নিশ্চয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে ভজন করিবেন[৪]।" ১৭২ ॥

---

১ ভা. ২. ৫. ৪৫

২ ভা. ১. ২. ১৬

৩ মহৎগণের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবৎ কথাদিতে শ্রদ্ধারূপ ভক্তির উদয় হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়—

মহৎ কৃপা বিনে কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার না হয় ক্ষয়। [চৈ. চ. মধ্য ২২. ৩২]

৪ শ্রীভগবৎকথা ও কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা হইলেই যে সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে—এ প্রকার হইতে পারে না। যদিও শ্রীভগবৎকথা ও কীর্তনাদিতে আসক্ত ব্যক্তিরও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কামনা ভোগ দেখা যায়, তথাপি তাহা আসক্তি-মূলক নয়। তাহার প্রকৃত আসক্তি শ্রীভগবৎকথা-কীর্তনাদিতেই থাকে। গৃহাসক্তি থাকুক বা নাই থাকুক—ইহাতে তাহার কোন প্রকার চিন্তা থাকে না, বরং উহা যে দুঃখাত্মক—তাহাই তাহার অন্তঃকরণে জাগে।

কথেত্যুপলক্ষণং মৎকথাদিষু। এতদেব কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ। অত এবান্যেষু কর্মসু উদ্বিগ্নঃ কিন্তু বর্তমানেষু প্রাচীনপুণ্য-কর্মফলভাগেষু এবম্ভূত ইত্যাহ বেদেতি। ততস্তান্ বেদেত্যাদিব্যাখ্যা—তান্ ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্ত ইত্যেবংলক্ষণামবস্থাং আরভ্যৈবেত্যর্থঃ। মাং ভজেত মদীয়ানন্যাখ্য-ভক্ত্যধিকারী স্যাৎ, ন তু জ্ঞানবজ্জাতে সম্যগ্বৈরাগ্য এব, তস্যাঃ স্বতঃ শক্তিমত্ত্বেনান্যনিরপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে—

> তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
> ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ [ভা. ১১. ২০. ৩১]
> যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। [ভা. ১১. ২০. ৩২]

ইত্যাদি। ন চ কর্মনির্বেদ-সাপেক্ষত্বমাপতিতম্। স তু ভক্তেঃ সর্বোত্তমত্ববিশ্বাসেন স্বত এব প্রবর্ততে। নির্বিণ্ণ ইত্যনুবাদমাত্রম্। অত এব যদ্যপি জ্ঞানকর্মণোরপি শ্রদ্ধাপেক্ষাস্ত্যেব

'কথা' এই পদটী উপলক্ষণ, অর্থাৎ আমার (শ্রীভগবানের) সকল কথাদি বিষয়ে (ইহাতে কীর্তনাদিও গৃহীত হইল)। ইহাই (শ্রীভগবদ্ভজনই) পরম মঙ্গল-স্বরূপ—এই বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, অতএব অন্য বর্তমান কার্যসকলে সে বিরক্ত। কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মের) পুণ্যকর্মফল ভোগ যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাতে এই প্রকার (বিরক্ত) হইলেও 'কামনা যে দুঃখাত্মক তাহা জানিয়াও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না'—এই বাক্য দ্বারা সে যে কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেনা তাহাই দেখাইলেন। অপর 'তাহাকে জানিতে পার' ইত্যাদি (শ্রীস্বামিপাদের) ব্যাখ্যা। যে বিরক্ত নয় ও অত্যাসক্ত নয় (সেই ব্যক্তি ভক্তিযোগের অধিকারী)—এই প্রকার অবস্থার উল্লেখ আছে। আমাকে ভজন করে অর্থাৎ আমার অনন্যভক্তির সে অধিকারী হয়, কিন্তু সম্যক্ বৈরাগ্য হইলে তবে যেরূপ (লোকে) জ্ঞানের অধিকারী হয়—সেরূপ নহে।[১] কারণ ভক্তি অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতই শক্তিমতী। তাই ইহার পর শ্রীভগবান বলিলেন—

'অতএব আমাতে যাহার মন সমর্পিত সেই ভক্তিযুক্ত যোগিগণের ইহলোকে (কর্মভোগ ত' দূরের কথা), জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলকর হয় না।' (আরও উক্ত হয়)—'কর্ম, তপস্যা ও জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, (তৎসকলই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লাভ করে।'

ইহা দ্বারা ভক্তি যে কর্মবৈরাগ্যের অপেক্ষা করে এরূপ বুঝিবে না। কারণ ভক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই বিশ্বাসে কর্মবিষয়ে বৈরাগ্য স্বতই সিদ্ধ হইবে। অতএব সমস্ত কর্মে যে বৈরাগ্য উদয়ের কথা বলা হইয়াছে—ইহা অনুকথনমাত্র। যদিও জ্ঞান ও কর্ম শ্রদ্ধাকে অপেক্ষা করে,

১ তাৎপর্য্য - যে ব্যক্তি গৃহাদিতে বিরক্ত নয় এবং অত্যন্ত আসক্তও নয়, সেই ভক্তিযোগের অধিকারী—এই কথাতে বুঝিতে হইবে যে সেই প্রকার অবস্থা হইতেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠেয়। সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য জন্মিলে জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে হয়, কিন্তু ভক্তিমার্গে সেরূপ নহে।

তাং বিনা বহিরন্তঃ সম্যক্‌প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তথাপ্যত্র শ্রদ্ধামাত্রস্য কারণত্বেন বিশেষতস্তদঙ্গীকারঃ। অত্রাপি চ তদপেক্ষা পূর্ববৎ সম্যক্‌প্রবৃত্ত্যর্থৈব, তাং বিনা অনন্যতাখ্যভক্তিস্তথা ন প্রবর্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যা চ নশ্যতীতি। অত এব "ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"[১] ইত্যস্যানন্তরমপি "মৎকথাশ্রবণাদেব"[২] ইত্যত্র শ্রদ্ধায়াং জাতায়ামেব কর্মপরিত্যাগো বিহিতঃ। ভক্তিমাত্রস্তু তাং বিনা সিধ্যতি।

সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

যেহেতু শ্রদ্ধা ব্যতীত বাহিরে এবং অন্তরে সম্যক্ প্রকারে প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না, তথাপি ভক্তিযোগে বিশেষরূপে শ্রদ্ধামাত্রেরই কারণরূপে অঙ্গীকার।[৩] অনন্যভক্তিও সম্যক্ প্রবৃত্তির নিমিত্ত পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যাখ্য ভক্তি সেরূপ প্রবর্তিত হয় না এবং কোন সময় কিঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হইলেও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যিনি 'বিরক্ত ও অত্যাসক্ত নন্ (তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী)'—এই শ্লোকের পর (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—'যাবৎ আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না হয় (তাবৎ কর্ম করিবে'—এখানে শ্রদ্ধা হইলে কর্মপরিত্যাগের বিধান রহিয়াছে)—কিন্তু যাহা ভক্তিমাত্র তাহা শ্রদ্ধা ব্যতীতও সিদ্ধ হয়।

'শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধা সহকারে বা অবহেলাক্রমেও যদি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ওই নাম নরমাত্রকে অবিশেষে উদ্ধার করিয়া থাকে।'

'সাধু-সমাগমে হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিকর আমার বীর্যপ্রকাশক কথা উচ্চারিত হয়। তৎসেবনে অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ আমাতে (হরিতে) শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে।'—ইত্যাদিস্থলে শ্রদ্ধার পূর্বেও ভক্তির ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে।[৪]

১ ভা. ১১ ২০ ৮

২ ভা ১১. ২৪ ৯

৩ তাৎপর্য্য—শ্রদ্ধা না থাকিলে অন্তঃকরণে জ্ঞানবিষয়ের ভাবনা এবং বাহিরে কর্মবিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু জ্ঞানযোগে কেবল শ্রদ্ধা কারণ নহে, বৈরাগ্যই প্রধানরূপে কারণ। এবং কর্মযোগেও যে কেবল শ্রদ্ধাই কারণ, তাহা উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণাদির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ভক্তিযোগে একমাত্র শ্রদ্ধাই কারণরূপে নির্দিষ্ট—উহাতে জাত্যাদির অপেক্ষা নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়। [চৈ. চ. মধ্য ২২ পরি. ৩১]

৪ সাধুগণের সঙ্গে ভগবৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, রতি, ও ভক্তি হয়। ইহা দ্বারা অগ্রে যে শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু পরে শ্রদ্ধা ও রতি প্রভৃতির উদয় হইল —ইহাই বোঝা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধাই যে ভক্তিমাত্রের একান্ত কারণ—ইহা বলা যাইতে পারে না।

ইত্যাদৌ

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ [ভা. ৩. ২৫. ২২]

ইত্যাদৌ চ তৎপূর্বতোঽপি তস্যাঃ ফলদাতৃত্বশ্রবণাৎ।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ [ভা. ৬. ২. ৪১]

ইত্যাদৌ তথা[1] ফলদাতৃত্ব-সৌষ্ঠবশ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গং তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ, ততো নানুষ্ঠানাঙ্গে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাদ্ দাহাদিকর্মণি বহ্ন্যাদিবৎ। ভগবচ্ছ্রবণ-কীর্তনাদীনাং স্বরূপস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ। অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা চ কচিন্মূঢ়াদাবপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' ইত্যাদৌ। হেলা ত্বপরাধরূপাপ্যবুদ্ধিপূর্বককৃতা চেদ্ দৌরাত্ম্যাভাবে ন

'অজামিল মৃত্যু সময়ে পুত্রের নাম উল্লেখে শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীভগবানের ধামে গমন করিয়াছিলেন, অতএব যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক তাহার নাম উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার কথা আর কি বলিতে হইবে?'—
ইত্যাদিস্থলে ও ফলদাতৃত্বের সৌষ্ঠবশ্রবণ হেতু (শ্রদ্ধা ব্যতীতও ভক্তি হয়)। শাস্ত্রের যে অভিধেয় (বা প্রাপ্তির সাধন)—তাহারই নিশ্চয়তা নিরূপণের অঙ্গ হইয়াছে সেই শ্রদ্ধা; কারণ শ্রদ্ধা শাস্ত্র-বিশ্বাসরূপ[2]। অতএব (ভক্তির) অনুষ্ঠানাঙ্গে শ্রদ্ধার প্রবেশ নাই। ভক্তি বিধিসাপেক্ষ হইলেও দাহাদি কার্যে অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় ফলদানবিষয়ে উহা বিধির অপেক্ষা করে না। কারণ শ্রীভগবানের শ্রবণ কীর্তনাদি স্বরূপের তাদৃশ (ফল) শক্তিমত্তাই হেতু (অর্থাৎ ভগবৎশ্রবণকীর্তন যে প্রকারেই করা যাক তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী)। অতএব ভক্তিতে শ্রদ্ধাদির কি করিয়া অপেক্ষা হইতে পারে? এই কারণে 'শ্রদ্ধা সহকারে বা হেলা ক্রমে' ইত্যাদি বাক্যে বোঝা যায় যে শ্রদ্ধা ব্যতীতও কোন স্থলে মূঢ়াদিব্যক্তির সিদ্ধি হয়। হেলা অপরাধরূপা হইলেও অজ্ঞানতঃ উহা করিলে দুরাত্মতার অভাব হেতু ভক্তিকর্তৃক উহার বাধা হয় না। (কিন্তু) জ্ঞান বশতঃ দুর্বল ব্যক্তিতে (হেলা করিয়া শ্রবণ

১ 'তয়া'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ তাৎপর্য—"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা"—গুরু ও বেদান্তাদি শাস্ত্রবাক্যে যে বিশ্বাস তাহাকেই (বেদান্তসারে) শ্রদ্ধা বলে। শ্রীভগবানের প্রাপ্তি-সাধন যে-ভক্তি, তদ্বিষয়ে বিশ্বাসই ভক্তিশাস্ত্রে শ্রদ্ধা নামে অভিহিত—
শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। (চৈ. চ. ২. ২২. ৬৭)

ভক্ত্যা বাধ্যত ইত্যুক্তমেব। জ্ঞানবল-দুর্বিদগ্ধাদৌ তু তদ্বৈপরীত্যেন বাধ্যতে, যথা মৎসরেণ নামাদিকং গৃহ্নতি বেণে। ক্বচিদ্বস্তুশক্তির্বাধিতা দৃশ্যতে, আর্দ্রেন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ [ভা. ১১. ২৭. ১৭]

ইত্যত্র শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামাদর এবোচ্যতে। স তু ভগবত্তোষণলক্ষণ-ফলবিশেষস্যোৎপত্ত্যাবনাদরলক্ষণ-তদ্বিঘাতকাপরাধস্য নিরসনপরঃ। তস্মাৎ শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং, কিন্তু কর্মণ্যর্থিসমর্থ-বিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারিবিশেষণমেবেত্যত এব তদ্বিশেষণত্বেনৈবোক্তং "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্"[১] ইতি 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু'[২] ইতি চ। অত্র তামারভ্যেত্যর্থেন ল্যবলোপে পঞ্চম্যন্তেন তত ইতি পদেনানবধিক-নির্দেশেনাত্মারামতাবস্থায়ামপি সা কেষাঞ্চিৎ প্রবর্তত

কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে) ইহার বিপরীত হয় এবং (দুরাগ্রতা হেতু) ভক্তি বাধা প্রদান করে; যেমন মাৎসর্য পূর্বক শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করায় বেণাসুর নামগ্রহণের ফল পায় নাই। কোথাও বস্তুশক্তিও বাধা পায়, যেমন—আর্দ্র কাষ্ঠে বহ্নি শক্তি।[৩] (শ্রীভগবানের উক্তি)—

'ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত জলও আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত প্রচুর দ্রব্যও আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারেনা'—

এখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দের দ্বারা আদরই উক্ত হইয়াছে। সেই আদর শ্রীভগবানের সন্তুষ্টিবিধান-রূপ ফলবিশেষ উৎপন্ন করে; উহাতে তদ্বিঘাতক অনাদররূপ অপরাধের নাশ হয়। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে, কিন্তু কর্মে অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বানের গুণাবলীর ন্যায় অনন্যাখ্য ভক্তিতে যে-জন অধিকারী তাহার বিশেষণ। এই কারণে উক্ত হয়—'(কোন ভাগ্যের উদয়ে) আমার কথাসমূহে যে ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হয়',—এই বচনে 'আমার কথাসমূহে জাতশ্রদ্ধ'—(এইরূপ উল্লেখ আছে—এখানে শ্রদ্ধা

১ ভা. ১১ ২০ ৮

২ ভা. ১১. ২০. ২৭

৩ কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইবে, কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠকে বহ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামাদি গ্রহণে অপরাধাদি প্রতিবন্ধক থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত আছে—

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম, নহে নহে অশ্রু ধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর। (চৈ. চ ১,৮.২৫-২৬)

ইতি তস্যাঃ সাম্রাজ্যমভিপ্রেতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে 'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরাঃ'[১] ইতি। অতঃ সাম্রাজ্যজ্ঞাপনয়া তাং বিনা কর্মজ্ঞানে অপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেৎ তথা শিক্ষয়তি—স শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্। প্রীতো জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ সাধনাধ্যবসায়-ভঙ্গরহিতঃ সন্ সহসা ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ কামান্ জুষমাণশ্চ গর্হয়ংশ্চ। গর্হনে হেতুঃ—দুঃখোদর্কান্ শোকাদিকৃদুত্তরকালানিতি। অত্র কামা অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ। শাস্ত্রে কথঞ্চিদপ্যন্যানুবিধানাযোগাৎ। প্রত্যুত—

পরপত্নীপরদ্রব্য-পরহিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥ [বি. পু. ৩. ৮. ১৪]

ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্মার্পণাৎ পূর্বমেব তন্নিষেধাৎ, অত্রৈব চ নিষ্কামকর্মণ্যপি

অধিকারী পুরুষের বিশেষণ-রূপেই উক্ত হইয়াছে)। অতএব শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া—এই অর্থে 'ল্যপ্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি'—'তাহা হইতে (আরম্ভ করিয়া)'—এই পদের দ্বারা অবধি (সীমা) নির্দেশ না করায় (বুঝিতে হইবে) আত্মারাম অবস্থাতেও কাহারও কাহারও শ্রদ্ধা প্রবর্তিত হয়; এই কারণে ইহার সার্বভৌম আধিপত্য অভিপ্রেত হইল।[২] অনন্তর (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—('একান্ত ভক্ত') ধীর সাধুগণ কিছুই (গ্রহণ করেন্ না)'—ইত্যাদি। অতএব উক্ত আধিপত্য জানাইবার জন্য শ্রদ্ধা ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করে না—ইহাই জানান হইয়াছে। অনন্য ভক্তির অধিকারে একমাত্র শ্রদ্ধাই কারণ বলিয়া—সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যে-প্রকারে ভজন করিবে তাহারই শিক্ষা দান করিতেছেন—'শ্রদ্ধালু' অর্থে বিশ্বাসযুক্ত, 'প্রীত' (অর্থে) রুচি জাত হইলে তাহাতে আসক্ত। 'দৃঢ়নিশ্চয়' (অর্থে) সাধন বিষয়ে যে-অধ্যবসায়,—উহার বিরাম রহিত হইয়া এবং সহসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া সে ব্যক্তি কামনা সকলের সেবাপর হইয়াও তাহার নিন্দা করে—কারণ দুঃখই তাহাদের উত্তরকালীন (ফল);—এখানে যে কামনা (-সেবার কথা বলা হইল) তাহা অপাপকর কামনাই বুঝিতে হইবে। যে হেতু শাস্ত্রে কোন প্রকারেই অন্য অর্থাৎ পাপের বিধান নাই, প্রত্যুত নিষেধই আছে; যথা—

'হে ভূপ! যে-পুরুষ পরপত্নী, পরদ্রব্য, ও পরহিংসাতে মতি না করে শ্রীভগবান্ কেশব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন্'—

১ ভা. ১১. ২০. ৩৪

২ শ্রদ্ধা যেন সম্রাজ্ঞী, কি মুক্ত, মুমুক্ষু ও ভক্ত—সকলেরই উপরে ইহার আধিপত্য।

'যত্তন্যন্ন সমাচরেৎ'[১] ইতি বক্ষ্যমাণনিষেধাৎ। কর্মপরিত্যাগবিধানেন সুতরাং দুষ্কর্মপরিত্যাগ-প্রত্যাসত্তেঃ। বিষ্ণুধর্মে—

মর্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ।
ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্মার্চিনো হরিঃ॥

ইতি বৈষ্ণবেষ্বপি তন্নিষেধাৎ।

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষ-জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ [ভা. ৪. ২১. ৩৯]

ইত্যত্র সদ্যঃশব্দপ্রয়োগেণ জাতমাত্ররুচীনাং—

যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি।
জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ॥

এই বিষ্ণুপুরাণাদি বাক্যে কর্মার্পণের পূর্বেই পাপকর কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানেও শ্লোকে বলিবেন-('নিষ্কাম কর্মে) অন্য (নিষিদ্ধ ও কাম্য) আচরণ করিবে না।' এই নিষেধ-হেতু কর্মপরিত্যাগ বিধানে নিশ্চয়ই দুষ্কর্ম পরিত্যাগ বুঝাইতেছে। বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—

'যে-মনুষ্য সেই শ্রীবিষ্ণু-কর্তৃক কৃত সীমা লঙ্ঘন করে তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও না; যেহেতু হরি সদ্ধর্মের দ্বারা অর্চিত'—

এই বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণবদিগেরও পাপকর্মের নিষেধ হইয়াছে। (শ্রীপৃথুরাজ প্রজাগণকে উপদেশ দিয়াছেন)—

'তাঁহাকেই ভজন কর—যাঁহার তপস্যায় পদসেবার অভিলাষও প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিয়া সংসারতাপে তাপিত জীবগণের বহুজন্মকৃত চিত্তমালিন্য পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সুর-তরঙ্গিণীর ন্যায় সদ্যঃ দূর করে।'

এখানে সদ্যঃশব্দপ্রয়োগবশতঃ শ্রীভগবৎভজনেযাহার রুচি জন্মিয়াছে তাহার সম্বন্ধে—যেমন শ্রীবিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—

'যে সময় মনুষ্য পাপকার্য করিতে ইচ্ছা করে না, যে সময় পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠানে তাহার বাঞ্ছা হয়—বুঝিতে হইবে সেই সময়ে তাহার হৃদয়ে শ্রীহরি বিদ্যমান থাকেন।'

নিশ্চয় (নিয়ম) করিয়া বলা হইতেছে—

---

১ ভা. ১১. ২০. ১০

ইতি বিষ্ণুধর্মে। নিয়মেন—

বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ [ভা. ১১. ৫. ৩৮]

ইত্যত্রাপি কথঞ্চিৎশব্দপ্রয়োগেণ লব্ধভক্তীনাঞ্চ স্বতস্তৎপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ। "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ" ইতি পাদ্মে নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রাদৌ, হরিভক্তিবলেনাপি তৎপ্রবৃত্তাবপরাধাপাতাচ্চ। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[1] ইতি তু তদনাদরদোষপর এব, ন তু দুরাচারতা-বিধানপরঃ, 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'[2] ইত্যনন্তরবাক্যে দুরাচারতাপগমস্য শ্রেয়স্ত্বনির্দেশাদিতি ।১১॥২০। শ্রীভগবান্ ॥

('শ্রীভগবানের ভজনকারী) প্রমাদবশতঃ যদি কথঞ্চিৎ নিষিদ্ধ কর্মে পতিত হন, তাহা হইলে হৃদয়প্রবিষ্ট (হরি তদীয়) সমস্ত পাপ বিনাশ করেন।'

এখানেও 'কথঞ্চিৎ' শব্দপ্রয়োগ থাকায় যাহাদের ভক্তিলাভ হইয়াছে, তাহাদের স্বতই পাপকার্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না (বুঝিতে হইবে)। 'যাহার নামবলে পাপ বিষয়ে বুদ্ধি থাকে (অর্থাৎ নামের ভরসায় যে ব্যক্তি পাপকার্যের অনুষ্ঠান করে) শ্রীযমরাজ দণ্ডদান করিয়াও তাহাকে বিশুদ্ধ করিতে পারেন না'—ইহা পাদ্মে নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রে কথিত হইয়াছে। তদনুসারে ভক্তিবলেও পাপকার্যের প্রবৃত্তিতে অপরাধ উপস্থিত হয়। 'অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও (যদি আমাকে ভজন করে সে সাধু)'—এই উক্তি তদ্রূপ ব্যক্তির অনাদরে যে-দোষ হয়—তাহাই প্রতিপন্ন করে, কিন্তু দুরাচারত্বের বিধান দেয় না[3] ; কারণ (ঐ প্রসঙ্গে) পরবর্তী বাক্যে উক্ত হয়—'(সেই দুরাচার ব্যক্তি) শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়'—ইহাতে দুরাচারতার নাশ হওয়ায় মঙ্গলপ্রাপ্তি হইবে—এই প্রকার নির্দেশ আছে। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২০তম অধ্যায় শ্রীভগবানের (উক্তি)॥

---

১ ভ. গী. ৯ ৩০

২ ভ. গী ৯ ৩১

৩

বিধিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করায় না করায় প্রায়শ্চিত

চৈ. চ. ২. ২২. ৮০-৮১

৪ তাৎপর্য—সুদুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজন করিলে তাহাকে আদর করিবে—ইহাই অভিপ্রায়, আমার

[আশ্রদ্ধোদয়ং কর্মণাং বৈধত্বম্]

নম্বেবং কেবলানাং কর্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা। নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম তু সর্বেষামাবশ্যকং, তর্হি সাঙ্কর্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী প্রবর্তেয়াতাং—তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্মাধিকারিতাং বারয়তি—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১৭৩ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৯]

কর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনীতি টীকা চ।

অত এব—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি আজ্ঞাকরণাৎ। প্রত্যুত তয়োরপি নির্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণ এবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। যথা চ ব্যাখ্যাতম্—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্"[১] ইত্যস্য

[শ্রদ্ধার উদয় পর্যন্ত কর্মের বৈধতা]

আচ্ছা কেবল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ব্যবস্থা উক্ত হইল। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তাহার সহিত মিলিতভাবে জ্ঞান-কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এপ্রকার হইলে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি কি করিয়া প্রবর্তিত হইবে,—এই আশঙ্কা করিয়া সেই দুইয়ের (জ্ঞান ও ভক্তির) কর্মে অধিকারিতা সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"যতদিন কর্মফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথাশ্রবণাদিতে যতদিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিবে" ॥ ১৭৩ ॥

কর্মসকল বলিতে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম,—ইহা টীকা।

অতএব (শ্রীভগবান বলিয়াছেন)—

'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যে ব্যক্তি সেই দুইটী উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে সে আমার ভক্ত হইলেও আমার আজ্ঞাচ্ছেদী। সুতরাং আমার প্রতি দ্বেষসম্পন্ন বলিয়া সে কখনও বৈষ্ণব নহে।'

অতএব আজ্ঞা প্রতিপালন করায় উক্ত দোষ এখানে হইল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্য

ভজনকারী দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও সে সাধু—এই বাক্যে আমার ভজনকারী যে দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান করুক—এ প্রকার বিধি কল্পনা করিলে চলিবে না। কারণ পরেই উক্ত হইয়াছে উক্ত দুরাচার ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মতা লাভ করে।

১ ভা. ১১. ১১. ৩২.

টীকায়াং—ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সংত্যজ্যেতি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন—

দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ [ভা. ১১. ৫. ৩৭]

ইতি তেষাং ন কিঙ্করঃ কিন্তু শ্রীভগবত এব ইত্যনধিকারিত্বম্। কর্তং কৃত্যম্। কর্তং ভেদমিত্যর্থে ততো দেবতাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে—

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্ যাবন্নার্চয়তে হরিম্॥ [গ. পু. ২৩৫. ২০]

ও ভক্তি জাত হইলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানে আজ্ঞাভঙ্গ দোষই হইবে[১]। 'যে ব্যক্তি-সকল গুণদোষ জ্ঞাত হইয়া (স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত)' —এই শ্লোকের টীকায় ভক্তির দৃঢ়তা হেতু অধিকারে তাহারই (কর্মের) নিবৃত্তি হইয়াছে, অতএব তাহার পক্ষে স্বধর্মত্যাগ কর্তব্য। কর্মে অধিকার নিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

'হে রাজন্! যে ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করিয়া কায়-মনোবাক্যে শরণাগত প্রতিপালক শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, সে দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর এবং ঋণী নহে'।

তাহাদের কিঙ্কর নহে কিন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর—ইহা দ্বারা তাহার কর্মে অনধিকার বুঝিতে হইবে। কর্ত (কার্য) অর্থে কৃত্য। কর্ত অর্থে ভেদও হয়—তাহা হইলে শ্রীভগবান হইতে দেবতাদিগের স্বতন্ত্রতা বুঝিতে হইবে। গরুড়পুরাণে এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

১ তাৎপর্য—'শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম না করিলে সে বৈষ্ণব নহে'—ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য, এবং 'বৈরাগ্য ও শ্রীভগবৎ-কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই'—ইহাও শ্রীভগবানের উক্তি। অতএব ইহাই বক্তব্য যে কাহারও যদি বৈরাগ্য অথবা শ্রীভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত বৈরাগ্য ও ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততদিন কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান না করায় দোষ হইবে। কারণ যে ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম করে না, সে বৈষ্ণব নহে—এই বাক্যে যাহাদের কর্মফলে বৈরাগ্য অথবা শ্রীভগবানের কথাদিতে শ্রদ্ধা হয় নাই তাহাদের সম্বন্ধে কর্ম করণীয় বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়—

পূর্ব আজ্ঞা বেদধর্ম কর্মযোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥" (চৈ. চ. ২. ২২. ৬৫—৬৬).

[ভক্তস্য নিষিদ্ধকর্মণি প্রবৃত্ত্যভাবঃ]

ন চ বিকর্মপ্রায়শ্চিত্তরূপং কর্মান্তরং কর্তব্যং, তস্য তচ্ছরণস্য বিকর্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিক-সিদ্ধিরিত্যপ্যুক্তমনন্তরপদ্যেনৈব—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ [ভা. ১১. ৫. ৪৮]

ইতি। ত্যক্তোঽন্যত্র দেবতান্তরে ভগবতীব ভাবো ভক্তির্যেনেতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কর্মপরিত্যাগ-হেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে, তচ্চ যুক্তম্। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াঃ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গম্। ন চ দেবাদীনাং তর্পণমাত্রতাৎপর্যেণাপি পৃথক্পৃথগারাধনং

'যে পর্যন্ত শ্রীহরিকে অর্চনা করা হয় না, কেবল ততদিনই—ইনি মুনি, দেবতা বা ইনি ব্রহ্মা বৃহস্পতি বন্দনীয় ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে।'[১]

[ভক্তের নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির অভাব]

বিকর্মের (নিষিদ্ধকার্যের) প্রায়শ্চিত্তরূপ অন্য কর্মও কর্তব্য নয়—যেহেতু শ্রীহরির শরণাপন্ন ব্যক্তির নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির অভাব। যদিও কথঞ্চিৎ নিষিদ্ধ কর্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের অনুস্মরণের দ্বারা আনুষঙ্গিকরূপে প্রায়শ্চিত্তের সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাও অনন্তর শ্লোকে (যোগীন্দ্র) বলিয়াছেন—

'নিজপাদমূলসেবী অন্যভাবনা রহিত প্রিয়ভক্ত যদি কখনও নিষিদ্ধকর্মে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়প্রবিষ্ট (শ্রীহরি) সে সমুদায় পাপ বিনাশ করেন'।

'অনন্যভাব' অর্থে শ্রীভগবানের ন্যায় অন্যদেবতাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি যৎকর্তৃক—এইরূপ ব্যাখ্যা। এস্থানে কর্মপরিত্যাগের কারণরূপে বর্ণনা থাকায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তির যে একার্থতা লাভ হইতেছে তাহা যথার্থই। শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন নহে তাহার ভয়, এবং যে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন তাহার অভয়—ইহা শাস্ত্রেই বলিতেছেন। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিলে শরণলাভই তাহার চিহ্ন। কিন্তু মাত্র দেবতাগণের সন্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আরাধনা কর্তব্য নহে। কারণ 'যেমন তরুর মূল নিষেচনে তাহার স্কন্ধশাখাদি

---

১ তাৎপর্য—যতদিন লোকে শ্রীহরির অর্চন করে না, ততদিনই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ত্ব জ্ঞান হয় এবং ইনি বৃহস্পতি ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শ্রীহরির অর্চনকারী ব্যক্তি—সকলই বাসুদেব—ইত্যাকার জ্ঞান করেন; তাঁহার পৃথক্ বুদ্ধি থাকে না।

কর্তব্যং। 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন'[১] ইত্যাদৌ তৎপৌনরুক্ত্যপ্রাপ্তেঃ। ন চ ত্যক্ত-কর্মণো মধ্যে বিঘ্নস্থগিতায়ামপি ভক্তৌ তত্ত্যাগানুতাপো যুজ্যতে — 'ত্যক্ত্বা স্বধর্মম্'[২] ইত্যাদ্যুক্তেঃ।

[সর্বধর্মত্যাগেন হরেরেব শরণং গ্রাহ্যম্]

শ্রীগীতাসু—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ [ভ. গী. ১৮. ৬৬]

ইত্যস্য 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃনাম্'[৩] ইত্যাদিদ্বয়েনৈকার্থ্যং দৃশ্যতে। অতো ভক্ত্যারম্ভ এব তু

পরিতৃপ্ত হয়, (তদ্রূপ শ্রীভগবদর্চনাতে সকল দেবতার আরাধনা হয়)'—এই বাক্যে পুনরুক্তিদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়[৪]। আবার, ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদিও সেই অনুষ্ঠান কোন বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হয়, তাহা হইলে কর্মপরিত্যাগ জন্য অনুতাপ করা উপযুক্ত নয়। কারণ উক্ত হয়—'মনুষ্য স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া (শ্রীহরির চরণ সেবা করিতে করিতে যদি সিদ্ধ না হয়, তথাপি তাহার স্বধর্মত্যাগনিমিত্ত কোন অমঙ্গল হয় না)'।

[সর্বধর্মত্যাগে হরির শরণ গ্রাহ্য]

শ্রীগীতা বলেন—

'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি সমগ্র পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, আর শোক করিও না।'[৫] —

এই শ্লোকের সহিত '(যে শরণ গ্রহণ করিয়াছে) সে দেব, ঋষি, শ্রেণী, কুটুম্ব ও মনুষ্যগণ ইত্যাদির কিঙ্কর নহে',—এই শ্লোকের একার্থতা দেখা যাইতেছে। অতএব ভক্তির

১ ভা ৪. ৩১. ১২

২ ভা. ১ ৫. ১৭

৩ ভা. ১১. ৫, ৩৭

৪ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের আরাধনাতেই সকলদেবতার আরাধনা হয়, সুতরাং যিনি শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, তিনি যদি অন্যদেবতার আরাধনা করিতে যান তাহা হইলে পুনরুক্তি হয়, অর্থাৎ ভগবানের আরাধনায় সর্বদেবতার আরাধনা হইলে আবার অন্য দেবতার আরাধনায় একবার বলিয়া পুনরায় বলার মত একবার করিয়া আবার করা--এই দ্বিরুক্তি দোষ হয়, অতএব শ্রীভগবানের অর্চনা দ্বারাই সমস্ত কার্য করা হয়।

৫ তাৎপর্য—এখানে সর্বধর্ম ত্যাগ বলিতে প্রাক্তন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কৃচ্ছ্রাদি, অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম প্রভৃতি সকলই ত্যাগ করিতে বলিলেন।

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।—চৈ. চ. ২. ২২. ৫

স্বরূপত এব কর্মত্যাগঃ কর্তব্যঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র পরিশব্দস্য হি তথৈবার্থঃ। গৌতমীয়ে চ—

> ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
> কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজ-ভাবিনাম্॥ [গৌ. ত. ৩৩. ৫৭]
> মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—[ভ. গী. ৯. ৩৪]

ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। যথা বিষ্ণুপুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য—

> যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
> কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥
> নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি॥ [বি. পু. ২. ১৭. ৪৪]

অত্র বচনান্তরস্যানবকাশাৎ। সুতরামেব তদ্বচনময় কর্মান্তরপরিত্যাগোঽঙ্গীকৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তস্মান্নৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতম্। যথোক্তং পাদ্মে—

আরম্ভকালেই স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ কর্তব্য—'সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া'—এস্থলে 'পরি'উপসর্গের সেই প্রকারই অর্থ। গৌতমীয়তন্ত্রেও উক্ত হয়—

'যে সকল ব্যক্তি কেবল সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করেন তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন জপ, অর্চন, ধ্যান ও কোন বিধি নিয়ম নাই।'

'তুমি আমার ভক্ত হইয়া আমাতেই মনোনিবেশ কর, আমার পূজা ও নমস্কার কর' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ অনন্যা (জ্ঞানকর্মাদিনিরপেক্ষা) ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভরতরাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'হে যজ্ঞেশ! অচ্যুত! গোবিন্দ! মাধব! অনন্ত! কেশব! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ!—কেবল ইহাই সেই ভরতরাজ বলিতেছেন। হে মৈত্রেয়, তিনি স্বপ্নেও অন্য কথা বলিতেন না।'

এই সকল বাক্যে অন্যবচনের অবকাশ না থাকায় সেই সেই বচনময় কর্মান্তর পরিত্যাগও অঙ্গীকৃত হইল[১]। কোন প্রকারে কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা শ্রীভগবানের

১ তাৎপর্য—ধর্মাদি পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইবে—এবিষয়ে অন্য কোনও ধর্মপ্রতিপাদক বচনের অবসর নাই। সুতরাং কোন বচনে কর্মাদির বিধান থাকিলেও তাহার পরিত্যাগই স্বীকৃত হইল।

সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥

ইতি। তস্মান্মতান্তরেণাপ্যুপচিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ কর্মাদ্যনধিকারশ্চেতি। কিন্তু শ্রদ্ধাসদ্ভাব এব কথং জ্ঞায়তে ইতি বিচার্য্যম্। তত্র চ লিঙ্গত্বেন পূর্বং শরণাপত্তি-রূপদিষ্টৈব। যস্যাঞ্চ শরণাপত্তৌ বক্ষ্যমাণানি 'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ'[৩] ইত্যাদীনি লিঙ্গানি, তথা ব্যবহারকার্পণ্যাদ্যভাবোঽপি শ্রদ্ধালিঙ্গং জ্ঞেয়ম্। শাস্ত্রং হি তথৈব শ্রদ্ধামুৎপাদয়তি—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ [ভ. গী. ৯. ৩]

নামের দ্বারাই কৃত হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। সমস্ত স্থানেই শ্রীভগবানের দর্শন ১০
হেতু তাহার (কর্মাদি অনুষ্ঠানের) শুদ্ধভক্তিত্বই অঙ্গীকৃত হইল।[২] পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'সমস্ত ধর্মপরিত্যাগপূর্বক যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর একমাত্র নাম জল্পনা করেন তাঁহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, ধার্মিকসকল সে-গতি লাভ করিতে পারে না।' অতএব মতান্তরের দ্বারাও শ্রদ্ধাবান্ জনের অনন্যভক্তিতে অধিকার এবং কর্মাদিতে অনধিকার
স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু শ্রদ্ধার সদ্ভাব কি প্রকারে জানা যাইবে, তাহা বিচার করা দরকার; ১৫
অতএব তাহার চিহ্ন সম্বন্ধে পূর্বে শরণাপত্তিরই উপদেশ হইয়াছে। উক্ত শরণাপত্তিতে 'আনুকূল্যের সঙ্কল্প' ইত্যাদিই চিহ্ন।[৩] ব্যবহার বিষয়ে কাতরতাদির অভাবও সেই প্রকার শ্রদ্ধার চিহ্ন বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রও সেই প্রকার শ্রদ্ধাকে উৎপাদন করে, যথা—

'যাঁহারা বাসনাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করেন, সর্বদা মৎপরায়ণ মন্নিষ্ঠ

---

১ হ. ভ. বি. ১১, ৪১৭ ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রের (নিম্নে ৩ পাদটীকায়) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ তাৎপর্য—কোনও ভগবদ্ভক্ত যদি শ্রীভগবানের নামের দ্বারা কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও শুদ্ধ ভক্তি জানিতে হইবে, কেন না উক্ত ভক্তের সর্বত্রই ভগবদ্ দর্শন আছে—শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বলিয়াই তিনি উক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সুতরাং তাহা শুদ্ধ ভক্তিই, কর্ম নহে।

৩ শরণাপত্তি ছয় প্রকার—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনঃ ক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্ বিধাঃ শরণাগতেঃ।
[হ. ভ. বি. ১১. ৪১৭ ধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রের বচন]

(১) শ্রীভগবানের আনুকূল্যে সঙ্কল্প অর্থাৎ ভগবানের ভজনে কর্তব্যতারূপে সঙ্কল্প। (২) প্রাতিকূল্যের বর্জন অর্থাৎ ভগবানের ভজনবিরোধী কার্যের বর্জন। (৩) আমি শরণাপন্ন—আমাকে তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া

ইত্যাদি।

কিঞ্চ শ্রদ্ধাবতঃ পুরুষস্য ভগবৎসম্বন্ধি-দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াণাং শাস্ত্রে শ্রূয়মাণেষ্বৈহিক-ব্যবহারিক-প্রভাবেষ্বপি ন কথঞ্চিদনাশ্বাসো ভবতি। ততস্তাসু প্রাকৃত-দ্রব্যাদিসাধারণদৃষ্ট্যা দোষবিশেষানুসন্ধানতো ন কদাচিদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তে চ তাদৃশ-প্রভাবাঃ—

অকালমৃত্যুশমনং সর্বব্যাধিবিনাশনম্।
সর্বদুঃখোপশমনং হরেঃ পাদোদকং শুভম্॥ [বৃ. না. পু. ৩৫. ১৬]

ইত্যাদয়ঃ। কেচিত্তু তত্র শ্রদ্ধাবন্তোঽপি স্বাপরাধদোষেণ সম্প্রতি তৎফলং নোদেষ্যতীতি স্থগিতায়ন্তে। যত্তু 'যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ' ইত্যাদৌ শ্রদ্ধধানা অপি স্নানাদিকমাচরন্তি, তৎ খলু শ্রীমন্নারদব্যাসাদি-সৎপরম্পরা-

সেই জনগণের যোগ (অলব্ধ বস্তুর লাভ) ও ক্ষেম (লব্ধ বস্তুর রক্ষণ) আমিই নির্বাহ করি'—ইত্যাদি।

অপর—শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি ও গুণক্রিয়ার ঐহিক ও ব্যবহারিক প্রভাব শাস্ত্রে শ্রুত হইলেও কোন প্রকারে তাহাতে অশ্বাস হয় না। তদ্ধেতু শ্রীভগবৎসম্বন্ধি জাতি, গুণ, ক্রিয়াদ্রব্যাদির সাধারণ দৃষ্টিদ্বারা দোষবিশেষের অনুসন্ধান থাকায় যে-তৎপ্রবৃত্তি, তাহা কখনও হয় না।[১] (ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্যাদির) তাদৃশ প্রভাব (শ্রুত হয়), যথা—

'মঙ্গলবিধায়ক শ্রীহরির চরণজল অকালমৃত্যুর প্রশমন করে, সমগ্র ব্যাধি বিনাশ করে ও সমস্ত দুঃখের উপশম করে' ইত্যাদি।

তবুও সেই বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ কতকগুলি পুরুষ নিজের অপরাধ দোষে অধুনা তাহার ফল হইতেছে না দেখিয়া উহাতে অপ্রবৃত্ত হন। কিন্তু 'যিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন তাহার অন্তর ও বাহির পবিত্র হয়'—ইত্যাদি বচনবলে শ্রদ্ধাবান্ থাকিয়াও যে কোন কোন

বিষাদ। (৪) রক্ষাকর্তারূপে শ্রীভগবানকে স্বীকার অথবা তাঁহার নিকট প্রার্থনা। (৫) আত্মনিবেদন অর্থাৎ নিজের দেহাদির রক্ষা ও আহারাদির চিন্তাশূন্যতা। (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ হে ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া কাতরতা প্রকাশ।

১ তাৎপর্য—ভগবৎসম্বন্ধিদ্রব্যাদি ইহলোকের সুখ দান করে—শাস্ত্রে এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ সে বিষয়ে উদাসীন হন্ না, এবং সাধারণ দ্রব্যাদিদ্বারা যেরূপ ঐহিক সুখলাভ হয়, শ্রীভগবানের নাম-গুণাদিতেও তদ্রূপ হয়—এই বিবেচনায় শ্রীভগবানের নামগুণাদিতে কখনও শ্রদ্ধালুব্যক্তির সাধারণ দ্রব্যের ন্যায় অপ্রবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ যেহেতু শ্রীভগবানের নামাদি সাধারণ দ্রব্যাদির ন্যায়ই ঐহিক ফলদান করে,—এই বলিয়া তাহাতে তাহারা আসক্তিশূন্য হন্ না।

চার-গৌরবাদেব। অন্যথা তদতিক্রমেঽপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্যবৃত্ত্যাদি-নিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সিদ্ধে বাসিদ্ধৌ চ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সোরিব সদা তদনুগতিচেষ্টৈব স্যাৎ। সিদ্ধিশ্চাত্রান্তঃকরণ-কামাদি-দোষক্ষয়কারি পরমানন্দপরমকাষ্ঠাগামি-শ্রীহরিস্ফুরণরূপৈব জ্ঞেয়া। তস্যাং স্বার্থসাধনানু-প্রবৃত্তৌ চ দম্ভপ্রতিষ্ঠাদি-লিপ্সাদিময়-চেষ্টালেশোঽপি ন ভবতি, ন তেষাং সুতরাং জ্ঞান-পূর্বকং মহদবজ্ঞাদয়োঽপরাধাশ্চাপতন্তি, বিরোধাদেব। অত এব চিত্রকেতোঃ শ্রীমহা-দেবাপরাধঃ তস্য স্বচেষ্টান্তরেণাচ্ছন্নস্বভাবস্য ভাগবত-তত্ত্বাজ্ঞানাদেব মন্তব্যঃ। যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়সম্বন্ধাভ্যাসো ভবতি, তথাপি তদ্বাধয়া বিষয়সম্বন্ধ-সময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ। যথোক্তং—"জুষমাণশ্চ তান্ কামান্

লোকে স্নানাদি আচরণ করেন, তাহা নারদ, ব্যাস প্রভৃতি সাধুগণের আচারপরম্পরা গৌরবহেতুই বুঝিতে হইবে। তাহা না করিলে (অর্থাৎ নারদাদির আচার অতিক্রম করিলে) অপরাধ হয়। লোকের কুৎসিত বৃত্তি প্রভৃতি নিরোধের নিমিত্তই তাঁহারা (মুনিগণ) আচারাদির এইরূপ সীমা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রদ্ধা জন্মিলে সিদ্ধাবস্থাতে বা অসিদ্ধাবস্থাতেই হউক স্বর্ণসিদ্ধি লাভেচ্ছু ব্যক্তির ন্যায় সর্বদা ভগবানের অনুগতিচেষ্টাই করিতে হয়।[১] এখানে সিদ্ধি বলিতে অন্তঃকরণের কামাদি-দোষ-বিনাশকারী পরমানন্দের পরাকাষ্ঠাস্থানীয় যে শ্রীহরিস্ফূর্তি—তাহাই বুঝিতে হইবে। অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের স্ফূর্তি থাকিলে স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি বিষয়ে এবং দম্ভ ও প্রতিষ্ঠাদি লাভের ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা হয় না;—অতএব নিশ্চয়ই জ্ঞানপূর্বক মহতের অবজ্ঞাদিরূপ কোন অপরাধ তাঁহাদের হইতে পারে না, কারণ তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব শ্রীচিত্রকেতু রাজার যে শ্রীমহাদেবে অপরাধ, তাহা অন্য চেষ্টার[২] দ্বারা নিজের স্বভাব আচ্ছন্ন হওয়ায় ভাগবত তত্ত্বের অজ্ঞানতা বশতঃই বলিতে হইবে। যদিও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির প্রারব্ধাদিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধের অভ্যাস হয়, (অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিষয়ের সেবায় প্রবৃত্তি হয়), তথাপি শ্রদ্ধার বাধায় বিষয়সেবাকালেও দৈন্যাত্মিকা

১ তাৎপর্য—যেমন সোণা খাঁটী করিতে হইলে তাহার অনুকূল চেষ্টা অগ্নিসংযোগাদি করিতে হয়, তদ্রূপ যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি শ্রীভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত সর্বদা তাঁহার অনুকূল চেষ্টা করিয়া থাকেন।

২ তাৎপর্য—ভক্তের শ্রীভগবদ্ বিষয়ে চেষ্টা থাকে—ইহাই স্বভাব। চিত্রকেতু রাজার স্বভাব অন্যচেষ্টা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ভাগবত তত্ত্বে জ্ঞান ছিল না। সেই কারণেই দেবসভাতে মহাদেবের নিকট তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন।

দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্"[১] ইত্যত্র 'বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ'[২] ইত্যাদৌ চ। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[৩] ইত্যাদ্যুক্তস্যানন্যভাক্ত্বেন লক্ষিতা তু যা শ্রদ্ধা সা খলু "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ"[৪] ইতিবল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা, ন তু শাস্ত্রাবধারণজাতা; শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধায়াস্তু জাতায়াং সুদুরাচারত্বাযোগঃ স্যাৎ। 'পরপত্নীপরদ্রব্য-'[৫] ইত্যাদি-বিষ্ণুতোষণশাস্ত্রবিরোধাৎ। 'মর্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন' ইত্যাদিনা তদ্ভক্তত্ব-বিরোধাচ্চ। ন তু সা দুরাচারতা তদ্ভক্তিমহিম-শ্রদ্ধাকৃতৈব। অপিশব্দেন দুরাচারত্বস্য হেয়ত্বব্যঞ্জনাৎ, তথা 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা' ইত্যুক্তরাপ্রতিপত্তেঃ। 'নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ' ইত্যাদিনাপরাধাপাতাচ্চ। ততঃ সা শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রীয়ভক্ত্যধিকারিণাং বিশেষণত্বে প্রবেশনীয়া, কিন্তু ভক্তিপ্রশংসায়ামেব; তাদৃশ্যাপি শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সত্ত্বহেতুত্বং ন তু দেবান্তরযজনবৎ। 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য'[১] ইত্যাদাবেবোক্তমন্যাদৃশত্বমিতি। অস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ পূর্ণতাবস্থা তু ব্রহ্মবৈবর্তে—

ভক্তিই প্রকাশিত হয়। (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—'শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সকল কামনা উপভোগ করতঃ (অবশেষে) উহায় কারণে দুঃখাত্মক বলিয়া নিন্দা করিয়া আমাকে ভজন করে,' এবং 'আমার ভক্ত বিষয়কর্তৃক বাধ্যমান হইলেও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না' ইত্যাদি। 'অত্যন্তদুরাচারী হইলেও (অনন্যভজনকারী ব্যক্তি সাধু)'—এই উক্তিতে অনন্যভক্তি রূপে লক্ষিত যে-শ্রদ্ধা, উহা 'যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে পূজাদি করিয়া থাকেন'—এই উক্তির ন্যায় লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত, কিন্তু উহা শাস্ত্রাবধারণজাত শ্রদ্ধা নহে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা জন্মিলে সুদুরাচারতার সংযোগ হয় না;—যে হেতু 'পরপত্নীও পরদ্রব্যাদিতে (মতি না করিলে কেশব প্রসন্ন হন)' ইত্যাদি বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারক শাস্ত্রের সহিত (অন্যথায়) বিরোধ হয়। এবং 'শ্রীভগবান্ কর্তৃক যে মর্যাদা বা নিয়মাদি কৃত হইয়াছে, (তাহাকে যে ব্যক্তি মানে না, সে বিষ্ণুভক্ত নয়')—ইত্যাদি বচনবলেও শ্রীভগবদ্ভক্তত্বের বিরোধ হয়। সেই দুরাচারতা ভগবানের ভক্তিমহিমার শ্রদ্ধা দ্বারা নিষ্পাদিত নহে, কারণ ('সুদুচারোঽপি'—সুদুরাচার হইলেও)—এই 'অপি' শব্দের দ্বারা দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রকাশ পাইতেছে এবং ইহার পরেই

---

১ ভা. ১১. ১৪ ১৭

২ ভা ১১. ১৪. ১৭

৩ ভ. গী. ৯. ৩০

৪ ভ. গী. ১৭. ১

৫ বি. পু ৩. ৮. ১৪.

৬ ভ. গী. ১৭. ১

কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি বিচারঃ সংপ্রবর্ততে।
বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জনম্ ॥
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাৎ তদা শ্রদ্ধা মহাফলা ॥

তদেবংলক্ষণেষু শ্রদ্ধোৎপত্তিলক্ষণেষু সৎসু বিধীয়তে—'মৎকথাশ্রবণাদৌ বা'১ ইত্যাদি চ। অত এবানধিকার্য্যধিকারি-বিষয়ত্ববিবক্ষয়ৈব শ্রীভগবন্নারদয়োর্বাক্যে ব্যবতিষ্ঠতে—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ [ভ. গী. ৩. ২৬]

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে 'শীঘ্রই সে (সুদুরাচার ব্যক্তি) ধর্মাত্মা (হইয়া শান্তি লাভ করিবে)২ ।' নামের বল ভরসা করিয়া যাহার পাপে বুদ্ধি হয়, তাহার অপরাধই হইয়া থাকে। সেই হেতু (অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তির) যে-শ্রদ্ধা তাহা শাস্ত্রীয় ভক্তির অধিকারীর বিশেষণ-রূপে নহে, কিন্তু ভক্তির প্রশংসারূপেই উহার উল্লেখ৩। তাদৃশ শ্রদ্ধাও ভক্তির সাধুত্বের মূল কিন্তু অন্যদেবতা অর্চনের ন্যায় (সাধুত্বের মূল) নহে। 'যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করেন' ইত্যাদি স্থলে উহা অন্যপ্রকার বলা হইয়াছে। এই শ্রদ্ধার পূর্ণতাবস্থা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'হে রাজন্! সত্য কি এবং মিথ্যা কি এই বিচার যে সময়ে সম্যক্প্রকারে প্রবর্তিত হয় এবং বিচার করিয়া মিথ্যা পরিবর্জন সিদ্ধ হয়,—সেই সময়ে শ্রদ্ধা পূর্ণরূপে মহাফলা হয়।' শ্রদ্ধার উৎপত্তি-লক্ষণ এই প্রকার হইলে বিধান করিয়াছেন—'অথবা যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে (শ্রদ্ধা না জন্মিবে, তাবৎকাল নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে)'—ইত্যাদি। অতএব এই প্রকার অনধিকারী এবং অধিকারীর বিষয়তা বিবক্ষায় শ্রীভগবান্ ও দেবর্ষি শ্রীনারদের (নিম্নোক্ত) বাক্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।৪

(শ্রীভগবানের বাক্য যথা)—'জ্ঞানবান্ পুরুষ কখনও কর্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ

১ ভা. ১১. ২০ ৯.

২ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের মহিমাদি শ্রবণ করিয়া যদি দুরাচারী ব্যক্তি ভজন করে, তাহা হইলে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া শান্তি লাভ করিবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যেন ইহা মনে করে না যে ভজনের গুণে তাহার পাপাচরণ নষ্ট হইবে। তবে লোকে শ্রীভগবানকে ভজে, আমিও ভজি—এই মনে করিয়া যে-ব্যক্তি ভজন করে ও ভবিষ্যতে কোন প্রকার পাপ-কার্যের অনুষ্ঠান করে না—তাহারই সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া সে শান্তি লাভ করিবে।

৩ তাৎপর্য—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তির যে-শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে-শ্রদ্ধা—তাহা একরূপ নয়। অত্যন্ত দুরাচারীর শ্রদ্ধা লোকপরম্পরায় আগত, কিন্তু শাস্ত্রীয় ভক্তিতে অধিকারীর যে শ্রদ্ধা, উহা শাস্ত্রবিধিতে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ। কিন্তু ভক্তির এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে দুরাচার ব্যক্তিকেও সাধু করিয়া দেয়—ইহাই ভক্তির প্রশংসা।

৪ তাৎপর্য—ভক্তির অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই কর্মের অনুষ্ঠান.—ইহাই শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতাদিতে শ্রীভগবানের

ইত্যাদি,

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরস্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ [ভা. ১. ৫. ১৫]

ইতি চ। এবমজিতবাক্যঞ্চ তদধিকারিবিষয়মেব—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

ইতি। অত্র যদ্যপ্যধিকারিতায়াং শ্রদ্ধৈব হেতুঃ সা চাজ্ঞস্য ন সম্ভবতীতি নৈতত্তদ্বিষয়ং স্যাৎ, তথাপি কথমপি প্রাচীনসংস্কারবিতর্কেণ তদধিকারিত্বনির্ণয়ান্ন দোষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথোপদেষ্টুরেব দোষাপাতঃ স্যাৎ। 'অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ'[১] ইতি বক্ষ্যমাণাপরাধশ্রবণাৎ।

করিবেন না, বরং তিনি নিজে সকলকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়া তাহাদিগকে কর্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন'—ইত্যাদি। (শ্রীপরাশরনন্দন বেদব্যাসের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্য যথা)—

'হে পরাশরনন্দন ! (তুমি মহাভারতাদিতে) স্বভাবতঃ কাম্যকর্মানুরাগী জনগণকে নিন্দনীয় কাম্যকর্মের উপদেশ দিয়া মহা অন্যায় করিয়াছ, কারণ তাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীর অথবা তোমার নিষেধ মানিবে না, বা বেদবিহিত নিষেধও গ্রাহ্য করিবে না।'

এইপ্রকার অজিত শ্রীভগবান্ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

'রোগী অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাহাকে অপথ্য দেয় না, তদ্রূপ মুক্তিকে যিনি জানেন এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ মনুষ্যকে কর্ম উপদেশ করেন না।'

এস্থানে যদিও অধিকারিতাবিষয়ে শ্রদ্ধাই কারণ, তথাপি সে-শ্রদ্ধা অজ্ঞ ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, এই কারণে ইহা অজ্ঞের বিষয় নয়,—তথাপি প্রাচীন সংস্কারবিতর্ক দ্বারা কোনও প্রকারে অধিকারিত্ব নির্ণয় হেতু দোষ হইল না—ইহাই ভাব। অন্যথা উপদেষ্টারই দোষ হয়। যেহেতু 'শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও শ্রবণ-পরাঙ্মুখ জনের প্রতি যে-উপদেশ (তাহাতে অপরাধ হয়)'—ইত্যাদি বচনে বক্ষ্যমাণ অপরাধ শোনা যায়।

বাক্যের অভিপ্রায়, আর ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কর্মের অনমুষ্ঠান—ইহাই শ্রীভাগবত-গত নারদের বাক্যের অভিপ্রায়।

১ হ. ভ. বি. ১১ বিলাস ধৃত পদ্মপুরাণের বচন।

[কর্মণোঽপি ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপত্বম্]

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। তদেবং যোগত্রয়ং তদধিকারহেতুংশ্চোক্ত্বা কর্মণোঽপি যথা ভগবৎসাম্মুখ্যরূপত্বং স্যাত্তথাহ—

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥
অস্মিল্লোঁকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥১৭৪॥

[ভা. ১১. ২০. ১০-১১.]

অনাশীঃকামোঽফলকামঃ। অন্যন্নিষিদ্ধম্। নরকযানং হি দ্বিধৈব ভবতি বিহিতাতিক্রমান্নিষিদ্ধাচরণাদ্বা। অতঃ স্বধর্মস্থত্বান্নিষিদ্ধবর্জনাচ্চ নরকং ন যাতি। অফলকামত্বান্ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ। কিন্ত্বস্মিন্ লোকে অস্মিন্নেব দেহে অনঘো নিষিদ্ধপরিত্যাগী, অতঃ শুচির্নিবৃত্তরাগাদিমলঃ। যদৃচ্ছয়েতি কেবলজ্ঞানাদপি ভক্তের্দুর্লভতাং দ্যোতয়তীত্যেষা।

[কর্মেও ভগবৎ-সাম্মুখ্যলাভ]

অনন্তর প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করিতেছি। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন প্রকার যোগ, এবং এই ত্রিবিধযোগের অধিকার হেতু নির্দেশ করিয়া কর্মও যে-প্রকারে শ্রীভগবানের সম্মুখে লইয়া যায়, তদ্বিষয়ে (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—

'হে উদ্ধব! স্বধর্মে থাকিয়া ফলকামনা ত্যাগপূর্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি যাজন করেন, তিনি যদি অন্য নিষিদ্ধকর্ম না করেন, তাহা হইলে স্বর্গে বা নরকে গমন করেন না। কিন্তু স্বধর্মস্থ ও নিষিদ্ধত্যাগী এবং পবিত্র হইয়া এই দেহেই অবস্থিতি করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান অথবা কোনও ভাগ্যের উদয়বশতঃ আমার ভক্তিযোগ লাভ করেন।" ১৭৪॥

অফলকাম অর্থে ফলকামনারহিত। অন্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। নরকগমন দুইপ্রকারে হয়—(শাস্ত্রাদিতে যে প্রকার) বিধান (আছে), তাহার অতিক্রম করিলে এবং নিষিদ্ধের আচরণ করিলে। (এখানে) স্বধর্মে অবস্থানহেতু (বিহিতকর্মের অতিক্রম হয় না), এবং নিষিদ্ধবর্জনহেতু তাহারা নরকেও গমন করে না। আবার ফলকামনাশূন্য বলিয়া তাহারা স্বর্গেও গমন করে না—ইহাই অর্থ। কিন্তু এই লোকে অর্থাৎ এই দেহে পাপশূন্য অর্থে নিষিদ্ধপরিত্যাগী, অতএব পবিত্র অর্থাৎ রাগাদিমলিনতা হইতে নিবৃত্ত। 'যদৃচ্ছাক্রমে (কোন ভাগ্যের উদয়ে)'—এই উক্তি দ্বারা কেবলজ্ঞানে ভক্তির যে দুর্লভতা, তাহাই প্রকাশ করিলেন (অর্থাৎ

অত্রাফলকামত্বং কেবলেশ্বরাজ্ঞাবুদ্ধ্যা কুর্বাণত্বম্। অত্র জ্ঞানিসঙ্গে সতি তম্মাত্রত্বমেব ভগবদর্পণং ভবেৎ। ভক্তসঙ্গে তু সন্তোষময়ত্বমতো যদৃচ্ছয়েতি পূর্ববত্তৎক্তসঙ্গ-তৎকৃপালক্ষণং ভাগ্যং বোধিতম্। যদুক্তম্ 'এতাবানেব যজতাম্'[১] ইত্যাদি। তদেবং কর্মার্পণ-কেবলজ্ঞান-কেবলভক্ত্যোঽধিকারিভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ।

অতঃ স্বাধিকারানুসারেণৈব স্থাতব্যমিত্যাহ—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। ১৭৫ ॥

[ভা. ১১. ২১. ২]

স্পষ্টম্। ১১ ॥ ২১। ভগবান্ ॥

তত্র সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্মণঃ সাক্ষাৎসাম্মুখ্যরূপ-জ্ঞানভক্ত্যুদয়পর্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ। তত্র সাক্ষাৎসাম্মুখ্যে চ নির্বিশেষসাম্মুখ্যং জ্ঞানম্। সবিশেষস্যাপি তত্ত্বস্য ভগবত্ত্বং পরমাত্মত্বঞ্চেতি মুখ্যমাবির্ভাবদ্বয়মিতি। সবিশেষসাম্মুখ্যরূপায়া ভক্তেস্তু মুখ্যং

জ্ঞানাদি যেমন চেষ্টাসাধ্য, ভক্তি সেরূপ চেষ্টাসাধ্য নহে)।—ইহাই টীকা।

'ফলকামনাশূন্য' বলিতে কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা—এই বুদ্ধিতে (যাগাদির) অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। কর্মানুষ্ঠানবিষয়ে জ্ঞানিসঙ্গ হইলে—সঙ্গমাত্রই শ্রীভগবানে কর্ম অর্পিত হয়,—কিন্তু ভক্তসঙ্গে শ্রীভগবানের সন্তোষ হয়; অতএব বলা হইয়াছে 'যদৃচ্ছাক্রমে'। 'যদৃচ্ছা' অর্থে পূর্বের ন্যায় ভক্তসঙ্গে তাঁহার কৃপারূপ সৌভাগ্য লাভ—ইহাই বোঝা যাইতেছে। উক্ত হয়—'যে সকল ব্যক্তি (ইন্দ্রাদিদেবতার) অর্চনা করেন, (সেই অর্চনকালে যদি শ্রীভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ হয়, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানে অচলা ভক্তির উদয় হয়। তাহাই তাঁহাদের পরমপুরুষার্থ লাভ)'—ইত্যাদি। এই প্রকারে কেবল জ্ঞান ও কেবলা ভক্তি ইত্যাদির অধিকারিভেদে কর্মার্পণের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল—(অর্থাৎ যিনি যে প্রকারের অধিকারী তাঁহার সেই যোগ সেইরূপ সিদ্ধি দান করে—ইহাই ব্যবস্থা)।

অতএব নিজ নিজ অধিকার অনুসারেই থাকা উচিত। তাই বলিয়াছেন—

"নিজ নিজ অধিকারে যে-নিষ্ঠা (সম্যক্ স্থিতি) তাহাকেই গুণ বলা হইয়াছে।" ১৭৫॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১১শ স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

তন্মধ্যে সাম্মুখ্যের উপায়স্বরূপ কর্মের সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয় পর্যন্ত স্থিতি;—অতএব এই দুইটীর দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা) আপনা হইতেই (কর্মের) নিন্দা করা হইল। সেই সাক্ষাৎসাম্মুখ্যবিষয়ে নির্বিশেষসাম্মুখ্য হইল জ্ঞান ও সবিশেষতত্ত্বের মধ্যে ভগবত্ত্ব এবং পরমাত্মত্ব—এই দুইটি হইল প্রধান আবির্ভাব। সবিশেষ-সাম্মুখ্যরূপ ভক্তির

---

[১] ভা. ২. ৩. ১১

ভেদদ্বয়ঞ্চ ভগবন্নিষ্ঠত্বং পরমাত্মনিষ্ঠত্বঞ্চ। তদেতত্রয়ং তত্র শ্রীগীতাসূক্তম্। তত্র 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'[১] ইত্যক্ষরশব্দেন পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্ম। তৎসান্মুখ্যরূপং জ্ঞানাত্মকমুপাসনং চোত্তরোক্তং যথা—'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'[২] ইত্যাদি। যথা পরমাত্মানমপি 'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্'[৩] ইতি, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর"[৪] ইতি চ, বিরাড়্ব্যষ্টিরূপাধিষ্ঠান-দ্বয়ভেদেন ভিন্নপ্রায়মুক্ত্বা ভক্তিরীতিদ্বয়ী তয়োরেকপ্রায়া দর্শিতা। 'অভ্যাসযোগযুক্তেন'[৫] ইত্যাদিনৈকা। 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্'[৬] ইত্যাদিনান্যা। তথা মৎশব্দোক্ত-শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশশ্চায়ম্—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
[ভ. গী. ৮. ১৪]

ভগবন্নিষ্ঠত্ব ও পরমাত্মনিষ্ঠত্ব এই দুইটি ভেদ[৭]। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্) শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে,—'অক্ষরই পরমব্রহ্ম' এই উক্তিতে অক্ষর শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানাত্মক উপাসনা পরে বলা হইয়াছে, যথা—'বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে-অক্ষর-পুরুষের কথা বলেন' ইত্যাদি। এবং পরমাত্মার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে- 'পুরুষ অধিদৈব' 'হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! অর্জুন! এই প্রাণিগণের দেহে আমিই অধিযজ্ঞ পুরুষ (অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে আমিই বিদ্যমান থাকি)'। বিরাট্ ও ব্যষ্টিরূপ এই দুই অধিষ্ঠান ভেদে ভিন্নপ্রায় বলিয়া ভক্তির রীতি (বিরাড়্রূপে ও ব্যষ্টিরূপে) দুই প্রকার। তন্মধ্যে—'(হে পার্থ! অনন্যমনে নিয়ত) ভক্তিযোগ অভ্যাস করিলে (দিব্যপুরুষত্ব লাভ হয়)'—ইহাদ্বারা এক প্রকারের উল্লেখ হইল। আর 'সর্বজ্ঞ ও অনাদি সকলের নিয়ন্তা (আদিত্যবর্ণ পুরুষকে যিনি চিন্তা করেন)'— ইহা দ্বারা অন্যপ্রকারের উল্লেখ

১ ভ. গী. ৮ ৩
২ ভ. গী. ৮. ১১
৩ ভ. গী. ৮. ৪
৪ ভ. গী. ৮. ৪
৫ ভ গী ৮. ৮
৬ ভ. গী. ৮. ৯

৭ বিশেষের সহিত বিদ্যমান যে তত্ত্ব তাহাকেই সবিশেষ বলে অর্থাৎ যাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি রূপগুণলীলাদির প্রতীতি হয়, সেই তত্ত্বই সবিশেষ। সবিশেষতত্ত্বের ভগবদ্রূপে, এবং পরমাত্মরূপে আবির্ভাব। কিন্তু নির্বিশেষতত্ত্ব কেবল ব্রহ্ম। অতএব সবিশেষতত্ত্বের সাক্ষাৎকাররূপ যে-ভক্তি উহা শ্রীভগবান ও পরমাত্মা—এই উভয় সম্বন্ধবশতঃ দুই প্রকার।

[সাম্মুখ্যত্রয়ম্]

তদেতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং শ্রীকপিলদেবেনাপ্যুক্তং—

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥ [ভা. ৩. ৩২. ২১]

দৃশির্জ্ঞানং পৃথক্ পরস্পরমন্যাদৃশো ভাবো ভাবনা। যেষু তথাবিধৈর্জ্ঞানাদিভিরেক-এব পরিপূর্ণস্বরূপগুণঃ পরং ব্রহ্মেয়তে পরমাত্মেয়তে ভগবাংশ্চেয়তে। তত্র জ্ঞানেন পরব্রহ্মতয়া জ্ঞায়তে, ভক্তিবিশেষেণ পরমাত্মতয়া, পূর্ণয়া ভক্ত্যা ভগবত্ত্বয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি, পরমাত্মন ঈশ্বরঃ পুমানিতি, ভগবতো ভগবানিত্যেব। বিবৃতঞ্চৈতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং ভগবৎপরমাত্ম-সন্দর্ভয়োঃ। ব্রহ্মণঃ 'তথাপি ভূমন্'[1] ইত্যাদিনা,

হইল। এবং (নিম্নোক্ত শ্লোকে) 'আমি' শব্দের প্রযোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানের ভক্তিপ্রকার প্রকাশিত হইতেছে এইরূপ :—

'যে-ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমাকে নিত্য স্মরণ করে, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণ আমাকে অতি সুলভে লাভ করে।'

[ত্রিবিধ সাম্মুখ্য]

শ্রীভগবান কপিলদেব এই ত্রিবিধ সাম্মুখ্য (তাঁহার জননী শ্রীদেবহূতির নিকট) বলিয়াছেন—

'এক ভগবানই জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ-পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ। তিনি এক হইয়াও দৃশ্যাদি পৃথক্‌ভাবে (অর্থাৎ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণরূপে) পৃথক্ প্রতীয়মান হন।'

'দর্শন' অর্থে জ্ঞান, 'পৃথক্' অর্থাৎ পরস্পর অন্যপ্রকার, 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা। যে-সকল বিষয়ে তথাবিধ জ্ঞানাদি দ্বারা একই পরিপূর্ণস্বরূপ, তিনি পরব্রহ্মরূপে, পরমাত্মরূপে, ও ভগবদ্রূপে প্রতীত হন;[2] —তন্মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মরূপে, ভক্তিবিশেষের দ্বারা পরমাত্মরূপে, এবং পূর্ণভক্তির দ্বারা ভগবদ্রূপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ[3],

১ ভা. ১০. ১৪. ৬

২ তাৎপর্য—একই তত্ত্ব উপাসনার তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হন—
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে। [চৈ. চ. ২. ২০. ১৩৪]

৩ 'তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বমিতি স্বরূপলক্ষণত্বম্'—যাহা অভিন্ন হইয়াও তাহাকে বুঝায় তাহাই স্বরূপলক্ষণ।
আবৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ'— (চৈ. চ. ২. ২০. ২৯৬.

পরমাত্মনঃ "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" [১] ইত্যাদিনা, ভগবতো 'ভক্তিযোগেন মনসি'[২] ইত্যাদিনা চ।

[জ্ঞানকর্মণোস্তিরস্কারঃ]

তথা চ যদ্যপি সাম্মুখ্যত্বেনাবিশিষ্টং জ্ঞানাদিত্রয়মপি তদ্বৈমুখ্যপ্রতিযোগি ভবেৎ' তথাপি "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো"[৩] ইত্যাদিনা ভক্তিং বিনা কেবলজ্ঞানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাত্তত্রাপি চ 'তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য'[৪] ইত্যাদৌ ভক্তেস্তন্নিরপেক্ষত্বাৎ 'যৎকর্মভির্যত্তপসা'[৫] ইত্যাদাবানুষঙ্গিকসর্বফলত্বাচ্চ জ্ঞানমপি ন্যক্কৃতম্। ততোঽবশিষ্টায়াং সবিশেষো-

---

পরমাত্মার স্বরূপলক্ষণ ঈশ্বরপুরুষ, এবং শ্রীভগবানের স্বরূপলক্ষণ শ্রীভগবান। ভগবৎসন্দর্ভে ও পরমাত্মসন্দর্ভে এই ত্রিবিধ সাম্মুখ্য বিবৃত হইয়াছে। 'হে ভূমন্ (নির্গুণস্বরূপ তোমার মহিমা লোকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারে,'—ইত্যাদি (ভাগবতের) বচনে ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। 'স্ব স্ব দেহের মধ্যবর্তী হৃদয়দেশে যে এক প্রাদেশমাত্র পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন, (কেহ কেহ ধারণাদ্বারা তাঁহাকেই চিন্তা করেন)'—এই বচনে পরমাত্মার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবং 'শ্রীভগবৎপ্রেমে সমাহিত চিত্তে (ব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন)'—এই বচনে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

[জ্ঞান ও কর্মের নিন্দা]

যদ্যপি জ্ঞানাদিত্রয় (অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিতত্ত্ব) বিমুখতা নষ্ট করিয়া সাম্মুখ্য লাভ করাইয়া দেয়, তথাপি 'হে বিভো! যাহারা তোমার পরমমঙ্গলপথ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া (কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করে তাহাদের ক্লেশই হয়)'—এই উক্তি অনুসারে ভক্তি ব্যতীত কেবল-জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর, এই কারণে এবং 'আমার ভক্তিযুক্ত (যোগিগণের জ্ঞান ও বৈরাগ্যও মঙ্গলকর হয় না)', ভগবানের এই উক্তিতে ভক্তি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—এই কারণে এবং 'যাহা কর্মের দ্বারা ও তপস্যাদ্বারা লাভ হয়—(তাহা আমার ভক্তিযোগে লাভ হয়)'—এই উক্তি বশতঃ আনুষঙ্গিকরূপে সমস্ত ফললাভ হওয়ায় জ্ঞানের ধিক্কার করা হইল (অর্থাৎ ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞান যে হেয়—

১ ভা. ২. ২. ৮
২ ভা. ১. ৭. ৪
৩ ভা. ১০. ১৪ ৪
৪ ভা. ১১. ২. ৩১
৫ ভা. ১১. ২০. ৩২

পাসনারূপায়াং ভক্তৌ চ শ্রীবিষ্ণুরূপমবহুমন্যমানাঃ কেচিন্নিরাকারেশ্বরস্য বোপাসনাং যাং মন্যন্তে সাপি ন্যক্‌কৃতাস্তি। যতো হিরণ্যকশিপোরপি 'নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ'[১] ইত্যাদিতদ্বাক্যেন 'যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ'[২] ইত্যাদি-তদুদাহৃতেতিহাসবাক্যেন তৎকৃতব্রহ্মস্তবেন চ ব্রহ্মজ্ঞানং নিরাকারেশ্বরজ্ঞানমন্যাকারেশ্বরজ্ঞানং তস্যাস্তীতি বর্ণ্যতে। শ্রীবিষ্ণৌ দেবতাসামান্যদৃষ্টেনিন্দ্যতে চ স ইতি। তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্‌কৃতা, পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ। 'সালোক্য-সার্ষ্টিসারূপ্য-'[৩] ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়ত্বয়া নির্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনুমতা 'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি' ইতি। তদেতৎ সর্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশভক্ত-প্রশংসাদ্বারেণ সর্বোর্ধ্বমুপদিশতি—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১৭৬ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩৪]

টীকা চ[৪] —ধীরা ধীমন্তো যতো মমৈকান্তিনো ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্ণন্তি, কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। অপুনর্ভবমাত্যন্তিক-কৈবল্যমিত্যেষা।

- - - -

ইহাই প্রতিপন্ন হইল)। অতএব সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিই অবশিষ্টরূপে পাওয়া গেল। সেই ভক্তিযোগে আবার শ্রীবিষ্ণুরূপ উৎকৃষ্ট নয়—ইহা বিবেচনা করিয়া কেহ নিরাকার ঈশ্বরের অথবা অন্যাকার ঈশ্বরের যে উপাসনা স্বীকার করেন, তাহারও নিন্দা করা হইল। 'আত্মা নিত্য, অব্যয় এবং শুদ্ধ, (আত্মার মরণ নাই)' ইত্যাদি হিরণ্যকশিপুর বাক্যে, 'অব্যয় ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন' ইত্যাদি—সেই হিরণ্যকশিপু কর্তৃক কথিত ইতিহাস বাক্যে[৫] ও হিরণ্যকশিপু কৃত ব্রহ্মস্তবে ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান এবং অন্যরূপ আকারে যে ঈশ্বর জ্ঞান তাহার আছে—ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতার তুল্য—এই সমান দৃষ্টি করায় হিরণ্যকশিপুর নিন্দাই করা হইয়াছে। সেই প্রকার অন্যত্র—'আমিই ঈশ্বর' ইত্যাকার উপাসনারও নিন্দা করা হইয়াছে, যেমন যদুগণ কর্তৃক

---

১ ভা. ৭. ২. ৮
২ ভা. ৭. ২. ৩৪
৩ ভা. ৩ ২৯. ১১
৪ 'টীকা চ'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।
৫ হিরণ্যকশিপু নিজভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে তাঁহার শোকাকুল মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নিকট শোক অপনোদনের নিমিত্ত সুযজ্ঞরাজার ইতিহাস কীর্তন করেন। উশীনরদেশে সুযজ্ঞনামে এক রাজা ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার পত্নীগণ মৃত রাজার নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করেন, তখন যমরাজ বালকরূপে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে অব্যয় ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি করেন ইত্যাদি।

[একান্তিভক্তানামেব পরমমহিমা]

ঈদৃশামেকান্তিনামেব পরমমহিমা গারুড়ে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যাং বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥[১]

পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদি উপহাসাস্পদ বলিয়াই বিবেচিত[২]। '(ভক্ত) সালোক্য (সমানলোকে বাস), সমান ঐশ্বর্য ও (শ্রীভগবানের) সমানরূপ (গ্রহণ করেন না)'--ইত্যাদি বচনে সেই ফল হেয়রূপে নির্দিষ্ট থাকায় সম্যক্ প্রকারে উহা ('আমি ঈশ্বর'—এইরূপ উপাসনা) নিরস্ত হইল। তাহাই শ্রীহনুমান্ বলিয়াছেন—'শ্রীভগবানের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি প্রভুত্বপদ ইচ্ছা করে'? এই সমস্ত অভিপ্রায়েই তাদৃশ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের প্রশংসায় নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিই যে সকলের উপরে বিদ্যমান—তাহাই (শ্রীভগবান্) উপদেশ দিয়াছেন—

"ভক্তিবশতঃ যাঁহারা একান্তী অর্থাৎ আমাতে প্রীতিযুক্ত, অতএব ধীর, তাঁহারা আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও পুনর্জন্মরহিত (আত্যন্তিক) মুক্তি কিছুই অভিলাষ করে না।" ১৭৬ ॥

টীকা—'ধীর' অর্থে ধীমান;—যেহেতু (তাহারা) আমার একান্তী অর্থাৎ আমাতে প্রীতিযুক্ত, অতএব আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও উহা গ্রহণ করেনা,—বাঞ্ছা যে করে না—এ বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? 'পুনর্জন্ম যাহাতে নাই' এইরূপ মুক্তি বলিতে আত্যন্তিক মুক্তি বুঝিতে হইবে। —ইহাই টীকা।

[একান্তী ভক্তের পরম মহিমা]

ঈদৃশ একান্তী ভক্তগণেরই শ্রেষ্ঠ মহিমা গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন যজ্ঞকারী শ্রেষ্ঠ, সহস্র যজ্ঞকারী অপেক্ষা একজন বেদান্তপার'গ শ্রেষ্ঠ, কোটি সমগ্রবেদান্তবিৎ অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।'

১ এই দুইটী শ্লোক বঙ্গবাসী প্রেসের প্রকাশিত ২য় সংস্করণ গরুড়পুরাণে নাই, কিন্তু উক্ত গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডে ২৩১ অধ্যায়ে ১৩—১৪ শ্লোক এইরূপ:—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যাং বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
ঐকান্তিনশ্চ পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।
একান্তেনাসনো বিষ্ণুর্যস্মাদেষাং পরায়ণঃ।

২ তাৎপর্য—শ্রীভাগবতে ১০.৬৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলে করূষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক রাজা দ্বারকাতে একটী দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠান 'আমিই বাসুদেব কৃষ্ণ, তুমি কেন

ইতি। যস্মাদেবং সর্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিস্তস্মাত্তত্র স্বভাবত এব প্রবৃত্তির্গুণঃ। তথাভূতামপি তন্মাধুরীং স্বদোষেণানুভবিতুমসমর্থানাং তু কেবল-বিধিনিষেধসম্ভব-গুণদোষদৃষ্ট্যৈব প্রবৃত্তিরপি পূর্বাপেক্ষয়া দোষ এব। যথোক্তমেতৎ পূর্বাধ্যায়ে 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ'[১] ইত্যাদৌ সাক্ষাদ্ভক্তেরপি বিধানাবিধানয়োর্গুণ-দোষতাং 'কিং বর্ণিতেন বহুনা'[২] ইত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রতিপাদ্য "গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ"[৩] ইতি। অত এব লব্ধতন্মাধুর্যানুভবানাং তদ্বিধিনিষেধ-কৃতগুণদোষৌ ন স্ত এবেত্যাহ—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। ১৭৭॥
[ভা. ১১ ২০. ৩৬]

যেহেতু সমস্ত আনন্দকে অতিক্রম করায় এই ভক্তি পরমানন্দরূপা, সেই হেতু স্বভাবতঃই যে-প্রবৃত্তি, তাহাই উহার গুণ। কিন্তু তথাভূত ভক্তির মাধুরীও যাহারা নিজদোষে অনুভব করিতে পারে না, তাহাদের কেবল বিধি ও নিষেধ দৃষ্টি দ্বারা প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, উহা পূর্বাপেক্ষা দোষাবহ। ইহার পূর্বাধ্যায়ে উক্ত হয়—'আমাতে যে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠা তাহাই শম' ইত্যাদি, এই উক্তি স্থলে '(গুণ ও দোষের লক্ষণ) বিস্তৃতরূপে কি বর্ণন করিব'—এই শেষাংশের দ্বারা সাক্ষাৎ ভক্তির বিধান ও অবিধানে যথাক্রমে গুণ ও দোষের প্রতিপাদন করিয়া—'গুণ ও দোষ দর্শনই দোষ এবং তদুভয়ের অদর্শনই গুণ'[৪] —ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা ভক্তি-মাধুর্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিধিকৃত গুণ ও নিষেধকৃত দোষ হয় না—ইহাই বলিতেছেন—

"আমাতে যাহারা একান্ত ভক্ত তাহাদের গুণ ও দোষ হইতে উৎপন্ন গুণসকল সম্ভব হয় না।" ১৭৭॥

টীকা—গুণ ও দোষের দ্বারা অর্থাৎ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা যাহাদের উদ্ভব, সেই 'গুণসকল' অর্থে পুণ্যপাপাদি।

আমার শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ কর।' দূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রক রাজা নিজেকে বাসুদেব বলিয়া মনে করায় শুদ্ধভক্ত যদুগণ উহা শুনিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা 'অহংগ্রহোপাসনা' অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর -এই ভাবের উপাসনার নিন্দা করা হইল।

১ ভা. ১১. ১৯. ৩৩

২ ভা. ৩. ২৯. ১১

৩ ভা. ১১. ১৯. ৪৫

৪ শাস্ত্রবিহিত কার্যের অনুষ্ঠানে গুণ, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠানে দোষ হয়। এই উভয়ের দর্শনে অর্থাৎ তত্ত্বতঃ যে বিবেচনা তাহাই দোষ, কিন্তু উভয়বর্জিত যে-স্বভাব বিশেষ, তাহাই গুণ,—অর্থাৎ গুণদোষাদি দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্বভাবতঃই পরমমঙ্গলময়ী যে-প্রবৃত্তি—তাহাই গুণ।

টীকা চ—গুণদোষৈর্বিহিত-প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয় ইত্যেষা।

১১ ॥ ২০ । শ্রীভগবান্ ॥

[অকিঞ্চনাখ্যভক্তেরৌচিত্যম্]

ইয়মকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বভাবত উচিতা। স্বাভাবিকতদাশ্রয়া হি জীবাঃ। 'স কারণং কারণাধিপাধিপঃ' ইতি শ্রুতেঃ। অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্বস্বীকারাত্তদাশ্রয়ত্বং সূর্যমণ্ডল-বহিরাতপ-পরমাণূনামিব। অত এব পাদ্মোত্তরখণ্ডে প্রণবব্যাখ্যানে—

অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্।
বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ [প. পু. উত্তর, ৯০ অ.]

ইতি। অন্তে চ—"ভগবচ্ছেষরূপোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ" ইতি। তথা—

অবধারণবাচ্যেবোকারঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
শ্রীশ্চ তৎপক্ষপাতিত্বাদকারেণৈব চোচ্যতে।
ভাস্করস্য প্রভা যদ্বত্তস্য নিত্যানপায়িনী ॥

ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

[অকিঞ্চন ভক্তির ঔচিত্য]

জীবগণের স্বভাবতঃ এই অকিঞ্চন নামক ভক্তিই উচিত। কারণ জীবগণ স্বাভাবিক ভাবে সেই (শ্রীভগবানের) আশ্রিত। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি (ভগবান্) কারণের অধিপতি (ব্রহ্মাদিরও কারণ, অতএব তিনি) সকলেরই কারণ'। জীব শ্রীভগবানের অংশ হইলেও বহিরঙ্গত্বস্বীকার হেতু বাহিরের রৌদ্রপরমাণু সকলের যেমন সূর্যই আশ্রয় তদ্রূপ শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত জীব থাকিতে পারে না। অতএব পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে প্রণব ব্যাখ্যানে কথিত হইয়াছে—

'অকার, উকার ও তদনন্তর মকার,—এই ত্রিবেদাত্মক প্রণব ব্রহ্মের পদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অকারে বিষ্ণু, উকারে লক্ষ্মী, এবং মকারে সেই উভয়ের দাস পঞ্চবিংশতত্ত্ব জীব কথিত হইয়াছে।'

৩৭—OP—37

ইত্যাদি। অত এব শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্। তথাষ্টাক্ষরব্যাখ্যানে—

শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্বং করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্বাসু কমলাপতেঃ ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াম্।
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥

ইতি। তদেতদাহুঃ—

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ১৭৮ ॥

[ভা. ১০. ৮৭. ১৬]

শেষেও বলিয়াছেন—'মকার নামে শ্রীভগবানের প্রলয়রূপী সচেতনতত্ত্ব।' এবং—

'কেহ বলেন যে উকার অবধারণ-(নিশ্চয়তা-) বাচী। শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব হেতু অকারের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীই অভিহিত হন্—ভাস্কর কান্তির ন্যায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের বিনাশশূন্য নিত্যসঙ্গিনী।'

অতএব বৈষ্ণবগণের প্রণবই (ওঁকারই) মহাবাক্য[১] ইহা স্থির হইল। সেই প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—

'সকল দেশে, কালে ও অবস্থাতে সেই শ্রীবিষ্ণুর দাস্য করিতেছি—এই প্রকার চিন্তাতে শ্রীকমলাপতি ভগবানের স্বরূপসিদ্ধ যে মুখ্য দাস্য—তাহা লাভ করা যায়। এই রূপ মন্ত্রের অর্থ জানিয়া সম্যক্প্রকারে সেই বৃত্তির আচরণ করিবে। স্থাবর (বৃক্ষাদি) জঙ্গম (মনুষ্য-পশ্বাদি) সমস্ত জগৎ সেই কমলাপতির দাস। শ্রীনারায়ণ জগতের স্বামী, প্রভু, ও ঈশ্বর।'

অতএব ইহাই বলিতেছেন—

"কর্মের দ্বারা উপার্জিত এই নবাদিদেহে বর্তমান কার্যকারণের আবরণশূন্য পুরুষকে পণ্ডিতগণ সর্বশক্তিধারী আপনার অংশবিশেষ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ এইপ্রকার জীবগতি বিবেচনা করিয়া ও উহাতে বিশ্বস্ত হইয়া পৃথিবীতে আপনার চরণকমলকে সংসারনিবর্তক নিগমশাস্ত্রোক্ত কর্মক্ষেত্র ভাবিয়া সেবা করিয়া থাকেন"। ১৭৮ ॥

---

১ প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥ [চৈ. চ. ২. ৬. ১৫৮—৫৯]

স্বেন ত্বয়া কৃতেষু পরেষু দেহেষু বর্তমানং পুরুষং জনং তবৈবাংশরূপেণ[1] কৃতং নিত্যসিদ্ধং বদন্তি। তত্রাখিলশক্তিধৃতস্তব ইত্যুক্ত্বা তদখিলশক্তি-গণান্তঃপাতি-জীবাখ্য-তটস্থশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তবাংশো ন তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্টস্য কেবলস্বরূপস্যেত্যায়াতম্। ততো মূলমণ্ডল-স্থানীয়-ত্বদাশ্রয়করশ্মি-পরমাণুস্থানীয়া জীবা ইতি ভাবঃ। অংশত্বে হেতুরবহিরন্তরসংবরণম্। বহিরন্তরশ্চ যস্য সংববণং নাস্তি, কিন্তু তৈস্তৈ রূপাদিভিঃ সংবরণমেবাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সংবরণহীনস্য তবায়মংশ এবেতি ভাব ইতি। এতৎপ্রকারাস্ত জীবস্য গতিং স্বভাবত এব ত্বদাশ্রয়কস্ত্বদেবজীবনশ্চাসৌ জীব ইতি তত্ত্বং বিবিচ্য জ্ঞাত্বা কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ বিশ্বসিতাঃ শ্রদ্দধানা ভবত এবাঙ্ঘ্রিমুপাসতে। বিশ্বাসে হেতুর্নিগমাবপনং সকলবেদ-বীজোজ্জীবনৈকাশ্রয়ক্ষেত্রং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ। অতো নিত্য-ত্বাদাশ্রয়ৈক-জীবনানামপি তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যেন যৎ সংসারদুঃখং ভবতি তদপি স্বয়মেব

'স্বকৃত' অর্থে তোমার কৃত, 'পুবসকল' অর্থে দেহসমূহ; তথায় বর্তমান তোমার পুরুষকে অর্থাৎ জনকে, তোমাবই অংশরূপে, কৃত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ—ইহা বলিয়া থাকেন। সেইখানে 'অখিলশক্তিধাবী তোমাব'—এই উক্তি বশতঃ সেই অখিল শক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত জীবনামে যাহা তটস্থশক্তিবিশিষ্ট—তাহা তোমাবই যে অংশ; ইহাই বোঝা গেল। কিন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কেবলস্বরূপ তোমাব অংশ নহে।[2] অতএব মূল-মণ্ডলস্থানীয় তুমি যাহার আশ্রয়—এমন রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় জীবসকল—ইহাই ভাব। 'অবহিরন্তর'—সংবরণই অংশের কারণ অর্থাৎ বাহিরে এবং অন্তরে সংবরণ নাই, কিন্তু সেই সেই উপাধিদ্বারা সংবরণ আছে। অতএব সংববণহীন তোমার অংশই জীব—ইহাই ভাব। এই জীবের গতি—অর্থাৎ জীব স্বভাবতই তোমার আশ্রিত এবং তুমিই তাহার একমাত্র জীবন—এই তত্ত্ব 'বিবেচনা করিয়া' অর্থাৎ জানিয়া 'কবিগণ' অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমারই চরণ উপাসনা করেন। বিশ্বাসের হেতু এই যে তুমি 'নিগমাবপন' অর্থাৎ সকল বেদবীজের উজ্জীবনের (তুমিই) একমাত্র মুখ্য আশ্রয়স্থান, যেহেতু তুমি শাস্ত্রের যোনি (শাস্ত্রকারণ)। অতএব নিত্যই

---

১ 'ত্বদীয়-স্বরূপং' মুদ্রিত পুস্তকে অধিক পাঠ।

২ স্বরূপশক্তি বলিতে স্বরূপই শক্তি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-শক্তি অভিন্নরূপে বিদ্যমান তাহাই স্বরূপশক্তি। সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, অতএব স্বরূপশক্তিও ত্রিবিধ।

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

[চৈ চ. ২. ৮. ১১৯]

স্বয়ং আনন্দরূপী শ্রীভগবান্ যে-শক্তি দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হন্ এবং ভক্তগণকে আহ্লাদিত করেন, তাহাই

পলায়ত ইত্যাহুঃ—অভবমিতি। ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো যত্রেতি। অথবা ভজনীয়স্য নিত্যত্বেন ভক্তেরপ্যনশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—অভবং জন্মরহিতমঙ্ঘ্রিমিতি। তস্মাদকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব সর্বোর্ধ্বমভিধেয়া। ১০ ॥ ৮৭। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[সৎসঙ্গো হি ভক্তিরূপ-সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানম্]

অথ তস্যা এব প্রকারান্তরেণ স্থাপনায় প্রকরণান্তরং যাবত্তল্লক্ষণপ্রকরণম্। তদেবং পরমদুর্লভস্বরূপং পরমদুর্লভফলঞ্চাকিঞ্চনাখ্য-সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি বক্তুং সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানমুপলক্ষয়তি—

একমাত্র তোমার আশ্রিতজীবন-স্বরূপ জীবগণের তোমার চরণবৈমুখ্যহেতু সংসারদুঃখ হয় এবং তাহা (তোমার আরাধনায়) স্বয়ংই পলায়ন করে। তাই—অঙ্ঘ্রি (চরণ) শব্দের বিশেষণ 'অভব।' নাই ভব অর্থাৎ সংসার যেখানে। অথবা ভজনীয় (চরণের) নিত্যত্বহেতু ভক্তিরও অনশ্বরতা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন,—'অভব' (অর্থাৎ) জন্মরহিত সেই চরণ। অতএব অকিঞ্চনাখ্য ভক্তিই সকলের উপরে অভিধেয়। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৮৭তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি ॥

[ভক্তিরূপ সাম্মুখ্যমাত্রে সৎসঙ্গই কারণ]

অনন্তর সেই অকিঞ্চনাখ্য ভক্তি স্থাপনের নিমিত্ত প্রকারান্তরে লক্ষণ প্রকরণ নির্দেশ করিতেছেন। এই প্রকার পরমদুর্লভস্বরূপ এবং পরমদুর্লভফল তত্ত্ব-সাক্ষাৎরূপ আকিঞ্চনাখ্য ভক্তির দ্বারা (ভগবৎ) সাম্মুখ্য কি প্রকারে হইতে পারে—তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাম্মুখ্যমাত্রের কারণ নির্দেশ করিতেছেন—

'হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন অনাদিকাল হইতে সংসারাবদ্ধ নানাযোনি-ভ্রমণকারী জীবের সংসার নাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করে।

নাম হ্লাদিনী। শ্রীভগবান্ সত্তারূপ হইয়াও যে-শক্তি দ্বারা স্বয়ং সত্তা (বিদ্যমানতা) ধারণ করেন্ এবং অন্যকে ধারণ করান্—তাহারই নাম সন্ধিনী। জ্ঞানরূপী ভগবান্ যে-শক্তি দ্বারা নিজে জানেন এবং অন্যকে জানান তাহার নাম সম্বিৎ।

জীব তটস্থা শক্তি। তটস্থা বলিতে যে তটে বা সমীপে থাকে।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
[চৈ. চ. ২. ২০. ১৩১]

জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কেবল স্বস্বরূপ শ্রীভগবানের অংশ নহে। তটস্থাখ্য-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীভগবানেরই অংশ, এই কারণেই জীবকে বিভিন্নাংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন—[চৈ. চ, ২. ২২. ৭]

সূর্যের বহিস্থ কিরণাদির আশ্রয় যেমন সূর্য, তদ্রূপ তটস্থাখ্য জীবশক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান্।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদ্
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ১৭৯॥
[ভা. ১০. ৫১. ৫৩]

যদা ভ্রমতঃ সংসরতো ভবাপবর্গো ভবেৎ সংপ্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ। তদা ভবাপবর্গো ভবেদিতি বক্তব্যে বৈপরীত্যেন নির্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্য শীঘ্রতয়াবশ্যকতয়া চ হেতুতাবিবক্ষয়া[১]। তথোক্তং নলকূবরমণিগ্রীবৌ প্রতি শ্রীভগবতা—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ [ভা. ১০. ১০. ৩৬]

ইতি। অত এবাতিশয়োক্তি-নামালঙ্কারস্য চতুর্থো ভেদোঽয়মিত্যালঙ্কারিকাঃ। তদুক্তং তদ্বিবৃতৌ—"চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্। যা হি কার্যস্য পূর্বোক্তিঃ"

এবং যখনই সাধুসঙ্গ লাভ হয় তখনই সমস্ত সঙ্গনিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মাদিতৃণ পর্যন্তের নিয়ন্তা এবং সাধুগণের গতিস্বরূপ আপনাতে তাহার ভক্তি হয়।" ১৭৯ ॥

যে-সময়ে ভ্রমণকারী সংসারীর সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়। এস্থানে যে সময়ে সৎসঙ্গ লাভ হয় তখন সংসারের নাশ হয়—এই প্রকার বলা উচিত ছিল কিন্তু তাহা না বলিয়া বিপরীত ভাবে (অর্থাৎ যখন সংসার নাশের কাল হয় তখন সৎসঙ্গ ঘটে), এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায়,—সৎসঙ্গের ফল যে সংসার নাশ, তাহা যে সত্বরই হয় এবং সংসার নাশের নিমিত্ত যে সৎসঙ্গ আবশ্যক—এই দুইটীকে হেতু রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তাই নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

'যেরূপ সূর্য দর্শনে চক্ষুর অন্ধকারকৃত বন্ধন থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা স্বধর্মবর্তী ও আত্মবেত্তা এবং যাঁহাদের চিত্ত একান্তভাবে আমাতে (শ্রীভগবানে) সমর্পিত, তাঁহাদের দর্শনলাভে সংসার বন্ধন থাকে না।'[২]

---

১ 'সৎসঙ্গমস্যাবশ্যকহেতুত্ববিবক্ষয়া'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ তাৎপর্য—যাহার সংসারনাশের কাল উপস্থিত হয় সেই ব্যক্তি সৎসঙ্গ লাভ করে, এবং সৎসঙ্গ লাভ হইলে তাহার সংসার নাশ হয়,—সুতরাং সে মুক্ত হইয়া যায়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ [চৈ. চ. ২. ২২. ২৯]

এস্থানে কেহ বলিতে পারেন যে সাধুসঙ্গ হইলেই যে শ্রীভগবানে ভক্তি হয়, এমন ত' কোন নিয়ম নাই। অনেকে সাধুদর্শন করিয়াও ভক্ত হন না। সত্য বটে সূর্যদর্শনে চক্ষুর অন্ধকার নাশ হয়,—কিন্তু মাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই সূর্যদর্শনে অন্ধকারবন্ধন দূরে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধ, তাহার সূর্যদর্শনে অন্ধকার যায় না। তদ্রূপ নানাপ্রকার অপরাধযুক্ত আসুরভাব জনগণের সাধুদর্শনেও ভববন্ধন নাশ হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে।

ইতি। তত্র হেতুর্যর্হি যদা সৎসঙ্গমস্তদৈব পরাবরেশে ত্বয়ি মতির্ভবতি তদ্বৈমুখ্যকরানাদি-সিদ্ধতজ্জ্ঞান-সংসর্গাভাবান্তে তৎসাম্মুখ্যকরং তজ্জ্ঞানং জায়ত ইত্যর্থঃ। অত এবোক্তং শ্রীবিদুরেণ—

> জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
> অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য॥ [ভা. ৩. ৬. ৩]

ইতি। অত্র দৈবাৎ প্রাচীনকর্মণো হেতোস্তদাবেশাদধর্মশীলস্য ভগবদ্ধর্মরহিতস্যেত্যর্থঃ। মূলপদ্যে যর্হি যদেতি[১] নির্দেশান্ন কালবিলম্বেন। তত্র চৈবকারান্নান্যদা কদাচিদপীত্যর্থঃ। তেন তন্মতৌ হেতুঃ সদ্গতৌ যত্র যত্র সন্তঃ সঙ্গচ্ছন্তে তত্র তত্র গতিঃ স্ফুরণং যস্য তস্মিংস্ত্বয়ীতি। তথা চেতিহাসসমুচ্চয়ে—

এই বিপরীত নির্দেশ হেতু অতিশয়োক্তি নামে অলঙ্কারেবই চতুর্থ ভেদ—ইহাই অলঙ্কার শাস্ত্রবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন। উহাব বিবরণে কথিত হয় 'কারণেব শীঘ্রফলদায়িত্ব নির্দেশ করিবার জন্য কার্যের যে-পূর্বোক্তি, তাহাকেই অতিশযোক্তি অলঙ্কাবেব চতুর্থ ভেদ বলিয়া জানিতে হইবে।' সেই (সংসাব নাশ) বিষযে কাবণ নির্দেশ কবিতেছেন :—যে-সময়ে সাধুসঙ্গ লাভ হয় তখনই ব্রহ্মাদিতৃণ পর্যন্তের নিয়ন্তা তোমাতে (শ্রীভগবানে) মতি হয়। অতএব তোমার বিমুখতাজনক অনাদিসিদ্ধ সংসাবজ্ঞানেব সংসর্গাভাবের অন্তে তোমার সাম্মুখ্যকব সেই জ্ঞান জন্মে।[২] অতএব শ্রীবিদুর বলিতেছেন,—

'পূর্ব পূর্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম বশতঃ যাহারা শ্রীভগবানে বিমুখ অতএব অধর্মশীল, তাহারা দুঃখ ভোগ করে। আপনার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ পবোপকারী পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবদ্ভক্তগণ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই বিচরণ করিয়া থাকেন।'

এই শ্লোকে দৈবাৎ পূর্বানুষ্ঠিত কর্মের আবেশ বশতঃ জীব অধর্মস্বভাব অর্থাৎ ভগবদ্ধর্মবহিত (ইহা বলা হইয়াছে)। মূলপদ্যে (শ্রীভাগবতের শ্লোকে) যে-সময়ে—এই শব্দেব নির্দেশ থাকায় কাল বিলম্ব হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে। এবং উক্ত শ্লোকে 'তদৈব' (তখনই) —এই নিশ্চয়াত্মক 'এব' শব্দ থাকায় অন্য কোনও সময়ে নহে—ইহা অর্থ। উহাতে (শ্রীভগবানে মতিতে) কারণ এই যে—তিনি 'সদ্গতি স্বরূপ' অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাধুগণ যান সেইখানেই (শ্রীভগবানের) গতি অর্থাৎ স্ফুরণ হয়—এমন যে শ্রীভগবান্ তুমি—তাহাতে তাহাদের মতি হয়। ইতিহাস সমুচ্চয়ে উহাই কথিত হইয়াছে—

'যে স্থানে রাগাদিরহিত বাসুদেবপরায়ণ জনগণ বিদ্যমান, হে রাজন্! সেইস্থানে বিষ্ণু সন্নিহিত হন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

---

১ 'যর্হি তদৈব'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ অনাদিবদ্ধ জীব শ্রীভগবানে বহির্মুখ হইয়া আছে, কিন্তু শ্রীভগবদ্ ভক্তের সঙ্গলাভে বহির্মুখতা নষ্ট হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানে অন্তর্মুখতা লাভ হয়।

যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতের্নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি। সতাং গতাবিত্যত্র ব্যাখ্যানেঽপি অসতাস্ত্বসৌ ন গতিঃ। অতস্তদ্দ্বারৈবান্যেষাং তল্লাভো যুক্ত ইতি পূর্ববদেব। পিঙ্গলায়া অপি সৎসঙ্গে 'বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ'[১] ইত্যত্র ব্যক্তোঽস্তি।

টীকা চ—সৎসঙ্গতৌ সত্যামপ্যহো মে মোহ ইত্যাহ বিদেহানামিতীত্যেষা।

তদেবং যত্র নোপলভ্যতে সৎসঙ্গস্তত্রাপ্যাধুনিকঃ প্রাক্তনো বা পারম্পরিকো বানুমেয় এব। অত্র কৃত-শ্রীনারদাদি-দর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকূবরাদিবত্তাদৃশত্ব-প্রাপ্তির্ন শ্রূয়ত ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যপরাধসদ্ভাবো বর্ততে পুরুষে তদা তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাণাং সাধারণ পুণ্যাদি-দৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষ-শান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য

'সদ্‌গতি' বলিতে যদি সাধুদিগের গতি—এই প্রকার অর্থ করা যায় তাহা হইলে বুঝা যায়—ইনি অসৎগণের গতি নহেন। অতএব সেই শ্রীভগবদ্ ভক্তের দ্বারাই শ্রীভগবানে মতি লাভ হয়। পিঙ্গলা নাম্নী (কোনও বারবনিতার) সৎসঙ্গবশতঃ তদ্রূপ (ফললাভ) হইয়াছিল। 'বিদেহ নগর মধ্যে কেবল একা আমিই মূঢ়বুদ্ধি'—উহা স্পষ্টরূপে তাহার উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

টীকা—হায়, এই বিদেহনগরে সৎসঙ্গ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই আমার মোহ। এই পর্যন্ত টীকা।

যে-স্থানে সৎসঙ্গের অস্তিত্ব দেখা যায় না সে স্থানে আধুনিক অথবা পূর্বজাত, বা পারম্পরিক সৎসঙ্গের অনুমান করিতে হইবে। তবে শ্রীনারদাদির দর্শন লাভ করিয়াও দেবতা-দিগের শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের ন্যায়[৩] (কোন ভগবৎ) লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায় না—(সে-বিষয়ে নিম্নোক্ত) প্রকারে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, অপরাধ বিদ্যমান থাকায় সেই দোষে লোকে সাধুগণকে আদর করে না অথবা শ্রীভগবদ্ ভক্তগণকে মাত্র সাধারণ পুণ্যবান্ বলিয়া

১ ভা. ১১. ৮. ৩৩

২ প্রসিদ্ধি আছে অবধূত দত্তাত্রেয় ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে পিঙ্গলার গৃহপ্রাঙ্গণে অতিথিরূপে রাত্রি বাস করেন। বারবনিতা পিঙ্গলা ধনবান্ যুবকের সঙ্গলাভের আশায় অনর্থক রাত্রি জাগরণ করিয়া খেদপ্রাপ্ত হয়। তাহাতেই পিঙ্গলার প্রতি দত্তাত্রেয় অবধূতের কৃপা হয় এবং তজ্জন্য পিঙ্গলার বৈরাগ্য উদয় হয়।

৩ শ্রীভাগবতে (ভা. ১০. ১০) বর্ণিত হইয়াছে যে কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকূবর ও মণিগ্রীব শিবধাম কৈলাসের

ভগবৎসাম্মুখ্যকারণত্বেঽপি তৎকৃপাসাহায্যমপেক্ষতে। নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব জাত-পরমোত্তম-দৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তমজানজদেবৈঃ—

তাস্বে হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাকৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ [ভা. ৩. ৫. ৪৩]

তে তব পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধিনো যে ভক্তা ইত্যর্থঃ। তে তান্ নূনং প্রায়ো ন পশ্যন্তি ন কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীকুর্বন্তীত্যর্থঃ। কান্? য অসদ্বৃত্তিভিঃ সাপরাধচেষ্টৈ-রক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাকৃতান্তর্মনসো দূরীকৃতান্তর্মুখচিত্তবৃত্তয়ো বহির্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যান-

---

দেখে। যদিও মহৎসঙ্গ ভগবৎ-সাম্মুখ্য-লাভের কারণ, তথাপি মহৎকৃপা ব্যতীত সেই (অনাদর প্রদর্শনরূপ) দোষ দূর হয় না। যাঁহারা অপরাধশূন্য তাঁহাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ দ্বারাই সাধুগণের প্রতি পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হয় এবং সেই মনুষ্যসকলের মনের আগ্রহের অভাব থাকিলেও সৎসঙ্গ মাত্রই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হয়।[১] অতএব অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া অজানজদেবগণ বলিয়াছেন—

'হে পরমেশ! তুমি অন্তর্যামী হইয়া নির্বিশেষে সকলেরই হৃদয়ে বাস করিতেছ, তথাপি তোমার চরণকমল কেহ সহজে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কারণ—যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বহির্মুখে বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মন দূরে অপহৃত হয়; সুতরাং তাহারা তোমার চরণানুরাগী ভক্তবৃন্দকেও দেখিতে পায় না। এ অবস্থায় তাহার সৎসঙ্গ লাভ না হওয়ায় হরিকথাদি শ্রবণ হয় না, সুতরাং তুমি হৃদয়ে থাকিলেও তাহাদের সম্বন্ধে সুদূরবর্তীই থাক।'

তোমার চরণ আরাধনে যাহারা ভক্ত, তাহাদিগকে তাহারা নিশ্চয় প্রায়ই দেখিতে পায় না অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে? না, অসদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অপরাধ সম্পর্কিত চেষ্টা দ্বারা যাহাদের ইন্দ্রিয়সকল কর্তৃক অন্তর্মনঃ পরাহৃত হইয়াছে, যাহাদের অন্তর্মুখ চিত্তবৃত্তি দূরীভূত অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বহির্মুখ—

নিকট মদ্যপান করিয়া উলঙ্গিনী যুবতীগণসহ উলঙ্গ হইয়া কাম ক্রীড়াদি করিতেছিল। হঠাৎ নারদ সেইস্থানে উপস্থিত হন্। উহাতে উলঙ্গিনী যুবতীগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু নির্লজ্জ নলকুবর মণিগ্রীব বস্ত্র পরিধারণ করে না। তাহাতেই নারদ উহাদিগকে 'স্থাবর হও'—বলিয়া অভিশাপ দেন। তাহারাই কালক্রমে বৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষরূপে অভিশপ্ত জীবন পরিগ্রহ করে। শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগের উদ্ধার সাধন করেন।

১ তাৎপর্য—যাঁহাদের কোন অপরাধ নাই, তাঁহাদের সাধুগণের সঙ্গ মাত্রেই শ্রীভগবদ্ভক্তি অন্তঃকরণে আবির্ভূতা হন্।

মত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্। অত্র সাধারণাসদ্বৃত্তিত্বং ন গৃহ্যতে। সর্বস্য তৎকৃপায়াঃ প্রাক্ তথাভূতত্বাৎ। 'জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ'[১] ইত্যাদিকবিষয়ং স্যাদিতি তস্মাদপরাধাসদ্বৃত্তৌ তেষাং কৃপা প্রবর্তত এব। কথঞ্চিদপরাধাভাবেন তদপ্রবৃত্তাবপি সঙ্গমাত্রেণৈব তেষাং সন্মতিঃ স্যাৎ। যত্র তু সাপরাধেঽপি স্বৈরতয়ৈব কৃপাং কুর্বন্তি তস্যৈব তন্মতিঃ স্যান্নান্যস্য, নলকূবরবৎ সাধারণদেবতাবচ্চেতি। যথা শ্রীভরতস্য রহূগণে[২] যথা চোপরিচর-বসোর্বৃত্তং বিষ্ণুধর্মে—

"স হি দেবসাহায্যায়ৈব দৈত্যান্ হত্বা বিরজ্য চ ভগবদনুধ্যানায় পাতালং চ প্রবিষ্টবান্। তঞ্চ নিবৃত্তমপি হন্তুং লব্ধচ্ছিদ্রা দৈত্যাঃ সমাগত্য তৎপ্রভাবেণোদ্যতশস্ত্রা এবাতিষ্ঠন্। ততশ্চ ব্যর্থোদ্যমাঃ পুনঃ শক্রোপদেশেন তং প্রতি পাষণ্ডমার্গমুপদিশন্তোঽপি জাতয়া তৎকৃপয়া ভগবদ্ভক্তা বভূবুঃ।" [বি. ধ. পু.৩. ৩৪৬ অধ্যায়]
ইতি। অত উক্তং বিষ্ণুধর্ম এব—

তাহাদিগকে,—এই প্রকার ব্যাখ্যা এখানে অনুসন্ধেয়। এই শ্লোকে সকলের সাধারণভাবে অসদ্‌বৃত্তিত্ব ধরা হইল না; কেন না, ঐ সকল ব্যক্তির সাধুকৃপার পূর্ব পর্যন্ত অসদ্‌বৃত্তিত্ব আছেই। দৈবহেতু (প্রাগ্‌ভূত কর্ম বশতঃ) কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির (প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্তই ভক্তগণ বিচরণ করেন)'—ইহার অপরাধই বিষয়; অতএব অপরাধ না থাকিলে তো তাঁহাদের কৃপা প্রবর্তিত হয়ই। কোনও প্রকার অপরাধ থাকিলে উহাতে (সাধুসঙ্গবিষয়ে) অপ্রবৃত্তি হইলেও সৎসঙ্গ মাত্রেই তাহাদের সুমতি হয়। কিন্তু যে-স্থানে অপরাধযুক্ত ব্যক্তিতেও সাধুগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কৃপা করেন, কেবল তাহারই সেই (শ্রীভগবানে) মতি হয়, অন্যের হয় না, নলকূবর এবং সাধারণ দেবতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল[৩]। শ্রীজড়ভরত রহূগণ রাজার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার উপরিচর বসুর বৃত্তান্ত বিষ্ণুধর্মোত্তরে জানা যায়—

'দেবগণের সাহায্যের নিমিত্ত দৈত্যবৃন্দকে বিনাশ করিয়া সংসারে বিরক্ত হইয়া অবশেষে বসু শ্রীভগবানের নিরন্তর ধ্যানের নিমিত্ত পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উক্ত সুযোগ লাভ করিয়া দৈত্যগণ পাতালে গমন পূর্বক সংসারবিরক্ত সেই বসুকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে শস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, কিন্তু বসুর প্রভাবে শস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। দৈত্যগণ ব্যর্থোদ্যম হইলে ইন্দ্রের উপদেশে পুনরায় সেই উপরিচর বসুর প্রতি তাহারা পাষণ্ডমার্গের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। তখন ঐ দৈত্যগণের প্রতি তাঁহার কৃপা হওয়ায়, তাহারা ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল।'
অতএব বিষ্ণুধর্মে উক্ত হইয়াছে—

---

১ ভা. ৩. ৫. ৩.

২ 'যথা শ্রীভরতস্য রহূগণে'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৩ তাৎপর্য—নলকূবরের অপরাধ থাকিলেও দেবর্ষি শ্রীনারদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কৃপা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কৃষ্ণভক্তি-লাভ হইয়াছিল। অন্যান্য দেবতাগণের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপা না হওয়ায় তাঁহার দর্শনেও তাহাদের কৃষ্ণভক্তি হয় নাই - ইহাই বুঝিতে হইবে।

অনেকজন্ম-সংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥

ইতি। ননু

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ [ভা. ৭. ৯. ৪৩]

ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপা জাতা তর্হি কথং ন সর্বমুক্তিঃ স্যাৎ? উচ্যতে—জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্বে মনসি তস্যারূঢ়াঃ যাবন্তো দৃষ্টা শ্রুতা-স্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাত্তবিষ্যত্যেব মোক্ষঃ, নৈতানিত্যেতচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। যে চান্যে তেষামপি তৎকীর্তন-স্মরণমাত্রেণৈব কৃতার্থতা-বরং স্বয়মেব কৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবঃ—

য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরণকালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ [ভা. ৭. ১০. ১৪]

'অনেক জন্মের সংসার-সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে পুরুষগণের মতি গোবিন্দের অভিমুখী হয় না।'

'এই সমস্ত দীন জনকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি কামনা করি না। এই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল জীবসকলের আপনি ব্যতীত আর কেহ রক্ষক নাই।'

—এই বাক্যে সমস্ত সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি যে প্রহ্লাদের কৃপা হইয়াছিল ইহাই জানা যায়;—তাহা হইলে সকল জীবেরই তো মুক্তি হওয়া উচিত? সেই বিষয় বলিতেছেন—যে জীব অনন্ত, সুতরাং প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে যাবতীয় সকল জীবের কথা উদিত হয় নাই। (এতৎ)১ 'এই সমস্ত' বলিতে যতগুলি তিনি দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মুক্তিকামনা করিয়াছিলেন,—অন্যের নহে। অন্য যে-সকল (জীবের বিষয় প্রার্থনা করেন্ নাই) শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং তাহাদের কৃতার্থতা-স্বরূপ বর কৃপাপূর্বক দান করিয়াছিলেন। (শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি বলিয়াছেন)—

'যে-মনুষ্য তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিমিত্ত তোমার কৃত সঙ্গীত পাঠ করিবে, সে কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।'

১ এতৎ শব্দের অর্থ—

ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥

'ইদম্' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাকে ইদম্ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়। 'এতৎ' শব্দে সমীপতরবর্তী অর্থাৎ সমীপস্থ বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্তী বস্তুকে 'অদস্' শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হয় এবং 'তৎ' শব্দের দ্বারা পরোক্ষ বস্তুকে বুঝায়। শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ

ইতি। যত্ত্বাং কীর্ত্তয়েদপি কিং পুনস্ত্বং যান্ কৃপয়া স্মরসীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধুক্তং ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদিতি। ১০ ॥ ৫১। মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

ততঃ সৎসঙ্গস্যৈব তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্। তচ্চ যুক্তমনাদিসিদ্ধ-তজ্জ্ঞানময়-তদ্বৈমুখ্যবতাম্। অন্যথা হি তদসম্ভবঃ। তদুক্তং—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ [মহাভারত, বন, ৩১৩. ১১৭]

তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্—[ভা. ৭. ৫. ২৩]

ইত্যুপক্রম্য

যে তোমাকে কীর্তন করিবে সেও মুক্ত হইবে, অতএব তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়া স্মরণ করিতেছ তাহাদের মুক্তির কথা আর কি বলিব? অতএব 'সংসার-ভ্রমণকারী' (অনাদিবদ্ধ জীব যে সাধুসঙ্গ দ্বারা) ভববন্ধ হইতে মুক্ত হইবে' ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। ইতি।-১০ম স্কন্ধে ৫১তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমুচুকুন্দের (উক্তি) ॥

অতএব শ্রীভগবদ্-ভক্তি বিষয়ে সৎসঙ্গই কারণ। অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞানময় বৈমুখ্যবিশিষ্ট জীবগণের উহাই উপযুক্ত সম্বল,—অন্যথা ভক্তি অসম্ভব। এই কারণেই বলিয়াছেন—

'তর্কের স্থিরতা নাই[১]। শ্রুতিসকলও ভিন্ন প্রকার। এমন কোন ঋষি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে। ধর্মের তত্ত্ব গুহাতে (গোপনে) নিহিত। অতএব মহাজন যে-পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ।'

(নিজ পিতার প্রতি) প্রহ্লাদের বাক্য যথা—

'(ভবাদৃশ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক), যে সমস্ত ব্যক্তি গৃহে আসক্ত তাহাদের অপরের নিকট অথবা আপনা হইতে বা পরস্পর কোন প্রকারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় না' —এই উপক্রম করিয়া (প্রহ্লাদ বলিলেন)—

'বিষয়াভিমানশূন্য মহৎগণের পদধূলির দ্বারা যে পর্যন্ত হৃদয় অভিষিক্ত না হয়, সে-পর্যন্ত বেদবাক্যে সর্বভূতে অবস্থিত বলিয়া বিষ্ণু জ্ঞাত হইলেও গৃহাসক্ত পুরুষগণের মতি তাঁহার

থাকায় তৎকালে উপস্থিত অসুরবালকাদি জীবগণের মুক্তির বিষয়ই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভূতভবিষ্যৎ সমুদায় জীবগণের মুক্তি তিনি প্রার্থনা করেন নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে।

১ আজ একজন একপ্রকার বিচারের দ্বারা এক বিষয় স্থির করিলেন, অন্য একজন তর্কের দ্বারা পরে তাহার অন্যথা করিলেন।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ [ভা ৭. ৫. ২৫.]

তথা তদ্বিমুখকর্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ। 'কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ' ইতি শ্রুত্যাদেঃ।

"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" [বৃহদারণ্যক উ. ৪. ৪. ২]

ইতি শ্রুত্যাদিকস্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি কর্মাণ্যভিদধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুনরপি হেতুরের প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্।

সা হি সংসারদুরন্তানন্ত-সন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ততে তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু সদা পরমানন্দৈক-রসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজোমালিনস্তিমিরাযোগবৎ তচ্চেতস্যপি তমোময়-দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অত এব

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না—যে-চরণ স্পর্শে সংসার নাশ হইয়া যায়।'

ভগবদ্‌বিমুখ কর্মাদি দ্বারা তাঁহার সাম্মুখ্যপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা নাই। যে হেতু 'ধর্ম হইতে অন্যত্র, কৃত ও অকৃত হইতে অন্যত্র, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে অন্যত্র'—ইত্যাদি শ্রুতিতে, এবং 'ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদানুবচনের দ্বারা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন'—ইত্যাদি শ্রুতি শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য-রূপে প্রযুক্ত কর্মসকলের কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইলে সেই (শ্রীভগবানের) সাম্মুখ্য লাভ কিসে হইতে পারে, এবং ইহার কারণই বা কি—পুনর্বার সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। তাহাতেই বলিলেন—শ্রীভগবৎকৃপাই প্রথম কারণ। (তাঁহার সাম্মুখ্যরূপেপ্রযুক্ত) কর্ম গৌণ[১]।

সংসারের দুরন্ত অনন্ত সন্তাপ কর্তৃক সন্তপ্ত হইলেও ভগবদ্-বহির্মুখ জীবে সেই শ্রীভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয় না, যেহেতু তাঁহাতে উহা অসম্ভব। কেন-না কৃপা চিত্তের বৃত্তি-বিশেষ, অন্যের দুঃখ নিজের চিত্তে স্পর্শ হইলেই কৃপা হয়। কিন্তু যেহেতু নিত্য শ্রুতিতে একমাত্র পরমানন্দরস, ও অপহত-পাপস্বরূপ শ্রীভগবান্ জীব হইতে বিলক্ষণ রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছেন এবং তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় যে-দুঃখ—তাহার

---

১ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের সাম্মুখ্যপ্রাপক কর্ম করিলেই যে তাঁহার সম্মুখে যাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তাঁহার কৃপাই মুখ্য কারণ। কিন্তু কর্মাদি করিলে গৌণভাবে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া সাম্মুখ্যরূপে প্রযুক্ত কর্মাদি গৌণ কারণ।

সর্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিংস্তদ্বিমুখানাং ন সংসার-সন্তাপাঃ সন্তি। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সাংসারিকদুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত এব তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি। যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সংসারিক-দুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরকৃপা তু স এবাত্র মম শরণমিত্যাদিদৈন্যাত্মিকা ভক্তি-সম্বন্ধেনৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ ব্যতিরেকে নারক্যাদৌ। ভক্তির্হি ভক্তকোটি-প্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধিবয়মুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ—

উদ্ভব হয় না ; অতএব তাঁহার চিত্তে কৃপা জন্মিতে পারে না।[১] যদিও সাধুগণ সংসারের দুঃখে স্পৃষ্ট হন না, তথাপি জাগরণপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন-দুঃখের ন্যায় কখন কখন তাঁহারা উহা স্মরণ করেন। তাহার ফলে সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি সাধুগণের কৃপা হয় ; যেমন দেবর্ষি শ্রীনারদের শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রাসঙ্গিক (শ্রীভগবৎ-সাম্মুখ্য) বিষয়ে সাংসারিক দুঃখে শ্রীভগবৎকৃপার অভাব থাকায় 'শ্রীভগবানই আমার রক্ষক'—ইত্যাদি দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ দ্বারাই পরমেশ্বরের কৃপা জন্মে। যেমন হস্তীর দৃষ্টান্তঃ—(কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধে দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া গজেন্দ্র শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল)। নারকী (তাদৃশ শরণাপন্ন না হওয়ায় শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে না)—ইহা ব্যতিরেক শ্রীভগবানের যে-শক্তি ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভক্তের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভগবানের হৃদয়কে উহাতে আর্দ্রভাবাপন্ন করে—সেই শক্তিবিশেষেরই নাম ভক্তি—ইহা বিবৃত হইল এবং পরেও বিবৃত হইবে। দৈন্যসম্বন্ধ দ্বারা সেই ভক্তি অধিক রূপে উচ্ছলিতা হন। অতএব ভক্তিবিষয়ে দৈন্যেরই আধিক্য বোঝা যাইতেছে। সেই হেতু সাধুগণে যে শ্রীভগবানের কৃপা—সেই কৃপা সাধুগণের সঙ্গ দ্বারা অথবা সাধুগণের কৃপা দ্বারাই অন্য সাংসারিক জীবে সংক্রমিত হয়, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে শ্রীভগবানের কৃপা হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত। (দেবগণ দেবকী-গর্ভস্থ শ্রীভগবানকে) ঐরূপই বলিয়াছেন—

১ পরের দুঃখ নিজের চিত্তে স্পর্শ করিলে দুঃখানুভব হেতু অন্যের প্রতি দয়া হয়, কিন্তু সর্বদা আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে কোনও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং বহির্মুখ জীবের দুঃখের প্রতি আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের দুঃখানুভূতিবশতঃ কৃপা হওয়া অসম্ভব। অতএব শ্রীভগবানের কৃপা বহির্মুখ জীবের প্রতি হয় না, সুতরাং তাহার সংসারের তাপও নিবৃত্তি হয় না। একমাত্র শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভক্তিলাভবশতঃ তাঁহার কৃপালাভ হয়।

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ১৮০ ॥

[ভা. ১০. ২. ২৫]

হে দ্যুমন্! স্বপ্রকাশ! ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌর্ভবার্ণব-তরণোপায়স্তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তরজনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। নমু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথমিব তেষামপেক্ষা? তত্র সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যাননুগৃহ্ণাতি যঃ স সদনুগ্রহো ভবানিতি। যদ্বা সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়ৈব চরতি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ। তথোক্তং শ্রীরুদ্রগীতে—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নান-বিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশ-সুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥

[ভা ৪. ২৪. ৫৫]

"হে দ্যুতিমন্! সমস্তভূতে অতি প্রীতিপরায়ণ ভক্তগণ অন্যের পক্ষে ভয়ানক যে-সংসার-সাগর তাহা নিজে উত্তীর্ণ হইয়া অপরকে ভবসাগর পারের উপায়স্বরূপ ভবদীয় চরণতরীর সন্ধান দেন, যেহেতু আপনি 'সদনুগ্রহ' (অর্থাৎ সাধুগণ দ্বারাই অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন)।" ১৮০ ॥

হে দ্যুতিমন্ অর্থাৎ হে স্ব প্রকাশ! আপনার চরণপদ্ম রূপ নৌকা—যাহা ভবসমুদ্র উত্তরণের উপায়—তাহা সংসারসাগর পারে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ যাহাতে পরবর্তী জনগণ উত্তীর্ণ হইতে পারে এই সুযোগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আচ্ছা, শ্রীভগবান্ কেন নিজে উহা প্রকাশ করেন্ না, ভক্তগণের দ্বারাই বাকেন প্রকাশ করেন? তাহাতেই বলিলেন, হে ভগবন্! 'আপনি সাধুগণের দ্বারাই অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।' অথবা 'সাধুগণই আপনার অনুগ্রহ।' হে ভগবন্! তোমার অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে সাধুর আকাররূপেই বিদ্যমান, অন্যরূপে নাই। শ্রীরুদ্রগীতে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

'হে ভগবন্! অন্তরে আপনার কীর্তিতে, এবং বাহিরে গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যাঁহাদের পাপসমূহ বিধৌত হইয়াছে ও যাঁহাদের চিত্ত রাগাদি রহিত এবং উহাতে সরলতাদি গুণ বিদ্যমান—সেই সাধুগণের সহিত আমাদের মিলন হউক—ইহাই তোমার অনুগ্রহ।'

ইতি। সৎস্বনুগ্রহো যস্যেতি ব্যাখানেঽপি তদ্বিমুখেষ্বসৎসু তবানুগ্রহো নাস্তীতি প্রাপ্তেঃ সদ্দ্বারৈব তৎপ্রকাশনমুচিতমিত্যেবায়াতি। তদেবং—

জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ ॥

ইতি মোক্ষধর্মবচনমপি সৎসঙ্গানন্তর-জন্মপরমেব বোদ্ধব্যম্। দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরচারিতৈব নান্যঃ। যথাহ—

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপাজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৮১ ॥

[ভা. ১১. ২. ২২]

তে নবযোগেশ্বরা যদৃচ্ছয়া স্বৈরতয়া ন তু হেত্বন্তরপ্রযুক্তয়েত্যর্থঃ। 'যদৃচ্ছা স্বৈরিতা'[১] ইত্যমরঃ। সৎসু পরমেশ্বর-প্রযোক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব। তদুক্তং 'স্বেচ্ছাময়স্য'[২] ইতি। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ'[৩] ইতি চ। ১১ ॥ ২। শ্রীনারদঃ ॥

'সদনুগ্রহ' শব্দে সাধুতে অনুগ্রহ যাহার—এ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেও তোমার বহির্মুখ অসদ্ব্যক্তিতে যে তোমার অনুগ্রহ নাই—ইহাই পাওয়া যাইতেছে। অতএব সাধুগণকে দ্বারস্বরূপ করিয়া তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ্য—ইহাই অর্থ। তাই কথিত হয়—

'জায়মান যে পুরুষকে মধুসূদন দেখেন তিনি সাত্ত্বিক এবং তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষফল লাভ করেন।'—

এই মোক্ষধর্মের বচনে সৎসঙ্গ লাভের পর যে-জন্ম সেই জন্মেই শ্রীভগবান্ দেখেন— ইহাই বুঝিতে হইবে। ইতি। শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥

অতএব সৎসঙ্গ লাভের অন্য হেতু নাই, একমাত্র সাধুগণের ইচ্ছাই সৎসঙ্গ লাভের হেতু। (দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন)—

"তাঁহারা (সেই নবযোগীন্দ্রগণ) একদা যদৃচ্ছাক্রমে নিমিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" ১৮১॥

তাঁহারা অর্থাৎ নবযোগীন্দ্রগণ যদৃচ্ছা অর্থাৎ স্বৈরতাক্রমে কিন্তু অন্য কোন কারণবশতঃ নহে। অমরকোষেও 'যদৃচ্ছা' ও 'স্বৈরিতা' একপর্যায় শব্দ। পরমেশ্বর যে তাঁহাদের প্রযোক্তা হন, তাহা সাধুগণের ইচ্ছায় হয়। তাহাই (শ্রীব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দনকে) বলিয়াছেন—'(হে দেব! তুমি স্বেচ্ছাময় (অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের যেমন যেমন ইচ্ছা তুমি সেই প্রকার হও)'। (শ্রীভগবান্ও বলিয়াছিলেন) — 'আমি ভক্তের অধীন'। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীনারদের (উক্তি) ॥

---

১ অমরকোষ – সঙ্কীর্ণ ২
২ ভা. ১০. ১৪. ২
৩ ভা. ৯. ৪. ৪৬

তথা চ—

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্ যদৃচ্ছয়া ॥১৮২॥

[ভা. ৬. ১৪. ৮]

তস্য চিত্রকেতোঃ। অত্রাপি তদৈব তস্য সাম্মুখ্যং জাতম্। কালান্তরে তু প্রাদুর্ভূতমিতি মন্তব্যম্। অত এব তদ্বিলাপসময়ে শ্রীমতাঙ্গিরসৈব—"ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতি"[১] ইত্যুক্তম্। ৬ ॥ ১৪। শ্রীশুকঃ ॥

সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তদাহ—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥১৮৩॥

[ভা ১১. ২. ৫]

স্পষ্টম্। ১১ ॥ ২। শ্রীমানানকদুন্দুভিঃ ॥

এ বিষয়ে (শুকদেব মুনির) বাক্য যথা—

"একদিন ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই (চিত্রকেতু) রাজার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" ১৮২ ॥

'সেই রাজার' বলিতে চিত্রকেতুর। অঙ্গিরা ঋষির সহিত প্রথম সঙ্গ সময়েই তাহার শ্রীভগবৎ-সাম্মুখ্য জন্মিয়াছিল, এবং কালান্তরে সেইটী প্রকাশ পাইয়াছিল—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই কারণেই (পুত্র মরণ সময়ে) চিত্রকেতু রাজার বিলাপ শ্রবণে শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন—'(হে মহারাজ!) তুমি ব্রাহ্মণানুরক্ত ও ভগবদ্ভক্ত, এরূপ অবসন্ন হওয়া তোমার উচিত নয়।' ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি) ॥

জীবগণের দুরবস্থা দর্শন মাত্রেই সাধুগণের কৃপা জন্মে; (সাধুগণের) উপাসনাদি দ্বারা তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারা যায় না। শ্রীনলকূবর ও শ্রীমণিগ্রীবের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপাই ইহার দৃষ্টান্ত। (সাধুগণ যে নিরপেক্ষভাবে কৃপালু তদ্বিষয়ে) প্রমাণ যথা—

"যে যে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবতাগণকে ভজন করেন, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও তাঁহাদিগকে সেই কর্মানুরূপ ফল দিয়া থাকেন।" ১৮৩ ॥

ইহা স্পষ্ট। ইতি ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীআনকদুন্দুভির উক্তি ॥

---

১ ভা. ৬. ১৫. ১২

সৎসঙ্গস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কারহেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ। যত আহ—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনস্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥১৮৪॥
[ভা. ১০. ৮৪. ৬]

ইতি। তে কথং নাদ্রিয়ন্তে গৌণত্বাদিত্যাহ, তে পুনন্তীতি। ১০॥৮৪। শ্রীভগবান্ মুনিবর্গম্॥

তদেবং সৎসঙ্গমাত্রস্য তৎসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্বমুক্তম্। এতদেব ব্যতিরেকেণাহ—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্॥ ১৮৫॥
[ভা. ৫. ১২. ১১]

সৎসঙ্গই পরম সংস্কারের কারণ, অতএব সেই সৎসঙ্গ অন্য কোন সংস্কারের হেতু অপেক্ষা করে না। উক্ত হয়—

"সাধুগণের দর্শনমাত্রেই (জীব) পবিত্র হয়। জলময় নদ্যাদি তীর্থ, মৃন্ময় এবং পাষাণময় দেবতাসকলও (জীবকে) পবিত্র করেন—কিন্তু সে পবিত্রতা বহুকাল সাপেক্ষ। সাধুগণ কিন্তু দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন" ॥ ১৮৪ ॥
অতএব গৌণ বলিয়া তীর্থাদি তাদৃশ সমাদৃত হয় না। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৮৪তম অধ্যায়ে মুনিবৃন্দের প্রতি শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য লাভের একমাত্র নিদান হইতেছে সৎসঙ্গ;—তাহা এক্ষণে নিষেধ-মুখে দেখাইতেছেন—

"কবিগণ যে জ্ঞানকে বাসুদেব বা ভগবৎশব্দে অভিহিত করেন, সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ পরমার্থ, এক এবং বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য পূর্ণব্রহ্ম সত্য, প্রত্যক্ ও প্রশান্ত। হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষগণের চরণরজের অভিষেক ব্যতীত মানুষ তপস্যা বা বৈদিক কর্ম কিম্বা অন্নাদি বিভাগ, অথবা গৃহস্থ ধর্মে পরোপকার; কিম্বা বেদাভ্যাস, বা জল অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা লাভ করিতে পারে না।" ১৮৫ ॥

তর্হি কিং সত্যম্? জ্ঞানং সত্যম্। ব্যাবহারিক-সত্যত্বং ব্যাবর্তয়তি—পরমার্থম্। বৃত্তি-জ্ঞান-ব্যবচ্ছেদার্থানি ষড় বিশেষণানি। বিশুদ্ধং, তত্তু আবিদ্যকম্। একং, তত্তু নানারূপম্। অনন্তরমস্তু বহির্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং তত্তু বিপরীতং, ব্রহ্ম পরিপূর্ণং তত্তু পরিচ্ছিন্নম্। প্রত্যক্ তত্ত বিষয়াকারম্। প্রশান্তং নির্বিকারং, তত্তু সবিকারম্। তদেবংস্বরূপং জ্ঞানং সত্যমিত্যুক্তম্। কীদৃশং তৎ? ঐশ্বর্যাদিষড়্গুণত্বেন ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যচ্চ জ্ঞানং বাসুদেবং বদন্তি। তৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ—হে রহূগণ! এতজ্‌জ্ঞানং তপসা পুরুষো ন যাতি, ইজ্যয়া বৈদিককর্মণা, নির্বপণাদন্নাদি-সংবিভাগেন, গৃহাদ্বা তন্নিমিত্ত-পরোপকারেণ, ছন্দসা বেদাভ্যাসেন, জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈর্বিতে,র্বা।

অত্র ব্রহ্মত্বাদিনা জীবস্বরূপং সূক্ষ্মত্বাদিধর্মকং জ্ঞানমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্।

৫॥১২। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্॥

তাহা হইলে কি সত্য? না, জ্ঞানই সত্য। তবে ব্যাবহারিক জ্ঞানের সত্যতা অস্বীকার করিবার জন্য বলিলেন—উহা পরমার্থ। বৃত্তিজ্ঞান হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার জন্য এই জ্ঞানের ছয়টী বিশেষণ দিলেন—এই জ্ঞান বিশুদ্ধ, কিন্তু উহা (বৃত্তি জ্ঞান[১]) অবিদ্যাজনিত। জ্ঞান এক, কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান নানারূপ। এই জ্ঞান বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, বৃত্তিজ্ঞান কিন্তু তাহার বিপরীত। এই জ্ঞান ব্রহ্ম অর্থাৎ পরিপূর্ণ, বৃত্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। এই জ্ঞান প্রত্যক্ (প্রত্যক্ষ), বৃত্তিজ্ঞান বিষয়াকারে আকারিত। এই জ্ঞান প্রশান্ত অর্থাৎ নির্বিকার, বৃত্তিজ্ঞান সবিকার। অতএব এবম্ভূত (ভগবৎস্বরূপ) জ্ঞান সত্য। সেই জ্ঞান আবার কিরূপ? না, ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণাত্মক ভগবৎসংজ্ঞক এবং সুধীগণ তাহাকেই বাসুদেব বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই জ্ঞান-প্রাপ্তি মহৎগণের সেবা ব্যতীত হয় না। তাহাই বলিলেন—হে রহূগণ! এই জ্ঞান তপস্যা দ্বারা পুরুষ প্রাপ্ত হয় না, যজ্ঞ অর্থাৎ বৈদিক কর্ম দ্বারা, নির্বপণ অর্থাৎ অন্নপিণ্ডাদির বিভাগ দ্বারা অথবা গৃহস্থধর্ম অর্থাৎ তন্নিমিত্ত পরোপকার দ্বারা, কিংবা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদের অভ্যাস দ্বারা, অথবা জল অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা হয় না। —এই পর্যন্ত টীকা।

এস্থলে জ্ঞানের ব্রহ্মত্বাদি বিশেষণ থাকায় সূক্ষ্মত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট যে জীবস্বরূপ জ্ঞান তাহাও নিরস্ত হইল। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে রহূগণের প্রতি ব্রাহ্মণের (উক্তি)॥

১ বৃত্তিজ্ঞান সম্বন্ধে বেদান্তপরিভাষায় প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে উক্ত হয়—'যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভজতে, তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা ঘটাদি-বিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে স এব বৃত্তিঃ।'

অর্থ—যেমন তড়াগের জল ছিদ্র দ্বারা অল্পে অল্পে আসিয়া ভূখণ্ডে পতিত হইয়া ভূখণ্ডের মত চতুষ্কোণাদি আকার ধারণ করে, তদ্রূপ তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া ঘটাদিবিষয়ক স্থলে পতিত হইয়া তদ্বৎ বিষয়াকারে পরিণত হয়—ওই পরিণামকেই বৃত্তি বলে।

[দ্বিবিধাঃ সন্তঃ—জ্ঞানসিদ্ধা ভক্তিসিদ্ধাশ্চ]

তদেবং সৎসঙ্গ এব তৎসাম্মুখ্যে দ্বারমিত্যুক্তম্। তে চ সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে, ন তু বৈদিকাচার-মাত্রপরা অনুপযোগিত্বাৎ। তত্র যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি বক্তুং তেষু সৎসু যে মহান্তস্তেষাং দ্বৈবিধ্যমাহ সার্দ্ধেন—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজ-রাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ১৮৬ ॥

[ভা. ৫. ৫. ২-৩]

যে সমচিত্তা নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠাস্তে মহান্তস্তেষাং শীলমাহ প্রশান্তা ইত্যাদি। মহদ্বিশেষমাহ যে বেতি। বা শব্দঃ পক্ষান্তরে। উত্তরপক্ষস্যাদস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং ময়ি কৃতং

[সাধু ব্যক্তিগণ দ্বিবিধ-জ্ঞানসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ]

অতএব সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের একমাত্র দ্বার ইহাই উক্ত হইল। সাধু বলিতে যাঁহারা ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা, কিন্তু কেবলমাত্র বৈদিক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নহে; কারণ তাঁহাদের কোন উপযোগিতা নাই। এখানে যাদৃশ সাধুর সঙ্গ হইবে তাদৃশ সাম্মুখ্যই লাভ হইবে—ইহাই বলিবার জন্য সাধুগণের মধ্যে যাঁহারা মহৎ তাঁহাদের নির্দেশ হইল এবং সেই মহৎগণ দ্বিবিধ—ইহা (শ্রীভাগবতের) পূর্ণ এক এবং আরও অর্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে; যথা—

"প্রথম মহদ্গণ তাঁহারা—যাঁহারা (নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠ) সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধরহিত ও সর্বজীবের সুহৃদ্; আর দ্বিতীয়—আমার শ্রীভগবৎস্বরূপে যাঁহাদের প্রীতি পরম পুরুষার্থরূপে সিদ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহারা দেহভরণ ও বিষয়-বৃত্তিনিষ্ঠ জনে, অতএব স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ-যুক্ত গৃহাদিতে প্রীতিযুক্ত নহেন, বরং কেবলমাত্র ততটুকু (ভগবৎ-সেবা নির্বাহানুরূপ) অর্থমাত্র সংগ্রহে তৎপর—তাঁহারা।" ১৮৬ ॥

যাঁহারা সমচিত্ত ও নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠ—সেই সকল মহৎ ব্যক্তির স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন—তাঁহারা প্রশান্ত ইত্যাদি। (পূর্বে 'মহতের' সামান্যাকারে লক্ষণ বলিলেও) বিশিষ্ট মহতের বিবরণ বলিতেছেন। "বা" শব্দ পক্ষান্তর অর্থে। ইহাতে পূর্ববর্তিগণ অপেক্ষা পরবর্তিগণের শ্রেষ্ঠতা। আমাতে সিদ্ধ যে সৌহার্দ অর্থাৎ প্রেম উহাই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ

সিদ্ধং যৎ সৌহৃদং প্রেম তদেব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তথাভূতা যে তে মহান্ত ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ। যতো ময়ি সৌহৃদার্থাস্তত এব দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠেষু জনেষু তথা গেহেষু জায়াত্মজ-বন্ধুবর্গযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ, কিন্তু যাবদর্থঃ যাবানর্থঃ শ্রীভগবদ্ভজনানুরূপং প্রয়োজনং তাবানেবার্থো ধনং যেষাং তথাভূতা ইত্যর্থঃ। উভয়োর্মহত্ত্বঞ্চ মহাজ্ঞানিত্বান্মহাভাগবতত্বাচ্চ, ন তু দ্বয়োঃ সাম্যাভিপ্রায়েণ— 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অত্র জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবিনো মহান্তো ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমাণো মহান্ত ইতি লক্ষণসামান্যমিতি জ্ঞেয়ম্। ঽ ॥ ৫। শ্রীঋষভঃ স্বপুত্রান্ ॥

অত্র চৈবং বিবেচনীয়ম্। তত্তন্মার্গে সিদ্ধা মহান্তো দ্বিবিধা দর্শিতাঃ। অত্র চ জ্ঞানিসিদ্ধাঃ—

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। [ভা. ১১. ১৩. ৩৫]

ইত্যাদৌ বর্ণিতাঃ।

[ত্রিবিধা ভক্তিসিদ্ধাঃ সাধবঃ]

অত্র ভক্তসিদ্ধাস্ত্রিবিধাঃ। প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহা নির্ধূতকষায়া মূর্চ্ছিতকষায়াশ্চ। যথা—শ্রীনারদাদয়ঃ শ্রীশুকদেবাদয়ঃ প্রাগ্‌জন্মগত-নারদাদয়ঃ।

যাহাদের—সেইরূপ সেই মহৎসকল—এইভাবে পূর্বোক্তির সহিত সম্বন্ধ (যোজনা করিতে হইবে)। যেহেতু তাঁহারা আমাতে প্রেমযুক্ত, সেই হেতু দেহভরণ-বৃত্তিনিষ্ঠ অর্থাৎ বিষয়-বৃত্তি-নিষ্ঠ জনের প্রতি তাঁহারা প্রীতিযুক্ত নহেন কিন্তু ততটুকু অর্থবান্ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ সেবানুরূপ প্রয়োজনে যতটুকু অর্থ অর্থাৎ ধন দরকার ততটুকু অর্থবান—ইহাই অর্থ। একপক্ষ মহাজ্ঞানী, এবং অপর পক্ষ মহাভাগবত বলিয়া উভয়েরই মহত্ত্ব কিন্তু তাই বলিয়া উভয়েই সমান এরূপ অভিপ্রায় নহে। 'মুক্ত সিদ্ধগণের মধ্যে একজন নারায়ণ-পরায়ণ শ্রেষ্ঠ' এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। এখানে জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মস্বরূপকে অনুভব করিতেছেন যাঁহারা এবং ভক্তি-মার্গে শ্রীভগবানে প্রেম লাভ হইয়াছে যাঁহাদের—তাঁহারাই "মহৎ" শব্দের সামান্য লক্ষণ। নিজপুত্রগণের প্রতি শ্রীঋষভদেবের উক্তি॥

এস্থানে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে—সেই সেই মার্গে সিদ্ধ দ্বিবিধ মহৎগণের পরিচয় দেখান হইল। এক্ষণে জ্ঞানিসিদ্ধ সাধুগণের বর্ণনা এইরূপ :—

('জীবন্মুক্ত) জ্ঞানিসিদ্ধগণ আসনে উপবিষ্ট থাকুন বা উত্থিতই হউন—যে-দেহের দ্বারা নিজ স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন সেই নশ্বর দেহকেও তাঁহারা দেখিতে পান না।১

১ অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি বা আসক্তি থাকে না।

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীম্ তনুম্।
আরব্ধকর্ম-নির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ [ভা. ১ ৬. ২৮]

ইত্যাদৌ,

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ [ভা. ১২. ১২. ৫২]

ইত্যাদৌ,

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ [ভা. ১. ৬. ২১]

ইত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধেঃ। শ্রীনারদস্য পূর্ব-জন্মনি স্থিতকষায়স্য প্রেম বর্ণিতং স্বয়মেব—

[ত্রিবিধ ভক্তিসিদ্ধ সাধুগণ]

অপর ভক্ত সিদ্ধগণ ত্রিবিধ—এক শ্রীভগবানের পার্ষদ-দেহ-প্রাপ্ত, দ্বিতীয় নির্ধূত-কষায় (অর্থাৎ যাঁহাদের কামক্রোধাদি রূপ মালিন্য একেবারে বিধৌত হইয়াছে), এবং তৃতীয় মূর্চ্ছিতকষায়, (অর্থাৎ যাহাদের ক্রোধাদি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া আছে)। (যথাক্রমে) ইহার উদাহরণ—শ্রীনারদ প্রভৃতি, শ্রীশুকদেব প্রভৃতি এবং (দাসীপুত্র অবস্থায়) পূর্ব-জন্ম-গত নারদ প্রভৃতি। (শ্রীদেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন)—

'শ্রীভগবান্ শুদ্ধ (সত্ত্বরূপ) পার্ষদ দেহ আমাতে সংযোগ করিলে আরব্ধ কর্ম শেষ হওয়ায় আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের পাত হইল।'

(শ্রীশুক মুনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে)—

'জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতত্ত্ব যে ব্রহ্মানন্দ—তাহাতে চিত্ত সুপরিতৃপ্ত করিয়া অন্যভাব বর্জিত (শ্রীশুকদেব) শ্রীকৃষ্ণের মনোরুচিকর লীলায় আকৃষ্টমনাঃ হইয়াছিলেন'।[১]

(পূর্বজন্মে দাসীপুত্র অবস্থায় শ্রীভগবানের পুনর্দর্শন বাসনায় সমাধিস্থ হইলে নারদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)—

'(হে নারদ)! ইহজন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। যেহেতু যাহাদের (অন্তঃকরণে কামক্রোধাদি জনিত) দুর্বাসনা কষায় দগ্ধ হয় নাই—সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না।'

১ সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ কষায় বিধৌত হইয়াছিল।

প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥ [ভা. ১. ৬. ১৭]

ইত্যাদৌ। শ্রীভরত এবাত্রোদাহরণীয়ঃ। তস্য চ ভূত-পিপালয়িষারূপঃ প্রারব্ধালম্বনঃ সাত্ত্বিককষায়ো নিগূঢ় আসীৎ প্রেমা চ বর্ণিত ইতি।

তদেবং সমানপ্রেম্ণি ত্রিবিধে পূর্বপূর্বাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। ক্বচিৎ স্থিতেঽপি প্রাকৃত-দেহাদিত্বে যদি প্রেম্ণঃ পরিণামতঃ স্বরূপতো বাধিক্যং দৃশ্যতে তদা প্রেমাধিক্যেনৈবাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভজনীয়স্য ভগবতোঽংশাংশিত্বভেদেন ভজতশ্চ দাস্যসাখ্যাদি-ভেদেন স্বরূপাধিক্যং, প্রেমাঙ্কুরপ্রেমাদি-ভেদেন পরিমাণাধিক্যং চ প্রীতিসন্দর্ভে বিবৃত্য দর্শয়িষ্যামঃ। সাক্ষাৎকার-মাত্রস্যাপি যদ্যপি পুরুষপ্রয়োজনত্বং তথাপি তস্মিন্নপি সাক্ষাৎকারে যাবান্ যাবান্ শ্রীভগবতঃ প্রিয়ত্ব-ধর্মানুভবস্তাবাং স্তাবানুৎকর্ষঃ। নিরুপাধি-প্রীত্যাস্পদতা-স্বভাবস্য প্রিয়ত্বধর্মানুভবং[1] বিনা তু

দেবর্ষি নারদের পূর্বজন্মে অন্তঃকরণে মালিন্য থাকিলেও তাঁহার যে প্রেম হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং (শ্রীব্যাসদেবকে) বলিয়াছেন—

'হে মুনে! আমার হৃদয়ে যখন শ্রীহরি দর্শন দান করিলেন, তৎকালে প্রেমভরে আমার দেহ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, এবং অত্যন্ত আনন্দানুভব হওয়ায় পরমানন্দরসে মূর্চ্ছিত হইয়া আমি (আত্মা ও পরমাত্মা) উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না। (—অর্থাৎ, আমার আত্মস্মৃতি ও শ্রীভগবৎস্মৃতি দুইটাই নিবৃত্ত হইল)।'

এই (মূর্চ্ছিতকষায়) বিষয়ে শ্রীভরত রাজাই দৃষ্টান্তস্থল। প্রাণিগণের পরিপালন ইচ্ছায় প্রারব্ধাশ্রিত যে সাত্ত্বিক কষায়—তাহা শ্রীভরতরাজার (হৃদয়ে) নিগূঢ় ভাবে ছিল, এবং তাঁহার প্রেমও (শ্রীভাগবতে) বর্ণিত আছে।

এই ত্রিবিধ সিদ্ধ জনে প্রেম সাধারণ ধর্ম, তবে যথাক্রমে পূর্বপূর্বের প্রেমের আধিক্য বুঝিতে হইবে। কোথাও (অর্থাৎ মূর্চ্ছিতকষায়ের পাত্র মধ্যে) প্রাকৃত দেহাদিতে বিদ্যমান থাকিলেও প্রেমের পরিণামবশে বা স্বরূপতঃ যদি আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রেমাধিক্য বশতই সেই আধিক্য—ইহা জানিতে হইবে। ভজনীয় শ্রীভগবানের অংশাংশিত্ব ভেদে[2] এবং ভজনকারী ব্যক্তির দাস্যসখ্যাদি-ভেদে[3] স্বরূপাধিক্য এবং প্রেমের

১ 'প্রিয়ত্বধর্মং'—হস্ত লিখিত পুস্তকে।

২ তাৎপর্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অংশী, মৎস্য কূর্মাদি অন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার। সুতরাং অংশী ও অংশের স্বরূপ বিকাশের তারতম্য প্রচুর। আবার, শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির দাসগণের প্রেম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রেমের সর্বাংশে আধিক্য।

৩ দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাবে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহাদের দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য, এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মাধুর্য প্রেম শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সাক্ষাৎকারোঽপ্যসাক্ষাৎকার এব—মাধুর্য্যং বিনা দুষ্টজিহ্বয়া খণ্ডস্যেব। অত এবোক্তং শ্রীঋষভদেবেন—

প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ [ভা. ৫. ৫. ৬]

ইতি। ততঃ প্রেমতারতম্যেনৈব ভক্ততারতম্যং মুখ্যম্। অত এব 'ময়ীশে কৃত-সৌহৃদার্থাঃ'১ ইত্যেব তল্লক্ষণত্বেনোক্তম্। যত্র তু প্রেমাধিক্যং সাক্ষাৎকারঃ কষায়াদি-রাহিত্যাদিকমপ্যস্তি স পরমো মুখ্যঃ। তত্রৈকৈকাঙ্গ-বৈকল্যে ন্যূন ইতি জ্ঞেয়ম্।

তদেবং 'যে বা ময়ীশে'২ ইত্যাদিনা যে উক্তাস্তে তু প্রাপ্তপার্ষদদেহা ন ভবন্তি, তথা বিষয়বৈরাগ্যেঽপি গূঢ়সংস্কারবন্তোঽপি সম্ভবন্তি। অতস্তদ্বিবেচনায় প্রকরণান্তর-মুত্থাপ্যতে। যথা—রাজোবাচ—

অঙ্কুর এবং পরিপক্ক প্রেমাদির ভেদে পরিমাণাধিক্য—প্রীতিসন্দর্ভে ইহা বিস্তৃত করিয়া দেখাইব। যদিও মানুষের প্রয়োজন হইল তত্ত্ব সাক্ষাৎকার, তথাপি এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারেও তারতম্য আছে। কারণ উহাতে যে যে পরিমাণ শ্রীভগবানের প্রিয়ত্ব ধর্মাদির অনুভব হয়, সেই সেই পরিমাণ তাহার উৎকর্ষ। নিরুপাধি প্রীতির স্থান যে শ্রীভগবান্—তাঁহার প্রিয়ত্ব ধর্মানুভব ব্যতীত যে সাক্ষাৎকার—তাহা ত' অসাক্ষাৎকারেরই তুল্য। মিছরী খণ্ডের মধুরতা যেমন পিত্তদুষ্ট জিহ্বাতে (অনুভূত হয় না) তদ্রূপ। তাই শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—

'যে পর্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে (ভগবানে) প্রীতি না হয়, ততদিন দেহ ও দেহ সম্বন্ধি বস্তুতে (আসক্তি) দূর হয় না'।

অতএব প্রেমের তারতম্যেই ভক্তের প্রধান তারতম্য। সুতরাং—'ঈশ্বর-রূপী আমাতে যে সকল ব্যক্তি প্রীতি করিয়া তাহাই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন (তাঁহারাই মহৎ)'—এই প্রকার মহতের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে মহতে প্রেমাধিক্য, (শ্রীভগবানের) সাক্ষাৎকার, এবং কষায়াদিরাহিত্য প্রভৃতিও আছে, তিনি পরম মুখ্য। (অতএব) তাঁহাদের (ভক্ত সিদ্ধগণের) মধ্যে এক এক অঙ্গের বৈকল্য থাকিলে (তদনুসারে ক্রমিক) ন্যূনতা বুঝিতে হইবে।

'যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর-রূপী আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া (তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন)'—ইত্যাদি বচনে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পার্ষদদেহ লাভ করেন নাই, বিষয় অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদিতে বৈরাগ্যভাব থাকিলেও তাঁহারা গূঢ় সংস্কারবিশিষ্টও বটে। সেই ভক্ত-গণের (উত্তম মধ্যমাদি) বিবেচনার নিমিত্ত অন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে। নিমিরাজ (শ্রীনব-যোগীন্দ্রগণকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

১ ভা ৫. ৫. ৩

২ ভা ৫. ৫. ৩

৩ শ্রীভগবান্ সকলের প্রিয়, এবং এই দেহে সেই পরমাত্মরূপী ভগবানের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই দেহ প্রিয়, শ্রীভগবান্ সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যদি তাঁহাতে পরমানন্দ লাভ না হয়, তাহা হইলে, সে সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্ ।
যথাচরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥১৮৭॥
[ভা. ১১. ২. ৪২]

অথানন্তরং ভাগবতং ব্রূত তজ্জ্ঞানার্থম্। স চ নৃণাং মধ্যে যদ্ধর্মো যৎস্বভাবস্তং স্বভাবং ব্রূত। যথা চ স আচরতি অনুতিষ্ঠতি তদনুষ্ঠানং ব্রূত। যদ্ ব্রূতে তদ্বচনঞ্চ ব্রূতেতি মানস-কায়িক-বাচিক-লিঙ্গপৃচ্ছা। ননু পূর্বং 'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ'[১] ইত্যাদিনা গ্রন্থেন তত্তল্লিঙ্গং শ্রীকবিনৈবোক্তম্। সত্যং তথাপি পুনস্তদনুবাদেন তেষু লিঙ্গেষু যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ো যাদৃশ উত্তম-মধ্যমতাদি-ভেদ-বিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি বিবিচ্য ব্রূতেত্যর্থঃ।

"অনন্তর আপনারা ভগবদ্ ভক্তের লক্ষণ বলুন। তাঁহার যেরূপ ধর্মনিষ্ঠা, তাঁহার যেরূপ স্বভাব এবং যে প্রকার তাঁহার আচরণ এবং তিনি যাহা বলেন, তাঁহার চিহ্ন সকল বলুন —যে চিহ্নবশতঃ তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হন।" ১৮৭ ॥

তদনন্তর ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলুন—কারণ তাহাতে তাঁহাকে জানা যাইবে। মনুষ্যের মধ্যে তিনি যে-ধর্মপরায়ণ ও যে-স্বভাবনিষ্ঠ সে স্বভাবই বলুন। তিনি যাহা আচরণ করেন, অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন, সেই অনুষ্ঠান বলুন। তিনি যাহা বলেন অর্থাৎ যাহা তাঁহার উক্তি তাহা বলুন। ইহাতে তাহার মানসিক, কায়িক ও বাচিক লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতেছে। আচ্ছা 'চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের (শাস্ত্র ও লোকপরম্পরা প্রসিদ্ধ মঙ্গলপ্রদ কর্ম সকল কীর্তন ও শ্রবণ করিয়া যিনি বিচরণ করেন)'— এই পূর্বের উক্তিতে সেই সেই চিহ্নগুলির বিষয় শ্রীকবি কর্তৃকই তো কথিত হইয়াছে, (আবার কেন প্রশ্ন ?)—হ্যাঁ। ইহা সত্য বটে, কিন্তু তথাপি ভক্তজনগণের যে-সমস্ত চিহ্ন দ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবানের যাদৃশ প্রিয় অর্থাৎ উত্তম মধ্যমাদি ভেদে বিবেচিত—সেই সমস্ত চিহ্ন বিবেচনা করিয়া পুনরায় বলুন—ইহাই অর্থ।

[উত্তম ভক্তের লক্ষণ]

তদুত্তরে শ্রীহরিযোগীন্দ্র (নিমিরাজকে) বলিতেছেন—

"যিনি সর্বভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, প্রাণিগণে, ভগবানে এবং আত্মাতে ভগবান্ দর্শন করেন, তিনি পরম ভাগবত"। ১৮৮॥

ভগবদ্ভক্ত জনের মানসিকচিহ্ন অনুভববেদ্য। সেই সেই অনুভব দ্বারা ভক্তের যে মানসলিঙ্গের

---

১ ভা. ১১. ২. ৩৭

[উত্তম-ভক্তস্য লক্ষণম্]

তত্রোত্তরং—শ্রীহরিরুবাচ—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৮৮ ॥
[ভা. ১১. ২. ৪৫]

তত্র তত্তদনুভব-দ্বারাবগম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্বভূতেষ্বিত্যাদি। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ"[১] —ইতি শ্রীকবি-বাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রব-হাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশত্বাৎ 'খং বায়ুমগ্নিম্'[২] ইত্যাদি-তদুক্তপ্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবমাত্মাভীষ্টো যো ভগবদাদ্যনুভবস্তমেবেত্যর্থঃ পশ্যেদনুভবতি। অতস্তানি চ ভূতানি আত্মনি স্বচিত্তে তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈব অনুভবতি, এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইদমেব[৩] শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তং—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ [ভা. ১০. ৩৫. ৫]

যদ্বা[৪] আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা, তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি।

— —

অবগতি হয় তাহা দ্বারা উত্তম ভাগবতের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল 'যিনি সর্বভূতে' ইত্যাদি বচনে। 'যিনি এইরূপ ব্রতপর তাঁহার স্বপ্রিয় নাম কীর্তনে চিত্ত বিশেষ দ্রবীভূত ও উহাতে অনুরাগ জাত হয়'—শ্রীকবি যোগীন্দ্রের এই বাক্যে চিত্তদ্রবতা, হাস্য, রোদন প্রভৃতি অনুভাবক অনুরাগহেতু এবং 'আকাশ, বায়ু, ও অগ্নি (ইত্যাদিকে প্রণাম করেন)'—ইত্যাদি বচন অনুসারে যিনি চেতন অচেতন প্রভৃতি সর্বভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব অর্থাৎ নিজের অভীষ্ট শ্রীভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব অনুভব করেন, এবং স্বীয় চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত সেই ভগবানের আশ্রিত রূপে প্রাণিগণের বিদ্যমানতা যিনি অনুভব করেন—তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম। শ্রীব্রজদেবীগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—

'বনের পুষ্পভারাবনত বৃক্ষলতাসমূহ প্রেমে পুলকিত হইয়া যেন তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিষ্ণু বিদ্যমান—এইরূপ প্রকাশ করিতেছে'—ইত্যাদি।

('যিনি সর্বভূতে'—এই শ্লোকের) অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে : যথা—শ্রীভগবানে নিজের যে ভাব অর্থাৎ প্রেম—সেই প্রেম চেতন ও অচেতন সর্বভূতে যিনি দর্শন করেন, তিনি

১ ভা. ১১. ২. ৩৮। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ—হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

২ ভা. ১১. ২. ৩৯। সম্পূর্ণ শ্লোক—খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরম্ যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।

৩ 'ইত্থমেব'—মুদ্রিত পুস্তকে।

৪ 'যদ্বা'—মুদ্রিত পুস্তকে অধিক পাঠ।

শেষং পূর্ববৎ। অত এব ভক্তরূপাধিষ্ঠান-[১]বুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি 'খং বায়ুম্' ইত্যাদৌ পূর্বমুক্তমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিত-মনোভবভগ্নবেগাঃ [ভা. ১০. ২১. ১৫]

ইত্যাদি। শ্রীপট্টমহিষীভিরপি 'কুররি বিলপসি ত্বম্'[২] ইত্যাদি। অত্র[৩] ন ব্রহ্মজ্ঞানাভিধীয়স্তে ভাগবতৈস্তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীব-ভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ববিরোধাৎ। 'অহৈতুক্যব্যবহিতা'[৪] ইত্যাদৌ ঐকান্তিক-ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং[৫] 'প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ'[৬] ইত্যুপসংহারগত-লক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্।

ভক্তশ্রেষ্ঠ। অতএব ভক্তরূপেই ভগবানের অধিষ্ঠান—এই বুদ্ধিজাত ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া সর্বভূতকে তিনি প্রণাম করেন—অর্থাৎ 'আকাশ বায়ু' ইত্যাদি যাহা পূর্ববচনে উক্ত হইয়াছে তাহাদিকে প্রণাম করেন—ইহাই তাৎপর্য। শ্রীব্রজদেবীগণ কর্তৃক সেই প্রকারই কথিত হইয়াছে—

'(হে সখি!) শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অচেতন নদীগণও আবর্তচ্ছলে কামোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে, এবং এই কামোদ্রেকে উহাদের তরঙ্গবেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।' —ইত্যাদি।

শ্রীপট্টমহিষীগণ কর্তৃকও সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে—'হে সখি! কুররি (পক্ষিবিশেষ) (তোমার চিত্তও কি কৃষ্ণলীলায় বিদ্ধ হইয়াছে যে) তুমি (এরূপ) বিলাপ করিতেছ।'—ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞান অভিহিত হয় নাই। কেন না—ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার ফলকে ভগবদ্ভক্তগণ হেয়রূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং (ব্রহ্মজ্ঞানে) জীব ও শ্রীভগবানের ভেদের অভাব থাকায় ভক্তত্বের বিরোধ হয়। 'ফলানুসন্ধান রহিত এবং অব্যবহিত (অর্থাৎ জ্ঞান কর্মাদি ব্যবধানরহিত) যে-ভক্তি (তাহাই নির্গুণ ভক্তি)'—এই ঐকান্তিক ভক্তির লক্ষণানুসারেও প্রশ্নের বিরোধ হয়। সর্বভূতে যে ভগবদ্দর্শন উহা নিরাকার ঈশ্বর জ্ঞান নহে। যেহেতু উত্তম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—'প্রেমরজ্জু দ্বারা (শ্রীভগবানের) চরণপদ্মকে যিনি (হৃদয়ে) ধারণ করিয়াছেন, (তিনি সমস্ত ভাগবত মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত)'—এই

---

১ 'ভক্তরূপতদধিষ্ঠান'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

২ ভা. ১০. ৯০. ৭

৩ 'যত্রৈব'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

৪ ভা. ৩. ২৯. ১০

৫ 'নিরাকারেশ্বর-ভগবজ্জ্ঞানং'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ

৬ ভা. ১১. ২. ৫৩

[মধ্যম-ভক্তস্য লক্ষণম্]

অথ মানসলিঙ্গ-বিশেষণেনৈব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ১৮৯ ॥
[ভা. ১১. ২. ৪৪]

পরমেশ্বরে প্রেম করোতি, তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা তদধীনেষু ভক্তেষু চ মৈত্রীং বন্ধুভাবম্। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু কৃপাম্। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ [ভা ৭. ৯. ৪২]

ইতি। আত্মনো দ্বিষৎসু উপেক্ষাম্। তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ।

বচনে পরাকাষ্ঠাও বিরোধদুষ্ট হইত বলিয়াই এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে (যে নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান নির্দিষ্ট নহে)।১

[মধ্যম ভক্তের লক্ষণ]

অনন্তর মানস চিহ্ন বিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—

"যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা, এবং দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত।" ১৮৯ ॥

পরমেশ্বরে প্রেম করেন, অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তিযুক্ত হন্। তাঁহার অধীন ভক্তগণে মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব করেন, এবং অজ্ঞান অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব জানেন না এমন উদাসীন ব্যক্তির প্রতি যিনি কৃপা (করেন তিনিই মধ্যমভক্ত)। এ বিষয়ে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

('হে ভগবন্!) যে সকল মূঢ় উহা (অর্থাৎ তোমার বীর্যগানরূপ মহামৃত হইতে) বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত মায়াসুখ এবং কুটুম্বাদিভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।' আত্মার দ্বেষকারীতে যিনি উপেক্ষা করেন, দ্বেষকারীর দ্বেষে (তাঁহার) চিত্তের ক্ষোভ হয় না, সুতরাং তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই হয়। কারণ দ্বেষকারীর অজ্ঞতা থাকায় তাহার প্রতি কৃপাংশের উদয় হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।২ শ্রীভগবানে এবং ভক্তের

১ অতএব সমস্ত ভূতে যে ভগবদ্ভাব দর্শন তাহাতে নিরাকার ঈশ্বর দর্শনের নির্দেশ হয় নাই।

২ হিরণ্যকশিপু শ্রীভগবান এবং ভক্তের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি ভক্ত প্রহ্লাদ উদাসীন ছিলেন। তিনি তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং তাঁহার প্রতি শেষে কৃপাই করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর প্রাণ বিনাশ হইলে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত

তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশসম্ভাবাৎ। যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপৌ। ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশ ইত্যর্থঃ। অস্য বালিশেষু কৃপায়াঃ স্ফুরণং দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব। ন তু প্রাগ্বৎ সর্বত্র প্রেম্ণো বা[১] স্ফুরণম্। ততো মধ্যমত্বম্। অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দোদয়ো বিশেষত এব। ততশ্চ তস্মিন্নধিকৈব মৈত্রী যদ্ভবতি তন্ন নিষিধ্যতে, কিন্তু সর্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমেঽপি তথা দৃষ্টম্—

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ [ভা. ৪. ২৪. ৫৪]

"অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা"[২] ইতি চ রুদ্রগীতাৎ।

প্রতি দ্বেষ করিলে তাহার প্রতি চিত্তক্ষোভ হইলেও (ভক্তের) উহাতে অভিনিবেশ হয় না। সেইরূপ অজ্ঞলোকের প্রতি (মধ্যম ভক্তের অন্তঃকরণে) কৃপা এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফুরণ হয় কিন্তু পূর্বের ন্যায় (উৎকৃষ্ট ভক্তের ন্যায়) সর্বস্থানে প্রেমের স্ফুরণ হয় না, তজ্জন্যই ইহার মধ্যমতা। উত্তম ভক্তেরও সর্বত্র ভক্তদর্শন দ্বারা শ্রীভগবৎস্ফুরণে বিশেষ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। অতএব ভক্তজনে যে তাঁহার অধিক প্রীতি তাহা নিষিদ্ধ হইল না। কিন্তু সর্বত্র শ্রীভগবদ্ভাবের আবশ্যকতার বিধান হইল। উত্তম ভক্তে সেই প্রকারই দেখা যায়—

('হে ভগবন্!) তোমার সঙ্গিগণের যে সঙ্গ—তাহার ক্ষণার্ধের সহিতও স্বর্গ ও মোক্ষ এবং এই উভয়ের তুলনা করা দূরের কথা, তাহার সম্ভাবনাও করা যায় না। অতএব মরণশীল মনুষ্যগণের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব?'

(ভগবদ্ভক্ত যে শ্রীভগবানের প্রিয় তাহা) রুদ্রগীতে উক্ত হয়—'(হে রাজনন্দনগণ!) তোমরা পরম ভাগবত, সুতরাং শ্রীভগবানের ন্যায় তোমরা আমার প্রিয়। (শ্রীভক্তই যে প্রিয় এ বিষয়ে) শ্রীসূতের বাক্য যথা—

'বিষ্ণু ভক্ত যাঁহার প্রিয়—এমন শ্রীশুকদেব (বাদরায়ণি) শ্রীহরির গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহৎ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।'

(শ্রীশুকমুনি কংসকে) 'ভোজবংশের কুলদূষণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—ইহাতে শ্রীশুকদেব প্রভৃতির দ্বেষও প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু মধ্যম ভক্তগণের সেই দ্বেষে কোনও অভিনিবেশ নাই,

দুরন্তাদ্ দুরাদযাৎ" [ভা. ৭. ১০. ১৭]—আমার পিতা (হিরণ্যকশিপু) তোমার বহু নিন্দা করিয়াছে, তোমার প্রতি শত্রুবুদ্ধি করিয়াছে, তাই বলিয়া তাহার যেন নরকে গতি না হয়।—ইহা হইতে বোঝা যায় যে ভক্তগণ স্বভাবতই দয়ালু।

১ 'কৃপায়া এব'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ ভা. ৪. ২৪. ২৬

হরেগুর্ণাক্ষিপ্ত-মতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ [ভা. ১. ৭. ১১]

ইতি সূতবাক্যাচ্চ। এবং 'ভোজানাং কুলপাংসনাঃ'[১] ইত্যাদৌ তত্র বাদরায়ণি-প্রভৃতীনাং দ্বেষোঽপি দৃশ্যতে। কিন্তু মধ্যমানাং তত্রানভিনিবেশ এব স্ফুরতি; উত্তমস্তু তত্রাপি তদ্বিধ-শাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেব-পরিস্ফূর্তির্ন ব্যাহন্যেত ইতি বিশেষঃ। তদ্দৃষ্ট্যৈব চ শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি শ্রীদুর্যোধনাদৌ নমস্কারঃ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥ [ভা. ৪. ৩. ২১]

ইত্যাদি শ্রীশিববাক্যবৎ। উক্তঞ্চ লক্ষ্মণাহরণে—'সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রম্'[২] ইত্যাদৌ দুর্যোধনঞ্চেতি। যত্র পক্ষে চ স্বকীয়ভাবস্যৈব সর্বত্র পরিস্ফূতেঃ শ্রীভগবদাদি বিষৎ-স্বপি সা পর্যবস্যতি, তত্র চ নাযুক্ততা; যতস্তে নিজপ্রাণকোটি-নির্মঞ্ছনীয়-তচ্চরণপঙ্কজ-পরাগলেশাস্তেষাং দুর্ব্যবহারদৃষ্ট্যা ক্ষুভ্যন্তি। স্বীয়ভাবানুসারেণ চৈবং মন্যন্তে—অহো

দ্বেষকারী জনে সেই প্রকার শাসন করেন বলিয়া উত্তম ভক্তগণের সর্বত্র নিজ অভীষ্ট দেবের স্ফূর্তি বিষয়ে বাধা হয় না, ইহাই বিশেষ। শ্রীভগবানে স্ফূর্তি দর্শন হেতু শ্রীমান্ উদ্ধবাদিরও দুর্যোধনাদির প্রতি নমস্কার দৃষ্ট হয়।[৩] শ্রীশিববাক্য যথা—

'বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমঃ গুণদ্বারা অস্পৃষ্ট যে-সত্ত্বগুণ তাহাকেই বসুদেব বলে, উহাতে আবরণশূন্য পরম পুরুষ (বাসুদেব প্রকাশ পান)।'

শ্রীমান্ উদ্ধব যে দুর্যোধনকে প্রণাম করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্মণাহরণ প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'উদ্ধব অম্বিকাপুত্র (ধৃতরাষ্ট্রকে) বন্দনা করিয়া (দুর্যোধনকে অভি-বাদন করিয়াছিলেন)।' যে পক্ষে সর্বত্রই স্বকীয় ভাবের স্ফূর্তি হয় সে পক্ষে শ্রীভগবান্ প্রভৃতির দ্বেষকারিগণেও তাহা পর্যবসিত হয় এবং তাহা দ্বেষকারীতে (শ্রীভগবৎ স্ফূর্তি হওয়ায় উত্তম ভক্তের পক্ষে) অযুক্ত নহে। তবে নিজ প্রাণকোটীর নির্মঞ্ছনীয় শ্রীভগবানের চরণপদ্ম-পরাগের সংসর্গ যাঁহাদের বিদ্যমান আছে (এমন শ্রীভগবদ্চরণে আসক্ত উত্তম ভক্তগণ) দ্বেষকারীর দুর্ব্যবহার দর্শনে মনস্তাপ প্রাপ্ত হন। নিজের ভাব অনুসারে তাঁহারা এই প্রকার মনে করেন—হায়! ঈদৃশ চেতন পুরুষ কে আছে, যে-ব্যক্তি আনন্দসমূহের নিলয়, এবং নির্হেতু প্রেমের আধার, সকল লোকের অনুগ্রাহক এবং সদ্গুণ-মণিভূষিত ও যাঁহার আচরণরূপ অমৃত সকলের হিত সাধন করেন—এমন পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে অথবা তাঁহার প্রিয়-

১ ভা. ১০. ১. ২৪ ২ ভা. ১০ ৬৮, ১৭

৩ অর্থাৎ যদিও দুর্যোধনাদি শ্রীভগবানের দ্বেষী, তথাপি যেহেতু উদ্ধব প্রভৃতির সর্বত্রই শ্রীভগবানে স্ফূর্তি ছিল, সেই কারণে ভগবদ্বিদ্বেষীকেও তিনি প্রণাম করিয়াছেন।

ঈদৃশশ্চেতনো বা কঃ স্যাদ্ যঃ পুনরস্মিন্ সর্বানন্দকদম্বকে নিরুপাধি-পরমপ্রেমাস্পদে সকল-লোকপ্রসাদক-সদ্-গুণমণিভূষিতে সর্বহিতপর্যবসায়ি-চর্য়ামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্বীত। তদ্দ্বেষকারণন্তু সুতরামেবাস্মদ্বুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্। তস্মাদ্ব্রহ্মাদি-স্থাবরপর্যন্তা অদৃষ্টা দৃষ্টাশ্চ তস্মিন্ বাঢ়ং রজ্যন্ত এবেতি। তদুক্তং শ্রীশুকেন—

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসাঃ॥
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

[ভা. ১১. ২. ১-২]

ইতি।

[কনিষ্ঠ-ভক্তস্য লক্ষণম্]

অথ ভগবদ্ধর্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥১৯০॥

[ভা ১১. ২. ৪৭]

জনে প্রীতিবিধান করে না! (শ্রীভগবানে এবং ভক্ত জনে) যে কেন লোকে দ্বেষ করে, তাহার কারণ ভক্তজনের পক্ষে বুদ্ধিপথের সম্পূর্ণ বাহিরে। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত অদৃষ্ট ও দৃষ্ট জীবসকল শ্রীভগবানে অত্যন্ত অনুরক্ত। এই বিষয়ে (শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি) শ্রীশুকমুনির উক্তি—

'হে কুরুকুলতিলক! শ্রীকৃষ্ণের উপাসন-লালসায় তাঁহার সমীপে উপবেশনে উৎসুক হইয়া দেবর্ষি নারদ শ্রীগোবিন্দের ভুজরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিয়তই বাস করিতেন। (যাঁহার সমীপে থাকিবার জন্য মুক্ত পুরুষগণেরও যখন এই প্রকার ঔৎসুক্য)—তখন হে রাজন্! ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন কোন্ নর ব্যক্তি অমর-শ্রেষ্ঠদিগেরও উপাস্য শ্রীমুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনা না করিবে?'

[কনিষ্ঠ-ভক্তের লক্ষণ]

ভগবদ্ ধর্মাচরণরূপ কায়িক ও কিঞ্চিৎ মানসচিহ্ন দ্বারা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে কোনও প্রতিমাতে শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্তের বা অন্য কাহারও পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত ভক্ত"। ১৯০॥

'অর্চাতে' অর্থাৎ প্রতিমাতেই পূজা করেন কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্তকে এবং অন্য কাহাকেও কিছুতেই

অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন, ভগবৎপ্রেমাভাবাদ্ভক্ত-মাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধোঽধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ [ভা. ১০. ৮৪. ৮]

ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরা-প্রাপ্তৈবেতি পূর্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমাশাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যো কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ।

[পুনরপ্যুত্তম-ভক্তস্য লক্ষণম্]

অথ টীকা——পুনরষ্টভিঃ শ্লোকৈরভাহিতত্বাদুত্তমস্যৈব লক্ষণান্যাহ গৃহীত্বে-ত্যেষাং[১]।

পূজা করেন না—ঐ ব্যক্তির শ্রীভগবৎপ্রেমের অভাব থাকায় ভক্তের যে কি মাহাত্ম্য সেই জ্ঞানের অভাব আছে এবং সকলকে আদর করা যে ভক্তের গুণ তাহাও উদয় হয় নাই। এই কারণেই তিনি শ্রীভগবদ্ভক্তের ও অন্যের পূজাদি করেন না। এরূপ ব্যক্তি প্রাকৃত ভক্ত—প্রকৃতি দ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ তাহার ভক্তি কেবল সবে মাত্র আরব্ধ হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রাকৃত ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থ বিষয়ের অবধারণা হইতে হয় নাই। (কারণ শাস্ত্রে আছে)—

'যাহার ত্রিধাতুক (বাত-পিত্ত-কফময়) দেহে আত্মবুদ্ধি, ভার্যাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, মৃত্তিকাবিকারে দেবতাবুদ্ধি, এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, (কিন্তু সাধুজনে তাদৃশ জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দভ স্বরূপ)।'

এই সমস্ত শাস্ত্রে তাহার জ্ঞান নাই। অতএব তাহার (পূজার) শ্রদ্ধা (পূর্বের ন্যায়) লোক-পরম্পরা-প্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাহার প্রেম হয় নাই অথচ অশাস্ত্রীয় (কেবল পূজার প্রতি) শ্রদ্ধা আছে সেই সাধককে মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

[পুনরায় উত্তম ভক্তের লক্ষণ]

টীকা—(পূর্বে 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' এই শ্লোক দ্বারা উত্তম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া)

[১] মুদ্রিত পুস্তকে ইহা নাই।

তথা হি—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৯১ ॥

[ভা. ১১. ২. ৪৮]

পূর্বোক্তপ্রকারেণ তদাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্লাতি তাবদিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ গৃহীত্বাপীত্যপি-শব্দার্থঃ। ইদং বিশ্বং মায়াং বহিরঙ্গশক্তি-বিলাসত্বাদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। অত্রাপি কায়িক-মানসয়োঃ সাঙ্কর্যম্।

অথ কেবলমানসলিঙ্গেনাহ[৩] যাবৎ প্রকরণং—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৯২ ॥

[ভা. ১১. ২. ৪৯]

পুনরায়—পরম পূজ্যত্ব হেতু উত্তম ভক্তের লক্ষণ সকল নিম্নোক্ত আট শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—

"বাসুদেবে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট থাকাতে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও উহা বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া জ্ঞান করিয়া দ্বেষও করেন না বা আসক্তও হন না, তিনিই উত্তম ভাগবত।" ১৯১ ॥

এই শ্লোকে 'গৃহীত্বাপি'—এখানে যে 'অপি' শব্দ আছে তাহার তাৎপর্যার্থ যথা—তাঁহাতে (শ্রীভগবানে) আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিলেও পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ যৎকালে শ্রীভগবানে চিত্তের যথার্থ আবেশ হয় নাই, তদ্রূপ) গ্রহণ করেন না। এই বিশ্বকে মায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তির বিলাস হেতু 'হেয়' বলিয়াই জানেন। (অতএব বিশ্বে তাঁহার আসক্তি বা অনাসক্তি হয় না)। এই শ্লোকে কায়িক ও মানসিক চিহ্নের একত্র বর্ণনা হইল।

এই প্রকরণের শেষ পর্যন্ত কেবল মনো-ব্যাপার চিহ্নের বিবরণে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—

"শ্রীহরির স্মৃতি বশতঃ যিনি দেহের জন্ম ও মরণ, প্রাণের ক্ষুধা ও মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসারধর্ম দ্বারা মোহগ্রস্ত হন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।" ১৯২ ॥ যে-ব্যক্তি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া দেহাদির জন্ম মরণরূপ সংসার ধর্মাদিতে মুহ্যমান হন্ না, তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। গীতায় উক্ত হয়—

৩ লিঙ্গৈরাহ—মুদ্রিত পুস্তকে।

যো হরেঃ স্মৃত্যা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যায়াদিভিরবিমুহ্যমানো ভবতি স ভাগবত-প্রধানঃ। উক্তঞ্চ শ্রীগীতাসু—

যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ॥
[ভ. গী. ৭. ২৮]

তথা—

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৯৩ ॥
[ভা. ১১. ২. ৪৮]

বীজানি বাসনাঃ। বাসুদেবমত্রাশ্রয়ঃ। তথা –

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥
[ভা. ১১. ২ ৪৯]

'যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজন করেন।'

আরও (ভাগবতে) বলিয়াছেন—

"যাঁহার চিত্তে কামনা এবং তজ্জন্য কর্ম (ইন্দ্রিয় ব্যাপার) ও বাসনা নাই, এবং বাসুদেব যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তিনিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।" ১৯৩ ॥

বাসনা অর্থে কর্মবীজ। এখানে (তাঁহার) বাসুদেব আশ্রয়। কথিত হয়—

"জন্ম কর্ম বর্ণাশ্রম ও জাতি দ্বারা যাঁহার দেহে অহংভাব হয় না তিনিই শ্রীহরির প্রিয়।" ১৯৪ ॥

জন্ম অর্থাৎ সৎকুলে উদ্ভব, কর্ম বলিতে তপস্যাদি—এই দুইয়ের দ্বারা, এবং বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি, আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাদি, জাতি অর্থাৎ মূর্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি —এই সমস্ত দ্বারা যাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহে অহংভাব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শ্রীভগবানের সেবার উপযুক্ত সাধ্যদেহে (অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত দেহে) অহংভাব হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। শ্রীভাগবতোত্তমেরই প্রকরণ চলিতেছে, অতএব 'ভাগবতোত্তম' এই পূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। ভাগবতত্ব প্রকাশ করিতে 'শ্রীহরির প্রিয়' এই শব্দ ভাগবত-মাত্র অর্থ জানাইয়া দেয়। আরও কথিত হইয়াছে—

১ অসবর্ণ বিবাহে ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত মূর্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্য জাতীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১. ৯১ দ্রষ্টব্য।

জন্ম সৎকুলম্। কর্ম তপ আদি। জাতয় অনুলোমজা মূর্ধাভিষিক্তাদয়ঃ। এতাভির্যস্মাস্মিন্ দেহ অহম্ভাবো ন সজ্জতে কিন্তু ভগবৎসেবৌপয়িক-সাধ্যদেহ এব সজ্জত ইত্যর্থঃ স হরেঃ প্রিয়ো ভাগবতোত্তম ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ, প্রকরণার্থত্বাদ্ধরেঃ প্রিয় ইতি ভাগবতমাত্রবাচি[1] ভাগবতত্বাদেব। তথা—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৯৫ ॥

[ভা. ১১. ২. ৫০]

বিত্তেষু মমতাস্পদমাত্রেষু[2] স্বীয়ং পরকীয়মিতি আত্মনি স্বঃ পর ইতি। অত্র বিত্তবদাত্মনি চ স্বপক্ষপাতমাত্রং নিষিধ্যতে ন ব্যক্তিভেদঃ। তথোক্তং স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে—

পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥

—

"যাঁহার বিত্ত ও দেহাদি বিষয়ে 'নিজ ও পর' এরূপ ভেদ জ্ঞান নাই, এবং যিনি সর্বভূতের সুহৃৎ ও শান্ত, তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম।" ১৯৫ ॥

'বিত্ত' বলিতে মমতাস্পদমাত্র ধন, উহার স্বকীয় ও পরকীয়ভাব : এবং আত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে নিজ-ও-পর-ভাব। বিত্তের ন্যায় স্বপক্ষপাত নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু উহাতে ব্যক্তিভেদ নিষিদ্ধ হইল না।[3] তাই স্কন্দপুরাণের মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে বলা হইয়াছে,—

'হে রাজশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন—ভগবদ্ধর্মে রত সেই মনুষ্যসকল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।'

আরও উক্ত হয়—

"হরিই যাঁহাদের আত্মা এমন ব্রহ্মাদি দেবগণ যে-চরণ অন্বেষণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ—সেই হরিচরণকে সারাৎসার ভাবিয়া ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য উপস্থিত হইলেও লবার্ধ বা নিমিষার্ধের জন্য ও উহা হইতে যিনি বিচলিত হন না তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।" ১৯৬ ॥ বিচলিত হওয়ার হেতু কি? না, ত্রিভুবন বৈভব নিমিত্তও অর্থাৎ ত্রিভুবন বৈভব উপস্থিত

---

১ 'ভাগবতমাত্রবাচি'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ 'মমতাস্পদমাত্রেষু'—মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৩ তাৎপর্য—আত্মার সহিত সমস্ত ভূতের অভেদ দর্শন বলা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য 'আমি ও অন্য প্রাণী এক' তাহা বুঝিতে হইবে না। যেমন 'আমার ধন' বলিয়া ধনাদিতে সাধারণ লোকের একটা পক্ষপাত আছে, সেই প্রকার 'আমার দেহ' এই অভিমানে পক্ষপাত হইলে এবং অন্য ব্যক্তির দুঃখাদি দর্শনে আত্মদুঃখ বলিয়া অনুভূত না হইলে উৎকৃষ্ট ভক্ত হওয়া যায় না।

কিঞ্চ—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্ম-সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ১৯৬ ॥

[ভা. ১১. ২. ৫১]

অচলনে[১] হেতুস্ত্রিভুবনেতি। তত্র হেতুরজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তৈর্ব্রহ্মেশপ্রভৃতিভিঃ[২] সুরাদিভিরপি বিমৃগ্যাদ্ দুর্লভাদিত্যর্থঃ।

অপি চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনং কামেনাতিসন্তাপে সতি ভবেৎ, স তু ভগবৎসেবা-নির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ১৯৭ ॥

[ভা. ১১. ২. ৫২]

হইলেও তাহাতে বিচলিত হন না। যেহেতু 'অজিত' অর্থাৎ হরিতে আত্মা (অন্তঃকরণ) যাঁহাদের—এমন ব্রহ্মা ঈশ প্রভৃতি দেবগণের সে চরণ দুর্লভ।[৩]

আরও, কামের দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হইলে বিষয়ের ইচ্ছাতে চিত্তের চাঞ্চল্য হয়। কিন্তু উত্তম ভক্তের চিত্তের চাঞ্চল্য দূরের কথা, শ্রীভগবানের ভজনানন্দে সেই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ যে তাপ তাহারও সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের সেবানন্দেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন থাকায় তাপ-উৎপত্তি হয় না।) (শ্রীহরিযোগীন্দ্র কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে)—

"যেমন চন্দ্র উদিত হইলে তপন-তাপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের উরুবিক্রমশালী পদযুগলের অঙ্গুলীনখমণির চন্দ্রিকা সেবকগণের হৃদয়ে কামাদি তাপ নিবারিত করে বলিয়া পুনরায় তাহাতে সেই কামাদি তাপ কিরূপে উদ্ভূত হইবে?" ১৯৭ ॥

উরুবিক্রম তাঁহার চরণদ্বয়, তাহার শাখা অঙ্গুলিসকল, চন্দ্রিকা অর্থে তাপহারিণী দীপ্তি তাপ অর্থে কামাদি সন্তাপ।

---

১ 'অচলনত্বে' মুদ্রিত পুস্তকে। ২ 'ব্রহ্মপ্রভৃতিভিঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে।

৩ তাৎপর্য—অত্যন্ত দুর্লভ বস্তুতে যাহার আসক্তি সে কখনও সুলভ বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় না। মানুষের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ শ্রীহরির চরণে যাঁহার অন্তঃকরণ আবিষ্ট, ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্য উপস্থিত হইলেও সে তাহা কেন প্রত্যাখ্যান করিবে?

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী। তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ। চন্দ্রিকা তাপহারিণী দীপ্তিঃ। তাপঃ কামাদি-সন্তাপঃ। তথা—

> বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
> দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
> প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
> স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১৯৮ ॥
>
> [ভা. ১১. ২. ৫৩]

টীকা চ—উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ—বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপ্যঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়বশনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতীত্যেষা।

অত্র কামাদীনামসম্ভবে হেতুঃ সাক্ষাদিতি পদমুত্তরকালত্বাৎ সাক্ষাৎকারস্য।

অপর—

"যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদয় পাপ নাশ হয় সেই হরি স্বয়ং সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন এবং প্রণয়রজ্জু দ্বারা যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার চরণ বদ্ধমূল আছে, তিনি সকল ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" ১৯৯ ॥

টীকা—ভাগবতোত্তমের যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে, '(শ্রীহরি) ত্যাগ করেন (না)'—এই শ্লোকে সেই সমস্ত লক্ষণের সার নিবদ্ধ হইয়াছে।

হরি স্বয়ং অর্থাৎ সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয়কে ত্যাগ করেন না, এবং অবশে কীর্তিত হইলেও যিনি সকল পাপ বিনষ্ট করেন। কেন তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না? (তাহাতেই একটী বিশেষণ দিতেছেন)—প্রণয়রজ্জু দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে হরি বদ্ধপদ হইয়া আছেন (সুতরাং উত্তম ভক্তের হৃদয় তিনি পরিত্যাগ করেন না)। এবং সেই ব্যক্তি ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। এই পর্যন্ত টীকা (বিবৃত হইয়াছে)।

এই (উত্তম ভক্তের হৃদয়ে) কামাদির সম্ভব হয় না, এই কারণেই 'সাক্ষাৎ' পদ দেওয়া হইয়াছে, সাক্ষাৎকারের পরবর্তী কালে উহা থাকিতে পারে না।[১] 'অবশে অভিহিত হইলেও'—এই বাক্য দ্বারা যে ভক্ত তাদৃশ প্রণয়বিশিষ্ট, তৎকর্তৃক অত্যন্ত আবেশের দ্বারাই কীর্ত্যমান

---

১ যে-হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজিত থাকেন, সেখানে কামাদির সম্ভাবনা হইতে পারে না। পূর্বে কামাদি থাকিলেও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের পর তাহার আর থাকিবার স্থান নাই। যদিও তিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়েই আছেন তথাপি সে বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উত্তম ভক্তের হৃদয়ে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আছেন এবং ভক্তও তাঁহাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের পরস্পরের আসক্তি দেখান হইল।

তথা হরিরবশাভিহিতোঽপীত্যাদিনা যত্তাদৃশপ্রণয়বাংস্তেনানেন তু সর্বদা পরমাবেশেনৈব কীর্ত্যমানঃ সুতরামেবাঘৌঘনাশঃ স্যাদিত্যভিহিতম্। উক্তঞ্চ—"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"[1] ইত্যাদি। তত উভয়থৈব তেষামঘসংস্কারোঽপি ন স্যাতুমিষ্ট ইতি ধ্বনিতম্। অনেন বাচিকলিঙ্গমপি নির্দিশ্য 'যদ্ ব্রূতে'[2] ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্। প্রকরণেঽস্মিন্ 'গৃহীত্বাপি'[3] ইত্যাদীনামুত্তম-ভাগবতলক্ষণপদ্যানামমীষামপৃথক্ পৃথক্ চ বাক্যত্বং জ্ঞেয়ম্, তথাভূত-ভগবদ্বশীকারবতি ভাগবতোত্তমে তত্তল্লক্ষণানামন্তর্ভাবাৎ, ক্বচিৎ দ্বিত্রাদিমাত্র-লক্ষণদর্শনাচ্চ। তত্রাপৃথগ্‌বাক্যতায়ামেকৈক-বাক্যগতেনৈকৈকেনৈব লক্ষণেন 'অয়মেব সর্বভূতেষু' ইত্যাদ্যুক্তো মহাভাগবতো লক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্মহেতুত্বেন তু বিসৃজতীত্যাদিনা সর্বলক্ষণ-সারোপন্যাসঃ। যা চ তত্রাপি স্মৃত্যা হরেরিত্যাদিনা হেতুত্বেন স্মৃতিরুক্তা, তস্যা এব

হরি যে পাপসমূহকে বিনাশ করেন—ইহাও কথিত হইল। উক্ত হইয়াছে—'ইহাই (হরিনাম কীর্তনই) অকুতোভয় ইচ্ছুক নির্বিন্ন-হৃদয় ব্যক্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন। (অতএব সাধক এবং সিদ্ধগণের পক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্তন অপেক্ষা অন্য মঙ্গল নাই)। সুতরাং উভয় প্রকারে তাঁহাদের পাপের সংস্কার থাকা অভিপ্রেত নহে—ইহাই ধ্বনিত হইল। এই শ্লোকে বাচিক চিহ্ন নির্দেশ পূর্বক 'যে প্রকার বাক্য ভক্ত বলিয়া থাকেন,' (নিমিরাজের) এই প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বলা হইল,—(অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম কীর্তনই করেন)। (শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ের) এই উত্তম-ভাগবত লক্ষণ প্রকরণে '(যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থসকল) গ্রহণ করিয়াও (হৃষ্ট হন না এবং দ্বেষ করেন না তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ)' ইত্যাদি (৪৬ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত) পদ্য সকলের অভেদ ও ভেদবাক্যত্ব বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে ও অপৃথক্‌রূপে তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে)। শ্রীভগবান্‌কে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, সেই ভাগবতোত্তমে সেই সেই লক্ষণের অন্তর্ভাব হয়। (অর্থাৎ যে-সমস্ত উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাতে সেই সকল বিদ্যমান থাকায় অপৃথক্‌বাক্যত্ব), আর যে-ভক্তে সমস্ত লক্ষণ নাই, মাত্র দুই তিনটী দেখা যায়, সেই স্থলে পৃথক্ বাক্যত্ব। আর সমস্ত লক্ষণের একবাক্যতা করিতে হইলে এক একটী বাক্যগত এক এক লক্ষণের দ্বারা 'যিনি সর্বভূতে (নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন)' এই শ্লোকোক্ত মহাভাগবতই লক্ষিত হইতেছে। সেই সেই ধর্মের হেতুস্বরূপে '(হরি যাঁহার হৃদয়) পরিত্যাগ না করেন' এই শ্লোকে সমস্ত লক্ষণের সার কথিত হইল। 'যিনি হরির স্মরণে (সংসারের ধর্ম অর্থাৎ জন্ম ও বিনাশাদি দ্বারা বিমুগ্ধ না হন তিনি ভাগবত প্রধান)'—এই শ্লোকে যে শ্রীহরিস্মরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই বিবরণ ('হরি যাহার

১ ভা. ২. ১. ১১ ২ ভা. ১১. ২. ৪২ ৩ ভা. ১১. ২. ৪৮

বিবরণমিদমন্তিমবাক্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র একেনৈব বাক্যেন কৃতেঽপি ভাগবতোত্তমলক্ষণে স্পষ্টীকরণার্থমেবান্যদন্যদ্বাক্যমিতি সমর্থনীয়ম্। অত এব পৃথক্পৃথগ্ভাগবতোত্তম ইত্যাদ্যনুবাদোঽপি সঙ্গচ্ছতে। পৃথগ্বাক্যতায়ান্তু যত্র সাক্ষাদ্ভগবৎসম্বন্ধো ন শ্রূয়তে, তত্র ভাগবতপদবলেনৈব প্রকরণবলেনৈব বা জ্ঞেয়ঃ। পূর্বোত্তরপদ্যস্থস্মৃত্যেত্যাদিপদং বা যোজনীয়ম্। তথাত্র পক্ষে চাপেক্ষিকমেবান্যত্র ভাগবতোত্তমত্বম্। তত্রোত্তরশ্রেষ্ঠ্যক্রমোঽয়ম্। 'অর্চায়ামেব' ইতি। 'ন যস্য জন্মকর্মভ্যাম্'[১] ইতি। 'ন যস্য স্বঃ পরঃ'[২] ইতি। 'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ'[৩] ইতি। 'দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-'[৪] ইতি। অস্য সংস্কারোঽস্তি। কিন্তু তেন বিমোহো ন স্যাদিতি মূর্ছিতসংস্কারোঽয়ং জাতনবীনপ্রেমাঙ্কুরঃ স্যাৎ। তথা 'ন কামকর্মবীজানাম্'[৫] ইত্যস্যৈব বিবরণং 'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি'[৬] ইতি। ইয়মেব নৈষ্ঠিকী ভক্তির্ধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিরিত্যুচ্যতে। অস্য প্রেমাঙ্কুরোঽপ্যনাচ্ছাদ্যতয়া জাতোঽস্তি। অন্যথা তাদৃশস্মরণ-সাতত্যাভাবঃ

হৃদয় পরিত্যাগ করেন না') এই শেষ বাক্যে উক্ত হইল। এই প্রকরণে একটী বাক্য দ্বারা উত্তম ভাগবতের লক্ষণ নির্দেশ করিলেও উত্তম ভক্তকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার জন্য অন্য অন্য বাক্যে উহারই সমর্থন হইয়াছে। অতএব পৃথক্ পৃথক্ ভাগবতোত্তম—এই পুনঃ কথন হইল। কিন্তু এই ভক্ত লক্ষণ সমূহের পৃথক্‌বাক্যতা হইলেও যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-সম্বন্ধ শুনা যাইতেছে না, সেই স্থানে ভাগবত (ভগবদ্‌ভক্ত) পদের দ্বারা অথবা প্রকরণ বলে ভগবৎ-সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অথবা পূর্ব শ্লোকে ও পর শ্লোকে যে শ্রীহরির স্মরণের কথা আছে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ যোজনা করিতে হইবে। এই পক্ষে সেই প্রকার এবং অন্যত্র ভাগবতোত্তমত্বের আপেক্ষিকতা অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পরপর শ্লোকে উক্ত ভাগবতশ্রেষ্ঠের আধিক্য বুঝিতে হইবে। পর পর শ্রেষ্ঠ ক্রম শ্লোকাংশ উল্লেখে দেখান হইতেছে, যথা—'যিনি প্রতিমাতে (শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।)' 'যাঁহার জন্মকর্ম দ্বারা (অহংভাবনা হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়)'। '(মমতাস্পদ ধনাদিতে) যাহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই (তিনি উত্তম ভাগবত)'। '(বাসুদেবে আবিষ্ট যে-ব্যক্তির চিত্ত) ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা অর্থ (রূপরসাদি) গ্রহণ করে না (তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ)।' 'যিনি (হরির স্মৃতি দ্বারা) দেহের (জন্ম মরণ) ও প্রাণের ক্ষুধা প্রভৃতি দ্বারা (বিমুগ্ধ নহেন, তিনিই ভাগবত প্রধান)।' এই ভক্তের (বিষয়াদির) সংস্কার অন্তঃকরণে আছে, কিন্তু ঐ সংস্কার দ্বারা তাঁহার মোহ হয় না—ইহা দ্বারা বুঝা

১ ভা. ১১. ২. ৪৯
২ ভা. ১১ ২. ৫০
৩ ভা ১১. ২. ৪৬
৪ ভা. ১১. ২ ৪৭
৫ ভা. ১১. ২. ৪৮
৬ ভা, ১১. ২. ৫১

স্যাৎ। অয়ং হি নির্ধূতকষায়ো নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর ইতি লভ্যতে। অত ঊর্দ্ধ্বং সাক্ষাৎ প্রেমজন্মতঃ 'ঈশ্বরে তদধীনেষু'১ ইতি। অস্য মৈত্র্যাদিকং ত্রয়মপি ভক্তিহেতুকমেবেতি ন কষায়স্থিতিরবগন্তব্যা। নির্ধূতকষায়মহাপ্রেমসূচকস্য 'সর্বভূতেষু'২ ইত্যস্য তু বিবরণং বিসৃজতি'৩ ইতি।

তাপাদিপঞ্চসংস্কারো নবেজ্যাকর্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্। মহত্ত্বঞ্চার্চন-মার্গপরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়মসিদ্ধপ্রেমত্বাৎ। অত্র তাপাদিপঞ্চসংস্কারাদি 'তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম' ইত্যাদিনা তত্রৈব দর্শিতম্। নবেজ্যাকর্ম-কারকত্বঞ্চানেন বচনেন দৃশ্যতে --

যাইতেছে—ইনি মূর্চ্ছিতসংস্কার; অন্তঃকরণে সংস্কার থাকিলেও তাহার কার্যকারিতা শক্তি নাই, উহা অস্পষ্টভাবে আছে, ইঁহাতে নবীন প্রেমের অঙ্কুর হইয়াছে। 'যাঁহার চিত্তে কামকর্ম বাসনার (উৎপত্তি না হয় তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ)' এই শ্লোকেরই বিবরণ—'ত্রৈলোক্যের রাজ্যলাভ উপস্থিত হইলেও (যিনি শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন তিনিই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ)'। এই ধ্যানাখ্যা নৈষ্ঠিকী ভক্তিই ধ্রুবানুস্মৃতি বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার প্রেমাঙ্কুর স্পষ্টরূপে জন্মিয়াছে। অন্যথা সেই প্রকার স্মরণ-সাতত্যের অভাব হইত। (অর্থাৎ সর্বদা শ্রীহরির স্মরণ থাকিত না)। ইনিই যে নির্ধূতকষায় নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর—ইহা পাওয়া যাইতেছে। ইহার পর সাক্ষাৎ প্রেম জন্মে বলিয়া 'ঈশ্বরে ও তদধীনে প্রেম' ইত্যাদিবাক্যে মৈত্রী-কৃপা প্রভৃতি (ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞে কৃপা, শত্রুতে উপেক্ষা)—এই তিনটী ভক্তিহেতুকই, কিন্তু কষায়স্থিতি ইহার মূল নহে—(অর্থাৎ অন্তঃকরণের মলাদি জন্য যে মৈত্রী, কৃপা, উপেক্ষা তাহা নহে)। 'যিনি (আপনার ভগবদ্ভাব) সর্বভূতে দর্শন করেন (তিনি ভগবদ্ ভক্তের মধ্যে উত্তম)' —এই শ্লোকে নির্ধূত কষায়-স্বরূপ (অন্তঃকরণের মলাদি বিদূরিত হইয়াছে এমন) মহাপ্রেমবান্ ব্যক্তির বিশেষ বিবরণ—('সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়) পরিত্যাগ করেন না। (তিনিই ভাগবত প্রধান)' এই শ্লোকে দেখা যায়।

'তাপাদি পঞ্চ সংস্কার'৪ যাহার আছে, এবং নব ইজ্যাকর্ম যিনি করেন ও অর্থপঞ্চকের বেত্তা যে-বিপ্র, তিনি মহাভাগবত বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।'

১ ভা ১১ ২.৪৪

২ ভা. ১১. ২. ৪৩

৩ ভা. ১১. ২ ৫৩

৪ (১) তাপ বলিতে তপ্ত মুদ্রা ধারণ (২) পুণ্ড্র অর্থে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, (৩) নাম শব্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাদি নাম, (৪) মন্ত্র অর্থে শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ, (৫) যাগ অর্থে হোমপূর্বক যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ। ইহাকেই তাপাদি পঞ্চ সংস্কার বলে।

অর্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসঙ্কীর্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনন্তথা ॥
তদীয়ারাধনং চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা ॥

ইতি।

[ভক্তস্যার্থপঞ্চকবিত্ত্বম্]

অর্থ-পঞ্চকবিত্ত্বন্তু—শ্রীভগবান্ তৎপরমং পদং তদ্দ্রব্যং তন্মন্ত্রো জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে—

এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্ধজঃ ॥
বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া।
স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ ॥

ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন। অসিদ্ধপ্রেমত্ব নিবন্ধন অর্চনমার্গে রত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে।[১] 'নবেজ্যাকর্মকর্তৃত্ব' নিম্নোক্ত বচনে বিবৃত হয়—

'হে শুভে! পার্বতি! ১। অর্চন অর্থাৎ যথাবিধি উপচার অর্পণ। ২। মন্ত্রপাঠ, ৩। যোগ অর্থাৎ অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের সংযোগ (ধ্যানাদি), ৪। যাগ অর্থাৎ নিত্য-হোম, ৫। বন্দন অর্থাৎ প্রণাম, ৬। নামসংকীর্তন, ৭। সেবা, ৮। তাঁহার চিহ্ন দ্বারা অঙ্কন এবং ৯। তদীয়াধান অর্থাৎ তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা। এই প্রকার ইজ্যার ভেদ। এই নয় প্রকার কর্ম বিধানরূপ ইজ্যা বিপ্রগণের সম্বন্ধে সততই স্মৃত হয়।'

[ভক্তকর্তৃক অর্থপঞ্চকের জ্ঞান]

অর্থাদি পঞ্চকের জ্ঞানবত্তা নির্ণীত হইতেছে—১। শ্রীভগবান্, ২। তাঁহার পরমস্থান, ৩। তাঁহার দ্রব্য, ৪। তাঁহার মন্ত্র ও ৫। জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্বের জ্ঞাতৃত্বই অর্থপঞ্চকের জ্ঞান। উহা শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থানে উহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে; (তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন)—

'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই এক ঈশ্বর, তিনি পুণ্ডরীকের ন্যায় বিশালচক্ষুঃ, কৃষ্ণবর্ণকেশ, বৈকুণ্ঠের অধিপতি। তিনি চিৎস্বরূপা স্বর্ণকান্তি বিশালাক্ষী দেবীর লীলাশক্তি দ্বারা স্বভাবতই গাঢ়ভাবে আশ্রিত এবং নিত্য, সর্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সকলের কারণস্বরূপ, বেদে গোপনীয়, গভীরাত্মা এবং হে নর! তাঁহার নানা শক্তিবশতঃই উদয় লাভ হয়।'

---

১ তাৎপর্য—তাপাদি পঞ্চসংস্কার বিশিষ্ট বিপ্র কেবল অর্চকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু "তাপাদিপঞ্চসংস্কারঃ" এই পাদ্মোত্তরখণ্ড বচনে অর্চনের বিষয়ই কথিত আছে, প্রেমের বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই।

নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্বকারণম্।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নর ॥

ইত্যাদি।

স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্যচন্দ্র-কোটিসমপ্রভম্ ॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
আধারং সর্বভূতানাং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্ ॥

ইত্যাদি।

দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্।
গন্ধরূপং স্বাদ্বরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ।
ত্বগ্বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥
সর্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ।
রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্ভবেৎ ॥
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্ ॥

ইতি।

(স্থানতত্ত্ব যথা)—'অনন্তর স্থানতত্ত্ব বলিতেছি—যে-স্থান অব্যয় প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধসত্ত্বময়, কোটী সূর্যচন্দ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ, সর্বভূতের আধার এবং সমস্ত প্রলয় বর্জিত—উহাই শ্রীভগবানের স্থান।'

'হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বলি তাহাই শ্রবণ কর—সেস্থানে বৃক্ষসকল সর্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষ তুল্য এবং লতাসকলও তাদৃশ, এবং তদুদ্ভব পুষ্পফলাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য সেই প্রকার সুগন্ধি ও সুস্বাদু। হেয় অংশের (ত্বগাদির) অভাব নিবন্ধন দ্রব্য ও পুষ্পাদি রসরূপ, ত্বক্ এবং বীজ হেয়াংশ এবং যাহা কঠিনাংশ, সেই সমস্তকে ভৌতিক বলিয়া জানিবে, তাহা অভৌতিক হইতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! রসের যোগে ভৌতিক বস্তু স্বাদুতাযুক্ত হয়, অতএব রস সাধ্য বস্তু। হে ব্রহ্মন্! রস ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠ। রসবিশিষ্ট ভৌতিক দ্রব্য এখানে রসরূপ।'—ইত্যাদি

বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মংস্তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥

ইত্যাদি।

মরুৎসাগর-সংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মা নশ্চ সহস্রশঃ।
সঞ্জাতাঃ সর্বতো ব্রহ্মন্ মূর্তামূর্তস্বরূপতঃ॥

ইত্যাদ্যপি। কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনা-শাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি ভেদঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

জীবনিরূপণঞ্চেদম্। 'ন ঘটত উদ্ভবঃ'১ ইত্যনুসারেণোপাধি-সহিতমেব কৃতম্। নিরুপাধিকন্তু—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ। তথা—

'দেবতা মন্ত্রের বাচ্য এবং মন্ত্র উহার বাচক। দেবতা ও মন্ত্র অভেদরূপে উক্ত হইয়াছে এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা বিচার করিয়াছেন।' —ইত্যাদি

'বায়ুর সহিত সাগরের সংযোগে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তরঙ্গ হইতে যেমন কণিকাসকল জন্মে, তদ্রূপ হে ব্রহ্মন্! উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) আশ্লেষ হেতু আত্মা হইতে উপাধি সমাবৃত সহস্র সহস্র মূর্ত ও অমূর্তরূপে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্‌প্রকারে সঞ্জাত হয়।'—ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা শাস্ত্র অনুসারে শ্রীভগবানের আবির্ভাবাদিতে আরও ভেদ আছে জানিতে হইবে।

'(কেবল জড় প্রকৃতি বা কেবল পুরুষ হইতে জীবের) উদ্‌ভব সম্ভবে না (কিন্তু উভয়ের সংযোগ হইতে)—'এই বচন অনুসারে যে জীবনিরূপণ করা হইয়াছে তাহা উপাধি সহিতই করা হইয়াছে। নিরুপাধি জীব বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে নিরূপিত হইতেছে—

'বিষ্ণুশক্তি পরানামে অভিহিত, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব অপরা শক্তি, এবং অবিদ্যা কর্ম-

---

১ ভা. ১০. ৮৭. ৩১। পূর্ণ শ্লোক ও ব্যাখ্যা যথা—

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।

অর্থাৎ কেবল জড়তম অজ প্রকৃতি বা কেবল অধিকারী অজ পুরুষ হইতে প্রাণিসমূহের উদ্ভব সম্ভবে না, কিন্তু বায়ুসহকৃত জল হইতে বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগ হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে জীবের জন্ম নাই, উপাধির জন্মই জীবের জন্ম। অতএব এস্থলে প্রাণাদি উপাধি যুক্ত জীবের উৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ [ভ. গী. ৭. ৫]

ইতি। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"১ ইতি চ গীতানুসারেণ। তথা—

যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। ১১ ॥ ২। হরিযোগেশ্বরো নিমিম্ ॥

[মিশ্রভক্তিসাধকলক্ষণম্]

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবতসৎসু মূর্চ্ছিতকষায়াদয়ো মহদ্ভেদাং ভাগবতসন্মাত্রভেদাশ্চ। তৎসন্মাত্রভেদেষু 'অর্চায়ামেব হরয়ে'২ ইত্যাদিনা তত্তদ্‌গুণাবির্ভাব-তারতম্যাল্লব্ধতারতম্যাঃ কতিচিদ্দর্শিতাঃ। অথ সাধনতারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ। তত্রাবরং মিশ্রভক্তি-সাধকমাহ ত্রিভিঃ—

সংজ্ঞাকে অন্য তৃতীয়া শক্তি বলে'।৩

(গীতার শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)—'হে মহাবাহো! (অর্জুন!) ইহা ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে জানিবে, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া থাকে।'

গীতায় উক্ত হয—'জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন জীব।' শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

'স্বসংবেদ্য শ্রীভগবান্ হইতে যে চিদ্রূপ তটস্থতা বিনির্গত হইয়াছে এবং যাহা গুণরাগ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা রঞ্জিত, তাহাকেই জীব বলে।'৪

ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি হরিযোগেশ্বরের (উক্তি) ॥

[মিশ্রভক্তির সাধকের লক্ষণ]

সদ্ভক্তগণের মধ্যে মূর্চ্ছিতকষায়াদি মহদ্‌গণের ভেদ ও ভাগবতগণ মধ্যে সৎমাত্রের ভেদ উপদিষ্ট হইল। সেই সৎমাত্র ভেদমধ্যে 'প্রতিমাতে হরির পূজা'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই সেই গুণাবির্ভাবের তারতম্যহেতু তারতম্য প্রাপ্ত কতকগুলি ভক্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

১ ভ. গী ১৫. ৭.

২ ভা. ১১. ২. ৪৫

৩ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের স্বাভাবিক তিনশক্তি। চিচ্ছক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি অপরা এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়া—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি আর জীবশক্তি। (চৈ. চ. মধ্য, ২০ পরিচ্ছেদ)

৪ সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের তটস্থাখ্যা যে শক্তি তাহাকেই জীব বলে।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ১৯৯ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২৯-৩১]

টীকা চ—কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃতদ্রোহঃ। তিতিক্ষুঃ ক্ষমাবান্। সত্যং সারং স্থিরং বলং বা যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিরহিতঃ। সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্বেষামপ্যুপকারকঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠিনচিত্তঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহো দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভুক্ লঘ্বাহারঃ। শান্তো নিয়তান্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্মে। মচ্ছরণো মদেকাশ্রয়ঃ। মুনির্মননশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপ্যকৃপণঃ।

অনন্তর সাধনেরও তারতম্য হেতু সেই ভক্তগণের তারতম্য পাঁচটী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ মিশ্রভক্তির সাধকের[১] বিষয় তিন শ্লোকে বলিতেছেন—

"সে ব্যক্তি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি দোষ রহিত), সুখদুঃখে সমান, সকলের উপকারক, কামে অক্ষোভচিত্ত, দান্ত, অকঠিন, পবিত্র, অকিঞ্চন, দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, মিতাহারী, স্বধর্মে স্থির, আমার শরণাপন্ন, মুনি (মননশীল), অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা ধৈর্যশালী, জিতষড়্গুণ, মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য, দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক ও জ্ঞানী।"

টীকা—কৃপালু অর্থে পরদুঃখে অসহিষ্ণু। 'অকৃতদ্রোহ' (অর্থে) কাহাকেও যিনি দ্রোহ করেন না (অর্থাৎ নিজের দ্রোহকারিজনেও অকৃতদ্রোহী)। 'তিতিক্ষু' অর্থে ক্ষমাবান্। 'সত্যসার' অর্থে সত্যই যাঁহার সার বা বল। 'অনবদ্যাত্মা' অর্থে অসূয়াদিদোষরহিত অর্থাৎ পরের গুণে যিনি দোষারোপ করেন না। তিনি সুখদুঃখে সমান। 'সর্বোপকারক' বলিতে যথাশক্তি সকলের উপকারক এবং কামের দ্বারা অক্ষুভিতচিত্ত। 'দান্ত' অর্থে সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়। 'মৃদু' অর্থাৎ অকঠিন চিত্ত। 'অকিঞ্চন' অর্থে যিনি কোন প্রতিগ্রহ করেন না। 'ঈহাশূন্য' অর্থে দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, মিতভুক্ অর্থে যিনি লঘু আহার করেন, শান্ত অর্থাৎ যিনি অন্তঃকরণকে নিগ্রহ করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়াছেন। স্বধর্মে স্থির (অর্থাৎ নিজের ফলে যিনি অব্যগ্র)। 'মচ্ছরণ' অর্থাৎ (ভগবান্) যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, 'মুনি' অর্থে মননশীল,অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধান, গভীরাত্মা অর্থাৎ নির্বিকার,

---

১ ভক্তি দ্বিবিধ—কর্মজ্ঞানাদি মিশ্রা ও কেবলা। সুতরাং ভক্তও দুইপ্রকার। প্রথমতঃ কর্মজ্ঞানাদি মিশ্র ভক্তির সাধকের বিষয় বলিতেছেন।

জিতষড়্গুণঃ শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ময় এতে জিতা যেন সঃ। অমানী ন মানাকাঙ্ক্ষী। অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্তমানো ন তু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যক্ জ্ঞানীত্যেষা।

অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম ইতি চকারেণ তু পূর্বোক্তো যথা সত্তমঃ তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবস্তুতো মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে।

[অমিশ্রভক্তি-সাধকলক্ষণম্]

মধ্যমমমিশ্র[১]-সাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২০০ ॥

[ভা ১১ ১১ ৩২]

টীকা চ—ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্মান সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাদ্ নাস্তিক্যাদ্বা ? ন। ধর্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্

'ধৃতিমান্ অর্থে বিপদেও অকৃপণ অর্থাৎ বিপৎকালেও ধৈর্যশালী, 'জিতষড়্গুণ' অর্থে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয়টী ঊর্মি যিনি জয় করিয়াছেন। 'অমানী' বলিতে মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য। মানদ অর্থে অন্যকে মান প্রদান করেন যিনি। 'কল্য' অর্থে অন্যকে বুঝাইতে যিনি পটু, মৈত্র অর্থাৎ অবঞ্চক, কারুণিক বলিতে করুণার দ্বারাই প্রবর্তমান কিন্তু ভোজনাদিতে লোভে প্রবর্তমান নহে। 'কবি' অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানী।—ইত্যাদি টীকা।

এস্থানে "মচ্ছরণ" অর্থাৎ আমার শরণাপন্ন—ইহা বিশেষ্য পদ। তিনি কৃপালু এবং সর্বদেহীর অকৃতদ্রোহ ইত্যাদি সপ্তবিংশতি গুণের অধিকারী হইবেন। পরের শ্লোকে 'এবং তিনি সত্তম',—এই 'এবং' শব্দে বুঝা যাইতেছে—যে পূর্বোক্ত ভক্ত যেমন সত্তম সেই প্রকার ইনিও সত্তম বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই প্রকার আমার শরণাপন্ন হইলে তিনিও সত্তম।

[অমিশ্র ভক্তির সাধকের লক্ষণ]

অনন্তর কর্মজ্ঞানাদির অমিশ্র সাক্ষাৎ ভক্তির সাধক মধ্যম সাধুর (অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমানের) কথা বলিয়াছেন—

"মৎকর্তৃক আদিষ্ট যে-স্বধর্ম উহা সম্যক্ প্রকারে জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন তিনি সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ২০০॥

টীকা—মৎ কর্তৃক অর্থাৎ বেদরূপে আদিষ্ট উক্ত স্বধর্ম সকলকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়া ত্যাগ করিয়া যে আমাকে ভজন করে, সেও এই প্রকার পূর্বোক্ত ভক্তের ন্যায় সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

১ 'মধ্যমমিশ্র'—মুদ্রিত পুস্তকে অসাধু পাঠ।

বিপক্ষে দোষাংশ্চাজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্মান্ সন্ত্যজ্য। যদ্বা ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্যেত্যেষা।

যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত-নারায়ণব্যূহস্তবে—

যে ত্যক্তলোকধর্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ[১] নমো নমঃ॥

ইতি। অত্র স্বেবং ব্যাখ্যা—যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্গুণযোগাভাবস্তথাপ্যেবং পূর্বোক্ত-প্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষাংস্তদ্বিপরীতাংশ্চাজ্ঞায় হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণান্ সর্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্মান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তিবিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্বোক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্গুণাভাবেঽপি পূর্বসাম্যং বোধয়তি। ততো যস্তু তত্তদ্গুণান্ লব্ধ্বা ধর্মজ্ঞানপরিত্যাগেন মাং ভজতি কেবলং স তু পরমসত্তম এবেতি ব্যক্তানন্যভক্তস্য পূর্বত আধিক্যং দর্শিতম্। অত্র 'অদ্বেষ্টা

অজ্ঞানতা বা নাস্তিক্য হেতু কি স্বধর্ম পরিত্যাগ? না, তাহা নহে। ধর্মের আচরণে চিত্ত শুদ্ধি প্রভৃতি গুণাদি এবং ধর্মের অনাচরণে ধর্মত্যাগজন্য মনোমালিন্যাদি দোষ জন্মে। ইহা জানিয়াও স্বধর্মাচরণ আমার (শ্রীভগবানের) ধ্যানের বিক্ষেপকর বলিয়া এবং শ্রীভগবানের ভক্তির দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হইবে বলিয়া একান্ত নিশ্চয়তার সহিত স্বধর্ম সকল পরিত্যাগ করে। অথবা ভক্তির দৃঢ়তা নিবন্ধন অধিকারনিবৃত্তি হেতু (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের ধর্মে অধিকার স্বতঃই নিবৃত্ত হয় তজ্জন্য স্বধর্ম সকল) সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করে। এই পর্যন্ত টীকা।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের নারায়ণব্যূহ স্তবে বর্ণিত হইয়াছে—

'যাহারা বিষ্ণুভক্তির বশীভূত হইয়া লোক, ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।'

এই স্থানে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে—যদিও নিজের আত্মাতে সেই সেই গুণযোগ নাই (অর্থাৎ কি প্রকার গুণযুক্ত ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করিবে এ প্রকার উল্লেখ নাই), তথাপি পূর্বোক্ত প্রকার অর্থাৎ ইহার পূর্বপূর্বশ্লোকে বর্ণিত কৃপালুতা প্রভৃতি গুণ এবং তাহার বিপরীত দোষ সকল জানিয়া অর্থাৎ হেয় (পরিত্যজ্য) ও উপাদেয় (গ্রহীতব্য) রূপে উহা (দোষ ও গুণ) নিশ্চয় করিয়া যে-ব্যক্তি সেই সেই গুণের মধ্যে শ্রীভগবান্ কর্তৃক বেদাদিতে আদিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক-লক্ষণ স্বকীয় বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত ধর্ম এবং সেই ধর্মের উপলক্ষিত জ্ঞান আমার অনন্যভক্তির বিঘাতক বলিয়া সম্যক্ প্রকারে উহা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন—তিনিও সাধুগণের

১ 'তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ' - হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

সর্বভূতানাম্'[১] ইত্যাদি শ্রীগীতাদ্বাদশাধ্যায়-প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্। সত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তমত্বমপ্যস্তীতি দর্শিতম্। অস্তু তাবৎ সদাচারস্য তদ্ভক্তস্য সত্ত্বম্, অনন্য-দেবতাভক্তত্বমাত্রেণাপি দুরাচারস্যাপি সত্তান্যপর্য্যায়ং সাধুত্বং বিধীয়তে 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[২] ইত্যাদৌ। অত্র সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যত্তাদৃশং লক্ষণং নোত্থাপিতম্তৎ খলু তাদৃশ-সঙ্গস্য ভক্ত্যুন্মুখেঽনুপযুক্ততাভিপ্রায়েণ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—'সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্'[৩] ইতি। সাধুরত্র সদাচারঃ। তদেবমীশ্বরবুদ্ধ্যা বিধিমার্গভক্তয়োস্তারতম্যমুক্তম্। তত্রৈবোত্তর-স্যানন্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বং দর্শিতম্। তত্রৈবার্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। তত্র মহত্ত্বং 'তাপাদিপঞ্চসংস্কারী' ইত্যাদৌ। মধ্যমত্বং --

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'স চ' এই 'চ'কারের দ্বারা পূর্বকথিত ব্যক্তি সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ) এবং ইনিও বটে—এই সমুচ্চয়ার্থ। সেই সেই গুণ না থাকিলেও 'সত্তম'—এই কথা দ্বারা পূর্বকথিত ব্যক্তির সহিত পর-কথিত ব্যক্তির সমতা বোধ হইতেছে। অতএব যিনি সেই সেই কৃপালুত্বাদি গুণ লাভ করিয়া ধর্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকে ভজন করেন, তিনিই পরমসত্তম (পরম সাধু-শ্রেষ্ঠ)। এই প্রকার উল্লেখ দ্বারা পূর্ব হইতে অনন্য ভক্তের আধিক্য দেখান হইল। এস্থানে 'সর্বভূতের যিনি অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায় প্রকরণও অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'সত্তম' এই শব্দে তন্নিম্নস্তরের ভক্তেরও সত্তরত্ব (সাধুতরত্ব), এবং অপরের সত্তমত্বও (সাধুতমত্বও) যে আছে তাহা দেখান হইল। সদাচারসম্পন্ন শ্রীভগবদ্ ভক্তের (সাধুত্ব) ত' আছেই। এমন কি অনন্যদেবতা সম্বন্ধী ভক্তি মাত্র কারণে দুরাচারব্যক্তিরও 'সত্তার' অন্যপর্যায়ভূত সাধুত্ব বিহিত হইয়াছে, যথা—'বিশেষ দুরাচার ব্যক্তিও (আমাকে অনন্যভাবে ভজন করিলে সাধু হয়)।' কিন্তু এই সাধুসঙ্গ প্রস্তাবে যে তাদৃশ লক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই তাহার নিশ্চিতই এই অভিপ্রায় যে যে-ব্যক্তি ভক্তির উন্মুখ তাহার পক্ষে তাদৃশ ভক্তের সঙ্গ অনুপযুক্ত।[৪] শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—'সাধুভক্তের সঙ্গে (শ্রীভগবানে রতি জন্মে)।' এখানে সাধু অর্থে সদাচারশীল। এই প্রকার ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা বিধিমার্গানুযায়ী দুই প্রকার ভক্তের তারতম্য কথিত হইল। তন্মধ্যে উত্তরোক্ত ভক্তের অনন্যত্ব হেতু শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল[৫]। পাদ্মোত্তর খণ্ড হইতে অর্চনমার্গের ত্রিবিধত্ব

১ ভ. গী. ১২. ১২

২ ভ. গী. ৯. ৩০

৩ ভা. ৭. ৭. ২৫

৪ তাৎপর্য—যাঁহারা শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়াছেন সাধুভক্তের সঙ্গ না হইলেও তাঁহাদের শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তি থাকিবেই। আর মালিন্যাদিবশতঃ যাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে উন্মুখ হয় নাই, তাঁহারাই সাধুভক্তের সঙ্গে শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়া থাকেন।

৫ তাৎপর্য—শ্রীভাগবতের ১১. ১১. ২৯—৩১ শ্লোকোক্ত কৃপালুত্বাদিযুক্ত গুণবান্ সত্তম ভক্ত অপেক্ষা শ্রীভাগবতের ১১. ১১ ৩২ শ্লোকোক্ত শুদ্ধ ভক্তিমান্ শ্রেষ্ঠ।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যোগশ্চ পঞ্চমঃ ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

ইত্যত্র । কনিষ্ঠত্বং—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্ ।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥

ইত্যত্র ।

[অনন্যভক্তি সাধকলক্ষণম্]

অথ শুদ্ধদাস্যসখ্যাদি-ভাবমাত্রেণ যোঽনন্যঃ স তু সর্বোত্তম ইত্যাহ—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২০১ ॥

[ভা. ১১. ১১. ৩৩]

যাবান্ দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ । যশ্চ সর্বাত্মা । যাদৃশঃ সচ্চিদানন্দাদিরূপঃ । তং মাং জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা বা যে কেবলমনন্যভাবেন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন আলম্বনো যঃ স্বাভীপ্সিতো

(অর্থাৎ মহৎ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার) পাওয়া যাইতেছে । 'তাপাদি পঞ্চ সংস্কারী' এই স্থানে মহত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। মধ্যমত্ব কথিত হইল যথা—

'তপ্তমুদ্রাধারণ, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, শ্রীকৃষ্ণদাসাদিনাম, শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ, যোগ (ধ্যান) —এই পাঁচটী সংস্কার ঐকান্তিক ভক্তের হেতু অর্থাৎ এই পাঁচটী যাঁহার আছে তিনি একান্তিভক্ত।'

'শঙ্খচক্রাদি ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদি লক্ষণ যাঁহাদের এবং যাঁহারা শ্রীভগবানের নমস্কার করেন তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া কথিত'—এই বচনে কনিষ্ঠত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

[অনন্যভক্তির সাধকের লক্ষণ]

(বিধিমার্গানুযায়ী ভক্তের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া) শুদ্ধদাস্যসখ্যাদি ভাব মাত্রে যিনি অনন্যভক্ত তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ; তাহাই (শ্রীভগবান্) বলিতেছেন—

"আমি যাদৃশ ও যে প্রকার, সেই প্রকার আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া যাঁহারা কেবল অনন্যভাবে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারা সর্বোৎকৃষ্ট ভক্ত বলিয়া সম্মত।" ২০১ ॥

'যে প্রকার' অর্থে দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছন্ন, আমি সর্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দাদিরূপ, সেই আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া যাঁহারা কেবল অনন্যভাবে অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই যাহার আলম্বন—এমন নিজের অভিলষিত দাস্য সখ্যাদির যে কোন একটী ভাবের দ্বারা যাঁহারা ভজন করেন, কখনও অন্যভাবে নহে, তাঁহারাই সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়া আমা কর্তৃক সম্মত। অতএব (শ্রীভাগবতে) চতুর্থ স্কন্ধে যোগেশ্বরগণকর্তৃক প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে—

'হে প্রভো! আপনি বিশ্বের আত্মা পরব্রহ্ম, আপনাতে যে-ব্যক্তি নিজের পৃথক্ত্ব

দাস্যাদীনামেকতরো ভাবস্তেনৈব ভজন্তি ন কদাচিদন্যেন ইত্যর্থঃ। তে তু ময়া ভক্ততমা মতাঃ। অত এব চতুর্থে শ্রীযোগেশ্বরৈরপি প্রার্থিতং—

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
তথাপি ভৃত্যেশতয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥ [ভা. ৪. ৭. ৩৫]

ইতি। শ্রীগীতাসু হি—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ [ভ. গী. ৭. ২]

ইত্যুক্ত্বা[১] আহ—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

দর্শন না করে, তাহার অপেক্ষা আপনার প্রিয়তম অন্য কেহ নাই। অতএব হে ভক্তবৎসল! আমাদের প্রার্থনা—যে সকল ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা আপনার ভজন করেন তাঁহাদের প্রতি আপনার যেন অনুগ্রহ থাকে।'

শ্রীভগবদ্ গীতাতে (শ্রীভগবানের উক্তি)—'যাহা অবগত হইলে ইহ সংসারে অন্য কোন বিষয়ের অবশেষ থাকে না এবম্বিধ (মদ্বিষয়ক) শাস্ত্রীয় জ্ঞান অনুভবের সহিত নিঃশেষে তোমাদের নিকট বলিব।'

(গীতার উপরিলিখিত) উক্তির পর বলিয়াছেন—

'ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার[২]—এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি (মায়াখ্যা শক্তি) বিভক্ত। এই অষ্টধা প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা, যেহেতু ইহা জড় এবং পরার্থ-সম্পাদনকারী। ইহা ব্যতীত আমার আর একটী জীবস্বরূপ পরা (অর্থাৎ উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি আছে জানিবে, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

১ 'ইত্যুক্তরত্রাহ'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ তাৎপর্য—এস্থলে ভূম্যাদি বলিতে পঞ্চমহাভূত-সূক্ষ্মের সহিত এক করিয়া বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতন্মাত্র, জলতন্মাত্র, অগ্নিতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র ও আকাশতন্মাত্র এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম। মনের কারণ অহঙ্কার, বুদ্ধি অহঙ্কারের কারণ।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ [ভ. গী. ৭. ৪-৭]

ইতি। প্রধানাখ্যজীবাখ্যনিজশক্তিদ্বারা জগৎকারণত্বম্। তচ্ছক্তিময়ত্বেন জগতস্তদনন্যত্বম্। স্বস্য তু তয়োঃ পরত্বন্তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বদন্ নিজজ্ঞানমুপদিষ্টবান্, প্রসঙ্গেন জীবস্বরূপজ্ঞানঞ্চ। স চৈবম্ভূতো জ্ঞানী মৎস্বরূপ-মন্মহিমানুসন্ধানকৃত্বাদ্ জ্ঞানিভক্তার্তভক্তাদীনতিক্রম্য মৎপ্রিয়ো ভবতীত্যপ্যন্তেঽভিহিতবান্—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

স্বরূপ) এই প্রকৃতিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্বভূতের উৎপত্তি স্থল, অতএব উহাকে জগতের কারণ বলিয়া জানিবে। সুতরাং আমিই এই সপ্রকৃতিক জগতের পরম কারণ ও সংহারকর্তা। হে ধনঞ্জয়! এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারের আমা অপেক্ষা পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কারণ অন্য কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেও এই সকল জগৎ গ্রথিত আছে।'

প্রধানাখ্য ও জীবাখ্য নিজশক্তি দ্বারা জগতের কারণত্ব এবং ভগবানের শক্তিময়ত্ব নিবন্ধন তদনন্যত্ব১। নিজের (শ্রীভগবানে প্রধানাখ্য ও জীবাখ্য শক্তি) এই উভয় শক্তি-পরত্ব এবং উভয় শক্তির আশ্রয়ত্ব—ইহা বলিতে গিয়া (ভগবান্) নিজজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি জীবস্বরূপ জ্ঞানও বলিয়াছেন ; এই প্রকার সেই জ্ঞানী আমার (শ্রীভগবানের) স্বরূপ ও মহিমার অনুসন্ধানকারী হয় বলিয়া জ্ঞানী ভক্ত এবং আর্ত ভক্ত প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমার প্রিয় হয়—ইহাও শেষে বলিয়াছেন।

'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুন! আর্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, (ঐহিক ও পারত্রিক সাধনেচ্ছু), অর্থাভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী—এই চতুর্বিধ পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে। তন্মধ্যে যে নিত্যযুক্ত এবং একমাত্র আমাতেই যাহার ভক্তিনিষ্ঠা—সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ; সে আমার ও আমি তাহার একান্ত প্রিয়। উক্ত চতুর্বিধ সকল উপাসক উদার (মহৎ অর্থাৎ মুক্তি লাভের যোগ্য)। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আমারই আত্মা ; যেহেতু সে আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।'

(সন্দর্ভকার শ্রীভাগবতের ৪. ৭. ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—) অতএব

১ তাৎপর্য—অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তি দ্বারাই জগতের সৃষ্ট্যাদি হয়, শ্রীভগবান্ হইতে শক্তির পৃথক্‌রূপে অবস্থিতি নাই, সুতরাং শ্রীভগবান্‌ই জগতের পরম কারণ, এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু সেই শক্তি হইতে জগৎ অনন্য।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
[ভ. গী. ৭. ১৬-১৯]

ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। যস্ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্যাত্মনি জীবানীক্ষেৎ ত্বচ্ছক্তিত্বাদনন্যত্বেনৈব জানাতি ন তু পৃথক্ স্বতন্ত্রত্বেনেক্ষেত, অমুত অমুষ্মাদ্ যদ্যপি তে প্রেয়ান্নাস্তি তথাপি হে বৎসল হে ভৃত্যপ্রিয় ভৃত্যেশভাবেন যে ভজন্তি তেষাং যানন্যা বৃত্তিরব্যভিচারিণী নিজা ভক্তিস্তয়ৈবানুগৃহাণ। প্রস্তুতত্বেনাস্মান্ জ্ঞানিভক্তানিতি লভ্যত ইতি। অথ মূলপদ্যে জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেত্যত্র জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্হেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধম্। ভক্ততমা ইত্যত্র পূর্ববাক্যস্থ-সৎপদমতিক্রম্য বিশেষতো ভক্তপদনির্দেশাদ্ভক্তেঃ স্বরূপাধিক্যমত্রৈব বিবক্ষিতম্। তে মে মতা ইত্যত্র মম তু বিশিষ্টা সম্মতিরত্রৈবেতি সূচিতমীদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অত এব

এই প্রকার অর্থ—যে-ব্যক্তি তোমাতে বিশ্বাত্মরূপে আত্মাকে অর্থাৎ জীবসকলকে দেখে অর্থাৎ তোমার (শ্রীভগবানের) শক্তিত্বহেতু উহাকে অন্যরূপেই জানে কিন্তু পৃথক্ বা স্বতন্ত্ররূপে দেখে না—সেইরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা যদিও তোমার প্রিয়তম নাই, তথাপি হে বৎসল, হে ভৃত্যপ্রিয়, যাহারা ভৃত্যর ঈশ্বরভাবে তোমাকে ভজনা করে, তাহাদের যে অনন্যা বৃত্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নিজভক্তি, তাহা দ্বারাই তাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ কর। এখানে জ্ঞানী ভক্তের কথাই আরম্ভ হইয়াছে, এই কারণেই প্রস্তাব অনুসারে 'আমরা জ্ঞানিভক্ত, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর' ইহাই পাওয়া যাইতেছে। মূল পদ্যে (অর্থাৎ শ্রীভাগবতে) 'জানিয়া অথবা না জানিয়া (ভজন করে)'—এই শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে উহাদের যথাক্রমে হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব নিষিদ্ধ হইল।[১] 'তাহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ'—এই বাক্যে পূর্ববাক্যস্থ 'সৎ' পদকে অতিক্রম করিয়া বিশেষ প্রকারে 'ভক্ত' পদের নির্দেশ থাকায় ভক্তির স্বরূপাধিক্যই এইস্থলে বলা হইল[২]। 'তাহারা আমার সম্মত'—এস্থলেও আমার (শ্রীভগবানের) যে ইহাতে বিশেষ সম্মতি আছে তাহাই সূচিত হইল; ঈদৃশ সম্মতি পূর্বে উক্ত হয় নাই। অতএব এই প্রকরণ প্রাপ্ত যে একবচন (পূর্বপূর্ব শ্লোকে 'তিনি সত্তম' ইত্যাদি ভাবে যে একবচন) উহা ত্যাগ করিয়া 'তাহারা ভক্তত্তম' এস্থলে গৌরবে বহুবচন নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তদ্ভাবসিদ্ধ প্রেমবান্ ব্যক্তিগণের বিষয় আর কি বলিব ? (অর্থাৎ

১ তাৎপর্য—জানিয়া যে শ্রীভগবদ্ ভজন উহা উপাদেয়, আর না জানিয়া যে ভজন উহা হেয়—এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। শ্রীভগবানের মাধুর্যাদি জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক অনন্য ভাবে ভজন করিলেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

২ তাৎপর্য—ভক্ত বলিতে ভক্তি যাহার আছে তাহার নাম ভক্ত। এখানে ভক্তপদ প্রয়োগ করায় ভক্তির স্বরূপাধিক্যই বক্তার (শ্রীভগবানের) অভিপ্রেত।

প্রকরণপ্রাপ্তমেকবচননির্দেশমপ্যতিক্রম্য গৌরবেণৈব যে ত ইতি বহুবচনং নির্দিষ্টম্। ততঃ কিমুত তন্তাবসিদ্ধপ্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজনবিবৃত্তিরগ্রে রাগানুগাকথনে জ্ঞেয়া। ১১॥১১। শ্রীভগবান্ ॥

[বৈষ্ণবানাং ভেদনির্দেশঃ]

এতে হি বৈষ্ণবাঃ[১] সন্তো মহত্ত্বেন সন্মাত্রত্বেন চ বিভিদ্য নির্দিষ্টাঃ। সন্মাত্রভেদে তারতম্যঞ্চাত্র যদবিবিক্তং তন্তক্তিভেদনিরূপণে পুরতো বিবেচনীয়ম্। অন্যে তু স্বগোষ্ঠ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবাঃ। তত্র কর্মিষু তদপেক্ষয়া যথা স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—

ধর্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ।

ইত্যাদি। অত্র শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞাবুদ্ধ্যৈব তত্তৎ ক্রিয়ত ইতি বৈষ্ণবপদেন গম্যতে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

দাস্য সখ্যাদিভাবে যাঁহারা প্রেমলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিবার কি আছে)? ভক্তগণের ভক্তিভাবমূলক ভজনের বিবরণ পরে রাগানুগা কথন প্রকরণে জানিতে হইবে। ইতি ১১শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

[বৈষ্ণবগণের ভেদ নির্দেশ]

এই বৈষ্ণবগণ কোথাও মহদ্রূপে এবং কোথাও সৎমাত্ররূপে বিশেষ ভেদে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সৎমাত্র ভেদ বিষয়ে যে তারতম্য তাহা এখানে বিশেষরূপে বিবেচিত না হইলেও ভক্তিভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে উহা পরে বিবেচিত হইবে। অপর, নিজ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অপেক্ষা করিয়া অন্য বৈষ্ণবসকলের উল্লেখ হইয়াছে। এবং উহাতে কর্মিগণের মধ্যে কর্মকে অপেক্ষা করিয়া স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে বৈষ্ণব নির্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—

'যাঁহাদের ধর্মার্থে জীবন, এবং সন্তানার্থে মৈথুন, বিপ্রশ্রেষ্ঠের জন্য পাক, সেই মনুষ্যসকলকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে'—ইত্যাদি।

এখানে শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাবুদ্ধি দ্বারাই যে সেই সেই কার্য তাঁহারা করেন—ইহা বৈষ্ণবপদের[২] দ্বারা বুঝা যাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—

---

১ 'তত্র তে বৈষ্ণবাঃ'··মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ বৈষ্ণব বলিতে 'বিষ্ণোরয়ম্' বিষ্ণুর ইনি। এই অর্থে বৈষ্ণব পদ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর অধীন তিনিই বৈষ্ণব। শাস্ত্রে যে ভগবানের আজ্ঞা আছে সেই আজ্ঞাপালন নিমিত্তই বৈষ্ণবগণের ধর্মাদির আচরণ, কোন কামনার জন্য নহে।

ন চলতি নিজবর্ণধর্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্‌বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ-
স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্‌॥

ইতি। তদর্পণে তু সুতরামেব বৈষ্ণবত্বম্‌। যথা পাতালখণ্ডে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যে[১]—

জীবিতং যস্য ধর্মার্থে ধর্মো হর্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্‌॥

ইতি। তথৈব শৈবেষু তদপেক্ষয়া যথা বৃহন্নারদীয়ে—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

ইতি। শৈবগোষ্ঠীষু ভাগবতোত্তমত্বমত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি তথোক্তম্‌। বৈষ্ণবতন্ত্রে তু তন্নিন্দৈব—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ ধ্রুবম্‌॥

'যিনি নিজ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রম (গার্হস্থ্যাদি) ধর্ম হইতে বিচলিত হন্‌ না, নিজের সুহৃৎ ও বিপক্ষে সমমতি, এবং কিছু হরণ করেন্‌ না ও কাহাকেও হিংসা করেন না, এবং যাঁহার অন্তঃকরণ সমুচ্চ—তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।'

বিষ্ণুতে কর্মার্পণে নিশ্চিতই বৈষ্ণবত্ব। যথা পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে—

'যাহার ধর্মার্থে জীবন, হরির নিমিত্তই ধর্মানুষ্ঠান, পুণ্যের নিমিত্ত দিবারাত্র অনুষ্ঠান—সেই ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি।'

এইরূপ শিবকে অপেক্ষা করিয়া শিবভক্ত মধ্যে বৈষ্ণব, যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

'পরমেশ্বর শিবে ও পরমাত্মা বিষ্ণুতে যাঁহারা সমবুদ্ধি দ্বারা প্রবর্তিত হন্‌ তাঁহারাই ভগবদ্‌ ভক্তের মধ্যে উত্তম।'

শৈবগোষ্ঠীতে (শিবোপাসক মধ্যে) ভাগবতোত্তমত্বের প্রসিদ্ধি উহাতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং এই প্রকার উক্তিও রহিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবতন্ত্রে তাহার নিন্দাই কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ বৈষ্ণবতন্ত্রে বিষ্ণুতে ও শিবে সমান জ্ঞান নিন্দিত হইয়াছে), যথা—

'যে-ব্যক্তি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণদেবকে সমানভাবে দেখে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।'

১ 'বৈশাখমাহাত্ম্যে'—মুদ্রিত পুস্তকে।

ইতি। তদেবমেতেষাং বহুভেদেষু সৎসু তেষামেব প্রভাবতারতম্যেন কৃপাতারতম্যেন ভক্তি-বাসনাতারতম্যেন সৎসঙ্গাৎ কালশৈঘ্র্যস্বরূপ-বৈশিষ্ট্যাভ্যাং ভক্তিরুদয়তে। এবং জ্ঞানিসঙ্গাচ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। অত্র যদ্যপ্যকিঞ্চনা ভক্তিরেবাভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে ভক্তোঽপি স এব লক্ষয়িতব্যস্তথাপি তৎপরীক্ষার্থমেব তত্তদনুবাদঃ ক্রিয়তে। তত্র প্রথমস্তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎকথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎ-সাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেণৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তত্তদ্ভজন-মার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাস্তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতা-চ্ছ্রবণং ক্রিয়তে। তচ্চোপক্রমোপসংহারাদিভিরর্থাবধারণং পুনশ্চাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-বিশেষবতা স্বয়ন্তদ্বিচাররূপং মননমপি ক্রিয়তে, ততো ভগবতঃ সর্বস্মিন্নেবাবির্ভাবে তথাবিধোঽসৌ সদা সর্বত্র বিরাজত ইত্যেবং রূপা শ্রদ্ধা জায়তে। তত্রৈকস্মিংস্তনয়া

এই প্রকারে বৈষ্ণবগণের অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং বৈষ্ণবগণেরই প্রভাব তারতম্য দ্বারা, ভক্তিবাসনা তারতম্য দ্বারা এবং শ্রীভগবানের কৃপাতারতম্য দ্বারা সৎসঙ্গ হেতু কালের শীঘ্রতা ও স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে ভক্তির উদয় হয়।১ এই প্রকার জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। এস্থানে যদিও অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় (অর্থাৎ প্রতিপাদ্য) ও তাহার কারণরূপে শ্রীভগবানের ভক্তগণের সঙ্গও (প্রতিপাদ্য) বলিয়া সেই ভক্তও লক্ষিত হইবার যোগ্য ; তথাপি সম্যক্ বিবেচন উদ্দেশে সেই সেই ভক্তের পুনরুল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। প্রথমতঃ তাদৃশ ভক্তসঙ্গ হইতে জাত (যিনি যে প্রকার উপাসক হইবেন) সেই সেই বিষয়ে যে-শ্রদ্ধা তাহা দ্বারা তত্তৎ কথাতে রুচি প্রভৃতি জন্মে, ও তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য লাভ হয় এবং তাহার সেই অনুষঙ্গের দ্বারা ভজনীয় শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষে (অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মাদি আবির্ভাবে), এবং সেই সেই ভজনপথ বিশেষে রুচি জন্মে। তদনন্তর ভজনবিষয়ে বিশেষ বুঝিবার বাসনা হইলে সেই ভক্তগণের মধ্যে একজন অথবা বহুজনকে গুরুরূপে আশ্রয় করিয়া তাহার নিকট হইতে শ্রবণ করা হয়। উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অর্থের অবধারণ করার নাম শ্রবণ। শ্রবণান্তে পুনর্বার অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিশেষ উপস্থিত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তি নিজে তাহার বিচাররূপ মনন (চিন্তা) করে। তদনন্তর শ্রীভগবানের সমস্ত আবির্ভাবে 'এই ভগবান তথাবিধ হইয়া সকল সময়ে সর্বত্র বিরাজিত' এই প্রকার তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁহার বহু আবির্ভাব মধ্যে এক আবির্ভাবে প্রথমজাত রুচির

১ যাঁহাদের যে প্রকার প্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহাদের যে প্রকার ভক্তির সংস্কার অন্তঃকরণে আছে, ও যিনি যে প্রকার শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সৎসঙ্গ হেতু যাঁহারা শীঘ্র শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, ও ভক্তির বিশিষ্টতা (অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা) যেরূপ বোধ করিয়াছেন—ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকারে সেই সেই বৈষ্ণবগণের কাহারও অধিক ও কাহারও অল্প ভক্তি প্রকাশিত হয়।

প্রথমজাতয়া রুচ্যা সহ নিজাভীষ্টদানসামর্থ্যাদ্যতিশয়বত্তা-নির্ধাররূপত্বেন সৈব শ্রদ্ধা সমুল্লসতি। তত্র যদ্যপ্যেকত্রৈবাতিশয়িত্বাপর্যবসানং সম্ভবতি ন তু সর্বত্র, তথাপি কেষাঞ্চিত্তো বিশিষ্টস্যাজ্ঞানাদন্যত্রাপি তথাবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা সম্ভবত্যেবং ভজনমার্গবিশেষশ্চ ব্যাখ্যাতব্যঃ। তদেবং সিদ্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানার্থং নিদিধ্যাসনলক্ষণ-তত্তদুপাসনামার্গভেদোঽনুষ্ঠীয়ত ইত্যেবং বিচারপ্রধানানাং মার্গো দর্শিতঃ।

রুচিপ্রধানাস্তু ন তাদৃগ্বিচারাপেক্ষা জায়তে, কিন্তু সাধুসঙ্গলীলাকথনশ্রবণরুচি-শ্রদ্ধাশ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপ এবাসৌ মার্গো যথা—'শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য'১ ইত্যাদিনা পূর্বং দর্শিতঃ। 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদঃ'২ ইত্যাদৌ চ দ্রষ্টব্যঃ। প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাস্তু

সহিত নিজের অভীষ্টবস্তু দান ও সামর্থ্যাদির আতিশয্য নির্ধারণ করায় সেই শ্রদ্ধা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ পায় (অর্থাৎ ভগবানের আবির্ভাববিশেষে যিনি যাহার উপাসক তাহাতেই তাঁহার বিশেষ প্রিয় বস্তু দানের ইচ্ছা—ইত্যাদি প্রকারে রুচি হয় এবং রুচির সহিত উক্ত শ্রদ্ধা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ পায়)। যদিও এক আবির্ভাবেই অতিশয় শ্রদ্ধার পর্যবসান হয় কিন্তু সর্বত্র হয় না, তথাপি কতকগুলি ব্যক্তির বিশিষ্ট এক আবির্ভাবের অজ্ঞতাহেতু অন্যত্রও (অন্য আবির্ভাবেও) সেই প্রকার শ্রদ্ধা হয়।৩ এই প্রকারেই ভজনমার্গ বিশেষের ব্যাখ্যা কর্তব্য। (অর্থাৎ যিনি যাঁহার উপাসক তাঁহার ভজন পথ সেই প্রকারেই ব্যাখ্যা করা কর্তব্য।) এই প্রকারে (শাস্ত্রীয়) জ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিজ্ঞানের (অনুভবের) নিমিত্ত নিদিধ্যাসনরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিশেষের সেই সেই উপাসনাপথের ভেদ অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহারা বিচারপ্রধান তাঁহাদেরই এই পথ দর্শিত হইল।৪

কিন্তু রুচিপ্রধান ব্যক্তিগণের তদ্রূপ বিচারের অপেক্ষা নাই, তবে সাধুগণের সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে রুচি হয়, তজ্জন্য শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রবণাদি আবৃত্তিরূপ পথই তাঁহাদের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত পথ 'শ্রবণেচ্ছু শ্রদ্ধাবানের (বাসুদেব কথায় রুচি হয়)' ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে এবং 'সাধুগণের সঙ্গ হইতে আমার বীর্যপ্রকাশক (চিত্ত ও কর্ণের সুখপ্রদ

১ ভা ১. ২. ১৬ ২ ভা. ৩. ২৫. ২২। পূর্বে ১১ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৩ কেহ কেহ নিজ নিজ উপাস্যের বিশিষ্টতা অনুভব করিতে না পারায় ব্রহ্মপরমাত্মাদি অপেক্ষা ভগবত্তত্ত্ব যে শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞান লাভ করেন না। অতএব উক্ত অজ্ঞানতা বশতঃ ভগবানের সমস্ত আবির্ভাবকেই তিনি সমান বলিয়া শ্রদ্ধা করেন।

৪ তাৎপর্য—সৎসঙ্গে শ্রীভগবানে অথবা তাঁহার আবির্ভাববিশেষে রুচি জন্মে। রুচি হইলে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছায় একজন অথবা বহুজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে সেই গুরুর নিকট সন্দেহনিবারক শিক্ষার্থ শ্রবণ করে। তদনন্তর নিজেই বিশেষরূপে বিচারপূর্বক অসম্ভবাদি দোষ নিরাস করিতে সে মনন করে। এই প্রকারে জ্ঞান সিদ্ধ হইলে তৎপর অনুভবের নিমিত্ত সে নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করে। যাহারা বিচার পূর্বক ভজনমার্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই এই প্রকার ক্রম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রুচিরপ্রধানমার্গ এব শ্রেযান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। যথোক্তং প্রহ্লাদেন—

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয় যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতি-কর্মপূজাঃ
কর্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥

[ভা. ৭. ৯. ৪৮-৪৯]

ইতি। কর্ম পরিচর্যা। কর্মস্মৃতির্লীলাস্মরণম্। চরণয়োরিতি সর্বত্রান্বিতং ভক্তিব্যঞ্জকম্।

তদেতদুভয়স্মিন্নপি তদ্ভজনবিধি-শিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি তথাবিধস্য প্রাপ্তত্বাৎ। প্রাক্তনানাং বহুত্বেঽপি প্রায়স্তেষ্বেবান্যতরোঽভিরুচিতঃ। পূর্বস্মাদেব হেতোঃ—শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্। অথাত্র প্রমাণানি। তত্র

কথা হয়)' ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইবে। এবং যাঁহারা প্রীতিরূপা ভক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহাদের রুচিপ্রধান পথই মঙ্গলকর। অজাত-রুচি ব্যক্তিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ (তাহাদের মঙ্গলকর) নহে। তাহাই প্রহ্লাদ কর্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা—

'এই (গুণাধিষ্ঠাতৃ) দেবগণ, গুণিগণ, মহদাদি মনঃ প্রভৃতি, দেব ও মনুষ্যগণ যাঁহারা আদি ও অন্তবিশিষ্ট (অর্থাৎ জড়োপাধিক তাহারা নিরুপাধি-স্বভাব) আপনাকে জানিতে পারে না। এই কারণে সুধীগণ বিচারপূর্বক অধ্যয়নাদি হইতে বিরত হইয়া সমাধিযোগে আপনার উপাসনা করেন। অতএব হে পূজ্যতম! ভবদীয় চরণের নমস্কার, স্তব, কর্ম, পূজন, কর্মস্মৃতি ও কথাশ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে পরমহংসগণের গতিস্বরূপ আপনাতে কি প্রকারে ভক্তিলাভ করিবে?'

কর্ম অর্থে পরিচর্যা, কর্মস্মৃতি অর্থে লীলাস্মরণ। 'চরণদ্বয়ের'—এই শব্দটীর সর্বত্র অন্বয় হওয়ায় উহা ভক্তির প্রকাশক।

উভয় ভজনপথেও (জ্ঞানী ও রুচিপ্রধান উপাসকের) পূর্বতন শ্রবণগুরুই ভজনবিধি শিক্ষা বিষয়ে গুরু হইবেন, যেহেতু সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে, শিক্ষাগুরু বহু হইলেও তাহার মধ্যে অন্যতর গুরু অভিরুচিত হন; কেন না এ বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে—মন্ত্রগুরু একজনই, বহু মন্ত্রগুরু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সেই বিষয়ে প্রমাণ পরে বলা হইবে।

তদাবির্ভাববিশেষে রুচিঃ—"মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ"[১] ইত্যাদৌ শ্রীমদাবিহোত্রাদিনাভিপ্রেতা। ভজনবিশেষরুচিশ্চ—

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥ [ভা. ১১. ২৭. ৭.]

ইত্যাদৌ শ্রীভগবতাভিপ্রেতা।

[শ্রবণগুরুনির্দেশঃ]

অথ শ্রবণগুরুমাহ —

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥
[ভা. ১১. ৩. ২২]

শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বিচারতাৎপর্য্যেণ, পরে ব্রহ্মণি ভগবদাদি-রূপাবির্ভাবেঽপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতস্তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং শ্রীপুরঞ্জনোপাখ্যানোপসংহারে শ্রীনারদেন—

- - - - -

'নিজের অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্তিবিশেষকে অর্চনা করিবে' এই বাক্য দ্বারা ভাগবতে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র কর্তৃক শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষে রুচি প্রকাশ পাইতেছে। এবং ভজনবিশেষে রুচি, যথা—

'আমার পূজা তিন প্রকার—বৈদিক, তান্ত্রিক ও তদুভয় মিশ্র। এই তিনের মধ্যে যে-বিধি যাহার ঈপ্সীত, সে তাহা দ্বারাই আমার পূজা করিবে।'

এই বচনে রুচি শ্রীভগবান্ কর্তৃক অভিপ্রেত।

[শ্রবণগুরু নির্দেশ]

অনন্তর শ্রবণগুরু কি প্রকার হইবেন তাহাই বলিতেছেন—

"শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি (বিষয়ভোগের অসারত্ব হেতু), শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও ন্যায়ানুগ ব্যাখ্যায় পটু এবং পরব্রহ্মে শ্রীভগবানে নিষ্ঠাবান্ ও ক্রোধলোভাদির অবশীভূত—এমন গুরুর শরণ গ্রহণ করিবে।" ২০২ ॥

যিনি শাব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে তাৎপর্য বিচারের দ্বারা এবং পরব্রহ্মে অর্থাৎ ভগবদাবির্ভাব রূপে প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা কুশলতা লাভ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই গুরু করিবে। পুরঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহারে নারদ কর্তৃক (প্রাচীনবর্হি রাজার প্রতি)

১ ভা ১১. ৩. ৪৯

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ [ভা. ৪. ২৯. ৪৯]

ইতি। ১১॥ ৩। শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্ ॥

অত্র ব্রহ্মবৈবর্তে বিশেষঃ—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃদ্ন সংস্পৃশেৎ ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যল্লোকনাশায় তদ্ভবেৎ ॥

কিঞ্চ—

কুলং শীলমথাচারমবিচার্য পরং গুরুম্।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সারসাগরম্ ॥

সরসত্বাদিকঞ্চ ব্যঞ্জিতন্তত্রৈবান্যত্র।

কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ ॥

কথিত হইয়াছে—

'হে রাজন্! সেই প্রসিদ্ধ হরিই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, সকল অপেক্ষা পরম প্রীতির যোগ্য, যেহেতু তিনি আত্মা, তাঁহার নিকট হইতে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। যে-ব্যক্তি ইহা জানেন তিনিই বিদ্বান্ ও তিনিই গুরু এবং যিনি এই প্রকার গুরু তিনিই হরি।'

ইতি ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি ॥

এবিষয়ে (অর্থাৎ শ্রবণগুরু সম্বন্ধে) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে, যথা—

'বক্তা দ্বিবিধ—সরাগ, এবং নীরাগ। যিনি কামী ও লোলুপ, তিনি সরাগ বক্তা, তাঁহার উক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তিনি উপদেশই করেন কিন্তু পরীক্ষা করেন না। কিন্তু পরীক্ষা না করিয়া যে উপদেশ তাহা লোকের নাশের নিমিত্ত হয়। এবং যে-ব্যক্তি শ্রবণাদি কামনা করে সে ব্যক্তি কুল, শীল ও আচার সম্বন্ধে বিচার না করিয়া সরস ও সারসাগর পরম গুরুকে ভজন করিবে।'

সরসত্বাদিও সেই গ্রন্থের সেই স্থলে এবং অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে—

'কামক্রোধাদিযুক্ত ও কৃপণ (মন্দ) হইয়াও বিষাদযুক্ত ব্যক্তি যাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হয় এমন যে বক্তা, তিনি পরমগুরু।'

এতাদৃশ গুরুর অভাবে যুক্তিভেদ বুঝিবার ইচ্ছায় কেহ কেহ অনেক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইতি। এবম্ভূতগুরোরভাবাদ্ যুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ। যথা—

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ২০৩ ॥

[ভা. ১১. ৯. ৩১]

স্পষ্টম্। ১১॥ ৯। শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্ ॥

[শ্রবণমননাদিকম্]

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রাবণাদিকম্—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ [ভা. ১. ৫ ২৬]

ইত্যাদ্যুক্ত প্রকারম্।

বিচারপ্রধানানাং শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম্[১]। মননং যথা—'ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন'[২] ইত্যাদৌ।

"নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুস্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়না, যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।" ২০৩॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১১শ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে যদুরাজের শ্রীদত্তাত্রেয়ের প্রতি উক্তি ॥

[শ্রবণ মনন ইত্যাদি]

রুচিপ্রধান উপাসকগণের শ্রবণাদি যথা—

'(ঋষিগণ) সেই স্থানে প্রতিদিনই শ্রীনন্দনন্দনের মনোহর জন্মাদিলীলা গান করিতেন। আমি তাঁহাদের কৃপায় তৎসমস্তই শুনিতে পাইতাম। হে পরাশরনন্দন। সেই পবিত্র শ্রীভগবৎকথার প্রত্যেক পদ শ্রদ্ধাসহকারে শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইয়াছিল।'[৩]

বিচারপ্রধান উপাসকগণের[৪] শ্রবণাদি সম্বন্ধে (শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের 'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে' ইত্যাদি) চতুঃশ্লোকীতে উল্লেখ আছে। (বিচারপ্রধান উপাসকগণের-) মনন যথা—'ভগবান্ একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদ বিচার করিয়া (কিসে ভগবানের রতি হয় তাহা স্থির করেন)।'

---

১ ভা ২. ৯. ৩০-৩৩

২ ভা. ২. ২. ৩৪। পূর্বে ২৯ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৩ তাৎপর্য—যেমন দেবর্ষিনারদের পূর্বজন্মে শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়াছিল, তদ্রূপ রুচিপ্রধান উপাসকগণের শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়া থাকে - ইহাই এস্থলে দেখান হইল।

৪ তাৎপর্য—রুচিপ্রধান উপাসকগণের সাধু মুখে শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাদি শ্রবণ করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রীভগবানে রতি জন্মে, তাহাদের বিচারাদির কোন অপেক্ষা নাই। কিন্তু বিচারপ্রধান উপাসকগণের সাধুগণের

অথ তজ্জাতা ভগবতি শ্রদ্ধা, যথা—

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ কচিদ্ভুবঃ॥
মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা॥ ২০৪॥

[ভা. ৪. ২১. ২৫-২৮]

হে অর্হসত্তমাঃ[১] যজ্ঞপতির্নাম সর্বকর্মফলদাতৃত্বেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ পরমেশ্বরঃ

অনন্তর মননজন্য ভগবানে শ্রদ্ধা, যথা—

"(পৃথুরাজ যজ্ঞস্থলে সভাস্থ ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন)—হে পূজ্যতমগণ! কতিপয় ব্যক্তির মতে যজ্ঞপতি নামে একজন পরমেশ্বর আছেন এবং কাহার কাহারও মতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই কান্তিময় ভোগভূমি শরীরসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।[২] মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত ও আমাদের পিতামহ (অঙ্গরাজ)—এই সকলের এবং ঈদৃশ ব্যক্তিগণের এবং অজ, ভব, প্রহ্লাদ ও বলি—ইহাদের পক্ষে গদাভৃৎ (পরমেশ্বর) কর্তৃক কৃত্য নিরূপিত আছে (অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা কার্য সম্পাদন করেন, সুতরাং তাঁহারাও পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন)। কেবল মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মবিমোহিত লোক, যাহাদের জন্য শোক করিতে হয়—তাহারা উহা অস্বীকার করে। ত্রিবর্গ (ধর্ম অর্থ ও কাম); স্বর্গ (ধর্মের ফল) এবং মোক্ষ—এই তিনের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হইতেছে।" ২০৪॥

(কর্ম কর্তব্য, কিন্তু বাসুদেবে কর্মার্পণ করা উচিত নহে—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য পৃথুরাজ বলিতেছেন)—হে পূজ্যতমগণ! (শ্রুতির অর্থতত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহাদের মতে) যজ্ঞপতি

মুখোচ্চারিত তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহাদের পক্ষে কারণ ও কার্যাদি নিরূপণ করিয়া বিচার পূর্বক দেখান হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা, তিনি ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব থাকে না, সর্বত্রই তাঁহার সত্তা—ইত্যাদি নির্দেশে শ্রীভগবান্ই যে ভজনীয় ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

১ 'অর্হতমাঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ পরমেশ্বর ও ভোগভূমি দেহ যখন আছে এবং তন্নিবন্ধন কর্ম যখন কর্তব্য, তখন উহা ঈশ্বরে সমর্পণ করাই উচিৎ।

কেষাঞ্চিৎ শ্রুত্যর্থতত্ত্ববিজ্ঞানাং মতে তাবদস্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তেন তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তত্র জগদ্বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণমপ্যুপোদ্বলকমিত্যাহ। ইহ প্রত্যক্ষেণামুত্রশাস্ত্রেণ তদ্বদিত্যনুমানেন চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিমত্যো ভুবো ভোগভূময়ো দেহাশ্চ কচিদেবোপলভ্যন্তে ন সর্বত্রেত্যয়ম্ভাবঃ। ন তাবজ্জড়স্য কর্মণস্তত্তৎফলদাতৃত্বং ঘটতে 'ফলমত উপপত্তেঃ'১ ইতি ন্যায়াৎ। ন চার্বাগ্দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যমন্তর্যামিশ্রুতেঃ। ন চ কর্মসাম্যে ফলতারতম্যং, কচিচ্চ তদসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বতন্ত্রেণ পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্। অত্র বিদ্বদনুভবোঽপি প্রমাণ-মিত্যাহ মনোরিতি ত্রিভিঃ। অস্মৎপিতামহস্যাঙ্গস্য। প্রহ্লাদবলী তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। গদাভৃতা পরমেশ্বরেণ কৃত্যমস্তি হৃদয়ে বহিরপ্যাবির্ভূয় তেষাং মুহুঃ

পরমেশ্বর সকল কর্মের ফলদাতা বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত, তথাপি বিপ্রতিপত্তি হেতু (অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত থাকায়) পরমেশ্বরের সিদ্ধি হয় না—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, জগতের বিচিত্রতারূপ 'অন্যথানুপপত্তি'২ প্রমাণই পরমেশ্বরের সাধক। তাহাই বলিতেছেন—ইহকাল প্রত্যক্ষবশতঃ, এবং পরকাল অনুমানবশতঃ যেরূপ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ ইহকালের বৈচিত্র্যের ন্যায় পরকালেও কান্তিময় জগৎ ও ভোগভূমি দেহসকল কোন স্থানে দৃশ্য হয়, সর্বত্র হয় না—ইহাই ভাব। 'পরমেশ্বর হইতে কর্মফল পাওয়া যায়'—(এই উপপত্তি হেতু জড় কর্মাদি ফলদানে সমর্থ নহে)--এই ন্যায়ানুসারে জড়কর্মের কখনও ফলদাতৃত্ব হইতে পারে না। 'তিনি অন্তর্যামী' এই শ্রুতিহেতু দেবতাদিগেরও স্বতন্ত্রতা নাই। কর্মসাম্যে ফলের তারতম্য হইতে পারে না, আবার কোথাও কর্মের অনুষ্ঠানেও ফললাভ নাই। অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বর যে একজন আছেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে বিদ্বান্‌গণের অনুভবই প্রমাণ। 'মনু প্রভৃতি'—এই তিনশ্লোকে তাহাই বলা হইল। উক্ত শ্লোকে 'আমাদের পিতামহ অঙ্গরাজ। প্রহ্লাদ ও বলি এই সকলের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে প্রহ্লাদ ও বলির কথা বলা হইয়াছে তাহা শাস্ত্র হইতে জানিয়া একসঙ্গে গণনা করা হইয়াছে, (অর্থাৎ পৃথুরাজার পূর্বে প্রহ্লাদ ও বলি হন্ নাই সত্য, কিন্তু শাস্ত্রে তাহাদের নাম দেখিয়া মনু প্রভৃতির সঙ্গে উহাদের গণনা করা হইয়াছে)। গদাভৃৎ পরমেশ্বরের যে কর্তব্য আছে তাহা হইতে বুঝা যায় অন্তরে ও বাহিরে আবির্ভূত হইয়া পরমেশ্বর তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা করণীয় তাহা তাঁহাদেরও আছে। অথবা মনু প্রভৃতিরই পরমেশ্বরের সহিত একসঙ্গে কৃত্য

১ বে. দ. ৩. ২. ৩৮

২ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। "পীনোঽয়ং বটুর্দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" স্থল এই ব্রাহ্মণবালক দিবাতে ভোজন করে না—যেহেতু ভোজন ব্যতীত ব্রাহ্মণবালকের পীনত্বের অনুপপত্তি, সুতরাং ব্রাহ্মণবালক যে রাত্রিতে ভোজন করে ইহাই বুঝায়। এস্থলেও তদ্রূপ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতেছে, জগতের বিচিত্রতারূপ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণই পরমেশ্বরের সাধক। এক প্রকার কর্মে কাহারও এই প্রকার, কাহারও নানা প্রকার ফল হয়—সুতরাং সেই সেই ফলদাতা একজন পরমেশ্বর আছেন। অন্যথা এই বিচিত্রতা থাকে না।

কৃত্যসম্পাদনাত্তেন যৎ কৃত্যং করণীয়ন্তত্তেষামস্তীত্যর্থঃ। তেষামেব তেন সহ কৃত্যমস্তি নান্যেষামিত্যর্থো বা। তদন্যাংস্তু নিন্দিতত্বেনাহ মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্ বেণপ্রভৃতীন্ ধর্মবিমোহিতান্। গদাভৃচ্ছব্দেন তন্নাম্না প্রসিদ্ধাৎ শ্রীবিষ্ণোরন্যত্র পরমেশ্বরত্বং বারয়তি। শ্রুতিযুক্তিবিদ্বদনুভবেষু তং গদাভৃতং বিশিনষ্টি। বর্গেতি বর্গোঽত্র ত্রিবর্গঃ। স্বর্গো ধর্মস্য ফলম্। অপবর্গো মোক্ষঃ। তেষামেকাত্ম্যৈনৈকরূপেণ সর্বান্তর্গতেন হেতুনা, তত্রাপি প্রায়েণ প্রচুরেণ হেতুনা। তদুক্তং স্কান্দে—

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥

ইতি।

[ভজনশ্রদ্ধা]

অথ ভজনশ্রদ্ধা, যথা—

আছে, অন্যের নাই, ইহাই অর্থ। অন্য সকল ব্যক্তি নিন্দিত ; তাহাই বলিতেছেন—কেবল মৃত্যুর দৌহিত্র, বেণ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মবিমোহিত লোক—যাঁহাদের জন্য শোক করিতে হয়, তাঁহারাই পরমেশ্বর স্বীকার করেন না। এই স্থলে 'গদাভৃৎ' শব্দে বিষ্ণুর প্রসিদ্ধি থাকায় অন্যত্র পরমেশ্বরত্বের বারণ করা হইল (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই পরমেশ্বর)। শ্রুতিযুক্তি ও বিদ্বদনুভব দ্বারা সেই গদাভৃৎকে বিশেষিত করিতেছেন। বর্গ বলিতে ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম)। ধর্মের ফল স্বর্গ। অপবর্গ অর্থে মোক্ষ ;—তাহাদের সকলগুলির একাত্মতায় বা একরূপতায় সর্বান্তর্গত অবস্থায় সেস্থলেও ইহাদের প্রাচুর্য আছে১। তাহা স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীবিষ্ণুই সংসাররূপ রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখেন এবং সংসারবন্ধন মোচন করিয়া কৈবল্য (মুক্তি) দান করেন।'

[ভজন শ্রদ্ধা]

অনন্তর ভজন বিষয়ে শ্রদ্ধা যথা—

"যাঁহার চরণপঙ্কজের সেবাভিলাষ পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় তপস্বিগণের

১ তাৎপর্য—তত্তৎ কর্মের ফল দেবগণ দান করিবেন—এস্থানে পরমেশ্বর স্বীকারের কি আবশ্যকতা, এ প্রকার বলা সঙ্গত নহে ; কারণ ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম) ও ধর্মের ফল স্বর্গ এবং মোক্ষ, এই তিনের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হইতেছে। কর্ম জড়, পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব তাহার এতাদৃশ ক্ষমতা নাই যে উহা স্বয়ং ফল প্রদান করে। দেবতাগণও স্বতন্ত্র নহেন সুতরাং ফলদানে অসমর্থ। অপিচ কর্ম কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও অসিদ্ধ, কোথাও বা অন্যথা হইয়া থাকে ; অতএব সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী একজন পরমেশ্বর আছেন, যিনি কর্মফল-প্রদাতা।

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥
বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষ-বীর্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ২০৫ ॥

[ভা. ৪. ২১. ২৯-৪০]

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্। তৎপাদ-সম্বন্ধস্যৈবেষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অসঙ্গস্ততোঽন্যত্রানাসক্তিস্তেন বিজ্ঞানবিশেষো ভগবতো নানাবির্ভাবত্বাত্তেষাং মধ্যে কস্যাপ্যাবির্ভাবস্য সাক্ষাৎকারস্তদেব বীর্যং বিদ্যতে যস্য সঃ। যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে কৃতাশ্রয়ঃ সন্। ৪॥ ২১। শ্রীপৃথুরাজঃ সভ্যান্ ॥

[মন্ত্রগুরু-শিক্ষাগুর্বোর্নিরূপণম্]

অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি তথৈবেত্যাহ—

(সংসারতাপে তাপিত জীবগণের) বহুজন্মকৃত মনের মলিনতা দূর করে, পুরুষের মানসিক অশেষ মালিন্য তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় ও অসঙ্গরূপ বৈরাগ্য দ্বারা বিজ্ঞান বিশেষ অর্জিত হওয়ায় সাক্ষাৎকার রূপ বীর্য লাভ হইয়া থাকে, তাঁহার চরণমূল আশ্রয় করিলে পুনরায় ক্লেশদায়ক সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না।" ২০৫ ॥

'তপস্বিগণ' অর্থে সংসারতাপ-প্রাপ্ত ব্যক্তি সকল। তাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদপদ্ম সম্বন্ধেরই এই মহিমা- ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—যেমন (পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা) গঙ্গা। 'অসঙ্গ' অর্থে (শ্রীভগবান্ হইতে) অন্যত্র অনাসক্তি, তাহা দ্বারা অর্জিত বিজ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে নানাপ্রকার আবির্ভাব আছে, তাহার মধ্যে কোন আবির্ভাবের সাক্ষাৎকার ; এবং সাক্ষাৎকার রূপ যে-বীর্য (প্রভাব) যাহার বিদ্যমান আছে—তিনিই অসঙ্গ-বিজ্ঞান বিশেষ বীর্যের অধিকারী। যাহার চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলে (পুনর্বার এই সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না, অতএব তাঁহাকেই ভজন কর)। ইতি ৪র্থ স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে পৃথুরাজ কর্তৃক সভ্যগণের প্রতি উপদেশ ॥

[মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে নির্দেশ]

অনন্তর, শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই যে একত্ব—সেই প্রকারই বলিতেছেন—

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা বৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ২০৬ ॥

[ভা. ১১. ৩. ২৩]

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেতেতি পূর্বোক্তেস্তত্র শ্রবণগুরৌ। গুরুরেবাত্মা জীবনং দৈবতং নিজেষ্টদৈবতত্তয়াভিমতশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। অমায়য়া নির্দম্ভয়ানুবৃত্ত্যা তদনুগত্যা শিক্ষেৎ। যৈর্ধর্মৈঃ। আত্মা পরমাত্মা। ভক্তেভ্য আত্মপ্রদঃ শ্রীবলিপ্রভৃতিভ্য ইব। অস্য শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি প্রাগবজ্জ্ঞেয়ম্। ১১ ॥ ৩। শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্ ॥

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ—

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ২০৭ ॥

[ভা. ১১. ৩. ৪৯]

অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। আগমো মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্। অস্যৈকত্বমেকবচনত্বেন বোধ্যতে।

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

"গুরুকে আত্মা এবং দেবতা জ্ঞান করিয়া দম্ভহীন অবস্থায় অনুগমাদি দ্বারা ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করিবে—যে-ধর্মে আত্মপ্রদ হরি প্রীত হন্।" ২০৬ ॥

গুরুই হইয়াছে যাঁহার আত্মা অর্থাৎ জীবন, এবং দেবতা অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেব—এই প্রকার ব্যক্তি দম্ভশূন্য অনুগমাদি দ্বারা শ্রবণগুরুর সেবা করিয়া তাঁহার নিকট সেই ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিবেন, যে-ধর্মগুলি দ্বারা আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হরি পরিতুষ্ট হন। ভক্তগণকে শ্রীহরি যে আত্মদান করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীবলিরাজ প্রভৃতি। পূর্বের ন্যায় এই শিক্ষাগুরুর বহুত্বই জানিতে হইবে। ইতি ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি ॥

মন্ত্রগুরু একই। তাহাই বলিতেছেন—

"আচার্য হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎ-কর্তৃক আগমশাস্ত্র অবগত হইয়া নিজের অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্তিবিশেষের অর্চনা করিবে।" ২০৭ ॥

'অনুগ্রহ' অর্থে মন্ত্রদীক্ষারূপ, 'আগম' অর্থে মন্ত্রবিধি শাস্ত্র। ('আচার্য' শব্দের পর) একবচন থাকায় মন্ত্রগুরুর একত্বই বুঝিতে হইবে।

'যে গুরুত্যাগ করিয়াছে তাহার জ্ঞান কলুষিত, এবং তৎকর্তৃক দুরাত্মতাই প্রকাশ পায়, বুঝিতে হইবে স্বয়ং শ্রীহরিকেই সে ইহার পূর্বে ত্যাগ করিয়াছে।'

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ। তদপরিতোষেণাপ্যন্যো গুরুঃ ক্রিয়তে ততোঽনেকগুরুকরণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ-বচনদ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ[১] ॥

ইতি। ১১ ॥ ৩। শ্রীআবির্হোত্রো নিমিম্ ॥

তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়বিজ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ নান্যথেত্যাহ—

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ২০৮ ॥

[ভা. ১১. ১০. ১২]

আদ্যোঽধরঃ। তৎসন্ধানন্তয়োর্মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠং প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা শাস্ত্রোক্তজ্ঞানন্তু সন্ধৌ ভবোঽগ্নিরিব। তথা চ শ্রুতিঃ—'আচার্যঃ পূর্বরূপম্' ইত্যাদি। অত এব তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদিতি। 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' ইতি। "নৈষা তর্কেণ

—ব্রহ্মবৈবর্তাদি পুরাণের এই বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইল। তাহার অপরিতোষেও যদি অন্য গুরু করা হয় তাহা হইলেও অনেক গুরুকরণে পূর্বগুরুত্যাগ সিদ্ধ হয়। কারণ ইহা অপবাদ বচন (বিশেষ বিধি) দ্বারাও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জানান হইয়াছে—

'অবৈষ্ণব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকে গতি হয়, তৎক্ষেত্রে পুনর্বার সম্যক্ বিধিপূর্বক বৈষ্ণব গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে।'

ইতি ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীআবির্হোত্রের উক্তি ॥

তন্মধ্যে শ্রবণগুরুর সঙ্গ দ্বারাই শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হইতে পারে না, তাহাই (শ্রীভগবান) বলিয়াছেন—

"আচার্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থ কাষ্ঠ এবং উপদেশ মধ্যস্থিত মন্থনকাষ্ঠ, আর বিদ্যা উহাদের সংঘটনোদ্ভূত সুখাবহ অনল[১]।"২০৮॥

'আদ্য' অর্থে অধর (নিম্ন), 'তৎসন্ধান' অর্থে তাহার মধ্যম মন্থনকাষ্ঠ, যে 'প্রবচন' অর্থাৎ উপদেশ, আর শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান তাহাদের মিলনে জাত অগ্নির ন্যায়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে — 'আচার্য পূর্বরূপ।' অতএব সেই বিজ্ঞানের নিমিত্ত সে (শিষ্য) সদ্‌গুরুর নিকটে গমন করিবে।

১ তাৎপর্য—যেমন ত্রিবিধ কাষ্ঠের মন্থনে অগ্নির উৎপত্তি হয় তদ্রূপ গুরু, শিষ্য এবং উপদেশ দ্বারা সুখাবহ বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা" ইতি। ১১ ॥ ১০। শ্রীভগবান্ ॥

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বমাহুঃ—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ২০৯ ॥

[ভা. ১০. ৭৮. ২৯]

যে গুরোশ্চরণং সমবহায় অতিলোলমদান্তমদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদুন্মুখীকর্তুং প্রযতন্তে তে উপায়খিদঃ, তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি, অত এব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ। শ্রীগুরুপদ-দর্শিতভগবদ্ভজন-প্রকারেণ ভগবদ্বর্ত্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্তে—

'আচার্যবান্ পুরুষ জানেন।' 'তর্কের দ্বারা মতি স্থির করা যায় না। অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ গুরু কর্তৃক) উক্ত হইলে সুন্দর জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া উহা (সেই মতি) সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়।' ইতি ১১শ স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকতা বলিতেছেন—

"হে অজ! যাহারা উপায়স্বরূপ গুরুর চরণাশ্রয় পরিত্যাগপূর্বকমাত্র ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণসকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে অতিচঞ্চল অদান্ত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা সমুদ্রের কর্ণধারশূন্য নৌকাশ্রিত বণিগ্‌গণের ন্যায় শত দুঃখে আকুল হইয়া সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে।"২০৯॥

গুরুর চরণ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অতিচঞ্চল, অদান্ত অর্থাৎ অদমিত মনোরূপী অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ শ্রীভগবানে উন্মুখ করিতে প্রকৃষ্ট যত্ন করে তাহারা তাহাদের উপায়ে খেদপ্রাপ্ত হয়—(অর্থাৎ) সেই সেই উপায়ে খেদ লাভ করে, অতএব শত শত বিপদযুক্ত হয় এবং সেই কারণে তাহারা এই সংসারেই অবস্থান করে। হে অজ! 'কর্ণধারশূন্য' অর্থাৎ নাবিকগণকে স্বীকার না করিয়া বণিকগণ সমুদ্রে যেমন কষ্ট পায় তদ্রূপ। কিন্তু শ্রীগুরুচরণদর্শিত ভগবদ্ভজন রূপে লব্ধ ভগবৎপথের জ্ঞান উদিত হইলে সেই গুরুকৃপায় তাহাদিগকে বিপদে অভিভূত হইতে হয় না, সুতরাং শীঘ্রই মন স্থির হয়—ইহাই অভিপ্রায়। অতএব ব্রহ্মবৈবর্তে উক্ত হয়—

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ ॥

শ্রুতিশ্চ—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ [শ্বেতা. ২]

অতো মন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেতৎপরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্বাদি-ত্যাগেনাপি কর্তব্য ইত্যাহ—

গুরুর্ন স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন স স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ ২১০ ॥
[ভা. ৫. ৫. ১৮]

'গুরুভক্তিতে সেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সেই স্মরণহেতু পণ্ডিতগণ গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু অহমিকাপর জীবগণের নিকটে ভগবান্ মিলিত হইলেও উহার লাভ হয়না।' শ্রুতিও বলেন—

'যাহার দেবে পরমভক্তি, যেমন দেবতাতে সেই প্রকার গুরুতে ভক্তি, সেই মহাত্মারই নিকটে শাস্ত্রকথিত অর্থ সকল প্রকাশ পায়।'

অতএব মন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা ত' নিশ্চিতই রহিয়াছে। ব্যবহারিক গুরু (মাতা, পিতা) প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও এই পরমার্থ গুরুর আশ্রয় কর্তব্য—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

'সংসারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তিপথে উপদেশ দিয়া যিনি মুক্ত না করেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না১, তিনি আত্মীয় হইতে পারেন না, তিনি পিতা হইতে পারেন না, তিনি মাতা হইতে পারেন না২, সে দেবতাও দেবতা নহেন৩ এবং সে পতিও পতি নহেন৪—যিনি সংসারমুক্ত না করিতে পারেন।"২১০॥

১ গুরু হইতে পারেন না অর্থাৎ গুরু হইলেও ত্যাজ্য। যথা বলিরাজ শুক্রাচার্য গুরুকে পরিত্যাগ করেন।

২ প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করেন, বিভীষণ নিজভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করেন এবং ভরত নিজমাতা কৈকয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন।

৩ যথা খট্টাঙ্গরাজা ইন্দ্রাদি দেবতাকে পরিত্যাগ করেন।

৪ যথা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ পতিত্যাগ করেন।

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্। অত উক্তং শ্রীনারদেন—"জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ"১ ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্বাদিব্যবহারো যাবৎ মৃত্যুমোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রিয়ত ইত্যর্থঃ। ৫ ॥ ৫। শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥

[গুরৌ শ্রীভগবদ্দৃষ্টিঃ]

অন্যদা স্বগুরৌ কর্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্তব্যেত্যাহ—

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২১১ ॥
[ভা. ১১. ১৭. ২২]

ব্রহ্মচারিধর্মান্তঃপঠিতমিদম্। ১১ ॥ ১৭। শ্রীভগবান্ ॥

যৎকর্তৃক 'সমুপেত' অর্থে সংপ্রাপ্ত, 'মৃত্যু' অর্থে সংসার যাহার—তাহাকে (উপদেশ না দিয়া—এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে)। অতএব দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্তৃক (শ্রীপরাশরনন্দনের প্রতি) উক্ত হইয়াছে—'(হে ব্যাস !) তুমি (মহাভারতাদিতে) যাহারা স্বভাবতঃ কাম্যকর্মানুযায়ী তাহাদিগকে কর্মের উদ্দেশ্যে নিন্দনীয় কাম্যকর্মাদি উপদেশ দিয়া অন্যায় করিয়াছ।' (ইহা দ্বারা বলা হইল যে কাম্যকর্মাদি পারমার্থিক বিষয়ে সর্বথা পরিত্যাজ্য)। অতএব যে পর্যন্ত লোকে সংসার-মোচক শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ আশ্রয় না করে ততদিনই তাহাদের গুরু বলিয়া (মাতা ও পিতা) ইত্যাদির প্রতি ব্যবহার রহিয়াছে—ইহাই অর্থ। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নিজ পুত্রের প্রতি শ্রীঋষভদেবের উক্তি ॥

[গুরুতে শ্রীভগবানের ন্যায় দৃষ্টি]

কর্মপর জনগণেরও নিজ গুরুতে যে ভগবদ্দৃষ্টি কর্তব্য তাহাই (শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে) অন্য সময়ে বলিতেছেন—

"আচার্যকে আমার স্বরূপ জানিবে, কখনও তাঁহাকে অবহেলা করিবে না, মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অসূয়া (গুণে দোষারোপ) করিবে না, যেহেতু গুরু সর্বদেবময়।"২১১॥

১ ভা. ১, ৫. ১৫

অতঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্॥ ২১২॥

[ভা. ৭. ১৫. ২০-২১]

এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোঽপি। ততঃ প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্ব-গ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ। ৭॥ ১৫। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। যথা—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম॥ ২১৩॥

[ভা. ৪. ৩০. ৩৮]

উপরিউক্ত এই শ্লোক ব্রহ্মচারি-ধর্মমধ্যে পঠিত। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

সেই হেতু পারমার্থিক ব্যক্তিগণও যে তাদৃশ গুরুতে (ভগবদ্ বুদ্ধি করেন) সে বিষয়ে (শ্রীনারদ) বলিতেছেন—

"জ্ঞানালোকপ্রদ শ্রীগুরুতে যাহার মানুষ বলিয়া দুর্বুদ্ধি হয়, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ১। এই শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, যোগেশ্বরগণ কর্তৃক তাঁহার চরণ অন্বেষণীয় এবং এই গুরুই সাক্ষাৎ সেই শ্রীভগবান্—লোকে ইহাঁকে যে মনুষ্য বলিয়া মনে করে তাহা তাহাদের ভ্রান্তিমাত্র।" ২১২॥

এই গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব প্রাকৃত লোক যে মনুষ্যজ্ঞান করে তাহাদের সেই দৃষ্টি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ নহে। ইতি ৭ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥

কতকগুলি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার প্রিয়তম মনে করিয়া অভেদদৃষ্টি করিয়া থাকেন। যথা—(অষ্টভুজ পুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের বাক্য)—

"সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিতেছি, হে ভগবন্! তোমার প্রিয়সখা যে ভগবান্ ভব, তাহার ক্ষণকালসঙ্গে তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম, তুমিই দুশ্চিকিৎস্য এই সংসার ও মৃত্যুর

---

১ হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে সে তৎক্ষণাৎ গাত্রে ধূলা মাখে, অতএব তাহার স্নান বৃথা। তদ্রূপ শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াও গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রশ্রবণ বৃথা হয়।

টীকা চ—তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা।

শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। ৪ ॥ ৩০। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজপুরুষম্ ॥

তদেবং রুচ্যাদিনা গুর্বাশ্রয়ান্তে[১] উপাসনাপূর্বাঙ্গরূপঃ সাম্মুখ্যভেদো বহুবিধো দর্শিতঃ। অথ সাক্ষাদুপাসনালক্ষণস্তদ্ভেদোঽপি বহুবিধো দর্শ্যতে। অত্র সাম্মুখ্যং দ্বিবিধং নির্বিশেষময়ং সবিশেষময়ঞ্চ। অত্র পূর্বং জ্ঞানম্। উত্তরন্তু দ্বিবিধম্—অহংগ্রহোপাসনারূপং ভক্তিরূপঞ্চ। অস্য জ্ঞানস্য লক্ষণং—

জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ॥ ২১৪ ॥

[ভা. ১১. ১৯. ২৫]

ইতি। অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ১১ ॥ ১৯। শ্রীভগবান্ ॥

[জ্ঞানরূপঃ সাধনপ্রকারঃ]

তৎসাধনপ্রকারশ্চৈবং বহুবিধস্তত্র তত্রোক্তঃ। স চ জ্ঞানমেবোচ্যতে। তত্র শ্রবণং শ্রীপৃথুসনৎকুমার-সংবাদাদৌ[২] দ্রষ্টব্যম্। তদনুসারেণ মননঞ্চ জ্ঞেয়ম্। প্রথমতঃ

সদ্বৈদ্য ও আত্মগতি, তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া সামান্য লাভ নহে।"২১৩॥

টীকা—তোমার যে প্রিয়সখা ভব (মহাদেব), তাহার অচিকিৎস্য যে-সংসার অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু—তুমি তাহার ভিষক্তম অর্থাৎ সুবৈদ্য, তোমাকে গতিস্বরূপে প্রাপ্ত হইলাম।—এইপর্যন্ত টীকা।

বক্তা (প্রচেতাগণের) শিব হইলেন এখানে গুরু। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ৩০তম অধ্যায়ে অষ্টভুজ পুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি ॥

এই প্রকার রুচি প্রভৃতির দ্বারা গুরুর আশ্রয়ান্তে উপাসনার পূর্বাঙ্গরূপ সাম্মুখ্যভেদ বহু প্রকার দেখান হইয়াছে। অনন্তর সাক্ষাৎ উপাসনারূপ বহুবিধ সাম্মুখ্যভেদও দেখান হইতেছে। তন্মধ্যে সাম্মুখ্য (সাক্ষাৎকার লাভের বা সমীপে যাওয়ার উপায়) দুইপ্রকার—নির্বিশেষময় ও সবিশেষময়। তন্মধ্যে প্রথমটী (নির্বিশেষময়) জ্ঞান, এবং অপরটী (সবিশেষময়) দুই প্রকার—অহংগ্রহোপাসনারূপ ও ভক্তিরূপ। সেই জ্ঞানের লক্ষণ যথা—

"ঐকাত্ম্যদর্শনই জ্ঞান"। ২১৪॥

অর্থাৎ অভেদরূপে (আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার) উপাসনাই জ্ঞান। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৯তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

১ 'রুচ্যাদিঃ শ্রীগুর্বাশ্রয়ান্তঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ ভা, ৪. ২২. অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শ্রোতৄণাং হি বিবেকস্তাবানেব যাবতা জড়াতিরিক্ত-চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি তস্মিং-শ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্তু তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা দিবা১রজনী-খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্ত-র্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্ভূত-রশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্মচক্ষুষো বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে তদ্বৎ। পূর্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ। ন চেন্নির্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীনমেব ভবতি। তথৈব নিদিধ্যাসনমপি তেষাম্। তদ্ যথা—

[জ্ঞানরূপ সাধনপ্রকার]

সেই জ্ঞানের সাধনপ্রকার সেই সেই স্থানে (অর্থাৎ ভাগবতের ২য় স্কন্ধে জ্ঞানপ্রকরণে) কথিত হইয়াছে। সেই সাধনপ্রকারকেই জ্ঞান বলে। উহাতে শ্রবণের বিষয় (ভা. ৪.২২ অধ্যায়ে) পৃথুরাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশাদিতে দ্রষ্টব্য। সেই উপদেশ অনুসারে মননও বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের (অর্থাৎ শ্রবণ-নামধেয় যজ্ঞাঙ্গ সাধকগণের) সেই পরিমাণই বিবেক হয়—যাহা দ্বারা জড়ের অতিরিক্ত কেবল চিন্মাত্র বস্তু উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই চিন্মাত্র বস্তুতে স্বরূপভূত শক্তিসিদ্ধ ভগবত্ত্বাদিরূপ যে-বিশেষ আছে, তাহা তাহারা বিচার করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। (তাহার দৃষ্টান্ত)—দিবা ও রাত্রির ভাগ বিদ্যমান আছে যে-জ্যোতিতে তাহা (মহাজ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য ও চন্দ্রবশতঃ) জ্যোতির্মাত্র হইলেও সেই সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে যে সকল দিব্য বিমান (রথ) প্রভৃতি এবং পরস্পর পৃথক্ভূত রশ্মিপরমাণুরূপ বিশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা যেমন চর্মচক্ষুঃ বিচার করিতে সমর্থ হয় না, (এখানেও) তদ্রূপ বুঝিতে হইবে২। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধকগণের যদি পূর্বের ন্যায় মহদ্গণের কৃপাবিশেষ লাভ হয় তাহা হইলে দিব্যদৃষ্টি হয় এবং তখন বিশেষ উপলব্ধিও হয়। (অর্থাৎ মহদ্-গণের কৃপাতে জ্ঞানিগণও সবিশেষ শ্রীভগবৎ মূর্তির দর্শনলাভ করেন)। তাহা না হইলে চিন্মাত্র ব্রহ্মের অনুভব দ্বারা তাহাতেই লীন হইতে হয়। তাহাদের (জ্ঞানসাধন-শ্রবণরত ব্যক্তিগণের) নিদিধ্যাসনও সেই প্রকার। তাহাই (শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা) দেখাইতেছেন—

১ 'দিবা' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ চর্মচক্ষুঃ যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে নির্বিশেষ জ্যোতিঃমাত্রই দেখে, তাহাতে দিব্য রথাদির অস্তিত্ব দেখে না, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের সাধক শ্রীভগবানে নির্বিশেষ চৈতন্যই দেখেন, তাঁহার সবিশেষ সাকার মূর্তি প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে পারেন না।

চর্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।

জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ। [চৈ. চ. ১.২.৯]

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্ ।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি ।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ২১৫ ॥
[ভা. ২. ২. ১৫-১৬]

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া বুদ্ধ্যা আত্মনি তদ্‌দ্রষ্টৃত্বাদিরহিতে শুদ্ধে জীবে, তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানমাত্মনি ব্রহ্মণ্যবরুধ্য তদেকত্বেন বিচিন্ত্য লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেৎ, তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ । ২ ॥২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥

"হে রাজন্! যোগী ব্যক্তি যদি স্বয়ং দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই সময়ে দেশ (পুণ্যক্ষেত্র) এবং কালের (উত্তরায়ণকালের) প্রতি মনোযোগ না করিয়া সুখকর আসনে উপবিষ্ট হইয়া মনোদ্বারাই প্রাণ জয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন । অনন্তর নির্মলবুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন করিবে। পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে বিশুদ্ধ আত্মায় লীন করিয়া সেই শুদ্ধ আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া শান্তিলাভ করিবে এবং সমুদায় কর্তব্য কার্য হইতে বিরত হইবে।"২১৫॥

এই বুদ্ধি 'ক্ষেত্রজ্ঞে' অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতির দ্রষ্টাতে 'নিলীন' অর্থে প্রকৃষ্টরূপে বিলীন করিবে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বরূপভূত বুদ্ধি দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাদিরহিত শুদ্ধ জীবে। সেই শুদ্ধ আত্মাকে 'আত্মাতে' অর্থাৎ ব্রহ্মে অবরোধ করিয়া অর্থাৎ তাহার সঙ্গে একত্বরূপে চিন্তা করিয়া 'লব্ধোপশান্তি' অর্থাৎ নির্বৃতিপ্রাপ্ত হইয়া কৃত্যকর্ম হইতে বিরত হইবে। যেহেতু তাহার পর আর কোন প্রাপ্য নাই। ইতি ২য় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি ॥

তদেবং জ্ঞানমুক্তমিদমেব—'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যত'[১] ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তম্। স্বস্য শুদ্ধস্যাত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মন্যধিকৃত্য বর্তমানত্বাদধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ।

[অহংগ্রহোপসানারূপ-সাধনপ্রকারঃ]

অথাহংগ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্। অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবঃ যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাদি-যন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশ-মাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কৃন্ন্যায়েন সারূপ্য-সার্ষ্ট্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।

[ভক্তিরূপ-সাধনপ্রকারঃ]

অথ ভক্তিঃ। তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গরুড়পুরাণে—

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥

এই প্রকারে যে-জ্ঞান উক্ত হইল, ইহাই শ্রীভগবদ্গীতাতে 'স্বভাবই অধ্যাত্ম' এই বচনে উক্ত হইয়াছে। 'স্ব' অর্থাৎ নিজের শুদ্ধ আত্মার 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা আত্মাতে অধিকার করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহাকে অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে।[২]

[অহংগ্রহোপাসনারূপ সাধন প্রকার] ১৫

সেই শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি—ইত্যাকার চিন্তনই অহংগ্রহোপাসনা। এই উপাসনার ফল—আপনাতে ঈশ্বরের শক্তি প্রভৃতির আবির্ভাব। যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশে বদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদ তাদৃশ অর্থাৎ সর্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানই আমি—ইত্যাকার নিজেকে স্মরণ করিয়া নাগপাশাদি মোচন করিয়াছিলেন। ইহার চরমফল 'কীটপেশস্কৃৎ' ন্যায়ে[৩] সারূপ্য সার্ষ্ট্যাদি বুঝিতে হইবে।

১ ভ. গী ৮. ৩, সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥

২ শুদ্ধ আত্মার যে-ভাবনা তাহাকেই জ্ঞান বলা হইতেছে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানমার্গের শ্রবন-সাধনরত যোগিগণ পূর্বোক্ত প্রকারে নিদিধ্যাসন করিয়া দেহত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মে লীন হওয়াই তাঁহাদের চরম অবস্থা।

৩ কীটপেশস্কৃৎ ন্যায় —পেশস্কৃৎ (ভ্রমর) কর্তৃক আনীত কীট ভিত্তির অভ্যন্তরে থাকে, ওই কীট ভয় ও দ্বেষে সর্বদা ভ্রমর চিন্তা করিতে করিতে শীঘ্রই ভ্রমরের স্বরূপতা বা আকার ধারণ করে। অহংগ্রহোপাসনাতেও 'শ্রীভগবানের শক্তি আমাতে বিদ্যমান'—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শ্রীভগবানের স্বরূপতা এবং সার্ষ্টি বা সমান ঐশ্বর্য লাভ হয়।

ইত্যুক্ত্বাহ—

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী ॥

ইতি। 'যয়া সর্বমবাপ্যতে' ইতি তটস্থলক্ষণম্। অত্র চ 'অকামঃ সর্বকামো বা'[১] ইত্যাদিসিদ্ধত্বাদব্যাপ্ত্যভাবঃ। 'যথা ভক্ত্যা' ইত্যাদ্যুক্তত্বাদতিব্যাপ্ত্যভাবঃ। বুধৈঃ প্রোক্তত্বাদসম্ভবাভাবশ্চ। সেবাশব্দেন স্বরূপলক্ষণম্। সা চ সেবা কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা

[ভক্তিরূপ সাধনপ্রকার]

অনন্তর ভক্তি নির্দেশ করিতেছেন (ইতঃপূর্বে ভক্তিই মুখ্য অভিধেয় বা প্রাপ্তির উপায় ইহাই স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ভক্তির স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন) ;—সেই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ[২] গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা—

'সেই বিষ্ণুভক্তি বলিব, যে-ভক্তি দ্বারা সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তি দ্বারা হরি যে প্রকার সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন সাধনে সে প্রকার হন না'—

ইহাই বলিয়া পরে বলিয়াছেন—

'ভজ্—এই ধাতু সেবাতে পরিকীর্তিত হইয়াছে। অতএব বুধগণ কর্তৃক সাধনশ্রেষ্ঠা ভক্তিই সেবা নামে কথিত হইয়াছে।'

এস্থানে 'যাহা দ্বারা সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়'—ইহাই (ভক্তির) তটস্থ লক্ষণ। 'বাসনা থাকুক বা না থাকুক (একান্তভক্ত নিরুপাধি পরমেশ্বরকে ভজন করেন')—এই বাক্যহেতু অব্যাপ্তি দোষের[৩] অভাব হইল। 'যেপ্রকার ভক্তিতে (ভগবান সন্তুষ্ট হন)'—এই উক্তি হেতু অতিব্যাপ্তি দোষেরও[৪] অভাব হইল। এবং 'বুধগণ কর্তৃক (ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন)'—ইহা বলায় অসম্ভব দোষেরও[৫] অভাব হইল। সেবা শব্দের দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ

---

১ ভা. ২. ৩. ১০

২ স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ১৭৬ অঙ্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই তিন দোষ শূন্য লক্ষণই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। অব্যাপ্তি দোষ—'লক্ষ্যৈকদেশে লক্ষণস্যাগমনমব্যাপ্তিঃ'—লক্ষ্যের একদেশে লক্ষণের অগমনই অব্যাপ্তি। 'শুক্লবত্বং গোত্বম্' শুক্লগুণবিশিষ্টত্ব গোত্ব—এই লক্ষণটী কৃষ্ণবর্ণ গোরুতে যায় না। অতএব এখানে অব্যাপ্তি দোষ হইল।

৪ অতিব্যাপ্তি—অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন অতিব্যাপ্তি। যেমন 'শৃঙ্গবত্বং গোত্বম্'—শৃঙ্গবিশিষ্টত্ব গোত্ব—এই লক্ষণ মহিষাদিতেওপ্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল।

৫ অসম্ভব—'লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণস্যাগমনমসম্ভবঃ'—লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণের অগমনই অসম্ভব। যেমন 'একশফত্বং গোত্বম্'—এক ক্ষুর বিশিষ্টত্ব গোত্ব। বাস্তবিক পক্ষে গোরুর দ্বিখণ্ড ক্ষুর। সুতরাং একশফত্ব গোত্ব—এই লক্ষণে অসম্ভব দোষ হইল।

তাৎপর্য—ভক্তির উক্ত লক্ষণে এই তিন দোষ নাই। 'অকাম ও নষ্টকাম ব্যক্তির ভগবদ্ ভজনে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়'—ইহা দ্বারা লক্ষ্য যে সমস্ত কামনা সিদ্ধি—তাহা লাভ হয়, সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ হইল না। 'যেমন ভক্তি দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন'—গরুড় পুরাণের এই ভক্তিলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না। 'বুধগণ সেবাকেই সাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন' এই উক্তিতে অসম্ভব দোষেরও নিবৃত্তি হইল।

ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে। অত এব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥২১৬॥
[ভা. ৬. ৩. ৩২]

অবিদুষাং পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিরপি কর্তৃভিঃ। আত্মনো ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিত্যাবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য ধর্মভৃতস্য অঞ্জঃ অনায়াসেনৈব লব্ধয়ে লাভায় উপায়াঃ সাধনানি স্বয়ং ভগবতা—

কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
[ভা. ৬. ৩২. ২]

করা হইয়াছে। সেই সেবা শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা যে-অনুগতি এই ত্রিবিধরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহাতে ভয় ও দ্বেষাদির এবং অহংগ্রহোপাসনার ব্যাবৃত্তি হইল১। ভক্তিকে সাধনভূয়সী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—সকল সাধন মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। সেই দুইটী লক্ষণ (ভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ) প্রকারান্তরে বলিতেছেন—।

"(হে রাজন!) শ্রীভগবান্ অবিদ্বান্ লোকদিগের জন্য অনায়াসে নিজ প্রাপ্তির (ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ প্রাপ্তির) নিমিত্ত যে-উপায় সকল বলিয়াছেন, তাহাকে নিশ্চয়ই ভাগবত ধর্ম বলিয়া জানিও।"২১৬॥

'অবিদ্বান্' অর্থে মূঢ়, তাঁহার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য যাঁহারা জানেন না তাহাদের। 'আত্মার' (অর্থে) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—এই ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট আত্মার (প্রাপ্তির নিমিত্ত), 'অঞ্জঃ' অর্থে অনায়াসে, 'প্রাপ্তির নিমিত্ত' অর্থে লাভের নিমিত্ত, 'উপায় সকল' অর্থে সাধন সকল—যাহা স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্তৃক (শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি কথিত হইয়াছে), যথা—

'যাহাতে মদাত্মক (অর্থাৎ আমার স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির সার ভক্তিযোগরূপ) ধর্ম উক্ত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য কালবশে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল। পরে সৃষ্টির পূর্বে (ব্রাহ্ম কল্পাদিতে) উঁহা আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।'—

১ তাৎপর্য—শ্রীভগবান্ যদি ভয়ের পাত্র হন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে যদি ভয়প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ অনুগতি হয় না। কেবল মাত্র মানসিক চিন্তাই হয়, আর তাহাতে অনুগতি হয় না, বরং প্রতিকূলভাবই অন্তঃকরণে আসে। দ্বেষাদিতেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে। অহংগ্রহোপাসনাতে যদিও প্রতিকূল চিন্তা নাই তথাপি মানসিক চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং ওই সকল হইতে ভক্তি পৃথক্।

ইত্যনুসারেণ প্রোক্তাঃ। তানুপায়ান্ ভাগবতান্ ধর্মান্ বিদ্ধি ভাগবতীং ভক্তিং জানীহীত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তেরপি ভাগবত-ধর্মাখ্যত্বম্ 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্'১ ইত্যত্র পরমধর্মত্বখ্যাপনায় দর্শিতম্। অত্র আত্মলব্ধয়ে প্রোক্তা ইতি তটস্থ-লক্ষণম্, অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি। আত্মলব্ধয় উপায়া ইতি স্বরূপলক্ষণম্। তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব। ১১ ॥ ২। শ্রীকবির্নিমিম্ ॥

[সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা স্বরূপসিদ্ধা চ]

সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্মাদিরূপা। সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন "তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ"২ ইত্যাদি-প্রকরণেষু 'সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্'৩ ইত্যাদিনা লব্ধতদন্তঃপাতা জ্ঞানকর্মতদঙ্গরূপা।

এই উক্তি অনুসারে সেই সকল উপায় (শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে), সেই উপায়গুলিকে ভাগবত ধর্ম বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তি বলিয়া জানিবে—ইহাই অর্থ। উপরের শ্লোকে 'হি' শব্দ প্রসিদ্ধি অর্থে (অর্থাৎ সাধনগুলি ভাগবত-ধর্ম ইহা প্রসিদ্ধিই আছে)। সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবত ধর্মরূপ আখ্যা আছে। 'তাঁহার এই পরিমাণ (নাম সংকীর্তনাদি দ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই) এই জগতে মনুষ্যগণের (পরম ধর্ম)'—ইত্যাদি স্থানে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগেরও পরমধর্মত্ব কথনের দ্বারা ইহার ভাগবত ধর্মাখ্যা দর্শিত হইয়াছে। 'আত্মলাভের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে উক্ত (ভাগবত ধর্ম)'—এইটী এস্থানে তটস্থ লক্ষণ। অন্য সাধনের দ্বারা আত্মলাভ (ভগবৎপ্রাপ্তি) হয় না, অতএব ইহা অব্যভিচারি কারণ। 'আত্মলাভের নিমিত্ত উপায় সকল'—এইটী স্বরূপ লক্ষণ। ভগবানের লাভের উপায় তাঁহার অনুগতিই। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥

[ভক্তি ত্রিবিধ—আরোপসিদ্ধ, সঙ্গসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ]

সেই ভক্তি তিনপ্রকার। আরোপসিদ্ধ, সঙ্গসিদ্ধ এবং স্বরূপসিদ্ধ। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধ ভক্তির ভক্তিত্ব না থাকিলেও ভগবানে কর্মাদি অর্পণ করায় আপনা হইতেই ভক্তিত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মাদিরূপা ভক্তিই আরোপসিদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে। সঙ্গসিদ্ধ ভক্তিরও আপনা হইতে ভক্তিত্ব নাই। তথাপি ভক্তির পরিকররূপে (অঙ্গরূপে) সংস্থাপন

১ ভা. ১১. ৩. ২০
২ ভা. ১১. ৩. ২২
৩ ভা ৭. ৫. ১৮

স্বরূপসিদ্ধা চাজ্ঞানাদিনাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা তদীয়-শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা। 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' ইত্যাদৌ বিষ্ণোঃ শ্রবণং বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনমিতি বিশিষ্টৈস্যেব বিবক্ষিতত্বাত্তেষামপি নারোপসিদ্ধত্বং প্রত্যুত মূঢ়প্রোন্মত্তাদিষু তদনুকর্তৃষ্বপি কথঞ্চিৎসম্বন্ধেন ফলপ্রাপকত্বাৎ স্বরূপসিদ্ধত্বং[1], যথা শ্রীপ্রহ্লাদস্য পূর্বজন্মনি শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশ্যুপবাসঃ, যথা কুক্কুরমুখগতস্য শ্যেনস্য ভগবন্মন্দিরপরিক্রমঃ। এবমন্যদৃষ্ট্যাদিনা মূঢ়াদিভিঃ কৃতস্য বন্দনস্যাপি জ্ঞেয়ম্।

হেতু জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির অঙ্গরূপে যেখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সঙ্গসিদ্ধ ভক্তি বলে। 'গুরুকে দেবতাজ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল শিক্ষা করিবে' ইত্যাদি প্রকরণে এবং 'সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবে' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির অঙ্গরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইলে সেই ভক্তিই সঙ্গসিদ্ধ ভক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দ্বারাও তাঁহার আবির্ভাব হইলে ভক্তিত্বের অব্যভিচারিণী যে সাক্ষাৎ তাঁহার (শ্রীভগবানের) অনুগতি যে বিষয়ের আত্মা অর্থাৎ (স্বরূপ), সেই শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তিই স্বরূপসিদ্ধ ভক্তি। 'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন' ইত্যাদি স্থলে —বিষ্ণুর শ্রবণ ও বিষ্ণুর কীর্তন এইপ্রকার বিশিষ্টভাবে বিষ্ণুর বিবক্ষাহেতু (শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তিই স্বরূপসিদ্ধা), এবং সেই শ্রবণকীর্তনাদি সমূহেরও আরোপসিদ্ধত্ব নাই[2]। মূঢ় ও উন্মত্ত ব্যক্তি এবং ভগবানের অনুকরণকারী ব্যক্তি যদি শ্রবণ কীর্তনাদি করে বাস্তবিক পক্ষে কথঞ্চিৎ সম্বন্ধবশতঃ তাহাতেও ফললাভ হয় এবং সে স্থলেও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই বুঝিতে হইবে। যেমন পূর্বজন্মে প্রহ্লাদ বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; বেশ্যার সহিত কলহ হওয়ায় নৃসিংহ চতুর্দশীর দিন তিনি উপবাস ব্রত পালন করেন এবং তাহাতেই তিনি দৈত্যকুলে ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্যেন পক্ষী এক কুকুরকে মুখে ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের মন্দির পরিক্রম করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার মন্দির পরিক্রমের ফললাভ হয়। এই প্রকার অন্য দৃষ্টিতেও যদি মূঢ়াদি ব্যক্তি ভগবানের বন্দনা করে তাহা হইলে বন্দনার ফল বৃথা যাইবে না বুঝিতে হইবে।

১ 'প্রত্যুত' স্বরূপসিদ্ধত্বং'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে কর্মাদি অর্পণ করা হয়, আর স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে অগ্রেই শ্রীভগবানে কার্যাদির অর্পণ, তাঁহার পর শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান করা হয়।

তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপ-সঙ্গসিদ্ধয়োর্যস্যা ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্ত্যাং সামর্থ্যং তন্মাত্রাপেক্ষত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, স্বীয়ান্যদীয়-ফলাপেক্ষত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্যা ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষ-পরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্মজ্ঞান-পরিকরত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। ইয়মেবাকৈতবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন পূর্বমুক্তা। 'ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরম-'১ ইত্যত্র চাস্যাস্তদুভয়বিধত্বে প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। তথোক্তং—"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্"২ ইতি। অথারোপসিদ্ধা—এতদর্থমেব 'নৈষ্কর্ম্যম-প্যচ্যুতভাববর্জিতম্'৩ ইত্যাদৌ সকামনিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্মণোর্নিন্দা, ভগবদ্বৈ-মুখ্যাবিশেষাৎ।

এই ত্রিবিধা ভক্তি আবার সকৈতব ও অকৈতব ভেদে (প্রত্যেকটী) দুই প্রকার জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধার মধ্যে যাহার ভক্তিসম্বন্ধে ভক্তিপ্রাপ্তি বিষয়ে সামর্থ্য থাকে এবং উহা যদি সেই ভক্তিমাত্রেরই অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহা অকৈতব। আর নিজের বা পরের ফলের নিমিত্ত উহা যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহা সকৈতব। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তিরও ভগবানের সম্বন্ধে তাদৃশ মাহাত্ম্য এবং তন্মাত্রাপেক্ষাতে যদি তাহার পরিকরত্ব হয় তাহা হইলে অকৈতবত্ব।[৪] আর তাহাতে অন্য প্রয়োজনের অপেক্ষায় কর্ম ও জ্ঞানের অঙ্গরূপে উহা নিষ্পাদিত হইলে তাহাকে সকৈতব স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে। ইহাকেই পূর্বে অকিঞ্চনাখ্যা ভক্তি নামে বলা হইয়াছে। '(ফলাভিসন্ধিরূপ) কৈতব (কপটতা) নিরসনপূর্বক এই (ভাগবতে) পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে'—(ভাগবতের) এই বচন নিষ্কিঞ্চিনাখ্য ভক্তির সকৈতবতা ও অকৈতবতা—এই উভয়রূপেরই প্রমাণ বুঝিতে হইবে। সেই প্রকার (শ্রীপ্রহ্লাদ) মহাশয় বলিয়াছিলেন—'এই নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন। অন্যসাধন অভিনয়মাত্র (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না)৫। অনন্তর আরোপসিদ্ধি ভক্তিঃ—সেই প্রসঙ্গেই 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরহিত নিষ্কামতা (শোভা পায় না)'এই বচন বলেই সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মেরই নিন্দা করা হইল, কারণ উহাদের দুইটীরই ভগবদ্বৈমুখ্য বিষয়ে কোনও ভেদ নাই৬।

১ ভা. ১. ১. ২

২ ভা. ৭. ৭. ৪৪

৩ ভা. ১. ৫. ১২

৪ মুখ্যরূপে ভগবানের সন্তুষ্টির নিমিত্তই এবং ভগবানের সন্তুষ্টির অঙ্গরূপে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও) যে-স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান হয় তাহা অকৈতব।

৫ এখানে অকৈতবা-ভক্তির কথাই বলিয়াছেন।

৬ মোক্ষবাঞ্ছা ইত্যাদি রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে ভক্তি সকৈতবা, এবং কামনাবিবর্জিত হইয়া উহা অনুষ্ঠিত হইলে

তত্র যাদৃচ্ছিকচেষ্টায়া অপি ভগবদর্পিতত্বে ভগবদ্ধর্মত্বং ভবতি কিমুত বৈদিক-কর্ম্মণ ইতি বক্তুং তস্যা অপি তদ্রূপত্বমাহ—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ২১৭ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৪]

পূর্বং হি 'ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত'১ ইতি প্রশ্নানন্তরং 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ'২ ইত্যাদিনা মুখ্যত্বেন সাক্ষাত্তল্লব্ধয়ে উপায়ভূতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো ভাগবতা ধর্মা লক্ষিতাঃ তে চাত্রৈব 'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ'৩ ইত্যাদিনা কতিচিদ্ দর্শিতাঃ। উত্তরাধ্যায়ে চ—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ"৪ ইত্যুপক্রমবাক্যাদনন্তরম্—"ইতি ভাগ-

---

তন্মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে অনুষ্ঠিত কর্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তাহাও ভগবদ্‌ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয়; বৈদিক ধর্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে যে উহার ভগবদ্ধর্মত্ব হয়—একথা বলিবার আর কি আছে? ইহাই বলিবার জন্য সেই ভক্তির তদ্রূপত্ব অর্থাৎ কর্মাদি অর্পণরূপত্ব বলিতেছেন—

"অনুগত স্বভাব বশতঃ শরীর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা জীব যে সকল কার্য করে, সে সমুদয়ই পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে৫।"২১৭॥

প্রথমেই 'ভাগবত ধর্ম সকল (আমার নিকটে) বলুন'—এই প্রশ্নের পর 'যে সকল উপায় ভগবান্ কর্তৃক (আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিজ মুখে) কীর্তিত হইয়াছে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রধানভাবে সাক্ষাৎ তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায়ভূত শ্রবণকীর্তনাদি ভাগবত ধর্ম সকল৫ লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শ্রবণকীর্তনাদি 'রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের শ্রবণ কীর্তনাদি

ভক্তি অকৈতবা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ শ্রীভগবানের বৈমুখ্য হয় তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, কাম্য কর্মেও তদ্রূপ। সুতরাং নিষ্কাম জ্ঞানীর ও কর্মীর সকাম উভয়বিধ কর্মই নিন্দনীয়।

১ ভা ১১. ২. ২৯
২ ঐ ১১. ২. ৩২
৩ ভা ১১. ২. ৩৭
৪ ঐ ১১. ৩. ২৩

৫ তাৎপর্য—ভাগবতধর্মে প্রবৃত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীরাদি ব্যাপারগুলিকেও ভগবদ্ধর্মান্তরে প্রবেশ করাইবেন। যেমন বিষয়ী লোক প্রাতঃকাল হইতে বিষয়সুখ ভোগের নিমিত্ত মলমূত্রত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, কথনাদি ব্যাপার করিয়া থাকেন; কর্মিগণ দেবপিত্রাদি পূজার নিমিত্ত শরীরাদির ব্যাপার করেন—তদ্রূপ ভগবদ্ ভক্তগণ সেই সেই শরীরাদি ব্যাপার ভগবৎসেবার নিমিত্তই করিয়া থাকেন। ভক্তের অনুষ্ঠিত এই শরীরাদির ব্যাপারকে ভক্তির অঙ্গ বলে। আর স্বভাববশতঃ যে শরীরাদির ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, সেই সকল নারায়ণে সমর্পিত হইলে তাহাও ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে।

বতান্ ধর্মান্ শিক্ষ্যন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া"[১] ইত্যুপসংহারবাক্যস্য প্রাগ্ ভাগবতধর্মত্বেনান্য-সঙ্গত্যাগাদিকমপি বক্ষ্যতে, 'সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্'[২] ইত্যাদিনা। তস্মাৎ লৌকিককর্মাদ্যর্পণ-মিদং যথা কথঞ্চিৎ তদ্ধর্মসিদ্ধ্যর্থমেবোচ্যতে।

অর্থশ্চায়ং টীকায়াম্—আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ—ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারি লৌকিকমপীতি। শ্রীগীতাসু চ—

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ [ভ. গী. ৯. ২৭]

ইতি। ইতঃ পূর্বং 'প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতঃ' ইত্যাদিমন্ত্রশ্চ তথা। অত্র স্বাভাবিক-

---

করিবে' ইত্যাদি বাক্যে কতকগুলি দেখান হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ (ভা. ১১. ৩. ২৩ শ্লোক) 'সেই গুরুর নিকট গুরুতে আত্মদেবতা জ্ঞানে ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করিবে'—এই উপক্রম বাক্যের পর—'এইরূপ ভাগবত ধর্ম শিক্ষা পূর্বক তদুৎপন্ন প্রেম-ভক্তি দ্বারা (নারায়ণপর হইয়া মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে)'—এই উপসংহার বাক্যের পূর্বে—'সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি ত্যাগ করিবে'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও অন্যসঙ্গ-ত্যাগাদিও যে ভাগবত ধর্ম তাহা বলা হইয়াছে। অতএব এই লৌকিক কর্মাদির অর্পণ যে কোন প্রকারে ভাগবতধর্ম সিদ্ধির নিমিত্তই কথিত হয়।

টীকাতেও এই প্রকার অর্থ—'আত্মা দ্বারা' অর্থাৎ চিত্ত দ্বারা অথবা অহঙ্কার দ্বারা অনুসৃত যে-স্বভাব, তাহা হইতে (যে-কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাও ভগবানে অর্পিত হইলে ভাগবত ধর্ম হয়)। ইহাই অর্থ—কেবল বিধিদ্বারা কৃতকার্যই (ভগবানে অর্পিত হইলে যে ভাগবত ধর্ম হয়)—ইহাই নিয়ম নহে, কিন্তু স্বভাবানুসারি লৌকিক কর্মও (ভগবানে অর্পিত হইলে ভাগবত ধর্ম হয়)। শ্রীগীতাতেও উক্ত হয়—

'হে কুন্তীনন্দন! তুমি যে কোন কর্ম কর, ভোজন কর, হোম কর, দান বা তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।'

ইহার পূর্বে 'প্রাণ, বুদ্ধি, দেহও ধর্মাধিকারহেতু (যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তাহাও শ্রীভগবানে অর্পিত হউক)'—ইত্যাদি মন্ত্রও সেই প্রকার। এস্থানে স্বাভাবিক কর্মের অর্পণ বিষয়ে দুষ্কার্যের দ্বিবিধ গতি। জ্ঞানেচ্ছুগণের অবিশেষরূপে অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সাধারণভাবে দুষ্কার্য ব্রহ্মে অর্পণ

১ ভা. ১১. ৩. ৩৪

২ ভা. ১১. ৩ ২৪

কর্মণোঽর্পণে দুষ্কর্মণো দ্বিবিধা গতিঃ। জ্ঞানেচ্ছূনামবিশেষেণ। ভক্তীচ্ছূনান্তু অনেন দুর্বাসনদুঃখদর্শনেন চ স করুণাময়ঃ করুণাং করোত্বিতি বা—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তপ্রকারেণ,

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

ইতি পাদ্মোক্তপ্রকারেণ চ মম সুকর্মণি দুষ্কর্মণি যদ্রাগসামান্যং তৎ সর্বতোভাবেন ভগবদ্বিষয়মেব ভবত্বিতি সমাধেয়ম্। কামিনাস্তু ন সর্বথৈব সর্বদুষ্কর্মার্পণম্। "বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে"[১] ইত্যত্র পুনর্বৈদিকমেবেশ্বরেঽর্পিতং কুর্বাণ ইত্যুক্তম্। ১১ ॥ ২। শ্রীকবির্নিমিম্ ॥

করেন, আর ভক্তি যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দুর্বাসনা জন্য যে দুঃখ লাভ করেন—(তাহারই প্রতিকারকল্পে) সেই করুণাময় শ্রীভগবান্ (তাঁহাদের প্রতি) কৃপা করুন—এই উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে দুষ্কর্ম সমর্পণ করেন, অথবা—

'বিবেকহীন ব্যক্তিগণের বিষয়াদিতে যে প্রকার অবিদূরণীয় প্রীতি—(হে ভগবন্)—তোমার স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেই প্রকার প্রীতি যেন কখনও বিদূরিত হয় না'—বিষ্ণুপুরাণের এই বচন অনুসারে এবং—

'যুবতিবৃন্দের যেমন যুবকের প্রতি এবং যুবকবৃন্দের যেমন যুবতিতে মন অভিরমিত হয়—(হে ভগবন্) তোমার প্রতি আমার মন যেন সেই প্রকার অভিরমিত হয়'—

পদ্মপুরাণের এই বচন অনুসারে সুকর্মে ও দুষ্কর্মে আমার যে সকল আসক্তি, উহা যেন সর্বতোভাবে শ্রীভগবদ্বিষয়ক হয়—এই অর্থে (দুষ্কর্মেরও শ্রীভগবানে সমর্পণ—ইহাই)—সমাধান বুঝিতে হইবে। কিন্তু কাম্যকর্মের উপাসকবৃন্দের সর্বপ্রকারে সকল দুষ্কর্ম শ্রীভগবানে সমর্পিত হয় না। কারণ 'যিনি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করেন (তিনিই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন)'—এই উক্তিতে বৈদিক কর্মেরই ঈশ্বরে অর্পণ করার উল্লেখ রহিয়াছে। ইতি ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥

১। ভা. ১১.৩.৪

অথ বৈদিককর্মার্পণস্য প্রশংসামাহুঃ—

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ২১৮ ॥

[ভা. ৮. ৫. ৩৬]

বিষয়ার্তানাং কর্মাণি কচিৎ ক্লেশো ভূরির্যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি, কচিৎ কৃষ্যাদিবদ্বিফলানি বা ভবন্তি, ত্বয্যর্পিতং কর্ম তু ন তথা। কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ, সা চ সর্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্যাপ্তির্ন ভবতি সংসারবিধ্বংসাদি-ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৩]

অনন্তর বৈদিককর্মার্পণের প্রশংসা বলা হইতেছে—

"বিষয়ার্ত দেহী জীবগণের কর্মসকল যেমন ক্লেশবহুল, অল্পফলযুক্ত বা বিফল হয়, (হে ভগবন্) তোমাতে সমর্পিত কর্ম সেরূপ নহে"। ২১৮ ॥

বিষয়ার্ত জনগণের কর্মসমূহ কখনও ক্লেশবহুল ও অল্পফলযুক্ত হয়, কখনও বা কৃষ্যাদিকর্মের ন্যায় বিফলও হয়—তোমাতে সমর্পিত কর্ম সেরূপ নহে। কিন্তু বিনা ক্লেশে কোন না কোন প্রকারে ভক্তের কৃত কর্ম কামনাসত্ত্বেও শ্রীভগবানে সমর্পিত বলিয়া অবশ্যই কামনানুযায়ী উহাতে ফললাভ হয় এবং সেরূপ কামনাপূর্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে কামনারূপ ফললাভেই উহার শেষ হয় না, বরং সংসারবন্ধন-নাশরূপ চরম ফলেই উহা পর্যবসিত হয়। তাই উল্লেখ আছে—

'হে রাজন্! সেই ভাগবত ধর্মসমূহ আশ্রয় করিলে কখনও (যোগাদিসাধনের ন্যায়) বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না, এবং নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া দৌড়িয়া গেলেও উহা হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইতে হয় না'।[১]

১ শ্রুতি ও স্মৃতি চক্ষুঃস্বরূপ। শ্রুতি-ও-স্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মাদি যথাশ্রুতি বা যথাস্মৃতি অনুষ্ঠান না করিলে ফলভ্রষ্ট ও প্রত্যবায়ী হইতে হয়। কিন্তু ভাগবত ধর্ম তদ্রূপ নহে। শ্রুতি-ও-স্মৃতিরূপ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও যে কোন প্রকার ভাগবত ধর্ম অনুষ্ঠানে অভীষ্ট ফললাভসহ সংসার-বন্ধন দূর হয়।

ইতি। 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্' [১] ইত্যাদি চ। যথৈব নাভিঃ ঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে। শ্রীগীতাসু চ—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

[ভ. গী. ২. ৪০]

ইতি। ৮॥ ৫। দেবাঃ শ্রীমদজিতম্॥

[ঈশ্বরে কর্মার্পণম্]

তদেব কর্মার্পণমুপপাদয়তি ত্রিভিঃ—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ ২১৯॥

[ভা. ১. ৫. ৩২]

ব্রহ্মন্! হে শ্রীবেদব্যাস! এতত্তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং চিকিৎসা তৈশ্চাতুর্মাস্যবাসিভিঃ পরমহংসৈঃ সূচিতম্। কিং তৎ? ভগবতি কর্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি। তত্র কর্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে? স্বয়ম্ভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্যাদিমত্তয়া

ইহাও উক্ত আছে—'(শ্রীভগবান্) প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় দান করেন।' যেমন (আগ্নীধ্র পুত্র) নাভি ঋষভদেবরূপ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হয়—

'এই নিষ্কাম কর্মযোগে ফলের নাশ নাই, ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই কর্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।'

ইতি ৮ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে অজিতরূপ শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি॥

[ঈশ্বরে কর্মার্পণ]

সেই (ঈশ্বরে) কর্মার্পণ তিনটী শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইতেছে, যথা :—

"হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীভগবানে যে কর্মার্পণ তাহাই ত্রিতাপব্যাধির মহৌষধ বলিয়া সূচিত হইয়াছে।" ২১৯॥

'ব্রহ্মন্' বলিতে হে শ্রীবেদব্যাস! এই তাপত্রয়ের চিকিৎসোপায়রূপ মহৌষধ চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত পরমহংস ঋষিগণ কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। উহা কিরূপ? না, শ্রীভগবানে সমর্পিত যে কর্ম—অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম সমর্পণ। কিরূপ ভগবানে? না, ঐশ্বর্যাদিতে পূর্ণস্বরূপ

১ ভা. ৫. ১৯. ২৮ সম্পূর্ণ শ্লোক পূর্বে ১৮ অঙ্কে দ্রষ্টব্য।

সর্বাংশিত্বেব কেনচিদংশেন জীবাদিনিয়ন্তৃতয়া ঈশ্বরে পরমাত্মশব্দবাচ্যে স্বরূপভূত-বিশেষণেন বিনা কেবলচিন্মাত্রতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণি তচ্ছব্দবাচ্যে।

নমু উৎপত্ত্যেব তত্তৎসঙ্কল্পেন বিহিতত্বাৎ সংসারহেতোঃ কর্মণঃ কথং তাপত্রয়-নিবর্তকত্বম্? উচ্যতে সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি যথা—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ ২২০॥
[ভা. ১. ৫. ৩৩]

আময়ো রোগো যেন ঘৃতাদিনা জায়তে তদেব কেবলমাময়কারণং দ্রব্যং তমাময়ং ন নিবর্তয়তি কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ নিবর্তয়ত্যেব।

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
তত্র বাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ২২১॥
[ভা. ১. ৫. ৩৪]

সকলের অংশিস্বরূপ স্বয়ংভগবানে—যিনি তাঁহার অংশাদি দ্বারা জীবলোকের নিয়ন্ত্রণ বিধান করিতে সমর্থ—এইরূপ পরমাত্মশব্দের বাচ্য এবং যিনি স্বরূপভূত বিশেষণ ব্যতীত কেবল চিন্মাত্রতারূপে ব্রহ্মশব্দের বাচ্য।

আচ্ছা—কার্যোৎপত্তির মূলে সেই সেই কামনাসঙ্কল্প বিদ্যমান থাকায় তদ্বশতঃ সংসারহেতু-মূলক কর্মের দ্বারা কি প্রকারে ত্রিতাপ ব্যাধি দূর হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কারণভেদে এ প্রকার ঘটিয়া থাকে। তাহাই বলিতেছেন:—

"হে সুব্রত! যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রোগোৎপত্তি হয় ব্যাধির কারণভূত তদ্দ্বারা রোগের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু (দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইয়া) উহা চিকিৎসোপায়রূপে ব্যবহৃত হইলে রোগনিবৃত্তি করে"। ২২০।

'যদ্দ্বারা' অর্থাৎ ঘৃতাদি ভোজনে রোগোৎপত্তি হয়; রোগেরই কারণভূত সেই ঘৃতাদি দ্রব্য রোগ নিবৃত্তি করে না, কিন্তু চিকিৎসোপায়রূপে অন্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহৃত হইলে রোগনিবৃত্তি করে।

"এই প্রকার মনুষ্যগণের যে সকল কর্ম সংসারের হেতু সেই সকল পরমেশ্বরে কল্পিত হইলে সংসার নাশের সামর্থ্য লাভ করে"। ২২১।

পরে ভগবতি কল্পিতাঃ কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ সংসারধ্বংসপর্যন্তফলত্বাদ্ আত্ম-বিনাশায় কর্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে। ১ ॥ ৫। শ্রীনারদঃ ব্যাসম্ ॥

কিঞ্চ কর্মফলং বস্তুতো ভগবদাশ্রয়মেব। তত্তু দুর্বুদ্ধেরাত্মসাৎকুর্বতো যুক্ত্যৈব তুচ্ছফলপ্রাপ্তিঃ সংসারশ্চ। সুধিয়স্তু তৎসাক্ষাৎকুর্বতস্তদ্বৈপরীত্যমিত্যাহ গদ্যাভ্যাং—

সংপ্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্য-মৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ২২২ ॥

[ভা. ৫. ৭. ৬]

ইতি।

টীকা চ—সংপ্রচরৎসু প্রবর্তমানেষু বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষাং তেষু যদপূর্বং তদ্বাসুদেব এব ভাবয়মানশ্চিন্তয়ন্ স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো যে

'পরমেশ্বরে' শ্রীভগবানে 'কল্পিত' অর্থাৎ কামনাদিসত্বেও সমর্পিত হইলে সংসার নাশ পর্যন্ত ফলদান করায় আত্মকামনা নাশে অর্থাৎ কর্মনিবৃত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়। ইতি ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

বাস্তবিক পক্ষে কর্মফল শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করে, কিন্তু দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ উহাকে নিজের নিমিত্ত জ্ঞান করায় তদনুযায়ী যুক্তিবলে তুচ্ছ ফল এবং সংসারগতি লাভ করে। অবশ্য সুধীবৃন্দ (ভগবদাশ্রয়রূপ কর্মফল) সাক্ষাৎভাবে জানেন বলিয়া উঁহাদের বিপরীত (অর্থাৎ তুচ্ছ ফল ও সংসারগতির বিপরীত) ফল পাইয়া থাকেন; ইহাই নিম্নোক্ত দুইটী গদ্যাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে—

"দেবতাসমূহের প্রকাশক মন্ত্রগুলি দ্বারা অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া অঙ্গক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান যাহাতে বিহিত আছে এমন প্রচলিত নানা যজ্ঞে যে অপূর্বরূপী ধর্মাখ্য ক্রিয়াফল—উহা যজ্ঞপুরুষ-রূপ পরব্রহ্মে অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্তা পরদেবতাস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিত হউক—এইরূপ ভাবনা করিয়া অনুরূপ ভাবনায় যে আত্মনৈপুণ্য অর্জিত হয় তাহার দ্বারা সেই যজমান (ভরত রাজা) রাগদ্বেষাদিরূপ কষায় বিদূরিত করিয়া—অধ্বর্যুগণ কর্তৃক আহুতির নিমিত্ত ঘৃত গৃহীত হইলে, তৎকালে যজ্ঞভাগের অধিকারী সূর্যাদি দেবগণকে বাসুদেবের চক্ষুরাদি রূপ অবয়ব জ্ঞানে ধ্যান করিতেন"। ২২২।

টীকা—প্রচলিত অর্থাৎ প্রবর্তমান যজ্ঞাদিতে অঙ্গক্রিয়াসমূহ বিহিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইলে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, উহা বাসুদেবনিষ্ঠ—এইরূপে ভাবনা বা চিন্তা করিয়া যজ্ঞভাগভাক্ সূর্যাদি

দেবাঃ সূর্যাদয়স্তান্ পুরুষস্য বাসুদেবস্য অবয়বেষু চক্ষুরাদিষু অভ্যধ্যায়দ্ ন তু তৎপৃথক্ত্বেনেত্যন্বয়ঃ।

অপূর্বে পক্ষদ্বয়ং মীমাংসকানাম্। তদানীমেব সূক্ষ্মত্বেনোৎপন্নং ফলমেবাপূর্বং কালান্তরফলোৎপাদিকা কর্মশক্তির্বেতি। তদুক্তং—

যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিধ্যতি।
সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে॥

ইতি। তদেতদাহ 'ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যম্'[১] ইতি চ।

নমু যজ্ঞাঙ্গং দেবতা কর্ম প্রধানমিতি মতং তর্হি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্বং স্যাৎ। তদুক্তং—

কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য কর্মণঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সাপূর্বমিষ্যতে॥

দেবগণকে পরমপুরুষ অর্থাৎ বাসুদেবের চক্ষুঃস্বরূপ অবয়বাদি জ্ঞানে উহাতে ধ্যান করিতেন, কিন্তু উঁহাদিগকে পৃথক্ মনে করিয়া ধ্যান করিতেন না।[২]—এইরূপে অন্বয় বুঝিতে হইবে।

মীমাংসকগণ অপূর্ব সম্বন্ধে দুইটী মতবাদ স্বীকার করেন। কর্মের অনুষ্ঠানকালেই সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন যে ফল উহাই অপূর্ব, অথবা (কর্মকালের পরে) কালান্তরে ফলের উৎপাদিকা যে কর্মশক্তি উহাই অপূর্ব। অতএব কথিত হয়—

'যাগ হইতে যে ফল উহা শক্তিবশতঃ (কালান্তরে) সিদ্ধ হয় অথবা সূক্ষ্মশক্তিরূপে (কর্মানুষ্ঠানকালেই) ফল জন্মাইয়া থাকে।'

তাই বলা হইয়াছে '(অপূর্বরূপী) ধর্মনামক ক্রিয়াফল'।

তবে যদি (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে) দেবতা অঙ্গ এবং কর্ম প্রধান—এই মত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কর্মের অনুষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই (কর্মজন্য) 'অপূর্ব' বুঝিতে হইবে। যেমন বলা হইয়া থাকে—

'(অনুষ্ঠানের পূর্বে) কর্মসমূহ (ফল লাভে) অযোগ্য থাকিলেও সেই কর্মের, অথবা (উহার অনুষ্ঠাতা) পুরুষের, শাস্ত্রবিধিবশতঃ (অনুষ্ঠান করার পর) যে যোগ্যতা অর্জিত হয়—উহাই অপূর্ব[৩]।'

১ ভা. ৫. ৭. ৬।

২ সূর্য চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ-দেব। বাহুর অধিষ্ঠাতৃ-দেব ইন্দ্র। অতএব শ্রীভরতরাজা 'সূর্যায় স্বাহা', 'ইন্দ্রায় স্বাহা' এই মন্ত্রে শ্রীভগবান্ বাসুদেবের চক্ষু ও বাহুর উদ্দেশ্যে অর্চনা জ্ঞাপন করিতেন। উহা দ্বারা বাসুদেবেরই প্রীতিবিধান করা হইত। পৃথক্‌ভাবে অন্য দেবতার প্রীতিবিধান উদ্দেশ্যে তিনি পূজা করিতেন না।

৩ কর্মের অনুষ্ঠানকালেই সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন যে ফল—তাহাই অপূর্ব; অথবা কর্মানুষ্ঠানবশতঃ কালান্তরভাবী ফলের উৎপাদিকা কর্মশক্তিই অপূর্ব—এই দ্বিবিধ মত মীমাংসকগণ স্বীকার করেন।

ইতি। অথ দেবতা প্রধানং কম তু দেবতারাধনার্থং, তদা দেবতাপ্রসাদরূপত্বাদপূর্বস্ত দেবতাশ্রয়ত্বমেব যুক্তং[১] প্রোক্ষণাদ্যপূর্বস্যেব ব্রীহ্যাদ্যাশ্রয়ত্বম্। কুতো বাসুদেবাশ্রয়মপূর্বং ভাবয়তি? উচ্যতে—যদি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্বং স্যাত্তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্যামিণঃ প্রবর্তকত্বেন মুখ্যকর্তৃত্বাৎ তদাশ্রয়মেবাপূর্বং, ন তু তৎপ্রযোজ্যযজমানাশ্রয়ং, শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরীতি ন্যায়াৎ। অন্যথা ঋত্বিজামপ্যপূর্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদেবাহ—সাক্ষাৎকর্তরীতি। দেবতাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রযত্বমেবেত্যাহ—পরদেবতায়ামিতি। পরদেবতাত্বে হেতুঃ—সর্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যেঽর্থা ইন্দ্রাদিদেবতাস্তেষাং নিয়ামকতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ।

কিন্তু দেবতা যদি প্রধান মনে করা হয়, তাহা হইলে কর্ম দেবতার আরাধনার নিমিত্ত (অপ্রধান বা অঙ্গ বুঝিতে হইবে)। তখন ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিতে হইবে যে (কর্মবশতঃ) দেবতা অনুগৃহীত হন বলিয়া অপূর্ব দেবতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; প্রোক্ষণজন্য অপূর্বতা ব্রীহিকে আশ্রয় করিয়াই যেমন থাকে।[২] কিন্তু সেইরূপ বলিতে গেলেও—কি প্রকারে অপূর্ব বাসুদেবকে আশ্রয় করে—এই প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—যদি অপূর্ব কর্তৃনিষ্ঠই হয়, তাহা হইলে সকলের অন্তর্যামিরূপে বাসুদেবই যখন কর্মের প্রবর্তক, তখন তিনিই মুখ্য কর্তা এবং অপূর্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; কিন্তু বাসুদেব কর্তৃক নিয়োজ্য যজমানকে আশ্রয় করিয়া উহা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কারণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট-ফল কর্মের প্রযোজক পুরুষকেই আশ্রয় করে। নচেৎ ঋত্বিগ্‌গণেও অপূর্বাশ্রয়রূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তাই বলিলেন—সাক্ষাৎ কর্তাতেই (কর্মের ফল অর্থাৎ অপূর্বের আশ্রয়)। 'অপূর্ব' দেবতাশ্রয় হইলেও কেবল বাসুদেবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—কেন না (বাসুদেব) পরদেবতা। (বাসুদেবই যে পরদেবতা)—উহার হেতুস্বরূপ বলিতেছেন—সর্বদেবতার (শব্দসামর্থ্যরূপ) লিঙ্গের দ্বারা সেই সেই দেবতাদিগের প্রকাশক মন্ত্রে ইন্দ্রাদি যে যে দেবতার প্রতিপাদক অর্থ জানা যায়—উহাদের পরমনিয়ন্তারূপে একমাত্র বাসুদেবই যে (কর্মাদি দ্বারা) প্রসাদনীয়, তাহাই বুঝিতে হইবে এবং তিনিই ফলদাতা; অতএব অপূর্ব যে বাসুদেবাশ্রয়—ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত। (ভরত রাজা এইরূপই চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে)—এইরূপ ভাবনা বা চিন্তায় আত্মার যে কুশলতা বা নৈপুণ্য

১ কর্মত্বাঃ প্রাগযোগাস্ত—এই অধিক পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে।

২ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি'—এই বিধিবশতঃ ব্রীহিতে প্রোক্ষণ করিলে তজ্জন্য ব্রীহিতে ফলযোগ্যতারূপ অপূর্বোৎপত্তি হয়।

এবংভাবনমেবাত্মনো নৈপুণ্যং কৌশলং তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়া রাগাদয়ো যস্য। অধ্বর্য্যুভিরিতি বহুবচনং নানাকর্মাভিপ্রায়েণেত্যেষা।

অত্র বিষ্ণোরঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে। অত্র পদ্মোত্তরখণ্ডে যথা—

> উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
> স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু ॥

ইতি। পাষণ্ডিত্বমত্র বৈষ্ণবমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ—

> যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
> অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
> ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
> [ভ. গী ৯. ২৩-২৪]

অতো বাস্তববিচারে সর্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্যবস্যন্তীত্যভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ —

প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারা রাগ (দ্বেষ) প্রভৃতি কষায়সমূহ যাঁহার ক্ষীণ হইয়াছিল—(সেই ভরত রাজা অধ্বর্য্যুগণ কর্তৃক আহুতির নিমিত্ত ঘৃত গৃহীত হইলে বাসুদেব প্রীতির উদ্দেশ্যেই ধ্যান করিতেন)। 'অধ্বর্য্যুগণ কর্তৃক' এই শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ নানাবিধ কর্মকে বোঝাইবার নিমিত্ত। এই পর্যন্ত টীকা।

বিষ্ণুই যখন প্রধান তখন যজ্ঞক্রিয়াদির অঙ্গরূপে বিষ্ণুর ভজনা করা দোষাবহ—ইহাই সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া গেল। এবিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন যথা—

'অন্য দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বা কর্মসমূহে নিজস্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি হোম বা দানক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করে সে পাষণ্ডী।'

পাষণ্ডী বলিতে বৈষ্ণবাচরিত পথ হইতে ভ্রষ্ট বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হয়—

'যে অন্য দেবতার ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন—হে কৌন্তেয়! তাঁহারা বিধিপূর্বক না হইলেও আমারই ভজনা করেন। আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—এই তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় তাঁহারা আমাকে যথার্থ জানেন না এবং সেই জন্যই তাঁহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন (এবং তদ্বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মগতি লাভ করেন)।'

অতএব বাস্তবিকপক্ষে বিচার করিলে সকল বেদমার্গ অর্থাৎ বৈদিকানুষ্ঠানসমূহ শ্রীভগবানেই পর্যবসিত—এই অভিপ্রায়েই অক্রূর বলিলেন—

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।
যে নানাদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতা বিভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥

[ভা. ১০. ৪০. ৯ ১০]

ইতি। গতয়ো মার্গাঃ। অন্ততো বিচারপর্যবসানেন। অথ দ্বিতীয়ং গদ্যম্—

এবং কর্মবিশুদ্ধিবিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভ-বনমালারিদরগদাদিভিরুপ-লক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ২২৩ ॥

[ভা. ৫. ৭. ৭]

ইতি। এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ কর্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভক্তিঃ সশ্রদ্ধশ্রবণ-কীর্তনাদিলক্ষণাজায়তেত্যন্বয়ঃ। ক[১]? ভগবতি বাসুদেবে পূর্ণস্বরূপভগাভ্যাং সর্বনিবাসেন[২] চ তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধোঽন্তর্হৃদয়ে য আকাশঃ স এব শরীরং

'হে প্রভো! আপনি সর্বদেবময়। অতএব যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাহারা অন্য- ১৫
বুদ্ধিপরায়ণ হইলেও আপনারই পূজা করিয়া থাকে। গিরিপ্রদেশ হইতে নদীসমূহ বহির্গত হইয়া বৃষ্টিধারায় পরিপূর্ণ হইয়া নানা দিক হইতে সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, হে বিভো! সেই সেই দেবতাদিগের শেষ গতিপথ আপনাতেই প্রবেশলাভ করে।'

'গতিপথ' বলিতে মার্গসমূহ। 'শেষ' বলিতে বিচারপর্যবসানে। অনন্তর দ্বিতীয় গদ্য যথা :—

"পূর্বোক্ত প্রকারে কর্মশুদ্ধি দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি হওয়ায় সেই (ভরত রাজার)—হৃদয়াকাশরূপ ২০
শরীরে স্থিত ব্রহ্মস্বরূপ যে মহাপুরুষরূপযুক্ত ভগবান্ বাসুদেব—যিনি শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা-চক্র-গদা-চিহ্ন প্রভৃতির দ্বারা শোভিত হইয়া নিজপুরুষ (নারদাদির) হৃদয়ে অঙ্কিত (রেখার ন্যায় নিশ্চল) এবং নরাকাররূপে নিজস্বরূপে দেদীপ্যমান—তাঁহাতে অনুদিন বর্ধিত-বেগ উচ্চতরের ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল"। ২২৩॥

এই প্রকার অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে কর্মশুদ্ধি দ্বারা তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় শ্রবণ-কীর্তনাদি- ২৫
লক্ষণা শ্রদ্ধাপূর্ণ-ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল—এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে। কাহার প্রতি ভক্তি হইয়াছিল? (তদুত্তরে বলিতেছেন)—পূর্ণস্বরূপ ও ষড়ৈশ্বর্যবশতঃ সকলের নিবাসস্থলরূপে সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ হৃদয়াভ্যন্তরে যে আকাশ, তাহাই যাঁহার শরীর (অর্থাৎ প্রকাশস্থান),

১ কচিৎ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ। ২ পূর্ণস্বরূপভোগাভ্যাং সর্বনিয়াসেন—ইহা মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

স্বস্যৈবাবির্ভাববিশেষাধিষ্ঠানং যস্য, তস্মিন্ অন্তর্যামিণি পরমাত্মাখ্যে, ব্রহ্মণি নির্বিশেষাবির্ভাবাৎ তদাখ্যে চ, ভগবতো নিরাকারত্বং বারয়তি মহাপুরুষস্য যদ্রূপং শাস্ত্রে শ্রূয়তে তদ্রূপং লক্ষ্যতে দৃশ্যতে যত্র তস্মিন্, কিঞ্চ শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে। এধমানরয়া বর্ধমানপ্রকর্ষা। ৫ ॥ ৭। শ্রীশুকঃ ॥

[কর্মার্পণং দ্বিবিধং—ভগবৎপ্রীণনরূপং তস্মিংস্ত্যাগরূপঞ্চ]

তদেতৎ কর্মার্পণং দ্বিবিধং—ভগবৎপ্রীণনরূপং, তস্মিংস্তত্ত্যাগরূপঞ্চেতি। যথোক্তং কৌর্মে—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥

ইতি। অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি—কামনা, নৈষ্কর্ম্যং ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামস্য

অর্থাৎ আবির্ভাববিশেষের যাহা অধিষ্ঠান, সেই পরমাত্মা নামক অন্তর্যামী পুরুষ এবং নির্বিশেষরূপে আবির্ভাববশতঃ যিনি ব্রহ্মস্বরূপ সেই ভগবান্ বাসুদেবে (ভক্তি হইয়াছিল) (ইহাও বুঝিতে হইবে)। শ্রীভগবানের নিরাকারতা বারণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—মহাপুরুষরূপে শাস্ত্রে তাঁহার যে রূপ শোনা যায় তাহাই লক্ষণীয় এবং তাহাই যাহাতে দেখা যায়—সেইরূপ শ্রীবৎসাদি দ্বারা চিহ্নিত শ্রীভগবানে (ভরত রাজার ভক্তি হইয়াছিল)। 'বর্ধিত বেগ (ভক্তি)' বলিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। ইতি ৫ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি।

[কর্মার্পণ দ্বিবিধ—শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানরূপ এবং তাঁহাতে কর্মত্যাগরূপ]

এই যে কর্মার্পণ—ইহা দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের পরিতোষ-বিধানরূপ এবং তাঁহাতে কর্মত্যাগরূপ। কূর্মপুরাণে উক্ত হয় :—

'শাশ্বত ঈশ্বর ভগবান্ এই কর্মে প্রীতিলাভ করুন—এই বুদ্ধিতে কর্মের যে নিত্য অনুষ্ঠান—উহাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসমর্পিত কর্ম। অথবা কর্মসমূহের ফলসকল যদি পরমেশ্বরে ন্যস্ত হয়—তাহাও অত্যুত্তম ব্রহ্মসমর্পিত কর্ম।'

এই (কর্মার্পণ) বিষয়ে তিন প্রকার কারণ পরিদৃষ্ট হয়—কামনা, নৈষ্কর্ম্য এবং ভক্তিমাত্র। কেবল

কেবলং ন সম্ভবতি, "যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্"[১] ইত্যুক্তেঃ। অত্র কামনানৈষ্কর্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্মত্যাগঃ, প্রীণনন্তু তদাভাস এব স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তু তদেকজীবনত্বাৎ।

কামনাপ্রাপ্তির্যথা—'ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি'[২] ইত্যাদি। যথা চাঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুত্রার্থকে[৩] যজ্ঞে। নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ—"বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিম্"[৪] ইত্যত্র। ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ—'এবং কর্ম-বিশুদ্ধি'-[৫] ইত্যাদিগদ্যে দর্শিতৈব।

[নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়। কারণ, কথিত আছে—'জীব যাহা যাহা করে তৎসকলই কামনামূলক চেষ্টা মাত্র'। এরূপ ক্ষেত্রে কামনা ও নৈষ্কর্ম্যবশতঃ যে (ভগবানে) কর্মত্যাগ—উহা স্বার্থপরতাহেতু ভগবৎপ্রীণনের আভাস মাত্র।[৬] ভক্তিতে কিন্তু মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতিই সাধিত হয়, কারণ ভগবৎ-প্রীতিবিধানই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ।

কামনা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে '(সকাম কর্মসমূহ) ক্লেশপ্রচুর ও স্বল্পফলদায়ক—যেমন অঙ্গরাজের পুত্রার্থক যজ্ঞে কামনাপ্রাপ্তি[৭]। 'যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে-তৎকর্ম সমর্পণ করেন তিনি নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন'—এই বচনে নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। ভক্তিরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে 'এই প্রকার কর্মবিশুদ্ধিবশতঃ (ভরতরাজার বাসুদেবে ভক্তি জন্মিল)'—এই গদ্যাংশে উহা দেখান হইয়াছে।

নিম্নোক্ত শ্লোকেও উহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা:—

১ মনু স্মৃতি ২ ৪ ('জন্তুস্তত্তৎ' স্থলে 'কিঞ্চিত্তত্তৎ' পাঠ দৃষ্ট হয়)।

২ ভা ৮. ৫. ৩৬, পূর্বে ২১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ পুরুষার্থকে—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৪ ভা. ১১. ৩. ৪৭

৫ ভা. ৫. ৭. ৭

৬ তাৎপর্য—যদিও নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়—কারণ ইষ্টকামনা ব্যতীত কর্মানুষ্ঠান দেখা যায় না—তথাপি স্বর্গাদি ইষ্ট কামনায় সংসার বন্ধন হয়—এই বলিয়া কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে যাঁহারা কর্মানুষ্ঠান করেন—তাঁহাদের কর্মানুষ্ঠান নিষ্কাম বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঐরূপ সকাম বা তথাকথিত নিষ্কাম কর্ম যাঁহারা শ্রীভগবানে সমর্পণ করেন—তাঁহাদের সেই কর্মে কখনও মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতিবিধান সম্ভব নয়। কারণ, সকাম কর্মে স্বার্থসম্বন্ধ আছে এবং নিষ্কাম কর্মেও মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতি বাসনা নাই।

৭ অঙ্গরাজের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও দেবগণ যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন নাই। ঋত্বিক্‌গণের উপদেশ অনুসারে তিনি পুত্রকামনায় শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেন। পুত্রকামনায় সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে নির্মলবস্ত্রপরিহিত দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহার হস্তে স্বর্ণপাত্রে যে পায়সান্ন ছিল অঙ্গরাজের পত্নী উহা ভক্ষণ করিবার পর যথাকালে পুত্রলাভ করেন।

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥

[ভা ১. ৫. ৩৫]

ইত্যত্র চ। ভক্তিযোগসহচরত্বাদ্ জ্ঞানমত্র ভগবজ্‌জ্ঞানম্। পরমভক্তাস্তু ভগবৎ-পরিতোষণং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে—

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ২২৪ ॥

[ভা. ৪. ৩০. ৩৭-৩৮]

তে তব পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে। ৪ ॥ ৩০। প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥ তদেবমারোপসিদ্ধা দর্শিতা ॥

'শ্রীভগবানের পরিতোষের নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং ভক্তিযোগসমন্বিত সেই জ্ঞানও (ভগবৎপ্রীণনরূপ) কর্মের অধীন জানিবে'।[১]

ভক্তিযোগের সহচর বলিয়া উক্ত জ্ঞান ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান। পরমভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের পরিতোষবিধানই প্রার্থনা করেন। (কথিত আছে)—

"হে ভগবন্! আমরা যে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও জ্ঞানবৃদ্ধ জনগণকে প্রসন্ন করিয়াছি ও আর্য, সুহৃজ্জন ও ভ্রাতৃগণকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়াছি এবং অসূয়া ত্যাগপূর্বক সকল প্রাণীর সন্তোষবিধান করিয়াছি ও আহার ত্যাগ করিয়া বহুকাল ধরিয়া জলমধ্যে যে তপস্যা ব্রতের অনুশীলন করিয়াছি—উহা সকলই তোমার পরিতোষের নিমিত্ত হউক—ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।" ২২৪।

'তোমার পরিতোষের নিমিত্ত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা'। ইতি ৪র্থ স্কন্ধে ৩০তম অধ্যায়ে অষ্টভুজপুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের উক্তি। এই সকল উল্লেখে আরোপসিদ্ধা ভক্তি দেখান হইল।

১ শ্রীভগবানের প্রীতিবিধায়ক কর্মের দ্বারা ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে।

[সঙ্গসিদ্ধা মিশ্রা ভক্তিঃ ত্রিবিধা—সকামা কৈবল্যকামা ভক্তিমাত্রকামা চ]

অথ সঙ্গসিদ্ধোদাহরণ-প্রাপ্তা মিশ্রা ভক্তির্দর্শ্যতে। স্বরূপসিদ্ধাসম্বন্ধেন হ্যন্যেষামপি ভক্তিত্বং দর্শিতম্। তত্র 'ভাগবতান্ ধর্মান্' [১] ইত্যাদি শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্যপ্রকরণে সর্বাসঙ্গ-দয়ামৈত্র্যাদীনামপি ভাগবতধর্মত্বাভিধানাৎ।

তত্র কর্মমিশ্রা ত্রিবিধা সম্ভবতি—সকামা, কৈবল্যকামা ভক্তিমাত্রকামা চ। যদ্যপি কামকৈবল্যে অপি

> যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
> তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

ইত্যুক্তেঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সম্ভবতস্তথাপি তত্তদ্বাসনানুসারেণ তত্র তত্র রুচির্জায়ত ইত্যেবং তত্তদর্থং তন্মিশ্রতা জায়ত ইত্যবগন্তব্যম্। ততঃ সকামা প্রায়ঃ কর্মমিশ্রৈব। তত্র কর্মশব্দেন ধর্ম এব গৃহ্যতে। তল্লক্ষণঞ্চ যমদূতৈঃ সামান্যত উক্তং—"বেদ-

---

[সঙ্গসিদ্ধা কর্মমিশ্রা ভক্তি ত্রিবিধ—সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা]

অনন্তর সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির [২] উদাহরণস্বরূপ মিশ্রা ভক্তি দেখান হইতেছে। পূর্বে (শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা) স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সহিত মিশ্রিত অন্য সকলেরও (অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদিরও) ভক্তিত্ব দেখান হইয়াছে। কারণ 'ভাগবত ধর্মসমূহ (গুরুর নিকট শিক্ষা করিবে)'—ইত্যাদি প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্যপ্রকরণে সকল বিষয়ে অসঙ্গ, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতিরও ভাগবতধর্মত্ব রূপে উল্লেখ আছে।

উহার মধ্যে কর্মমিশ্রা (সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি) ত্রিবিধ—সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা। যদিও—

'চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তির যাহা সাধনসম্পৎ, তদ্ব্যতীতই নারায়ণাশ্রয় নর উহা লাভ করিতে পারে'—

এই উক্তিবশতঃ কেবল ভক্তির দ্বারাই কাম ও কৈবল্য লাভ সম্ভব, তথাপি সেই সেই বাসনা অনুসারে সেই সেই বিষয়ে রুচি জন্মে বলিয়া সেই নিমিত্ত সেই সেই বিষয়ের (কর্ম ও জ্ঞানের সহিত) মিশ্রতা বুঝিতে হইবে। অতএব সকামা ভক্তি প্রায় কর্মমিশ্রাই হয়। এখানে কর্মশব্দে ধর্মই গ্রহণ করিতে হইবে। উহার লক্ষণ যমদূতগণ সাধারণভাবে বলিয়াছেন—'বেদে কর্তব্যরূপে যাহা বিহিত

১ ভা. ১১. ৩. ২৩

২ জ্ঞান ও কর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিতা ভক্তি (২১৭ অঙ্ক দ্র°)।

প্রণিহিতো ধর্মঃ"[১] ইতি। বেদোঽত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ"[২] ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ। তৎপ্রবর্তনমাত্রত্বেন সিদ্ধঃ ন তু ভক্তিবদজ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্মসংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তং—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ"[৩] ইতি। বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ। তদুপলক্ষিতঃ সর্বোঽপি ধর্মঃ কর্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাসনাস্তেষামুদ্ভবকর ইতি বিশেষণাদ্ ভগবদ্ভক্তির্ব্যাবৃত্তা। অথ ভক্তিসঙ্গায় ধর্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে। শ্রীভগবতোক্তং—"ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ"[৪] ইতি। ভগবদর্পণেন ভক্তিপরিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্ত্বমুচ্যতে। তদেবমীদৃশেন কর্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তির্যথা—

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ।
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদং তেষাম্॥ ২২৫॥
[ভা. ৩. ২১. ৫-৬]

তাহাই ধর্ম'। বেদে (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ)—এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত কর্মের বিধান থাকায় শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—'বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক'। বেদবিধি কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেই ধর্ম সিদ্ধ হয় (অতএব বেদার্থজ্ঞান আবশ্যক), কিন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানেরও ফললাভে সামর্থ্য দান করে উহা সেরূপ নহে। শ্রীভগবদ্গীতার অন্য শ্লোকে ধর্মের কর্মসংজ্ঞাই উক্ত হইয়াছে—'ভূতগণের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্মনামে খ্যাত'। 'বিসর্গ' অর্থে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ—এবং সেই ত্যাগ দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত ধর্মই কর্মসংজ্ঞায় অভিহিত। উহা (সেই ধর্ম) ভূতগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের যে-ভাব অর্থাৎ বাসনাসমূহ তাহার উদ্ভবকর—এইরূপ বিশেষণ থাকায় ভগবদ্ভক্তি পরিত্যক্ত হইল (কারণ ধর্ম হইতে বাসনার উদ্ভব হয়, কিন্তু ভক্তিতে সেরূপ হয় না)। অবশ্য ভক্তির সহিত যুক্ত থাকিলে ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য হয় উহা একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে —(শ্রীভগবানের উক্তি :—) "আমার প্রতি ভক্তি যাহা দ্বারা হয় তাহাই ধর্ম"। শ্রীভগবানে কার্যসমর্পণ ও ভক্তির সহায়রূপে ধর্মের আচরণহেতু উক্ত ধর্মকে ভক্তিকৃৎ বলা হইল। অতএব ঈদৃশ কর্মমিশ্রা সকামা ভক্তির সম্বন্ধে উক্ত হয়—

"ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবান্ কর্দমঋষি পুত্রসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া সরস্বতী নদীর তটদেশে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। অনন্তর সমাধিযুক্ত অর্চনক্রিয়া ও ভক্তি দ্বারা পূজিত প্রপন্ন জনগণের বরদাতা সেই শ্রীহরিকে তিনি লাভ করিলেন।" ২২৫॥

১ ভা ৬. ২ ৩৬ ২ ভ গী. ২ ৪৫
৩ ভ. গী. ৮. ৩ ৪ ভা. ১১. ১৯. ২৫

অত্র তদ্দর্শনজাতভগবদশ্রুপাতলিঙ্গেন নিষ্কামস্থাপ্যস্ত। ব্রহ্মাদেশ-গৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া। ৩॥২১। শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥

[কৈবল্যকামা ভক্তিঃ ক্বচিৎ কর্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিদ্ জ্ঞানমিশ্রা]

অথ কৈবল্যকামা ক্বচিৎ কর্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিদ্ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং—"জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্" ইতি দর্শিতম্। তদীয়শ্রবণাদীনাং বৈরাগ্যযোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বাৎ তদন্তঃপাতঃ[১]। অথ কর্মজ্ঞানমিশ্রা। যথা—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেনাত্মসমাধিনা।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্॥
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ ২২৬॥
[ভা. ৩. ২৭. ২১-৩১]

এই স্থলে (অর্থাৎ ৩. ২১. ১১ শ্লোকের বর্ণনায়) শ্রীভগবানের দর্শনলাভহেতু কর্দমঋষির আনন্দাশ্রুপাতের উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রতীত হইতেছে যে তিনি ছিলেন নিষ্কাম। ব্রহ্মার আদেশের গৌরব রক্ষার্থেই পুত্রসৃষ্টিরূপ কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির উক্তি॥

[কৈবল্যকামা ভক্তি কোথাও কর্মজ্ঞানমিশ্রা
ও কোথাও জ্ঞানমিশ্রা]

অনন্তর কৈবল্যকামা ভক্তি বলিতে উহা কোথাও কর্ম-ও-জ্ঞানমিশ্রা, কোথাও জ্ঞানমিশ্রা। উহার মধ্যে (শ্রীভগবানের সহিত) 'একাত্মতা দর্শনের নামই জ্ঞান' (ভাগবতের) এই বর্ণনায় জ্ঞান দেখান হইয়াছে। উহাতে শ্রীভগবানের শ্রবণ মনন প্রভৃতির বৈরাগ্য, যোগ, ও সাংখ্যের জ্ঞানাঙ্গরূপে বিধান থাকায় জ্ঞানেই উহারা অন্তর্ভুক্ত। অনন্তর কর্মজ্ঞানমিশ্রা (সিদ্ধা ভক্তি) যথা—

"ফলরূপ নিমিত্ত যাহাতে নাই এইরূপ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, নির্মল আত্মার দ্বারা এবং আমার প্রতি আচরণীয় শ্রবণকীর্তনাদি-পুষ্ট তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা এবং তত্ত্বদর্শনরূপ জ্ঞান-প্রবল বৈরাগ্য, তপস্যাযোগ ও তীব্র আত্মসমাধি—এই সকলের দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি (মায়া) অভিভূত হইয়া অগ্নির উৎপত্তিস্থল অরণি কাষ্ঠের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়[২]।" ২২৬॥

১ ন তদন্তঃপাতঃ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ অরণি মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং সেই অগ্নি অরণি বা কাষ্ঠগুলিকে পুড়াইয়া নিঃশেষিত করে। তেমনি মায়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা তিরোহিত হয়।

নিমিত্তং ফলং ন তন্নিমিত্তং প্রবর্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেন। অমলাত্মনা নির্মলেন মনসা। জ্ঞানেন শাস্ত্রোত্থেন। যোগো জীবাত্মপরমাত্মনো ধ্যানং, "যোগঃ সন্নহনোপায়-ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" ইতি নানার্থবর্গাৎ। ধ্যানমেব ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকরহিতং সমাধিঃ। অত্র "সর্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্"[১] ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তরসামান্যদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রফলমিতি। ৩॥ ২৭। শ্রীকপিলদেবঃ॥

জ্ঞানমিশ্রামাহ—

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ ২২৭॥
[ভা. ১১. ১৮. ২১]

ভাবো ভাবনা। ১১॥ ১৮। শ্রীভগবান্॥

'নিমিত্ত' অর্থাৎ ফল যাহার নিমিত্ত নহে অর্থাৎ কর্মাদির প্রবর্তক নহে—অতএব নিষ্কাম কর্মের দ্বারা। নির্মল আত্মার দ্বারা' অর্থাৎ নির্মল মনের দ্বারা। 'জ্ঞানের দ্বারা' অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা। (তপস্যাযুক্ত) 'যোগ' বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যান। কোষের নানার্থবর্গে উল্লেখ আছে—যোগ অর্থে সন্নহন অর্থাৎ যুদ্ধোচিত বেশভূষাদি ধারণ, উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি ও যুক্তি—ইহাই বুঝায়। 'সমাধি' বলিতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়—এই উভয়ের জ্ঞানরহিত যে-ধ্যান তাহাই বুঝিতে হইবে। 'সকল সিদ্ধির মূলই শ্রীভগবানের চরণার্চন'—ভাগবতের এই উক্তিবশতঃ ভক্তির প্রধানতা সত্ত্বেও (কর্ম ও জ্ঞানাদির) অঙ্গ বা অপ্রধান রূপে নির্দেশ করা হইতেছে, কারণ—নিষ্কাম ধর্মাদি ও অন্য সাধনাদির সমান দৃষ্টি অভিপ্রায়েই এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব উহাদের (নিষ্কাম ধর্মাদির) মোক্ষমাত্রই ফল। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২৭তম অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥

জ্ঞানমিশ্রা (সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি) সম্বন্ধে (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন)—

"নির্জন ও নির্ভয় স্থানে অবস্থিত এবং আমার ভাবের দ্বারা বিমলচিত্ততা আশ্রয় করিয়া অবস্থিত মুনি (মননশীল ব্যক্তি) আমার সহিত অভেদরূপে কেবল আত্মাকে চিন্তা করিবেন"। ২২৭॥

—'ভাব' অর্থে ভাবনা। ইতি। একাদশ স্কন্ধে ১৮দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

১ ভা. ১০ ৮১. ১৯

[কর্মমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা ভক্তিঃ]

তদেবং কৈবল্যকামায়াং জ্ঞানমিশ্রোক্তা। অথ ভক্তিমাত্রকামায়াং কর্মমিশ্রা যথা—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
[ভা. ১১. ১৯. ১৯]

ইতি

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽবশিষ্যতে ॥ ২২৮ ॥
[ভা. ১১. ১৯. ২১-২২]

[কর্মমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা ভক্তি]

কৈবল্যকামা ভক্তি বিষয়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা এইরূপ বলা হইল। অনন্তর ভক্তিমাত্র-কামা ভক্তি বিষয়ে কর্মমিশ্রত্বের কথা, যথা—

(শ্রীভগবানের উক্তি)—'আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা,[1] নিরন্তর আমার অনুকীর্তন[2] এবং আমার পূজায় পরম নিষ্ঠা ও স্তুতিবচনসমূহের দ্বারা আমার স্তবন।'

"আমার নিমিত্ত অর্থের পরিত্যাগ, ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ, এবং ইষ্টকর্ম, দান, হোম জপ, ব্রত এবং তপঃ—সবই যদি আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই প্রকার ধর্মসমূহের দ্বারা আত্মনিবেদিগণ আমাতে ভক্তি অর্জন করে। হে উদ্ধব! (তাহাদের) আর অন্য কোন অর্থের অবশেষ থাকে না।" ২২৮ ॥

১ শ্রদ্ধা বলিতে আদর অথবা বিশ্বাস। শ্রীভগবানের কথা শ্রবণেই যে সমস্ত পুরুষার্থলাভ হয়—এই প্রকার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলিতে হইবে।

২ অনুকীর্তন বলিতে চরিতকথার ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

ইত্যন্তম্। মদর্থে মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ। ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ। সুখস্য পুত্রোপলালনাদেঃ। ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম তদপি মদর্থং কৃতং ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। ধর্মৈর্ভাগবতাভিধৈঃ। এবং কায়বাঙ্মনোভিস্তদর্থমাত্রচেষ্টাবত্ত্বেনানুষ্ঠিতৈর্ভগবদ্ধর্মৈরাত্মনিবেদিনাম্। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা"[1] ইত্যাদিন্যায়েনাস্য ভক্তিমাত্রকামস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে। সর্বোঽপ্যনাদৃতোঽপি তদাশ্রিতো[2] ভবতীত্যর্থঃ। ১১॥১৯। শ্রীভগবান্।

[কর্মজ্ঞানমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা চ ভক্তিমাত্রকামা ভক্তিঃ]

কর্মজ্ঞানমিশ্রা যথা—

'আমার নিমিত্ত' অর্থাৎ আমার ভজনের নিমিত্ত ভজনবিরোধী অর্থের (বস্তুর) পরিত্যাগ। 'ভোগ' অর্থাৎ ভোগের সাধন চন্দনাদি দ্রব্যের এবং সুখ অর্থাৎ পুত্রপালনাদি রূপ সুখের পরিত্যাগ[3]। ইষ্টাদি অর্থাৎ বেদবিহিত যে (যজ্ঞাদি) কর্ম উহা আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তির কারণ হয়। 'ধর্মসমূহ দ্বারা' বলিতে ভাগবতাখ্য ধর্মসমূহ দ্বারা। 'এই প্রকার' কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা একমাত্র শ্রীভগবানের নিমিত্ত চেষ্টাবত্তায় অনুষ্ঠিত ভগবদ্ধর্মসমূহের দ্বারা আত্মনিবেদিগণের (ভক্তি জাত হয়)। 'যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চন ভক্তি আছে (তাঁহাতে দেবতা সকল বাস করেন)'—এই ন্যায়বশতঃ সেই ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তির অন্য কোন কিছু সাধন বা সাধ্যরূপ অর্থের অবশেষ থাকেনা। এই সকল অর্থের অনাদর করিলেও উহারা তাঁহার আশ্রিত হয়—ইহাই ভাবার্থ। ইতি। একাদশ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

[কর্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা ভক্তি]

কর্ম-ও-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধে যেমন (ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন)—

১ ভা. ৫. ১৮. ১২

২ 'আশ্রিতোঽপি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ ভোগ ও সুখের সাধনরূপে এগুলিকে পরিত্যাগ করিবে—এইরূপ উপদেশ থাকিলেও শ্রীভগবানের ভজনের সহায়করূপে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই। অতএব শ্রীভগবানের পূজায় নিবেদিত চন্দনাদি এবং শ্রীভগবানের সেবায় সহায়ক পুত্রের লালন পালন—এগুলিরও পরিত্যাগ উচিত নহে।

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ।
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া ।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে ।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ।
মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ২২৯ ॥
[ভা. ৩, ২৯, ১৩-১৫]

নিষেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন চ নিষ্কামেন স্বধর্মেণ । মহীয়সা শ্রদ্ধাদিযুক্তেন । ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত-বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন । শস্তেন উত্তমদেশকালাদিমতা নিষ্কামেন চ । নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসারহিতেন । অতিশব্দঃ প্রাণাদিপীড়াপরিত্যাগফলপত্রাদি-

"অতিহিংসাবর্জিত নিত্য আচরিত অনিমিত্ত (কাম-নিমিত্তহীন) মহীয়ান্ স্বধর্মের দ্বারা, প্রশস্ত (বা শাস্ত্রবিহিত) ক্রিয়াযোগ দ্বারা এবং আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবন ও অভিবন্দনার দ্বারা এবং, আমি যে ভূতগণের অন্তর্যামী—এইরূপ ভাবনা দ্বারা, ও সত্ত্বগুণ, সঙ্গত্যাগ, মহদ্‌গণের প্রতি বহু সম্মানপ্রদর্শন, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা এবং যম ও নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা, এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণ এবং আমার নামসঙ্কীর্তন দ্বারা ও সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ এবং অহঙ্কারবর্জনের দ্বারা আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের এই সকল গুণাবলীর সাহায্যে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্র অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়।" ২২৯ ॥

'আচরিত' (নিষেবিত) অর্থে সম্যক্ অনুষ্ঠিত, 'অনিমিত্ত' অর্থাৎ নিষ্কাম স্বধর্ম—তদ্দ্বারা । 'মহীয়ান্' অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিযুক্ত । 'ক্রিয়াযোগ' বলিতে পঞ্চরাত্রাদিতে কথিত যে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপ, তাহা দ্বারা । 'প্রশস্ত' বলিতে উত্তম দেশ ও উত্তম কালাদিযুক্ত অথচ নিষ্কাম অনুষ্ঠান— তদ্দ্বারা । 'অতিহিংসাবর্জিত' অর্থাৎ অতিহিংসারহিত (কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) । অতি শব্দের

জীবাবয়বস্বীকারার্থঃ। মল্লিঙ্গ্যং মদর্চাদি। ভূতেষ্বন্তর্যামিত্বেন মস্তাবনয়া। সত্ত্বেন ধৈর্যেণ। অসঙ্গমেন বৈরাগ্যেণ চ। অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্যপরিগ্রহা যমাঃ। শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। আধ্যাত্মিকমাত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্রম্। নিরহংক্রিয়য়া গর্বরাহিত্যেন। মদ্ধর্মণঃ মদ্ধর্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্যাশয়ঃ। শ্রুতমাত্রগুণং মামঞ্জসাভ্যেতি 'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি'[১] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং ধ্রুবানুস্মৃতিং প্রাপ্নোতী-ত্যর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকশ্রবণাদিনা জ্ঞানমিশ্রত্বমপি। ৩॥ ২৯। শ্রীকপিলদেবঃ॥

অথ জ্ঞানমিশ্রা—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ ২৩০॥
[ভা. ৬. ১৬. ৫৭]

প্রয়োগ থাকায় প্রাণাদি পীড়া যাহাতে না হয় তাহার বর্জন যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ ফলপত্রাদিও যে জীবাবয়ব উহা স্বীকৃত হইয়াছে।[২] আমার প্রতিমা অর্থে আমার অর্চনাস্পদ প্রতিমা। ভূতসমূহের আমি যে অন্তর্যামী—এইরূপ ভাবনার দ্বারা। 'সত্ত্ব' অর্থে ধৈর্য—তদ্দ্বারা। 'সঙ্গত্যাগ' অর্থে বৈরাগ্য-তদ্দ্বারা। 'যম' বলিতে অহিংসা, অস্তেয় (চৌর্যশূন্যতা), ব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ। 'নিয়ম' বলিতে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধান। 'আধ্যাত্মিক শাস্ত্র' বলিতে যে শাস্ত্রে আত্মা ও অনাত্মার ভেদ বিবেচিত হয় সেই শাস্ত্র। 'অহঙ্কার বর্জনের দ্বারা' অর্থাৎ গর্বশূন্যতার দ্বারা। আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের অন্তঃকরণ (শুদ্ধ হয়)। 'গুণ শুনিবামাত্র অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়'—এই অংশটীর অর্থ এইরূপ :—'আমার গুণ শ্রবণ-মাত্র (সর্বান্তর্যামী) আমাতে (মনের অবিচ্ছিন্না গতি লাভ করে)'—এই (শ্লোকোক্ত) ধ্রুবানুস্মৃতি সে লাভ করে—বুঝিতে হইবে। এখানে আধ্যাত্মিক শ্রবণাদির উল্লেখ থাকায় (ভক্তির) জ্ঞানমিশ্রতাও[৩] প্রদর্শিত হইল। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে, শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥

অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা (ভক্তি) যথা :—

"দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহ হইতে স্বীয় তেজোবলের দ্বারা মুক্ত হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া পুরুষ আমার ভক্ত হয়"। ২৩০॥

১ ভা, ৩. ২৯. ১০। সম্পূর্ণ শ্লোক ৩৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২ বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াযোগে অতিহিংসা বর্জনীয়—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে প্রাণাদিপীড়া পরিত্যাগ করতঃ ফলপত্রাদি জীবাবয়বের প্রতি স্বল্প হিংসা করা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত অন্নাদি ও নৈবেদ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম জীবহিংসা, এবং শাক ও ফল মূল ছেদনে যে জীবাবয়বের হিংসা হয়, উহা সেবার নিমিত্ত স্বল্প হিংসা—অতএব উহা অতিহিংসা মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

৩ এইরূপ ভক্তি কেবল কর্মমিশ্র বা কেবল জ্ঞানমিশ্র নহে। কর্ম ও জ্ঞান—এই উভয়েরই মিশ্রণ ইহাতে দৃষ্ট হয়।

দৃষ্টেতি ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ৈঃ। স্বেন তেজসা বিবেকবলেন। ৬। ১৬। শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্ ॥

[কেবলস্বরূপসিদ্ধা ভক্তিঃ সকামা কৈবল্যকামা চ]

অথ কেবলস্বরূপসিদ্ধোদাহ্রিয়তে। তত্র সকামা কৈবল্যকামা চোপাসকসঙ্কল্পগুণৈস্তত্তদ্‌গুণত্বেনোপচর্যতে।

ততঃ সকামা দ্বিবিধা—তামসী রাজসী চ। পূর্বা যথা—

অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ ॥ ২৩১ ॥
[ভা. ৩. ২৯. ৭]

'দৃষ্ট' ইত্যাদি অর্থে ঐহিক এবং পারলৌকিক [১] বিষয়সমূহ। স্বীয় 'তেজোবলের দ্বারা' অর্থে বিবেকবলের দ্বারা। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীসঙ্কর্ষণ কর্তৃক চিত্রকেতুর প্রতি (উক্তি) ॥

[কেবল-স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি - সকামা এবং কৈবল্যকামা]

অনন্তর কেবল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে—উহা সকামা ও কৈবল্যকামা রূপে উপাসকের সঙ্কল্পগুণের দ্বারা সেই সেই গুণরূপে উপচরিত হয়। [২]

আবার সকামা ভক্তি দ্বিবিধা—তামসী এবং রাজসী। প্রথমটী (অর্থাৎ তামসী সকামা ভক্তি) যথা—

"হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্যের অভিসন্ধি করিয়া ভেদদর্শী অবস্থায় ক্রোধপরায়ণ যে ব্যক্তি আমাতে ভক্তি করে সে তামস [৩]।" ২৩১ ॥

১ 'দৃষ্ট' অর্থে ঐহিক এবং 'শ্রুত' অর্থে পারলৌকিক।

২ ইতঃপূর্বে ২১৭ শ্লোকাঙ্কে শ্রীভগবানের শ্রবণকীর্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থলে সকাম ও মুক্তিকামভেদে উক্ত ভক্তির যে দ্বৈবিধ্য তাহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে। অবশ্য এই প্রকার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বস্তুতঃ সকামা ও কৈবল্যকামা নহে, কিন্তু উপাসকের কামনা অনুসারে তত্তদ্ধর্ম উহাতে উপচরিত হয়। উপাসক কামনা করিয়া যদি ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি সকামা এবং মুক্তিকামনায় যদি ভজনা করেন তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি কৈবল্যকামা।

৩ অন্যের বিনাশের নিমিত্ত অথবা দম্ভের নিমিত্ত বা অন্যের পূজাদি দর্শনে মাৎসর্যবশতঃ স্পর্ধা করিয়া যে ব্যক্তি ভজনা করে—এইরূপ ত্রিবিধ ব্যক্তিই তামস। ঐরূপ ভজনকারী ভক্ত তামস বলিয়া পরিগণিত হয়—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে ভক্তি স্বয়ং নির্গুণা, কিন্তু ঐরূপ ভক্ত তামসগুণযুক্ত।

অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য। সংরম্ভী সক্রোধঃ। ভিন্নদৃক্ স্বস্মিন্নিব সর্বত্র যত্র সুখং দুঃখঞ্চ তত্তদবেত্তা নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ।

উত্তরা যথা—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ২৩২ ॥
[ভা. ৩. ২৯. ৮]

পৃথক্ মত্তোঽন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব ভাবঃ স্পৃহা যস্য ন তু ময়ীতি রাজসত্বহেতুতা দর্শিতা।

অথ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব। সা যথা—

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৩৩ ॥
[ভা. ৩. ২৯. ৯]

কর্মনির্হারং মোক্ষমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ পরমেশ্বরে যো বা কর্মার্পণং কুরুতে যো বা যষ্টব্যং সর্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব তৎপূজনং কর্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা ন তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানেন যো ভজেৎ পরমেশ্বরং পূজয়তি, অত এব পূর্ববৎ পৃথগ্‌ভাবো ভক্তেঃ পৃথগ্ মোক্ষমেব

'অভিসন্ধি করিয়া' অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া। 'ক্রোধপরায়ণ' অর্থে ক্রোধযুক্ত। 'ভেদদর্শী' অর্থাৎ নিজের ন্যায় অপরেরও যে সর্বত্র সুখ দুঃখ আছে ইহা যে ব্যক্তি জানে না অর্থাৎ অনুকম্পাবোধহীন (নির্দয়) ব্যক্তি।

দ্বিতীয়টী (রাজসী ভক্তি) যথা—

"পৃথগ্‌ভাব-যুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয়সমূহের বা যশ বা ঐশ্বর্যের অভিসন্ধি করিয়া আমার প্রতিমাদিতে অর্চনা করে সে রাজস।" ২৩২ ॥

'পৃথক্' অর্থাৎ আমা হইতে অন্য বিষয়সমূহের প্রতি 'ভাব' অর্থাৎ স্পৃহা যাহার, কিন্তু আমাতে (স্পৃহা) নাই—ইহা দ্বারা রাজস-স্বভাবের হেতু প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর, কৈবল্যকামা ভক্তি যে সাত্ত্বিকীই, (তাহার উল্লেখ) যথা—

"কর্মবিনাশ উদ্দেশ্য করিয়া পরমেশ্বরে যে ব্যক্তি কর্মফল অর্পণ করেন, বা পূজা কর্তব্য বলিয়া পৃথগ্‌ভাবযুক্ত হইয়া আমার অর্চনা করেন, তিনি সাত্ত্বিক।" ২৩৩ ॥

'কর্মবিনাশ' অর্থে মোক্ষ—উহার উদ্দেশ্যে পরমস্বরূপ অর্থাৎ পরমেশ্বরে যিনি কর্মার্পণ করেন, অথবা সকলের পক্ষে পূজা কর্তব্য—(না করিলে প্রত্যবায় হয়)—এই নিত্যবিধিবলে অবশ্য করণীয় বলিয়া যিনি কর্তব্য বুদ্ধিতে পরমেশ্বর (শ্রীভগবানের) ভজন অর্থাৎ পূজা করেন, কিন্তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে করেন না, অতএব পূর্বতন (রাজস ও তামস ভক্তের) ন্যায় 'পৃথক্' অর্থাৎ ভক্তি হইতে মোক্ষকে

পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। উত্তরস্যাপি তাৎপর্য্যং কর্মনির্হার এব ভবেদিতি। উক্তঞ্চ—"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী"[১] ইতি "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্"[২] ইতি "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থম্"[৩] ইতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্। অত্রত্যোদাহরণং যজেদিত্যুত্তরার্ধমেব।

[কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিষ্কামা নিগুর্ণা ভক্তিঃ]

অথ যস্যা এবোৎকর্ষজ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতাঃ সা ভক্তিমাত্র-কামত্বান্নিষ্কামা নিগুর্ণা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন সর্বোর্ধ্বং পূর্বমপ্যভিহিতা তামাহ—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুর্ণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

পৃথক্ জ্ঞানে পুরুষার্থরূপে যে-ব্যক্তি ভাবনা করেন—তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হন। এই পরবর্তী (সাত্ত্বিক) ভক্তের কর্মবন্ধমুক্তিরূপ মোক্ষেই তৎপরতা হইয়া থাকে। কথিত আছে—'সাত্ত্বিক হইতেছেন অনাসক্ত কর্তা', 'কৈবল্যই সাত্ত্বিক জ্ঞান', 'আত্মা হইতে জাত সুখ সাত্ত্বিক'। ইহা দ্বারা উহার (কৈবল্যজ্ঞানের) সাধন ও সাধ্য এই উভয়েরই সগুণতা। 'ভজন করে' এই (শ্লোকের) উত্তরার্ধই এখানকার (সাত্ত্বিক ভক্তির) উদাহরণ।

[কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিষ্কামা নিগুর্ণা ভক্তি]

যে ভক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই সকল ভক্তিভেদ নিরূপিত হইল সে ভক্তি কিন্তু নিষ্কামা নিগুর্ণা এবং কেবল স্বরূপসিদ্ধা, কারণ তাহাতে ভক্তিমাত্র কামনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। অকিঞ্চনাখ্যা এই ভক্তিই সকলের উর্ধ্বে বিরাজ করে এবং ইহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—

"আমার গুণশ্রবণ-মাত্র সর্বগুহাশায়ী পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে, গঙ্গাসলিল অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেমন সমুদ্রে গমন করে, তদ্বৎ মনের অবিচ্ছিন্না গতি সহকারে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি

১ ভা. ১১. ২৫. ২৫; ১৩৬ অনু, পৃ° ২০২ দ্র°।
২ ভা. ১১. ২৫, ২৩; ১৩৪ অনু, পৃ° ১৯৪ দ্র°।
৩ ভা ১১. ২৫ ২৮; ১৩৪ অনু, পৃ° ১৯৭ দ্র°।

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৩৪ ॥

[ভা. ১০. ২৯. ১০-১২]

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ন তু তত্রোদ্দেশান্তরসিদ্ধ্যভিপ্রায়েণ। প্রাকৃতগুণময়করণানাং সর্বেষাং গুহা করণাগোচরপদবী তস্যাং শেতে গুহৃতয়া নিশ্চলতয়া চ তিষ্ঠতি যস্তস্মিন্ ময়ি অবিচ্ছিন্না বিষয়ান্তরেণ বিচ্ছেত্তুমশক্যা যা মনোগতিঃ সা। অবিচ্ছিন্নত্বে দৃষ্টান্তো যথেতি। গতিরিতি পূর্বস্মাদাকৃষ্যতে নিত্যাপেক্ষাত্বৎ[১]। লক্ষণং স্বরূপম্। নন্বু তস্যা গুণশ্রুতেঃ কা বার্তা উদ্দেশ্যান্তরাভাবেন মনোগতিত্বাভাবেন চ দ্বিধাপি নির্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ। তত্রাহ—অহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা। অব্যবহিতা স্বরূপসিদ্ধত্বেন

অনুষ্ঠিত করা হয়—উহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত। সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সামীপ্য (আমার সমীপে বাস), সারূপ্য (আমার সমান-রূপ) বা একত্ব (আমার সাযুজ্য) আমি দিলেও (সেরূপ ভক্ত) জনগণ আমার সেবা ব্যতীত উহা গ্রহণ করে না। উহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে—যাহার সাহায্যে প্রাকৃত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া (ভক্ত) আমার ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে।" ২৩৪ ॥

'আমার গুণশ্রবণমাত্রে' কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে। 'সর্বগুহাশায়ী' অর্থে প্রাকৃতগুণময় করণ সমূহের (ইন্দ্রিয় সমূহের) গুহা অর্থাৎ অগোচর যে-স্থান, তথায় যিনি শয়ন করেন অর্থাৎ গোপনভাবে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিতি করেন, এমন যে আমি—তাহাতে 'অবিচ্ছিন্না' অর্থাৎ অন্য বিষয়ের দ্বারা বিচ্ছেদ বিধান সম্ভব নয়—এরূপ যে মনের গতি। অবিচ্ছিন্না গতির দৃষ্টান্ত যথা (গঙ্গাসলিলধারা) ইত্যাদি। 'গতি'—এই পূর্বোল্লিখিত শব্দটীর (গঙ্গাসলিলের) সহিত অন্বয় করিতে হইবে—যেহেতু (গঙ্গাসলিলের সহিত) ইহার নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে—(গঙ্গাসলিলের গতি নিত্যই সমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত)। 'লক্ষণ' অর্থে স্বরূপ। আচ্ছা—ভক্তিতে গুণশ্রুতির কথা কেন উঠিতেছে? (নির্গুণ ভক্তিতে) অন্য কোন উদ্দেশ্যই তো থাকিতে পারেনা এবং (প্রাকৃত) মনের গতিও তো উহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। অতএব (সগুণ ও নির্গুণ) —এই দুইপ্রকারে উহাকে নিরূপিত করা অসম্ভব। তাই উত্তরে বলিতেছেন—এই ভক্তি অহৈতুকী

[১] 'ত্বাদ্দসত্বাৎ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

সাক্ষাদ্রূপা ন ত্বারোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানাত্মিকা। তাদৃশী যা ভক্তিঃ শ্রোত্রাদিনা সেবনমাত্রং সা চ তস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। মাত্রপদেনাবিচ্ছিন্নেত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্‌যোজনানর্হত্বাৎ। "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী"[১] ইত্যাদিষু "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ"[২] ইত্যাদিভিস্তদাশ্রয়ক্রিয়াদীনাং নির্গুণত্বস্থাপনাৎ—

মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥
[ভা. ১১. ১৩. ৩৯]

ইত্যত্র তদ্‌গুণানামপ্যপ্রাকৃতত্ব-শ্রবণাদহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শয়তি। জনা মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্নন্তি। মৎসেবনং বিনেতি গৃহ্নন্তি চেত্তর্হি

অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধত্বহেতু সাক্ষাদ্রূপা কিন্তু আরোপাদিসিদ্ধত্বহেতু ব্যবধানাত্মিকা নহে[৩]। তাদৃশী যে-ভক্তি—শ্রোত্র ইত্যাদির (কর্ণ, বদন ও মন প্রভৃতির) দ্বারা উহার সেবনমাত্র হইয়া থাকে এবং ইহাই তাহার স্বরূপ। (শ্রবণমাত্র)—এই 'মাত্র' পদের দ্বারা এবং 'অবিচ্ছিন্না'—এই পদের দ্বারা মনের গতির অহৈতুকীত্বাদি সিদ্ধিবশতঃ পৃথকরূপে যোজনা উচিত নহে[৪]। 'সাত্ত্বিক হইতেছেন অনাসক্ত কর্তা'—ইত্যাদি শ্লোকে 'আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি নির্গুণ' —ইত্যাদি উল্লেখবশতঃ শ্রীভগবানের আশ্রয় ও ক্রিয়াদির নির্গুণতাই স্থাপিত হইয়াছে।

"সেই সাম্য ও অসঙ্গাদি অগুণসমূহ—(যাহা গুণের পরিণাম নহে তাহাই অগুণ)—নির্গুণ ও নিরপেক্ষস্বভাব আমাকে সর্বভূতের সুহৃৎ বলিয়া ভজনা করে।"

এই স্থলে সেই গুণসমূহেরও অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণহেতু (শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ও তাঁহার ক্রিয়াদির) যে অহৈতুকতারূপ নির্গুণতা তাহাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইল।[৫] 'জনসমূহ' অর্থে মদীয় (ভক্ত) জনসমূহ। সালোক্য প্রভৃতি প্রদান করিলেও গ্রহণ করে না—আমার সেবা ব্যতীত অর্থাৎ যদি গ্রহণ করে, আমার সেবার নিমিত্তই গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার নিজের নিমিত্ত (গ্রহণ করে) না—ইহাই

১ ভা. ১১. ২৫. ২৫ ; ১৩৫ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

২ ঐ

৩ শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মাদিরূপা যে ভক্তি তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি। ভক্তির অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত যে জ্ঞানকর্মাদি তাহা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। কিন্তু স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একমাত্র ভক্তিকেই অপেক্ষা করে, জ্ঞানকর্মাদিকে অপেক্ষা করে না। এই জন্য বিষয়ান্তরের দ্বারা ভেদ বা ব্যবধান ইহাতে সম্ভব নহে।

৪ পৃথক্‌রূপে যোজনা করিলে ভক্তি প্রাকৃত মনের বিষয়ীভূত হইয়া সগুণতা লাভ করে। কিন্তু উহা তত্ত্ববিরোধী।

৫ শ্রীভগবানের নিত্যস্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণসমূহই শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করে।

50—1830 B,

মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তি ন তু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টিঃ সমানৈশ্বর্যম্। একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীনাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গ ইত্যর্থঃ। 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি'[১] ইত্যাদেরাত্যন্তিক-প্রলয়তয়া তৎপ্রসিদ্ধেশ্চ। নমু গুণত্রয়াত্যয়পূর্বকভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেত্তস্যাপি তাদৃশধর্মত্বং স্বতঃ সিদ্ধমেবেত্যাহ যেনেতি, যেন কদাচিদপ্যপরিত্যাজ্যেন মম ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ। উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি। যথোক্তং পঞ্চমে—"যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি"[২] 'যোঽসৌ ভগবতি'[৩] ইত্যাদিকম্ "অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ"[৪] ইত্যন্তম্।

অর্থ। 'সার্ষ্টি' অর্থে সমানৈশ্বর্য। 'একত্ব' অর্থে ভগবৎসাযুজ্য এবং ব্রহ্মসাযুজ্য। (ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য)—এই দুইটীতে শ্রীভগবানে অথবা ব্রহ্মে লীন হইতে হয় বলিয়া ইহাতে তাঁহার সেবার কোন কার্য সম্ভব নয়; অতএব কোন মতেই (ভক্তগণ) ইহা (সাযুজ্যমুক্তি) গ্রহণ করে না—ইহাই তাৎপর্যার্থ।[৫] অতএব সেই (ভক্তিযোগই) আত্যন্তিক ফলরূপে অপবর্গ বলিয়া কথিত হয়। '(তোমার ভক্তগণ তোমার অনুগ্রহরূপ মোক্ষপদও) আত্যন্তিক বলিয়া গণনা করে না'—ইত্যাদি উক্তি হইতে (মোক্ষের) লয়নিবন্ধনই আত্যন্তিক ভক্তির প্রসিদ্ধি বুঝিতে হইবে। আচ্ছা—যদি বল (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই) ত্রিবিধ গুণের অতিক্রম করিয়া—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারই অপবর্গ—তাহা হইলে বলিব আত্যন্তিক ভক্তিযোগে তাদৃশ (নির্গুণ) ধর্মতা স্বতঃসিদ্ধই আছে। এই জন্যই বলিয়াছেন—'যাহা (ভক্তিযোগ) দ্বারা (ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়)' ইত্যাদি। যদ্দারা অর্থাৎ কখনও পরিত্যাজ্য নহে—এমন যে-ভক্তিযোগ, তদ্দারা আমার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত 'উপপন্ন হয়' অর্থাৎ সমর্থ হয়। যথা পঞ্চমস্কন্ধে উক্ত হয়—'(ব্রাহ্মণাদি) বর্ণের (সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থাদি) যে বিহিত তাহা (শাস্ত্রবিহিত) অপবর্গ (মোক্ষ)', কিন্তু 'যে (বিষ্ণুভক্ত) শ্রীভগবানে নানাগতির মূলকারণ যে-অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার ছেদনের উপযোগী অন্য নিমিত্তরহিত একমাত্র ভক্তিযোগলক্ষণ অপবর্গ সমাদর করে, তাহার উহাই যথার্থ অপবর্গ।

১ ভা ৩. ১৫. ৪৮

২ ভা ৫. ১৯. ১৯

৩ ভা ৫. ১৯. ২০

৪ ভা. ৫. ১৯ ২০

৫ শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তির আবশ্যকতা থাকিলেও সাযুজ্যমুক্তিতে সেরূপ কোন কার্য সম্ভব নয়। অতএব ভক্তগণ সাযুজ্যমুক্তি কোন কারণেই গ্রহণ করেন না।

অতো নিগুর্ণাপি বহুধৈবাবগন্তব্যা। এবমুক্তমেতৎ-প্রকরণারম্ভে—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥
[ভা. ৩. ২৯. ১২]

ইতি। মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ। অতঃ স্বস্য ভক্তিযোগস্যৈব মার্গেণ বৃত্তিভেদেন শ্রবণাদিনা ভাবস্যাভিমানস্য তদ্ভেদেন দাস্যাদিনা গুণানাং তমআদীনাঞ্চ তদ্ভেদেন হিংসাদিনা পুংসাং ভাবোঽভিপ্রায়ো বিভিদ্যত ইত্যর্থঃ।

অত্র মুক্তাফলটীকা চ—"অয়মাত্যন্তিকস্ততঃপরং প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যা. অন্বর্থেন ভক্তিশব্দস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ, ফললাভেন ভক্তিত্যাগাৎ"—ইত্যেষা।

অতএব নিগুর্ণা ভক্তিও যে বহুপ্রকারের ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণের প্রারম্ভে তাহাই কথিত হইতেছে—

'হে ভাবিনি (অভিপ্রায়াভিজ্ঞে)! বিশেষ বিশেষ বহুমার্গবশতঃ ভক্তিযোগও বহুবিধ বলিয়া জানিবে। নিজ নিজ স্বভাবগুণে বহু বৃত্তিবশতঃ পুরুষগণের অভিপ্রায়ের ভেদ হইয়া থাকে।' 'বহুমার্গবশতঃ' অর্থে বহু প্রকার বিশেষ বশতঃ। অতএব নিজের ভক্তিযোগেরই মার্গবশতঃ অর্থাৎ বৃত্তিভেদবশতঃ শ্রবণাদি দ্বারা 'ভাব' অর্থাৎ অভিমানভেদে দাস্যসখ্যাদি দ্বারা গুণসমূহের অর্থাৎ তমঃ আদি গুণসমূহের ভেদহেতু হিংসাদি দ্বারা পুরুষসমূহেব অভিপ্রায়ের ভেদ হইয়া থাকে [১]।

এই শ্লোকের (ভা. ৩. ২৯. ১২) মুক্তাফলটীকা যথা—'এই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক, যেহেতু ইহার উপরে আর অন্য কোন প্রকার নাই। ইহারই যথার্থ ভক্তিযোগ আখ্যা, কারণ ইহাতেই ভক্তিশব্দের অনুগতার্থতা মুখ্যভাবে রহিয়াছে। অন্যগুলিতে ফলেই অনুরাগ, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ নাই এবং তদ্বশতঃ ফললাভের প্রতি আসক্তি থাকায় ভক্তিত্যাগই হইয়া থাকে'—এই পর্যন্ত (মুক্তাফল টীকা)।

১ যাঁহারা দাস্যসখ্যাদি অভিমান লইয়া ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তিযোগ নিগুর্ণ এবং দাস্যসখ্যাদি ভেদও নানাবিধ। আবার যাঁহারা তমঃ প্রভৃতি গুণবশতঃ প্রাণিগণের হিংসার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তিযোগ সগুণ এবং রাজসিক ও তামসিক ভেদে উহা নানাপ্রকার। ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (২৩১ ও ২৩২ অঙ্কে ব্যাখ্যা দ্র°)। মনে রাখিতে হইবে—ভক্তিযোগ স্বতঃই নিগুর্ণ, কিন্তু পুরুষের অভিমান ও অভিপ্রায়ভেদে তত্তদ্‌গুণ ভক্তিতে উপচরিত হয় বলিয়া সেরূপক্ষেত্রে ভক্তিযোগ সগুণ বলিয়া প্রতীত হয়।

শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতৌ চ—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি। শতপথশ্রুতৌ—"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ-পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ" ইতি। প্রেম্ণা প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতং তস্মৈ ইত্যর্থঃ। ৩॥ ২৯। শ্রীকপিলদেবঃ॥

[বৈধী ভক্তিঃ]

তদেবং বহুধা সাধিতৈষাকিঞ্চনাত্যন্তিকীত্যাদিসংজ্ঞা ভক্তির্দ্বিবিধা "বৈধী রাগানুগা চ" [১] ইতি। তত্র বৈধী শাস্ত্রোক্তবিধিনা প্রবর্তিতা।

স চ বিধির্দ্বিবিধঃ। তত্র প্রথমঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ, তদনুক্রম-কর্তব্যাকর্তব্যানাং জ্ঞানহেতুশ্চ। প্রথমস্তূদাহৃতঃ—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥
[ভা. ১. ২. ১৪]

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'ইঁহার (শ্রীভগবানের) ভজনই ভক্তি। ঐহিক ও পারলৌকিক বাসনাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানেই মনের যে নিবেশ উহাই নৈষ্কর্ম্যরূপ (ভক্তি).' শতপথশ্রুতিতে—'সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—আত্মহিতের নিমিত্ত প্রেমের দ্বারা শ্রীহরির ভজন করিবে'। 'প্রেমের দ্বারা' অর্থে প্রীতিমাত্র কামনা দ্বারা যাহাতে আত্মহিত হয় তন্নিমিত্ত। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥

[বৈধী ভক্তি]

এই বহুপ্রকারে সাধিত অকিঞ্চনা বা আত্যন্তিকী প্রভৃতি সংজ্ঞাযুক্ত ভক্তি দ্বিবিধ—'বৈধী এবং রাগানুগা'। তন্মধ্যে বৈধী বলিতে শাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা প্রবর্তিত।[২]

সেই বিধি আবার দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটী হইতেছে প্রবৃত্তিহেতু, এবং তদনুক্রমে কর্তব্য এবং অকর্তব্যাদির জ্ঞানহেতু। প্রথমটীর উল্লেখ যথা—

'সাত্বতকুলের পতি শ্রীভগবান্‌কে নিত্য এক মনে শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা করা উচিত।'

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ২য় লহরী।

২ যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ২য় লহরী)

যে ভজনে অনুরাগ জন্মে নাই অথচ শাস্ত্রশাসনবশতঃ উহাতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই বৈধী ভক্তি। রাগানুরাগা ভক্তি ৩১১ অঙ্কে পরে দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদিনা।

দ্বিতীয়শ্চার্চনব্রতাদিগতঃ। তমাহ—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৩৫ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪৯]

নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন। অহৈতুকভক্তিযোগ এব কথং স্যাত্তত্রাহ—ভক্তিযোগমিতি।

এবং যদা স্বনিগমনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৮]

ইত্যাদ্যুক্তবিধিনা। ১১ ॥ ২৭। শ্রীভগবান্ ॥
এবমেকাদশীজন্মাষ্টম্যাদিগতোঽপি জ্ঞেয়ঃ।

[বৈধীভক্তিভেদরূপা শরণাপত্তিঃ]

অথ বৈধীভেদাঃ শরণাপত্তিশ্রীগুর্বাদিসৎসেবাশ্রবণকীর্তনাদয়ঃ। এতে চ

দ্বিতীয়টী অর্চনব্রতাদির অন্তর্ভুক্ত। সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে যে প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকারে যে আমার অর্চনা করে সে ভক্তিযোগ লাভ করে।" ২৩৫ ॥

'নিরপেক্ষ' অর্থে অহৈতুক (যে-ভক্তিযোগ)—তদ্দ্বারা। অহৈতুক ভক্তিযোগই যে এখানে উল্লিখিত তাহা কিরূপে বুঝা যায়? না, '(সে) ভক্তিযোগ (লাভ করে)'—এই উল্লেখ হইতেই বুঝিতে হইবে।

"এই প্রকারে শাস্ত্রোক্তবিধিবলে অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে ভক্তিভাবে আমার যজন করে—সেই ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাভরে অবহিত হও"

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

'এই প্রকারে' অর্থাৎ একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদিগত ব্রতাদির অনুষ্ঠানেও (অবশ্যকর্তব্যতা)—ইহাই বুঝিতে হইবে।

[শরণাপত্তিরূপা বৈধীভক্তির ভেদ]

অনন্তর বৈধীভক্তির ভেদ যথা—শরণাপত্তি, শ্রীগুরু প্রভৃতি ও সাধুজনের সেবা, এবং শ্রবণ ও

প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি। তথা শ্রবণাৎ। তত্র প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ। ষড়্‌বর্গাদ্যবিকৃতসংসারভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্যগতিঃ। ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানঃ।

অনন্যগতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন, অতিপ্রজ্ঞয়া[১] কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যাজনেন চ। পূর্বেণ যথা—

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

[ভা. ১০. ৩. ২৪]

উত্তরেণ যথা—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

কীর্তনাদিসমূহ। এইগুলির প্রত্যেকটীতে আবার দুই বা তিন কারণের সমুদয় রহিয়াছে[২]। সেইরূপই শাস্ত্রশ্রুতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শরণাপত্তি। (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই) ষড়্‌বর্গরূপ অরি কর্তৃক যে-সংসারভয়—তদ্দ্বারা বাধ্যমান ব্যক্তি অনন্যগতিক হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে। ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তিও সংসারকৃত শ্রীভগবানের বিমুখতা দ্বারা বাধ্যমান হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন (হইয়া অনন্যগতিক) হয়।[৩]

অনন্যগতিকতা দুই প্রকার দেখান হইতেছে—অন্য আশ্রয়ের অভাব কথনের দ্বারা, আর অতিপ্রজ্ঞা (বিশেষ বিবেচনা) বশতঃ অন্য প্রাপ্ত আশ্রয়ের ত্যাগ দ্বারা। প্রথমটী যথা—

'মরণধর্মা জীব মৃত্যুরূপ ক্রূর সর্প হইতে ভীত হইয়া সমস্ত লোকে গমন করিয়া কোথাও অভয় প্রাপ্ত না হইয়া কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যে তোমার চরণপদ্ম লাভ করায়, হে আদ্য (ভগবন্), নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অপগত।'

দ্বিতীয়টী যথা—

'অতএব হে উদ্ধব! তুমি চোদনা (শ্রৌত বিধি) ও প্রতিচোদনা (স্মার্ত বিধি), প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রযত্নের সহিত সর্বদেহীর

১ নাতিপ্রজ্ঞয়া—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ (চৈ. চ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ)।

৩ সাধারণ ব্যক্তি সংসারভয়ে ভীত হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে এবং ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তি ভগবানের বিমুখতা নিবারণের জন্য শ্রীভগবানে শরণ গ্রহণ করে।

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যা হি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥
[ভা. ১১. ১২. ১৩]

ইতি। চোদনাং শ্রুতিং প্রতিচোদনাং স্মৃতিমিতি টীকা চ।

শ্রীগীতাসু চ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' [1] ইত্যাদি। তস্যাঃ শরণাপত্তের্লক্ষণং—বৈষ্ণবতন্ত্রে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণস্তথা ॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

ইতি। অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্‌বিধা। তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গি শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যে তদ্ভক্তাদীনাং শরণাগতস্য ভাবস্য বা। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাং-

---

আত্মস্বরূপ একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই আমার দ্বারা তোমার অকুতোভয় সাধিত হইবে।'

ইতি। 'চোদনা' অর্থে শ্রুতি, 'প্রতিচোদনা' অর্থে স্মৃতি। ইহাই টীকা।

শ্রীগীতাতেও উক্ত হয়—'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া (আমাতে শরণাপন্ন হও)' ইত্যাদি। সেই শরণাপত্তির লক্ষণ, যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

'(ভগবদ্ভজনে) আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্যের বর্জন, (তিনি) রক্ষা করিবেন—এই প্রকার বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষয়িতৃত্বে বরণ এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ও নিজের কার্পণ্য (অর্থাৎ কাতরতা)—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।'

এই যে ছয় প্রকার শরণাগতি—উহা অঙ্গ ও প্রধানভেদে বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে রক্ষয়িতৃত্বে বরণই প্রধান; কারণ, শরণাগতি শব্দের সহিত উহা একার্থক [2]। অন্যগুলি উহার পরিকর বলিয়া অঙ্গ। আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বলিতে শ্রীভগবানের ভক্তদিগের, শরণাগত জনের বা ভক্তিভাবের (আনুকূল্যসঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যবর্জন)। '(তিনি) রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাস বলিতে

১ ভ গী. ১৮. ৬৬

২ শরণ অর্থে রক্ষক—রক্ষকরূপে প্রাপ্তিই শরণাগতি। অতএব রক্ষকরূপে বরণ বা স্বীকার এবং শরণাগতি—উভয়ই একার্থবোধক। এই হেতু গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ রক্ষয়িতৃত্বরূপে বরণই অঙ্গী বা প্রধান। আনুকূল্যের সঙ্কল্প প্রভৃতি অন্যান্য পাঁচটী তাহার সহকারী বলিয়া অঙ্গ।

স্ত্র্যধীশস্তত্রাস্মদীয়বিমৃশে ন কিয়ানিহার্থঃ”[১]—ইত্যাদিপ্রকারঃ। আত্মনিক্ষেপঃ “কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি” ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তপ্রকারঃ। যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে চাষ্টাক্ষরস্য নমঃশব্দব্যাখ্যানে—

অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভবঃ শেতে তৎকর্মৈব সমাচরেৎ॥

অত এব ব্রহ্মবৈবর্তে—

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্বতরাশয়ঃ॥

‘(সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসময়ে) ত্রিলোকের অধীশ্বর শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—এ বিষয়ে আমাদের বিচার করিয়া কোন ফল নাই’—ইত্যাকার (বিশ্বাস)[২] বুঝিতে হইবে। আত্মসমর্পণ বলিতে—‘হৃদিস্থিত কোন দেবকর্তৃক আমি যেরূপ কর্মে নিযুক্ত হই—সেইরূপই আচরণ করিব’—এই গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত প্রকার। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষরমন্ত্রের নমঃ শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে (আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত) যথা—

‘মকার অহঙ্কার, নকার হইল উহার নিষেধক। অতএব ‘নমঃ’ শব্দের দ্বারা ক্ষেত্রীর (জীবের) স্বাতন্ত্র্য প্রতিষিদ্ধ হইল। এই জীব ভগবৎপরতন্ত্র. তাহার নিজের জীবন তাঁহারই অধীন। অতএব সেই জীব নিজ সামর্থ্যের বিধানসকল অশেষভাবে বর্জন করিবে। কিন্তু ঈশ্বরের সামর্থ্য থাকায় তাহার পক্ষে কিছুই অলভ্য হয় না। তাঁহাতেই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া অবস্থান পূর্বক তাঁহার কর্মেরই আচরণ করিবে।’

অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হয়—

‘অহঙ্কারনিবৃত্ত জনগণের পক্ষে কেশব দূরস্থিত নহেন। কিন্তু অহঙ্কারযুক্ত জনগণের মধ্যে পর্বতরাশির ব্যবধান (থাকায় কেশব বহুদূরবর্তী)।’

১ ভা ৩. ১৬. ৩৫। মুদ্রিত পুস্তকে “ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ” ;—এই পর্যন্ত পাঠ।

২ পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান্‌ই মঙ্গলবিধান করিবেন—এই বিশ্বাসই শরণাপত্তির মূল কথা।

অত এব তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনঃ সংসারঃ শ্রূয়তে—

> যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
> তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥
>
> [ভা. ৩. ৯. ৯]

ইতি। কার্পণ্যং—পরমকারুণিকো ন ভবেৎ পরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপর ইত্যাদি-প্রকারম্। গোপ্তৃত্বে বরণঞ্চ যথা নারসিংহে—

> ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্।
> ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

ইতিপ্রকারম্। তদপি ত্রিপ্রকারং কায়িকত্বাদিভেদেন যথোক্তং ব্রহ্মপুরাণে—

> কর্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
> ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥

তাই তৃতীয়স্কন্ধে (নবম অধ্যায়ে) ব্রহ্মস্তব প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জনের সংসার বন্ধনের কথা জানিতে পাওয়া যায়—

'হে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ মায়া দ্বারা যাহার বল প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপ দেহভাবকে ভগবানের নিকট হইতে পৃথক্‌রূপে লোকে যে পর্যন্ত অবলোকন করিবে সেই পর্যন্ত এই সংসারবন্ধতে ব্যর্থ হইলেও সে উপরত হইবে না, বরং ক্রিয়ামাত্রের (নশ্বর) ফল লাভ করিয়া সে নিজেকে দুঃখই দান করিবে।'

(আর্তিরূপ) 'কার্পণ্য' বলিতে অপরের প্রতি তিনি পরমকারুণিক নহেন বা আমার প্রতি পরম-শোচ্যতমও নহেন—এইপ্রকার বোধ। রক্ষয়িতারূপে তাঁহার বরণ, যথা নৃসিংহপুরাণে—

'আশ্রয়স্বরূপ দেবদেব জনার্দন, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম—এই বলিয়া যে-ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়, তাহাকে আমি ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।'

উহাও (শরণাপত্তি) আবার কায়িক (ও মানসিক) ইত্যাদি ভেদবশতঃ তিন প্রকারের। ব্রহ্মপুরাণের উক্তি যথা—

'কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা যাঁহারা অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারা মুক্তিফলভাগী। যম তাঁহাদের কিছুই করিতে সমর্থ হন না।'

ইতি। ব্যাখ্যাতং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥[১]

ইতি।

তদেবং যস্য সর্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা, অন্যেষান্তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘতে—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতৌঘবর্ষাৎ[২] ॥ ২৩৬ ॥
[ভা. ১১. ১৯. ৯]

শরণাগতানাং সর্বদুঃখদূরীকরণং নিজমাধুরীণাং সর্বতোবর্ষঞ্চাত্রাভিহিতম্। ১১ ॥ ১৯। উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—

'আমি তোমার—এইরূপ বাক্য যিনি বলেন এবং মনের দ্বারা সেই প্রকারই জ্ঞান করেন, এবং দেহের দ্বারা তাঁহার ধাম আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করেন, তিনিই শরণাগত।'

অতএব যাহার শরণাপত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্না তাহার শীঘ্রই শরণাপত্তির সম্পূর্ণফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যজনের পক্ষে যথাযোগ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ফলোদয় হয় বুঝিতে হইবে। এই শরণাপত্তির প্রশংসায় উল্লিখিত হয়—

"হে পরমেশ! ঘোর ভবমার্গে সন্তপ্ত ত্রিবিধ তাপে অভিহত জনের পক্ষে অমৃতধারাবর্ষী আতপত্র-স্বরূপ তোমার চরণযুগল ব্যতীত আর কোন শরণ আমি দেখিতে পাই না॥" ২৩৬॥

শরণাগতদিগের সর্বদুঃখের দূরীকরণ এবং নিজমাধুরীসমূহের সর্বভাবে বর্ষণ—এই উভয়ই এই শ্লোকে অভিহিত হইল[৩]। ইতি। একাদশ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তি॥

১ হরিভক্তিবিলাস—একাদশ বিলাসে ৪১৮ সংখ্যক শ্লোক।
২ -মমৃতাভিবর্ষাৎ—পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।
৩ যাঁহারা শ্রীভগবানের শরণাগত তাঁহাদের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং শ্রীভগবানের মাধুরীস্ফুরণ হয়।

[বৈধীভক্তিভেদরূপা শ্রীগুরুসেবা]

তদেবং শরণাপত্তির্বিবৃতা। অস্যাশ্চ পূর্বত্বং[১] তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধিঃ। তত্র শরণাপত্ত্যৈব যদ্যপি সর্বং সিধ্যতি—

শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥

ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ। তৎ-প্রসাদঃ স্বস্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥

[বৈধীভক্তিভেদরূপ শ্রীগুরুর সেবা]

এই শরণাপত্তির বিবরণ প্রদর্শিত হইল। এই শরণাপত্তিই প্রথমতঃ দরকার, কারণ—ইহা ব্যতীত তদীয়তাসিদ্ধি হয় না। যদিও শরণাপত্তি দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়—

'ধ্যান ও যোগ বিবর্জিত হইয়াও যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা অবশ্যই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সেই পরম-বৈষ্ণবপদ লাভ করেন'—

এই গরুড়পুরাণের (বচন) হইতে (উহা জানা যায়), তথাপি বিশিষ্টতা লাভের স্পৃহায় সমর্থ হইলে সেই ব্যক্তি ভগবৎশাস্ত্রের উপদেষ্টা বা ভগবন্মন্ত্রের উপদেষ্টা শ্রীগুরুবৃন্দের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবেন। কারণ, তাঁহাদের অনুগ্রহই নিজ নিজ নানা প্রতীকার-উপায়ে, অনপেনয় অনর্থসমূহের দূরীকরণে এবং পরমভগবদনুগ্রহ সিদ্ধি বিষয়ে মূল কারণ। পূর্ববিষয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুবিষয়ে সপ্তমস্কন্ধের নারদবাক্য যথা—

'সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবে, কাম বিসর্জন দ্বারা ক্রোধ নিবারণ করিবে, অর্থের অনর্থ দর্শন করিয়া লোভ জয় করিবে, আর তত্ত্ববিমর্ষণের দ্বারা ভয়কে পরাজিত করিবে। আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বিবেক দ্বারা শোক ও মোহ দূর করিবে, মহৎজনের সেবার দ্বারা দম্ভ দূর করিবে, মৌনাবলম্বন দ্বারা যোগের অন্তরায় দূর করিবে এবং কামাদিবিষয়ে চেষ্টাবর্জনের দ্বারা হিংসা

১ অস্যাশ্চাপূর্বত্বা—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥
[ভা. ৭. ১৫. ১৭-১৯]

ইতি। উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

ইতি। অন্যত্র—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

ইতি। অত এব সেবামাত্রস্তু নিত্যমেব। যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্।
কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

জয় করিবে। কৃপা দ্বারা ভূতজ দুঃখ পরিহার করিবে, দৈবোপসর্গজন্য দুঃখ সমাধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। আর আত্মজন্য বা আধ্যাত্মিক ক্লেশকে যোগবলে পরাভূত করিবে এবং নিদ্রাকে সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা দূর করিবে। অপিচ সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবে এবং ঐ সত্ত্বকে উপশম দ্বারা জয় করিবে। হে রাজন্! গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে পুরুষ ঐ সমুদয়কে অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হয়।'

পরবর্তী অর্থাৎ মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু বিষয়ে বামনকল্পে ব্রহ্মার বাক্য যথা—

'যে মন্ত্র তিনি সাক্ষাৎ গুরু এবং যে গুরু তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। যাঁহার প্রতি গুরু তুষ্ট হন তাঁহার প্রতি শ্রীহরিও স্বয়ং তুষ্ট হন।'

অন্যত্র উক্ত হয়—

'শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই ত্রাণ করেন না। অতএব সর্বপ্রযত্নের দ্বারা গুরুকেই প্রসন্ন করিবে।'

ইতি। অতএব (গুরুর) সেবামাত্র নিত্যই কর্তব্য। অন্যত্র পরমেশ্বরবাক্য যথা—

'প্রথমে গুরুকে পূজা করিয়া অনন্তর আমার সম্যক্ অর্চনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয়।'

ইতি। অত এব নারদপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥

ইত্যাদি। পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা[1] গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥

ইতি। তস্মাদন্যদ্ভজনমপি[2] নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফলপ্রসঙ্গে—

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

ইতি। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে (উক্ত হয়)—

'যিনি জ্ঞানের বক্তা বিষ্ণুভক্তকে বিষ্ণুর ন্যায় গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং বাক্য, মন ও দেহের দ্বারা তাঁহার পূজা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনি বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হন। যিনি শ্লোকের এক চরণ উল্লেখ করেন তিনি সর্বদাই পূজার যোগ্য, অতএব যিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন—তাঁহার কথা আর কি বলিব?'

পদ্মপুরাণের দেবহূতিস্তুতিতে উল্লেখ আছে—

'শ্রীহরিতে আমার যেরূপ ভক্তি আছে ঠিক সেইরূপ ভক্তি যদি আমার গুরুতেও থাকে—তাহা হইলে সেই সত্যগুণে শ্রীভগবান্ আমাকে তাঁহার নিজমূর্তি প্রদর্শন করান।'

অতএব অন্য ভজনেরও কোন অপেক্ষা নাই। তাই পুরশ্চরণ-ফল-প্রসঙ্গে আগমশাস্ত্রে উক্ত হয়—

'সিদ্ধরসের (পারদের) সংস্পর্শে তাম্র যেমন স্বর্ণ হয়—সেইরূপ গুরুর সন্নিধিবশতঃ হয়।'

১ তদ্বন্নিষ্ঠা—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
২ তস্মাদন্তভগবদ্ভজনমপি—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

ইতি। তদেতদাহ—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ২৩৭ ॥

[ভা. ১০. ৮০. ৩৪]

টীকা চ—জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অত এব তদ্ভজনাদধিকো ধর্মশ্চ নাস্তীত্যাহ—নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধর্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বনস্থধর্মেণ, উপশমেন যতিধর্মেণ বা। অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া। ইত্যেষা।

অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র পূর্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা। উক্তং ত্বেবম্—ইজ্যা পূজা। প্রজাতির্বৈষ্ণব-দীক্ষা। তপঃ সমাধি। উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি। ১০ ॥ ৮০। শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্ ॥

তাহাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়াও আমি ইজ্যা (গৃহস্থধর্ম) ও প্রজাতি (উপনয়ন) এই উভয়ের দ্বারা কিংবা তপস্যা বা উপশমের (যতিধর্মের) দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না— যেরূপ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হই।" ২৩৭ ॥

টীকা—জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য অন্য কেহ নাই—ইহাই বলা হইতেছে। অতএব তাঁহার ভজন হইতে অধিক ধর্ম যে আর কিছু নাই—তাহাই 'আমি (সন্তুষ্ট) হই না'—ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলিতেছেন। 'ইজ্যা' অর্থে গৃহস্থধর্ম, 'প্রজাতি' অর্থে প্রকৃষ্ট জন্ম যে উপনয়ন—তাহার উপলক্ষিত ব্রহ্মচারি-ধর্ম—এই উভয়ের দ্বারা। 'তপস্যা দ্বারা' অর্থে বানপ্রস্থ ধর্মের দ্বারা, 'উপশমের দ্বারা' অর্থে যতিধর্মের দ্বারা, আমি পরমেশ্বর সর্বভূতাত্মরূপ হইয়াও সেরূপ তুষ্ট হই না—যেরূপ গুরুশুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট হই। এই পর্যন্ত টীকা।

এখানে (গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত) জ্ঞান বলিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ভগবন্নিষ্ঠ এই দুই প্রকার জ্ঞান। পূর্বে সেইরূপই (ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে) ব্যাখ্যা করা হইল। (ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানের) পরবর্তী ব্যাখ্যা এইপ্রকার—'ইজ্যা' অর্থে পূজা, 'প্রজাতি' অর্থে বৈষ্ণবদীক্ষা, 'তপস্যা' অর্থে সমাধি, 'উপশম' অর্থে ভগবন্নিষ্ঠা[১]। ইতি। দশম স্কন্ধে ৮০ তম অধ্যায়ে শ্রীদামবিপ্রের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥

১ ভগবন্নিষ্ঠজ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুর প্রসঙ্গে 'নাহমিজ্যা' এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবানের উক্তির ব্যাখ্যা এইরূপ :—'পূজা, বৈষ্ণবদীক্ষা, সমাধি ও ভগবন্নিষ্ঠা দ্বারাও আমি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না, যেরূপ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।'

[গুর্বাজ্ঞয়া অন্যেষাং বৈষ্ণবাণাং সেবনং শ্রেয়ঃ]

শ্রীগুর্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চান্যেষামপি বৈষ্ণবাণাং সেবনং[১] শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষঃ স্যাৎ। যথা শ্রীনারদোক্তৌ—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥

ইতি। যঃ প্রথমং 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্'[২] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্ তাদৃশগুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবতসংকারাদাবনুমতিং ন লভতে স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্যতে। উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদি-কাভিপ্রায়েণৈব—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অত এব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ।

[গুরুর আজ্ঞায় অন্য বৈষ্ণবগণের সেবায় শ্রেয়োলাভ]

শ্রীগুরুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা মঙ্গলকর। অন্যথায় দোষ হয়। যেমন শ্রীনারদ কর্তৃক উক্ত হয়—

'গুরু নিকটস্থ হইলে যিনি অগ্রে অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়।'

যিনি প্রথমতঃ 'শব্দশাস্ত্র (অর্থাৎ বেদ) ও পরমতত্ত্ব (ব্রহ্ম) বিষয়ে নিষ্ণাত' ইত্যাদি লক্ষণসম্পন্ন গুরুকে আশ্রয় গ্রহণ করেন না, এবং মাৎসর্যাদিবশতঃ মহাভাগবত-জনের সৎকারাদি বিষয়ে তাদৃশ গুরুর অনুমতি গ্রহণ করেন না—তিনি প্রথমতঃ শাস্ত্রত্যাগী বলিয়া বিচারের অযোগ্য। উভয়বিধ সঙ্কটই তাঁহাতে নিপতিত হয়। এইরূপ অভিপ্রায়েই—

'ন্যায়রহিত ব্যক্তির সহিত যিনি বাক্যালাপ করেন এবং যিনি অন্যায়পূর্বক শ্রবণ করেন—ইঁহারা উভয়েই অক্ষয়কাল ব্যাপিয়া ঘোর নরকে বাস করেন।'—

এই শ্লোকটী শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়। অতএব তাদৃশ অন্যায়বক্তা গুরু দূর হইতে আরাধনীয়[৩]।

১ সেবনং—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই। ২ ভা. ১১. ৩. ২১

৩ অর্থাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আর উপদেশাদি গ্রহণ করিবে না, দূর হইতে প্রণাম-বন্দনাদি দ্বারা সম্মান করিবে।

বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

ইতি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদিবচন-বিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ।

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়দৃষ্ট্যা কৃপাং বিনা তস্মিন্ চিত্তারত্যা[১] চ। অথ সর্বস্যৈব ভাগবতচিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথাযোগ্যং সেবাবিধানম্।

অবশ্য বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে সেরূপ গুরু পরিত্যাজ্যই।

'কার্যাকার্য-বিবেক যাঁহার নাই এরূপ দোষলিপ্ত উন্মার্গগামী গুরুর পরিত্যাগ বিধেয়।'

ইহা স্মৃতির অনুশাসন। বৈষ্ণবোচিত ভাবের অভাব থাকিলে অবৈষ্ণবতাবশতঃ অবৈষ্ণবোচিত উপদেশ দেওয়ায় সেরূপ (গুরুর পরিত্যাগ বিধেয়) বুঝিতে হইবে। অবশ্য যথোক্ত-লক্ষণ গুরু যদি কোনস্থলে বিদ্যমান না থাকেন, তাহা হইলে যে কোন মহাভাগবত-জনের নিত্য সেবায় পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। কিন্তু তিনি যদি শ্রীগুরুরই ন্যায় সমবেশধারী এবং স্ববিষয়ে দয়ালুস্বভাব হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমাদর করা যাইবে।

'যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ—মণির ন্যায় তাহাই তাহার গুণ হইয়া থাকে[২]। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজের সদৃশ গোষ্ঠীরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।'

এই 'শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ের' বাক্য হইতে বুঝিতে হইবে যে কৃপা ব্যতীতও তাঁহাতে (মহাভাগবত-জনে) চিত্তের আসক্তিবশতঃ কৃপালুতা লাভ হয়। অতএব ভাগবত-চিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবাবিধান কর্তব্য।

১ চিন্তারত্যা—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

২ মণিস্পর্শে যেমন লৌহ স্বর্ণ হয় তদ্রূপ যাহার সঙ্গ করা যাইবে—তাহারই গুণ লাভ হয়।

[সঙ্গরূপা মহাভাগবতসেবা]

তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা পরিচর্যারূপা চ। তত্র প্রসঙ্গরূপা যথা—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২৩৮ ॥

[ভা. ১১. ১২. ১-২]

পূর্বাধ্যায়ে—

ইষ্টাপূর্তেন মামেকং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥

[ভা. ১১. ১১. ৪৭]

ইত্যনেন সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠা-জননে সাধনান্তর-সব্যপেক্ষত্বমিবোক্তম্ [১]।

[মহাভাগবতজনের সঙ্গরূপ সেবা]

মহাভাগবতজনের সেবা দুই প্রকার—প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা। তন্মধ্যে প্রসঙ্গরূপা যথা—

"(শ্রীভগবানের উক্তি)—আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে (আসন, প্রাণায়ামাদিরূপ) যোগও পারে না, তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাংখ্য বা (বর্ণাশ্রমাদি) ধর্মও পারে না; বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট বা (কূপপ্রতিষ্ঠাদিরূপ) পূর্তকর্ম—কোন কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না; দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ (দেবযজ্ঞ), ছন্দঃ (রহস্য মন্ত্র)—এসব কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না—সকল আসক্তির নিরাসক সৎসঙ্গ যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে।" ২৩৮ ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (উক্ত হয়)—

'যিনি সমাহিত হইয়া ইষ্ট ও পূর্তের দ্বারা আমার যজনা করেন, সাধুসেবার দ্বারা আমার স্মৃতি (জ্ঞান) জাগরূক করেন বলিয়া তিনি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন।'

—এই বচনে 'সাধুসেবাব দ্বারা'—এই উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে—ভক্তিনিষ্ঠা জননে অন্য সাধনাদি (ইষ্ট ও পূর্তও) যেরূপ কারণ, সাধুসঙ্গও সেইরূপ কারণ। এখানে 'ইষ্ট শব্দের'

---

১ 'ভক্তিনিষ্ঠজনে সাধনান্তরসব্যপেক্ষত্বমেবোক্তং'—হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

অত্রেষ্ট[১]শব্দেন সপ্তমস্কন্ধোক্তরীত্যাগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-চাতুর্মাস্যযাগ-পশুযাগ-বৈশ্বদেব-বলিহরণান্যুচ্যন্তে[২]। পূর্তশব্দেন সুরালয়ারামকূপবাপী-তড়াগ-প্রপা-[৩]সত্রাণ্যুচ্যন্তে[৪]। অত্র তু ইষ্টং 'হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্'[৫] ইত্যাদৌ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং পূর্তমুদ্যানোপবনাক্রীড়েত্যাদ্যুপলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্। এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণেষ্টাপূর্তেন যো মাং যজেত স মৎস্মৃতিস্তত্র সাধুসেবয়া সতাং প্রসঙ্গেন সদ্ভক্তিম্ অন্তরঙ্গভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্রাগ্নিহোত্রাদীনাং ভক্তৌ প্রবেশোঽগ্ন্যন্তর্যামিরূপ-ভগবদধিষ্ঠানত্বেনাগ্ন্যাদিসন্তর্পণাৎ। কূপায়ামাদীনাঞ্চ তৎপরিচর্যার্থং ক্রিয়মাণত্বাত্তত্র প্রবেশঃ। তদেবং সৎসঙ্গস্য সর্বাপেক্ষত্বমুক্তম্। পুনশ্চ তত্রৈব তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টফলদাতৃত্বং সর্বাপেক্ষয়া পরমসামর্থ্যঞ্চ বক্তুং পরমগুহ্যমুপদিষ্টম্।

'ইষ্ট' শব্দের দ্বারা (শ্রীভাগবতের) সপ্তমস্কন্ধোক্ত রীতি অনুসারে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও পশুযাগ এবং বৈশ্বদেব ও বলিহরণ কর্মসমূহের নির্দেশ বুঝিতে হইবে। 'পূর্ত' শব্দের দ্বারা দেবালয়, উপবন, উদ্যান, কূপ, বাপী, তড়াগ, প্রপা (পানীয়শালা) ও অন্নসত্রসমূহ নির্দিষ্ট হইতেছে। এখানে 'ইষ্ট' বলিতে 'হবির্দ্বারা অগ্নিতে আমাকে যজন করিবে' ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে অগ্নিহোত্রাদিরূপে উপলক্ষিত (ভগবদারাধনারূপ) ক্রিয়াবিশেষ; এবং 'পূর্ত' বলিতে উদ্যান, উপবন, ক্রীড়োদ্যান ইত্যাদিরূপে উপলক্ষিত (ভগবদারাধনারূপ) প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। অতএব শ্লোকটীর ব্যাখ্যা এইরূপ:—পূর্বোক্ত প্রকার ইষ্ট ও পূর্তের দ্বারা যে ব্যক্তি আমার যজনা করে, সে আমার স্মৃতি (জ্ঞান) লাভ করে অর্থাৎ সাধুসেবার দ্বারা সজ্জনগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গবশতঃ সদ্ভক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গ-ভক্তি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্রাদি কর্মেও ভক্তির প্রবেশলাভ সম্ভব, কারণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার তৃপ্তিবিধান ও উহাতে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামিরূপ শ্রীভগবানের তৃপ্তিবিধান হয়। কূপ ও উদ্যানাদির দ্বারাও তাঁহার (শ্রীভগবানের) পরিচর্যা করা হয় বলিয়া পূর্তাদি ক্রিয়ায় ভক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রকারে সৎসঙ্গের অন্য ক্রিয়াদির সাপেক্ষতা বলা হইল। আবার, সৎসঙ্গ যে স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট ফলদানে সমর্থ, এবং সকলের অপেক্ষা উহারই যে পরমসামর্থ্য—এই পরম গূঢ় তত্ত্বও বলা হইতেছে—যথা—

১ তত্রেজ্যা°—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ ভা ৭ ১৫. ৪৮-৪৯ দ্র°। শ্লোক দুইটী যথা:—

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ।
পূর্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদি-লক্ষণম্।

৩ 'প্রপান'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৪ ভা. ৭. ১৫. ৪৯ শ্লোকের শেষ দুই চরণ। ৫ ভা. ১১. ১১. ৪২

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥
[ভা. ১১. ১১. ৪৮]

ইতি। এতাদৃশমহিমত্বেনানুক্তত্বাৎ তদেতৎপরমগুহ্যত্বমাহ—ন রোধয়তীতি। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। দক্ষিণা দানমাত্রম্। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। যথা সৎসঙ্গো মামবরুন্ধে বশীকরোতীতি তথা যোগো ন বশীকরোতি ন চ সাংখ্যমিত্যাদি-কোঽন্বয়ঃ। ততস্তেঽপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্বন্তীত্যর্থলব্ধের্ভগবৎপরা এব জ্ঞেয়া ন চ সাধারণাঃ। অত এব চ ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনীতি টীকাকারাঃ। ন চৈতাবতৈষাং নিত্যানাং বৈষ্ণব-ব্রতানামকর্তব্যত্বং প্রাপ্তমেকস্য ফলাতিশয়সামর্থ্যপ্রশংসয়েতরস্য নিত্যত্বনিরাকরণা-যোগাৎ। যথা কর্মাধিকারিণঃ

(শ্রীভগবানের উক্তি)—'হে যদুনন্দন! অনন্তর এই পরম গুহ্য তত্ত্ব শ্রবণ কর—এই গোপন তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, কারণ তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।'

(সৎসঙ্গের) এতাদৃশ মহিমা আছে বলিয়াই ইহার অনুবৃত্তি করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে। এই পরমগুহ্য তত্ত্বখ্যাপনে বলিতেছেন—('যোগ বা তত্ত্বজ্ঞান আমাকে তেমন) বশীভূত করে না (যেমন করে সৎসঙ্গ)'। 'ত্যাগ' অর্থে সন্ন্যাস। 'দক্ষিণা' অর্থে দান মাত্র। 'যজ্ঞ' অর্থে দেবপূজা। 'ছন্দঃসমূহ' অর্থে রহস্যমন্ত্রসমূহ। 'সৎসঙ্গ আমাকে যেপ্রকার বশীভূত করে, যোগ আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না এবং সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) ইত্যাদিও (তেমন বশীভূত করিতে পারে না)' এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। অতএব তাহারা (যোগ, সাংখ্য ইত্যাদি) যে কিছুটা আমাকে বশীভূত করে—এইপ্রকার অর্থস্থাপনের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে উহারা যখন ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—(তখনই কিছুটা বশীভূত করিতে পারে)। কিন্তু সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে (বশীভূত করিতে) সমর্থ হয় না। অতএব 'ব্রতসমূহ' অর্থে একাদশী ব্রত প্রভৃতি—ইহাই টীকাকারগণের ব্যাখ্যা। কিন্তু ইহা দ্বারা নিত্য বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের অকর্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না, কারণ (সৎসঙ্গরূপ) এক অনুষ্ঠানের অতিশয় ফলসামর্থ্যের প্রশংসা দ্বারা অন্য ব্রতাদির নিত্যত্বনিরাকরণরূপ অন্য অর্থের যোগ্যতা নাই।[১] যেমন কর্মাধিকারিগণ—

১ যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয় তাহাই নিত্যকর্ম। একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত নিত্যকর্ম। সৎসঙ্গ যেমন বশীভূত করিতে পারে—একাদশী প্রভৃতি ব্রত সেইরূপ করিতে পারে না—এইপ্রকার উক্তির দ্বারা সৎসঙ্গের প্রশংসা ও শক্তির আধিক্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রতের নিত্যত্ব হানি হয় না।

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্বযজ্ঞভুক্।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥

[ভা. ৭. ১৪. ১৫]

ইতি শ্রুত্বাপি পূর্বোক্তমগ্নিহোত্রাদিনা যজেত ইতি বিধিং ন পরিত্যক্তুং শক্নুবন্তি তদ্বৎ ভক্ত্যধিকারিণশ্চ যথা 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' [১] ইতি শ্রুত্বাপি দীক্ষানন্তরং নিত্যতয়া প্রাপ্তাং ভগবৎপূজাং ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি তদ্বদিতি। অত এব

ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎ ফলং ভুঞ্জতাং কলৌ ॥

ইত্যপি ন বাধকম্। একাদশ্যাদৌ হি নিত্যত্বেঽপ্যানুষঙ্গিকমেব মহাফলকত্বং তত্র তত্র মতম্। অত এব নিত্যত্বরক্ষণার্থমপি তাদৃশং বৈষ্ণবং ব্রতমবশ্যমেব কর্তব্যমিত্যাগতম্। নিত্যবৈষ্ণবব্রতত্বাদিকঞ্চৈকাদশ্যাদেরর্চনপ্রসঙ্গে কিঞ্চিদ্দর্শয়িষ্যামঃ। অত এব পূর্বাধ্যায়ে

'সর্বযজ্ঞভোক্তা ভগবান্ বিপ্রমুখে হুত হবির্দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হন, হে রাজন্! অগ্নিমুখে হুত হবির্দ্বারা তাঁহার তাদৃশ তৃপ্তি হয় না।'

এই উপদেশ শুনিয়াও 'অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা যজ্ঞ করিবে' এই পূর্বোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিতে যেমন সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভক্তির অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা 'আমার ভক্তজনের পূজাই সমধিক'—এই (শ্রীভগবানের) উপদেশ শুনিয়াও দীক্ষার পর নিত্যকর্মরূপে বিহিত ভগবৎপূজা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না—এইপ্রকার (বৈষ্ণব-ব্রতাদি বিষয়েও) বুঝিতে হইবে। অতএব—

'ছয়মাস উপবাসের দ্বারা যে ফল লাভ হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য আহার করিলে কলিযুগে সেইরূপ ফললাভ হয়'—

এই উপদেশও (ভক্ত জনের পূজাবিধির) বাধক নহে। একাদশী প্রভৃতি ব্রত নিত্যকর্ম হইলেও আনুষঙ্গিকরূপে মহাফল দান করে—ইহা সেই সেই শাস্ত্রের অভিমত। অতএব উহাদের নিত্যত্ব রক্ষার নিমিত্ত ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ বৈষ্ণবব্রত অবশ্যই কর্তব্য। নিত্য বৈষ্ণবীয় ব্রত ইত্যাদি ও একাদশী প্রভৃতি বিষয়ে অর্চনবিধির আলোচনাপ্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য প্রদর্শিত হইবে। পূর্বতন (একাদশ) অধ্যায়ে (শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন—'আমার বেদরূপে আদিষ্ট ধর্মাধর্মের)

[১] ভা. ১১. ১৯. ১৯

টীকাকারৈরপি 'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্' [১] ইত্যত্র "বিদ্ধৈকাদশী-কৃষ্ণৈকাদশ্যু-পবাসানুপবাসানিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো [২] যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্মাস্তান্ সন্ত্যজ্য" [৩] ইত্যর্থ ইত্যুক্তম্। প্রথমে চ শ্রীভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে 'ভগবদ্ধর্মান্' [৪] ইত্যত্র "হরিতোষণা-দ্দাদশ্যাদি-নিয়মরূপান্" [৫] ইতি ব্যাখ্যাতম্। 'ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি' [৬] ইত্যত্র তৃতীয় একাদশ্যাদীনীতি। অত এব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রতস্য শ্রীমদম্বরীষস্য সচ্ছিরো-মণেরাচারদর্শনায় তদেব নিশ্চীয়ত ইতি।

[সৎসঙ্গেন ভগবদ্বশীকরণম্]

অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। বশীকরণমত্র দ্বিবিধং—মুখ্যং গৌণঞ্চ। তত্র মুখ্যেন প্রেম লভ্যতে।

গুণ এবং দোষগুলি এই প্রকার ভালভাবে জানিয়া (উহা ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন—তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ')—(এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে) টীকাকার (শ্রীধরস্বামিপাদ) এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'বিদ্ধা একাদশী তিথিতে উপবাস, কৃষ্ণা একাদশীতে অনুপবাস ও অনিবেদিত বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম—উহা ত্যাগ করিয়া [৭] (যিনি ভজন করেন, তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ)।' প্রথম স্কন্ধে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে '(ভীষ্ম) যে-সকল ভগবদ্ধর্ম (বিবৃত করিয়াছেন)' বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহার ব্যাখ্যাতেও টীকাকার বলিয়াছেন—'শ্রীহরির যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই দ্বাদশী প্রভৃতি নিয়মব্রতরূপ (ভগবদ্ধর্ম)। আবার, '(বিদুর পৃথিবী-পর্যটনকালে) শ্রীহরির তুষ্টিসাধক ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন'—এই তৃতীয় অধ্যায়ের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে তিনি একাদশী প্রভৃতি (ব্রতাচরণ) করিয়াছিলেন। তাই, সাধুগণের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীমদম্বরীষ শ্রীভগবৎ-মহাপ্রসাদের একনিষ্ঠ ব্রতধারী হইয়াও যে (একাদশীব্রতের) আচার পালন করিয়াছিলেন [৮] তাহা দ্বারাই (উক্ত একাদশী) ব্রতের নিশ্চয়কর্তব্যতা জানা যায়।

[সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবদ্বশীকরণ]

অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয় অনুসরণ করিতেছি। ভগবদ্বশীকরণ দ্বিবিধ—মুখ্য এবং গৌণ; তন্মধ্যে (সাধুসঙ্গরূপ) মুখ্যের দ্বারা প্রেমলাভ হয়। (তাই উক্ত হয়)—

---

১ ভা. ১১. ১১. ৫২

২ -শ্রদ্ধাদয়ো—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ ভা ১১. ১১. ৩২ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্র°।

৪ ভা ১. ৯. ২৪

৫ ভা. ১ ৯ ২৪ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্র°।

৬ ভা ৩. ১ ১৮

৭ বৈষ্ণবমতে দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্বথা পরিত্যাজ্য। যদিও স্মার্তমতে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে পুত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষিদ্ধ "একাদশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বিনশ্যতি", তথাপি বৈষ্ণবের পক্ষে যেমন শুক্লা, তেমনি কৃষ্ণা একাদশীও কর্তব্য—"যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা"। অতএব এখানে কর্মত্যাগ অর্থে ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্মের ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

৮ ভা ৯. ৪ অধ্যায় দ্র°।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

[ভা. ৫. ৬. ১৮]

ইতি ন্যায়েন। অত এব গৌণেনান্যৎ ফলম্। অত্র মুখ্যং শ্রীগোপ্যাদৌ, গৌণং বাণাদৌ। উত্তরত্র বশীকরণত্বং ফলদানোন্মুখীকরণতয়োপচর্যতে। তদেতদ্বশীকরণে দৃষ্টান্তমাহ—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যা শূদ্রাস্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে॥ ২৩৯॥

[ভা. ১১. ১২. ৩-৬]

'হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ)! যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) কখনও দান করেন না।'

সুতরাং গৌণের দ্বারা (প্রেমভক্তি ভিন্ন) অন্য ফল লাভ হয়। তন্মধ্যে মুখ্যের উদাহরণস্থল শ্রীব্রজগোপী প্রভৃতি এবং গৌণের উদাহরণস্থল বাণ[১] প্রভৃতি। দ্বিতীয় অর্থাৎ গৌণ বিষয়ে যে বশীকরণতা, উহা ফলদানকার্যে উন্মুখীকরণরূপ উপচরিত হয়। সেই বশীকরণের দৃষ্টান্ত উক্ত হয়, যথা—

"সৎসঙ্গের দ্বারা দিতিপুত্রগণ, যাতুধানগণ, মৃগ ও খগবৃন্দ, গন্ধর্ব, অপ্সরোবৃন্দ, কালিয়াদি নাগগণ, সিদ্ধ চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধরগণ, এবং মনুষ্যবৃন্দের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ—যাঁহারা রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া সেই সেই যুগে আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এমন বহু জন; আবার ত্বাষ্ট্র (বৃত্রাসুর) কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৃষপর্বা, বলি, বাণ প্রভৃতি, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ (জাম্ববান্), গজ, গৃধ্র (জটায়ু), বণিক্পথ, ব্যাধ (ধর্মব্যাধ), কুব্জা, ব্রজে আগত গোপীবৃন্দ[২] এবং যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞপত্নীগণ (বেদাধ্যয়ন, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদি না করিয়াই সৎসঙ্গবশতঃ) আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ২৩৯॥

---

১ বাণাসুরের প্রতি শ্রীভগবানের যে অনুগ্রহ উহা মহাদেবের কৃপায় সংঘটিত হয়। ভা. ১০. ৬৩ অধ্যায় দ্র°।

২ ইঁহারা ব্রজে সমাগত সাধারণ গোপীবৃন্দ।

দৈতেয়াস্তদুপলক্ষিতাসুরদানবাশ্চ। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। তজ্জাতিষু দিগ্দর্শনং ত্বাষ্ট্রেত্যাদি। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রাসুরঃ। বৃত্রাসুরস্য সৎসঙ্গঃ প্রাগ্জন্মনি শ্রীনারদাঙ্গিরসোঃ সঙ্গঃ শ্রীসঙ্কর্ষণ-সঙ্গশ্চ প্রসিদ্ধঃ। কায়াধবঃ কয়াধুপুত্রঃ প্রহ্লাদঃ। অস্য গর্ভে শ্রীনারদসঙ্গঃ। আদিশব্দ-গৃহীতান্ পূর্বোক্তজাতিক্রমেণ কতিচিদ্ গণয়তি বৃষেতি। বৃষপর্বা দানবঃ। অয়ং হি জাতমাত্র মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তো বভূবেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। বলেঃ শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গঃ শ্রীবামনসঙ্গশ্চ। তদনন্তরমেব ভক্ত্যুদ্বোধদর্শনাৎ। বাণস্য বলি-মহেশ-ভগবৎসঙ্গঃ। অস্য ভুজকর্তনানন্তরং জ্ঞাতবিষ্ণুমহিম্নো মহাভাগবত-মহেশপ্রাপ্তিরেব [1] স্বপ্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে। ময়ো দানবঃ। অস্য [2] সভানির্মাণাদৌ পাণ্ডবসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। অন্তে তৎপ্রাপ্তিস্তু জ্ঞেয়া। বিভীষণো যাতুধানঃ। অস্য হনূমৎসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। সুগ্রীবাদ্যা গজান্তা মৃগাঃ। তত্র ঋক্ষো জাম্ববান্। অস্য ভগবৎসঙ্গঃ। গজো গজেন্দ্রঃ।

'দিতিপুত্রগণ' অর্থে অসুর, দানব ইত্যাদিও উপলক্ষিত। 'যাতুধানগণ' অর্থে রাক্ষসগণ। সেই রাক্ষসজাতির (দৃষ্টান্তস্বরূপ) দিগ্দর্শন—যেমন 'ত্বাষ্ট্র প্রভৃতি'। 'ত্বাষ্ট্র' অর্থে বৃত্রাসুর। বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মে যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, উহা শ্রীনারদ ও অঙ্গিরসের সঙ্গবশতঃ, এবং শ্রীসঙ্কর্ষণের সঙ্গবশতঃ—ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। 'কায়াধব' অর্থে কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ, ইনি যখন গর্ভে অবস্থিত ছিলেন, তখন শ্রীনারদের সহিত ইঁহার সঙ্গ হয়। ('দানব ইত্যাদি')—এই স্থলের আদি শব্দের দ্বারা গৃহীত পূর্বোক্ত (দৈত্য-দানব) জাতিক্রমে কয়েকটীর উল্লেখ হইতেছে, যথা—'বৃষপর্বা' ইত্যাদি। বৃষপর্বা দানব। জন্মিবামাত্র মাতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় ইনি মুনিকর্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন—এইরূপ অন্য পুরাণে প্রসিদ্ধি দেখা যায়। বলিরাজের শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত এবং শ্রীবামনের সহিত সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গের পরই তাঁহার ভক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। বাণরাজার বলিরাজ, মহেশ ও শ্রীভগবানের সহিত সঙ্গ হয়। ইহার (সহস্র) হস্ত (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধে) কর্তিত হইবার পর বিষ্ণুমহিমা জ্ঞাত হওয়ায় মহাভাগবতস্বরূপ মহেশের প্রাপ্তিই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। 'ময়' নামক দানব। সভানির্মাণাদি কার্যে ইনি পাণ্ডবসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ লাভ করেন, পরিশেষে তাঁহাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) লাভ করেন বলিয়া জানিতে হইবে। 'বিভীষণ' নামক রাক্ষস। ইঁহার হনূমান্ ও শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গ হয়। সুগ্রীব হইতে আরম্ভ করিয়া গজেন্দ্র পর্যন্ত পশুগণের (ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল)। তন্মধ্যে 'ঋক্ষ' অর্থে জাম্ববান্। ইঁহার ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল। 'গজ'

---

[1] 'প্রাপ্তিরেব'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

[2] 'তস্য'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

অস্য পূর্বজন্মনি সৎসঙ্গ উন্নেয়ঃ,[1] উত্তরজন্মান্তে ভগবৎসঙ্গশ্চ। গৃধ্রো জটায়ুনামা খগঃ। অস্য শ্রীগরুড়দশরথাদিসঙ্গঃ শ্রীসীতাদর্শনং শ্রীভগবদ্দর্শনঞ্চ। গন্ধর্বাদীংস্তু নতি-প্রসিদ্ধ[2]-ত্বেনানুদাহৃত্য মনুষ্যেষু বৈশ্যাদীনুদাহরতি। বণিক্‌পথস্তুলাধারঃ। অস্য ভারতে জাজলিমুনিগন্ধর্ব[3]-প্রসঙ্গে প্রোক্তমহিম্নঃ সৎসঙ্গোঽন্বেষণীয়ঃ। ব্যাধো ধর্মব্যাধঃ শূদ্রোঽন্ত্যজোঽপি। অত্রাদিবারাহে কথেয়ম্—ক্বচিৎ প্রাচীনকলিযুগে বসুনাম্না বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা প্রাগ্‌জন্মনি মৃগভ্রান্ত্যা নিহতো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রাপঞ্চিকবিষ্ণুলোকগমনসময়ে তচ্ছরীরং প্রবিষ্টঃ, পুনশ্চ তস্য তদ্ভোগান্তে রাজতাং প্রাপ্তস্য দেহাৎ তৎকর্তৃকব্রহ্মপারাখ্য-স্তবপাঠতেজসা নির্গতস্তৎকৃতধর্মব্যাধসংজ্ঞো হিংসাতিশয়বিমুখঃ পর্যবসানে দৃষ্টনীলাদ্রিনাথস্তঞ্চ স্তুতবান্. প্রাপ্ততদালিঙ্গনস্তৎসাযুজ্য-মবাপেতি, কুব্জায়া ভগবৎসঙ্গঃ পূর্বজন্মনি চ নারদসঙ্গ ইতি মাথুরহরিবংশপ্রসিদ্ধম্। গোপ্যোঽত্র সাধারণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণব্রজে তদানীং বিবাহাদিনা সমাগতাঃ। আসাং

বলিতে গজেন্দ্র। ইহারও পূর্বজন্মে সৎসঙ্গ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে এবং পরজন্মের শেষে ভগবৎসঙ্গ লাভ হয়। 'গৃধ্র' বলিতে জটায়ু নামে খগ (পক্ষী)। ইনি শ্রীগরুড় ও দশরথাদির সঙ্গ করেন এবং শ্রীসীতা ও শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন। গন্ধর্বাদি বিষয়ে প্রসঙ্গ না থাকায় (বিশিষ্ট) উদাহরণ প্রদর্শন না করিয়া মনুষ্যগণমধ্যে বৈশ্য প্রভৃতির উদাহরণ দিতেছেন। 'বণিক্‌পথ' বলিতে তুলাধার নামক বৈশ্য। ইহার সম্বন্ধে মহাভারতে জাজলিমুনি-গন্ধর্বপ্রসঙ্গে মহিমা কথিত হওয়ায় সৎসঙ্গ অনুসন্ধেয়। 'ব্যাধ' বলিতে ধর্মব্যাধ। তিনি শূদ্র এবং অন্ত্যজও। এ সম্পর্কে আদি বরাহপুরাণের আখ্যায়িকা এইরূপ—কোন এক প্রাচীন কলিযুগে বসুনামক বিষ্ণুভক্ত এক রাজা পূর্বজন্মে মৃগভ্রম এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন। সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুলোকে গমনের সময় সেই রাজার শরীর মধ্যে প্রবেশ করেন। পরে তাঁহার সেই ভোগকাল অতীত হইলে তিনি যখন পুনরায় রাজা হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মপারাখ্যরূপ স্তবপাঠের শক্তির দ্বারা তাঁহার দেহ হইতে সেই ব্রহ্মরাক্ষসকে বাহির করিয়া দিলেন। ঐরূপে (দেহ হইতে) নির্গত (ব্রহ্মরাক্ষস) তৎকৃত ধর্মব্যাধ আখ্যা লাভ করিয়া হিংসাতিশয়-বিমুখ হইয়া শেষকালে নীলাচলদেব দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তব করেন; এবং তদ্বশতঃ উক্ত দেবতার আলিঙ্গনলাভে সমর্থ হইয়া তাঁহার সাযুজ্য লাভ করেন। কুব্জার শ্রীভগবানের সহিত সঙ্গ হয় এবং পূর্বজন্মে শ্রীনারদের সহিত সঙ্গ হয়—এইরূপ মাথুর হরিবংশে প্রসিদ্ধি আছে। 'গোপীবৃন্দ' বলিতে এখানে সাধারণ গোপীবৃন্দ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে

১ ইহা হস্তলিখিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

২ 'প্রসঙ্গ' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ 'গর্ব' মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

তন্নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপো ভগবৎসঙ্গশ্চ। যজ্ঞপত্নীনাং শ্রীকৃষ্ণ-গুণরূথক-লোকসঙ্গস্তৎসঙ্গশ্চ। অপরে দৈত্যেয়াদয়োঽন্যে চ। তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্ত-সাধনাভাবমাহ—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ২৪০ ॥
[ভা. ১১. ১২. ৭]

নাধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা যৈঃ। কিঞ্চ অকৃতব্রতা অকৃততপস্কাশ্চ। পূর্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্জন্মাদৌ সাধনান্তরং যত্তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্মব্যাধাদীনাস্তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। সৎসঙ্গশব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়াদীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাপ্যতে। উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধিত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ সৎসঙ্গপ্রকরণে স্বসঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্ত, পুরা ভাগবতসঙ্গেনৈব

বিবাহাদিবশতঃ সমাগত হন। সেই গোপীবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত সঙ্গ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ ভগবৎসঙ্গও হয়। যজ্ঞপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-লীলার কথকবৃন্দের সহিত এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গ হয়। 'অপর' বলিতে দিতিপুত্রগণ ও অন্য সকলেও (তদ্রূপ সৎসঙ্গ লাভ করেন)। ইঁহাদের সকলের সৎসঙ্গব্যতীত অন্য প্রকার সাধন যে কিছু ছিল না—তাহা উল্লিখিত আছে, যেমন—

"ইঁহারা শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই, বা তন্নিমিত্ত মহত্তম উপাধ্যায়বৃন্দের উপাসনা করেন নাই, ব্রত বা তপস্যাও কিছু অনুষ্ঠান করেন নাই, কেবল সৎসঙ্গবশতঃই আমাকে লাভ করিয়াছিলেন।" ২৪০ ॥

শ্রুতিসমূহ যাঁহাদের দ্বারা অধীত হয় নাই, এবং তাহার নিমিত্ত মহত্তম উপাধ্যায়গণের উপাসনা করেন নাই যাঁহারা, কিংবা কোন ব্রত বা তপস্যা অনুষ্ঠান করেন নাই যাঁহারা—ইঁহারা সেইরূপ। অবশ্য পূর্বের উক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নাদিকে ভগবৎপ্রীণনরূপেই গ্রহণ করা উচিত। অতএব এই বৃত্রাসুর প্রভৃতির পূর্বজন্মাদিতে যদিই বা কোন অন্য সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাও যে সৎসঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল—এই অভিপ্রায়েই—'আমার সঙ্গের ঐ প্রকার ফল'—ইহাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মব্যাধ প্রভৃতি অনেকের (সঙ্গসিদ্ধ-সাধনান্তরও ছিল না)—কেবল সৎসঙ্গই হইয়াছিল—ইহাই বুঝিতে হইবে। এখানে 'সৎসঙ্গ' শব্দের দ্বারা আমার সঙ্গ এবং আমার সম্বন্ধীয় ভক্ত জনগণের সঙ্গ অভিহিত হইতেছে। উভয় স্থলেই আমার সম্বন্ধিত্ব—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। শ্রীভগবান্ নিজেও সৎ বলিয়া সৎসঙ্গ প্রকরণে তাঁহার নিজ সঙ্গও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভাগবত (ভক্ত)

ভগবৎকৃপা ভবতীত্যুক্তং তত্তু তৎসাম্মুখ্যজন্মন্যেব। অত্র তু স এব ভাগবতসঙ্গঃ সাধনবিশেষত্বেনোচ্যত ইতি ন দোষঃ। যদি বাত্র কুত্রচিৎ সাম্মুখ্যজন্মকারণমপি ভগবৎসঙ্গো ভবেৎ তদাপ্যেবমাচক্ষ্মহে। সচ্ছব্দার্থমবতারমঙ্গীকৃত্য যৎ কদাচিৎ সর্বত্র কৃপাং বিতনোতি ভগবান্ তচ্চ সৎসম্বন্ধেনৈবেত্যতো নাভ্যুপগমহানিরিতি।

অথ মুখ্যং বশীকরণমসম্ভাবিতসাধনান্তরেণ সৎসঙ্গমাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি—

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৪১ ॥

ভা. ১১. ১২. ৭]

ভাবেন প্রকরণপ্রাপ্তমৎসঙ্গমাত্রজন্মনা প্রীত্যা। ভাবোঽত্র বশীকারমুখ্যত্বে চিহ্নম্। "বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা"[১] ইত্যাদেঃ, "ভক্ত্যাহমেকয়া

জনের সঙ্গবশতই ভগবৎকৃপা হয়—এই কথা যে পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উহা ভগবৎ-সাম্মুখ্য-জনন বিষয়েই প্রযোজ্য। এখানে কিন্তু সেই ভাগবতসঙ্গই যে সাধনবিশেষ রূপ ইহাই কথিত হইতেছে—ইহাতে কোন বিরোধাদি দোষ নাই। যদি বা কোথাও ভগবৎসঙ্গও ভগবৎ-সাম্মুখ্য-জননের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই প্রকার বলিব যে, সৎশব্দের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত তদ্রূপ অবতারবিগ্রহ অঙ্গীকার করিয়া শ্রীভগবান্ যে সর্বত্র কখনও কখনও কৃপাপ্রকাশ করেন, উহা সৎসম্বন্ধবশতই হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে সৎসঙ্গ স্বীকাররূপ সিদ্ধান্তের হানি হয় না।

অনন্তর (বক্তব্য এই)—যাহাতে অন্যবিধ সাধনাদির সম্পর্ক নাই—এমনতর কেবল সৎসঙ্গ দ্বারাই মুখ্য ভগবদ্বশীকরণ যেমন—শ্রীগোপী প্রভৃতির হইয়া থাকে—তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—

"(সৎসঙ্গলব্ধ) কেবল ভক্তিভাবের দ্বারা গোপীগণ, গাভীগণ, বৃক্ষসমূহ (যমলার্জুনাদি), পশুগণ, এবং অন্য যে মূঢ়ধী (তরুগুল্মাদি), ও কালিয়াদি নাগবৃন্দ অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করে।" ২৪১ ॥

'(ভক্তি) ভাব' অর্থে প্রকরণপ্রাপ্ত আমার যে সঙ্গ, কেবল তাহা হইতে জাত যে প্রীতিভাব—তদ্দ্বারা। এখানে 'ভাব'শব্দ মুখ্য বশীকরণের (অব্যভিচারী) চিহ্ন—'সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশে রাখেন, তেমনি ভক্তির দ্বারা (ভক্ত) আমাকে বশে রাখেন'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা উহা সমর্থিত হয়।

১ ভা. ৯. ৪. ৪৮

গ্রাহ্যঃ"[১] ইত্যাদেশ্চ। গাবোঽপি গোপীবদাগন্তুক্য এব জ্ঞেয়াঃ। নগা যমলার্জুনাদয়ঃ। মৃগা অপি পূর্ববৎ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ, যমলার্জুনকালিয়য়োঃ প্রাপ্তিস্তদানীন্তন-তৎক্ষণিক-ভগবৎপ্রাপ্ত্যাবশ্যম্ভাবি-নিত্যপ্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা। সিদ্ধাঃ পূর্ববদ্ দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদিভিরপ্রাপ্য এবেতি। 'যথাবরুন্ধে'[২] ইত্যত্র যথাশব্দার্থস্য পরা কাষ্ঠা। তামেব ব্যনক্তি—

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ২৪২ ॥
[ভা. ১১. ১২. ৮]

যং ভাবম্। অত্রাপি যোগাদয়ো ভগবৎপরা এব, যোগাদিভির্যত্নবানপীত্যনেন তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ। এষপি শ্রীগোপীনাং পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্—

'একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণযোগ্য'—এই উক্তিতেও (উহা সমর্থিত)। গোপীবৃন্দের ন্যায় গাভীবৃন্দও (ব্রজে) সমাগত বুঝিতে হইবে। 'বৃক্ষসমূহ' অর্থাৎ যমলার্জুনাদি বৃক্ষগণ। 'পশুগণও' পূর্ববৎ (১১ । ১২ । ৫ শ্লোকোক্ত সুগ্রীবাদির ন্যায়)। 'নাগবৃন্দ' অর্থাৎ কালিয় প্রভৃতি নাগসমূহ। যমলার্জুন ও কালিয় নাগের তদানীন্তন অর্থাৎ তৎক্ষণকালীন ভগবৎপ্রাপ্তিবশতঃ অবশ্যম্ভাবী নিত্য ভগবৎপ্রাপ্তি অপেক্ষা করিয়া তৎপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ পূর্ববৎ দ্বিবিধ (আমার এবং ভক্তের) সৎসঙ্গবশতঃ (সিদ্ধিলাভ করে)। তাঁহাদের সেই ভক্তিভাব যোগ ইত্যাদির দ্বারা অবশ্যই অনধিগম্য। '(সৎসঙ্গ) যেমন (আমাকে) বশীভূত করে'—এই উক্তিতে 'যেমন' এই শব্দের অর্থ হইতেছে (বশীভূত করিতে সৎসঙ্গেরই) পরাকাষ্ঠা। সেই (পরাকাষ্ঠাই) ব্যক্ত করিতেছেন, যথা—

"যোগ, সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) দান, ব্রত, তপঃ ও যজ্ঞসমূহের দ্বারা এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাসের দ্বারা যত্ন করিলেও যাহা অর্জন করিতে পারা যায় না।" ২৪২ ॥

'যাহা' অর্থে যে ভক্তিভাব। এখানেও 'যোগসমূহ' বলিতে ভগবৎবিষয়ক যোগাদিই বুঝিতে হইবে। 'যোগ ইত্যাদির দ্বারা যত্নবান্ হইলেও' ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় তাঁহার (শ্রীভগবানের) প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাদিরও প্রযোজ্যতা জানিতে পারা যায়। এই বিষয়ে শ্রীগোপীবৃন্দের পরম-কাষ্ঠারূপে (ভক্তিভাববশতঃ) তৎপ্রাপ্তি দেখাইবার জন্য—'অনন্তর এই পরম গূঢ়তত্ত্ব, হে যদুনন্দন,

১ ভা. ১১. ১৪. ২০
২ ভা. ১১. ১২. ২

"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন" ইত্যেতৎপূর্বোক্তপরমগুহ্যত্বস্য[১] পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং 'রামেণ সার্ধম্'[২] ইত্যাদিপ্রকরণমনুসন্ধেয়ম্। ১১ ॥ ১২। শ্রীভগবান্ ॥

এষ চ সৎসঙ্গো জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গায়ৈব কল্প্যতে ॥ ২৪৩ ॥
[ভা. ৩. ২৩. ৫১]

অধিয়া অজ্ঞানেন। যত্তু পূর্বং শ্রীনারদাদৌ মুন্যন্তর-সাধারণদৃষ্টির্নিন্দিতা তদিহাস্নিগ্ধে জ্ঞানলব-দুর্বিদগ্ধে চ জ্ঞেয়ম্। ৩ ॥ ২৩। শ্রীদেবহূতিঃ ॥

[পরিচর্যারূপা মহাভাগবতসেবা]

তদেবং মহাভাগবতপ্রসঙ্গফলমুক্তম্। তৎপরিচর্যাফলমাহ—

শ্রবণ কর'—এই পূর্বোক্ত শ্লোকে পরমগুহ্যরূপে যে যে) সৎসঙ্গজনিত প্রীতিভাবের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাতে তাঁহাদেরই পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য 'বলরামের সহিত (শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় নীত হইলে প্রীত্যনুরক্তা গোপীগণ সুখের নিমিত্ত অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিদান করিতেন না)'—এই শ্লোকোক্ত প্রকরণ এখানে অনুসন্ধেয়। ইতি। একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

এই যে সৎসঙ্গ উহা অনুশীলন করিলে জ্ঞান ব্যতীতও অর্থপ্রদ হইয়া থাকে। তাই কথিত হয়—

"বুদ্ধির অভাবে অসৎ বিষয়ে বা অসৎগণের সহিত যে সঙ্গ করা হয়, উহা সংসারগতির হেতু; কিন্তু সাধুজনের সহিত সেই সঙ্গ বিহিত হইলে উহা নিষ্কাম ধর্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।" ২৪৩ ॥

'বুদ্ধির অভাব' অর্থে অজ্ঞতাবশতঃ। পূর্বে যে শ্রীনারদাদি মুনিজনের প্রতি (অজ্ঞতাবশতঃ) তাঁহাকে অন্য মুনির ন্যায় সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছিল, তাহার নিন্দা করা হইল। অতএব স্নেহাভাববশতঃ সেস্থলে (অপরজনের প্রতি) অল্পজ্ঞানহেতু যথাযথ না-জানা-রূপ অজ্ঞতা বুঝিতে হইবে। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীদেবহূতির উক্তি ॥

[মহাভাগবতজনের পরিচর্যারূপ সেবা]

মহাভাগবতজনের সঙ্গবশতঃ যে ফললাভ হয়—তাহা এইরূপ কথিত হইল। (এক্ষণে) তাঁহাদের পরিচর্যার ফল বলা হইতেছে—

১ ভা. ১১. ১১. ৪৮
২ ভা. ১১. ১২. ৯

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥ ২৪৭ ॥
[ভা. ৩. ৭. ১৯]

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ ব্যসনার্দন ইতি। ব্যসনং সংসারঃ। যত [1] এবোক্তং 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' [2] ইতি। মম পূজাতোঽপ্যভি সর্বতোভাবেনাধিকা অধিক-মৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ। এবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

ইতি। ৩ ॥ ৭। বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥

"যাঁহাদের সেবার দ্বারা কূটস্থ ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পাদযুগলে ব্যসননাশক তীব্র রতিরাস অনুষ্ঠিত হয়।" ২৪৪ ॥

যাঁহাদের অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় মহাভাগবত জনগণের 'সেবা' অর্থাৎ পরিচর্যা দ্বারা, 'কূটস্থ' অর্থে নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদযুগলে 'রতিরাস' অর্থাৎ প্রেমোৎসব হয়। 'তীব্র' এই বিশেষণের দ্বারা প্রকৃষ্ট সঙ্গমাত্রে যে-তীব্রতা লাভ হয়—পরিচর্যা দ্বারা তাহারই বিশিষ্ট ফল সূচিত হইতেছে। 'ব্যসননাশক' এই বিশেষণের দ্বারা আনুষঙ্গিক ফল কথিত হইতেছে। 'ব্যসন' অর্থে সংসার। এই কারণেই উক্ত হয়—'আমার ভক্তের পূজা অভ্যধিকা বলিয়া জানিবে।' অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও 'অভি' অর্থাৎ সর্বতোভাবে (ভক্তি) অধিকস্থানীয়া—অর্থাৎ সমধিকরূপে আমার প্রীতিবিধান করে। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অনুরূপ (উক্ত হয়)—

'সকল দেবের আরাধনের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনই শ্রেষ্ঠ এবং হে দেবি! উহা অপেক্ষাও তদীয় ভক্তজনের আরাধন শ্রেষ্ঠ।'
ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের উক্তি ॥

১ "অত"—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।
২ ভা. ১১. ১৯. ১৯

ব্যতিরেকেণাহ—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ[১] ॥ ২৪৫ ॥

[ভা. ১০. ৮৪. ৮]

জড়ত্বাৎ কুণপে স্বয়ং মৃততুল্যে শরীরে। চিদ্‌যোগেঽপি ত্রিভির্বাতপিত্তাদিভির্দূষিত[২] ইত্যর্থঃ। ভৌমে দেবতাপ্রতিমাদৌ। যৎ যস্য। অভিজ্ঞেষু তত্ত্বাবৎসু তা বুদ্ধয়ো ন সন্তি। তত্রাত্মবুদ্ধিঃ পরমপ্রীত্যাস্পদত্বম্। স এব গোখরো গোনিকৃষ্ট উচ্যতে। যদ্বা সিন্ধুসৌবীরপ্রসিদ্ধো বন্যগর্দভজাতিবিশেষো ম্লেচ্ছজাতিবিশেষো বা স ন ত্বন্যঃ প্রসিদ্ধঃ। বিবেকিত্বাভিমানিতায়াং সত্যামপ্যবিবেকিত্বাত্ততোঽপি নিকৃষ্টত্বং তস্যেতি। ভৌম ইজ্যধীরিতি সাধারণদেবতাবিষয়কমেব পূর্বং তথৈবোপক্রান্তত্বাৎ, 'অর্চায়ামেব

ব্যতিরেকমুখে উক্ত হয়—

"(সাধুব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া) ধাতুত্রয়যুক্ত শবতুল্যে (শরীরে) যাহার আত্মবুদ্ধি এবং পত্নী ইত্যাদিতে স্ববুদ্ধি, ভূবিকারে পূজ্যত্ববুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু তত্ত্ববেত্তা জনসমূহে যাহার তাদৃশ বুদ্ধি হয় না, সে ব্যক্তি গবাদি মধ্যে খর অর্থাৎ নিকৃষ্ট" ॥ ২৪৫ ॥

জড় বলিয়া স্বয়ং শবতুল্য শরীর, তাহাতে (আত্মবুদ্ধি)। চিৎ-যোগসত্ত্বেও ত্রিবিধ বায়ু, পিত্ত (ও কফ) ইত্যাদি ধাতুর দ্বারা দূষিত (যে শরীর), তাহাতে। 'ভূবিকারে' অর্থাৎ দেবতা-প্রতিমাদিতে। যে ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার (সলিলে তীর্থবুদ্ধি)। 'তত্ত্ববেত্তা জনসমূহে' অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিসমূহে সেইরূপ বুদ্ধি (যাহার) হয় না। উহাতে অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি বলায় বুঝিতে হইবে উহা যেন পরম প্রীতির পাত্র। (যাহার এইরূপ হয়) সে নিশ্চয়ই 'গবাদি মধ্যে খর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট গরু বলিয়া অভিহিত হয়। অথবা সে সিন্ধুসৌবীররূপে প্রসিদ্ধ বন্যগর্দভরূপ জাতি-বিশেষ বা ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ; (ইহা ব্যতীত) অন্যরূপে গোখর শব্দের প্রসিদ্ধি নাই। কারণ, বিবেকী বলিয়া তাহার অভিমান থাকিলেও বিবেকাভাব বশতঃ 'গোখর' অপেক্ষাও তাহার নিকৃষ্টতা বুঝিতে হইবে। 'ভূবিকারে পূজ্যত্ববুদ্ধি' ইহা সাধারণ দেবপ্রতিমাবিষয়ে বুঝিতে হইবে; কারণ, পূর্বে সেই বিষয়েই উপক্রমবাক্য আছে, (অন্যথায়) 'যিনি প্রতিমাতে শ্রীহরির পূজা (করেন,

১ গোচর—ইহা মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
২ °পূরিত—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

হরয়ে'[১] ইত্যাদিবিরোধাচ্চ। তদেব 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন'[২] ইত্যাদিবাক্যমত্র নাবতারয়িতব্যম্। ১০ ॥ ৮৪। শ্রীভগবান্ মুনিবৃন্দম্॥

অথ মহাভাগবতসেবাসিদ্ধলক্ষণম্—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৪৬ ॥
[ভা. ৪. ৯. ১২]

পরমপ্রিয়মপি মর্ত্যং বপুঃ। যে চাদো বপুরনুলক্ষ্যীকৃত্য সুতাদয়ো বর্তন্তে তানপি ন স্মরন্তি। কে ত ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যে ত্বিতি। ৪ ॥ ৯। ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥

[বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনমুচিতম্]

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথা ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

তিনিই প্রকৃত ভক্ত)' ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই উক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব এখানে 'বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে (তাহার স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি যেমন তৃপ্ত হয়, তেমনি অচ্যুতের আরাধনাতেই সকল আরাধনা সাধিত হয়)' ইত্যাদি বাক্যের এই স্থলে অবতারণা করা উচিত নহে। ইতি দশম স্কন্ধে ৮৪তম অধ্যায়ে মুনিবৃন্দের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥

অনন্তর মহাভাগবতজনের সেবার দ্বারা সিদ্ধ ফলের লক্ষণ—

"হে কমলনাভ! আপনার চরণকমলের সৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় লুব্ধ, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা অতিশয় প্রিয় যে মর্ত্য-দেহ এবং তাঁহার অনুবর্তী সুত, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত ও কলত্র কিছুই আর স্মরণ করেন না ॥" ২৪৬ ॥

পরম প্রিয় হইলেও মর্ত্য-দেহ এবং যাঁহারা ইহার অর্থাৎ দেহের অনুবর্তী মর্ত্য-পুত্রাদি, তাহাদিগকেও স্মরণ করেন না। (যাঁহারা স্মরণ করেন না)—তাঁহারা কাহারা? এই প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'যাঁহারা (ভগবৎপদলুব্ধ ভক্তের সেবা করেন)' ইত্যাদি। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শ্রীধ্রুবপ্রিয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীধ্রুবের উক্তি ॥

[বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধন উচিত]

বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধন বিহিত হইয়াছে, যেমন ইতিহাসসমুচ্চয় গ্রন্থে—

১ ভা. ১১ ২ ৪৫
২ ভা. ৪. ৩১. ১২। অনু ৫২, পৃ° ৫৯ দ্র°।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥

ইতি। ব্যতিরেকেণাপি পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি। তত্র

সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥
[ভা. ৪. ২১. ১১]

ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিজ্জাতাবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥
[ভা. ৭. ১১. ৩২]

ইতি নারদোক্তিদৃষ্টান্তেন বা। যথোক্তং পাদ্মমাঘমাহাত্ম্যে—

'অতএব শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের পরিতোষ বিধান করিবে। উহা দ্বারাই উক্ত অনুগ্রহের ফলে শ্রীবিষ্ণু সম্মুখীন হন—ইহাতে সন্দেহ নাই।'

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ব্যতিরেকমুখে উক্ত হয়—

'যে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া তদীয় (গোবিন্দভক্ত)জনগণের পূজা করে না, সে ভগবদ্-ভক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, সে দাম্ভিক বলিয়াই গণ্য হয়।'

এ বিষয়ে যেমন—

'(পৃথুরাজ) সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধারী রাজা হইয়া অপ্রতিহত আদেশ দ্বারা শাসন করিলেও, ব্রাহ্মণকুল এবং ভগবান্ অচ্যুত যাঁহাদের গোত্রপ্রবর্তক—এইরূপ (বৈষ্ণব)জনগণকে বর্জন করিয়াই তিনি দণ্ড দান করিতেন।'

এই পৃথুরাজের চরিত অনুসারে যে কোন জাতি সত্ত্বেও বৈষ্ণবগণ যে উত্তম ব্যক্তি, ইহাই মানিতে হইবে।

'যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বলিলাম, যদি অন্য বর্ণে সেই লক্ষণ দেখিতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই বর্ণদ্বারা নির্দেশ করিও।'

এই নারদোক্তির দৃষ্টান্ত অনুসারে (উক্ত পৃথুরাজকে উত্তম বর্ণের গুণযুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে)। যেমন পদ্মপুরাণের মাঘমাহাত্ম্যে কথিত হয়—

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

অন্যথা দোষশ্রবণঞ্চ তত্রৈব—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ইতি। ভক্তিবিশিষ্ট্যে তু বৈশিষ্ট্যমপি দৃশ্যতে। যথা গারুড়ে—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়া॥

'এই জগতে শ্বপাকভোজী চণ্ডালের ন্যায় বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরও মুখ দর্শন করিবে না। আবার বর্ণবহির্ভূত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তাহা হইতে তিনি ত্রিভুবন পবিত্র করেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত এমন ভাগবত জনগণ (শূদ্র হইলেও) শূদ্র নয়, কিন্তু, সর্ববর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র—যাহারা জনার্দনের প্রতি ভক্ত নয়।'

ইতিহাসসমুচ্চয়ে উক্ত হয়—

'হে দ্বিজোত্তম! ভগবদ্ভক্তের স্মরণ করিলে, বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, বা তাঁহার পূজা করিলে তিনি যদি চণ্ডালও হন তাহা হইলেও তিনি অনায়াসে পবিত্রতা বিধান করেন।'

অন্যথায় যে দোষ হয়—তাহাও উক্ত গ্রন্থে শোনা যায়—

'ভগবদ্ভক্ত শূদ্র হউক বা নিষাদই হউক বা কুক্কুরভোজী হউক—তাহাতে প্রতিজাতি-সদৃশ (হীন) দৃষ্টিতে যিনি দেখেন তিনি নিশ্চয়ই নরক গমন করেন।'

কিন্তু ভক্তিবিশিষ্ট্য থাকিলে আরও বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। যেমন গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'আমার ভক্তজনে বাৎসল্য, তাহার পূজায় অনুমোদন, আমার কথাশ্রবণে প্রীতি এবং স্বর ও নেত্র প্রভৃতিতে (প্রেমগলিত) বিকার, বিষ্ণুর কারণে নৃত্য, তাঁহার নিমিত্ত দম্ভবর্জন, স্বয়ং

বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্।
স্বয়মভ্যর্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

ইতি। অত এবাহ ভগবান্—

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

ইতি। অত এব ভক্তি[1]মহিম্না সতা দুর্বাসসাপি শ্রীমদম্বরীষস্য তত্রৈব বন্দনাচ্চ, পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্। কিন্তু অম্বরীষস্যানভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব ব্যক্তত্বাৎ শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ ইতরবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্বথা ন মন্তব্যম্।

তাঁহার সান্মুখ্যে অর্চনা এবং যে শ্রীবিষ্ণুকে উপজীবিকার বিষয় করে না—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছজনেও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সে জ্ঞানী এবং সেই পণ্ডিত। তাহাকে দান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতেই (ভক্তিতত্ত্ব) গ্রহণ করা উচিত এবং সেই শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য।'

অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি যদি আমার ভক্ত না হয় তাহা হইলে সে আমার প্রিয় নহে। কিন্তু কুক্কুরভোজী চণ্ডালও আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হয়। তাহাকেই দান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা উচিত। আমি যেমন পূজ্য সেও তেমন পূজ্য।'

অতএব ভক্তির মহিমা জানিয়া স্বয়ং দুর্বাসাও (ক্ষত্রিয়) অম্বরীষ রাজার পাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অম্বরীষের যে অনভিপ্রেত ছিল—তাহা উক্ত স্থলেই প্রকাশিত হইয়াছে।[2] এবং শ্রীভগবান্ ও শ্রীমদুদ্ধব প্রভৃতি কর্তৃক ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বন্দনা শ্রুত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে সর্বথা সেই (সেই পাদবন্দনাদি) লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

১ জ্ঞানভক্তি°—মুদ্রিত পাঠ।

২ ভা. ৯. ৫ম অধ্যায় দ্র°।

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥
[ভা. ১০. ৬৪. ৪১]

ইতি ভগবদাদেশভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ। 'শ্বপাকমিব নেক্ষেত' ইত্যাদিকন্তু তদ্দর্শনাসক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্। দৃশ্যতে যুধিষ্ঠিরদ্রৌপদ্যাদীনামশ্বত্থাম্নি তথা ব্যবহারঃ। বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[1] ইত্যাদেঃ। যথোক্তং গারুড়ে—

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥

নচেৎ—

'হে মদীয় জনগণ! বিপ্র দুষ্কৃতকারী হইলেও তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে না, এমন কি, বিপ্র বহু অভিশাপ দিলেও বা হত্যা করিতে উদ্যত হইলেও—দ্রোহ করিবে না, বরং নিত্য তাঁহার নমস্কার করিবে।'

শ্রীভগবানের এই যে আদেশ উহার ভঙ্গজনিত দোষ ঘটে। অতএব 'চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবে না'—এই পূর্বোক্ত বিধিব দ্বারা বুঝিতে হইবে, ঐরূপ ব্রাহ্মণের মুখদর্শন বিষয়ে আসক্তির নিষেধরূপেই ইহার সমাধান।[2] অশ্বত্থামার প্রতি যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ইত্যাদির ঐ প্রকার আচরণই দেখা গিয়াছিল।[3] বিষ্ণুভক্ত জনগণের যাহারা পূজা করেন, তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুভক্ত জনগণের আচার বিচারণীয় নহে। 'সুদুরাচার হইয়াও (যাহারা আমার ভজনা করে তাহাদিগকে সাধু বলিয়া জানিবে)'। (গীতায়) এই উক্তিই উহার প্রমাণ। গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'সমুদিত সহস্রাংশুর ন্যায় মিথ্যাচার ও অনাশ্রমী হইয়াও বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত ব্যক্তিসকল লোককে (জগৎকে) পবিত্র করে।'

১ ভ. গী. ৯. ৩০

২ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দর্শনে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু দৈবাৎ দর্শনে নমস্কারাদি সম্মান প্রদর্শন করিও।

৩ অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মস্তক ছেদন করেন। অর্জুন যখন বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শিবিরে আনেন তখন দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং বন্ধন মোচনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীর বাক্য অনুমোদন করেন। ভা. ১. ৭ অধ্যায় দ্রঃ।

ইতি। তদেতদুদাহৃতমেব। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্"[১] ইত্যাদৌ। অত্র শ্বপচশব্দো যৌগিকার্থপুরস্কারেণৈব বর্ততে। ততো দুর্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ। স্ববমন্তৃত্বে তু সুতরাম্। অত এবোক্তং গারুড়ে—

> কৃষ্ণাক্ষরস্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
> প্রণামপূর্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ॥

ইতি।

তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বং "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্"[২]—ইত্যুক্তেঃ তেভ্যো মহদ্ভ্যোঽন্যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে। যথা—

> তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
> সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
> তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
> মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

তাহাই নিম্নোক্ত শ্লোকাংশে উক্ত হয়—'যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান শ্বপচ হইলেও (নামকীর্তনের তপস্যায় সে সিদ্ধ), এই কারণেই সে গরীয়ান্।' এখানে 'শ্বপচ' শব্দ যৌগিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব নিকৃষ্টজাতি এবং হীন আচার সত্ত্বেও ভক্তজনকে হীন মনে করা উচিত নয়। অতএব স্বজনের অবমাননাতে অধিকতর দোষ হয়। অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক উচ্চারিত কটুশব্দ শুনিয়াও যিনি তাঁহাকে প্রণামপূর্বক ধৈর্যের সহিত তাঁহার সহিত কথা বলেন তিনিই বিষ্ণুভক্ত।'

এই প্রকারে মহৎসেবা প্রদর্শিত হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই মহৎসেবার বিধান। যে'হেতু উক্ত হয়—'মহৎসেবাই (সংসার-) বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসমূহ সঙ্গিদিগের তমোরূপ দ্বার'। অপিচ সেই মহদ্গণ হইতে অন্য প্রকারের পরমমঙ্গল বস্তু লাভ হয়। যেমন (উক্ত হয়)—

'হে মহাভাগ! সেই সকল মহাভাগজনের মধ্যে আমার কথা আলোচিত হয় এবং সেই কথাসেবা দ্বারা মনুষ্যের পাপ বিদূরিত হয়। সেই কথাসকল যাঁহারা শ্রবণ করেন, গান করেন, এবং যাঁহারা অনুমোদন করেন তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে ভক্তি লাভ

---

১ ভা. ৩. ৩৩. ৭ ২ ভা. ৫. ৫ ২

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ২৪৭ ॥

[ভা ১১. ২৬. ২৮-৩১]

তেষু 'সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ' [১] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণেষু। ভক্তিং প্রেম। অত এবোক্তং শ্রীরুদ্রেণ—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

[ভা. ৪. ২৪. ৫৪]

ইতি। শ্রীশৌনকেনাপি—'তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গম্' [২] ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তত্রানুষঙ্গিকং ফলং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্। উপাস্যবুদ্ধ্যা শ্রয়মাণস্য

করেন। আনন্দানুভবই যাহার আত্মা, এই প্রকার অনন্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে যে সাধুজন আশ্রয় করেন, তাঁহার আর প্রাপ্তি বিষয়ে অন্য কি অবশিষ্ট থাকে? যেমন প্রজ্বলিত ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়—সেইরূপ সাধুবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণে সম্যক্ সেবা করিলে তদ্দ্বারা কর্মজাড্য, তমোরূপ অজ্ঞান ও সংসারভয় দূর হয়। ২৪৭ ॥

'সেই (মহাভাগ) সমূহের মধ্যে'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় 'নিরপেক্ষস্বভাব মচ্চিত্ত সদ্ব্যক্তিগণ'—ইত্যাদি শ্লোকোক্তি লক্ষিত সদ্ব্যক্তিগণকে বুঝাইতেছে। ভক্তি অর্থাৎ প্রেম (লাভ করে)। সুতরাং শ্রীরুদ্র কর্তৃক উক্ত হয়—

'ভগবৎসঙ্গিজনের সহিত যে সঙ্গ, তাহার ক্ষণমাত্রের সহিতও কি স্বর্গ, কি পুনর্জন্মাভাবরূপ মোক্ষও সমান বলিয়া তুলনা করি না, অতএব মরণশীল ব্যক্তিদিগের অন্য রাজ্যাদি সমূহের তুলনা সম্বন্ধে আর কি বলিব?'

'ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গের শরণমাত্রেরও সহিত স্বর্গাদির তুলনা করিতে পারি না'—এই শৌনকের উক্তিও পূর্ব্ববৎ। উহার আনুসঙ্গিক ফল দৃষ্টান্তের সহিত পূর্বে উক্ত হইয়াছে—'যেমন (অগ্নিকে সেবা করিয়া' ইত্যাদি শ্লোকে)। (শ্লোকের) 'বিভাবসু' শব্দের অর্থ অগ্নি—তাহাকে উপাস্য

১ ভা ১১ ২৬ ২৭: পূর্ব শ্লোক—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥

২ ভা. ১. ১৮. ১৩ এবং ৪. ৩০. ৩৪

হোমাত্মর্থং জ্বালয়ত ইত্যর্থঃ। তস্য তথা শীতাদিকমপ্যেতি। ভয়ং দুষ্টজীবাদিকৃতম্। তথা সাধূন্ সেবমানস্য কর্মাদিজাড্যম্। আগামি সংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। ১১॥ ২৬। শ্রীভগবান্ ॥

[অথ নামরূপগুণলীলাদিশ্রবণম্]

অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণম। তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। তত্র নামশ্রবণং যথা—

ন হি ভগবন্ন ঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ২৪৮ ॥

[ভা. ৬. ১৬. ৪০]

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফলপ্রাপ্তেরুত্তমস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভিপ্রেতম্। ৬॥ ১২। চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্॥

বুদ্ধিতে হোমাদির নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া যিনি (অগ্নি) প্রজ্বালিত করেন, তাঁহার যেমন শীতাদি দূর হয়,—'ভয়' অর্থাৎ দুষ্টজীবাদিকৃত (ভয়) দূর হয়—সেইরূপ সাধুজনগণের যিনি সেবা করেন তাঁহার কর্মাদিজাড্য, ভবিষ্যৎ সংসার ভয় এবং তাঁহার মূলস্বরূপ অজ্ঞানও বিনষ্ট হয়—ইহাই অর্থ। ইতি। একাদশ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

[অনন্তর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ প্রভৃতি]

অনন্তর (সাধ্য শব্দের মধ্যে) ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণ বলা হইতেছে। উহা নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি বিষয়ক শব্দসমূহের কর্ণে উপস্থিতি স্বরূপ। তন্মধ্যে নামশ্রবণ যথা—

"হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মনুষ্যদিগের যে অখিল কলুষ নাশ হইবে ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।" ২৪৮॥

তাদৃশ (পুক্কশ) জনেরও যখন একবার নামশ্রবণে মুক্তিফল লাভ হয়, তখন উত্তমজনের পক্ষে উহা শ্রবণবশতঃ পরমভক্তিই ফলরূপে লাভ হয়—ইহাই অভিপ্রেত। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি॥

অথ রূপশ্রবণম্—

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ
স্বপুংসাম্ ॥ ২৪৯ ॥
[ভা. ৩. ৯. ৫]

তু শব্দো 'যো নাদৃতো নবকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ' [১] ইতি পূর্বোক্তনিন্দিতানাং ভগবদ্রূপানাদরবতাং প্রতিযোগার্থনির্দেশে নির্দিস্টঃ। অনেন যেঽত্র এতদ্বিরোধিনো ভবন্তি ত এব পূর্বোক্তা অসৎপ্রসঙ্গা ইতি গম্যতে। চরণমাত্রনির্দেশো ভক্ত্যতিশয়েন। গন্ধং বর্ণাকাবাদিমাধুর্যং কর্ণবিবরৈর্জিঘ্রন্তি নাসাবিররৈঃ পরমামোদমিব তৈরাস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতির্বেদস্তদনুগামি শব্দান্তরঞ্চ সৈব বাতস্তেন প্রাপিতম্। ততঃ পরয়া চ ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়া গৃহীতচবণস্ত্বং নাপযাতুং শক্নোষি। ৩॥ ৯। ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়িনম্॥

অনন্তর রূপশ্রবণ (বিষয়ে উক্তি) যথা—

"হে প্রভো! যে-সকল ব্যক্তি কিন্তু শ্রুতিরূপ বায়ুযোগে নীত তোমার চরণপঙ্কজের সৌরভ কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন এবং পরমভক্তি সহকারে তোমার চরণ গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তোমার নিজেরই আপনার জন—হে নাথ! তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে তুমি কখনই দূরগত হও না।" ২৪৯॥

'কিন্তু' শব্দের দ্বারা—'অসৎসঙ্গকারী নরকভাক্ জনগণ কর্তৃক যিনি আদৃত হন না' এই পূর্বোক্তিবশতঃ শ্রীভগবানের রূপে যাঁহারা অনাদর প্রকাশ করেন, সেই নিন্দিত জনগণের প্রতিযোগিস্বরূপ (বিরুদ্ধ) অর্থের নির্দেশ হইতেছে। ইহার দ্বারা এখানে—যাহারা এতদ্বিরোধী তাহারাই অসৎসঙ্গকারী ইহাই জানা যাইতেছে। এখানে কেবল 'চরণ' শব্দের নির্দেশে ভক্তির আতিশয্য দেখান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। '(চরণের) গন্ধ' বলিতে বর্ণ প্রভৃতিরূপ যে মাধুর্য—উহা—কর্ণবিবরসমূহের দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করেন অর্থাৎ নাসাবিবরসমূহের দ্বারা পরমসৌরভের মত আস্বাদিত করেন—ইহাই অর্থ। 'শ্রুতি' অর্থে বেদ এবং তদনুগামী অন্য শাস্ত্রশব্দ—উহাই বায়ুরূপ, এবং তদ্দ্বারা নীত। অতএব প্রেমলক্ষণরূপ পরম ভক্তি দ্বারা তোমার চরণ যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পার না। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শ্রীগর্ভোদশায়ীর প্রতি ব্রহ্মার উক্তি॥

---

১ ভা. ৩. ৯. ৪

অথ গুণশ্রবণম্—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্ ।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥
যস্তূত্তমঃ[১]শ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ২৫০ ॥

[ভা. ১২. ৩. ১১-১২]

টীকা চ— রাজবংশানুকীর্তনস্য তাৎপর্যমাহ কথা ইমা ইতি। বিজ্ঞানং বিষয়াসারতা জ্ঞানম্। ততো বৈরাগ্যম্। তয়োর্বিবক্ষয়া। পরেয়ুষাং মৃতানাং বচোবিভূতীর্বাগ্বিলাসমাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তমাহ যস্ত্বিতি। নিত্যং প্রত্যহম্। তত্রাপ্যভীক্ষ্ণমিত্যেষা।

অত্র যৎ ক্বচিচ্ছ্রীরামলক্ষ্মণাদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রিন্যায়েন পঠ্যন্তে তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি 'নিগমকল্পতরোঃ'[২] ইত্যাদ্যনুসারেণ

অনন্তর গুণশ্রবণ যথা—

'মৃত মহাত্মস্বরূপ (রাজগণের) কথিত এই চরিতকথা জগতে তাঁহাদের যশঃ খ্যাপন করে মাত্র। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিবক্ষা দ্বারা সেই বাক্যসমূহ মৃতব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বাগ্‌বিভূতিই জানাইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব কিছু খ্যাপন করে না। কিন্তু যে উত্তমঃশ্লোকস্বরূপ শ্রীভগবানের অমঙ্গলবিনাশী গুণানুবাদ কথা পুনঃ পুনঃ গান করা হয়, লোকে শ্রীকৃষ্ণে অমল ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে উহাই নিত্য ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করেন॥" ২৫০ ॥

টীকা—কথিত রাজবংশের চরিত কীর্তনের তাৎপর্য বলিতেছেন—'এই কথা'—ইত্যাদি শ্লোকে। 'বিজ্ঞান' অর্থে বিষয়ের অসারতা জ্ঞান এবং তদ্বশতঃ 'বৈরাগ্য'—এই দুইটীর বিবক্ষা দ্বারা পরলোকগত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বাগ্‌বিভূতি অর্থাৎ বাক্যের বিলাসমাত্রই প্রকাশ পায়; কিন্তু (উহাতে) পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থের উপযোগী কোন বিষয় কথিত হয় না—ইহাই অর্থ। পুরুষদের উপাদেয় পরমার্থ কি—তাহাই—'যে (নিত্য উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ করে)' এই শ্লোকটীতে বলিতেছেন। 'নিত্য' অর্থে প্রত্যহ, এবং উহা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ (শ্রবণ করিবেন)—এই পর্যন্ত টীকা।

এখানে যে কোথাও বৈরাগ্যবিবক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণাদিও সেই সেই রাজগণের

১ ভা ১. ১. ৩

২ যস্তূত্তমঃ'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

সর্বস্যৈব প্রসঙ্গস্য রসরূপত্বং তথাপি ক্বচিৎ সাক্ষাদ্ভক্তিময়-শান্তাদিরসরূপত্বং ক্বচিত্তদুপ-করণশান্তাদিরসরূপত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভক্তিরসেষ্বপি তারতম্যমিতি। গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ। তদ্‌গুণকীর্ত্তেঃ স্বভাব এবাসাবিতি শ্রীগীতাস্বপি দৃষ্টম্ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ" [১] ইত্যাদৌ। অত্র মহাভাগবতা-নামপি ভগবত ইব গুণশ্রবণং মতম্।

> তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।
> অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্॥
>
> [ভা. ১. ১৬. ৬]

ইতি শৌনকোক্তেঃ। যদ্যপ্যত্র গুণশব্দেন রূপলীলয়োরপি সৌষ্ঠবং গৃহ্যতে তথাপি

মধ্যে ছত্রিন্যায়[২] অনুসারে পঠিত হয়—তাহার নিরাস করা হইতেছে। অতএব যদিও 'বেদরূপ কল্পতরুর (রসময় ফল এই ভাগবত শাস্ত্র)'—এই উক্তি অনুসারে সকল (ভাগবত-শাস্ত্র-কথিত) বিষয়াদিরই রসরূপতা, তথাপি কোথাও সাক্ষাৎভক্তিময় শান্ত (ও সখ্য, বাৎসল্য) ইত্যাদিরূপে রসরূপতা, কোথাও তাহার (ভক্তির) উপকরণরূপ যে শান্তাদি তাহার রসরূপতা সমর্থনযোগ্য। সেই সেই ভক্তিরসসমূহেও নিশ্চয়ই তারতম্য রহিয়াছে। (উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের) 'গুণসমূহ' অর্থাৎ কারুণ্যাদি গুণসমূহ। তাঁহার গুণকীর্তনের ইহাই স্বভাব—ইহা গীতাদিতেও কথিত হয়—'হে হৃষীকেশ! তোমার গুণকীর্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়—ইহা যথার্থই'—(গীতার) এই উক্তিতেও ইহা জানা যায়। এখানে শ্রীভগবানের ন্যায় মহাভাগবতজনেরও গুণশ্রবণ বিধেয়—বুঝিতে হইবে।

'হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রিত বৃত্তান্ত বলিবার থাকে তাহাই আমাদিগকে বলুন, অথবা তাঁহার পদকমলের মধু যাঁহারা আস্বাদন করেন সেই সাধুগণের কথা বলুন।'

এই শৌনকের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায়। যদিও উপরের শ্লোকে 'গুণ' শব্দের দ্বারা রূপ ও লীলার সুষ্ঠুতাই গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তথাপি উহাদের প্রাধান্য নির্দেশ করিবার নিমিত্ত পৃথকরূপেও

১ ১৩ ৩৬

২ 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'—ছত্রধারী পুরুষগণ যাইতেছে—এই উক্তি সাধারণভাবে ছত্রধারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে উক্ত হয়। যদি দুই একজন উহাদের মধ্যে ছত্রহীন অবস্থায় গমন করেন, তাহা হইলেও সংখ্যাধিক্য অনুসারে 'ছত্রী' শব্দের দ্বারা সকলেরই গমন বোঝায়। ইহাই হইল 'ছত্রিন্যায়'। রাজবংশের লোকদের চরিত কথায় পরমার্থের জ্ঞান হয় না এবং সেই রাজাদের চরিত-মধ্যে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবানের কথাও আছে এবং ছত্রিন্যায় অনুসারে উহাদের চরিত-কথাতেও পরমার্থের জ্ঞান হয় না—এইরূপ মতের নিরাস করা হইতেছে।

তৎপ্রাধান্যনির্দেশাৎ পৃথগ্‌গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ভক্তিং প্রেমাণম্। অমলাং কৈবল্যাদীচ্ছারহিতাম্। ১২ ॥ ৩। শ্রীশুকঃ ॥

কিঞ্চ—

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২৫১ ॥

[ভা. ৫. ১২. ১৩]

মুমুক্ষোরপি কিং পুনর্ভক্তিমাত্রেচ্ছোঃ। সতীং মুমুক্ষাদ্যন্যকামনারহিতাম্। তদন্যা তু ব্যভিচারিণীতি ভাবঃ। ৮ ॥ ১২। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥

ব্যতিরেকেণ চ—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেতে বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ২৫২ ॥

[ভা. ১০. ১. ৪]

রূপ এবং লীলার উল্লেখ হইয়া থাকে। ইহাই পরবর্তী শ্লোকস্থল হইতে জানিতে হইবে। 'ভক্তি' অর্থে প্রেম—(উহাই লাভ করিয়া থাকে)। 'অমল ভক্তি' অর্থে কৈবল্য বা মুক্তিরূপ-ইচ্ছা-রহিত। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি।

আরও (উক্ত হয়)—

"যে যে স্থলে গ্রাম্য কথার বিঘাতক উত্তমঃশ্লোক (শ্রীভগবানের) গুণানুবাদস্তুতি নিরন্তর সেবিত হয়, সেখানে উহা মুমুক্ষু ব্যক্তির বসুদেবনন্দনের প্রতি সৎ-মতি দান করে।" ২৫১ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিরও যখন সৎ-মতি দান করে, তখন ভক্তি-মাত্র ইচ্ছুক ব্যক্তির যে (সুমতি) দান করিবে তাহাতে আর কি (বলিবার) আছে? 'সৎ-মতি' বলিতে মুমুক্ষাদি অন্য-কামনা-রহিত-মতি। অতএব উহা হইতে অন্য যে (মুমুক্ষাদিযুক্ত) মতি—তাহার ব্যভিচারই (অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধের অভাব) বুঝিতে হইবে। ইতি। অষ্টম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে রহূগণের প্রতি ব্রাহ্মণ (জড়ভরতের) উক্তি ॥

নিষেধমুখে উক্ত হয়—

"বিষয়-তৃষ্ণা-রহিত মুক্তগণ কর্তৃক গীয়মান এবং (মুমুক্ষুগণের পক্ষে) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ ও বিষয়িগণের পক্ষে) কর্ণ ও মনের রমণীয় উত্তমঃশ্লোক (শ্রীভগবানের) গুণানুবাদ শ্রবণ হইতে পশুঘাতী ব্যতীত এমন কে আছে যে বিরত হয়?" ২৫২ ॥

নিবৃত্তেত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ মুক্তমুমুক্ষুবিষয়িজনানাং গ্রহণম্। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। তস্য হি—

রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধো মা জীব মা মর॥

ইতি ন্যায়েন বিষয়সুখেঽপি তাৎপর্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমস্তি—বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে। পরমমূঢ়ত্বাৎ[১] সামর্থ্যং নাস্ত্যেব। যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্রতাৎপর্যং স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্নশব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্যাদিকগুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্রতৎপর ইতি। ততো রসগ্রহণাভাবাদ্ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি। উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্যম্। যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য—

'বিষয়-তৃষ্ণারহিত'—ইত্যাদি তিনটী বিশেষণের দ্বারা (যথাক্রমে) মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী জনগণের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। 'পশুঘাতী' অর্থে ব্যাধ। তাহার সম্বন্ধে (উক্ত হয়)—

'হে রাজপুত্র! তুমি চিরজীবী হও, হে মুনিপুত্র! তুমি বাঁচিয়া থাকিও না, হে সাধুজন! তুমি বাঁচিয়া থাক অথবা মরিয়া যাও, কিন্তু হে ব্যাধ! তুমি বাঁচিয়া থাকিও না এবং মরিও না।'

এই নীতি অনুসারে[২] ব্যাধের বিষয়সুখেও তাৎপর্য নাই। এ বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই। বিশেষতঃ অত্যন্ত মূঢ় বলিয়া শ্রীভগবানের কথারসজ্ঞানে তাহার সামর্থ্যই নাই। অথবা ইহাও বলা যায় যে—যে-ব্যক্তি দৈত্যস্বভাব-সম্পন্ন—তাহার নিন্দামাত্রেই তৎপরতা, অতএব 'পশুঘাতী' শব্দের দ্বারা হিংসকত্ব-স্বভাববশতঃ দৈত্যস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। ব্যাধও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্যাদি গুণ বিবেচনা না করিয়া হিংসামাত্রেই তৎপর হয়। অতএব রসগ্রহণের (যোগ্যতার) অভাববশতঃ ঠিকই বলা হইয়াছে যে—'পশুঘাতী জন ব্যতীত (এমন কে আছে যে ভগবানের গুণশ্রবণে বিরত হয়?)'। উভয় প্রকারে (পশুঘাতী অর্থে ব্যাধই হউক অথবা দৈত্যস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিই হউক)—শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জনগণের প্রতি গালিপ্রদানই এই (ব্যাধ) শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি—

১ পরমগূঢ়ত্বাৎ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ রাজপুত্র দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে বলিয়া ঐহিক বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ তাহার দীর্ঘজীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। মুনিপুত্রের বিষয়াদিতে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাবশতঃ মুক্তিই তাহার কামনা। অতএব সংসারদুঃখের অবসানরূপ মুক্তি পাইতে হইলে মৃত্যুই তাহার কাম্য। সাধু ব্যক্তি ইহলোক অথবা পরলোক সর্ব অবস্থায় ভগবদ্ভজনানন্দেই বিভোর থাকেন। অতএব জীবন ও মরণ তাঁহার নিকটে কোনটীতেই ভেদ নাই। কিন্তু ব্যাধ প্রভৃতি পশুহিংসক ব্যক্তির জীবনে বিষয়সুখের অভিজ্ঞতা নাই—সৌন্দর্যাদি রসেরও অনুভবসামর্থ্য নাই, এবং জীবহিংসাবশতঃ উহার জীবন কল্যাণের বিরোধী ও মৃত্যুতেও তাহার নরক গতি। অতএব জীবন ও মরণ—উভয়ই ব্যাধের পক্ষে সার্থকতাহীন।

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥
[ভা. ৩. ১৩. ৫০]

ইতি। ১০ ॥ ১। শ্রীরাজা শ্রীশুকম্ ১ ॥

অথ লীলাশ্রবণম্—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উভয়ত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং
ন কুর্যাৎ ॥ ২৫৩ ॥
[ভা. ২. ৩. ১২]

যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশম্? আ সর্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। যতো যত্র যাসু কথাসু তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ তৎপ্রসাদহেতুর্বিষয়ানাসক্তিশ্চ। কিং বহুনা? তৎফলং যৎ কৈবল্যং তদপি। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ। সম্মতঃ পন্থাঃ প্রাপ্তিদ্বারং যত্র

'অহো! মনুষ্যেতর ব্যতীত পুরুষার্থসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পুরাবৃত্তসমূহের মধ্যে শ্রীভগবানের সংসারবিমোচিনী কথারূপ সুধা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া বিরত হয়?'

ইতি। দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে রাজার প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ॥

অনন্তর লীলাশ্রবণ—

"শ্রীহরির কথা শ্রবণে যে জ্ঞান হয় তাহাতে (রাগাদি) গুণতরঙ্গসমূহের নিবৃত্তি, আত্মপ্রসাদ এবং তদ্বশতঃ বিষয়াদিতে অনাসক্তি উদিত হয় ও কৈবল্যসম্মত পথ অধিগত হয়— এবং তাহারই ফলে অনন্তর ভক্তিযোগ লাভ হয়। অতএব এবংবিধ হরিকথায় কে না পরিতৃপ্ত হইবে?" ২৫৩ ॥

'যে' অর্থাৎ হরির যে কথাসমূহে জ্ঞান হয়—উহা কীদৃশ? না—'আ' অর্থাৎ সম্যক্, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ উপরত হয় যে রাগাদি গুণতরঙ্গ অর্থাৎ গুণসমূহ যাহা (যে জ্ঞান) হইতে। 'যেহেতু' যাহাতে অর্থাৎ যে কথাসমূহে তদ্ধেতু আত্মার প্রসন্নতা এবং তদ্ধেতু বিষয়ের অনাসক্তি হয়। বহু আর কি বলিব? উহার ফল যে কৈবল্য তাহাও লাভ হয়; কারণ, উক্ত হয়—'প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মভূত হয়'—এবং ঐরূপ উক্তি অনুসারেই তাহা বলিতে হইবে। কৈবল্যসম্মত পথ অর্থাৎ প্রাপ্তির দ্বার

১ শ্রীরাজানং শ্রীশুকঃ—মুদ্রিত পুস্তকের এই পাঠ অসাধু (ভ. গী.)।

সঃ প্রেমাখ্যো ভক্তিযোগোঽপি। যাসু শ্রুতমাত্রাসু তত্তদনপেক্ষ্যৈব ভবতি তাসু হরিকথাসু তচ্চরিতেষু কঃ শ্রবণসুখেন নির্বৃতঃ সন্ অন্যত্রানির্বৃতো বা রতিং রাগং ন কুর্যাৎ। ২॥ ৩। শ্রীশুকঃ॥

কিং বহুনা? এতদর্থমেবাস্য মহাপুরাণাবির্ভাব ইতি "ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্" [১] ইত্যাদৌ 'সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্' [২] ইত্যাদৌ চ বর্ণিতম্।

[ভগবল্লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ]

সা চ লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ। তয়োরুত্তরা তু প্রশস্ততরেত্যাশয়েনাহ—

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষানমুক্রমিষ্যেত ইমান্ সুপেশান্॥ ২৫৪॥

[ভা. ২. ৬. ৪৬]

যাহাতে—সেইরূপ প্রেমাখ্য ভক্তিযোগও লাভ হয়। যে (ভগবদ্বিষয়ক) কথাসমূহের শ্রবণমাত্রই নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল হইয়া থাকে, সেই হরিকথাসমূহে অর্থাৎ তাঁহার চরিত-কথাসমূহে কে এমন আছে, যে শ্রবণসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং অন্য বিষয়ে অতৃপ্ত হইয়া উহাতেই রতি অর্থাৎ অনুরাগ না করিয়া থাকে? ইতি। দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

বেশী আর কি বলিব? ইহার (এই ভগবৎকথার) নিমিত্তই এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের যে আবির্ভাব, তাহাই—'শ্রীভগবানের অমল যশঃ প্রায়শঃ তুমি বর্ণনা কর নাই—(বলিয়া তোমার চিত্তের অপ্রসন্নতা)' এবং 'সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) দ্বারা শ্রীভগবানের সেই লীলা স্মরণ করিয়া উল্লেখ কর'—ইত্যাদি (ব্যাসের প্রতি নারদের) বচনে বর্ণিত হইয়াছে।

[শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা এবং লীলাবতার-বিনোদরূপা]

সেই লীলা দ্বিবিধ—সৃষ্ট্যাদিরূপা এবং লীলাবতার-বিনোদরূপা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টী যে প্রশস্ততরা—সেই অভিপ্রায়ে উক্ত হয়—

"হে ঋষি (নারদ)! ভূমাপুরুষের লীলাবতারসকল—যাহাদের বিষয় প্রধানরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই কর্ণকষায়শোষণ সুশোভন অবতারসকলের কথা তোমার নিকটে যথাক্রমে বলিব—তুমি সেই কথামৃত সম্যক্ পান কর।" ২৫৪॥

১. ৫. ৮ ২ ভা. ১. ৫. ১৩

যদ্যপি পূর্বম্ 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' [1] ইত্যাদিগ্রন্থেন পুরুষং কালাদি-তচ্ছক্তিং মন আদিতৎকার্যং ব্রহ্মাদিতদ্গুণাবতারান্ দক্ষাদিতত্তদ্বিভূতীংশ্চোক্তবানস্মি, তেন চ সৃষ্ট্যাদিলীলাঃ, তথাপি যান্ হে ঋষে পুরুষস্য ভূম্নো লীলাবতারান্ প্রাধান্যেন আমনন্তি তানেব ইমান্ মম হৃদয়াধিরূঢ়ান্ কর্ণকষায়শোষান্ তদিতরশ্রবণরাগহন্তৄন্ কিঞ্চ সুপেশান্ পরমমনোহরান্ অনুক্রমিষ্যে। তদনুক্রমেণ আ সম্যক্ পীয়তাম্। ২ ॥ ৬ । শ্রীব্রহ্মা নারদম্।

'এবং দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়' [2] ইত্যাদৌ বেদস্তুতাবপি তচ্ছ্লাঘা দ্রষ্টব্যা। অত এব প্রথমে 'ভাবয়ত্যেষঃ' [3] ইত্যাদৌ 'লীলাবতারানুরতঃ' [4] ইতি তদ্বিশেষণং দত্তম্। তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥
[ভ. গী. ৪ ৯]

যদিও পূর্বে 'প্রকৃতির প্রবর্তক পুরুষই পরম আদ্য অবতার' ইত্যাদি শ্লোকে পুরুষ এবং কালাদি পুরুষের শক্তি, মনঃ প্রভৃতি ও তাঁহার কার্য, ব্রহ্মাদি গুণাবতার এবং দক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে বিভূতির কথা বলিয়াছি—এবং তাঁহার দ্বারা যে সৃষ্ট্যাদি লীলাসমূহ হয়—তাহাও বলিয়াছি, তথাপি হে ঋষে! ভূমাপুরুষের যে লীলাবতারসমূহকে প্রধানভাবে বর্ণনা করা হয়—'সেই' এই আমার হৃদয়ে অধিরূঢ় 'কর্ণকষায়শোষণ' অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্যবিষয়ে শ্রবণানুরাগের বিনাশক এবং 'সুশোভন' অর্থাৎ পরম মনোহর অবতারসমূহের কথা যথাক্রমে বলিব; তাহা যথাক্রমে 'আ' অর্থে সম্যক্ পান কর। ইতি। দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥

'দুর্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই প্রকারে (আপনার লীলামূর্তি আবিষ্কৃত)'—এই বেদস্তুতিতেও উহার (লীলাবতারের) প্রশংসা দ্রষ্টব্য। অতএব (শ্রীভাগবতের) প্রথম স্কন্ধে 'এই (শ্রীভগবান্ লোকসকলকে) প্রতিপালন করেন'—ইত্যাদির বর্ণনায় 'লীলাবতারে অনুরত'—এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীভগবদ্গীতায় (শ্রীভগবানের উক্তি)—

'হে অর্জুন! আমার (স্বেচ্ছাকৃত) এই প্রকারে জন্ম এবং অলৌকিক (জগৎপালনরূপ) কর্ম যে-ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে, সে দেহ পরিত্যাগ করিবার পরে আর পুনর্জন্ম লাভ করে না।'

১ ভা. ২ ৬ ৪০
২ ভা ১০. ৮৭. ১৭
৩ ভা. ১. ২. ৩৩
৪ ভা. ১ ২. ৩৩ শ্লোকের ৩য় চরণ।

ইতি। এষা খলু মর্ত্যশরীরমপি পার্ষদভাবেন জিতমৃত্যুকং বিদধাতি। যথাহ—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্ধ্ন্যঙ্‌ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ২৫৫ ॥
[ভা ৩. ৫. ১৮]

মনিনা শ্রীনারদেন। অতস্তেন ভগবদবতারকথাপি তং প্রতি শ্রাবিতাস্তীতি গম্যতে। তেন শরীরেণৈব মৃত্যুজয়ঃ পার্ষদত্বঞ্চোক্তং—

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম ॥
[ভা. ৪ ১২ ২৯]

ইতি। ৩ ॥ ১৪। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

এই (লীলাবতার) কথা মরণধর্মা শরীরের ও মৃত্যুজয় সংঘটিত করিয়া (শ্রীভগবানের) পার্ষদভাব (পার্ষদতনুভাব) বিধান করে। যেমন কথিত হয়—

"হে বীর! তুমি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ, যে-হেতু মরণশীল জীবগণের মৃত্যুপাশ-বিমোচনী শ্রীভগবানের অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিতেছ—মুনি (নারদ) কর্তৃক বর্ণিত যে কথায় উত্তানপাদ-নন্দন (ধ্রুব) বালক হইয়াও মৃত্যুর মস্তকে পাদনিক্ষেপ করিয়া (সশরীরে) বিষ্ণুপদে আরোহণ করিয়াছিল।" ২৫৫ ॥

'মুনি' অর্থাৎ শ্রীনারদ, তৎকর্তৃক। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে সেই (নারদ কেবল উপদেশই দান করেন নাই), শ্রীভগবানের অবতারকথাও শোনাইয়াছিলেন। এই শরীরেই যে মৃত্যুজয় এবং পার্ষদত্ব লাভ হয়—তাহাও কথিত হইয়াছে—

'(ধ্রুব) তাহার পর বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্তৃক আনীত বিমান প্রদক্ষিণ ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তাহার অভ্যর্চনা করিয়া স্বস্ত্যয়ন করণান্তর হিরণ্ময় রূপ ধারণপূর্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।'

ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি।

[ভগবৎপরিকর-নামগুণ-শ্রবণমপি কর্তব্যম্]

তদেবং নামাদিশ্রবণমুক্তম্। অত্র তৎপরিকরশ্রবণমপি জ্ঞেয়ম্—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নম্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥
[ভা. ৩. ১৩. ৪]

ইত্যাদৌ। তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণম্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠুভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্।

[শ্রীভগবানের পরিকরবৃন্দেরও নামগুণ প্রভৃতির শ্রবণ কর্তব্য]

এই প্রকারে (পূর্বে) শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণের কথা বলা হইল। উহাতে তাঁহার পরিকরবৃন্দেরও যে নামাদি শ্রবণ কর্তব্য—ইহাও জানা যায়।

'যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিদ্যমান—তাঁহাদের সেই সেই গুণাদির শ্রবণই পুরুষের চিরকালের শ্রমার্জিত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের যথার্থ ফলস্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া থাকে।'

এই প্রসঙ্গে যদিও (নাম ও গুণ এই উভয়ের মধ্যে) যে কোন একটীর দ্বারাই এবং পাঠক্রমের বিপরীতভাবেও (অর্থাৎ প্রথমতঃ গুণশ্রবণ, পরে নামশ্রবণ দ্বারা) সিদ্ধি লাভ হয়, তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নামশ্রবণের অপেক্ষা রহিয়াছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণ বশতঃ (অন্তঃকরণে) রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রকাশ পায় এবং রূপ সম্যক্ উদিত হইলে গুণসমূহের স্ফূর্তি হয়। অতএব সেই নাম, রূপ ও গুণসমূহ এবং তাহার পরিকরসমূহ (অন্তঃকরণে) স্ফুরিত হইলেই লীলাসমূহের সম্যক্‌ভাবে স্ফুরণ হয়—এই অভিপ্রায়েই এইরূপ সাধনক্রম [১] লিখিত হইল। এই প্রকার কীর্তন [২] ও স্মরণ সম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

১ প্রথমতঃ নামশ্রবণ, অনন্তর রূপশ্রবণ, পরে গুণের স্ফুরণ, তাহার পর লীলা স্ফুরণ।

২ অর্থাৎ প্রথম কীর্তন, পরে রূপের স্ফুরণ; অনন্তর গুণের স্ফূর্তি, অবশেষে লীলাস্মৃতি।

ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তচ্চ দ্বিবিধম্—মহদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্যমানঞ্চেতি। তত্র শ্রীভাগবতমুপলক্ষ্য পূর্বং যথা—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৫৬ ॥

[ভা. ১. ৩. ৪০]

অত্র তন্মাহাত্ম্যসূচনার্থমেব তৎকর্তৃকত্ববচনম্। ১॥ ৩। শ্রীসূতঃ ॥

যথা বা 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্'[১] ইত্যাদৌ। অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষণত্বেন শ্রীলীলাশুকাদ্যাবির্ভাবিতকর্ণামৃতাদিগ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্তব্যাঃ।

অথ মহৎকীর্ত্যমানং যথা—

যদি মহতের মুখ হইতে (নামরূপাদির) শ্রবণ হয়, তাহা হইলে উহার মহামাহাত্ম্য হয় এবং (ভগবৎকথায়) যাঁহাদের রুচি জন্মিয়াছে উহা তাঁহাদের পরম সুখ বিধান করে। (মহদ্‌গণের মুখোচ্চারণবশতঃ যে শ্রবণ) উহা দ্বিবিধ—মহদ্‌গণ কর্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত। এ বিষয়ে শ্রীভাগবতপুরাণ উপলক্ষ্য করিয়া প্রথমটীর দৃষ্টান্ত যথা—

"ব্রহ্ম বা বেদতুল্য উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের চরিতকথা-সমন্বিত এই ভাগবতপুরাণ ঋষি (বেদব্যাস) প্রণয়ন করিয়াছেন।" ২৫৬ ॥

এখানে শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার (ব্যাসদেবের) রচনাকর্তৃত্বের কথা বলা হইল। ইতি। প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

অথবা যেমন 'বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল শ্রীশুকদেবের মুখের অমৃতদ্রবযুক্ত (এই ভাগবত)'—ইত্যাদি স্থলে (বিবৃত হইয়াছে)। এখানে শ্রীশুকদেবের মুখের অমৃতদ্রব সংযুক্তত্বের উল্লেখ থাকায় উহা যে পরম সুখপ্রদ—ইহাই বলা হইল। এইরূপ উল্লেখের উপলক্ষণবশতঃ শ্রীলীলাশুক প্রভৃতি কর্তৃক আবির্ভাবিত কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও উহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

অনন্তর মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত (ভগবৎ কথার শ্রবণ) যথা—

১ ভা. ১. ১. ৩

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫৭ ॥
[ভা. ৪. ২০. ২২]

'ন কাময়ে নাথ তদপি' [১] ইত্যাদি পূর্বোক্তানুসারাৎ স্বসুখাতিশয়েন কৈবল্যসুখতিরস্কারী মহতাং মুখাদ্বিগলিতো ভবৎপদাম্ভোজমাধুর্যলেশস্যাপি সম্বন্ধী শব্দাত্মকোঽনিলো। বিস্মৃতপরমতত্ত্বাত্মক-ত্বদীয়জ্ঞানানামস্মাকং ত্বদীয়াং স্মৃতিমপি যচ্ছতি। তস্মাত্তথাবিধস্য তস্য পরমসাধ্যসাধনাত্মকত্বাদলমন্যৈর্বরৈরিত্যর্থঃ। ৪ ॥ ২০। পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥

তদেবং মহামাহাত্ম্যং মহাসুখপ্রদত্বঞ্চোক্তম্। তদেতদুভয়মপ্যত্রাহ [২] দ্বাভ্যাম্—

"হে উত্তমঃশ্লোক (ভগবন্)! মহদ্‌গণের মুখ হইতে বিগলিত আপনার চরণারবিন্দের অমৃতকণাসম্বন্ধী শব্দবায়ু, তত্ত্বজ্ঞানবিস্মৃত আমাদের মত কু-যোগী জনগণের পুনরায় ত্বদীয় স্মৃতি বিতরণ করে এবং তদ্বশতঃ আমাদের অন্য কোন অভীষ্ট বরের প্রয়োজন হয় না।" ২৫৭ ॥

'হে ভগবন্! (আপনার গুণশ্রবণাদি যাহাতে নাই)—এমন মোক্ষপদ আমি কামনাও করি না'—এই পূর্বোক্তি অনুসারে (শ্রীভগবানের পাদপদ্মমাধুর্যের) সুখাতিশয় বশতঃ উহা কৈবল্য-সুখকে তিরস্কৃত করে; অতএব মহদ্‌গণের মুখ হইতে বিগলিত আপনার চরণারবিন্দের কণামাত্র মাধুর্যের সহিত যে শব্দাত্মক বায়ুর সম্বন্ধ আছে—উহা পরমতত্ত্বাত্মক-জ্ঞানবিস্মৃত আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আপনার স্মৃতিও প্রদান করে। অতএব তথাবিধ জ্ঞান পরমসাধ্য ও সাধনাত্মক বলিয়া অন্য কোন অভীষ্ট বরে আমাদের প্রয়োজন নাই—ইহাই অর্থ। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি পৃথুর উক্তি ॥

এই প্রকারে (শ্রবণের) মহামাহাত্ম্য ও মহাসুখপ্রদত্ব বলা হইল। এই দুইটী সম্পর্কে (পর পর) দুই শ্লোকে বলা হইতেছে—

১ ভা ৪. ২০ ২১. পূর্বশ্লোক এইরূপ—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥

২ তদেতদুভয়মপ্যন্তত্রাহ—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

অস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়-
শোকমোহাঃ ॥ ২৫৮ ॥
[ভা. ৪. ২৯. ৩৮]

অস্মিন্ সাধুসঙ্গে। মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্তিতাঃ। শেষঃ সারঃ। অবিতৃষোঽহলংবুদ্ধিশূন্যাঃ। গাঢ়ত্বং সাবধানত্বম্। অশনং ক্ষুৎ।

এতৈরুপদ্রুতং নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ২৫৯ ॥
[ভা. ৪. ২৯. ৩৮]

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি তানেতান্ মহৎকীর্ত্যমানানি ভগবদ্যশাংসি স্বমাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্বসুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়যোজনার্থঃ। ৩ ॥ ২৯। শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥

"তথায় মহদ্গণের মুখোচ্চারিত মধুসূদন শ্রীভগবানের চরিত-পীযূষ-শেষ-বাহিনী নদীসমূহ চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণাশূন্য হইয়া গাঢ়কর্ণের দ্বারা যাঁহারা সেই অমৃত পান করেন (অর্থাৎ শ্রবণ করেন) অশন, তৃষ্ণা, ভয় ও শোকমোহ ইত্যাদি কিছুই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।" ২৫৮ ॥

'তথায়' অর্থে সাধুসঙ্গে। 'মহদ্গণের মুখোচ্চারিত' অর্থে কীর্তিত। 'পীযূষশেষ' অর্থে পীযূষ-সার। 'তৃষ্ণাশূন্য' অর্থে অহংবুদ্ধিশূন্য। 'গাঢ়' অর্থে সাবধানতাযুক্ত। 'অশন' অর্থে ক্ষুধা।

"জীবন স্বভাবতঃ এই ক্ষুধাদি দ্বারা নিত্য উপদ্রুত হইয়া নিশ্চয় হরিকথামৃতরূপ নিধিতে রতি প্রকাশ করে না।" ২৫৯ ॥

যে এই ক্ষুধাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া কথামৃতনিধিকে রতি করে না—মহদ্গণ কর্তৃক কীর্তিত ভগবদ্যশঃ-কথাসমূহ স্বমাহাত্ম্যবশতঃ সেই ক্ষুধার বাধা দূর করিয়া তাহাদিগকে নিজসুখ অনুভব করাইয়া থাকে—ইহাই পদ্য দুইটীর সম্মিলিত ভাবার্থ। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

[শ্রীভাগবতশ্রবণং শ্রেষ্ঠম্]

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। তস্য তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। তত্র পূর্বস্মাদ্ যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২৬০ ॥

[ভা. ১. ১. ২]

ইতি। মহামুনিঃ সর্বমহম্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিকমাহাত্ম্যং দর্শিতম্। ১ ॥ ১। শ্রীব্যাসঃ ॥

উত্তরস্মাদ্ যথা—

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যতঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬১ ॥

[ভা. ১২. ১৩. ১২]

তদ্রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য। ১২ ॥ ১৩। শ্রীসূতঃ ॥

[শ্রীভাগবতশ্রবণ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ]

সেই শ্রবণ-মধ্যে আবার শ্রীভাগবতশ্রবণ পরম শ্রেষ্ঠ। যেহেতু (শ্রীভাগবতে) তাদৃশ-প্রভাবময় শব্দ বিদ্যমান ও উহা পরমরসময়। এ বিষয়ে পূর্বশ্লোক হইতে দেখাইতেছেন—

"মহামুনি প্রণীত এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণেচ্ছামাত্রেই কৃতী মানবগণের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎই ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। অতএব অন্য শাস্ত্রাদির কি প্রয়োজন?" ২৬০ ॥

'মহামুনি' অর্থে সকলের মহান্, অর্থাৎ মহনীয় (পূজনীয়) যাঁহার চরণপদ্ম—শ্রীভগবান্। 'অন্য শাস্ত্রাদির কি প্রয়োজন?'—এই বাক্যের দ্বারা শ্রীভাগবতশাস্ত্রের শব্দের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য দেখান হইল। ইতি। প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের উক্তি ॥

শেষের বচন হইতেও দেখাইতেছেন, যথা—

"এই শ্রীভাগবতই সর্ববেদান্তসার বলিয়া বিবেচিত হয়। যে-ব্যক্তি ইহার অমৃতরসে পরিতৃপ্ত তাহার অন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় না।" ২৬১ ॥

তাহার রসই অমৃত। উহাতে যে পরিতৃপ্ত তাহার (অন্য বিষয়ে অনুরাগ হয় না)। ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

অত্রৈব বিবেচনীয়ম্—শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ, তত্রাপি মহদাবির্ভাবিতপ্রবন্ধাদেঃ, তত্র মহৎকীর্ত্যমানস্য, ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য। তত্রাপি চ মহৎকীর্ত্যমানস্যেতি। অত্র 'মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ' [১] ইতিবৎ নিজাভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্তয়িতব্যম্। তত্রাপি সবাসনমহানুভবমুখাৎ সর্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে তস্য পূর্ণভগবত্ত্বাদিতি। এবং কীর্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্। তত্র যৎ স্বয়ং সম্প্রতি কীর্ত্যতে তদপি শ্রীশুকদেবাদি মহৎকীর্তিতচরত্বেনানুসন্ধায় কীর্তনীয়মিতি। তদেবং শ্রবণং দর্শিতম্। অস্য চ কীর্তনাদিতঃ পূর্বত্বং তদ্বিনা তত্তদজ্ঞানাৎ। বিশেষতশ্চ যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্তনস্য শ্রবণভাগ্যং ন সম্পদ্যতে তদৈবং স্বয়ং পৃথক্কীর্তনীয়মিতি তৎপ্রাধান্যাৎ। অত এবোক্তং "তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ" [২] ইত্যাদৌ টীকাকৃদ্ভিঃ—"যদ্ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্তি অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি" [৩] ইতি।

এই স্থলে ইহাই বিবেচ্য—শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ তো পরম শ্রেয়ঃ, এবং তন্মধ্যে মহদ্‌গণ কর্তৃক আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির (পরমমঙ্গলতা), এবং তন্মধ্যে মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত বিষয়ের এবং তাহা অপেক্ষা শ্রীভাগবতের (শ্রবণের পরমমঙ্গলতা)। আবার উহাতে মহদ্‌গণের মুখোচ্চারিত শ্রীভাগবতের (সর্বাধিক শ্রেয়োরূপতা)। 'নিজের অভিমত মূর্তি দ্বারা (মহাপুরুষের অর্চনা করিবে)'—এই (শ্রীভাগবতবাক্যের) ন্যায় অনুসারে নিজের অভীষ্ট নামাদির শ্রবণেরও পুনঃ পুনঃ আবর্তন করা উচিত। অপিচ বাসনাযুক্ত মহানুভবগণের মুখ হইতে সকলের যে শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণ উহা পরমভাগ্যবশতই হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্। এই প্রকার (রীতি) কীর্তনাদিতেও অনুসরণ করা কর্তব্য। সে স্থলে নিজে যাহা কীর্তন করা হয় তাহাও শ্রীশুকদেবাদি মহদ্‌গণ পূর্বে যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া কীর্তন করা উচিত। এই প্রকার (নাম) শ্রবণ দেখান হইল। কীর্তনাদির পূর্বেই শ্রবণ বিধেয়—যেহেতু উহা (শ্রবণ) ব্যতীত কীর্তনাদির জ্ঞান হয় না। এখানে বিশেষ এই যে—যদি সাক্ষাৎভাবে মহদ্‌গণ কর্তৃক উচ্চারিত কীর্তন শ্রবণের ভাগ্য নাই ঘটে, তাহা হইলে স্বয়ংই পৃথক্‌রূপে কীর্তন করা কর্তব্য। যেহেতু উহারও প্রাধান্য। তাই—'(ভগবানের নাম যাহাতে বিন্যস্ত) সেই বাক্যের প্রয়োগ মনুষ্যসকলের পাপনাশক'—এই শ্লোকোক্তির ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ বলেন—'যাহা অর্থাৎ যে নামসকল (লোকে) বক্তা বিদ্যমানে শ্রবণ করে, শ্রোতা বিদ্যমানে কীর্তন করে, এবং অন্য সময় (অর্থাৎ বক্তা বা শ্রোতা না থাকিলে) নিজেই গান করে—ইত্যাদি।

১ ভা. ১১. ৩. ৪৯

২ ভা. ১. ৫. ১১ ও ১২. ১২. ৫২

৩ ভা. ১. ৫. ১১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্র°।

[নামাদিকীর্ত্তনম্]

অথাতঃ কীর্ত্তনম্। তত্র পূর্ব্ববন্নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। নাম্নো যথা—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ২৬২ ॥

[ভা. ৬. ২. ১০]

টীকা চ—সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। তত্র হেতুঃ[১]—যতো নামব্যাহরণাত্তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতীত্যেষা।

অতঃ স্বাভাবিক-তদীয়াবেশহেতুত্বেন তদীয়স্বরূপভূতত্বাৎ পরমভাগবতানাং তদেকদেশশ্রবণমপি প্রীতিকরম্। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্যম্—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া ॥

[নামাদি কীর্ত্তন]

অতএব, ইহার পর কীর্ত্তনের উল্লেখ হইতেছে। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় নামাদিক্রমে (নাম, রূপ, গুণ লীলাদি ক্রমে কীর্ত্তন) বুঝিতে হইবে। নামের কীর্ত্তন যথা—

"পাপকারী ব্যক্তিগণের ইহাই (নাম কীর্ত্তনই) সুনিষ্কৃত (শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত)। যেহেতু নামোচ্চারণবশতঃ তাহাদের (নামোচ্চারক ব্যক্তিগণের) সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুর মতি হয়।" ২৬২ ॥

টীকা—'সুনিষ্কৃত' অর্থে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত—ইহাই। সেস্থলে হেতু এইরূপ—যেহেতু নাম উচ্চারণবশতঃ 'তাঁহাদের বিষয়ে' অর্থাৎ নামোচ্চারক ব্যক্তিগণের বিষয়ে 'ইহারা আমার', 'আমা কর্তৃক তাহারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়'—এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর মতি হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত টীকা।

অতএব স্বাভাবিক তদীয় আবেশবশতঃ তাঁহারই স্বরূপভূত বলিয়া পরমভাগবতগণের সেই নামের একদেশ (একাংশ) শ্রবণও প্রীতিকর। যেমন পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্রে শ্রীশিবের বাক্য—

'রকার আদিতে যাহার এই প্রকার নামসমূহের শ্রবণে, হে দেবি (পার্ব্বতি)। রামনামের আশায় আমার মনে নিত্যই প্রীতি জাগিয়া উঠে'।

১ হেতুঃ— মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

ইতি। তদেবং সতি পাপক্ষয়মাত্রফলং[1] কিয়দিতি ভাবঃ। ৬॥২। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্॥

ফলন্ত্বিদমেব, যদাহ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২৬৩॥

[ভা. ১১. ২. ৩৭]

"এবং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ"[2] ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারং ব্রতং বৃত্তং যস্য তথাভূতোঽপি স্বপ্রিয়াণি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্তনেন জাতানুরাগস্তত এব চিত্তদ্রবাদ্ দ্রুতচিত্তঃ। তত্রোচিত-ভাববৈচিত্রীভির্হসতীত্যাদি। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নাম-কীর্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবংব্রত ইত্যত্রাপিশব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অত এব 'ভক্তিপরেশানুভবো বিরক্তিঃ'[3] ইত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকাচূর্ণিকা—"নন্বিয়মারূঢ়-

অতএব ইহাই যখন হয়—তখন পাপক্ষয়মাত্র যে ফল—উহা তো সামান্যই—ইহাই ভাব। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের উক্তি॥

নামকীর্তনের ইহাই ফল উক্ত হয়—

"এই প্রকার ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি নিজের প্রিয় (শ্রীভগবানের) নামকীর্তনের দ্বারা জাতানুরাগ ও গলিতচিত্ত এবং লোকবাহ্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, আক্রোশ, কখন গান বা নৃত্য করিতে থাকেন॥ ২৬৩॥

'রথচক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলজনক (নামাদি) এইরূপ কীর্তন করিবে'—ইত্যাদি বচনে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকার ব্রত বা আচরণ যাহার—তিনি নিজ প্রিয় অর্থাৎ নিজের অভীষ্ট নামসমূহের কীর্তনের দ্বারা জাতানুরাগ হন, অতএব চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় তিনি গলিতচিত্ত হন। উহাতে তদুচিত ভাবে বৈচিত্র্য হেতু তিনি হাস্য করেন—ইত্যাদি। ('নামকীর্তনের দ্বারা') এখানে তৃতীয়াবিভক্তি শ্রুত হওয়ায় নামকীর্তনই যে সাধকতম (প্রকৃষ্টোপকারক)—তাহাই পাওয়া গেল। 'এই প্রকার ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি'—এই বাক্যে 'অপি' (তাহাও)—শব্দের অধ্যাহার করিয়া যোগ করা হয়। অতএব 'শ্রীহরিভজনে প্রেমভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও সংসার বৈরাগ্য হয়'—এই শ্লোকের টীকা চূর্ণিকায় যোগারূঢ় ব্যক্তিরও দুর্লভ যে বহুজন্মসাধ্য প্রেমগতি, উহা নামকীর্তনমাত্রে কেবল

[1] লক্ষণং—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

[2] ভা. ১১. ২. ৩৮

[3] ভা. ১১ ২. ৪০

যোগিনামপি বহুজন্মভির্দুর্লভা গতিঃ কথং নামকীর্ত্তনমাত্রেণৈকস্মিন্ জন্মনি ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ ভক্তিরিতি” ইত্যেষা।

ইত্থমুত্থাপিতঞ্চ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং সহস্রনামভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্—

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো নির্ব্বিন্ন ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥

ইতি। অত্র গতভীত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতাসম্পাদনার্থা ন তু কীর্ত্তনাঙ্গভূতা। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি, যথা, বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্বপাতকাতিপাতক-মহাপাতককারি-দ্বিতীয়ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ব্রাহ্মণ উবাচ—

যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্নোষি ব্রবীমি তে।
স্বল্পমনন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি॥

একজন্মেই কিরূপে লাভ হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া (তদুত্তরে)—দৃষ্টান্ত উল্লেখে বলিতেছেন—যেমন ভোজনের ফলে সন্তোষ, দেহপুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ) শ্রীকৃষ্ণের ভজনে ভক্তি, (ভগবদনুভূতি ও বৈরাগ্য) হয়—ইহাই সে টীকার তাৎপর্য।

এই প্রকারই শ্রীভগবন্নামকৌমুদী গ্রন্থে সহস্রনামভাষ্যে পুরাণান্তরের বচন উল্লিখিত হইয়াছে—

‘দিবা ও রাত্রিতে জিতনিদ্র, নির্ভীক, জাতবৈরাগ্য, দৃষ্টপথ, মিতভোজী, প্রশান্ত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার প্রীতিকর নামসমূহ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন।’

এখানে নামের প্রতি একাগ্রতা দেখাইবার নিমিত্ত ‘নির্ভীক’ ইত্যাদি গুণসমূহের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু উহা কীর্ত্তনের অঙ্গভূত নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রেই নিরপেক্ষ, সেই হেতু কীর্ত্তনেরও তাদৃশ স্বভাব[১]। যেমন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (পুরাণে) সর্ব্বপ্রকার পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতকের অনুষ্ঠাতা দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে ব্রাহ্মণের উক্তি :—

‘তোমাকে যাহা (প্রায়শ্চিত্তের বিষয়) বলিলাম তাহা যদি করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার কথিত স্বল্পায়াস (প্রায়শ্চিত্ত) করিবে।’

১ জ্ঞান, কর্ম্ম বা কোন গুণাদির অপেক্ষা না করিয়াই কীর্ত্তন ফল দান করে।

ক্ষত্রবন্ধুরুবাচ—

অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধি চেতসঃ।
বাক্‌শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥

ব্রাহ্মণ উবাচ—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু॥

ইতি। ১১॥৩। শ্রীকবির্বিদেহম্॥

অন্যত্র চ—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈঃ তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥ ২৬৪॥
[ভা. ৬. ২. ১১]

অত এব প্রথমস্কন্ধান্তস্থিতানাং রাজ্ঞঃ শ্রেয়োবিবিদিষা-বাক্যানামনন্তরং দ্বিতীয়-স্কন্ধারম্ভে সর্বোত্তমমুত্তরং বক্তুম্—

ক্ষত্রবন্ধু (তদুত্তরে) বলিল—

'আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার সাধ্যের অতীত, কারণ, আমার চিত্ত চঞ্চল। বাক্য ও শরীরের দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহাই আমার সাধ্যের মধ্যে। আপনি তাহাই বলুন।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—

'কি উত্থিত, প্রসুপ্ত বা প্রস্থিত যে অবস্থায় থাক না কেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও স্খলনাদি বিষয়ে সর্বদা 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে।'

ইতি। একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীকবিনিমির (উক্তি)॥

অন্যত্রও (শ্রীভাগবতেও) উক্ত হয়—

"বেদবাদিগণ পাপনিবৃত্তির জন্য যে সকল ব্রত প্রায়শ্চিত্তাদি বলিয়াছেন, তাহাতে পাপী ব্যক্তি সে প্রকার শুদ্ধ হইতে পারে না,—যে প্রকার শুদ্ধ হয় শ্রীহরির নাম উচ্চারণে।" ২৬৪॥

অতএব শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রেয়োবিষয়ক জ্ঞান লাভের ইচ্ছায় বর্ণিত বাক্যসমূহের পরে দ্বিতীয় স্কন্ধের আরম্ভে উক্ত প্রসঙ্গে (শ্রীশুকদেব কর্তৃক) সর্বোত্তম শ্রেয়ঃ স্বরূপের বর্ণনা, যথা—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥

[ভা. ২. ১. ৮-১০]

ইতি শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীভগবদুন্মুখতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ ২৬৫ ॥

[ভা. ২. ১. ১১]

টীকা চ—সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যচ্ছ্রেয়োঽস্তীত্যাহ—এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব। নির্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধন-

'বেদপ্রতিম এই ভাগবত নামক পুরাণ দ্বাপর যুগের আদিতে আমি আমার পিতৃদেব দ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। নির্গুণ ব্রহ্মে আমার পরিপূর্ণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও উত্তমঃশ্লোক (শ্রীভগবানের) লীলাকথায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাই আমি, হে রাজর্ষে! এই আখ্যান অধ্যয়ন করি। যেহেতু আপনি পরম বিষ্ণুভক্ত, তাই আপনার নিকট সেই ভাগবতকথা বর্ণনা করিতেছি। যিনি উহাতে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার ভগবান্ শ্রীমুকুন্দে শীঘ্রই অহৈতুকী মতি হইয়া থাকে।'

এই উক্তিদ্বারা শ্রীভাগবতের পরম মহিমা খ্যাপন করিয়া অনন্তর বহু অঙ্গবিশিষ্ট শ্রীভাগবতের উপক্রমপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উন্মুখতার হেতুভূত সেই নামকীর্তন বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। সেই নামকীর্তনই যে সকলের পরম সাধন ও পরমসাধ্য তাহাই উপদেশ করিতেছেন—

"হে রাজন্! শ্রীহরির যে নামানুকীর্তন, ইহা নির্বিণ্নহৃদয় জ্ঞানিগনের, ফলকামী ও নির্ভয়স্বরূপ-মুক্তিকামী এবং যোগিবৃন্দের (তত্তৎফলের) সাধন বলিয়া নির্ণীত হয়।" ২৬৫ ॥

টীকা—সাধক ও সিদ্ধ বৃন্দের ইহার উপরে আর অন্য শ্রেয়ঃ নাই—ইহাই বলিলেন—'(শ্রীহরির) এই (নাম)' ইত্যাদি শ্লোকবাক্যে। ফলকামী বলিতে কামনাপর জনগণের সেই সেই ফলের ইহাই সাধন। (ঐহিক ফলে) নির্বেদপ্রাপ্ত জনগণের অর্থাৎ মুক্তিকামী জনগণের

মেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতম্। নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ইত্যেষা।

নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—'নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্'[১] ইত্যাদৌ। অত্র পাদ্মোক্তা দশাপ্যপরাধাঃ পরিত্যাজ্যাঃ। যথা সনৎকুমারবাক্যম্—

> সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
> হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ॥
> নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
> নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

ইতি। অপরাধাশ্চৈতে—

> সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধং বিতনুতে
> যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্।
> শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং
> ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

ইহাই মোক্ষসাধন। যোগী অর্থাৎ জ্ঞানিবৃন্দের ইহাই ফল বলিয়া নির্ণীত হইল। এই বিষয়ে আর প্রমাণ বলিবার কিছু নাই—ইহাই অর্থ। এই পর্যন্ত টীকা।

এই নামকীর্তন উচ্চৈস্বরেই প্রশস্ত। তাই—'অনন্ত শ্রীহরির নাম আমি লজ্জাশূন্য হইয়া (উচ্চৈস্বরে) পাঠ করিয়া বিচরণ করি'—এই (নারদোক্তিতে) উল্লেখ আছে।

এই নামকীর্তনে পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ অপরাধসমূহ পরিহারের যোগ্যতা লাভ হয়। তাই সনৎকুমারের বাক্যে উল্লিখিত হয়—

'সমস্ত অপরাধকারী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রয়লাভ বশতঃ মুক্ত হয়। যে নরাধম শ্রীহরির নিকটে অপরাধ করে, সে ব্যক্তি নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামবশেই মুক্তিলাভ করে। সকলের সুহৃৎস্বরূপ এই নামের নিকটে অপরাধ করিলে অধঃপতিত হইতে হয়।'

এই দশটী (নামবিষয়ে) অপরাধ—

'সাধুগণের নিন্দা পরম নামাপরাধ জন্মায়,—কারণ, যে-সাধুবৃন্দ হইতে নাম খ্যাতি লাভ করে, নাম কখনও তাহাদের নিন্দা সহ্য করে না।'

'শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদিতে যে ব্যক্তি পৃথক্ বুদ্ধি করে, সে নিশ্চিত হরিনামের অহিতকারী।'

১ ভা. ১. ৫. ১১ ও ১২. ১২. ৫২ শ্লোকের ৩য় চরণ।

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

ইতি। অত্র 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদৌ শ্রীবিষ্ণুযামলবাক্যমপ্যনুসন্ধেয়ম্—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

ইতি। সতাং নিন্দা ইত্যনেন হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্তু যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে—

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

'গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ (স্তুতিবাদ) কল্পনা, প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা, নামবলে যাহার পাপে প্রবৃত্তি হয়, তাহার যমনিয়মাদি দ্বারা শুদ্ধি হয় না।'

'ধর্মচর্যা, ব্রত, ত্যাগ, হোম প্রভৃতি সকল শুভানুষ্ঠানের সহিত নামের সমতা করায় প্রমাদ, এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং শ্রবণ করে না—এরূপ ব্যক্তির প্রতি নাম উপদেশে মঙ্গলময় নামের অপরাধ হয়। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি নামের প্রতি প্রীতি করে না, 'আমি ও আমার'—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন সেই অধম ব্যক্তি নামের নিকট অপরাধী।'

'সমস্ত অপরাধকারী (নামাশ্রয়ে মুক্ত হয়)'—এই উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুযামলের নিম্নোক্ত বাক্য অনুসন্ধেয়—

(শ্রীভগবান বলেন)—'যে ব্যক্তি আমার নামসকল শ্রদ্ধাপূর্বক কীর্তন করে, তাহার কোটী অপরাধ আমি নিশ্চয় ক্ষমা করি—ইহাতে সন্দেহ নাই।'

'সাধুগণের নিন্দা'—এই উল্লেখ বশতঃ হিংসা প্রভৃতিকে বাক্যের গোচরে আনা উচিত নয়—ইহাই দেখান হইল। নিন্দা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

'যে মূঢ় ব্যক্তিগণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

ইতি।

তন্নিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ ॥
[ভা. ১০. ৭৪. ২৬]

ইতি। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা। তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ ॥
[ভা. ৪. ৪. ১৭]

ইতি। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবমনুসন্ধেয়ম্। শ্রূয়তেঽপি—

নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণের প্রতি যে ব্যক্তি হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ ও ক্রোধ করে এবং অভিনন্দন না করে ও দর্শনে হর্ষ জ্ঞাপন না করে—তাহার ঐ ছয়টী পতনের কারণ বুঝিতে হইবে।

তাঁহার (শ্রীভগবানের) নিন্দাশ্রবণেও দোষ উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের অথবা তৎপরায়ণ জনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করে, সে ব্যক্তি পুণ্যচ্যুত হইয়া নরকগামী হয়।'

মাত্র প্রতিকারে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই (সেই স্থান হইতে প্রস্থান বিহিত)। সমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দকের জিহ্বাচ্ছেদন কর্তব্য। উহাতে অসমর্থ ব্যক্তির নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত। দেবী বলিয়াছেন—

'নিরঙ্কুশ মানবগণ যে-স্থলে ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, সেস্থলে যদি তাহাদিগের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক তথা হইতে চলিয়া যাইবে। যদি শক্তি থাকে তাহা হইলে অকল্যাণবাচী নিন্দকগণের জিহ্বা বলপূর্বক ছেদন করিবে। অনন্তর নিজ প্রাণ বিসর্জন কর্তব্য। ইহাই ধর্ম।'

'শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের (গুণনামাদির পৃথক্‌বুদ্ধি—) ইহাতেও (নিন্দার) পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুত হয়—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
[ভ. গী. ১০. ৪১]

ইতি। "ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" [১] ইতি।

"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন
মূর্দ্ধ্যাধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ [২] " ইতি।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥
[ভা. ২. ৬. ৩০]

তথা মাধ্বভাষ্যদর্শিতানি বচনানি ব্রহ্মাণ্ডে—

রুজং [৩] দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥

'যে যে বস্তু বিভূতিযুক্ত শ্রীসমন্বিত অথবা বলাদিগুণভূষিত, তৎসমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবে।'

(শ্রীবলদেবের বাক্য)—'ব্রহ্মা, মহাদেব, এমন কি আমিও সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ মাত্র।'

'যাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদ হইতে নিঃসৃত সরিৎশ্রেষ্ঠ গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিবত্ব লাভ করেন।'—ইত্যাদি ;

(ব্রহ্মার উক্তি)—'সেই (নারায়ণ) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিশ্ব সৃষ্টি করি, হরও তাঁহার বশীভূত হইয়া উহা সংহার করেন, নিগুর্ণ মায়াশক্তিধর (নারায়ণ) বিষ্ণু পুরুষরূপে উহা পরিপালন করেন।'

মাধ্বভাষ্যে দর্শিত বচনসমূহ.—যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

'জনার্দন রোগকে দ্রাবিত (বিনষ্ট) করেন বলিয়া রুদ্র এবং ঐশ্বর্য দেখান বলিয়া ঈশান; মহত্ত্বহেতু মহাদেব নামে খ্যাত। সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাহারা 'নাক' অর্থাৎ স্বর্গরূপ সুধা পান করেন—তাহার আধার বলিয়া বিষ্ণু পিনাকী নামে স্মৃত হন। সুখাত্মক বলিয়া তিনি শিব

১ ভা. ১০. ৬৮. ২৬
২ ভা. ৩. ২৮. ২২
৩ 'রুদ্রং' মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্‌॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্‌ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

ইতি। বামনে—

ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ।
অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি। স্কান্দে—

ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
অদাদন্যত্র ভগবান্‌ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্‌॥

ইতি। ব্রাহ্মে—

এবং সকলকে হরণ করেন বলিয়া তিনি হর। কার্যাত্মক এই দেহ প্রবর্তিত করাইয়া উহাতে তিনি বাস করেন—তাই তিনি কৃত্তিবাস। বিরেচন হেতু (বিশেষভাবে সৃষ্টির হেতু বলিয়া) তিনি বিরিঞ্চিদেব, বৃংহণ হেতু (বৃহত্ত্বাহেতু) তিনি ব্রহ্মনামা ও ঐশ্বর্য হেতু ইন্দ্র নামে কথিত হন। একই পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রম বেদ এবং পুরাণনিচয়ে এইরূপ নানাবিধ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।'

বামনপুরাণে (উক্ত হয়)—

'নারায়ণ প্রভৃতি নামের দ্বারা যে অন্য কাহাকেও বুঝাইবে—এইরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু অন্য নামসমূহের বিষ্ণুই একমাত্র গতি বলিয়া কীর্তিত হন।'

স্কন্দপুরাণে (উক্ত হয়)—

'রাজা যেমন নিজপুরী ব্যতীত অন্য পুরী দান করেন, সেইরূপ পুরুষোত্তম ভগবান্‌ নারায়ণাদি নাম ব্যতীত অন্য নাম অন্য পাত্রে দান করেন।'

ব্রহ্মপুরাণে (কথিত হইয়াছে)—

চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥

ইতি। তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধমিতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদতাৎপর্যেণ ষষ্ঠ্যন্তত্বে সতি শ্রীবিষ্ণোশ্চেত্যপেক্ষ্য চ-শব্দঃ ক্রিয়েত। তৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব শ্রীশব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ। অত এব শিবনামাপরাধ ইতি শিবশব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতিপাদিত ইত্যভিপ্রেতম্। সহস্রনামাদৌ চ স্থাণুশিবাদিশব্দাস্তথৈব।

অথ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্—যথা পাষণ্ডমার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্। তথার্থবাদঃ স্তুতিমাত্রমিদমিতি মননম্। কল্পনং তন্মাহাত্ম্যগৌণতাকরণায় গত্যন্তরচিন্তনম্। যথোক্তং কৌর্মে ব্যাসগীতায়াম্—

দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্॥

'চতুর্মুখ, শতানন্দ এবং পদ্মভূ—নিজের এই বিশেষ নামগুলি স্বয়ং কেশব ব্রহ্মাকে দান করিয়াছেন এবং উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী—এই বিশেষ নামগুলি শিবকে দান করিয়াছেন।' শ্রীবিষ্ণুই সর্বদেবাত্মকরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যদি কেহ উহা হইতে শিবের গুণনামাদি ভিন্ন বা শিবকে অন্য শক্তি দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন, (তিনি নামাপরাধী) বুঝিতে হইবে। দুইয়ের অভেদতাৎপর্য হেতু (শ্রীবিষ্ণুর ও শিবের)—এই প্রকার ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দেশ করিলেও 'এবং শ্রীবিষ্ণুর'—এই 'এবং শব্দ' শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। বিষ্ণুর প্রাধান্য বলিবার নিমিত্তই শ্রীশব্দ উহাতেই যুক্ত হইয়াছে। অতএব শিবনামাপরাধ বলিতে শিব শব্দের দ্বারা মুখ্যরূপে শ্রীবিষ্ণুরই প্রতিপাদন করায় উহাই অভিপ্রেত অর্থ। সহস্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থে স্থাণু ও শিব প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তদ্রূপ (শ্রীবিষ্ণুই) প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

অনন্তর শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা (বিবৃত হইতেছে),—(শ্রুতিনিন্দা করিয়া) দত্তাত্রেয় ঋষভদেবের উপাসকগণ (স্বমনঃ-কল্পিত) পাষণ্ডমার্গে উপাসনা করায় পাষণ্ডিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এবং 'অর্থবাদ' বলিতে (নামফলে) মাত্র প্রশংসার্থতা-মনন। 'কল্পন' অর্থে নামমাহাত্ম্যে গৌণতা আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে যে অন্য প্রকার চিন্তা। যেমন কূর্মপুরাণে ব্যাসগীতায় (উক্ত হয়)—

'দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক। জ্ঞানের অপবাদরূপ নাস্তিকতা তাহা অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক।'

ইতি। যত্তু শ্রুতনামমাহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য "সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে"[1] ইত্যেতদ্বাক্যং তৎ খলু স্বদৌরাত্ম্যমাত্রদৃষ্ট্যা। নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, 'তথাপি মে দুর্ভগস্য'[2] ইত্যাদি দ্বয়ম্।

নাম্নো বলাদিতি। যদ্যপি ভবেন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়ঃ, তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রী-ভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরমঘৃণাস্পদং পাপবিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তং[3] তন্নাম চেতি তৎপাপকোটিমহত্তমস্যাপরাধ-স্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈর্বহুভির্যমনিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরনেকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধ্যভাবো যুক্ত এব। 'নামাপরাধযুক্তানাম্'[4] ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্ততনামকীর্ত্তনমাত্রস্য

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যে নামমাহাত্ম্য (বিষ্ণুপার্ষদগণের নিকট যথাযথ) শ্রবণ করিয়াও অজামিল কেন বলিলেন—'সেই (দুরাচার) আমি ঘোরতম নরকে স্পষ্টই পতিত হইব',—তদুত্তরে বলিতে হইবে, যে উহা কেবল নিজের দুরাচারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বলা হইয়াছিল। কারণ পরেই নামমাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি (অজামিল) দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন—'(যদিও) আমি অত্যন্ত পাপী তথাপি (দেবোত্তম দর্শনে আমার ভাবী মঙ্গল সূচিত হইতেছে) ইত্যাদি।'

নামের বলে (পাপপ্রবৃত্তি)। যদিও নামবলেও কৃত পাপের ক্ষয় সেই নামদ্বারাই সাধিত হয়—তথাপি যে-নামের বলে লোকে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দপ্রাপ্তির সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই নামের দ্বারাই পরমঘৃণার্হ পাপবিষয়াদির সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বুঝিতে হইবে উহা পরমদুরাচার। অতএব সেই নাম তাহাকে পীড়াদানই করিয়া থাকে এবং তদ্বশতঃ পাপকোটি-মহত্তম যে অপরাধ—তাহারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই হেতু বহুবিধ যমনিয়মাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও অথবা জন্মান্তর ক্রমে দণ্ডধর যম কর্তৃক অনেকবার দণ্ডিত হইলেও সেই (নামবলে পাপে প্রবৃত্ত) অপরাধীর বিশুদ্ধি হয় না। কারণ 'নামই নামাপরাধিগণের (পাপ হরণ করে)'—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বচন অনুসারে পুনরায় সতত নামকীর্তনই

১ ভা ৬.২.২৭

২ ভা ৬ ২.৩০ ও তৎপরবর্তী শ্লোক দ্র°।

৩ 'তং'—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৪ পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যের বচন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।

তত্র প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তিমতোঽপ্যধঃপাতলক্ষণভোগনিয়মাচ্চ। তত ইন্দ্রস্যাশ্বমেধাখ্য-ভগবদ্যজনবলেন বৃত্রহত্যা-প্রবৃত্তিস্তু লোকোপদ্রবশান্তিং তদীয়াসুরভাবখণ্ডনঞ্চেচ্ছূনামৃষীণামঙ্গীকৃতত্বান্ন দোষ ইতি মন্তব্যম্।

অথ ধর্মব্রতত্যাগেতি ধর্মাদিভিঃ সাম্যমননমপি প্রমাদঃ অপরাধো ভবতীত্যর্থঃ। অত এব চ—

বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ।
তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ ॥

ইত্যতিদেশেনাপি নাম্ন এব মাহাত্ম্যমায়াতি। উক্তং হি 'মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফল-চিৎস্বরূপম্' ইতি। তথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে—

ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

উহার প্রায়শ্চিত্ত। 'সর্বাপরাধকারীও (শ্রীহরির চরণ আশ্রয় করিলে মুক্ত হয়)—ইত্যাদি বচন অনুসারেও বুঝিতে হইবে নামাপরাধযুক্ত ভগবদ্ভক্তেরও অধঃপাতরূপ অব্যভিচারী দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে (—তবে উহা নামবলেই পুনরায় খণ্ডিত হয়)। অতএব ইন্দ্র যে ভগবদ্ভজনরূপ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানবলে বৃত্রাসুরহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—উহাতে জগতের লোকের উপদ্রব দূরীভূত হওয়ায় এবং বৃত্রাসুরের অসুরদশা যাহাতে দূর হয়—এই মর্মে ঋষিবৃন্দের অনুমোদন থাকায়—কোন প্রকার দোষের কারণ হয় নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতির সহিত নামের সাম্যমননও প্রমাদরূপ অপরাধের জনক বুঝিতে হইবে। অতএব (উক্ত হয়)—

'দ্বিজগণ কর্তৃক যতগুলি বেদাক্ষর পঠিত হইয়া থাকে ততগুলি হরিনাম কীর্ত্তিত হইলে তাহাই (অর্থাৎ তদনুরূপ ফল) হয়—

এই অতিদেশ[১] হইলেও নামেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। উক্ত হইয়াছে—'(শ্রীকৃষ্ণ নাম) মধুর হইতে সুমধুর, মঙ্গল হইতেও মঙ্গল—বেদরূপ নিখিল লতাবলির ইহাই চৈতন্যস্বরূপ সৎফল।' শ্রীবিষ্ণুধর্মেও (উক্ত হয়)—

'যে ব্যক্তি "হরি" এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, (বুঝিতে হইবে) ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব—এই চারি বেদই তাঁহার পড়া হইয়াছে।'

১ এক ধর্ম অন্য ধর্মে আরোপের নাম অতিদেশ। এখানে বেদপাঠের ধর্ম হরিনাম-কীর্তনে প্রযুক্ত হইতেছে।

স্কান্দে পার্বত্যুক্তৌ—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

পাদ্মে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্" ইতি।

অথাশ্রদ্দধানে ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশস্থাহ—শ্রুত্বেতি। যতঃ অহং মমাদিপরমঃ অহন্তা-মমতাত্মৈক-তাৎপর্যেণ তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। 'নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্' ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তকপাষণ্ডশব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাম্। তথা তদ্বিধানামেবাপরাধান্তরমুক্তং পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ ইতি।

এতেষাঞ্চাপরাধানামনন্যপ্রায়শ্চিত্তত্বমেবোক্তং তত্রৈব—

স্কন্দপুরাণে পার্বতী দেবীর উক্তি—

'ঋক্ পাঠ করিও না। যজুঃ পাঠ করিও না। সাম বা অন্য কিছুও পাঠ করিও না। কেবল গোবিন্দ—এই শ্রীহরির কীর্তনীয় নাম নিত্য গান করিবে।'

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্রে উক্ত হয়—'বিষ্ণুর এক একটী নাম সকল বেদ অপেক্ষা অধিক।'

অনন্তর, 'অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে (শ্রীহরি নামোপদেশ)' ইত্যাদি বচন দ্বারা উপদেশকর্তার দোষ দেখাইয়া '(নামমহিমা) শুনিয়াও (যে তৎপরায়ণ হয় না)'—ইত্যাদি বচনে তাদৃশ উপদেশের দোষ বর্ণনা করিতেছেন। অহং ও মমতাপরায়ণ বলিয়াই অহং ও মমত্বাদিরূপ আবেশযুক্ত ব্যক্তির নামে অনাদর হইয়া থাকে। 'এক (শ্রীভগবানের নাম) যাহার বাক্যে উচ্চারিত হইয়া স্মরণপথে উদিত হয় (সে মায়া উত্তীর্ণ হয়)'—ইত্যাদি উক্তি থাকিলেও দেহ, ধন প্রভৃতি নিমিত্ততা হেতু (পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত নাম উক্ত ফলদান করে না বলিয়া)—পাষণ্ড শব্দের দ্বারা দশবিধ অপরাধ লক্ষিত হইতেছে। কারণ তাহারাও (দেহ ও ধনাদিবিষয়ে আসক্ত বলিয়া) পাষণ্ডময়। এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের অন্য অপরাধও পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

'যে সকল মনুষ্য ভগবৎকীর্তনের অবমাননা করিয়া থাকে তাহারা সেই পাপ কর্ম দ্বারা ঘোর নরকে গমন করে।'

এই সকল অপরাধের (নাম ভিন্ন) যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহা উক্ত স্থলেই কথিত হইয়াছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

ইতি। অত্র সৎপ্রভৃতিষপরাধে তু তৎসন্তোষার্থমেব সন্ততনামকীর্তনাদিকং সমুচিতম্। অম্বরীষচরিতাদৌ তদেকক্ষম্যত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম্—'মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্তকঃ তদনুগ্রহো বা' ইতি। তস্মাদ্‌গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তং 'এতন্নির্বিদ্যমানানাম্' [১] ইতি। ২ ॥ ১। শ্রীশুকঃ ॥
এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রধীর্ভজে ॥ ইতি।

[শ্রীরূপকীর্তনম্]

অথ শ্রীরূপকীর্তনম্। "প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা" [১] ইত্যাদৌ

'নামই নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পাপ হরণ করিয়া থাকে। ঐ নাম নিরন্তর কীর্তিত হইলে সকল প্রয়োজন সাধিত করে।'
সাধুগণের নিকট যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্ত সর্বদা নাম কীর্তনাদি করা উচিত। অম্বরীষ-চরিত কথাতেও দেখা যায় উহা দ্বারাই অপরাধসমূহের ক্ষালন হয়। নাম-কৌমুদীতেও উক্ত হয়—'মহৎজনের নিকট যে অপরাধ হয়—তাহার নিবর্তক হইতেছে ভোগ (পাপফল-ভোগ) অথবা তাঁহাদের অনুগ্রহ।' অতএব (নাম ব্যতীত) অন্য গতি না থাকায় ঠিকই বলা হইয়াছে—নির্বিণ্ণচিত্ত (জ্ঞানিগণের) (নামকীর্তনই জ্ঞানের ফল)। ইতি ২য় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীনারদ কর্তৃক এই প্রকারই উক্ত হইয়াছে—
'মনুগণ ও মুনীন্দ্রসকল যে নামমহিমার পার গমন করিতে অসমর্থ, সামান্যবুদ্ধি আমি কি করিয়া সেই নামের ভজনা করিব ?'

[শ্রীরূপকীর্তন]

অনন্তর শ্রীরূপকীর্তন সম্বন্ধে 'যে-ভগবানের রূপ হইতে নয়ন প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারা যায় না'—ইত্যাদি স্থলে (পরীক্ষিৎ) বলিয়াছেন—

---

১ ভা. ১১. ৩০. ৩

যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্যমানা কবীনাম্ ॥ ২৬৬ ॥

[ভা. ১১. ৩০. ৩]

ইতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শোভাসম্পত্তিঃ কীর্ত্যমানা সতী কবীনাং তৎকীর্ত্তকানাং বাচাং তৎকীর্ত্তনেষ্বেব রাগং জনয়তি। অথোক্তং শ্রীচতুঃসনেন—'কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ'[1] ইত্যাদৌ 'বাচশ্চ[2] নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ' ইতি। ১১ ॥ ৩০। রাজা শ্রীশুকম্ ॥

[গুণকীর্ত্তনম্]

অথ গুণকীর্ত্তনম্—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২৬৭ ॥

[ভা. ১. ৫. ২২]

"যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপশোভা কীর্তিত হইলে, কবিগণের (কীর্তনকারী ব্যক্তিদিগের) তদ্বাক্যে অনুরাগ জন্মে"। ২৬৬ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণরূপের শোভাসম্পদ্ কীর্তিত হইলে কবিগণের অর্থাৎ তৎকীর্তক জনগণের সেই বাক্যের প্রতি অর্থাৎ উহার কীর্তন বিষয়ে অনুরাগ জাত হয়। শ্রীচতুঃসন (শ্রীভগবান্‌কে) 'আত্মকৃত পাপজন্য নরকসমূহে বাস হউক উহাতে ক্ষতি নাই'—এইরূপ বলিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে—'তুলসী যেমন তোমার চরণকমলে নিত্যই শোভা পায়, সেইরূপ আমাদের বাক্যও (তোমার রূপগুণাদিবর্ণনে শোভা অর্জন করুক)।' ইতি। একাদশ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের উক্তি।

[গুণকীর্তন]

অনন্তর গুণকীর্তন—

"মনুষ্যের তপস্যা, শ্রুত, স্বিষ্ট (যাগাদি), সূক্ত (জপ), বুদ্ধি, এবং দান—এই সকলের অবিচ্যুত ফলই হইল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণন এবং ইহাই পণ্ডিতগণ নিরূপিত করিয়াছেন।" ২৬৭ ॥

১ ভা ৩. ১৫. ৪৯। পূর্ণ শ্লোক এইরূপ :—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥

২ মুদ্রিত পুস্তকে—বাচস্তু।

শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্। স্বিষ্টং যাগাদি। সূক্তং মন্ত্রাদিজপঃ। বুদ্ধং শাস্ত্রীয়বোধঃ। দত্তং দানম্। এতেষাং ভগবদর্পিতানাং সতামেবাবিচ্যুতোঽর্থঃ নিত্যং ফলম্। কিং তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং যৎ। জাতায়ামপি গুণানুবর্ণনসাধ্যায়াং পরম-পুরুষার্থরূপায়াং রতৌ গুণানুবর্ণনস্য প্রত্যুত নিত্যনিত্যোল্লাসাদ্ অবিচ্যুতত্বমুক্তম্। তস্মাদবিচ্যুতত্বেন রতিমেবাস্য ফলং সূচয়তি। ১॥৫। শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্॥

[লীলাকীর্তনম্]

অথ লীলাকীর্তনম্—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ ২৬৮॥

[ভা. ২. ৮. ৩]

নাতিদীর্ঘেণ স্বল্পেনৈব। বিশতে স্ফুরতি। ২॥৮। শ্রীপরীক্ষিৎ॥

তথা—

'শ্রুত' অর্থে বেদাধ্যয়ন। 'স্বিষ্ট' অর্থে যাগাদি। 'সূক্ত' অর্থে মন্ত্রাদিজপ। 'বুদ্ধি' অর্থে শাস্ত্রীয় বোধ এবং 'দত্ত' অর্থাৎ দান। এইগুলি যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তাহা হইলে উহাদের 'অবিচ্যুত' অর্থাৎ নিত্য ফল লাভ হয়। উহা কিরূপ? না, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির উহা গুণানুবর্ণন-রূপ। গুণানুবর্ণন দ্বারা সাধ্য পরমপুরুষার্থরূপ (শ্রীভগবদ্বিষয়ক) রতি জন্মিলেও গুণানুবর্ণনবশতঃ প্রকৃতপক্ষে নিত্য নিত্য উল্লাস সঞ্জাত হওয়ায় অবিচ্যুতরূপ নিত্যত্বের কথা বলা হইল। অতএব অবিচ্যুতরূপ নিত্য ফলের উল্লেখ থাকায় রতিই যে ইহার ফল তাহাই সূচিত হইল। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদমুনির বাক্য॥

[লীলাকীর্তন]

অনন্তর লীলাকীর্তন—

"যে-ব্যক্তি শ্রীভগবানের চরিত্র শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ করেন ও কীর্তন করেন, শ্রীভগবান্ অনতিদীর্ঘকালেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।" ২৬৮।

'অনতিদীর্ঘকালে' অর্থাৎ স্বল্পকাল মধ্যেই। 'আবির্ভূত হন' অর্থাৎ স্ফূর্ত হন। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি॥

আরও উক্ত হয়—

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্ ॥ ইত্যাদি
[ভা. ১২. ১২. ৩৫]
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে[১] ইত্যন্তম্ ॥ ২৬৯ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৩৬]

অসতীরসত্যঃ। অসতাং ভগবতস্তদ্ভক্তেভ্যশ্চান্যেষাং কথা যাসু তাঃ। যদ্ যাসু গীর্ষু ন কথ্যতে। উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়ত ইতি তু যত্তৎ তদীয়লীলাময়ানুগানমেব। সত্যমিত্যাদি। কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ ? তত্রাহ, ভগবদ্‌গুণানামুদয়ো গায়কহৃদি স্ফূর্তির্যস্মাৎ তৎ। তদীয়রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥

বিষ্ণুধর্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—

"যে-কথাতে ভগবান অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই এবং যাহাতে অসৎ কথার প্রসঙ্গ আছে উহা মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। কিন্তু যাহাতে শ্রীভগবানের গুণোদয় হয় তাহাই সত্য, পুণ্যজনক ও মঙ্গলকর—এই বিবরণ বলিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত বলিতেছেন—সেইরূপ কথাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের যশোগাথার কীর্তন হয়।" ২৬৯ ॥

'অসৎকথা' অর্থে শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্ত ভিন্ন অন্যসকলের কথা যাহাতে আছে তাহাই বুঝিতে হইবে। 'যাহাতে' অর্থাৎ যে-কথাতে (ভগবানের প্রসঙ্গ) বিবৃত হয় না। উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের যশোগাথা কীর্তিত হয় যাহাতে তাহা তদীয়লীলা-প্রচুর অনুকূল গানই বুঝিতে হইবে। ইহাই সত্য ইত্যাদি। কিরূপে সত্যত্ব ও মঙ্গলত্ব? তাই বলিতেছেন—ইহা হইতে শ্রীভগবানের গুণসমূহের উদয় অর্থাৎ গায়কের চিত্তে গুণসমূহের স্ফূর্তি হয়, অতএব উহা শ্রীভগবানে রতি দান করে। (তাই) স্কন্দপুরাণে (উক্ত হয়)—

'হে মহারাজ! যেখানে যেখানে বিষ্ণুর কথা আলোচিত হয়, সুতবৎসলা গাভীর ন্যায় স্বয়ং শ্রীহরি সেইখানেই গমন করেন।'

বিষ্ণুধর্ম ও স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি যথা—

১ পূর্ণ শ্লোক কথা :—তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

ইতি। অত্র চানুগীয়ত ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যং, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি। উক্তঞ্চ—

"গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" [১] ইতি।

অন্যত্র চ—

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥
[ভা. ১০. ৬৯. ২৯]

ইতি। গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি। তদা শক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণূক্তৌ—

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ॥

'যে-ব্যক্তি নিত্য আমার কথা পাঠ করেন ও আমার কথা শ্রবণে রত থাকেন এবং আমার কথাতে যাঁহার অন্তঃকরণ প্রীতিযুক্ত হয় তাঁহাকে আমি পরিত্যাগ করি না।'
এইখানে (ভাগবতের শ্লোকে) 'অনুগীত হয়' (কীর্তিত হয়)—এই প্রকার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে, সুকণ্ঠ থাকিলে গানই কর্তব্য এবং উহাই প্রশস্ত। এই প্রকার নামাদিরও গান করা উচিত। কথিত আছে—'শ্রীভগবানের তত্তদর্থ-প্রকাশক গান ও নামসকল নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া কীর্তন করিতে করিতে বিচরণ করা উচিত।' (ভাগবতের) অন্য স্থলেও উক্ত হয়—

'হে অঙ্গ (রাজন্) বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ অন্যের অসাধ্য যে-সকল কার্য শ্রীহরি করিয়া থাকেন, এই জগতে যে-ব্যক্তি সেই সমস্ত কার্য গান, শ্রবণ বা অনুমোদন করেন তাঁহার অপবর্গের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তি সঞ্জাত হয়।'

নিজে গান করিবার শক্তি না থাকিলে নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইলে তাঁহার নিকট হইতে সেই কীর্তন শ্রবণ করেন—(বুঝিতে হইবে)। অথবা সেইরূপ শক্তি না থাকিলে (শ্রদ্ধাপূর্বক) তাহা অনুমোদন করিবে—ইহাই অর্থ। বিষ্ণুধর্মে শ্রীবিষ্ণুর উক্তি যথা—

'চিত্ত গান্ধর্বাভিমুখ হওয়ায় (গান বিষয়ে উন্মুখ হওয়ায়) যদি অনুরাগের দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাতে সম্যক্‌প্রকারে মতি স্থাপন করিয়া আমার সংকথাবলী গান করিবে।'

১। ভা. ১১. ২. ৩৭

ইতি। পাদ্মে চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ ॥

ইতি। তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তারঃ কিমুত স্বেষাম্। যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—

তে সন্তঃ সর্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥ ইতি।

[কলৌ নামসঙ্কীর্ত্তনস্য মহিমা]

অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সঙ্কীর্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষ-পোষাৎ পূর্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসঙ্কীর্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগ-পাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

পদ্মপুরাণেও কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের উক্তি—

'আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না। কিন্তু, হে নারদ! আমার ভক্তগণ যে-স্থানে গান করেন, আমি সেই স্থানেই বাস করি। আমার ভক্তগণের নিমিত্ত গন্ধ-ধূপাদির দ্বারা লোকে যখন পূজা করে, আমি তখন তাহাতে পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকি—আমার পূজাতেও আমি সেইরূপ প্রীতি লাভ করি না।'

তাঁহারা (উচ্চ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণ) প্রাণিমাত্রেরই পরমোপকারী ; নিজেদের যে তাঁহারা উপকারী—ইহাতে বলিবার কি আছে ? তাই নৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ কর্তৃক উক্ত হয়—

'হে নৃসিংহদেব! যাঁহারা আনন্দযুক্ত হইয়া তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, সেই সাধুবৃন্দ সর্বপ্রাণিবৃন্দেরই অকৃত্রিম বন্ধু।'

[কলিযুগে নামসঙ্কীর্তনের মহিমা]

অনেকে একত্রে মিলিত হইয়া যে কীর্তন করেন—তাহাকেই সঙ্কীর্তন বলা হয়। উহাতে বিশেষ চমৎকারিত্ব পুষ্টি লাভ করে বলিয়া নিজকৃত কীর্তন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এই নামসঙ্কীর্তন বিষয়ে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীভগবান্ মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

[চৈ. চ. আদি ১৭ দ্র°]

ইতি। ১২॥১২। শ্রীসূতঃ ॥

ইয়ঞ্চ কীর্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈক-বিষয়াপার-করুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গাঃ ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

ইতি। অত এব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগতমহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি।

অত এব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

'তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অমানী হইয়া, অপরের প্রতি সম্মানদানে তৎপর হইয়া সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করিবে।'

ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের বাক্য ॥

এই যে শ্রীভগবানের কীর্তনাখ্যা ভক্তি—ইহা দ্রব্য, জাতি, গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির দৈন্য যেখানে আছে—সেই দীন-জনগণেরও অপার করুণা করিয়া থাকেন—ইহা শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধি আছে। কলিযুগে এইরূপ দৈন্যের কথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হয়—

'অতএব কলিকালে কুশলী ব্যক্তিগণ কর্তৃকও অনুষ্ঠিত তপঃ, যজ্ঞ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সাঙ্গ হয় না।'

তাই কলিকালে স্বভাবতই অতিদীন জনগণের মধ্যে (সেই কীর্তনাখ্যা ভক্তি) আবির্ভূত হইয়া সেই সেই যুগের মহাসাধন (যোগ ও যজ্ঞাদি) বিষয়ে সকল ফল তাহাদিগকে দান করিয়া কৃতার্থ করেন।

অতএব কলিযুগে মাত্র তাহা (কীর্তনাখ্যা ভক্তি) দ্বারাই শ্রীভগবানের যে বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে—

'এই জগতে শ্রীহরিকীর্তনরূপ তপস্যাই উত্তম, বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত উহার আচরণ করা উচিত।'

ইতি স্কান্দচাতুর্মাস্য-মাহাত্ম্যবচনানুসারেণ। তদেবমাহ—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ২৭০ ॥

[ভা. ১২. ৩. ৫২]

যদ্ যৎ কৃতাদিষু তেন তেন সাধনেন স্যাৎ তৎ সর্বং কলৌ হরিকীর্তনাদ্ভবতীতি। অন্যত্র চ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥

ইতি। ১২ ॥ ৩। শ্রীশুকঃ ॥

অত এব—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ[১]।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ২৭১ ॥

[ভা. ১১. ৫. ৩৬]

গুণজ্ঞাঃ কীর্তনপ্রচাররূপং তদ্‌গুণং জানন্তঃ। অত এব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ[১] সারমাত্রগ্রহণাঃ কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি, যত্র প্রচারিতেন

এই স্কন্দপুরাণের চাতুর্মাস্য-মাহাত্ম্য-বচন হইতেই তাহা জানা যায়। তাই বলিতেছেন—

"সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানে ও দ্বাপরযুগে পরিচর্যায় যাহা লাভ হয়, তৎসমুদয়ই কলিযুগে শ্রীহরিকীর্তন হইতে লাভ হয়।" ২৭০ ॥

সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে সেই সেই (ধ্যান প্রভৃতি) সাধনের দ্বারা যাহা যাহা লাভ হয়, তৎসমুদয় কলিযুগে হরিকীর্তন হইতে লাভ হয়। অন্যত্রও উক্ত হয়—

'সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতায় যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে অর্চনা করিয়া লোকে যাহা লাভ করিয়া থাকে, কলিতে কেশবের সঙ্কীর্তন করিয়াই তাহা পাইয়া থাকে।'

ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

অতএব—

"যাঁহারা কলির গুণগরিমা জানেন, সেই সারভাগী আর্যগণ কলির আদর করিয়া থাকেন—কারণ, এই কলিযুগে সঙ্কীর্তনের দ্বারাই সকল স্বার্থ অধিগত হয়।" ২৭১ ॥

'গুণগরিমা জানেন' বলিতে কীর্তনপ্রচাররূপ গুণ যাঁহারা জানেন। অতএব দোষ গ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহারা সারভাগী—কেবল সারই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তিগণ কলির

১ সারগাহিনঃ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ, সর্ব্বো ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসহস্রৈঃ সাধ্যঃ।

কীর্ত্তনস্যৈব মহিমানমাহ—

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ২৭২ ॥

[ভা. ১১. ৫. ৩৭]

অতঃ কীর্ত্তনাৎ। যতো যস্মাৎ কীর্ত্তনাৎ। পরমাং শান্তিং "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ"১ ইতি ভগবৎবাক্যানুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং ভগবন্নিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি। অনুষঙ্গেণ সংসারশ্চ নশ্যতি। অত এব ধ্যাননিষ্ঠা অপি কৃতাদিপ্রজা এতাদৃশীং ভগবন্নিষ্ঠাং ন প্রাপ্তবত্যঃ। 'মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্ত্তনম্' ইতি স্কান্দাদ্যনুসারেণ তাদৃশনিষ্ঠাকারণং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যঞ্চ। দীনৈককৃপাতিশয়শালিনা ভগবতা তদানীং তত্তৎসামর্থ্যাবসরে যস্মাৎ ন প্রকাশিতং তস্মাৎ ধ্যানাদিসমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বৌষ্ঠস্পন্দনমাত্রস্য নাতিসাধনত্বং ভবেদেতি মত্বা তন্ন শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ। ততঃ

আদর করিয়া থাকেন। (কলির) গুণই দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন—যে যুগে প্রচারিত সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই অর্থাৎ অন্য সাধনসমূহের উপর নির্ভর না করিয়া উহা দ্বারাই—সত্যযুগে ধ্যান প্রভৃতি সহস্র সাধনের দ্বারা সাধ্য যে সর্ববিধ ফল—তাহা অধিগত হয়।

কীর্ত্তনের মহিমা বলিতেছেন—

"ইহজগতে ভ্রমণশীল দেহধারী জীবগণের ইহা (কীর্ত্তন) অপেক্ষা আর পরম লাভ নাই, কারণ, ইহা হইতে পরম শান্তি লাভ হয় এবং সংসারবন্ধন বিনষ্ট হয়।" ২৭২ ॥

'ইহা' অর্থে কীর্ত্তন—তদপেক্ষা (লাভ নাই)। 'যাহা হইতে'—অর্থাৎ যে কীর্ত্তন হইতে পরমা শান্তি (লাভ হয়)—ইহা বলায় 'শম বা শান্তি অর্থে ভগবন্নিষ্ঠ বোধ'—এই শ্রীভগবানের বাক্যানুসারে ধ্যানাদির দ্বারাও অন্যযুগে যাহা সিদ্ধ হয় না—(কলিযুগে) সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবন্নিষ্ঠার লাভ হয়। এবং অনুষঙ্গ-ফলরূপে সংসারনাশ হয়। অতএব 'সত্য' প্রভৃতি যুগে জীবগণ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়াও এতাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। 'মহাভাগবত জনগণ কলিযুগে নিত্য কীর্ত্তন করেন'—এই স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির বচন অনুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, তাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠার কারণই হইল কীর্ত্তনমাহাত্ম্য। একমাত্র দীনজনের প্রতি অতিশয় কৃপাশালী বলিয়া শ্রীভগবান্ তৎকালে তত্তৎসামর্থ্যের যুগে কীর্ত্তন প্রকাশিত করেন নাই। অতএব ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থ সেই জনগণ জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে উদ্ভূত কীর্ত্তনের সাধনতা নাই মনে করিয়া উহাতে

১. ১১. ১৯. ৩৬

কলিপ্রজানাং পরমভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২৭৩ ॥
[ভা. ১১. ৫. ৩৫]

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয়প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্। এতদেব পরমাং শান্তিমিত্যনেন কার্যদ্বারা ব্যঞ্জিতং "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা"[১] ইত্যত্র যদ্বৎ।

অত্র কলিসঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যং ভক্তিমাত্রে কাল-দেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধর্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥

শ্রদ্ধান্বিত হন নাই। পরে কলির জনগণের শ্রীভগবানে পরমনিষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া (সত্য প্রভৃতি যুগের জনগণ কীর্তনের নিমিত্ত) কেবল কলিতেই নিজেদের জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তাহাই উল্লিখিত হইতেছে—

"সত্যাদিযুগের জনগণ, হে রাজন্! কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য বাঞ্ছা করেন—কারণ, কলিতে লোক নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন।" ২৭৩ ॥

এখানে 'নারায়ণপরায়ণতা' বলিতে অতিশয় প্রেমবত্তা। '(কীর্তনে) পরম শান্তি লাভ হয়—' ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, উহার কার্য বা ফল হইল প্রেমাতিশয়তা; যেমন—'সিদ্ধ ও মুক্ত জনগণমধ্যেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা সুদুর্লভ'—এই বচনেও (বুঝা যায় যে সেই নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি প্রেমাতিশয়বান্)।

এখানে যে মাত্র কলিযুগের সহিত যোগ বলিয়াই কীর্তনের গুণমাহাত্ম্য তাহা বলা উচিত নহে। কারণ, ভক্তিমাত্রেরই কালদেশ-নিয়ম নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ বিষ্ণুধর্মে নাম উপলক্ষ্য করিয়া ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে উক্ত হয়—

'হে ব্যাধ! হরিনামে দেশ-নিয়ম নাই, কাল-নিয়মও নাই—উচ্ছিষ্টাদি অবস্থাতেও ইহার নিষেধ নাই।'

[১] ভা. ৬. ১৪. ৪ শ্লোক। শ্লোকের শেষাংশ—'কোটিষ্বপি মহামুনে।'

ইতি। স্কান্দে পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্মে চ 'চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ' ইতি। স্কান্দ এব চ—

> ন দেশকালাবস্থাত্ম-শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
> কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈদং তন্নাম কামিতকামদম্॥

ইতি। বিষ্ণুধর্মে চ—

> কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে।
> যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ॥

ইতি। ন চ কলাবন্যসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি ন তু তস্য গরীয়স্ত্বেনেতি মন্তব্যম্।

> যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে।
> বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ॥
> মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ।
> কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে॥

স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—'চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ সদা ও সর্বত্রই কীর্তন করিবে।' স্কন্দপুরাণেও উক্ত হয়—

'হরিনাম দেশকালাবস্থাত্মক আত্মশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। পরন্তু এই নাম স্বতন্ত্রভাবেই কামনানুসারে সাধককে ঈপ্সিত ফল দান করে।'

বিষ্ণুধর্মেও উক্ত হয়—

'যাঁহার চিত্তে গোবিন্দ বিদ্যমান তাঁহার কলিতেও সত্যযুগ, এবং যাঁহার হৃদয়ে অচ্যুত নাই তাঁহার সত্যযুগেও কলিযুগ।'

কলিযুগে অন্য সাধনের (ধ্যানাদির) অসামর্থ্য হেতুই যে হরিনাম সাধন এবং তদ্বশতঃ অল্পমাত্র (এই হরিনাম) সাধনের দ্বারাই যে মহৎফল লাভ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নামের শ্রেষ্ঠতা নাই—এরূপ মনে করা উচিত নহে।

'যে-ব্যক্তি অচ্যুতে মতি স্থাপন করেন, তিনি নরকে গমন করেন না ও যাঁহার চিন্তনে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাঁহাতে মনঃ নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মলোকও অল্প বলিয়া বিবেচিত হয়—এমন যে অব্যয় (শ্রীভগবান্)—তিনি চিত্তে স্থিত হইলে নির্মলবুদ্ধি জনগণের মুক্তি প্রদান করেন। সেই অচ্যুতের নাম কীর্তন করিলে উহা দ্বারা যে পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?'

ইতি সমাধিপর্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অত এবোক্তম্—"এতন্নির্বিদ্যমানানাম্"[১] ইত্যাদি।

তথা চ—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনস্তু ততো বরম্॥

ইতি বৈষ্ণবচিন্তামণৌ।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

ইত্যন্যত্র। 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদিনামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ। তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্ গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্।

অত এব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—

এই উল্লেখ বশতঃ সমাধিপর্যন্তও যে নাম স্মরণের উপযোগিতা আছে—কৈমুত্যন্যায় দ্বারা সেই নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা বিষ্ণুপুরাণের উক্ত বচনেই প্রদর্শিত হইল। তাই উক্ত হয়—'নির্বিন্নহৃদয় জনগণের (মুমুক্ষুগণের) এই হরিনামকীর্তনই মোক্ষের সাধন।'

তাই উক্ত হয়—

'পাপচ্ছেদনকারী বিষ্ণুর স্মরণ বহু আয়াসের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু সেই স্মরণ অপেক্ষা ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রে সাধ্য কীর্তন শ্রেয়ঃ।'

—ইহা বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে।

'যিনি পূর্ব শতজন্মে বাসুদেবকে অর্চনা করিয়াছেন, হে ভরত-বংশোদ্ভব! তাঁহারই মুখে হরিনামসমূহ সর্বদা বিদ্যমান থাকে।'

—ইহা অন্যত্র উক্ত হয়। নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে কথিত হয়—'সর্বাপরাধকারীও (শ্রীহরিনামে মুক্ত হয়)'। অতএব সকল যুগেই শ্রীকীর্তনের শক্তি সমান। কলিতে শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া এই (নাম) গ্রহণ করাইয়াছেন—এই উদ্দেশ্যেই সেই কলিযুগ বিষয়ে উহার (নামকীর্তনের) এইরূপ প্রশংসা—ইহাই সিদ্ধান্ত।

অতএব কলিতে যদি অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ কর্তব্য হয়, তাহা হইলে কীর্তন সংযোগেই

১ ভা. ২. ১. ১১; পূর্বশ্লোক ২৬৫ অঙ্কে দ্র°।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" [১] ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্তপ্রশস্তং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

ইত্যাদৌ। তস্মাৎ সাধূক্তং "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ" [২] ইত্যাদিত্রয়ম্। ১১॥৫। শ্রীকরভাজনো নিমিম্॥

তদেবং কলৌ নামকীর্তনপ্রচারপ্রভাবেণৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে তেষান্তু তদ্বহির্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেণ তদ্ দ্রঢ়য়তি—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথ-নতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ২৭৪ ॥
[ভা. ১২. ৩. ৩৭-৩৮]

স্পষ্টম্। ১২॥৩। শ্রীশুকঃ॥

তাহা করা উচিত। তাহাই উক্ত হয়—'বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্তনবহুল যজ্ঞ দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করিয়া থাকেন।' আবার স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্তনই যে অত্যন্ত প্রশস্ত তাহাও নিম্নোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন—

'হরিনাম, হরিনাম, কলিযুগে কেবল হরিনামই (সাধন) রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই।'

সুতরাং 'আর্যগণ কলির সমাদর করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি শ্লোকত্রয় ন্যায্যভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি। একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি॥

কলিতে নামকীর্তন প্রচারের প্রভাব দ্বারাই যে পরম-ভগবৎপরায়ণতা সিদ্ধি হয় তাহা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সেই কলিতে পাষণ্ডতাবশতঃ যাহারা নামাপরাধী হয়, তাহারা যে নামের প্রতি বিমুখই হয়—ইহা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন—

"হে রাজন্! কলির অনেক লোক পাষণ্ডগণের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুরু ত্রিলোকনাথগণের সেবিত ভগবান্ অচ্যুতের পূজা প্রায়ই করিবে না। মরণোন্মুখ আতুর ব্যক্তি (শয্যায়) পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিবশ অবস্থায় স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম গতি লাভ করে—কলির মনুষ্যগণ কিন্তু তাঁহার পূজা করিবে না।" ২৭৪॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি।

১ ভা. ১১. ৫. ২৯ ২ ভা. ১১. ৫ ৩৭

তদেবং কীর্তনং ব্যাখ্যাতম্। তত্রাস্মিন্ কীর্তনে নিজদৈন্য-নিজাভীষ্টবিজ্ঞপ্তি-স্তবপাঠাবপ্যন্তর্ভাবে্যা। তথা তত্র শ্রীভাগবতস্থিতনামাদিকীর্তনন্তু পূর্ববদন্যদীয়নামাদি-কীর্তনাদধিকং জ্ঞেয়ম্। কলৌ তু প্রশস্তং তৎ।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

[ভা. ১. ৩. ৪২]

ইতি।

[নামরূপাদিস্মরণম্]

অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ "এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"[১] ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ। তচ্চ মনসানুসন্ধানম্। যদেব নামাদিসম্বন্ধিত্বেন বহুবিধং ভবতি।

তত্র স্মরণসামান্যম্—

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥ ২৭৫ ॥

[ভা. ১১. ১৩. ১৪]

এইপ্রকার কীর্তনের কথা ব্যাখ্যাত হইল। নিজের দৈন্য ও অভীষ্ট বিষয়ে প্রচার এবং স্তব-পাঠ এবংবিধ কীর্তনের অন্তর্ভুক্ত। এবং উহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভাগবতে স্থিত নামাদির কীর্তন অন্যশাস্ত্রধৃত নামাদির কীর্তন অপেক্ষা পূর্বের ন্যায়-অনুসারে শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। কলিকালে উহারই (শ্রীভাগবতে কীর্তিত নামাদি কীর্তনেরই) প্রশস্ততা।

'কর্মজ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করিলে কলিযুগের নষ্টচক্ষুঃ জনগণের নিমিত্ত অধুনা এই (শ্রীমদ্ভাগবত) পুরাণরূপী সূর্যের উদয় হইল।'

[নামরূপাদির স্মরণ]

যদি শরণাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হয়—তাহা হইলে 'নামকীর্তনই নির্বিন্ন (মুমুক্ষু) ও মুক্তিরূপ অভয়কামী ব্যক্তিগণের সাধন'—এই উক্তিবশতঃ নামকীর্তন পরিত্যাগ না করিয়া নাম স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ অর্থে মনের দ্বারা অনুসন্ধান। নামাদিসম্বন্ধ যোগে এই স্মরণও বহুবিধ।

তন্মধ্যে স্মরণসামান্য বিষয়ে (উক্ত হয়)—

"সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যে উপায়ে সাক্ষাৎ আমাতে মনকে আবিষ্ট করিতে হইবে,"[২] সেই যোগ বিষয়ে আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন।" ২৭৫ ॥

১ ভা. ২. ১. ১১
২ ইহা দ্বারা বিরাট্পুরুষের ধারণা নিষিদ্ধ হইল।

যথা যথাবৎ ময্যাবেশ্যত ইত্যেতাবানিত্যর্থঃ। তথা চ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ—"আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ" ইত্যাদি। ১১ ॥ ১৩। শ্রীভগবান্ ॥

তত্র নামস্মরণং—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা ॥

ইতি জাবালিসংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নামস্মরণস্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎ কীর্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা।

রূপস্মরণমাহ—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ২৭৬ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৫০]

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিমিতি মুখ্যং ফলমন্যানি ত্বানুষঙ্গিকাণি। ১২ ॥ ১২। শ্রীসূতঃ ॥

আমাতে 'যথাবৎ' অর্থাৎ যথানিয়মে অভিনিবিষ্ট হয়—এই উদ্দেশ্যে এইরূপ (যোগের কথা) বলা হইল বুঝিতে হইবে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি যথা—'সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া (নারায়ণই ধ্যেয় বলিয়া স্থির হইল)।' ইতি। একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

তন্মধ্যে নামস্মরণ—

'যাঁহারা বহুপ্রকারে আনন্দ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরিনাম নিরন্তর জপ্য, ধ্যেয়, গেয় ও কীর্তনীয়'—

এই জাবালিসংহিতার উক্তি-অনুসারে জানা যায়। কিন্তু নামস্মরণ শুদ্ধান্তঃকরণতাকে অপেক্ষা করে। উহা যে কীর্তন অপেক্ষা ন্যূন—মূলশ্লোকে এ বিষয়ে উদাহরণের স্পষ্টতা নাই।

রূপস্মরণ যথা—

"শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের স্মরণ অশুভ নাশ করে এবং মঙ্গল দান করে। উহা সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং অনুভব ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান দান করে।" ২৭৬ ॥

উহা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দান করে তাহাই মুখ্য ফল; অন্যগুলি উহার আনুষঙ্গিক ফল। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

কিঞ্চ—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ২৭৭ ॥
[ভা. ১০.৮০.৮]

স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্মর্তুর্বশীকরোতীত্যর্থঃ। অর্থকামানিতি বহুবচনং মোক্ষমপ্যন্তর্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তস্মাহাত্ম্যং তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্—

একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্ ॥

ইতি। ১০॥৮০। শ্রীদামবিপ্রভার্যা তম্ ॥

[স্মরণ-ধারণা-ধ্যান-ধ্রুবানুস্মৃতি-সমাধয়ঃ]

অথ পূর্ববৎ ক্রমসোপানরীত্যা সুখলভ্যং গুণ-পরিকর-সেবা-লীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ম্। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। সর্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য

আরও উক্ত হয়—

"(শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্ম-স্মরণকারীকে জগদ্গুরু (শ্রীকৃষ্ণ) আত্মদান পর্যন্তও করিয়া থাকেন, কিন্তু অর্থ ও কামনাসমূহের যিনি ভজন করেন, তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণ) নিরতিশয় অভীষ্ট দান করেন না।" ২৭৭ ॥

'স্মরণকারীর' অর্থে স্মরণকারীকে। শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া আত্মদান করেন অর্থাৎ আপনাকে স্মরণকারীর বশীভূত করেন। 'অর্থ ও কামনাসমূহ'—এখানে বহুবচনের প্রয়োগবশতঃ লিঙ্গ-সমবায় ন্যায় [১] অনুসারে মোক্ষপর্যন্তও উহাদের অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। যে হেতু ইহার এই প্রকার মাহাত্ম্য, সেই হেতু গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'ধ্যানবিহীন কোন এক মুহূর্ত যদি অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ কর্তৃক ধন অপহৃত হইলে যেমন লোকে নিরতিশয় ক্রন্দন করে, তদ্রূপ ক্রন্দন করা উচিত।'

ইতি দশম স্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীদামবিপ্রের ভার্যা কর্তৃক তাঁহার প্রতি উক্তি।

[স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি]

পূর্বের ন্যায় ক্রমসোপানরীতি অনুসারে সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা ও লীলা স্মরণাদিও এখানে অনুসন্ধানযোগ্য (অর্থাৎ স্মরণের অন্তর্ভুক্ত)। এই স্মরণ পাঁচ প্রকার। যৎকিঞ্চিৎ

১ পুংলিঙ্গ ইত্যাদি একজাতীয় লিঙ্গের প্রয়োগে অনুল্লিখিত একই জাতীয় লিঙ্গের শব্দকে যাহা দ্বারা পাওয়া যায়—সেই ন্যায়কে লিঙ্গ-সমবায়-ন্যায় বলে। 'অর্থ' ও 'কাম' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় অন্য পুংলিঙ্গ যে 'মোক্ষ'শব্দ—তাহাও উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইল বুঝিতে হইবে।

সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।

তত্র স্মরণম্—

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণাব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥

ইতি বৃহন্নারদীয়াদৌ।

ধারণা—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

ইত্যাদৌ।

ধ্যানম্—

ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্।
পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরম্॥

ইতি নারসিংহাদৌ। তত্র নির্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদিময়দুঃখপরম্পরাতীতম্। ঈরিতং

অনুসন্ধানকে স্মরণ বলে। (তন্মধ্যে) সকল বস্তু হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে মনে যে ধারণ—তাহাই ধারণা। বিশেষভাবে রূপ ইত্যাদির চিন্তনকে ধ্যান বলে। অমৃতধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন যে স্মরণ তাহাই ধ্রুবানুস্মৃতি। ধ্যেয়মাত্র স্ফূরণের নাম সমাধি।

তন্মধ্যে বৃহন্নারদীয় পুরাণে স্মরণ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

'অব্যয়স্বরূপ শ্রীনারায়ণ যে কোন প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী ব্যক্তির প্রতিও যে তিনি প্রসন্ন হন—ইহাতে সন্দেহ নাই।'

ধারণা যথা—(শ্রীভগবানের উক্তি)—

'যাহারা বিষয়-চিন্তা করে, তাহাদের মন বিষয়-বস্তুতেই মগ্ন হয়; কিন্তু আমাকে যাহারা স্মরণ করে, তাহাদের মন আমাতেই বিলীন থাকে।'

ধ্যান সম্বন্ধে নারসিংহপুরাণে উক্ত হয়—

'দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করা উচিত—ইহাই কথিত হইয়াছে এবং এমন কি পাপিগণের প্রসঙ্গেও ইহা পরমহিতকর।'

এখানে 'দ্বন্দ্বের অতীত' ('নির্দ্বন্দ্ব') বলিতে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী পদার্থে পূর্ণ

শাস্ত্রবিহিতম্। তচ্চ পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেনাপি পরমুৎকৃষ্টং সুহিতং বিহিতং তত্রৈবেত্যর্থঃ।

ধ্রুবানুস্মৃতিশ্চ 'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ'[১] ইত্যাদৌ, 'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিঃ'[২] ইত্যাদৌ চ। এষৈব শ্রীরামানুজভগবৎপাদৈঃ প্রথমসূত্রে দর্শিতাস্তি।

সমাধিমাহ—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥ ২৭৮ ॥

[ভা. ১২. ১০. ৯]

তয়ো রুদ্রতৎপত্ন্যোঃ। ভগবদংশতচ্ছক্তিত্বাৎ জগদাত্মনোঃ তৎপ্রবর্তকয়োরপি। তত্র হেতুঃ রুদ্ধধীবৃত্তির্ভগবদাবিষ্টচিত্তঃ 'ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্'[৩] ইতি পূর্বোক্তেঃ। তস্মাদসংপ্রজ্ঞাতনাম্নো ব্রহ্মসমাধিতো ভিন্ন এবাসৌ। ১২ ॥ ১০। শ্রীসূতঃ॥

যে দুঃখপরম্পরা—তাহার অতীত হইয়া। 'কথিত' অর্থাৎ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। উহা (অর্থাৎ সেই ধ্যান) পাপীদিগের প্রসঙ্গেও পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্টভাবে যে হিতকর—ইহাও সেই শাস্ত্রেই বিহিত হইয়াছে।

ধ্রুবানুস্মৃতি সম্বন্ধে (শ্রীভাগবতে) উক্ত হয়—'আমার গুণ শ্রবণমাত্র (আমাতে যে অবিচ্ছিন্না গতি তাহাই ভক্তিযোগ)'—এবং 'ত্রৈলোক্যের বিভব অধিগত হইলেও তদ্ধেতু (যিনি নিমেষকালও আমার) স্মরণ হইতে কুণ্ঠিত হন না (তিনি বৈষ্ণবাগ্রণী)।' ভগবান্ শ্রীরামানুজ (বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায়) এই ধ্রুবানুস্মৃতির বিবরণ প্রদর্শিত করিয়াছেন।

সমাধি বিষয়ে উক্তি যথা—

"শ্রীভগবানে বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ থাকায় (মার্কণ্ডেয় ঋষি) জগতের আত্মা ও সাক্ষাৎ ঈশ্বর-স্বরূপ তাঁহাদের (অর্থাৎ ভগবান্ রুদ্র এবং শ্রীভগবতীর) আগমন জানিতে পারেন নাই এবং তৎকালে নিজেকে এবং বিশ্বকেও জানিতে পারেন নাই ॥" ২৭৮ ॥

'তাঁহাদের' অর্থাৎ ভগবান্ রুদ্র ও তাঁহার পত্নীর (আগমন জানিতে পারেন নাই)। শ্রীভগবানের অংশ ও শক্তি বলিয়া তাঁহারা জগতের আত্মা অর্থাৎ প্রবর্তক। জানিতে পারেন নাই—যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি রুদ্ধ ছিল অর্থাৎ শ্রীভগবানে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট ছিল। সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি যে 'শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন'—এই পূর্বোক্তি হইতে জানা যায়। অতএব ইহা (ধ্রুবানুস্মৃতি) অসংপ্রজ্ঞাতনামক ব্রহ্মসমাধি হইতে পৃথক্। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি।

১ ভা. ৩. ২৯. ১০   ২ ভা. ১১. ২. ৫৩   ৩ ভা. ১২. ১০, ৬

কচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যা স্ফূর্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ। যথাহ—

উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৭৯ ॥

[ভা. ১. ৫. ১৩]

ইতি স্পষ্টম্। এতদ্রূপো দাসাদিভক্তানাম্। পূর্বস্তু প্রায়ঃ শান্তভক্তানাম্। "স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ"[১] ইত্যাদ্যুক্তিভ্যঃ। ১ ॥ ৫। শ্রীনারদো ব্যাসম্ ॥

[স্মরণসিদ্ধ্যর্থং পাদসেবায়া বিধানম্]

অথ রুচিঃ শক্তিশ্চ চেত্তদপরিত্যাগেন পাদসেবা চ কর্তব্যা। সেবা স্মরণ-সিদ্ধ্যর্থঞ্চ সা কৈশ্চিৎ ক্রিয়তে। তথা চ বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্ যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে।
তথা ভক্তিশ্চ দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা।
ক্রিয়াক্রমেণ যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ততে ॥

কখন কখন লীলাদিগুণযুক্ত শ্রীভগবানের চিন্তায় অন্য কোন চিন্তার উদয় না হওয়ায় সমাধি হয়। তাই বলিতেছেন—

"নিখিল-বন্ধন মুক্তির নিমিত্ত বহুপ্রভাবযুক্ত শ্রীভগবানের লীলা সমাধির দ্বারা অনুস্মরণ কর।" ২৭৯ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। দাসাদি ভক্তগণের এই প্রকার লীলাস্মরণাত্মক সমাধি হয়। আর পূর্ববর্ণিত (ধ্যেয়মাত্র-স্ফুরণরূপ) সমাধি প্রায়শঃ শান্ত ভক্তগণের মধ্যে দেখা যায়। যেমন নিম্নোক্ত উক্তি প্রভৃতি হইতে জানা যায়—'(শ্রীশুকদেবের) চিত্ত অন্যভাববর্জিত ও স্বীয় (ব্রহ্মানন্দের) সুখে পরিপূর্ণ ছিল। তথাপি অজিতস্বভাব শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলায় উহা আকৃষ্ট হইয়াছিল' (তাই তিনি শ্রীভাগবত পুরাণ প্রকাশ করেন)।' ইতি। প্রথম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

[স্মরণসিদ্ধির নিমিত্ত পাদসেবার বিধান]

কিন্তু রুচি এবং শক্তি যদি থাকে তাহা হইলে উহা (অর্থাৎ স্মরণ) পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবা কর্তব্য। স্মরণসিদ্ধির জন্য সেই পাদসেবা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তাই বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরের বাক্য এইরূপ—

'হে দেবর্ষি (নারদ)! ক্রিয়াযোগরতা ভক্তি আমার যেমন পরিতোষের নিমিত্ত হয়, ধ্যানরত যোগিগণ সেই প্রকার সম্যক্ পরিতোষ সাধন করিতে পারে না। (দেবারাধনরূপ) ক্রিয়াক্রম যেখানে আছে সেখানে ধ্যানকারী যোগীর যোগও বর্তমান থাকে।'

[১] ভা. ১২. ১২. ৫২

ইতি। যোগোঽত্র সমাধিঃ। পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্যাদিপর্যায়া। সা যথা—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২৮০ ॥
[ভা. ৪. ২১. ২৯]

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাং মলং তত্তদ্বাসনাম্। তৎপাদস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। ৪ ॥ ২১। পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥

তথা—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ২৮১ ॥
[ভা. ১০. ৫১. ৩৭]

অকিঞ্চনা মোক্ষপর্যন্তকামনারহিতাঃ। তত্র হেতুঃ ত্বামারাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং সন্তং

এস্থলে 'যোগ' অর্থে সমাধি। 'পাদসেবা'—এই পদে ভক্তিবশতঃই পাদ শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। অতএব সেবার সাদরত্ব বিধান করা হইল। সেবা কালদেশাদি-সমুচিত পরিচর্যারূপ। সেই সেবার উল্লেখ যথা—

"(শ্রীভগবানের) যে-পদসেবা তপস্বিগণের অশেষজন্মসঞ্চিত বুদ্ধির মলিনতা সদ্যই বিনষ্ট করে, তাহা গঙ্গার ন্যায় তোমার পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে ॥ ২৮০ ॥

'তপস্বিগণের' বলিতে সংসারসন্তপ্ত জীবগণের, 'মলিনতা' অর্থে সেই সেই বাসনা। সেই পদযুগলেরই যে এতাদৃশ মহিমা উহা জানাইতে গিয়া এই দৃষ্টান্ত উল্লেখে বলিলেন—'যথা'। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি পৃথুরাজের উক্তি ॥

আরও উক্ত হয়—

"হে বিভো! অকিঞ্চনজন-প্রার্থিত তোমার চরণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বর আমি গ্রহণ করি না। কারণ, হে হরে! আপনি হইতেছেন অপবর্গফলদাতা। আপনাকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আত্মবন্ধনরূপ বর বরণ করে?" ২৮১ ॥

'অকিঞ্চন' অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত কামনারহিত ব্যক্তিগণ। (তাঁহারা অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না)—তাহার হেতু এই যে আপনি অপবর্গদাতা এবং অপবর্গদাতৃরূপে আবির্ভূত আপনাকে আরাধনা

অপবর্গদতয়াবির্ভবন্তং বৃণীত সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। বরমিত্যব্যয়মীষৎপ্রিয়ে। বরমাত্মনো বন্ধনমেব বৃণীত। অনন্তরঞ্চাস্য

তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষঃ [১] ইত্যাদিবাক্যে নিরঞ্জনম্ ॥ ২৮২ ॥

[ভা. ১০. ৫১. ৫৮]

ইত্যাদি। অত্র সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্। ১০ ॥ ৫১। মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[পাদসেবায়াং তৎপরিকররূপমূর্তিদর্শন স্পর্শন পরিক্রমানুব্রজন ভগবন্মন্দিরগঙ্গাপুরুষোত্তমাদিতীর্থস্নান-গমনাদীনাম্ অন্তর্ভাবঃ]

অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শনস্পর্শ-পরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির-গঙ্গাপুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ। তৎপরিকরপ্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদিনিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণিবৃন্দানাঞ্চ

করিয়া কে (অন্য বর) বরণ করে অর্থাৎ অন্য বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। 'বর' পদটী ঈষৎপ্রিয় অর্থে অব্যয়। আত্মবন্ধন বর (কে প্রার্থনা করে) ?। ইহার পরে উক্ত হয়—

"সমস্ত (ঐশ্বর্যাদি ও রাজধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া"—ইত্যাদি বাক্যে "নিরঞ্জন (অর্থাৎ উপাধিরহিত) তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম" ইত্যাকার উক্তি। ২৮২ ॥

এস্থলে পাদসেবার যোগ্যরূপে প্রাপ্ত সেই পুরুষোত্তম যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাহাই অভিপ্রেত হইল। ইতি। দশম স্কন্ধে একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি মুচুকুন্দ রাজার উক্তি ॥

[মূর্তিদর্শন, স্পর্শ, পরিক্রম, অনুগমন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তমাদিতীর্থে স্নান ও গমন প্রভৃতির সহায়করূপে পাদসেবার অন্তর্ভাব]

শ্রীমূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং শ্রীভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, দ্বারকা, মথুরাদি তদীয় তীর্থ প্রভৃতিতে স্নান ও তথায় গমনাদি উক্ত পাদসেবার অন্তর্গত। যেহেতু ঐগুলি পাদসেবার সহায়ক। জীবনকাল পর্যন্ত শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে নিবাসও শরণাপত্তির অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা প্রভৃতি স্থাননিবাসী জনগণ যে পরমভাগবত তাহা নিশ্চিতই। পক্ষান্তরে সেই

[১] পূর্ণশ্লোক যথা—তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্।

পরমভাগবতত্বমেবেতি। পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্যবস্যতি। ততো গঙ্গাদিষপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অত এব

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবায়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ [ভা. ১. ২. ১৬]

ইত্যত্র পুণ্যতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথকারণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা তৃতীয়ে— "যৎপাদ[১]-নিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ"[২]—ইতি। শিবত্বং নাম হ্যত্র পরমসুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃন্মতম্। তাদৃশসুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্যবসিতম্। তত উর্ধ্বং সুখান্তরাভাবাৎ। ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্॥

স্কান্দে—সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বনরা নার্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥

জনগণের সেবাদিও মহৎসেবারূপে পর্যবসিত। অতএব গঙ্গাদিরও ভক্তিবিষয়ে কারণতা রহিয়াছে। কারণ (উক্ত হয়)—

'হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থনিষেবণহেতু মহৎসেবায় প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহা হইতে শ্রদ্ধা জাত হইলে শ্রবণপরায়ণ সেই ব্যক্তির বাসুদেব-কথায় রুচি হয়।'

এইস্থলে 'পুণ্যতীর্থ' শব্দে কথিত গঙ্গাদিরও ভক্তিবিষয়ে যে পৃথক্‌কারণতা রহিয়াছে, তাহাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হয়—'যাঁহার চরণ হইতে নদীসমূহের শীর্ষস্থানীয়া গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার তীর্থোদক মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; 'শিবত্ব লাভ' বলিতে পরমসুখপ্রাপ্তি—ইহাই টীকাকারের মত। তাদৃশ যে সুখ উহা ভক্তিতেই পর্যবসিত। কারণ, উহা অপেক্ষা আর অন্য পরমসুখ কিছুই নাই। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে উক্ত হয়—

'চতুর্দিকে দশযোজনব্যাপ্ত (পুরুষোত্তম) ক্ষেত্রের অহো কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য! অন্তরীক্ষবাসী সকলে সেইস্থানে সকলকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন।'

স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—'সংবৎসর, ছয় মাস, এক মাস বা অর্ধ মাস যাঁহারা দ্বারকায় বাস করেন, নর ও নারী তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ বলিয়া গণ্য হন।'

১ বহরমপুর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থে 'যচ্ছৌচ' পাঠ দৃষ্ট হয়।

২ ভা. ৩. ২৮. ২২

পদ্মপাতালখণ্ডে—অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

আদিবারাহে তামুদ্দিশ্য[1] 'জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম' ইতি। এষু চ স্বোপাসনাস্থানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণভগবত্ত্বাৎ তৎস্থানস্তু সর্বেষামেব পূর্ণপুরুষার্থদং ভবেৎ। অত এবাদিবারাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥ ইতি।

তদেবং তুলসীসেবা চ সৎসেবায়ামন্তর্ভাব্যা পরমভগবৎপ্রিয়ত্বাত্তস্যাঃ। যথা অগস্ত্যসংহিতায়াং গারুড়সংহিতায়াঞ্চ—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্বলোকৈকপাবনী ॥ ইতি।

স্কান্দে—রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে উক্ত হয়—'বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা এই মধুপুরী ধন্যা, কারণ, এখানে এক দিন মাত্র বাস করিলেও শ্রীহরিতে ভক্তি জন্মে।'

আদিবরাহপুরাণে ঐ মধুপুরীকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—'আমার সেই জন্মভূমি প্রিয়'। এই সকল ধামমধ্যে নিজের উপাসনাস্থান অধিকতর সেবনীয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবান্ বলিয়া তাঁহার ধামও সকলের পূর্ণ পুরুষার্থ দান করিয়া থাকে। অতএব আদিবরাহপুরাণে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যধামে রতি করে, সেই মূঢ় আমার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করে।'

এই প্রকার তুলসীসেবাও সৎসেবার মধ্যে গণ্য—কারণ, তুলসী শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়া। অগস্ত্যসংহিতায় ও গরুড়সংহিতায় উক্ত হয়—

'জনকাত্মজা যেরূপ রামের প্রিয়া, সেইরূপ সর্বলোকপাবনী তুলসী ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া।'

স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—'দেবদেব জগৎস্বামী কলিকালে তুলসীকানন ব্যতীত অন্যত্র বিশেষ প্রীতিলাভ

১ 'পুরীমুদ্দিশ্য'—হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ।

নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা।
রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥

স্কান্দ এব তুলসীস্তবে—'তুলসীনামমাত্রেণ প্রীণাত্যসুরদর্পহা' ইতি। তদেবং পদসেবা ব্যাখ্যাতা। প্রসঙ্গসঙ্গত্যা গঙ্গাদিসেবা চ।

[অর্চনমার্গে দীক্ষাদীনামাবশ্যকতা]

তচ্চাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্। তন্মার্গে শ্রদ্ধা চেদাশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষতঃ পৃচ্ছেৎ। তথোদাহৃতম্—"লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সংদর্শিতাগমঃ"[১] ইত্যাদিনা

যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ; তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব।

করেন না। যাঁহারা তুলসীবনযুক্ত গৃহ দর্শন করেন ও যাঁহারা বিধিপূর্বক তুলসী রোপণ করেন, তাঁহারা পরম পদ লাভ করেন।'

স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তবে উক্ত হয়—'অসুরদর্পহারী শ্রীহরি তুলসীর নামমাত্রেই প্রীত হন'। এইরূপে পদসেবার ব্যাখ্যা করা হইল এবং প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাদিসেবাও বলা হইল।

[অর্চনমার্গে দীক্ষাদির আবশ্যকতা]

সেই অর্চন আগমোক্ত আবাহনাদিক্রমে বিধেয়। যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলে মন্ত্রগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। তাই কথিত হয়—'আচার্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে অর্চনপ্রকার জানিয়া লইবে।'

যদিও পঞ্চরাত্রাদিতে অর্চনমার্গের যেরূপ পৃথক্ বিধান আছে, শ্রীভাগবতমতে তাহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; কারণ, অর্চনব্যতিরেকেও শরণাপত্তির একতর অঙ্গসাধন দ্বারা পুরুষার্থ-সিদ্ধি অভিহিত হয়—তথাপি শ্রীনারদাদির পথানুগামী ব্যক্তিগণ দীক্ষাবিধান দ্বারা শ্রীগুরুচরণানুগ্রহের মাধ্যমে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিলে অবশ্যই অর্চন করা হয়। তাই আগমের বচন যথা—

১ ভা. ১১. ৩. ৪৯

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ॥

ইত্যাগমাৎ। দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাম্ত্বর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। যথোক্তং শ্রীবাসুদেবং প্রতি মুনিভিঃ—

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ [ভা. ১০. ৮৪. ২৮]

ইতি। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধা-ময়ত্বাদ্ধীনমেব [১] তৎ। ততশ্চ 'যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা' ইত্যাদ্যুপদেশাদ্ ভ্রশ্যেৎ।

'দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের ক্ষয় করে বলিয়াই তত্ত্বজ্ঞ উপদেষ্টৃগণ তাহাকে দীক্ষা নাম দিয়াছেন। অতএব গুরুকে প্রণাম করিয়া এবং সর্বস্ব তাঁহাকে নিবেদন করিয়া বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।'

এখানে দিব্যজ্ঞান বলিতে শ্রীমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান এবং তদ্বশতঃ নিজের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র উপলক্ষ্য করিয়াই বিবৃত হইয়াছে—যাঁহারা সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিবৃন্দের উক্তি যথা—

'শুদ্ধভাবে অর্জিত বিত্তের দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎপুরুষের অর্চনাই গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের মঙ্গলজনক পথ।'

তাহা না করিয়া কেবল নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতেই নিষ্ঠাবান্ হইলে উহা বিত্তশঠতার পরিচায়ক হয়। অন্যের দ্বারা অর্চন সম্পাদন করিলে হয় ব্যাবহারিক কার্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পায় অথবা আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব অন্যের দ্বারা পূজাসম্পাদন শ্রদ্ধাবিহীন বলিয়া অবশ্যই হীন। অতএব 'অকপটভাবে সর্বদা (ভাগবতগণের) সেবানুবৃত্তিসহকারে (অর্চন করিবে)'—এই উপদেশ হইতে তাঁহারা ভ্রষ্ট।

১ 'ত্বাদ্দীনমেব—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

কিঞ্চ গৃহস্থানাং পরিচর্যামার্গে দ্রব্যসাধ্যতয়ার্চনমার্গাদবিশেষেণ প্রাপ্তেঽপ্যর্চনমার্গস্যৈব প্রাধান্যমত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্যধর্মস্য দেবতাযাগস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। অতঃ স্কান্দে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—

কেশবার্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥

ইতি। দীক্ষিতানাস্তু সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্যভোজনং কুর্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥

ইত্যাদি। অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে—

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥

অপিচ—পরিচর্যামার্গ দ্রব্যসাধ্য বলিয়া উহা গৃহস্থগণের অনুসরণীয় যে বিশেষ মার্গ ইহাই জানা গেল এবং বিধিমার্গের উপর অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৃহস্থগণের পক্ষে উহার প্রাধান্যও বুঝিতে হইবে। শাখাপল্লবাদি নিষেকের দ্বারা যেরূপ মূলেরই নিষেক করা হয়, তদ্রূপ গার্হস্থ্য ধর্মরূপে অনুষ্ঠেয় দেবতাযাগাদির দ্বারা শ্রীভগবানেরই অর্চন করা হয় এবং উহার অকরণে মহাদোষ হইয়া থাকে। তাই স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদবাক্যে উক্ত হয়—

'হে রাজন্, যাহার গৃহে ভগবান কেশবের প্রতিমা নাই তাহার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। উহা অভক্ষ্যেরই সমান বলিয়া কথিত হয়।'

দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অর্চনা না করেন তাহা হইলে নরকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—ইহাই শ্রুত হয়। যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

'প্রত্যহ এককালে, কালদ্বয়ে বা কালত্রয়ে শ্রীহরির পূজা করিবে। পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে সে নরকে গমন করে।'

পূজায় অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে আগ্নেয়পুরাণে কথিত হয়—

'অন্যের পূজিত অথবা পূজ্যমান শ্রীহরিকে যিনি ভক্তিপূর্বক দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত উহাতে আনন্দলাভ করেন তিনিও সেই ক্রিয়াযোগের ফল লাভ করেন।'

ইতি। যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ। কচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"সাধারণং হি সর্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়া" ইতি।

কিঞ্চাস্মিন্নর্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়ঃ। ততঃ পূর্বং দীক্ষা কর্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা যথাগমে—

দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু।
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥

ইতি। শাস্ত্রীয়বিধানঞ্চ যথা বিষ্ণুরহস্যে—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্।
কুর্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥

ইতি। ভক্ত্যা পরমাদরেণৈব শতভাগং প্রাপ্নোতি। অন্যথা তাবন্তমপি নেত্যর্থঃ। বিধৌ তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ানুসার এব প্রমাণম্। যতো বিষ্ণুরহস্যে—

এখানে 'যোগ' অর্থে পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত যে ক্রিয়াযোগ। কোন কোন স্থলে মানসপূজারও বিধান আছে। যেমন পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হয়—'হে প্রিয়ে! সকল লোকেরই (বর্ণনির্বিশেষে) মানসপূজা সাধারণ।'

এই অর্চনমার্গে অবশ্য বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য। অনন্তর শাস্ত্রীয় বিধান শিক্ষা করা উচিত। দীক্ষার উপদেশ,—যথা আগমে—

'অনুপনীত দ্বিজগণের নিজকর্ম বেদাধ্যয়নাদিতে যেমন অধিকার থাকে না, উপনয়নের পরই সেই অধিকার জন্মে; তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্র ও দেবতার অর্চনাদিতে অধিকার হয় না। অতএব নিজেকে শিবসংস্তুত অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে।'

শাস্ত্রীয় বিধানের কথা যেমন বিষ্ণুরহস্যে—

'শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য না জানিয়া ভক্তির দ্বারা হরিপূজার অনুষ্ঠান করিলে শতভাগ ফল লাভ হয়, কিন্তু বিধি অনুসারে করিলে সম্যক্ ফল লাভ হয়।'

'ভক্তির দ্বারা' বলিতে পরম আদরের সহিত পূজায় শতভাগ ফল লাভ হয়। অন্যথা তাহাও হয় না। বিধিবিষয়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুসৃত বিধিই প্রমাণ। বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হয়—

অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥

কৌর্মে—সংপৃষ্টা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্।
চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥

ইতি। তথাহ—

এবং সদা [১]—ইত্যাদৌ তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২৮৩ ॥
[ভা. ৯. ৪. ১৮]

ইতি। অম্বরীষ ইতি প্রকরণলব্ধম্। ৯ ॥ ৪। শ্রীশুকঃ ॥

[মন্ত্রা ভগবন্নামাত্মকাঃ]

নন্‌ ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র

'যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেন, কেবল তাঁহাদেরই বচন গ্রাহ্য। যেহেতু তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তগণ বিষ্ণুর সমতুল।'

কূর্মপুরাণে উক্ত হয়—'বিষ্ণুশাস্ত্র বিশারদ, অনুষ্ঠিত-ব্রত, সদাচারী বৈষ্ণব ও বিপ্রবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের উক্তি যত্নপূর্বক পালন করিবে।'

বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হয়—'গুরুতে, জপ্য মন্ত্রে এবং পরমাত্মা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুতে যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য সর্বদা পরিত্যাগ করিবে।' তাই—

"এই প্রকারে সর্বদা (শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া)"—এই বচনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "তিনি (অম্বরীষ রাজা) ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন।" ২৮৩।

'তিনি' বলিতে প্রকরণ অনুসারে অম্বরীষ রাজাই বুঝিতে হইবে। ইতি। নবম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি ॥

[মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক]

আচ্ছা, শ্রীভগবানের নামাত্মক শব্দই তো মন্ত্র। তন্মধ্যে বিশেষভাবে নমঃ শব্দ প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিবৃন্দ কর্তৃক নিহিত শক্তিবিশেষের দ্বারা সমন্বিত হইয়া যে

[১] যথা—এবং সদাকর্মকলাপমাত্মনঃ পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ।

কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি। যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চনচন্দ্রিকায়াং—

বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্যাং বিনৈব হি।
বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ॥

ইতি। এবং সাধ্যত্বাদিপরীক্ষানপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে। যথোক্তং মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—

নামাত্মক শব্দ,—তাহাই মন্ত্র; এবং উহা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের নিজ সম্বন্ধবিশেষ জানাইয়া দেয়। যাহা কেবল শ্রীভগবানেরই নাম উহাও অপর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া পরমপুরুষার্থরূপ ফল পর্যন্ত দান করিতে পারে। অতএব কেবল নাম অপেক্ষা যখন মন্ত্রে অধিকতর সামর্থ্য আছে তখন দীক্ষা প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলিতেছেন—যদিও (নাম ও মন্ত্রের) স্বকীয় স্বভাববশতঃ উহার প্রয়োজন নাই—তথাপি প্রায়শঃ দেহাদিবিষয়সম্বন্ধে যাহারা স্বভাবতঃ কদর্যকর্মা ও বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের সেই সেই বিষয়ের বিক্ষিপ্ততা যাহাতে সঙ্কোচিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ঋষিবৃন্দ প্রভৃতি অর্চনমার্গ প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও কিছু না কিছু নিয়ম উপদেশ করিয়াছেন। অতএব সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। সুতরাং নাম ও মন্ত্রের যে অসামঞ্জস্যশঙ্কা, তাহা দূর হইল; কারণ উহাদের স্থলে স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই। তাই রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া রামার্চনচন্দ্রিকায় উক্ত হয়—

'বৈষ্ণবমন্ত্র মধ্যে রামমন্ত্রে অধিক ফল এবং গাণপত্যাদিমন্ত্র অপেক্ষা উহাতে কোটি কোটি গুণ অধিক ফল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! দীক্ষা, পুরশ্চর্যা এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতও এই রামমন্ত্র জপমাত্রে সিদ্ধি দান করে।'

এই প্রকার সাধ্য বিষয়েরও যে অপেক্ষা নাই—তাহাও কখন কখন শুনা যায়। যেমন মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায় উক্ত হয়—

সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ।
সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জিতা ॥

ইতি। তন্ত্রান্তরে—

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥

ইতি। সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ।
গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ ॥

অন্যত্র— সর্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥

ইত্যাদি। মর্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে—

'যে সকল সৌরমন্ত্র এবং যে সকল নৃসিংহদেবোদ্দেশে বিহিত বৈষ্ণবমন্ত্র—তাহারা সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ এবং অরি প্রভৃতি বিচার পরিবর্জিত।'

তন্ত্রান্তরে উক্ত হয়—'নৃসিংহ দেব, সূর্য ও বরাহদেবের মন্ত্র এবং প্রসাদপ্রবণ (শিবের) মন্ত্র ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধপ্রভৃতি বিষয়ের শোধন করিবার প্রয়োজন নাই।'

সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হয়—'হে নারদ! গোপালমন্ত্রে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি—এই সকল বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ বলিয়া স্মৃত।'

অন্যত্র উক্ত হয়—'সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে ও নারীবৃন্দ মধ্যে এবং যাহাদের নাম ও জন্মনক্ষত্রের ভেদ আছে—তাহাদের সকলকে এই গোপাল-মন্ত্র শীঘ্র অভিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন'।

বিধিসীমা যথা ব্রহ্মযামলে—

'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি এবং পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত যে ঐকান্তিকী হরিভক্তি—উহা উৎপাতের নিমিত্তই কল্পিত।'

পৃথিবী কর্তৃক (পৃথুরাজের প্রতি) এইরূপ অভিপ্রেত করিয়া বলা হইয়াছে—

অস্মিল্লোঁকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ [ভা. ৪. ১৮. ৩-৫]

অত এবোক্তং পাদ্মে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে—

মন্তক্তো যো মদর্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে।
তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ ॥ ইতি।

[অর্চনং দ্বিবিধম্—কেবলং কর্মমিশ্রঞ্চ]

তদেতদর্চনং দ্বিবিধং কেবলং কর্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিতমাবির্হোত্রেণ 'য আশু হৃদয়গ্রন্থিম্' ইত্যাদৌ। উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন—

'তত্ত্বদর্শী মুনিগণ লোকবৃন্দের শ্রেয়ঃসিদ্ধির নিমিত্ত ইহলোক অথবা পরলোক-বিষয়ে উপায়সকল দর্শন করিয়াছেন এবং নিজেরা উহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই পূর্বদর্শিত উপায়সকল শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তিনি অর্বাচীন হইলেও অনায়াসে উপায়লভ্য অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সকল উপায়ের অনাদর করিয়া যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজেই সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহারা ফলপ্রদ হয় না—এবং আরব্ধ কার্যও পুনঃ পুনঃ বিফলই হইয়া থাকে।'

অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণ-নারদ সংবাদে উক্ত হয়—

'হে ঋষি! আমার যে-ভক্ত আমার পূজা যথাবিধি করেন তাঁহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন হয় না। তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই।'

[অর্চন দ্বিবিধ—কেবল (অর্চন) ও কর্মমিশ্র (অর্চন)]

এই অর্চন দ্বিবিধ—কেবল এবং কর্মমিশ্র। এই দুইটীর মধ্যে পূর্বটী যে নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবান্ জনগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়—তাহা আবির্হোত্র কর্তৃক 'যিনি শীঘ্র আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন'—ইত্যাদি বচনে উক্ত হইয়াছে। শ্রীনারদ কর্তৃক উক্ত হয়—

১. ভা. ১১।৩. ৪৮

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥

ইতি। অত্র শ্রীমদগস্ত্যসংহিতা চ—

যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্বকম্ ॥ ইতি।

উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্তা-যাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠানবত্তাদি-লক্ষণলক্ষিতশ্রদ্ধানাং তথা তদ্বৈপরীত্যলক্ষিতশ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং ভক্তিবার্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণ-বৈদিককর্মানুষ্ঠানলোপোঽপি মাভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা—'ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য'[১] ইত্যাদৌ—

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সংকল্পঃ কর্মপাবনীম্ ॥ ২৮৪ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ১১]

ইত্যাদি। স্পষ্টম্। ১১ ॥ ২৭। শ্রীভগবান্ ॥

'শ্রীভগবান্ আত্মায় ভাবিত হইয়া যাহার প্রতি যখন অনুগ্রহ করেন তখন সেই ব্যক্তি লোক ও বেদবিষয়ে তাহার পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যাগ করে।'

এ বিষয়ে অগস্ত্যসংহিতার উক্তি যথা—

'বিধিনিষেধ যেমন মুক্তপুরুষের নিকট গমন করে না, সেইরূপ বিধিপূর্বক যিনি রামের উপাসনা করেন তাঁহাকেও বিধিনিষেধ স্পর্শ করে না।'

দ্বিতীয়টি (কর্মমিশ্র অর্চন) সেই সকল প্রতিষ্ঠাবান্ গৃহস্থগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়—যাঁহাদের ব্যবহারিক বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা আছে অথচ অযত্নসিদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রদ্ধাও আছে; এবং উহাদের বিপরীতভাবে উপজাত শ্রদ্ধাও যাঁহাদের আছে[২] এবং যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ও বুদ্ধিহীন জনগণমধ্যে যাহাতে সাধারণ বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের লোপ না হয়—এই বুদ্ধিতে যাঁহারা লোকসংগ্রহপরায়ণ। তাই 'অনন্ত ও অপার (কর্মকাণ্ডের) পার নাই' ইত্যাদি স্থলে উক্ত হয়—

"যাঁহার কেবল পরমেশ্বর বিষয়েই সঙ্কল্প সম্যক্‌ভাবে বিদ্যমান, তিনি বেদবিহিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্মের সহিত কর্মপাবনী মদীয় পূজা করিবেন।" ২৮৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানে উক্তি ॥

১ ভা. ১১. ২৭. ৬। প্রথম দুই চরণ যথা—ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।

২ বিপরীতভাবে বলিতে ব্যবহারিক বিষয়ের বিপরীত পারমার্থিক বিষয়ে যাঁহাদের চেষ্টার আতিশয্য আছে এবং যত্নসিদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানবশতঃ উপজাত শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চৈবমেব শ্রীনারায়ণবাক্যং শ্রাদ্ধকথনারম্ভে—

নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ।
উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ ॥
বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্বৈর্লোকাচারো যথাস্থিতঃ।
আদেহপাতাদ্ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥

ইতি এতেষাঞ্চ দ্বিবিধা কর্মব্যবস্থা-- শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ অন্তর্যামিশ্রীভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্বারাধানং বিহিতং, বিষ্ণুযামলাদৌ তু—

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ॥

ইত্যাদিপ্রকারেণ বিহিতমিতি।

[শ্রীভগবৎপীঠাবরণদেবতাপূজা]

যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশদুর্গাদ্যা বর্তন্তে, তে হি বিষ্বক্সেনাদিবদ্ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা, যে পরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশদুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি। 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেঃ' [১]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রাদ্ধকথারম্ভে শ্রীনারায়ণবাক্যে এই প্রকার উক্ত হয়—

'যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, এমন ব্যক্তিও যদি, হে নারদ! অগ্রে লৌকিক ধর্মের আচরণ না করেন, তাহা হইলে ধর্মের উপপ্লবহেতু ধর্মের গ্লানিই হয়। অতএব যাঁহারা বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা সকলে দেহপাত পর্যন্ত যথাস্থিত লোকাচার প্রযত্নপূর্বক রক্ষা করিতে যত্নপরায়ণ হইবেন।'

ইঁহাদের কর্মব্যবস্থা দুই প্রকার—এক, যেমন শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে সকলের অন্তর্যামী যে শ্রীভগবান্, সেই দৃষ্টি দ্বারাই সকলের আরাধনা; অন্য এক, যেমন বিষ্ণুযামল প্রভৃতি গ্রন্থে—

'বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর্তব্য এবং বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবে'—এই প্রকার বিহিত।[২]

[শ্রীভগবানের পীঠাবরণ দেবতার পূজা]

শ্রীভগবানের পীঠাবরণ পূজায় গণেশদুর্গাদি যাঁহারা বর্তমান থাকেন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় শ্রীভগবানের নিত্যবৈকুণ্ঠসেবক বুঝিতে হইবে। অতএব যাঁহারা মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশদুর্গাদি—তাঁহারা এই (আবরণদেবতাগত) গণেশদুর্গাদি নহেন। কারণ, 'যেখানে মায়া নাই সেই

১ ভা. ২, ৯, ১০

২ শ্রীভগবান্ সকলের অন্তর্যামী, অতএব অন্যের পূজাতেও শ্রীভগবানের পূজা হয়—এই একপ্রকার এবং শ্রীভগবানেরই পাদোদক ও নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা অন্য দেবতার পূজা—এই আর একপ্রকার। এই দ্বিবিধ কর্মব্যবস্থা।

ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। যত এব চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকস্বরূপ-ভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষপি দৃশ্যতে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা॥

ইতি। অত এব শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" ইতি। 'ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা' ইত্যাদিকন্তু বিরাট্পুরুষ-মহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদভেদোপাসনাবিবক্ষয়ৈবোক্তম। সা হি মায়াংশ-রূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী। মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাবরণকথনে যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শ্রীহরির (বৈকুণ্ঠলোকে) রাগলোভাদির কথাই বা কি?'—এই উক্তি হইতেই উহা জানা যায়। সুতরাং তাঁহারা (পীঠাবরণের গণেশদুর্গাদি) নিশ্চিত শ্রীভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক। এবং এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রগণে দুর্গানামে শ্রীভগবানের ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত শক্তি-বিশেষের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রুতি এবং তন্ত্রাদিতে দেখা যায়। যেমন নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হয়—

'ভক্তি অর্থে ভজনসম্পত্তি।[১] প্রকৃতি তাঁহার প্রিয় (পুরুষকে) ভজন করেন। সেই আত্মস্বরূপ (শ্রীভগবানের) প্রকৃতিকে অতি কষ্টেই জানিতে পারা যায়। তিনিই অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীদুর্গা—এই নামে সাধুগণকর্তৃক গীত হইয়া থাকেন।'

অতএব শ্রীভগবানের সহিত অভেদসম্বন্ধই গৌতমীয়কল্পে উক্ত হয়—'যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ'; 'হে পরমেশানি! তুমিই ইঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'—ইত্যাদি বাক্যে বিরাট্পুরুষ ও মহাপুরুষের অভেদের ন্যায় কতকগুলি লোকের অভেদ উপাসনা রীতি জানাইবার নিমিত্তই ঐরূপ উক্ত হয়। তিনি অবশ্যই মায়াংশরূপা, তাঁহার অধীন অর্থাৎ মায়াধীন এই প্রাকৃত লোকে মন্ত্ররক্ষারূপ সেবার নিমিত্ত তিনি চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীর ন্যায় নিযুক্তা, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সেবার অধিষ্ঠাত্রী নহেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণ দেবতার কথাপ্রসঙ্গে উক্ত হয়—

১ সম্পত্তি বা সম্পদ্ বলিতে উৎকর্ষ বুঝায়। 'যস্য যক্রপতা উচিতা তস্য তথা ভবনম্'—যাহার যতখানি হওয়া উচিত ততখানি হওয়ার নাম সম্পত্তি। অতএব ভজনসম্পত্তি বলিতে ভজনের পরমোৎকর্ষ।

সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গা-বিষ্বক্‌সেনগজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥
ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈর্ঋতং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ॥

ইতি। কিঞ্চ ভগবৎস্বরূপা এব তে। যথোক্তং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-ষড়ঙ্গাদিদেবতাভেদকথনারম্ভে—

সর্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি। অতো নামমাত্রসাধারণ্যেনানন্যভক্তৈর্ন ভেতব্যম্। কিন্তু ভগবতো নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবকত্বাদ্বিষ্বকসেনাদিবৎ সৎকার্যা এব তে। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে"[১]

'সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন, শঙ্খ ও পদ্মনিধি এবং লোকসকল চতুর্থাবরণ বলিয়া স্মৃত হয়। ঐন্দ্রক, আগ্নেয়, যাম্য, নৈর্ঋত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য, ঐশান—ইহারা সপ্তম আবরণ বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক স্মৃত হয়। সাধ্য, মরুদ্‌গণ এবং বিশ্বেদেব সকলেই পরমধামে নিত্য এবং অন্য দেবতাগণও নিত্য। কিন্তু এই প্রাকৃত স্বর্গলোকে সেই দেবতাগণ নিত্য নহেন। তাঁহারা এই স্বর্গের মহিমা বৃদ্ধি করেন—ইহাই শ্রুতি।'

আরও বক্তব্য এই—(বৈকুণ্ঠধামে যে দেবতাসকল) তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশস্বরূপই। ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদ কথারম্ভে উক্ত হয়—

'এই গোপবেশধর দেবদেব শ্রীহরি সর্বত্র বিদ্যমান। কেবল রূপভেদবশতঃ, তাঁহার নামভেদ কীর্তিত হয়।

অতএব নামমাত্র সাধারণ্য হেতু অনন্যভক্তগণের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠের সেবক বলিয়া বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় তাঁহাদের প্রতি সৎকার করা কর্তব্য।[২] তাই উক্ত হয়—'(বাতপিত্তাদিময়) ত্রিধাতুবিশিষ্ট দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি (ভূবিকারে দেবতাবুদ্ধি ইত্যাদি

১ ভা. ১০. ৮৪. ৮ ; পূর্বে ২৪৫ অঙ্কে পূর্ণ শ্লোক দ্র°।

২ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামগত দেবগণের পূজাদি করা অনন্যভক্তেরও সর্বথা কর্তব্য।

ইত্যাদৌ, "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ" ইত্যাদিপাদ্মোত্তরখণ্ডবচনেন তদসৎকারে দোষশ্রবণাৎ। অতস্তানেবোদ্দিশ্যাহ—

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ২৮৫ ॥

[ভা, ১১. ২৭. ২৬]

পাদ্মোত্তরখণ্ড এব চ—

তস্মাদবৈদিকানাঞ্চ দেবানামর্চনং ত্যজেৎ।
স্বতন্ত্রপূজনং যচ্চ বৈদিকানামপি ত্যজেৎ ॥
অর্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চয়েৎ ॥
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥

ইত্যাদি। ১১ ॥ ২৭। শ্রীভগবান্ ॥

ভূতাদিপূজা তু তৎপূজাঙ্গত্বে বিহিতাপি ন কর্তব্যা; তদাবরণদেবতাত্বাভাবাৎ। নিষিদ্ধঞ্চ তত্রৈব—

সে গর্দভসদৃশ)' এবং 'যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করিয়া তদীয় ভক্তবৃন্দের অর্চনা করে না,'— ইত্যাদি পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচনেও সেই সকল দেববৃন্দের অসৎকারে দোষের কথা শোনা যায়। অতএব সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—

"দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরু ও (ইন্দ্রাদি) দেবতাবৃন্দকে প্রণামাদি দ্বারা নিজ নিজ স্থানে অভিমুখী করিয়া পূজা করিবে।" ২৮৫ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই উক্ত হয়—

'অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চনা ত্যাগ করিবে এবং বৈদিক দেবগণের যে স্বতন্ত্রভাবে পূজা তাহাও ত্যাগ করিবে। জগতের বন্দনীয় দেব নারায়ণ শ্রীহরিকে অর্চনা করিয়া বৈষ্ণব জন সেই দেবতার আবরণসংস্থানকে চতুর্দিকে অর্চনা করিবে শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজার উপহার দান করিবে এবং তাঁহারই হোমাবশেষ দ্বারা (তাঁহাদের) হোম করিবে।'

ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

ভূতাদিপূজা শ্রীভগবানের পূজার অঙ্গরূপে বিহিত হইলেও উহা কর্তব্য নহে, যেহেতু উহারা আবরণদেবতা নহেন। সেই (পদ্মপুরাণ) গ্রন্থে (উহাদের) নিষেধ করা হইয়াছে—

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥

ইতি। অত এবাবশ্যকপূজ্যানামন্যেষাং তৎস্বীকৃতৈরপি মদ্যাদিভিঃ পূজা নিষিদ্ধা। যথা সঙ্কর্ষণাদীনাম্।

অথ পীঠপূজায়াং যেঽপ্যধর্মাদ্যা বর্তন্তে গুণত্রয়ঞ্চ, তানি তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্পষ্টান্যপি ন সন্তি। তথা স্বায়ম্ভুবাগমেঽপি। তস্মান্নাদরণীয়াণি। কেচিত্তু নারদ-পঞ্চরাত্রদৃষ্ট্যা তান্যন্যথৈব ব্যাচক্ষতে। যথোক্তং তত্রৈব—"অধর্মাদ্যাদ্যচতুষ্কন্তু অশ্রেয়সি নিয়োজনম্"—ইতি অধার্মিকাদিষু তত্তদন্তর্যামিশক্তিরধর্মাদ্যমিত্যর্থঃ। তথা—পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে—যথা য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদ-বতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্তত ইতি। তথা যে চাত্র শ্রীরামাদ্যুপাসনায়াং মৈন্দদ্বিবিদাদয় আবরণদেবতাস্তে তু তদীয়নিত্যধামগতা নিত্যাঃ শুদ্ধাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। যথাক্রূরাঘমর্ষণে তেন

'যক্ষগণের, পিশাচগণের এবং মদ্যমাংসভোজী দেবতাগণের ভজন মদ্যপান করার সমান বলিয়া স্মৃত হয়।'

অতএব যাঁহাদের পূজা অবশ্য কর্তব্য—তাঁহাদেরও নিষেধবচনে অন্তর্ভুক্ত মদ্যাদিদ্বারা পূজা নিষিদ্ধ, যেমন সঙ্কর্ষণাদির পূজায়।

আবার পীঠপূজায় যে সকল অধর্মাদি ও গুণত্রয়ের উল্লেখ আছে, তাহারা যে স্পষ্টভাবে নাই—ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে জানা যায়। এবং স্বায়ম্ভুবাগমেও ঐপ্রকারই নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তাহারা (অধর্মাদি) আদরণীয় নহে। কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্রের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অন্যপ্রকার বলিয়া থাকেন।

যেমন নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়—'অধর্মাদি[১] চতুষ্টয় অমঙ্গলে নিয়োজিত।' অধার্মিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেই সেই অন্তর্যামী শক্তিকে অধর্মাদি বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার, পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরুপাদুকাপূজা এই প্রকারেই সঙ্গত—শ্রীভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টিরূপে ও ভক্তাবতাররূপে গুরুরূপ ধরিয়া বর্তমান, আবার তিনিই সেই শ্রীভগবৎপীঠে সমষ্টিরূপে নিজের বামপ্রদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপেও বিদ্যমান (তাই পীঠপূজায় গুরুর পূজা বিধেয়)। আবার শ্রীরামাদির উপাসনায় যে মৈন্দদ্বিবিদাদি (ভক্তবানর) আবরণদেবতা, তাঁহারা নিত্যধামগত; নিত্য ও শুদ্ধ বলিয়া জ্ঞেয়। অক্রূরাঘমর্ষণপ্রসঙ্গে[২] শ্রীঅক্রূর কর্তৃক যেমন প্রহ্লাদাদি নিত্য বলিয়া দৃষ্ট

১ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই চারিটী।

২ অঘমর্ষণ অর্থে পাপমোচন।

শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ো দৃষ্টাঃ। য এব শ্রীপ্রহ্লাদঃ পৃথ্বীদোহনেঽপি বৎসোঽভূৎ, তদানীং তজ্জন্মাভাবাৎ, চাক্ষুষমন্বন্তর এব হিরণ্যকশিপোর্জাতত্বাৎ। অন্যে তু স্বস্বধাম্নি নিত্য-প্রাকট্যস্যৈব শ্রীরামাদেঃ প্রপঞ্চপ্রাকট্যাবসরং প্রাপ্য তৎসাহায্যার্থং নিত্যপার্ষদ-মৈন্দ-দ্বিবিদাদিশক্ত্যাবেশিনো জীবাঃ সুগ্রীবাদিভাগবতদ্বেষি-বালিপ্রভৃতিসম্বন্ধাদুত্তরকালে ভগবদ্বিদ্বেষি-নরকাসুরাদিসঙ্গাচ্চ দুষ্টভাবা ভবন্তীত্যবধেয়ম্। প্রপঞ্চলোকমিশ্রত্বেনৈব প্রাকট্যসম্ভবাৎ।

অথ শ্রীকৃষ্ণগোকুলোপাসনায়ামপি যৎ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামাবরণত্বং তত্তু তচ্ছক্তি-বিশেষরূপাণাং তাসাং বিমলাদীনামিবান্তর্ধানগতত্বেনৈব, ন তু তত্তল্লীলাগত-প্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব ধ্যানে তা নোক্তাঃ। কেচিত্তু রুক্মিণ্যাদিনামানি শ্রীরাধাদি নামান্তরত্বেনৈব[১] মন্যন্তে। যথা তে শঙ্খচক্রগদামুদ্রাদিধারণং শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নত্বেনৈব

হইয়াছিলেন। এই যে প্রহ্লাদ তিনি পৃথিবীর দোহনকালেও বৎসরূপে বিদ্যমান ছিলেন—যদিও তৎকালে প্রহ্লাদরূপে স্পষ্টতঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই—কারণ চাক্ষুষমন্বন্তরেই তিনি (প্রহ্লাদ নামে) হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ নিজ ধামে নিত্যপ্রকট যে শ্রীরামচন্দ্রাদি—তাঁহাদের প্রপঞ্চপ্রকাশের সুযোগে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত নিত্যপার্ষদ মৈন্দদ্বিবিদাদি শক্ত্যাবেশী অন্য জীবগণ সুগ্রীবাদি ভগবদ্ভক্তজনের বিদ্বেষী বালি প্রভৃতির সম্বন্ধহেতু পরবর্তী কালে (দ্বাপরে) শ্রীভগবানের বিদ্বেষী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ দুষ্টভাব হইয়া থাকেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু প্রপঞ্চলোকের সহিত (ভাল এবং মন্দ—এই উভয়বিধ লোকের সহিত) মিশ্রভাবশতই প্রাকট্যের সম্ভব হইয়া থাকে।

আবার, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোপাসনাতেও যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি আবরণদেবতারূপে গণ্য হন, তাহা তাঁহার অন্তর্হিত শক্তিবিশেষরূপ সেই বিমলা প্রভৃতির ন্যায় গণ্য, কিন্তু সেই সেই লীলাগত প্রাকট্য উপলক্ষ্য করিয়া যে তাঁহারা গণ্য নহেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই জন্য ধ্যানে সেই (অন্তর্হিতা) বিমলা প্রভৃতির উল্লেখ হয় নাই। আবার, কেহ কেহ শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি নামকে শ্রীরাধা প্রভৃতির নামান্তর বলিয়াই মনে করেন, যেমন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বুদ্ধিতেই শঙ্খ চক্র গদা মুদ্রা প্রভৃতির[২] ধারণ স্বীকার করেন। যেমন দ্বারকার অন্তঃপার্শ্বে

১ ন তু তত্তল্লীলাগত' নামান্তরত্বেনৈব—এই পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ শ্রীনারায়ণের হস্তস্থিত চিহ্ন বলিয়া ইহাদিগকে মনে করেন না।

স্বীকুর্বন্তি, যথা চ দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ পূজ্যমানয়োর্গঙ্গা শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রসিদ্ধা মানসগঙ্গেতি মন্যন্তে, তথা চ বিষ্বক্‌সেনাদয়ো ভদ্রসেনাদয় ইতি। শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায়াং শ্বেতদ্বীপক্ষীরসমুদ্রপূজা চ গোলোকাখ্যস্য তদ্ধাম্নোঽপি শ্বেতদ্বীপেতি নামত্বাৎ। কামধেনুকোটিনিঃস্যন্দদুগ্ধপূরবিশেষস্য চ তত্র স্থিতত্বাৎ। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং তদ্বর্ণনান্তে—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অধ্যায়)

ইতি। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্—তথা সোমসূর্যাগ্নিমণ্ডলান্য—প্রাকৃতান্যতিশৈত্যতাপ-গুণপরিত্যাগেনৈব বর্তন্তে। তত্র সর্বকল্যাণগুণবস্তুনামেবাভিধানায় প্রাকৃতনিষেধাৎ। যথা নৃসিংহতাপন্যাম্—

"তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্যো ভাতি

স্থিত পূজ্য গঙ্গা-যমুনা বলিতে (বৈষ্ণবগণ) শ্রীগোবর্ধনে প্রসিদ্ধ মানস-গঙ্গাই বুঝিয়া থাকেন, তেমনি বিষ্বক্‌সেন ও ভদ্রসেন প্রভৃতিকে তাঁহারা (ব্রজপরিকরই বলিয়া) মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজায় যে শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের পূজা বিহিত আছে, উহাতে গোলোকনামক শ্রীভগবানের ধামই শ্বেতদ্বীপ সংজ্ঞায় অভিহিত। যেহেতু কোটি কোটি কামধেনু হইতে নিঃসৃত দুগ্ধরাশিরূপ বিশিষ্টতা উক্ত স্থলেই বিদ্যমান। তাই ব্রহ্মসংহিতায় গোলোকের বর্ণনা অন্তে উক্ত হইয়াছে—

'যেখানে সুরভি (গাভী) সমূহ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র নিঃসৃত হইয়াছে এবং যেখানে নিমেষার্ধরূপ কালেরও গতিপ্রভাব নাই—আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজনা করি—যাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন এরূপ খুব কমই সাধুব্যক্তি পৃথিবীতে বিচরণ করেন।'

এই প্রকার অন্য গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, চন্দ্র ও সূর্যমণ্ডল তথায় অপ্রাকৃত এবং অতিশীতলতা বা অতিসন্তাপ বর্জন করিয়া বিদ্যমান আছে। সেই ধামে সর্বকল্যাণগুণরূপ বস্তু কথনের জন্যই প্রাকৃত বস্তুর নিষেধ করা হইয়াছে।

যেমন, নৃসিংহতাপনীতে উক্ত হয়—

'মন্ত্ররাজাধ্যাপকের ইহাই পরম ধাম,—যেখানে দুঃখাদি নাই, যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না,

যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি ন যত্র নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষঃ" [১] (নৃসিংহতাপনী, পূর্ব, ৫. ১০)

ইত্যাদি। তদেবং কর্মমিশ্রত্বাদিনিরসনপ্রসঙ্গসঙ্গত্যা তৎপরিকরা ব্যাখ্যাতাঃ।

[ভূতশুদ্ধ্যাদিকস্য ব্যাখ্যানম্]

অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে। তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিতভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহভাবনাপর্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্টদেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্বিদ্বিষ্টত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্য-প্রায়মেব। তদীয়-চিচ্ছক্তিবৃত্তি-বিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্।

অথ কেশবাদিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্তিং ধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ

বায়ু যেখানে বহিয়া যায় না, চন্দ্র যেখানে তাপ দেয় না, নক্ষত্রগণ যেখানে প্রকাশ পায় না, অগ্নি যেখানে দাহ করে না, মৃত্যু যেখানে প্রবেশলাভ করে না এবং যেখানে কোন দোষ নাই।'

অতএব এই প্রকারে কর্মমিশ্রতার নিরসন প্রসঙ্গরূপ সঙ্গতির দ্বারা ভগবদ্ধামের পরিকরবৃন্দও (যে কর্মের অধীন নহে তাহাই) ব্যাখ্যাত হইল।

[ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির ব্যাখ্যা]

অনন্তর, সেই শুদ্ধ ভক্তগণের ভূতশুদ্ধ্যাদি বিষয়ে যথামতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সেই প্রসঙ্গে ভূতশুদ্ধি বলিতে নিজের অভিলষিত শ্রীভগবানের সেবার উপযুক্ত ভগবৎপার্ষদরূপ দেহভাবনা পর্যন্তই ভূতশুদ্ধি এবং তাঁহার সেবাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া যাঁহারা জ্ঞান করেন, তাঁহারা ঐরূপ (ভূতশুদ্ধি) করিবেন, কারণ উহাই তাঁহাদের নিজকৃত ভজনের অনুকূল। এবং যে যে স্থানে আপনাকে নিজের অভীষ্ট দেবতারূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে, সেই সেই স্থানেই আপনাকে পার্ষদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ শুদ্ধ ভক্তগণ অহংগ্রহোপাসনার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সহিত যে ঐক্য উহা সাধারণভাবেই উল্লিখিত বুঝিতে হইবে। কারণ, পার্ষদগণের যে বিগ্রহ উহা শ্রীভগবানের চিৎশক্তির বৃত্তি ও বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ লইয়া গঠিত (—এই অংশেই ঐক্য, কিন্তু সাযুজ্যাংশে নহে)।

আবার, কেশবাদিন্যাস যে অধমাঙ্গে বিহিত, তাহাতে বুঝিতে হইবে—সেই স্থলে সেই সেই

১ নির্ণয়সাগর প্রকাশিত 'ঈশাদ্যষ্টোত্তর শতোপনিষদ' গ্রন্থে পাঠান্তর এইরূপ :—'সূর্যো ভাতি' স্থলে 'সূর্যস্তপতি', 'চন্দ্রমাস্তপতি' স্থলে 'চন্দ্রমা ভাতি', 'ন দোষঃ' স্থলে 'ন দুঃখম্'।

জপ্ত্বৈব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্যাৎ, ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ ; ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ।

[ধ্যানপূজাদি-বিবরণম্]

অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব, হৃদয়কমলগতন্তু যোগিমতম্, 'স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে' ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অত এব মানসপূজা চ তত্রৈব চিন্তনীয়া। কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে তত্রৈব চিন্ত্যম্। "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ" ইত্যত্রৈবকারাৎ। তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি কিন্তু তেজোময়-প্রতিমাকারেণৈবেতি। অথ বহিরুপচারৈরন্তঃপূজায়াং বেণ্বাদিপূজা তদঙ্গজ্যোতির্বিলীনাঙ্গস্য স্বস্যাঙ্গে নিবিষ্টস্য তস্য তন্মুখাদাবেব ভাব্যা ন তু স্বমুখাদৌ। তথা বেণ্বাদি-তদ্ভূষণমুদ্রাদর্শনম্। স্বমুখাদৌ তথা বেণ্বাদি যৎ ক্রিয়তে, তচ্চ তস্মৈ তদীয়-তত্তৎপ্রিয়-বস্তূনাং দর্শনার্থমেব, ন তু স্বস্যৈবাঙ্গে তানি ভাব্যন্ত ইতি পূর্বহেতোরেব। তথা মানসাদিপূজায়াং ভূতপূর্বতৎপরিকর-লীলাসংবলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ং কিন্তু যথার্থমেব।

মূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়া সেই সেই মন্ত্র জপ করিয়া সেই সেই অঙ্গের স্পর্শমাত্র করিবে, কিন্তু সেই সেই মন্ত্রদেবতা সেই সেই স্থানে বিদ্যমান, এ প্রকার চিন্তা করিবে না; যেহেতু ভক্তগণের তাহা করা উচিত নহে।

[ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির বিবরণ]

মুখ্য ধ্যান শ্রীভগবানের ধামগতই, কিন্তু যোগিগণের মতে ধ্যান হৃদয়কমলগত। যেহেতু উক্ত হয়—'শ্রীভগবান্‌কে রম্য বৃন্দাবনে স্মরণ করিবে।' অতএব মানসপূজা সেই বৃন্দাবনেই চিন্তনীয়। সূর্যমণ্ডলে যে কামগায়ত্রী ধ্যানের কথা শ্রুত হয় উহাও সেই বৃন্দাবনপ্রসঙ্গেই চিন্তনীয়। কারণ, 'নিখিল বিশ্বের আত্মভূত (শ্রীগোবিন্দ) গোলোকেই বাস করেন'—এই বচনে (নিশ্চয়াত্মক) 'এব' শব্দের প্রয়োগ আছে। শ্রীবৃন্দাবননাথ সূর্যমণ্ডলে সাক্ষাদ্‌ভাবে বর্তমান থাকেন না, কিন্তু তেজোময় প্রতিমার আকারেই বর্তমান থাকেন। আবার, বেণু প্রভৃতির যে পূজা—উহাতে বাহিরের উপচার দ্বারা অন্তঃপূজায় (বেণুটিকে) তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃতে বিলীন—(উপাস্য দেবতার) নিজাঙ্গে নিবিষ্ট মুখেই স্থাপিত বলিয়া চিন্তা করিবে, কিন্তু নিজের মুখাদিতে স্থাপিত এইরূপ ভাবিবে না। বেণু প্রভৃতি তাঁহার যাবতীয় চিহ্ন বিষয়েরই এই প্রকার জ্ঞান করিবে। নিজের (অর্থাৎ ভক্তের) মুখ প্রভৃতিতে স্থাপিত বেণু প্রভৃতির যে কল্পনা করা হয়—তাহাও সেই শ্রীভগবান্‌কে সেই সেই প্রিয় বস্তুসমূহ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্তই, কিন্তু নিজের অঙ্গে উহাদের (স্বরূপতঃ) যে ভাবনা করা চলে না—ইহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে। মানসাদিপূজায় শ্রীভগবানের ভূতপূর্ব পরিকরবৃন্দের লীলাসংযোগের বিষয় যে কেবল কল্পনাময় তাহা নহে, কিন্তু উহা যথার্থই। যেহেতু, শ্রীভগবানের প্রকটকালে

যত্তস্তস্য প্রাকট্যসময়ে লীলাস্তৎপরিকরাশ্চ যে প্রাদুর্বভূবুস্তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্তন্তে। অসুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ, কিন্তু মন্ত্রময়তৎপ্রতিমানিভা জ্ঞেয়াঃ। 'এবং বিহারৈঃ' [১] ইত্যাদৌ "নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটপ্লবনাদিভিঃ" [২] ইতিবত্তত্তল্লীলানাং নানাপ্রকাশৈঃ কৌতুকেনানুক্রিয়মাণত্বাত্তগবৎসন্দর্ভাদৌ হি তথা সন্যায়ং দর্শিতাস্তি।

অথ মানসপূজামাহাত্ম্যম্—যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যম্—"অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ"—ইত্যাদৌ –

যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্যান্মহামতে।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে॥

ইতি। এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যাং মূর্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ—"অর্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথোপলব্ধোপচারকৈঃ" [৩] ইত্যাবির্হোত্রবচনেন বাশব্দাৎ।

লীলাসমূহ এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দ যাঁহারা প্রাদুর্ভূত হন, তাদৃশ (লীলা ও পরিকর) সংখ্যাতীতভাবেই অপ্রকট অবস্থায় তদীয় ধামে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু সেই ধামে অসুরগণ চেতন নহে, কিন্তু মন্ত্রময় তৎপ্রতিমার সদৃশ বুঝিতে হইবে। 'এই প্রকার নানাবিধ বিহারের দ্বারা (শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কৌমারকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন)'—এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে যে 'নিলায়ন অর্থাৎ লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি ও তদন্বেষণাদি, সেতুবন্ধ এবং বানরাদিগণ সহ উল্লম্ফন ইত্যাদি বিবিধ (বিহারের) দ্বারা (তাঁহারা কৌমার অতিবাহিত করিয়াছিলেন)'—তদ্রূপ (অপ্রকটকালে) তত্তল্লীলাসকলের নানা প্রকাশে কৌতুকবশতঃ যে অনুকরণ করা হইয়া থাকে—ভগবৎসন্দর্ভাদিতে সেই লীলাবিষয়ে যুক্তির সহিত দেখান হইয়াছে।

অনন্তর মানসপূজামাহাত্ম্য—যেমন নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ বাক্যের 'জরা ও ব্যাধিরূপ ভয়ের অপহন্তা এই যে মানস যোগ'—এই শ্লোকে উক্ত হয়—

'যিনি পরম ভক্তির দ্বারা ক্রমোক্ত বিধিতে এই মানস যোগ একবার অবলম্বন করেন, হে মহামতি মুনি! তাঁহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হই।'

এই (মানসপূজা) কখন কখন স্বতন্ত্রভাবেও হয়।—যেহেতু মনোময়ী পূজায় অষ্টমস্বরূপে মূর্তির উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্রভাবে বিধি আছে। 'প্রতিমাদিতে অথবা হৃদয়ে যথাপ্রাপ্ত উপচারসমূহের দ্বারা পূজা করিবে'—এই (শ্রীভাগবতের) আবির্হোত্রের বচনে 'অথবা' শব্দের দ্বারাও উহা প্রতিপাদিত হয়।

১ ভা. ১০. ১৪. ৫৭ ২ ভা. ১০. ১৪. ৫৭ (শেষের দুই পাদ)।
৩ ভা. ১১. ৩. ৫১

অথ পূজাস্থানানি বিচার্যন্তে। তানি চ বিবিধানি। তত্র শালগ্রামাদিকং তত্তদ্ভগবদাকারাধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্, আকারবৈলক্ষণ্যাৎ, "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তত্র চ স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠু সিদ্ধিকরম্। তস্মিন্নেবাযত্নতস্তদীয়প্রাকট্যাৎ, 'মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ' [১] ইত্যুক্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণাদীনান্তু মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানম্ "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ"[২] ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তথা তত্তন্মন্ত্রধ্যেয়বৈভবত্বেন মথুরাবৃন্দাবনাদীনাং শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ প্রখ্যাতত্বাৎ। মথুরাদিক্ষেত্রাণ্যেবান্যত্রাধিষ্ঠানে ধ্যানেন প্রকাশ্য তেষু ভগবাংশ্চিন্ত্যতে।

অথ শ্রীমৎপ্রতিমায়ান্তু তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি আকারৈক্যাৎ, "শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া" ইতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ। এবমেব শ্রীভগবতা "চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্"[৩] ইত্যুক্তম্। প্রতিষ্ঠা প্রতিমা জীবস্য জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ।

অনন্তর, পূজার স্থানসমূহের বিচার করা হইতেছে। উহা নানাবিধ। তন্মধ্যে আকারের বৈলক্ষণ্যবশতঃ শালগ্রামাদি যে সেই সেই ভগবদাকারের অধিষ্ঠান—এই প্রকার চিন্তা করা উচিত। যেহেতু—'যেখানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান, সেখানে শ্রীহরি সন্নিহিত'—এইপ্রকার উক্তি আছে। তন্মধ্যে নিজের অভীষ্ট যে আকার তদ্যুক্ত শ্রীভগবদধিষ্ঠানই সম্যক্ সিদ্ধিপ্রদ তাঁহাতেই স্বাভাবিক-ভাবে ইষ্ট শ্রীভগবানের প্রকটতা হয়, কারণ উক্ত হয়—'নিজের অভিমত মূর্ত্তিতে (মহাপুরুষকে অর্চনা করিবে)।' শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মথুরাদিক্ষেত্রই মহাধিষ্ঠান; যেহেতু উক্ত হয়—'মথুরাতে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন।' আবার, সেই সেই মন্ত্রধ্যেয় বৈভবের ক্ষেত্ররূপে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতির প্রখ্যাতি শ্রীগোপালতাপনী ইত্যাদি গ্রন্থে বিবৃত আছে। অন্য অধিষ্ঠানেও মথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রকেই ধ্যানের দ্বারা প্রকাশ করিয়া সেখানে শ্রীভগবানের চিন্তা করা হয়।

শ্রীভগবানের প্রতিমার সহিত স্বাভীষ্ট আকারের ঐক্য থাকায় প্রতিমাতেই অর্চকগণ তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার ভাবনা করিলে দোষ হয়। 'আমি কি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছি'—ইত্যাদি বাক্যে সেই দোষ শ্রুত হয়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'চল এবং অচল—এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠা জীবের মন্দিরস্বরূপ।' প্রতিষ্ঠা অর্থে প্রতিমা, জীবের অর্থাৎ জীবয়িতা পরমাত্মরূপ যে আমি—তাঁহার মন্দির, উহা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত একাকারতার স্থল—ইহাই অর্থ।

১ ভা. ১১. ৩. ৪৯ ২ ভা ১. ১০. ২৮
৩ ভা. ১১. ২৭. ১৩

যদ্বা প্রতিষ্ঠালক্ষণেন কর্মণা পূর্বোক্তা প্রতিমা মম তদাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে 'বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব' ইতি সান্নিধ্য-করণমন্ত্রবিশেষানন্তরং মন্ত্রান্তরম্—

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥

ইতি। অথবা জীবমন্দিরং সর্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ। পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থমেবোক্তং ভগবতা—

বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।
অলংকুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ [ভা. ১১. ২৭. ২৮]

ইত্যত্র মামিতি সপ্রেমেতি চ। অত এব বিষ্ণুধর্মে তামধিকৃত্য অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম—

তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥

অথবা, পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠালক্ষণ কর্ম দ্বারা স্থাপিত যে প্রতিমা উহা আমার আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়'—ইহাই অর্থ। শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে তাই উক্ত হয়—'হে বিষ্ণো! ইহার সন্নিহিত হও, এবং এই সান্নিধ্যকরণ-মন্ত্রবিশেষের পর নিম্নোক্ত অন্য মন্ত্র শ্রুত হয়—

'যাহা তোমার পরম তত্ত্ব এবং যাহা তোমার জ্ঞানময় দেহ—সেই সকল একত্র এই দেহে লীন—ইহাই বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।'

অথবা 'জীবমন্দির' অর্থে সকল জীবের পরম আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্—তিনিই প্রতিষ্ঠা—ইহাই বুঝিবে। কারণ পরমভগবানের উপাসকবৃন্দ সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই তাঁহার প্রতিমাকে দেখিয়া থাকেন। ভেদজ্ঞানের প্রকাশ হওয়ায় ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া সেই প্রকার করা উচিত। এইরূপই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, (তুলসী) পত্র, পুষ্প ও গন্ধলেপন প্রভৃতির দ্বারা আমার ভক্ত আমাকে প্রেমভরে যথাযথভাবে ভূষিত করে।'

উপরের এই বচনে 'আমাকে' ও 'প্রেমের সহিত'—এইরূপ উল্লেখ আছে। অতএব বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে প্রতিমা উদ্দেশ্যে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বাক্য যথা—

'সেই প্রতিমাতে চিত্ত সমাবেশ করিয়া অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ কর। সেই প্রতিমাকেই ভক্তিভরে পূজা ও ধ্যান করিলে উহা নানা উপকার সাধন করিয়া থাকে। গমন, স্থিতি, শয়ন,

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ :
উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ ॥

ইত্যাদি।

অত এব তৎপূজায়ামাবাহনাদিকমিত্থং ব্যাখ্যাতমাগমে—

আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্ ॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্ ॥
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্যন্তস্থাপনং সন্নিবোধনম্।
সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্বাঙ্গপ্রকাশনম্ ॥ ইতি।

অত্র শূদ্রাদিপূজিতার্চাপূজানিষেধবচনমবৈষ্ণবশূদ্রাদিপরমেব—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥

ইত্যুক্তেঃ।

অথ সপ্তমে 'পাত্রম্'[১] ইত্যাদৌ শ্রীনারদোক্তৌ অধিষ্ঠানবিচারে শ্রীমদর্চাতোঽপি যঃ পুরুষমাত্রাতিশয়স্তত্রাপি জ্ঞানিনঃ, স চ কৈবল্যকামো ভক্ত্যাশ্রয়ঃ, তস্মিন্ প্রকরণে

ভোজন ইত্যাদি যাহাই কর না কেন, তাঁহাকেই তোমার সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, উপরে ও নীচে এবং পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিবে।'

অতএব সেই পূজায় আগমশাস্ত্রে নিম্নোক্তপ্রকার আবাহনাদির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

'আবাহন বলিতে প্রভুস্বরূপ শ্রীভগবানের সম্মুখীকরণ; ভক্তিপূর্বক তাঁহার নিবেশনকে সংস্থাপন বলে; আমি তোমার—এই ভাবে তদীয়ত্বদর্শনকে সন্নিধাপন বলে; ক্রিয়াসমাপ্তি পর্যন্ত যে স্থাপন তাহা সন্নিবোধন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গপ্রকাশনের নাম সকলীকরণ বলিয়া কথিত হয়।'

এই স্থলে শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমাপূজার নিষেধসূচক যে বচন দৃষ্ট হয়—উহা নিশ্চয় অবৈষ্ণব-শূদ্রাদি বিষয়ক। উক্ত হয়—

'শ্রীভগবানের ভক্তগণ শূদ্র নহেন, পরন্তু তাঁহারা ভাগবত জন। সকল বর্ণমধ্যে তাঁহারাই শূদ্র যাঁহারা জনার্দনে ভক্তিপর নহেন।'

অনন্তর সপ্তম স্কন্ধে '(পূজার) পাত্র কে' এই নারোদোক্তিতে পূজার অধিষ্ঠান বিচার-প্রসঙ্গে প্রতিমা অপেক্ষা যে পুরুষমাত্রের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে উহা জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি (দ্বিবিধ)—কৈবল্যকাম এবং ভক্ত্যাশ্রয়। কিন্তু সেই প্রকরণে—'জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিকে দান

১ ভা. ৭. ১৪ ২৮

'জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি'[১] ইত্যুপসংহারে জ্ঞানিন এব দানপাত্রত্বেন পরমোৎকর্ষোক্তেঃ। অন্যত্র তু "ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী নায়ং স্বখাপো ভগবান্" ইত্যাদৌ 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্'[২] ইত্যাদৌ চ ভক্তস্যৈব ততোহপ্যুৎকর্ষঃ, কিমুত তদুপাস্যায়াঃ শ্রীমদর্চায়াঃ ? অত এব তামুদ্দিশ্যোক্তম্—'নানুব্রজতি যো মোহাৎ'[৩] ইত্যাদি। তথাপি পাত্রমিত্যাদীনামর্থোঽপি ক্রমেণ দর্শ্যতে—

পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥
দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ২৮৬ ॥

[ভা. ৭. ১৪. ২৮-২৯]

তত্র রাজসূয়ে ॥

করা উচিত'—এই উপসংহারের উল্লেখ থাকায় মাত্র জ্ঞানীরই দানপাত্ররূপে পরমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। অবশ্য অন্যত্র (জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তেরই উৎকর্ষজ্ঞাপনে) বলা হইয়াছে যে 'চতুর্বেদ যিনি অভ্যাস করিয়াছেন তিনিও যদি আমার ভক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় নহেন' এবং (ভাগবতে উক্ত হয়)—'মুক্ত এবং জ্ঞানসিদ্ধ জনগণের (মধ্যে নারায়ণপরায়ণ সুদুর্লভ)'। অতএব ঐ সকল বচন হইতে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানী অপেক্ষাও ভক্তের উৎকর্ষ, এবং তাহা হইলে সেই ভক্তজন কর্তৃক পূজিত প্রতিমার যে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? অতএব উঁহার (প্রতিমার) উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—'যে-ব্যক্তি মোহবশতঃ (প্রতিমার) অনুগমন করে না (সে পুরুষাধম)'—ইত্যাদি। তথাপি '(পূজার) পাত্র কে'—এই (ভাগবতোক্ত) বচনের অর্থও ক্রমশঃ দেখান হইতেছে—

"হে পৃথ্বীশ! পাত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ (সেই পূজায়) পাত্রনির্ণয় বিষয়ে একমাত্র শ্রীহরিকেই পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন—যেহেতু এই চরাচর বিশ্ব তন্ময়। হে রাজন্! দেবগণ, ঋষিগণ, পূজনীয়গণ এবং ব্রহ্মাত্মজ সনকনন্দন প্রভৃতি উপস্থিত থাকিলেও তোমার এই অগ্রপূজায় একমাত্র অচ্যুতই পাত্ররূপে সম্মত।" ২৮৬ ॥

সেই পূজাতে বলিতে রাজসূয়যজ্ঞে।

১ ভা. ৭. ২৫. ১ ২ ভা. ৬. ১৪. ৫
৩ ভা. ৬. ১৪. ৪

জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ[১] ॥ ২৮৭ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩০]

ইত্যাদি। সর্বেষাং জীবানাম্ আত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতাত্যর্থঃ।

পুরাণ্যনেন[২] ॥ ২৮৮ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩১]

ইত্যাদি। 'জীবেন' জীবয়িত্বা জীবান্তর্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥

তেষ্বেব ভগবান্[৩] ॥ ২৮৯ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩২]

ইত্যাদি। তস্মাত্তারতম্যবর্তনাৎ 'পুরুষঃ' প্রায়ো মনুষ্যঃ পাত্রম্। তত্র জ্ঞানাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্তনস্যাতিশয়াৎ। তত্রাপি আত্মা যাবান্ যথা জ্ঞানাদিপরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ। এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসকদোষাৎপত্তৌ সত্যাং ভেদদৃষ্ট্যা বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিতমিত্যাহ—

"জীবরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই (ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের মূল অচ্যুত)।" ২৮৭ ॥

(তাঁহার অর্চনা) সকল জীবের এবং তাঁহার নিজের পরম পরিতৃপ্তিকর—ইহাই অর্থ।

"সেই (অচ্যুত) কর্তৃক (মনুষ্যাদি) দেহ (সৃষ্ট হইবার পর—জীবরূপে তিনি উহাতে শায়িত আছেন)।" ২৮৮ ॥

'জীবরূপে' বলিতে জীবন দান করিয়া জীবের অন্তর্যামিরূপে বুঝিতে হইবে।

"সেই (দেহাদিতে) শ্রীভগবান্ (তারতম্যরূপে) বিদ্যমান থাকেন।" ২৮৯ ॥

অতএব তারতম্য বিদ্যমান থাকায় পুরুষ অর্থাৎ সাধারণতঃ মনুষ্যই (পূজার) পাত্র। তন্মধ্যে জ্ঞানাদি বিশিষ্ট গুণ বলিয়া জ্ঞানী পুরুষে শ্রীভগবানের সমধিকরূপে বিদ্যমানতা আছে। তন্মধ্যে আবার আত্মজ্ঞান যে পরিমাণে অর্জিত হয়, সেই জ্ঞানী পুরুষের ঠিক তদনুরূপ পাত্রতা বুঝিতে হইবে। এই প্রকার (অচ্যুতপরায়ণতা অনুসারেই পাত্রত্ব) হইলেও কালক্রমে উপাসকগণের দোষ উপস্থিত হওয়ায় ভেদদৃষ্টিবশতঃ (অচ্যুতভিন্ন) বিশিষ্ট অন্য (পূজার) অধিষ্ঠান প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাই বলিতেছেন—

১ পূর্ণশ্লোক যথা—জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥

২ পূর্ণশ্লোক যথা—পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃ-তির্যগৃষি-দেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥

৩ পূর্ণশ্লোক যথা—তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ২৯০ ॥
[ভা. ৭. ১৪. ৩৩]

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানংস্তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্ট্বা ক্রিয়ায়ৈ পূজাদ্যর্থম্ অর্চা কৃতা তৎপরিচর্যামার্গদর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশদোষযুক্তেষ্বপি কার্যসাধকত্বাৎ শ্রীমদর্চায়া আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্। 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্' ইত্যত্র চ অল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ। নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ।

ততোঽর্চায়াম্[১] ॥ ২৯১ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩৪]

তত এবং প্রভাবাৎ। কেচিদিত্যধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যেন পূর্বতোঽপ্যুত্তম-সাধনতৎপরাঃ তৎপরা ইত্যর্থঃ। নম্ববজ্ঞাবদ্ দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিতাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গবারণেচ্ছয়া প্রস্তুতপুরুষরূপাধিষ্ঠানাদররক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি 'উপাস্তাপি'[২] ইতি।

"হে রাজন্! সেই মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞাবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় কবিগণ (ক্রান্তদর্শী জ্ঞানিগণ) ত্রেতাদিযুগে অর্চনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির প্রতিমা নিরূপিত করিয়াছেন)।" ২৯০ ॥

পরস্পর 'অবজ্ঞা' অর্থাৎ অসম্মান এবং উহাতে 'আত্মা' অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাদের—সেই ভাব দেখিয়া ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ পূজা প্রভৃতি ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রতিমা নিরূপিত করিয়াছেন অর্থাৎ সেই শ্রীহরির পরিচর্যামার্গ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে উহা (প্রতিমা) প্রকাশিত করিয়াছেন—ইহাই অর্থ। ইহা দ্বারা তাদৃশ দোষসম্পর্ক সত্ত্বেও পূজাক্রিয়াদির সাধকরূপে শ্রীভগবানের প্রতিমার আধিক্যই অভিব্যক্ত হইল। 'স্বল্পবুদ্ধি জনগণের প্রতিমাপূজা বিহিত'—এই বচনের অর্থ হইল এইরূপ :—স্বল্পবুদ্ধি জনগণেরও (উক্ত পূজা বিহিত, বিজ্ঞগণের অবশ্যই উহা বিহিত)। যেহেতু নৃসিংহপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রহ্মা ও অম্বরীষ প্রভৃতি কর্তৃকও অনুষ্ঠিত প্রতিমাপূজার বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতএব কেহ কেহ প্রতিমাতে (শ্রীহরির) অর্চনা করিয়া থাকেন।" ২৯১ ॥

'অতএব' অর্থাৎ এই প্রকার (পূর্বোক্ত) প্রভাব হেতু। 'কেহ কেহ' বলিতে পূর্বোক্ত (মনুষ্য প্রভৃতি জীব) অপেক্ষা প্রতিমারূপ অধিষ্ঠানের বিশিষ্টতা থাকায় যাঁহারা উত্তম সাধনপরায়ণ—তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। আচ্ছা (মনুষ্য প্রভৃতি জীবপুরুষের প্রতি) যেমন অবজ্ঞা করা হয়, সেইরূপ দ্বেষ প্রকাশ করিলেও কি প্রতিমার্চনায় সিদ্ধিলাভ হয়—এই আশঙ্কা করিয়া অতিপ্রসঙ্গ যাহাতে না হয়—তদুদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত পুরুষ প্রভৃতি অধিষ্ঠানের আদররক্ষার্থ সেই দ্বেষ বারণ করা হইতেছে। এবং তদুদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—'(প্রতিমা) উপাসিত হইলেও (পুরুষদ্বেষী জনের অভীষ্ট ফল দান করে না)।'

১ পূর্ণশ্লোক যথা—ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধয়া সপর্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥

২ ভা. ৭. ১৪ ৩৪ শ্লোকের তৃতীয় পাদ। ২৯১ অঙ্কে এই শ্লোকের প্রথম পাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অথ পুরুষেষু পূর্বোক্তবিশেষং জাত্যাদিনা বিবৃণোতি—

পুরুষেষ্বপি [১] ॥ ২৯২ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩৫]

ইতি। যো 'ধত্তে' তং 'সুপাত্রং বিদুঃ' ॥

পূর্বোক্তং ব্রাহ্মণরূপং পাত্রমেব স্তৌতি—

নন্বস্য [২] ॥ ২৯৩ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩৬]

ইত্যাদিনা। জগদাত্মনো জগতি লোকসংগ্রহধর্মাদিপ্রবর্তনেন তন্নিয়ন্তুরিত্যর্থঃ। দৈবতং পূজ্যত্বেন দর্শিতম্। ৭ ॥ ১৪। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥

অথ তদনন্তরাধ্যায়স্যাদাবেব তেষু সর্বোৎকৃষ্টমাহ দ্বাভ্যাম্—

কর্মনিষ্ঠাঃ [৩] ॥ ২৯৪ ॥ [ভা. ৭. ১৫. ১]

অনন্তর, (মনুষ্য প্রভৃতি) পুরুষমধ্যে জাতি প্রভৃতি উল্লেখের দ্বারা পূর্বোক্ত (উপাস্যরূপের) বিশিষ্টতা বিবৃত করিতেছেন—

"পুরুষমধ্যে (ব্রাহ্মণকেই উত্তম পাত্র বলে)"। ২৯২ ॥

যে ব্রাহ্মণ (শ্রীহরির তনুস্বরূপ বেদ) 'ধারণ করেন' তাঁহাকেই 'সুপাত্র' বলা হয়।

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ (উপাস্য) পাত্রের প্রশংসায় বলিতেছেন—

"নিশ্চিতই ইঁহার (পদধূলি ত্রিলোকপাবন এবং ব্রাহ্মণগণ জগদাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও পরম দেবতা)।" ২৯৩ ॥

'জগতের আত্মস্বরূপের'—এই শব্দের অর্থ—জগতে লোকসংগ্রহ প্রভৃতি ধর্মের প্রবর্তনের দ্বারা উহার নিয়ামক যে-শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার। 'দেবতা' শব্দে (ব্রাহ্মণ যে শ্রীকৃষ্ণেরও) পূজ্য—তাহাই দেখান হইল। ইতি। সপ্তম স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

আবার, (ভাগবতে) পরবর্তী (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের প্রথমাংশে সেই (ব্রাহ্মণাদি) মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট (পূজার পাত্র কে)—তাহা দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন—

"কেহ কেহ কর্মনিষ্ঠ (ও কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যাদি, এবং জ্ঞানী ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত)।" ১৯৪ ॥

---

* ১ পূর্ণশ্লোক যথা—পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥

২ পূর্ণশ্লোক যথা—নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥

৩ পূর্ণশ্লোক দুইটী যথা—কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিত্তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥
জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥ (ভা. ৭. ১৫. ১-২)

ইত্যাদি। অনেন যথাত্র মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তর-পূজা তু তদভাব এব, তথা প্রেমভক্তিকামানাং প্রেমভক্তপূজা জ্ঞেয়া। ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্য পরমাশ্রয়রূপং তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়-রূপস্য বিলক্ষণপ্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্ধারণম্। তচ্চ পুরুষবন্নান্তর্যামিদৃষ্টাপেক্ষম্, কিন্তু স্বভাবনির্দেশপরমেব। তন্নিবাসক্ষেত্রাদীনাং মহাতীর্থত্বাপাদনাদিনা কীকটাদীনামপি[১] কৃতার্থত্বকথনাৎ।

তথাচ স্কান্দে– শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

পাদ্মে— শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥

ইতি। তস্মাদর্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্। ৭ ॥ ১৫। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥

এই উক্তি দ্বারা যেমন মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রভৃতির পক্ষে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পূজাই মুখ্য এবং উক্ত ব্রাহ্মণের অভাব হইলে অন্য লোকের পূজা কর্তব্য, সেইরূপ প্রেমভক্তিকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রেমভক্ত জনের পূজাই মুখ্য বলিয়া জানিবে। অতএব প্রেমভক্ত জনের চিত্তের যাহা পরমাশ্রয়রূপ, সেই শ্রীবিষ্ণুর অভিব্যক্তি যাহাতে হয়—এমন প্রতিমার অবশ্যই গুণাধিক্য রহিয়াছে। সেই শ্রীবিষ্ণুর ব্যাপকতা সত্ত্বেও স্থলবিশেষে বিশিষ্ট প্রকাশ থাকায় শালগ্রামশিলাতেই উহা আশ্রয়স্বরূপ নির্ধারিত করা হয়। এই যে নির্ধারণ, উহা পুরুষের ন্যায় অন্তর্যামিরূপে তিনি যে (শালগ্রামশিলায়) বিদ্যমান—এইরূপ দৃষ্টি লইয়া বলা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্বভাব-নির্দেশরূপেই বলা হইয়াছে। উক্ত শিলাখণ্ডের নিবাসক্ষেত্র প্রভৃতি যে মহাতীর্থ, উহা প্রতিপাদন করায় কীকট প্রভৃতি দেশের কৃতার্থতাই বিবৃত হইয়াছে।

তাই স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—

'যেস্থানে শালগ্রামশিলা সেই স্থানের যোজনত্রয় তীর্থ। সেখানে দান, জপ, হোম—সবই কোটিগুণ ফল দান করে।'

পদ্মপুরাণে উক্ত হয়—

'শালগ্রাম সমীপে, চতুর্দিকে ক্রোশমাত্র দূরস্থিত কীকট দেশেও যে-ব্যক্তি মৃত হয়, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে।'

অতএব প্রতিমাপূজারই বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইল। ইতি। সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য ॥

[১] সকীকটাদীনাং সর্বেষামপি—এই পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

[অন্যানি পূজাধিষ্ঠানানি]

অথাধিষ্ঠানান্তরাণি[১] চৈবম্। যথা—

সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥
সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥
ধিষ্ণ্যেষ্বেষ্বিতি মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ॥ ২৯৩॥

[ভা. ১১. ১১. ৪১-৪৫]

[পূজার অন্য অধিষ্ঠানসমূহ]

পূজার অন্য অধিষ্ঠানসমূহও এইরূপ। যেমন—

"হে ভদ্র! সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদয় ভূতপদার্থ—আমার পূজার আধারস্বরূপ। হে অঙ্গ! (প্রিয়!) সূর্যে ত্রয়ী বিদ্যায় কথিত সূক্তের দ্বারা, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা, বিপ্রপ্রধান ব্যক্তিতে আতিথ্যের দ্বারা, গোসকলের তৃণাদি দ্বারা, আমার অর্চনা করিবে। বন্ধুর ন্যায় সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশে, মুখ্য বুদ্ধি দ্বারা বায়ুতে, জলপুরস্কৃত দ্রব্য দ্বারা জলে অর্চনা করিবে। স্থণ্ডিলে (অর্থাৎ প্রলিপ্ত সংস্কৃত ভূমিতে) রহস্যমন্ত্ররূপ হৃদয়ন্যাস দ্বারা, ভোগ দ্বারা আমার আত্মাতে, সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সমভাব দ্বারা আমার পূজা কর্তব্য। এই সূর্যাদি অধিষ্ঠানসমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজরূপ আমার শান্ত বিগ্রহকে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করতঃ আমার পূজা করিবে॥" ২৯৩॥

১ অথাধিষ্ঠানান্তরালে—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

টীকা চ—ইদানীমেকাদশ পূজাধিষ্ঠানান্যাহ—সূর্য ইতি। হে ভদ্র! অধিষ্ঠান-ভেদেন পূজাসাধনভেদমাহ—সূর্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থানাদিনা। অঙ্গ হে উদ্ধব! মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়ে তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা। স্থণ্ডিলে ভুবি। মন্ত্রহৃদয়ৈ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ। সর্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ—ধিষ্ণ্যেষ্বেতেষ্বিতি: ইতি অনেন প্রকারেণ এষু ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষা।

অত্র সর্বত্র চতুর্ভুজস্যৈবানুসন্ধানে সত্যপি দ্বিধা গতিঃ। একাধিষ্ঠানপরিচর্য-য়ৈবাধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা, মন্দিরলেপনাদিনা তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠায়া ইব। যথা বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা গোষ্বঙ্গ যবসাদিনেত্যাদি। যতো বন্ধুসংকারো বৈষ্ণববিষয়ক ঈশ্বরে তু প্রভুভাব উপদিশ্যতে, 'ঈশ্বরে তদধীনেষু'[১] ইত্যাদৌ, তথা গোসম্প্রদানকমেব যবসাদি-ভোজনদানং যুজ্যতে, ন তু শ্রীচতুর্ভুজসমপ্রদানকম্, অভক্ষ্যত্বাৎ।

টীকা—এখন একাদশ প্রকার পূজার স্থানসমূহের বর্ণনা দেওয়া হইল—সূর্য ইত্যাদি শ্লোকে। হে ভদ্র! পূজাস্থানসমূহের ভেদ বশতঃ পূজাসাধনের ভেদ বলা হইতেছে—'সূর্য' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা' বলিতে বেদসূক্তের দ্বারা যে উপাসনা-পদ্ধতি—তদ্দ্বারা। 'অঙ্গ' অর্থাৎ হে উদ্ধব! 'মুখ্য বুদ্ধি দ্বারা' অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টি দ্বারা। 'জলে' অর্থাৎ জল প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা যে (জলে) তর্পণ, উহাই। 'স্থণ্ডিলে' অর্থে ভূমিতে। 'মন্ত্রহৃদয়ের দ্বারা' বলিতে রহস্যমন্ত্রের ন্যাস দ্বারা। পূজাস্থানসমূহের ধ্যেয় কে—তাহাই বলিতেছেন—'এই সূর্যপ্রভৃতি পূজাস্থানসমূহে' (আমার বিগ্রহকে ধ্যান করিবে)। 'ইতি' অর্থাৎ এই প্রকারে, 'এই (সূর্য প্রভৃতি) পূজাস্থান-সমূহে'—এই পর্যন্ত টীকা।

এই সকল পূজাস্থানে চতুর্ভুজ দেবতার অনুসন্ধান সত্ত্বেও উহার দুই প্রকার গতি। একটী হইল—মাত্র পূজাস্থানের (অর্থাৎ আধারের) পরিচর্যা দ্বারাই অধিষ্ঠাতার উপাসনা—যেমন, মন্দির-লেপনাদি দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাতৃ-রূপ প্রতিমার পূজা। যথা—বৈষ্ণবের প্রতি বন্ধুর ন্যায় সংকার দ্বারা, এবং গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা পূজা ইত্যাদি। যেহেতু বন্ধুর ন্যায় সংকার বৈষ্ণববিষয়ক, ঈশ্বরে কিন্তু প্রভুভাবের উপদেশ—কারণ, 'ঈশ্বরে এবং তদধীন ভক্তে'—(ভাগবতের) এই বচনে ঐরূপ নির্দেশ আছে; সেইরূপ তৃণাদির যে ভোজনার্থ দান, উহা গো-গণের সম্প্রদানতাপক্ষেই যোগ্য, কিন্তু চতুর্ভুজ দেবতার সম্প্রদানতাপক্ষে যোগ্য নহে—কারণ, উহা তাঁহার অভোজ্য। পূর্বেই (ভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—

১। ভা. ১১. ২. ৪৪

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ [ভা. ১১. ১১. ৪০]

ইতি তত্রৈব পূর্বমুক্তম্।

অন্যা তু সাক্ষাদধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা, যথা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া, তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈরিত্যাদি। অত্রাগ্ন্যাদৌ তদন্তর্যামিরূপস্যৈব চিন্তনং কার্যম্।

ন জাতু নিজপ্রেমসেবাবিশেষাশ্রয়-স্বাভীষ্টরূপবিশেষস্য। স তু সর্বথা পরমসুকুমারত্বাদি-বুদ্ধিজনিতয়া প্রীত্যৈব সেবনীয়ঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈব—'বস্ত্রোপবীতাভরণৈঃ'[১] ইত্যাদি। তেষাং যথাভক্তিরীত্যা পরমেশ্বরস্যাপি তথাভাবঃ শ্রূয়তে। যথা নারদীয়ে—

ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ।
ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্ ॥
জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ।
পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষ্ণার্তঃ সুজলৈর্যথা ॥

'লোকের যে যে দ্রব্য সর্বাপেক্ষা অভিলষিত এবং যাহা নিজের (এবং আমারও) অত্যন্ত প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে;—তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হইবে।'

আবার, অন্যটী হইল—সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানেরই উপাসনা, যেমন, হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, জলপুরস্কৃত দ্রব্য দ্বারা জলে অর্চনা, (অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা) ইত্যাদি। এস্থলে অগ্নিপ্রভৃতিতে উহাদের অন্তর্যামিস্বরূপ শ্রীভগবানেরই চিন্তা করা উচিত।

কিন্তু তাই বলিয়া নিজ প্রেমসেবাবিশেষের যিনি আশ্রয়, তিনিই যে ঐপ্রকার (অগ্ন্যাদি) অভীষ্ট রূপযুক্ত—এই মনে করিয়া তাঁহার চিন্তা করা উচিত নহে। সর্বপ্রকার পরম সুকুমারত্বাদি বুদ্ধি হইতে জাত যে প্রীতি তাহা দ্বারাই শ্রীভগবান্ সেবনীয়। শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—'বস্ত্র, উপবীত এবং আভরণাদি দ্বারা (প্রেমের সহিত আমাকে ভূষিত করিবে)।' সেই ভক্তগণের সেই প্রকার ভক্তিরীতি বশতঃ পরমেশ্বরেরও সেই প্রকার ভাব শাস্ত্রে শোনা যায়। যথা শ্রীনারদীয়পুরাণে—

'হে ধরণীর দেববৃন্দ (ব্রাহ্মণগণ)! হৃষীকেশকে ধনের দ্বারা লাভ করা যায় না, তিনি ভক্তির গ্রাহ্য। ভক্তি দ্বারা সম্যক্ ভাবে পূজিত শ্রীবিষ্ণু অভিলষিত ফল দান করেন। জল দ্বারা পূজিত হইলেও শ্রীজগন্নাথ ক্লেশ হরণ করেন। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি নির্মল জলের দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হন, তিনিও সেইরূপ শীঘ্রই পরিতুষ্ট হন।

---

১ ভা ১১. ২৭. ২৯

ইতি। অত্র দৃষ্টান্ত উপজীব্যঃ। বৈপরীত্যে দোষশ্চ। যথা গ্রীষ্মে জলস্থ পূজা প্রশস্তা বর্ষাসু নিন্দিতা। যদুক্তং গারুড়ে—

> শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চয়িষ্যন্তি কেশবম্।
> জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ ॥
> ঘনাগমে প্রকুর্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দনম্।
> যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্ ॥

ইতি। এবমন্যত্রাপি পরিচর্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি। তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ। বিষ্ণুযামলে—'বিষ্ণোঃ সর্বর্তুচর্যা' ইতি। অত এবোক্তম্—'যদ্ যদিষ্টতমং লোকে'[১] ইত্যাদি। তত্র তত্রেষ্টমন্ত্রধ্যানস্থলং চ সর্বর্তুসুখময়মনোহর-রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি। অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্। ১১ ॥ ১১। শ্রীভগবান্ ॥

এখানে (তৃষ্ণার্তের) যে (জলের) দৃষ্টান্ত, উহা উপজীব্য বুদ্ধিতে স্বীকার্য; অন্যথা বৈপরীত্য করিলে দোষ হইবে। কারণ, গ্রীষ্মকালে জল দ্বারা পূজা প্রশস্ত বটে, কিন্তু বর্ষাকালে উহা নিন্দনীয়। যেমন, গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'শুচি-শুক্রগত কালে (গ্রীষ্মকালে) যে সকল ব্যক্তি জলমধ্যে কেশবকে স্থাপিত করিয়া বিবিধ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করেন, তাঁহারা যমতাড়না হইতে মুক্ত হন। কিন্তু হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মেঘাগমে (বর্ষাকালে) যাঁহারা জনার্দনকে জলমধ্যে রাখিয়া পূজা করেন, নিশ্চয় তাঁহাদের নরক প্রাপ্তি হয়।'

এই প্রকার অন্যত্রও পরিচর্যা বিধি বিষয়ে সেই সেই দেশ ও কালের হিতকর শত শত বিধান রহিয়াছে। আবার উহার বিপরীত ক্রিয়াদিও নিষিদ্ধ আছে। বিষ্ণুযামলে উক্ত হয়—'বিষ্ণুর সকল ঋতুর উপযোগী পরিচর্যা আছে'। তাই উক্ত হয়—'যাহা যাহা নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় (তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে)। অতএব সেই সেই (সূর্যাদি) ইষ্টমন্ত্রের ধ্যানস্থলগুলি সকল ঋতুর সুখময় ও মনোহর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময় রূপেই ধ্যান করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। অন্যথা সেই সেই বিষয়ে আগ্রহের ব্যর্থতা দেখা দেয়। যাহা হউক, অগ্নি প্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্যামিরূপই ভাবনা করা উচিত—ইহাই সিদ্ধান্ত। ইতি। একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

---

১ ভা ১১. ১১. ৪০

অথ নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকাদর্শিতো নিরুদ্ধনামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিকভক্তাস্তু তন্মূলমন্ত্রমেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তন্মুখজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যাতুং বিধীয়তে, তত্তু ভোজনসময়ে তন্মুখপ্রসাদমেব মন্যন্তে। ভোজনন্তু যথা লোকসিদ্ধমেব নরলীলত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য।

অথ জপে মন্ত্রার্থস্য নানাত্বেঽপি পুরুষার্থানুকূল এবাসৌ চিন্ত্যঃ। যথা শ্রীমদষ্টাক্ষরাদাবাত্মনিবেদন-লক্ষণচতুর্থ্যাদ্যভাববতি মন্ত্রে তদনুসন্ধানেনেতি। এবমন্যেঽপি পূজাবিধয়ো যথাযথং যোজনীয়াঃ।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ্যর্থং সর্বাসাং ভক্তীনামেব শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্বরূপেণ দ্বিবিধো হি ভেদঃ সম্মত ইতি। তদেতদর্চনং ফলেনাহ—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ২৯৬ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪৬]

উভয়ত ইহামুত্র চ। যথা—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৯৭ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪৯]

অনন্তর নৈবেদ্যের অর্পণ প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকাতে যে নিরুদ্ধ-নামাত্মক মন্ত্র দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহার স্থানে মূল মন্ত্রই ইচ্ছা করেন, এবং সেইরূপ যাহা তাঁহার মুখজ্যোতির অনুগতরূপে ধ্যান করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহাও ভোজনসময়ে তাঁহার মুখের প্রসাদ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলাময় বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধ।

অনন্তর, জপ বিষয়ে মন্ত্রার্থের নানাত্ব হইলেও পুরুষার্থের অনুকূল ভাবেই উহা চিন্তনীয়। যেমন, আত্মনিবেদন-লক্ষিত অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির অভাব থাকিলেও তাহার অনুসন্ধান দ্বারাই উহার প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার অন্য পূজাবিধি সকলও যথাযথ ভাবে যোজনীয়।

শুদ্ধভক্তির সিদ্ধির নিমিত্ত সকল ভক্তিরই শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্বরূপে দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়। সেই দ্বিবিধ অর্চনা ফলশ্রুতি দ্বারা বলিতেছেন—

"এই প্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা অর্চনা করিয়া পুরুষ আমা হইতে উভয় লোকের অভিলষিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥" ২৯৬॥

'উভয় লোকের' অর্থে ইহলোক ও পরলোকের। যথা—

"নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় এবং যে আমাকে এইরূপে পূজা করে, সে ভক্তিযোগ লাভ করে॥" ২৯৭ ॥

নৈরপেক্ষ্যেণ নিরুপাধিনা ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা। স চ ভক্তিযোগ এবং পূজায়াঃ স্যাদিত্যাহ—ভক্তীতি। ১১ ॥ ২৭। শ্রীভগবান ॥

[অর্চনাধিকারিনির্ণয়ঃ]

যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্মাল্যধারণ-চরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যবৃন্দং শাস্ত্রসহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্।

অথার্চনাধিকারিনির্ণয়ঃ—

এতদ্বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥ ২৯৮ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪]

সর্ববর্ণানাং ত্রৈবর্ণিকানাম্। তথা চ স্মৃত্যর্থসারে পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে—

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্।
কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥
শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্।
সর্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণঃ।

'নিরপেক্ষ' অর্থাৎ নিরুপাধি 'ভক্তিযোগ' অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা। এই প্রকারে পূজায় যে সেই ভক্তিযোগ হয়—'ভক্তিযোগ হয়' এই বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

[অর্চনার অধিকারীর নির্ণয়]

নির্মাল্যধারণ, চরণামৃত পান ইত্যাদি যে সমস্ত বৈষ্ণবচিহ্ন এই পূজার অঙ্গ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যসমূহ সহস্র সহস্র শাস্ত্রে অনুসন্ধেয়।

অনন্তর, অর্চনার অধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করা হইতেছে—

"হে মানদ! আমি এই পূজাকেই সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের এবং স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির সম্মত শ্রেয়ঃসমূহের উত্তম বলিয়া মনে করি।" ২৯৮ ॥

'সকল বর্ণের' অর্থে ত্রৈবর্ণিকের। তাই স্মৃত্যর্থসারে এবং পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া স্ত্রীগণ এবং শূদ্রগণ আগমোক্ত পথে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। শূদ্রগণের নাম দ্বারাই দেবতার্চন হইয়া থাকে। বেদ অনুসারে আগমমার্গে

স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥

ইতি। বিষ্ণুধর্মে— দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্।
সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্ ॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥

ইতি। কিঞ্চ তত্ত্বসাগরে—
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

ইতি। অথ 'কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ' [১] ইত্যাদিনা যুগভেদে যশ্চোপাসনায়ামাবির্ভাবভেদ

সকলেরই আরাধনা করা উচিত। পতিপ্রিয়হিতে রত স্ত্রীগণেরও বিষ্ণুর আরাধনাদিতে যে অধিকার আছে, ইহা নিত্যকালের শ্রুতি।'

বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—'দেবতাতে, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুতে যাহার অষ্টবিধ ভক্তি আছে, তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। তাঁহার ভক্তজনে স্নেহ, পূজাতে অনুমোদন, সুস্থ মনে নিত্য অর্চনা এবং তদুদ্দেশ্যে গর্বত্যাগ, তাঁহার কথা শ্রবণে আসক্তি এবং তাঁহার নিমিত্ত শরীরের বিকার, নিত্য তাঁহার অনুস্মরণ এবং তাঁহার নামে জীবনধারণ—ইহাই অষ্টবিধ ভক্তি, এবং ইহা যে ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতে বর্তমান, সেও মুনি, সত্যবাদী এবং কীর্তিমান্ নর বলিয়া গণ্য।'

তত্ত্বসাগরে উক্ত হয়—

'কাংস্য যেমন রসবিধানবশতঃ কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা মনুষ্যগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়।'

'সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্বাহুবিশিষ্ট (ভগবান্ অবতীর্ণ হন)'—ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় যুগভেদে যে উপাসনাবিষয়ে আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, উহা প্রায়িক মাত্র। যেহেতু সেই (চারিযুগের)

১ ভা. ১১. ৫. ১৯

উচ্যতে, স চ প্রায়িক এব। তেভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽন্যেষামুপাসনা শাস্ত্রাদেব। অন্যথেতরোপাসনায়াঃ কালাসমাবেশঃ স্যাৎ। শ্রূয়ন্তে চ সর্বত্র যুগে সর্বোপাসকাঃ। তস্মাৎ সর্বৈরপি সর্বদাপি যথেচ্ছং সর্ব এবাবির্ভাবাঃ পূজ্যা ইতি স্থিতম্। অত 'এতদ্বৈ সর্ববর্ণানাম্' ১ ইত্যাদিকং সর্বসম্মতমেব। ১১ ॥ ২৭। উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[জন্মাষ্টম্যাদিব্রতাদীনাম্ অর্চনায়ামন্তর্ভাবঃ]

তদেতদর্চনং ব্যাখ্যাতম্। অস্যাঙ্গানি চাগমাদৌ জ্ঞেয়ানি। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রতৈকাদশী-মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। তত্র জন্মাষ্টমী যথা বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্।
কর্তব্যং বিত্তশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি।
অকুর্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥

ইতি। তথা— কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যদ্ব্রতমুপাসতে।
নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥

চারিটি ব্যতীত অন্য সকলের উপাসনার কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। অন্যথায়—অন্য গুলির উপাসনার কাল সমাবেশ করিতে পারা যায় না। সব যুগে সকলেরই উপাসক আছে—ইহাই শাস্ত্রে শোনা যায়। অতএব, (যুগের) সকল আবির্ভাবই যে সর্বদা যথারুচি সকলের পূজ্য—ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব 'এই পূজাই সর্ববর্ণের উত্তম'—এই উক্তিবশতঃ উহাই সর্বসম্মত। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তি ॥

[জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ অর্চনার অন্তর্ভুক্ত]

এই যে অর্চন—উহা ব্যাখ্যাত হইল। ইহার অঙ্গসমূহ আগম প্রভৃতি হইতে জানিতে হইবে। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে জন্মাষ্টমী, যথা বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

'দেবকীনন্দনের তুষ্টির নিমিত্ত বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে ভক্তজন কর্তৃক জয়ন্তী-সম্ভব ব্রত পালন কর্তব্য, ইহা না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্যন্ত নরকগতি হইয়া থাকে।'

তথা—'শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য ব্রতের উপাসনা করে, সে দৃষ্ট অথবা শ্রুত কোন পুণ্য লাভ করে না।'

১ ভা. ১১. ২৭. ৪ ; পূর্ব শ্লোক ২৯৮ অঙ্কে দ্রঃ।

ইতি। বিত্তাশাঠ্যঞ্চোক্তমষ্টমে—

ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥ [ভা. ৮. ১৯. ২৮]

ইতি।

অথ কার্ত্তিকো যথা স্কান্দে 'একতঃ সর্বতীর্থানি' ইত্যাদিকমুক্ত্বা—

একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে॥
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ॥

ইতি। অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
তির্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ॥

ইতি।

অথৈকাদশী। তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্মে—"বৈষ্ণবো বাথ সৌরো বা কুর্যাদেকাশীব্রতম্" ইতি। সৌরপুরাণে—"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ" ইতি। বিশেষতশ্চ নারদ-পঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তরাবশ্যকৃত্যকথনে 'সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি'—ইত্যাদৌ

বিত্তের অশাঠ্য সম্বন্ধে অষ্টম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'যে-ব্যক্তি ধর্ম, যশঃ, অর্থ, কাম এবং স্বজন—এই পাঁচটির নিমিত্ত পঞ্চ প্রকারে ধন বিভাগ করিয়া কাজ করে সে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়।'

অনন্তর, কার্ত্তিকব্রত যথা স্কন্দপুরাণে—'একদিকে সকল তীর্থ' ইত্যাদি বলিবার পর উক্ত হয়—

'সর্বদা কেশবের প্রিয় এক কার্ত্তিক মাস। হে বৎস! নারদ! এই কার্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা কিছু পুণ্যকাজ করা হয় তৎসকলই যে অক্ষয় হয়—এই সত্যবচন তোমাকে বলিতেছি।'

'দামোদরের প্রিয় (কার্ত্তিক) মাস যে-ব্যক্তি বিনা ব্রতে যাপন করে, সে সর্বধর্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়।'

অনন্তর, একাদশীব্রত। অবৈষ্ণবের পক্ষেও এই (একাদশী) ব্রতের নিত্যতা। সেই বিষয়ে বিষ্ণুধর্মে সাধারণভাবে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব অথবা সৌর (সূর্যের উপাসক)—সকলেই একাদশীব্রত করিবে।' সৌরপুরাণে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব বা শৈব বা সৌর—সকলেই এই ব্রতাচরণ করিবে।' বিশেষতঃ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষার পর অবশ্যকৃত্যের কথন প্রসঙ্গে—'আচারসমূহ বর্ণনা করিব' বলিয়া বলা হইয়াছে—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
জাগরং নিশি কুর্বীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভুম্ ॥

ইতি । বিষ্ণুযামলেঽপি তৎকথনে দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্—

শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা ।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে ।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যাবচয়স্তথা ॥

তত্র বিষ্ণোর্দিবা স্নানমপি নিষিদ্ধত্বেনোক্তম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ বৈষ্ণবধর্মকথনে 'দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতে'তি। তথা স্কান্দে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চ চন্দ্রশর্মণো ভগবদ্ধর্মপ্রতিজ্ঞা—

অদ্যপ্রভৃতি কর্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু ।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা ॥
মহাভক্ত্যাত্র কর্তব্যং প্রত্যহং পূজনং তব ।
পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্তু মোক্তব্যং বাসরং তব ॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্যা দ্বাদশ্যাং ব্রতসংযুতাঃ ॥

ইত্যাদিকাঃ। অত্র উক্তমাগ্নেয়ে—"একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ" ইতি।

'উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না ও রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিশেষভাবে বিভুর অর্চনা করিবে।'

বিষ্ণুযামল গ্রন্থেও আচার কথন প্রসঙ্গে দিগ্বিদ্ধা (অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা) একাদশীর ব্রত বলা হইয়াছে—

'শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের ভেদ, ব্রতে অসদাচরণ, সামর্থ্যসত্ত্বে ফলাদি ভোজন, এবং একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ, দ্বাদশীতে দিবা নিদ্রা এবং তুলসী চয়ন—এইগুলি নিষিদ্ধ।'

এবং ঐ দ্বাদশী দিনে বিষ্ণুর দিবাস্নানও নিষিদ্ধরূপে উক্ত। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম কথনপ্রসঙ্গে 'দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা' বলা হইয়াছে এবং স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে এবং সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্মার ভগবদ্ধর্ম বিষয়ে প্রতিজ্ঞা যথা—

'হে কৃষ্ণ! আজ হইতে আমার যাহা কর্তব্য তাহা শ্রবণ করুন। একাদশীতে আমি ভোজন করিব না, সর্বদা জাগরণ করিব, মহাভক্তির সহিত প্রত্যহ এইখানে আপনার পূজা করিব। পলার্ধ মাত্রেও যদি আপনার একাদশীর দিনটি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা বর্জন করিব এবং দ্বাদশীতে আপনার প্রীতিবিধায়ক অষ্টবিধ ব্রত পালন করিব।'

তাই অগ্নিপুরাণে উক্ত হয়—'একাদশীতে ভোজন করা উচিত নহে, উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত'।

গৌতমীয়ে— বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি। মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুংক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥

ইতি। স্কান্দে— মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেৎ ॥

ইতি। অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব, তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে—

প্রসাদান্নং সদা গ্রাহ্যমেকাদশ্যাং ন নারদ।
রমাদিসর্বভক্তানামিতরেষাঞ্চ কা কথা ॥ [১]

ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

গৌতমীয়ে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব যদি প্রমাদবশতঃ একাদশীতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুর অর্চন বৃথা এবং তিনি ঘোর নরক প্রাপ্ত হন।'

মৎস্য এবং ভবিষ্যপুরাণের বচন :—'একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে যে ব্যক্তি ভোজন করে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষই হউক, উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত।'

স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—'যে-ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন্ করে, সে মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা ও গুরুহন্তা হইয়া থাকে এবং সে বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয়।'

এখানে বৈষ্ণবগণের পক্ষে আহারপরিত্যাগ বলায় মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে (প্রসাদ ভিন্ন) অন্য জিনিষের ভোজন নিত্যই নিষিদ্ধ। যেমন নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হয়—

'হে নারদ! প্রসাদান্ন সর্বদা গ্রহণীয়, কিন্তু লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল ভক্তগণও একাদশীতে প্রসাদান্ন গ্রহণ করেন না, অন্য লোকের কথা আর কি বলিব?'

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হয়—

১ 'যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে' হইতে 'কা কথা' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্ ।
অনিবেদ্য চ ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্ ॥
অনিবেদ্যস্তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ।
তস্মাৎ সর্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্বদা ॥

ইতি । জাগরস্যাপি নিত্যত্বং যথা স্কান্দে উমামহেশ্বরসংবাদে—

সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্বন্তি জাগরম্ ।
ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া ॥
মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি ।
ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি ॥

ইতি । তত্র তস্য বিষ্ণুপ্রীতিদত্বঞ্চ শ্রূয়তে পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশ্যাঞ্চ বিধানকম্ ।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সন্তুষ্টোঽভূজ্জনার্দনঃ ॥

ইতি । ভবিষ্যে— একাদশী মহাপুণ্যা সর্বপাপবিনাশিনী ।
ভক্তেস্তু দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদা ॥

'পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি, ঔষধ এবং যাহা আহারের নিমিত্ত কল্পিত, তাহা নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। নিবেদন না করিয়া যে-লোক ভোজন করে, সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। অতএব সব কিছু বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়াই ভোজন করিবে।'

(একাদশীর দিনে) জাগরণেরও নিত্যতা, যেমন স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে উক্ত হয়—

'বিষ্ণুর দিনটি (একাদশী) উপস্থিত হইলে যাঁহারা জাগরণ করেন না এবং বৈষ্ণবগণের যাঁহারা নিন্দা করেন. তাঁহাদের পুণ্য নষ্ট হয়। যাহার দ্বাদশী তিথিতে জাগরণে মতি না হয়, তাহার নিশ্চয় কেশবপূজায় অধিকার নাই।'

সেই দ্বাদশীব্রত যে বিষ্ণুর প্রীতিকর—তাহা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শ্রুত হয়—

'হে দেবি! দ্বাদশীর বিধি শ্রবণ কর। দ্বাদশীর স্মরণমাত্রে জনার্দন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

'একাদশী মহাপুণ্যা, সর্বপাপনাশিনী, ভক্তির উদ্দীপনী ও শ্রীবিষ্ণুর নিকট হইতে পরমার্থ গতিলাভের উপায় স্বরূপ।'

66—1880B.

ইতি। অতএব শ্রীমদম্বরীষাদীনাং ভক্ত্যেকনিষ্ঠানাং মহাপ্রসাদৈকভুজাং তদ্ব্রতং দর্শয়তা শ্রীভাগবতেনাপি তদন্তরঙ্গবৈষ্ণবধর্মত্বেন সম্মতমিতি দিক্। পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে চ ব্রাহ্মণকন্যায়াঃ কার্ত্তিকব্রতৈকাদশীব্রতপ্রভাবাৎ শ্রীমৎসত্যভামাখ্যভগবৎ-প্রেয়সীপদপ্রাপ্তিরপি শ্রূয়তে। কিং বহুনা। অথ মাঘঃ সৌপর্ণে—

দুর্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক।
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ॥

ইতি। স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

সর্বপাপবিনাশায় কৃষ্ণসন্তোষণায় চ।
মাঘস্নানং সদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ॥

ইতি। ভবিষ্যোত্তরে—

একবিংশগণৈঃ সার্ধং ভোগান্ ত্যক্ত্বা যথেপ্সিতম্।
মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

অতএব যিনি ভক্তিতে একনিষ্ঠ এবং একমাত্র মহাপ্রসাদভোজী সেই অম্বরীষ প্রভৃতির অনুষ্ঠিত (একাদশী) ব্রতের বিবরণ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভাগবত উহাকে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ইহা শোনা যায় যে, কার্ত্তিকব্রত এবং একাদশীব্রত প্রভাবে জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা শ্রীভগবানের সত্যভামা নামক প্রেয়সীর পদ লাভ করিয়াছিলেন— (এ বিষয়ে) আর বহু বলিবার কি প্রয়োজন আছে ? সৌপর্ণে মাঘ মাস সম্বন্ধে কথিত হয়—

'বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয় মাঘ মাস দুর্লভ। হে সুরগণনায়ক শচীনাথ! ঐ মাঘ মাস দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মুনিগণের এবং বিশেষতঃ মাধবের অতিশয় প্রিয়।'

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

'সকল পাপের বিনাশের নিমিত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষের জন্য, হে নারদ, প্রতি বৎসর সর্বদা মাঘস্নান কর্তব্য।'

ভবিষ্যোত্তরে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি সর্ব ভোগের বিষয় ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসের উষায় স্নান করে, সে নিজের বংশের একবিংশ পুরুষের সহিত অভিলষিত বিষ্ণুলোকে গমন করে।'

ইতি। এবং শ্রীরামনবমীবৈশাখব্রতাদয়শ্চাত্র জ্ঞেয়াঃ। এতৎসর্বমপি সদাচারকথনদ্বারা বিধত্তে—

গাং পর্যটন্ [১] ইত্যাদৌ ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ২৯৯ ॥

[ভা. ৩. ১. ১৮]

ইতি। ব্রতানি একাদশ্যাদীনীতি। বিদুর ইতি প্রকরণলব্ধম্। ৩ ॥ ১। শ্রীশুকঃ ॥

[অর্চনাপরাধা ভগবৎপ্রসাদনেন খণ্ডনীয়াঃ]

এবং তাদৃশব্রতেষপি তত্তদুপাসকানাং স্বস্বেষ্টদৈবতব্রতং সুষ্ঠ্যৈব বিধেয়মিত্যাগতম্। তথাস্মিন্ পাদসেবার্চনমার্গে "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে" ইত্যাদিনাগমোক্তা যে দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তথা 'রাজান্নভক্ষণং চৈবম্' ইত্যাদিনা বারাহোক্তা যে চ তৎসংখ্যকাস্তথা "মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে" ইত্যাদিনা তদুক্তা যে চান্যে বহবস্তে সর্বে—

এইপ্রকার শ্রীরামনবমী ও বৈশাখব্রতাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয় সদাচারকথা-প্রসঙ্গে বিহিত হইয়াছে—

"পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে" ইত্যাদি স্থলে (ভাগবতে) উক্ত হয়—"তিনি হরিতোষণার্থ ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন।" ২৯৯ ॥

'ব্রতসমূহ' অর্থে একাদশ্যাদি ব্রতসমূহ। বিদুর (এই আচরণ করিয়াছিলেন—ইহা) প্রকরণ হইতে পাওয়া যাইতেছে। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

[অর্চনাপরাধসমূহ শ্রীভগবৎপ্রসাদনের দ্বারা খণ্ডনীয়]

এই প্রকার তাদৃশ ব্রতাদি মধ্যে তত্তদ্দেবতার উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার ব্রতাদি পালন সম্যক্ কর্তব্য—ইহাই প্রতিপাদিত হইল। তাই এই পাদসেবারূপ অর্চনমার্গে—'যান দ্বারা বা পাদুকা দ্বারা শ্রীভগবদ্গৃহে গমন'—ইত্যাদি আগমশাস্ত্রে উক্ত যে বত্রিশ প্রকার অপরাধ, এবং 'সেইরূপ রাজান্নভক্ষণ' ইত্যাদি বরাহপুরাণের বচনে উক্ত যে তৎসংখ্যক অপরাধসমূহ এবং 'আমার শাস্ত্রে অনাদর করিয়া যে আমাতে প্রপন্ন হয়'—ইত্যাদি বাক্যে উক্ত যে অন্য বহুবিধ অপরাধ, সেই সকল—

১ ভা. ৩. ১. ১৮

মমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

ইতি—বারাহানুসারেণ, পরিত্যাজ্যা ইত্যাশয়েনাহ—

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥ ৩০০ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ১৭]

শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধীয়তে। অপরাধাস্তু সর্বেঽনাদরাত্মকা এব, প্রভুত্বাবমানতশ্চ আজ্ঞাবমানতশ্চ[১]। তস্মাদপরাধনিদানমত্রানাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ। ১১ ॥ ২৭। শ্রীভগবান্ ॥

মহতামনাদরস্তু সর্বনাশক ইত্যাহ—

ন ভজতি কুমনীষিণাং য ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ৩০১ ॥
[ভা. ৪. ৩১. ১৮]

'হে বসুধে! আমার অর্চনে যে সকল অপরাধ কীর্তিত হইয়াছে, বৈষ্ণব জন কর্তৃক যত্ন সহকারে সেই সকল বর্জনীয়'—

—এই বরাহপুরাণের বচন অনুসারে বর্জনীয়। তাই বলিতেছেন—

"আমার ভক্ত-কর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে উপহৃত মাত্র জলও আমার সমধিক প্রিয়। কিন্তু অভক্ত কর্তৃক (অশ্রদ্ধায়) উপহৃত ভূরি দ্রব্যও আমার সন্তোষের নিমিত্ত হয় না।" ৩০০।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দ দ্বারা এখানে আদরই বিহিত হইল। সকল অপরাধই অনাদরাত্মক, কারণ, উহা দ্বারা প্রভুত্বের অবমাননা এবং আজ্ঞার অবমাননা করা হয়। অতএব অপরাধের কারণ বলিয়াই অনাদর পরিত্যাজ্য—ইহাই অর্থ। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতি অনাদর সর্বনাশকর। তাই উক্ত হয়—

"নির্ধন এবং আত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবানই যাহাদের ধন—এমন ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রিয় সেই রসজ্ঞ শ্রীহরি কুৎসিতমতি জনগণের পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ, তাহারা শাস্ত্র, ধন, কুল ও কর্মের মদমত্ততায় অকিঞ্চন সাধুগণের প্রতি পাপ করিয়া থাকে।" ৩০১ ॥

১ আজ্ঞাবমানতশ্চ—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

অধনাশ্চ তে আত্মধনা ভগবদেকধনাশ্চ তে প্রিয়া যস্য সঃ। রসজ্ঞো ভক্তিরসিকো হরিঃ। কে কুমনীষিণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রুতেতি। পাপমপরাধম্। ৪ ॥ ৩১ ॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥

কিঞ্চ

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাস্তি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্ নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩০২ ॥
[ভা. ৫. ১০. ২৭]

স্পষ্টম্। ৫ ॥ ১০। রহূগণঃ শ্রীভরতম্ ॥

অথ তথাপি প্রামাদিকে ভগবদপরাধে পুনর্ভগবৎপ্রসাদনানি কর্তব্যানি। যথা স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ—

অহন্যহনি যো মর্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

ইতি। তত্রৈব দ্বারকামাহাত্ম্যে—

'নির্ধন' এবং 'আত্মা' অর্থাৎ শ্রীভগবানই যাহাদের একমাত্র ধন—তাহারা যাঁহার প্রিয়। 'রসজ্ঞ' অর্থাৎ ভক্তিরসিক শ্রীহরি। কাহারা কুৎসিতমতি—এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—'শাস্ত্র ইত্যাদির (মদমত্ততায় যাহারা পাপ করে)।' 'পাপ' অর্থাৎ অপরাধ করে। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে প্রচেতসগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

আবার উক্ত হয়—

"আপনি বিশ্বের সুহৃৎ ও সখা, অতএব সমদর্শনবশতঃ আত্মদেহেও আপনার অভিমান নাই। সুতরাং আমার নিজকৃত অপমানে আপনার কোন বিকার নাই। কিন্তু শূলপাণির ন্যায় সমর্থ হইলেও মাদৃশ ব্যক্তি যদি মহতের প্রতি অপমান প্রকাশ করে তবে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" ৩০২ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। পঞ্চম স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে শ্রীভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি ॥

তথাপি প্রমাদবশতঃ যদি শ্রীভগবানে অপরাধ করা হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের প্রসাদনই পুনরায় যে কর্তব্য, অনন্তর তাহাই বলিতেছেন। যেমন স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসদেবের উক্তি—

'যে মানব প্রতিদিন গীতার একটী অধ্যায় পাঠ করেন, তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কেশব ক্ষমা করেন।'

উক্ত পুরাণের দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥

ইতি। তত্রৈব রেবাখণ্ডে—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

ইতি। তত্রৈবান্যত্র—

তুলস্যা রোপণং কার্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি। তত্রৈবান্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

ইতি। অন্যত্র— যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥

'যে ব্যক্তি সহস্র নাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন এবং উহা শ্রবণ করেন, তিনি সহস্র অপরাধেও কখন লিপ্ত হন না।'

ঐ পুরাণের রেবাখণ্ডে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে জাগরণব্রতে তুলসীস্তব পাঠ করেন, তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কেশব ক্ষমা করেন।'

সেই গ্রন্থে অন্যত্র উক্ত হয়—

'বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে তুলসীরোপণ কর্তব্য। পুরুষোত্তম উহাতে সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।'

সেই গ্রন্থের অন্যত্র কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চন করেন, তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কেশব ক্ষমা করেন।'

অন্যত্র উক্ত হয়—'কৃষ্ণশস্ত্রের চিহ্ন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা করেন, কেশব তাঁহার সহস্র অপরাধ নিত্য হরণ করেন।'

ইতি। আদিবারাহে—

সংবৎসরস্ত মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ ॥
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥

ইতি। শৌকরকে শূকরক্ষেত্রাখ্যে। মহদপরাধস্তু চাটুকারাদিনা বা তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন নিরন্তরদীর্ঘকালীনভগবন্নামকীর্তনেন বা তং প্রসাদ্য ক্ষমাপনীয় ইত্যবোচামৈব। তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ। অত এবোক্তং শ্রীশিবং দক্ষেণ—

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥

[ভা. ৪. ৭. ১২]

ইতি। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

আদিবরাহ পুরাণে উক্ত হয়—

'সংবৎসর মধ্যে শৌকরক নামক আমার তীর্থস্থলে উপবাস করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে লোকে শুদ্ধি লাভ করে। মথুরাতেও এই প্রকারে অপরাধযুক্ত ব্যক্তিও পবিত্র হয়। যে সুকৃতী ব্যক্তি এই দুই তীর্থের মধ্যে যে কোন একটী তীর্থের সেবা করেন, তাঁহার সহস্রজন্মজনিত অপরাধসমূহ তিনি পরিত্যাগ করেন।'

'শৌকরক' অর্থে শূকর ক্ষেত্রাখ্য স্থান। চাটুকারাদি দ্বারা বা তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কৃত নিরন্তর দীর্ঘকালীন ভগবানের নামকীর্তন দ্বারা তাঁহার প্রসাদনপূর্বক মহাপরাধ ক্ষমাযোগ্য করাইয়া লইতে হয়—ইহাই আমরা বলিতেছি। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত উহার অসিদ্ধি। অতএব শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তি—

'তত্ত্বজ্ঞানহীন দৃষ্টিতে আমি সভায় আপনার প্রতি দুর্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছি। আপনি আমার নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন। পূজ্যতম জনের নিন্দায় আমার যে অধঃপতন হইতেছিল, আপনি তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন। আপনার সেই কৃপাদৃষ্টির প্রত্যুপকার কি করিব! আপনার কার্য দ্বারাই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন।'

এই প্রকার অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

[অথ বন্দনম্]

অথ বন্দনম্। তচ্চ যদ্যপ্যর্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ত্ততে তথাপি কীর্ত্তনস্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। বন্দনস্য পৃথগ্বিধানং চানন্তগুণৈশ্বর্য্যশ্রবণাৎ তদ্গুণানুসন্ধানপাদসেবাদৌ বিধুতদৈন্যানাং নমস্কারমাত্রে কৃতাধ্যবসায়ানামর্থে। স এব নমস্কারস্তস্যার্চনত্বেনাপ্যতিদিষ্টঃ। যথা নারসিংহে—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ ॥

ইতি।

তদেতদ্বন্দনং যথা—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ॥
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৩০৩ ॥

[ভা. ১০. ১৪. ৮]

[অনন্তর বন্দন]

অনন্তর বন্দন। যদিও উহা অর্চনের অঙ্গরূপেই বিদ্যমান, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপেও উহা কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে পৃথগ্‌ভাবে বিহিত হইতেছে। এই প্রকার অন্যত্রও জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের অনন্ত গুণৈশ্বর্য শ্রবণ হেতু তাঁহার গুণানুসন্ধানপূর্বক পাদসেবাদিতে প্রবৃত্ত নমস্কার-ক্রিয়ামাত্রে উদ্যোগী দৈন্যধারী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বন্দনের পৃথক্ বিধি রহিয়াছে। সেই নমস্কার তাঁহার অর্চনাঙ্গরূপে অতিদিষ্ট। যেমন নারসিংহ পুরাণে উক্ত হয়—

'সর্ব যজ্ঞের মধ্যে নমস্কার উত্তম যজ্ঞ বলিয়া স্মৃত হয়। এক সাষ্টাঙ্গ[১] নমস্কারের দ্বারা শ্রীহরি প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

সেই বন্দন যথা—

"কবে তোমার অনুগ্রহ লাভ হইবে—এই প্রতীক্ষায় যিনি নিজকৃত কর্মফল উপভোগ করিয়া হৃদয়, বাক্য ও দেহ দ্বারা তোমাকে নমস্কার করিয়া জীবিত থাকেন, তিনি তোমার মুক্তিপদ সম্পদের দায়াধিকারী ॥ ৩০৩ ॥"

১ সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের বিবরণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত আগম বচন হইতে জানা যায়। বচনটী এইরূপ—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, চক্ষুঃ, মন ও বাক্য—এই অষ্ট অঙ্গের দ্বারা প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হয়।

যস্মাদ্ "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুম্" [১] ইত্যাদিনা তাদৃশত্বমুচ্যতে তৎ তস্মাৎ। নমো নমস্কারম্। মুক্তিপদে নবমপদার্থস্য মুক্তেরপ্যাশ্রয়ে পরিপূর্ণদশমপদার্থে। যদ্বা মুক্তিরিহ পঞ্চমস্কন্ধগদ্যানুসারেণ প্রেমৈব তৎপদে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণভগবল্লক্ষণে ত্বয়ি দায়ভাগ্ ভবতি, ভ্রাতৃবণ্টন ইব ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্তস ইত্যর্থঃ। মুক্তিমাত্রন্তু সকৃন্নমস্কারেণৈবাসন্নং স্যাৎ। যথা বিষ্ণুধর্মে—

দুর্গসংসারকান্তারমপারমভিধাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥

ইতি। 'তত্তে' ইত্যত্র সুসমীক্ষমাণঃ প্রতীক্ষমাণ ইতি টীকা। যদ্বা প্রতিক্ষণং নিরুপাধিকৃপয়ৈব প্রভুণা তথা তথা ক্রিয়মাণামনুকম্পাং সুষ্ঠুরূপামীক্ষমাণস্তত্রানন্দীভবন্ তাং সম্যক্ পশ্যন্ বিভাবয়ন্ তথা হৃদা যদ্বা বাচা যদ্বা বপুষা নমো বিদধজ্জন ইত্যাদিব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। নমস্কারেঽপ্যপরাধাশ্চৈতে পরিহর্তব্যাঃ বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্টাঃ, যে

যেহেতু 'গুণাধিষ্ঠাতা তোমার গুণসমূহের পরিমাপ করিতে (কেহই প্যারে না)'—ইত্যাদি দ্বারা তিনি যে সেইরূপ (অর্থাৎ অপরিমেয়-গুণস্বভাব)—এই প্রকার বলা হইল, 'সেই হেতু'। 'নমঃ' শব্দে নমস্কার। 'মুক্তিপদে' অর্থাৎ নবম পদার্থ যে-মুক্তি—তাহারও আশ্রয়স্বরূপ পরিপূর্ণ যে দশম পদার্থ, তাহাতে (দায়াধিকারী)। অথবা 'মুক্তি' শব্দ এখানে পঞ্চম স্কন্ধস্থ গদ্যানুসারে প্রেমই বুঝিতে হইবে—তাহার পদস্বরূপ অর্থাৎ তদ্বিষয়ক পরিপূর্ণ ভগবল্লক্ষণ যে তুমি—তাহাতে দায়ভাগী হন, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বণ্টনের ন্যায় তুমি তাহার দায় (পৈতৃক ধন) রূপে বিদ্যমান থাক—ইহাই অর্থ। মাত্র মুক্তি একবার নমস্কার দ্বারাই আসন্ন হয়। যেমন বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—

'দুর্গম সংসাররূপ অপার বনমধ্যে প্রধাবিত মনুষ্যগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপদে একবার মাত্র নমস্কার মুক্তিতীরের নির্দেশক।'

'সেই হেতু' (তোমার কৃপার নিমিত্ত) সমীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রতীক্ষমাণ—ইহাই টীকার অর্থ। অথবা এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে যে, অহেতুক কৃপাবশে প্রভু-কর্তৃক প্রতিক্ষণে আচরিত সেই সেই অনুগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া উহাতে আনন্দিত হইয়া এবং উহারই সম্যক্ দর্শন বা ভাবনা করিয়া হৃদয়, বাক্য বা শরীরের দ্বারা নমস্কার বিধানপূর্বক (সেই ব্যক্তি মুক্তিপদের ভাগী হন)। বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি অনুসারে নমস্কারেও এই সকল অপরাধ সর্বতোভাবে বর্জনীয়—

১ ভা. ১০, ১৪. ৭

67—1890B

খলু একহস্তকৃতত্ববস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগাত্যন্তনিকট-গর্ভ-মন্দিরগতত্বাদিময়াঃ। ১০ ॥ ১৪। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥

[দাস্যম্]

অথ দাস্যম্। তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্—

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥

ইত্যুক্তলক্ষণম্। অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ, কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীত্যভিপ্রেত্যৈবোত্তরত্র নির্দেশশ্চ তস্য। যথোক্তম্—জন্মান্তরেত্যেতৎপদ্যস্যৈবান্তে "কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ" ইতি। শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ—'তত্তেঽর্হত্তম' [১] ইত্যাদিপদ্যে তু নমস্তুতি-সর্বকর্মার্পণ-পরিচর্যা-চরণস্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যং টীকায়াং সম্মতম্। শ্রীমদুদ্ধববাক্যে চ—

যেমন, এক হস্ত দ্বারা, অথবা বস্ত্রাবৃতদেহে বা শ্রীভগবানের অগ্রে, পশ্চাতে, বামভাগে, অত্যন্ত নিকটে এবং গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক নমস্কারাদি। ইতি। দশম স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি।

[দাস্য]

অনন্তর দাস্য। উহার অর্থ (আমি) শ্রীবিষ্ণুর দাস—ইত্যাকার মনন। উহার লক্ষণ—

'জন্মান্তরসহস্রে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই প্রকার যাঁহার বুদ্ধি হয়, তিনি সমস্ত লোককে উদ্ধার করেন।'

ভজনপ্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল তাদৃশত্ব (দাসত্ব) অভিমানেও সিদ্ধি লাভ হয়—এই অভিপ্রায়েই পরে তাহার নির্দেশ করা হইতেছে; যেমন—'জন্মান্তরসহস্রে' এই পদ্যের শেষে উক্ত হয়—'সংযতেন্দ্রিয় তদ্গতপ্রাণ পুরুষবৃন্দের আর কথা কি?' শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতিতে—'অতএব হে পূজ্যতম' ইত্যাদি পদ্যের টীকায়—নমস্কার, স্তব, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণস্মরণ ও কথাশ্রবণাত্মক দাস্যই সম্মত অর্থ। (শ্রীভগবানের প্রতি) উদ্ধবের বাক্য যথা—

১ ভা. ৭. ৯. ৪৯.

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ৩০৪ ॥

[ভা. ১১. ৬. ৩১]

ইতি তত্র তত্র চ কার্যদ্বারৈব নির্দিষ্টম্। উদাহরণন্তু—'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' [১] ইত্যাদৌ, "কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া" [২] ভোগেচ্ছয়া 'তং চকার' ইতি বাসনান্তর-ব্যবচ্ছেদঃ। ৯ ॥ ৪। শ্রীশুকঃ ॥

তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

[ভা. ৯. ৫. ১১]

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথাকথঞ্চিত্তচ্ছ্রবণেন কিং পুনঃ সম্যক্ তত্তদ্ভজনে-নেত্যর্থঃ। তর্হি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্বত্র সাধনে সাধ্যে চ কিমবশিষ্যতে। তদধিকমন্যৎ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। ৯ ॥ ৫। দুর্বাসা শ্রীমদম্বরীষম্ ॥

"তোমার উপযুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব।" ৩০৪ ॥

এখানে তত্তৎ কার্য দ্বারাই দাস্য নির্দিষ্ট। উদাহরণ যেমন—'সেই (অম্বরীষ রাজা) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে মন (সমর্পণ করিয়াছিলেন)' ইত্যাদিস্থলে 'সেই রাজার কামনা দাস্যে ছিল, কিন্তু বিষয়বাসনাতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় ছিল না'—এই বচনে অন্য বাসনার নিষেধই করা হইয়াছে। ইতি। নবম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি ॥

এই দাস্য সম্বন্ধেই ভজনসমূহ যে মহত্তর হয়—তাহাই বলিতেছেন, যথা—

"যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র লোকে নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থস্বরূপ সেই শ্রীচরণের সম্যক্ ভজনকারী দাসগণের কিই বা আর অবশিষ্ট থাকে ?" ৩০৫ ।

যাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম শ্রবণমাত্র অর্থাৎ যে কোন প্রকার শ্রবণমাত্রই (লোক পবিত্র হয়), তখন সম্যক্‌ভাবে তাহার ভজনে যে হইবে—তাহাতে আর কি বলিবার আছে ? অতএব 'আমি দাস' এই অভিমানে সম্যক্‌ভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের সকল সাধন ও সাধ্য বিষয়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অতএব ইহার উপরে আর অন্য কিছু নাই—ইহাই অর্থ। ইতি। নবম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষ রাজার প্রতি দুর্বাসার উক্তি ॥

১ ভা. ৯. ৪. ১৮, পূর্বশ্লোক ৩০৯ অঙ্কে দ্র°। ২ ভা. ৯. ৪. ১৭

[সখ্যম্]

অথ সখ্যম্। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্। 'যন্মিত্রং পরমানন্দম্'[1] ইত্যত্র তথৈব মিত্রপদন্যাসাৎ। যথা রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্—

পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

ইতি। অস্য চোত্তরত্র পাঠঃ প্রেমবিশ্রম্ভবদ্ভাবনাময়ত্বেন দাস্যাদপ্যুত্তমত্বাপেক্ষয়া। কিঞ্চ পরমেশ্বরেঽপি যৎ সখ্যং শাস্ত্রে বিধীয়তে তন্নাশ্চর্যম্। 'ন দেবো দেবমর্চয়েৎ' ইতি তদ্ভাবস্যাপি বিধানশ্রবণাৎ। কিন্তু তদ্ভাবস্তৎসেবাবিরুদ্ধ ইতি শুদ্ধভক্তৈরুপেক্ষ্যতে। সখ্যন্তু পরমসেবানুকূলমিত্যুপাদীয়ত ইতি। তদেতৎ সাক্ষাদ্ভজনাত্মকং দাস্যং সখ্যঞ্চ টীকায়ামপি দর্শিতমস্তি "তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ"[2] ইত্যত্র শ্রীদামবিপ্রবাক্যে। যথা—শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্টা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে তস্যেতি। সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারিত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ,

[সখ্য]

অনন্তর সখ্য বিষয়ে বলা হইতেছে। উহা হিতকথনরূপ বন্ধুভাবলক্ষণযুক্ত। 'পরমানন্দরূপী (পূর্ণব্রহ্ম) মিত্র'—এই বাক্যে মিত্রপদ প্রয়োগ করায় ঐরূপই বুঝিতে হইবে। রামার্চনচন্দ্রিকায় যেমন উক্ত হয়—

'পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন লোক শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে তাঁহার মন্দিরাদিতে শয়ন করেন।'

ইহার শেষে বন্ধু শব্দের উল্লেখ থাকায় প্রেমবিশ্বাসরূপ ভাবের প্রাচুর্যবশতঃ দাস্য অপেক্ষা ইহাতে উত্তমতাই প্রকাশ পাইয়াছে। অপিচ, শাস্ত্রে যে পরমেশ্বরের প্রতি সখ্যের বিধান হইয়াছে উহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। যেহেতু 'দেব না হইয়া দেবতাকে অর্চনা করিবে না'—ইহাদ্বারা সেই সমভাবেরই বিধান আছে। তাঁহার সেই (একাত্ম) ভাব তাঁহার সেবার বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণ উহার উপেক্ষা করেন। কিন্তু সখ্যভাব সেবার পরম অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয়। এই সাক্ষাদ্ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য (শ্রীধরস্বামি-পাদের) টীকাতেও 'সেই শ্রীভগবানেরই প্রতি সৌহার্দ, সখ্য, মিত্রভাব ও দাস্য আমার জন্মে জন্মে হউক'—এই শ্রীদামবিপ্রের বাক্যে দর্শিত হইয়াছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি যাহাতে ভক্তি হয়—তাহাই প্রার্থনা করিবার জন্য শ্রীদামবিপ্র এরূপ বলিয়াছেন :—সৌহার্দ অর্থাৎ প্রেম, সখ্য অর্থাৎ হিতকথন, মিত্রতা অর্থাৎ উপকারিতা, দাস্য অর্থাৎ

---

১ ভা. ১০. ১৪. ৩০ ২ ভা. ১০. ৮১. ২৯

ত্বং সমাহার একবচনম্, তস্য সম্বন্ধি মে মম স্যাৎ, ন তু বিভূতিরিত্যেতৎ। তত্র নববিধায়াং সাধ্যত্বাৎ প্রেমা নান্তর্ভাব্যতে। মৈত্রী তু সখ্য এবান্তর্ভাব্যেতি দাস্যসখ্যে দ্বে এব গৃহীতে। অত্র চ তাভ্যাং কর্মার্পণবিশ্বাসৌ ন ব্যাখ্যাতৌ সাক্ষাদ্ভক্তিত্বা-ভাবাৎ। কর্মার্পণস্য ফলং ভক্তির্বিশ্বাসশ্চ ভক্ত্যভিনিবেশহেতুরিতীহ পূর্বমুক্তম্। তচ্চ ভগবদ্বিষয়-হিতাশংসনময়ং সখ্যং, ভগবৎকৃতহিতাশংসনস্য নিত্যত্বাৎ, তেন সহ তস্য নিত্যসহবাসাচ্চ, ভজনবিশেষেণাপি বিশিষ্টং সম্পাদয়িতুং নাতিদুষ্করং স্যাদিত্যাহ—

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদিচ্ছিদ্রবৎ সতঃ।
তস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ॥ ৩০৬॥

[ভা. ৭. ৭. ৩৮]

ছিদ্রবদাকাশবদলিপ্তত্বেন সদা বর্তমানস্য। নাতিপ্রয়াসে হেতুঃ—সর্বেষাং দেহিনাং য আত্মা শুদ্ধং স্বরূপং তস্য। সামান্যতঃ সর্বত্র নির্বিশেষতয়ৈব সখ্যা। যথাবসরং বহিরন্তঃকরণবিষয়াদিলক্ষণমায়িক্যা নিজপ্রেমাদিলক্ষণামায়িক্যাশ্চ সম্পত্তের্দানেন

সেবকত্ব। ইহাদের সমাহার দ্বন্দ্বে একবচনে প্রয়োগ। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আমার যেন ঐপ্রকার সৌহার্দ ইত্যাদি হয়, কিন্তু বিভূতি যেন না হয়—ইতি। প্রেম হইল সাধ্য (সাধনালভ্য), অতএব নববিধ ভক্তির মধ্যে উহা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মিত্রতা সখ্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, অতএব (অবশিষ্ট) দাস্য ও সখ্যই গৃহীত হইল। অবশ্য, সাক্ষাৎ ভক্তিত্বের অভাব থাকায় এখানে এই দুইটীর দ্বারা 'কর্মার্পণ' ও 'বিশ্বাস' ব্যাখ্যাত হইল না, কারণ, কর্মার্পণের ফল ভক্তি, আর ভক্তির অভিনিবেশের হেতুই হইল বিশ্বাস—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবান্ নিত্য হিতকথা উপদেশ করিবেন এবং তাঁহার সহিত সখার নিত্য সহাবস্থান ঘটিবে—এই দুই হেতুবশতঃ ভগবদ্বিষয়ে হিতকথার সম্ভাবনাময় যে সখ্যভাব, উহাতে ভজন বিশেষের দ্বারাই বিশিষ্ট ফল সম্পাদনে দুষ্করতা হয় না। তাহাই বলিতেছেন—

"হে অসুরবালকগণ! নিজ হৃদয়ে ছিদ্রের (অর্থাৎ আকাশের) মত বিদ্যমান শ্রীহরির উপাসনায় কিই বা অতিপ্রয়াস করিবার আছে? কারণ, তিনি অশেষ দেহী জনের আত্মা ও সাধারণভাবে সখাস্বরূপ। অতএব (স্ত্রীপুত্রাদি) বিষয়প্রাপ্তিতে কি প্রয়োজন?" ৩০৬।

'ছিদ্রের মত' অর্থে আকাশের মত অলিপ্তভাবে যিনি সদা বর্তমান—তাঁহার। অতিপ্রয়াস না করিবার হেতু এই যে—যিনি সকল দেহীর 'আত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ—তাঁহার (সেবায়)। 'সাধারণভাবে' অর্থাৎ সর্বত্র নির্বিশেষভাবেই (যিনি) সখা; সুযোগ পাইলেই কি বাহিরের, কি অন্তরের, অর্থাৎ বিষয় প্রভৃতি মায়িক এবং নিজপ্রেম প্রভৃতি অমায়িক সম্পদ্ দান করিয়া (যিনি)

হিতাশংসী যস্তস্য হরেঃ। তস্মাদারোপিতানাং নশ্বরাণাং বিষয়াণাং জায়াপত্যাদীনা-মুপার্জনৈঃ কিমিতি। ৭ ॥ ৭। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥

তদ্ যথা—

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৩০৭ ॥

[ভা. ৯. ৪. ৩৮]

অত্র দৃষ্টান্তেনাংশতঃ সখ্যাত্মিকা ভক্তির্লক্ষ্যতে। ৯ ॥ ৪। শ্রীবৈকুণ্ঠো দুর্বাসসম্ ॥

এবঞ্চ—

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩০৮ ॥

[ভা. ৪. ১২. ৩৭.]

অচ্যুত এব প্রিয়বান্ধবো যেষাম্। অচ্যুতস্য পদং তৎসনাথং লোকম্। অচ্যুতশব্দাবৃত্ত্যা ফলস্য কেনাপ্যংশেন ব্যভিচারিত্বং নেতি দর্শ্যতে। ৪ ॥ ১২। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

হিত উপদেশ করেন, সেই শ্রীহরির (সেবায় অতিপ্রয়াস কি আছে) ? অতএব আরোপিত স্ত্রীপুত্রাদি নশ্বর বিষয়সমূহের উপার্জনের কি প্রয়োজন ? ইতি সপ্তম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে অসুরবালকদিগের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥

সেই সখ্য যথা—

"(শ্রীভগবান্ বলেন) সৎপতিকে যেরূপ সৎস্ত্রীগণ বশীভূত করেন, সেইরূপ আমাতে বদ্ধহৃদয় সাধুগণ ভক্তির দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন।" ৩০৭ ॥

এই স্থলে সৎস্ত্রীর আংশিক দৃষ্টান্তে সখ্যাত্মিকা ভক্তিকে লক্ষিত করা হইল। ইতি। নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্বাসার প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠের উক্তি ॥

আরও এই প্রকার (উক্ত হয়)—

"যাঁহারা শান্ত ও সমদর্শী, শুদ্ধ ও সর্বভূতে অনুরাগী এবং অচ্যুতকেই প্রিয় বান্ধব বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অনায়াসে অচ্যুতপদ লাভ করেন।" ৩০৮ ॥

'অচ্যুতই প্রিয় বান্ধব যাঁহাদের।' 'অচ্যুতে পদ' বলিতে অচ্যুত যে লোকের প্রভু এমন ধাম। 'অচ্যুত' পদের পুনরুল্লেখ থাকায় কোন প্রকারেই ফল লাভের যে ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই তাহাই দেখান হইল। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥

[আত্মনিবেদনম্]

অথ আত্মনিবেদনম্। তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্যং চাত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধন-সাধ্যত্বং তদর্থৈকচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। ইদং হ্যাত্মার্পণং গোবিক্রয়বৎ, বিক্রীতস্য গোর্বর্তনার্থং বিক্রীতবতা চেষ্টা ন ক্রিয়তে। তস্য চ শ্রেয়ঃসাধকস্তৎ ক্রীতবানেব স্যাৎ। স চ গৌস্তস্যৈব কর্ম কুর্যাৎ, ন পুনর্বিক্রীতবতোঽপীতি। ইদমেবাত্মার্পণং শ্রীরুক্মিণীবাক্যে—

তন্মে বৃতঃ খলু ভবান্ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি [১]।

ইতি। অত্র কেচিদ্দেহার্পণমেবাত্মার্পণমিতি মন্যন্তে। যথা ভক্তিবিবেকে—

চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

[আত্মনিবেদন]

অনন্তর আত্মনিবেদন (বর্ণিত হইতেছে)। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সর্বতোভাবে যে শ্রীভগবানে সমর্পণ—উহাই আত্মসমর্পণ। উহার কার্য হইল—নিজের নিমিত্ত চেষ্টাহীনতা, তাঁহাতে (অর্থাৎ শ্রীভগবানে) নিজের সাধ্য ও সাধন দুইই ন্যস্ত করা এবং একমাত্র তাঁহার নিমিত্তই চেষ্টাময়তা। এই আত্মসমর্পণ ধেনু-বিক্রয়বৎ অর্থাৎ বিক্রীত ধেনুর আহার-ব্যবহার নিমিত্ত যেমন বিক্রয়কারীর কোন চেষ্টা থাকে না, ক্রেতাই তাহার কল্যাণ ব্যবস্থা করে এবং সেই ধেনুও তাহারই কার্য করে, কিন্তু বিক্রেতার কোন কার্য করে না, সেইরূপ। শ্রীরুক্মিণীবাক্যে এই আত্মসমর্পণের উল্লেখ আছে, যেমন—

'হে বিভো! সেই কারণে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এবং আমার আত্মা আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি। আপনি এখানে আসিয়া উহা বিধান করুন।'

কেহ কেহ দেহার্পণকে আত্মার্পণ বলিয়া মনে করেন, যেমন ভক্তিবিবেকে উল্লেখ আছে—

'বিক্রীত পশুর রক্ষার নিমিত্ত যেমন চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ—শ্রীহরিতে দেহ সমর্পণ করিয়া উহার রক্ষাবিধান হইতে বিরত হইবে।'

---

১ ভা. ১০. ৫২. ৩৯

ইতি। কেচিচ্ছুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণমেব। যথা শ্রীমদালকমন্দারস্তোত্রে--

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতো যানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥

ইতি। কেচিচ্চ দক্ষিণহস্তাদিকমপ্যর্পয়ন্তস্তেন তৎকর্মমাত্রং কুর্বতে ন তু দেহাদিকর্মেত্যাত্থপি দৃশ্যতে। তদেতৎ সর্বাত্মকং সকার্যমাত্মনিবেদনং যথা—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৩০৯ ॥

[ভা. ৯. ৪. ১৮-২০]

কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ (যে জীব) তাহার অর্পণকে (আত্মার্পণ বলে)। যেমন, আলকমন্দার স্তোত্রে উক্ত হয়—

'শরীরাদিতে আমি যে-কেহ হই বা গুণনিবন্ধন যাহাই হই না কেন, সেই আমি আজই আমাকে আপনার পাদপদ্মযুগলে সমর্পণ করিলাম।'

কেহ কেহ দক্ষিণহস্তাদি (তাঁহাতে) সমর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহারই কর্মমাত্র করেন, কিন্তু দেহাদি কর্ম করেন না—ইহাও দেখা যায়। তাই সর্বাত্মক কার্যসমেত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত, যথা—

"সেই (অম্বরীষ রাজা) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে মন, বৈকুণ্ঠনাথের গুণানুবর্ণনে বাক্যাবলী, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদিতে হস্তদ্বয়, অচ্যুতের সৎকথায় কর্ণ, শ্রীমুকুন্দের চিহ্নাঙ্কিত আলয়প্রভৃতির দর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, ভগবদ্ভৃত্যজনের গাত্রস্পর্শে অঙ্গত্বক্, শ্রীভগবানের চরণকমলসম্পৃক্ত তুলসীর সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রীভগবানে সমর্পিত প্রসাদের আস্বাদনে রসনা, শ্রীহরির ধামে গমন করিবার জন্য পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণবন্দনায় শিরোদেশ, এবং তাঁহার দাস্যের নিমিত্ত কামনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কামবাসনায় তিনি এসকল সমর্পণ করেন নাই, কিন্তু যাহাতে—তমোগুণের অতীত শ্রীভগবানের আপনার জন যে-রতিকে আশ্রয় করেন,—সেই রতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।" ৩০৯ ॥

চকার অর্পয়ামাস। কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যাদিকমুপলক্ষণং তৎসেবাদীনাম্। লিঙ্গং শ্রীমূর্তিঃ। আলয়স্তদ্ভক্তস্তন্মন্দিরাদিঃ। শ্রীমত্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজসম্বন্ধি যৎ সৌরভং তস্মিন্। তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নাদৌ। কামং সঙ্কল্পং চ দাস্যে নিমিত্তে কথং চকার—যথা যেন প্রকারেণ উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ সা ভবেদিতি। অত্র সর্বথা তত্রৈব সম্যাতাত্মনিক্ষেপঃ কৃত ইতি বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা স্মরণাদিময়োপাসনস্যৈবাত্মার্পণত্বম্। এবমেবোক্তম্—"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্"[১] ইত্যারভ্য 'এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণাম্'[২] ইতি। যথা স্মরণকীর্তনপাদসেবনময়মুপাসনমেব আগমোক্তবিধিময়ত্ববৈশিষ্ট্যাপত্ত্যার্চনমিত্যভিধীয়তে, ততো নাবিবিক্তত্বম্, স্নানপরিধানাদিক্রিয়া চাস্য ভগবৎসেবাযোগ্যত্বায়ৈবেতি তত্রাপি নাত্মার্পণভক্তিহানিরিত্যনুসন্ধেয়ম্।

এতদাত্মার্পণং শ্রীবলাবপি স্ফুটং দৃশ্যতে। উদাহৃতঞ্চেদমাত্মার্পণং 'ধর্মার্থকামঃ'[৩] ইত্যাদিনা শ্রীপ্রহ্লাদমতে। 'মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা'[৪]

(সৎকথায় কর্ণ) 'করিয়াছিলেন' অর্থাৎ সমর্পণ করিয়াছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে'—এই উল্লেখবশতঃ তাঁহার সেবাদির উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। 'চিহ্ন' বলিতে শ্রীমূর্তি। 'আলয়' বলিতে তাঁহার ভক্ত ও মন্দিরাদি। তাঁহার চরণকমল-সম্পৃক্ত তুলসীর যে সৌরভ—তাহাতে। 'তাঁহাতে সমর্পিত' অন্ন প্রভৃতি মহাপ্রসাদে। (তাঁহার) দাস্যের নিমিত্ত 'কামনা' অর্থাৎ সঙ্কল্প (ত্যাগ করিয়াছিল)। কেন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল?—তদুত্তরে বলিতেছেন—উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ভক্তজনাশ্রয়া রতি যাহাতে লাভ হয়, তজ্জন্য। এই স্থলে সর্বপ্রকারে শ্রীভগবানেই উল্লিখিত আত্মনিক্ষেপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্মরণাদিময় উপাসনাও আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। তাই 'আমার অমৃতময়ী কথায় নিত্য শ্রদ্ধা ও উহার অনুকীর্তন' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'এইরূপ কর্ম দ্বারা মনুষ্যগণের (প্রেমভক্তি হয়')—এই পর্যন্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন, স্মরণ-কীর্তন ও পাদসেবাময় উপাসনা আগমোক্ত বিধিবশতঃ বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের ফলে অর্চন বলিয়া অভিহিত হয় এবং উহা হইতে ভিন্ন নহে; তদ্রূপ তাহার স্নান ও পরিধানাদি ক্রিয়াও শ্রীভগবৎসেবার যোগ্যতার নিমিত্তই হইয়া থাকে বলিয়া উহাতেও আত্মসমর্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই আত্মসমর্পণ স্পষ্টরূপে শ্রীবলিরাজে দেখা যায়। শ্রীপ্রহ্লাদের মতে এই আত্মসমর্পণ—'ধর্মার্থকাম (ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, কিন্তু আত্মার্পণ সত্য)'—এই বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের মতেও আত্মার্পণের উল্লেখ যথা—'সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক মানুষ যখন আমাতে আত্মনিবেদন করে

১ ভা. ১১. ১৯. ১৯ ২ ভা. ১১. ১৯. ২২
৩ ভা. ৭. ৬. ২৪. পূর্ব শ্লোক ৫৫ অঙ্কে (৬২ পৃ°) দ্র°। ৪ ভা ১১. ২৯. ৩২

ইত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি। তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে। পূর্বং যথা 'মর্ত্যো যদা' ইত্যাদি। উত্তরং যথৈকাদশ এব 'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্'[১] ইতি, যথা চ রুক্মিণীবাক্যে 'মাত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ'[২] ইতি। ৯॥৪। শ্রীশুকঃ॥

তদেবং বৈধী ভক্তির্দর্শিতা। অস্যাশ্চোক্তানামঙ্গানামনুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গস্যান্যত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তত্তচ্ছ্রদ্ধাভেদেন তত্তৎ-প্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি ন পরস্পরবিরুদ্ধত্বম্। অধিকারিভেদেন হ্যৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে।

[রাগানুগা ভক্তিঃ]

অথ রাগানুগা। তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্যাদৌ। তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স রাগো বিশেষণভেদেন বহুধা দৃশ্যতে "যেষামহং প্রিয় আত্মা

(তখন সে অমৃতত্ব লাভে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে)'। এই আত্মনিবেদন ভাব ব্যতীত অথবা বিশিষ্ট ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রথমটি যথা—'মানুষ যখন (কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মনিবেদন করে)' ইত্যাদি বাক্যে। দ্বিতীয়টি যথা—'দাস্যভাবে (আমাতে) আত্মনিবেদন' একাদশ স্কন্ধে এই (শ্রীভগবানের) বাক্যে, এবং রুক্মিণীর বাক্যে যথা—'আমি আপনাতে আমার আত্মা সমর্পণ করিয়াছি।' ইতি। নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

বৈধী ভক্তি এইরূপে দেখান হইল। এই (বৈধী) ভক্তির কথিত অঙ্গসমূহের এবং অকথিত অঙ্গসমূহের মধ্যে কোথাও কোন অঙ্গের, আবার অন্যত্র অন্য অঙ্গের যে অধিক মাহাত্ম্য বলা হয়—বুঝিতে হইবে সেই সেই শ্রদ্ধাভেদে সেই সেই অঙ্গগুলির প্রভাব বিষয়ে অধিকতর উল্লাস অবলম্বনে ঐ প্রকার বলা হয়, এবং এই কারণে উহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধসম্ভাবনা নাই। অধিকারিভেদে ঔষধাদিরও তাদৃশতা দেখা যায়।

[রাগানুগা ভক্তি]

অনন্তর রাগানুগা ভক্তি (বলা হইতেছে)। বিষয়ী ব্যক্তির বিষয়াদির সংসর্গ লাভের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছার আতিশয্যরূপ যে প্রীতি তাহাকেই রাগ বলে। যেমন চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির

১ ভা. ১১. ১১. ৩৫ ২ ভা. ১০. ৫২. ৩৯

সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্'' [১] ইত্যাদৌ। তত্র প্রিয়ো যথা তদীয়প্রেয়সীনাম্। আত্মা পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদীনাম্। সুতঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্। সখা শ্রীশ্রীদামাদীনাম্। গুরুঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্। কস্যাপি ভ্রাতা কস্যাপি মাতুলেয়ঃ কস্যাপি বৈবাহিক ইত্যাদিরূপঃ স এক এব তেষু বহুপ্রকারত্বেন সুহৃদঃ সম্বন্ধিনাম্। দৈবমিষ্টং তদীয়সেবকানাং শ্রীদারুকপ্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ স তু নাঙ্গীকৃতঃ, অনুক্তত্বাৎ, তস্য মায়ামোহিতত্বৈব তাদৃশভাবাভ্যুপগমাচ্চ।

(ইন্দ্রিয়বর্গের) সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ে (স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাজাত প্রীতি)।[২] সেই প্রকার শ্রীভগবদ্বিষয়ে ভক্তের যে (স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাতিশয়াত্মক) প্রীতি—তাহাই রাগ। সেই রাগ বিশেষণভেদে বহুপ্রকারের দৃষ্ট হয়—যেমন (শ্রীভগবান কপিলদেবের বাক্যে) উক্ত হয়—'আমাকে যাঁহারা প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ্‌বৃন্দ ও ইষ্টদেব রূপে [৩] অভিমান করিয়া থাকে (তাঁহারা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হন না')। এখানে প্রিয় বলিতে শ্রীভগবানের (মাধুর্যপ্রেমময়ী) প্রেয়সীগণের যিনি প্রিয় (কান্তস্বরূপ)। আত্মা বলিতে সনকাদি (শান্ত) ভক্তগণের যিনি পরব্রহ্মরূপ। পুত্র অর্থাৎ (বাৎসল্যভাবময়) ব্রজেশ্বর (শ্রীনন্দ) প্রভৃতির যিনি পুত্র। শ্রীদাম প্রভৃতির যিনি সখা (অর্থাৎ সহবিহারী)। প্রদ্যুম্নাদির যিনি গুরু। সুহৃদ্‌বৃন্দ বলিতে যিনি কাহারও ভ্রাতা, মাতুলপুত্র, বা কাহারও বৈবাহিক সম্বন্ধবশতঃ বান্ধব ইত্যাদিরূপে গণ্য, কারণ, তিনি এক হইয়াও তাঁহাদের সহিত বহুপ্রকার সুহৃৎসম্বন্ধে আবদ্ধ। ইষ্টদেব বলিতে তাঁহার সেবক শ্রীমদুদ্ধব দারুক প্রভৃতি (দাসভক্তগণের) যিনি ইষ্টদেবরূপে প্রসিদ্ধ। শ্রীমতী মোহিনীর (বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি শ্রীমহাদেবের যে-ভাবটি মনে জাগিয়াছিল, উহা এই প্রকরণে অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, সেই ভাবটির বিষয় (শাস্ত্রে) উল্লেখ করা হয় নাই এবং বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইবার ফলেই মহাদেবের যে তাদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, উহা তাঁহার স্বীকৃতি হইতেই তাহা জানা যায়।

১ ভা. ৩. ২৫. ৩৫

২ ইহাতে অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রেরণার অপেক্ষা নাই। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ রাগের লক্ষণ করিয়াছেন এইরূপ :—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, পূর্ব, ২. ৬২)

ইষ্টে অর্থাৎ অভিলষিত শ্রীভগবৎস্বরূপে যে পরমাবিষ্টতাযুক্তা স্বাভাবিকী পিপাসা তাহাই রাগ। পিপাসু ব্যক্তির পানীয় জলেই আবেশ ; তখন অন্য কোন বস্তুতে তাহার অভিনিবেশ থাকে না। সেইরূপ ভক্তের নিরন্তরই শ্রীভগবানেই আবেশ।

৩ আপাততঃ সাতটি ভাবের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ মধুরাদি পঞ্চ ভাবেরই মধ্যে উহারা অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণে গুরুবুদ্ধি দাস্যভাবের অন্তর্ভুক্ত। আর সুহৃদ্‌ভাবটি কোন না কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্তনস্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ।

অতো রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্বোক্তং রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং, তস্য তাদৃশরাগসুধাকরকরাভাস-সমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে। এষৈবাবিহিতেতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা। রুচিমাত্রপ্রবৃত্ত্যা বিধিপ্রযুক্তত্বেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং বিধ্যনধীনস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি।

সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অভিমানোচিত ভাববিশেষের দ্বারা স্বাভাবিক রাগেরও বৈশিষ্ট্য আছে বুঝিতে হইবে এবং সেই সেই রাগের প্রেরণায় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পাদবন্দন ও আত্মনিবেদন-বহুল যে ভক্তি, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই ভক্তি হইল সাধ্যস্থানীয়া রাগলক্ষণরূপী ভক্তিগঙ্গার তরঙ্গের মত, অতএব উহা সাধ্যস্থানীয়ই এবং সেইজন্য সাধনপ্রকরণে উহার সন্নিবেশ হয় নাই।[১]

ইহার পরে রাগানুগা ভক্তির কথা বলা হইতেছে। যাহার পূর্ববর্ণিত রীতিতে (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবশতঃ) রাগবিশেষে রুচি জন্মিয়াছে কিন্তু যাহার সাক্ষাদভাবে আপনা হইতে রাগবিশেষের উদয় হয় নাই, তাহার তাদৃশ রাগ-ভক্তিরূপ চন্দ্রমা হৃদয়রূপ স্ফটিকমণিকে কিরণপ্রভায় উল্লসিত করায় শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে শ্রুত রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহেও রুচি বা লোভ উৎপন্ন হয়। তাহার পর লোভবশতঃ তাঁহার রাগ অনুসরণ করিয়া যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, উহা রাগানুগারূপে প্রবর্তিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অবিহিতা ভক্তি' নাম দিয়া থাকেন। তাহার কারণ, ইহাতে একমাত্র রুচিই ভক্তি-প্রবৃত্তির হেতু, ইহাতে শাস্ত্রবিধি-প্রযুক্ততা নাই। এরূপ বলা যায় না যে—যে-জন শাস্ত্রবিধির অধীন নয় তাহার ভক্তি সম্ভব নয়। কারণ শ্রুত হয়—

১ শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি কেবল বৈধী ভক্তির বিষয় নহে। কারণ, শ্রবণ-কীর্তনাদি-ভক্তিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। শাস্ত্রবিধি প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইলে উহা বৈধী ভক্তি, আর রাগপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইলে উহা রাগানুগা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। রাগলক্ষণা ভক্তি গঙ্গাস্থানীয়, আর শ্রবণ-কীর্তনাদি তরঙ্গস্থানীয়। তরঙ্গ গঙ্গা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, কারণ, তরঙ্গমালা গঙ্গারই একটি অবস্থাবিশেষ। অথচ তরঙ্গই গঙ্গা নহে, তরঙ্গ হইতে গঙ্গা ভিন্ন বস্তু। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দৃষ্টান্তে শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যে রাগলক্ষণা ভক্তির প্রকাশ। অতএব উহারাও (শ্রবণ-কীর্তনাদিও) সাধ্য।

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥
[ভা. ২. ১. ৭]

ইতি শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গভক্তির্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্বলা। ইয়ন্তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্তত ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া।

অত এবাস্যা জন্মলক্ষণং ভক্তিব্যতিরেকেণান্যত্রানভিরুচিমুপলক্ষ্য—

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে॥
[ভা. ৩. ৫. ১৩]

ইতি। সা পূর্বোক্তা কথাগৃহীতা মতিস্তদ্রুচিরিত্যর্থঃ। বিধিনিরপেক্ষত্বাদেব পূর্বাভ্যাং দাস্যসখ্যাভ্যামেতদীয়য়োস্তয়োর্ভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। এবমেবোক্তং 'তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্' [১] ইতি। অত এব বিধ্যুক্তক্রমোঽপি নাস্যামত্যাদৃতঃ। কিন্তু রাগাত্মিকাশ্রুতক্রম এব।

'হে রাজন্! মুনিসকল বিধি ও নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে আনন্দে বিভোর হইয়াও শ্রীহরির গুণানুকথনে প্রায়ই রমণ করেন।'
অতএব বিধিমার্গের ভক্তি শাস্ত্রবিধি-সাপেক্ষ বলিয়া দুর্বল। কিন্তু এই রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহা প্রবল—ইহাই জানিতে হইবে।

এই (রাগানুগা) ভক্তি কাহারও জন্মিয়াছে কি না বুঝিতে গেলে তাহার লক্ষণ হইতেছে—সেই ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে তাহার রুচি না থাকা। তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

'উহা (হরিকথারুচি) ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির উহা ভিন্ন অন্য কথায় বিরাগ উৎপাদন করে এবং নিয়ত শ্রীহরির চরণকমল ধ্যানে যাহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ, সত্বর তাহার দুঃখসমূহ বিনাশ করিয়া দেয়।'
'উহা' বলিতে পূর্বোক্ত হরিকথায় গৃহীত মতি অর্থাৎ রুচি। বিধিনিরপেক্ষ বলিয়া পূর্বোক্ত (বৈধী ভক্তিতে অন্তর্ভুক্ত) দাস্য ও সখ্য হইতে বৈধী ভক্তির দাস্য-সখ্যে ভেদ আছে বুঝিতে হইবে।[২] তাই বলা হয়—'(জাতরুচি ব্যক্তির শাস্ত্র) অধ্যয়ন যথার্থ সার্থক হইয়াছে।' অতএব বিধিবিহিত ক্রম এই রাগানুগাতে বিশেষ সমাদৃত নয়, কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে শ্রুত যে ক্রম উহাই সমাদৃত হয়।

১ ভা. ৭. ৫. ১৮, পূর্ণ শ্লোক ১৬৯ অঙ্কে (পৃ° ২৫৭) দ্রষ্টব্য।

২ বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি নবধা-লক্ষণ ভক্তির মধ্যে অর্চন, দাস্য ও সখ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে এই তিনটি ব্যতীত মাত্র ছয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, অর্চনাঙ্গ ভক্তি বিধিসাপেক্ষ বলিয়া উহা রাগানুগার অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈধী ভক্তিতে যে দাস্য ও সখ্য - উহাও বিধিসাপেক্ষ। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে যে দাস্য ও সখ্য—উহা অন্যপ্রকারের। কারণ, এখানে অন্তশ্চিন্তিত নিজাভীষ্ট সেবোপযোগী দেহেই দাস, সখা প্রভৃতি অভিমানে সেবা।

তত্র রাগাত্মিকায়াং রুচির্যথা—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্‌।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩১০ ॥

[ভা. ১১. ৮. ৩৫]

অত্র স্বাভাবিকসৌহৃদ্যাদিধর্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিকপতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্যৌপাধিক-পতিত্বমিত্যভিপ্রেতম্‌। অন্যত্র 'পত্যাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা' ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টানুসারেণ কৃত্রিমমেবাত্মত্বম্‌। তস্মিন্‌ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্মশব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্‌ পতিত্বমনাহার্যমেবাস্তি তথাপি আত্মনৈব মূলভূতেনৈব তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্মকেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে, তথাভাবেনাশ্রিত্যানেন পরমমনোহররূপেণ তেন সহ রমে রমা লক্ষ্মীর্যথা।

[রুচিপ্রধানস্য রাগানুগামার্গস্য মনঃপ্রধানত্বম্‌]

তদেবং তস্যাঃ পিঙ্গলায়া রাগে স্বরুচির্দ্যোতিতা। রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরপীদৃশী।

তৎপ্রসঙ্গে রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচি, যথা—

"(পিঙ্গলার উক্তি)—শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মী যেরূপ রমণ করেন, আমি সেইরূপ হে সুহৃৎ, হে প্রিয়তম হে নাথ, যিনি শরীরী জনগণের আত্মা—তাঁহার নিকটে নিজেকে বিক্রয় করিয়া আত্মা দ্বারা তাঁহার সহিত রমণ করিব।" ৩১০ ॥

এখানে (অর্থাৎ এই শ্লোকে) সৌহৃদ্য প্রভৃতি ধর্মগুলির স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকায় একমাত্র তাঁহাতেই (শ্রীনারায়ণেই) যে স্বাভাবিক পতিত্ব আছে—এবং (নারায়ণ ব্যতীত) অন্য জনে (দেহাভিমানী জীবে) যে ঔপাধিক পতিত্ব—ইহাই শ্লোকটির অভিপ্রেত অর্থ। অন্য শাস্ত্রে, যেমন ছান্দোগপরিশিষ্ট বচনে (সপিণ্ডীকরণ প্রসঙ্গে) 'চরু, মন্ত্র, আহুতি ও ব্রতের দ্বারা স্ত্রী পতিতে একত্ব প্রাপ্ত হয়'—এইরূপ উল্লেখ আছে—উহা কৃত্রিম বা কল্পিত আত্মত্ব মাত্র। পরমাত্মরূপ শ্রীনারায়ণই স্বভাবতঃ একমাত্র আত্ম-শব্দের বাচ্য, কারণ, নিখিল দেহধারীর তিনি মূলভূত আত্মস্বরূপ। তথাপি সেই শ্রীনারায়ণকে আত্মদান-রূপ মূল্যের দ্বারা বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া—যেমন ব্যবহারজগতে অন্য কন্যা বিবাহরূপ আত্মসমর্পণের দ্বারা কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে, তাদৃশ পতিভাব আশ্রয় করিয়া পরম মনোহররূপ সেই শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মী যেমন রমণ করেন—আমিও সেইরূপ রমণ করিব (ইহা পিঙ্গলার উক্তি)।

[রুচিপ্রধান রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য]

অতএব ইহাতে সেই পিঙ্গলার রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি নিজ রুচি প্রকাশিত হইল। রাগানুগা ভক্তিতে (সাধকের) প্রবৃত্তিও এই প্রকার—

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্ যথালোভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩১১ ॥

[ভা. ১১. ৮. ৪০]

অমুনেতি ভাবগর্ভরমণেন সহ। আত্মনা মনসৈব তাবদ্বিহরামি। রুচিপ্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃপ্রধানত্বাৎ। তৎপ্রেয়সীরূপেণাসিদ্ধায়াস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ। অনেন শ্রীমৎপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদি-ভাবেষপ্যনুসন্ধেয়ম্। ১১ ॥ ৮। শ্রীপিঙ্গলা ॥

এবং প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী দর্শিতা। এষা ব্রহ্মবৈবর্তে কামকলায়ামপি দৃষ্টা। সেবকত্বাদ্যভিমানময্যাং রুচিভক্তিশ্চান্যত্র জ্ঞেয়া। তস্মাদ্ 'অমুস্তমুভৃতাম্' [১] ইত্যাদৌ 'উপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্' ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবচনবৎ। যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

"(পিঙ্গলার উক্তি)—আমি (তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিব এই) বিশ্বাস লইয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে অনায়াসলভ্য দ্রব্যে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া এই রমণস্বরূপ ইঁহার সহিত (শ্রীনারায়ণের সহিত) আত্মার দ্বারাই বিহার করিব।" ৩১১ ॥

'ইঁহার সহিত' অর্থাৎ (হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত) ভাবগর্ভ রমণস্বরূপ (নারায়ণের) সহিত। 'আত্মার দ্বারা' অর্থাৎ মনের দ্বারাই বিহার করিব।[২] রুচিপ্রধান রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য। যতদিন পর্যন্ত শ্রীভগবানের প্রেয়সীরূপে সিদ্ধিলাভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদৃশ (রাগানুগা) ভজনে প্রায়শঃ মনের দ্বারাই সাধন কর্তব্য। ইহার দ্বারা তাদৃশ (প্রেয়সীভাবে রুচিপরায়ণ) জনেরও শ্রীভগবৎ প্রতিমা প্রভৃতিতে (আলিঙ্গন চুম্বনাদিরূপ) ঔদ্ধত্যের নিষেধ করা হইল। পিতৃত্বাদি ভাবেও অনুরূপ রীতি বুঝিতে হইবে। ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীপিঙ্গলার উক্তি ॥

প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী রাগানুগা প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কামকলা প্রসঙ্গেও ইহা দেখান হইয়াছে। সেবকত্ব প্রভৃতি অভিমানময়ী রাগাত্মিকায় যে রুচি ও ভক্তি, তাহা অন্য পুরাণাদিতে জানা যাইবে। যেমন 'এই দেহাভিমানী জীবগণের'—এই শ্লোকে '(হে ভগবন্) আমাকে আপনার নিজ ভৃত্যের পার্শ্বস্থ করিয়া লউন'—এই অংশে প্রহ্লাদ (সেবকত্বের প্রার্থনা জানাইয়াছেন), তদ্রূপ। যেমন নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হয়—

১ ভা. ৭. ৯. ২৪

২ ব্যাবহারিক জগতে পতির সহিত স্ত্রীর দৈহিক মিলন হইয়া থাকে, কিন্তু রাগানুগামার্গে শ্রীনারায়ণের সহিত দেহের দ্বারা রমণ সম্ভব নয়। মনের দ্বারাই সেই মিলন, বা বিহার নিষ্পন্ন হয়, কারণ রাগানুগা ভজনে মনেরই প্রাধান্য। রুচি মনেরই ধর্ম, কিন্তু তাই বলিয়া সাধক ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন করিবে না তাহা নহে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উল্লেখ আছে— "শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥" (পূর্ব, ২. ৮০-৮১)

কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে।
চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্বিতি বক্ষ্যসি ॥

ইতি। যথা স্কান্দে সনৎকুমারপ্রোক্তসংহিতায়াং প্রাভাকররাজোপাখ্যানে—

অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্মানুচিন্তয়ন্।
বাসুদেবং জগন্নাথং সর্বাত্মানং সনাতনম্ ॥
অশেষোপনিষদ্বেদ্যং পুত্রীকৃত্য বিধানতঃ।
অভিষেচয়িতুং রাজা স্বরাজ্য উপচক্রমে ॥
ন পুত্রমভ্যর্থিতবান্ সাক্ষাদ্ভূতাজ্জনার্দনাৎ।
অগ্রে ভগবদ্বরশ্চ অহন্তে ভবিতা পুত্রঃ ॥

ইত্যাদি। অত এবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

পতিপুত্র-সুহৃদ্ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥

ইতি। অত্র পত্যাদিবদিতি ধ্যেয়স্য পিতৃবদিতি ধ্যাতুর্বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। তথা মাতৃবদিতি বতিপ্রত্যয়েন প্রসিদ্ধতন্মাতৃজনাভেদভাবনা নৈবাঙ্গীক্রিয়তে, কিন্তু তদনুগত-

'হে জগৎপতি! কবে আমার সেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে,—যেদিন লক্ষ্মীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া আমাকে চামর গ্রহণে ব্যগ্রহস্ত দেখিয়া গম্ভীর বচনে—এরূপ নহে—এরূপ কর—এইরূপ আদেশ করিবে।'

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার কথিত সংহিতায় (বাৎসল্য ভাবের) দৃষ্টান্ত যথা প্রভাকর রাজার উপাখ্যানে—

'অপুত্রক হইয়াও নিয়ত কর্মফল চিন্তা করিয়া তিনি পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন নাই। জগতের অধিপতি সর্বাত্মস্বরূপ অশেষ উপনিষদ্বেদ্য সনাতন শ্রীবাসুদেবকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুত্ররূপে এমন ভাবনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নিজরাজ্যপদে অভিষিক্ত করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে শ্রীজনার্দন সাক্ষাৎভাবে আবির্ভূত হইলেও তিনি কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে পুত্র প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীভগবান্ মহারাজের মনোভাব জানিয়া—আমি তোমার পুত্র হইব—এই বর প্রদান করিলেন।'

অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত হয়—

'যাঁহারা শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতার মত এবং (নিজেকে) পিতা ও মিত্রের ন্যায় মনে করেন ও অনুরূপ আবেশযুক্ত হইয়া সর্বদা উদ্যুক্ত হন, তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি,' এই শ্লোকে 'পতি পুত্রবৎ' ইত্যাদি অংশ ধ্যেয়স্বরূপ শ্রীভগবানের বিশেষণ এবং 'পিতৃবৎ' এই অংশ ধ্যানপরায়ণ সাধকজনের বিশেষণ, আবার 'মাতৃবৎ' এই পদে (সাদৃশ্যার্থক) বৎপ্রত্যয়ের প্রয়োগ

ভাবনৈব। এবং পিতৃভাবাদাবপি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা ভগবত্যহংগ্রহোপাসনাবত্তেষ্বপি দোষঃ স্যাৎ। তথা ধ্যায়ন্তীতি পূর্বোক্তং মনঃপ্রধানত্বমেবোরীকৃতম্। অপিশব্দেন তত্তদ্রাগসিদ্ধানাং কৈমুত্যমাক্ষিপ্যতে।

[বিধিনৈরপেক্ষ্যেণ রাগানুগায়াঃ সিদ্ধিঃ]

ননু "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ"[১] ইত্যনেন পূর্বমীমাংসায়াং বিধিনৈবাপূর্বং জায়ত ইতি শ্রূয়তে। তথা "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা" ইত্যাদিনা যামলে শ্রুত্যাদ্যেকতরোক্তক্রমনিয়মং বিনা দোষঃ শ্রূয়তে। তথা—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

থাকায় প্রসিদ্ধ (শ্রীভগবানের) মাতৃজনের (যশোদা প্রভৃতির) সহিত (বাৎসল্য ভাবযুক্ত) সাধকের অভেদ কল্পনা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের (অর্থাৎ যশোদা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের) অনুগত ভাবেই আপনাকে ভাবিত করিবেন—ইহাই অর্থ। পিতৃভাবের সাধনাতেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে। নচেৎ আমি ভগবান্—এইরূপ অহংগ্রহরূপ উপাসনায় যেরূপ দোষ হয়, তাঁহাদের (অর্থাৎ পরিকরবৃন্দের সহিত অভেদ কল্পনাতেও) সেইরূপ দোষ হয়। আবার, শ্লোকে 'ধ্যান বা মনে করেন'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় পূর্বোক্ত মনের প্রাধান্যই সূচিত হইতেছে। 'তাঁহাদিগকেও'—এই 'অপি' শব্দের দ্বারা বোঝান হইল যে, যাঁহারা তত্তৎ রাগানুগায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সমধিক নমস্য—ইহাতে আর বলিবার কি আছে ?

[বিধিনিরপেক্ষতায় রাগানুগায় সিদ্ধিলাভ]

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব মীমাংসায় তো জানা যায়—'ইষ্টফলার্থক বেদবিধিই ধর্মের লক্ষণ', অতএব বিধি হইতে অপূর্বাখ্য ধর্ম হয়। তথা—'শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত (ভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয়)'—ইত্যাদি যামলবচনে জানা যায় যে, শ্রুতি প্রভৃতি যে কোন একটিতে বিহিত ক্রমনিয়ম বিনা দোষ হয়। তথা—(শ্রীভগবানের উক্তি)—

'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ। যে ঐ দুইটিকে উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞা-ভঙ্গকারী ও আমার দ্বেষকারী বলিয়া গণ্য হয়। সে আমার ভক্ত বা ভজনশীল হইলেও তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না।'

১ পূর্বমীমাংসা সূত্র ১. ১. ২

ইত্যত্র শ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্বব্যাঘাতকং শ্রূয়তে। কথং তর্হি বিধিনিরপেক্ষয়া তয়া সিদ্ধিঃ?

উচ্যতে—শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বান্ন ধর্মবদ্ভক্তেশ্চোদনা-সাপেক্ষত্বম্। অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রূয়তেঽস্তি। চোদনা তু যস্য স্বতঃপ্রবৃত্তির্নাস্তি তদ্বিষয়ৈব। তথা ক্রমবিধিশ্চ তদ্বিষয়ঃ, তস্মিন্নেব নানাবিক্ষেপবতি রুচ্যভাবেন রাগাত্মিকভক্তিশৈলীমনভিজানতি। সত্যামপি 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে'[১] ইত্যাদিন্যায়েন যথা কথঞ্চিদনুষ্ঠানতঃ সিদ্ধৌ সুষ্ঠু বর্ত্মপ্রবেশায় ক্রমশশ্চিত্তাভিনিবেশায় চ মর্যাদারূপঃ স নির্মীয়তে। অন্যথা সন্তুতত্তদ্ভক্ত্যুন্মুখতাকর-তাদৃশরুচ্যভাবান্মর্যাদা-নভিপত্তেশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিরুৎপাতৈর্বিহন্যতে চ স ইতি। ন তু স্বয়ং প্রবৃত্তিমত্যপি

এখানে শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত অবশ্যকরণীয় বিধি ও নিষেধের উল্লঙ্ঘনে যে বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাত হয়—তাহাই শোনা যায়। তাহা হইলে কেমন করিয়া বিধিনিরপেক্ষ রাগানুগা ভক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে?

(উত্তরে) বলিতেছেন—শ্রীভগবানের নাম গুণ প্রভৃতিতে বস্তুশক্তি স্বতঃসিদ্ধভাবে বিদ্যমান থাকায় ধর্ম যেরূপ বেদবিধির উপর নির্ভর করে, ভক্তি সেরূপ উহার উপর নির্ভর করে না। অতএব (ভক্তি বিষয়ে) জ্ঞান প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও ফলপ্রাপ্তির কথা বহুস্থলে শোনা যায়।[২] কিন্তু যাহার আপনা হইতে (ধর্মে) প্রবৃত্তি নাই, তাহার ক্ষেত্রেই বেদবিধির আবশ্যকতা আছে। এবং ক্রমবিধিও তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহার চিত্ত নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত এবং (রাগ ভক্তিতে) রুচি না থাকায় রাগাত্মিকা ভক্তির রীতি নীতি সম্বন্ধে বোধ নাই—একমাত্র তাহারই ক্ষেত্রে (পূর্বোক্ত শ্রুতিস্মৃতিরূপ ভগবদাজ্ঞা পরিপালনের বিধি আছে)। যদিও '(শ্রুতি-স্মৃতিরূপ) নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া দৌড়াইয়া গেলেও (ভাগবত ধর্মাশ্রিত ব্যক্তি স্খলিত হয় না)'—ইত্যাদি ন্যায় বশতঃ কোন না কোন প্রকারে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, তথাপি (ভক্তিমার্গে) সুন্দর ভাবে প্রবেশ করাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ উহাতে চিত্তের অভিনিবেশ সম্পাদনের জন্য বিধিনিয়মের পথ নিরূপিত হইয়াছে। নচেৎ শ্রীভগবদ্ভক্তির উন্মুখতাকারী তাদৃশ রুচিই যাহার চিত্তে জাগে নাই, অথচ সেই রুচির অভাবে যদি কোন বিধিনিয়মেরও ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে (উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ) সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক (এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) প্রভৃতি নানাবিধ বিঘ্নে জড়িত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং (ভজনানুষ্ঠানে) রুচিমান্, তাহার জন্য বিধিনিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কারণ,

১ ভা. ১১. ২. ৩৫

২ যেমন অজামিল শ্রীভগবান্ নারায়ণের নাম লইতেছেন বলিয়া জানিতেন না। পুত্রবুদ্ধিতে নারায়ণের নাম গ্রহণ সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

মর্য্যাদানির্ম্মাণম্, তস্য রুচ্যৈব ভগবন্মনোরম-রাগাত্মিকাক্রমবিশেষাভিনিবেশাৎ। তদুক্তং স্বয়মেব—'জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্'[১] ইত্যাদিনা।

রাগাত্মিকভক্তিমতাং দুরভিসন্ধিনাপ্যনুকরণমাত্রেণ তাদৃশত্বপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। যথা ধাত্রীত্বানুকরণেন পূতনায়াঃ। তদুক্তম্—"সবেশাদিব পূতনাপি সকুলা"[২] ইতি। কিমুত তদীয়রুচিমদ্ভিস্তাদৃশনিরন্তর-সম্যগ্‌ভক্ত্যনুষ্ঠানেন। তদুক্তম্—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তরং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥

[ভা. ১০. ৬. ২৬-২৭]

তাহার ভজনরুচির দ্বারাই শ্রীভগবানের মনোহারী রাগাত্মিকা ভক্তির ক্রমবিশেষে অভিনিবেশ হইয়া থাকে। তাহাই শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—'(যে ভক্তগণ) আমাকে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে) জানিয়া অথবা তাদৃশরূপে না জানিয়া (কেবল অনন্যভাবে অর্থাৎ নিজ অভিলষিত ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য প্রভৃতির দ্বারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ)।'

রাগাত্মিকা ভক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের যদি কেহ দুষ্ট অভিসন্ধি লইয়াও অনুকরণ করেন, তাহা হইলে মাত্র অনুকরণের দ্বারাও তাদৃশত্ব লাভ হয়—এইরূপ শোনা যায়। যেমন, ধাত্রীভাবের অনুকরণের দ্বারা পূতনা (ধাত্রীগতি লাভ করেন)। তাই উক্ত হয়—'সদ্বেশ অবলম্বন হেতু (রাক্ষসী) পূতনাও সবংশে (শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন)।' অতএব রাগানুগা ভক্তিতে যাহারা রুচিমান্ হইয়া তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা (যে সদ্গতি লাভ হইবে), তাহাতে আর কি বলিবার আছে ? তাই বলা হয়—

'লোক ও বালকঘাতিনী শোণিতপায়িনী পূতনা রাক্ষসী জিঘাংসা বুদ্ধিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে স্তন দান করিয়া সজ্জনগতি লাভ করেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় ভক্তিভরে পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যাহা কিছু প্রীতিকর তৎসমুদায় দান করেন, সেইরূপ (তৎসুখৈকময়ী) মাতার ন্যায় যাঁহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহারা যে সদ্গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কি বলিব ?'

১ ভা. ১১. ১১. ৩৩. সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

২ ভা. ১০. ১৪. ৩৫

ইতি। অত উক্তং—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ" [১] ইতি। একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা। সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্রবিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিরলত্বা-দুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিকমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তদনুষ্ঠৈব নিন্দা—'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ'-ইত্যাদিনা, ন তু রুচিভাবেঽপি তন্নিন্দা যুক্তা 'পূতনা' ইত্যাদেঃ। তথা চোক্তং পদ্মোত্তরখণ্ডে—

স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ।
বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি। প্রীতিরত্র তাদৃশরুচিঃ। তদেবমত্র শাস্ত্রানাদরস্যৈব নিন্দা, ন তু তদজ্ঞানস্য 'ধাবন্নিমীল্য বা' ইত্যাদেঃ। গৌতমীয়তন্ত্রে ত্বিদমপ্যুক্তম—

অতএব (শ্রীভগবান্ কর্তৃক) উক্ত হয়—'আমার যাহারা একান্ত ভক্ত, গুণ এবং দোষ হইতে উদ্ভূত গুণ তাহাদিগকে স্পর্শ করে না।' একান্ত ভক্তি বলিতে (শ্রীহরির) ভক্তিতে নিষ্ঠা। সেই ভক্তি রাগানুগা রুচির দ্বারা অথবা ভক্তিশাস্ত্রবিধির সমাদরের দ্বারা জন্মিয়া থাকে। অতএব এইরূপ রুচিটি অতিশয় বিরল বলিয়া দ্বিতীয়টির অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রবিধির সমাদর ব্যতীত যে একান্তিভাব, উহা একান্তি-ভাবাভিমানীর দম্ভমাত্রই প্রকাশ করে বুঝিতে হইবে। [২] তাই যে-ব্যক্তি একান্তিভাবের ঐরূপ অভিমান করে—তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই নিন্দা করা হইয়াছে যে, 'শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ (বিধি-অতিক্রমকারীর উৎপাতই সার হয়)'—ইত্যাদি। কিন্তু (ভক্তিতে) যাহার রুচিভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই নিন্দা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, 'পূতনাও (রুচির অনুকরণে সদ্গতি পাইয়াছিল)'—এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। তাই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হয়—

'শ্রীভগবানে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা যদি বেদোক্ত বিধির অনাদর করিয়া স্বতন্ত্রভাবে মহৎ কর্মও করে, তথাপি তাহারা পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত হয়।'

'প্রীতি' বলিতে তাদৃশ রুচি। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে শাস্ত্র অনাদরেরই নিন্দা করা হইয়াছে, শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনের নিন্দা করা হয় নাই। কারণ, '(শ্রুতি-স্মৃতিরূপ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া) ধাবিত হইলেও সে (স্খলিত হয় না)'—এই উল্লেখ হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে—

১ ভা. ১১. ২০. ৩

২ একান্তিভাবরূপ ভক্তিনিষ্ঠার কারণ দুইটি—স্বতঃপ্রবৃত্তিরূপ রুচি এবং ভক্তিশাস্ত্রবিধির সমাদর। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ রুচি দুর্লভ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সেরূপ রুচিও নাই বা ভক্তিশাস্ত্রের সমাদরও নাই—সে স্থলে কারণাভাববশতঃ ভক্তিনিষ্ঠারূপ কার্যেরও অভাব হইবে। তবুও যদি কেহ 'ঐকান্তিক' বলিয়া নিজেকে অভিহিত করে, উহাতে তাহার দম্ভই প্রকাশ পাইবে।

ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্ ॥

[লোকশিক্ষার্থং রাগানুগায়ামপি বিধেরুপযোগঃ]

অজাততাদৃশরুচিনা তু সদ্বিশেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাপি বৈধীসম্বলিতৈবানুষ্ঠেয়া। তথা লোকসংগ্রহার্থং প্রতিষ্ঠিতেন জাততাদৃশরুচিনা চ। অত্র মিশ্রত্বে চ যথাযোগ্যং রাগানুগয়ৈকীকৃত্যৈব বৈধী কর্তব্যা। কেচিদষ্টাদশাক্ষরধ্যানং গোদোহনসময়-বংশীবাদ্যসমাকৃষ্ট-তত্তৎসর্বময়ত্বেন ভাবয়ন্তি। যথা চৈকে তাদৃশমুপাসনং সাক্ষাদ্‌ব্রজজনবিশেষায়ৈব মহ্যং শ্রীগুরুচরণৈর্মদভীষ্টবিশেষসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টং ভাবয়ামি, সাক্ষাত্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং সেব্যমান এবাসা ইতি ভাবয়ন্তি।

'যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিয়ত ভাবনাশীল, তাঁহাদের জপ নাই, পূজা নাই, ধ্যান নাই, এবং বিধিক্রমও নাই।'

[লোকশিক্ষার্থ রাগানুগাতেও বিধির উপযোগ]

যদিও (রাগানুগাপরায়ণ) সদ্ভক্তবিশেষের রাগানুগাতেই মাত্র সমাদর, তথাপি যাহার তাদৃশ রুচি উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে বৈধীযুক্তা রাগানুগাই অনুষ্ঠান করা উচিত। আবার, যে-ব্যক্তির ঐরূপ রুচি সঞ্জাত হইয়াছে এবং যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তিনিও লোকশিক্ষার নিমিত্ত বৈধীযুক্তা রাগানুগা ভক্তিই অনুষ্ঠান করিবেন। এখানে বৈধীর সহিত রাগানুগার যে মিশ্রণের কথা বলা হইল, তাহাতে কিন্তু রাগানুগার সহিত যথাযোগ্যভাবে মিল রাখিয়াই বৈধীর অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রবিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে।[১] যেমন, (রাগানুগামার্গে) কোন কোন সাধক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান বিধিটিকে গোদোহনকালে বংশীধ্বনিতে সমাকৃষ্ট সেই সেই (কান্তা, সখা পিতা, মাতা, দেব-গন্ধর্ব, পশু-পক্ষী) সকলে একত্র মিলিত – এই প্রকারেই (মাধুর্যভাব রক্ষা করিয়া) ভাবনা করিয়া থাকেন। আবার যেমন, কেহ কেহ সেই (রাগানুগীয়) উপাসনায় এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন যে—'আমার বিশেষ অভীষ্ট স্থান ও সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীগুরু আমাকে এই উপাসনামার্গ উপদেশ করিয়াছেন— যাহাতে আমি সাক্ষাৎ বিশিষ্ট একজন ব্রজবাসিরূপে নিজেকে ভাবিত করিয়াছি[২], প্রত্যক্ষতঃ কিন্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকেই (তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের অনুগত হইয়া) সেবা করিয়া আসিতেছি।'

১ ইহার তাৎপর্য এই যে, বৈধীকে প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে রাগানুগাকে উহার সহিত মিলন ঘটাইতে হইবে না, কিন্তু রাগানুগা অনুসারেই বৈধীর মিল ঘটাইতে হইবে।

২ নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনাটি এই প্রকারে হইয়া থাকে। আমি যেন সেই ব্রজের কেহ ছিলাম ; কোনও কারণে অপরাধবশতঃ দ্বীপান্তরিত প্রবাসীর ন্যায় মায়াব্রহ্মাণ্ডে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার সেই অভীষ্ট স্থান ও সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য শ্রীগুরু উপাসনায় উপদেশ করিয়াছেন। তাই আমি ব্রজজন-বিশেষরূপে নিজেকে ভাবিত করিতেছি।

[বিধিনিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্—
ধর্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চ]

অথ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি-নিন্দিতমাত্র-স্বাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্। তৌ হি ধর্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চেতি। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেন দৌঃশীল্যেন বা পূর্বয়োরকরণকরণপ্রত্যাসত্তৌ ন বৈষ্ণবভাবাদ্ভ্রংশঃ, "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্" [১] ইত্যাদ্যুক্তেঃ, "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" [২] ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ। তাদৃশরুচিমতি তু তয়ৈব রুচ্যা দ্বিষ্টত্বাদপুনর্ভবাদ্যানন্দস্যাপি বাঞ্ছা নাস্তি কিমুত পরমঘৃণাস্পদস্য। অতস্তত্র স্বত এব ন প্রবৃত্তিঃ। প্রমাদাদিনা কদাচিজ্জাতং চেদ্বিকর্ম তৎক্ষণাদেব নশ্যত্যপি। উক্তঞ্চ—"বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" [৩] ইতি।

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ। তৌ তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈকপ্রয়োজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাম্, তৎ-

[বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন দ্বিবিধ—
ধর্মশাস্ত্রের ও ভক্তিশাস্ত্রের উক্তিতে]

'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ'—ইত্যাদি বচনে অবশ্যকর্তব্য বিধিনিষেধের যে উল্লঙ্ঘন নিন্দিত হইয়াছে, উহা দ্বিবিধ। এক ধর্মশাস্ত্রোক্ত, অপর ভক্তিশাস্ত্রোক্ত। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসবশতঃ অথবা দুঃশীলতাবশতঃ পূর্বোক্ত (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রোক্ত) বিধির অকরণে এবং নিষেধের আচরণে বৈষ্ণবভাব হইতে কেহ ভ্রষ্ট হয় না ; কারণ উক্ত হয়—'(যে-ব্যক্তি শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত) সে দেব, ঋষি, ভূত ও আপ্তজনগণের (এবং পিতৃপুরুষের ঋণে আবদ্ধ নয়) ।' আরও উক্ত হয়—'(আমাকে যে ভজনা করে) সে অতিশয় দুরাচার হইলেও (সাধু বলিয়া গণ্য) ।' যাহার (ভক্তিতে) পূর্বকথিত রুচি জন্মিয়াছে, তাহার কিন্তু সেই রুচি হেতু (ধর্মশাস্ত্রীয় বিধিতে আদরের কথা দূরে থাকুক), দ্বেষ-বুদ্ধি জন্য মোক্ষ প্রভৃতি আনন্দসামগ্রীতেও অভিলাষ থাকে না—তাহার পক্ষে পরম ঘৃণ্য নিষিদ্ধ আচরণে যে প্রবৃত্তি হইবে না—ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? অতএব (সেইরূপ রুচিমান্ ভক্তের) ঐ বিষয়ে (ধর্মশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে) স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি নাই। যদি অসাবধানতা ইত্যাদি জন্য কখনও কিছু বিরুদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই উহা বিনাশপ্রাপ্তও হয়। উক্ত প্রমাণ যথা—'কোন প্রকারে যদি বিরুদ্ধাচরণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে (ধ্যানবশতঃ) হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ সে সকল বিদূরিত করেন।'

অতঃপর বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। সেই দুইটী (বিধি ও নিষেধ) নিশ্চয়ই একমাত্র বিষ্ণুসন্তোষরূপ ফলের নিমিত্ত প্রযুক্ত। তাহারা যখন ঐ প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে শ্রুত হয়,

---

১ ভা. ১১. ৫. ৩৭'' ২ ভ. গী. ৯. ৩০ ৩ ভা. ১১. ৫. ৩৮

সন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ। অত এব ন তত্র স্বানুগম্যমানরাগাত্মকসিদ্ধভক্ত-বিশেষেণ কৃতত্বাকৃতত্বয়োরনুসন্ধানস্যাপেক্ষ্যং স্যাৎ। কিন্তু তৎকৃতত্বে সতি বিশেষেণাগ্রহো ভবতীত্যেব বিশেষঃ।

[বিধ্যপ্রবর্তিতা রাগানুগা ন বেদবাহ্যা]

অত্র কচিচ্ছাস্ত্রোক্তক্রমবিধ্যপেক্ষা চ রাগরুচ্যৈব প্রবর্তিতেতি রাগানুগান্তঃপাত এব। যে চ শ্রীগোকুলাদিবিরাজিরাগাত্মিকানুগাস্তৎপরাস্তে তু শ্রীকৃষ্ণক্ষেম-তৎসংসর্গান্তরায়াভাবাদিকাম্যাত্মক-তদভিপ্রায়রীত্যৈব বৈষ্ণবলৌকিকধর্মানুষ্ঠানং কুর্বন্তি। অত এব রাগানুগায়াং রুচেরেব সদ্ধর্মপ্রবর্তকত্বাৎ 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে' ইত্যেতদ্বাক্যস্য ন তদ্বর্ত্মভক্তবিষয়ত্বম্। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[1] ইত্যাদিবিরোধান্ন চ বিধিবর্ত্ম-ভক্তিবিষয়ত্বম্। কিন্তু বাহ্যশাস্ত্রনির্মিত-বুদ্ধর্ষভ-দত্তাত্রেয়াদি-ভজনবর্ত্মবিষয়ত্বমেব। তথোক্তম্—

তখন শ্রীবিষ্ণুর ভক্তিতে যে জন রুচিমান্ সেই ব্যক্তির তাদৃশ (বিধিতে) প্রবৃত্তি ও (নিষেধে) অপ্রবৃত্তি আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে ; যেহেতু তাহার উপজাত প্রীতির উপজীব্যই হইল একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ বিধান। অতএব রাগাত্মিকা ভক্তিতে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এরূপ যে বিশিষ্ট ভক্তের তিনি অনুসরণ করেন, তিনি স্বয়ং বিধির অনুষ্ঠান বা নিষেধের অনুষ্ঠান করেন কি না—এ বিষয়ে তাহার অনুসন্ধানের অপেক্ষা থাকে না। তবে সেই (অনুসরণীয় রাগপরায়ণ সিদ্ধ ভক্ত) যাহা আচরণ করেন, তাহাতে তাহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়া থাকে।

[বিধিপ্রবর্তিত না হইলেও রাগানুগা বেদবাহ্য নহে]

এই রাগানুগাতে কখনও কখনও শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির সাপেক্ষতা রাগরুচির দ্বারাই প্রবর্তিত হয় বলিয়া রাগানুগার মধ্যে উহা অন্তর্ভুক্তই। যাঁহারা শ্রীগোকুলাদিতেই বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মক পার্ষদগণের অনুগত হইয়া তৎপরায়ণ, তাঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থ এবং মঙ্গল সম্পর্কের অন্তরায়ের অভাব প্রভৃতির কামনায় সেই অনুসরণীয় ভক্তের অভিপ্রায়-রীতি অবলম্বনে বৈষ্ণবোচিত লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। রাগানুগাতে রুচি সদ্ধর্মে প্রবৃত্তির হেতু। অতএব 'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা স্বরূপ'—এই যে বাক্য (এবং উহার লঙ্ঘনজনিত যে দোষ, উহা) রুচিমান্ ভক্তে প্রযোজ্য নহে। 'অতিশয় দুরাচার হইলেও (ভক্তজন সাধু বলিয়া গণ্য)'—এই প্রমাণ বচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া উহা আবার বিধিমার্গে বর্তমান ভক্ত বিষয়েও প্রযোজ্য নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব, ঋষভদেব ও দত্তাত্রেয়াদির অনুসৃত বেদবহির্ভূত অন্য শাস্ত্রনির্মিত ভজনমার্গে যাহারা বর্তমান, তাহাদের ক্ষেত্রেই উহা প্রযোজ্য। অতএব কথিত হয়—

---

১ ভ. গী. ৯. ৩০

বেদধর্মবিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

ইতি রাগানুগায়াং বিধ্যপ্রবর্তিতায়ামপি ন বেদবাহ্যত্বম্। বেদবৈদিকপ্রসিদ্ধৈব সা, তত্র তত্র রুচিত্বাৎ। বেদেষু বুদ্ধাদীনাস্তু বর্ণনং বেদবাহ্যং বিরুদ্ধত্বেনৈব। যথা—

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥
[ভা. ১. ৩. ২৪]

ইত্যাদি।

[রাগানুগামার্গস্য বৈধীতো বলীয়স্ত্বম্]

তস্মাত্তবত্যেব রাগানুগা সমীচীনা। তথা বৈধীতোঽপ্যতিশয়বতী চ। মর্যাদাবচনং হ্যাবেশার্থমেবেতি দর্শিতম্। স পুনরাবেশো যথা রুচিবিশেষলক্ষণ-মানসভাবেন স্যান্ন তথা বিধিপ্রেরণয়া। স্বারসিকমনোধর্মত্বাত্তস্য। তত্র চাস্তাং

'যে-ব্যক্তি বেদধর্মে বিরোধী হইয়া দেবার্চনা করে, সে যতদিন প্রলয়কাল উপনীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে।'

যদ্যপি রাগানুগা ভক্তি বিধির দ্বারা প্রবর্তিত নহে, তথাপি উহা বেদবহির্ভূত নহে। কারণ, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রে রাগানুগার প্রসিদ্ধি আছে এবং সেই সেই প্রসিদ্ধ স্থলে (ভগবদ্ ভজনে) রুচি জাত হয় বলিয়া জানা যায়। বেদ প্রভৃতিতে বুদ্ধ প্রভৃতির যে বর্ণনা দেখা যায় (উহা বেদ-প্রসিদ্ধির পরিচায়ক নহে), বরং বিরুদ্ধরূপেই উহাদের উল্লেখ থাকায় তাহাদের (প্রবর্তিত মত) বেদবাহ্য। যেমন কথিত হয়—

'অনন্তর কলির প্রারম্ভে অসুরগণের বুদ্ধি সম্মোহন করিবার জন্য কীকট প্রদেশে অঞ্জনপুত্র বুদ্ধদেব নামে আবির্ভূত হইবেন।'

[বৈধী অপেক্ষা রাগানুগামার্গের বলবত্তা]

অতএব রাগানুগা ভক্তি অবশ্যই সমীচীন মার্গ। উহা বৈধীভক্তি অপেক্ষা অতিশয় গুণবিশিষ্ট। শাস্ত্রে যে বিধিবাক্য আছে, উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আবেশ উৎপন্ন করিবার নিমিত্তই দৃষ্ট হয়। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণে আবেশ যেমন রুচিবিশেষরূপ মানস ভাবটীতে ফুটিয়া উঠে, তেমনটী শাস্ত্রবিধি-প্রেরণা দ্বারা হয় না। কারণ, সেই রুচিবিশেষ ভাবটী হইল স্বাভাবিক মনোধর্ম। উহাতে

তাবদনুকূলভাবঃ। পরমনিষিদ্ধেন প্রতিকূলভাবেনাপ্যাবেশো ঝটিতি স্যাৎ। তদাবেশ-সামর্থ্যেন প্রতিকূলদোষহানিঃ স্যাৎ। সর্বানর্থনিবৃত্তিশ্চ স্যাদিতি ভাবমার্গস্য বলবত্ত্বে দৃষ্টান্তোঽপি দৃশ্যতে। তত্র যদ্যনুকূলভাবঃ স্যাত্তদা পরমৈকান্তিসাধ্য এবাসৌ।

অথ ভাবমার্গসামান্যস্য বলবত্ত্বং দর্শয়িতুং প্রকরণমুত্থাপ্যতে। শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ॥ ৩১২॥

[ভা ৭. ১. ১৫]

একান্তিনাং পরমজ্ঞানিনামপি যতস্তস্য সা ন সম্ভবতি।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ॥ ৩১৩॥

[ভা. ৭. ১. ১৬]

তমসি নরকে। বহুনরকাদি-ভোগানন্তরমেব পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়েন তস্য সদ্গতিশ্রবণাৎ। এবং—

(শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর) অনুকূল ভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন কি, পরম নিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবের দ্বারাও (শ্রীকৃষ্ণে) আবেশ সত্বর ঘটিয়া থাকে এবং সেই আবেশের শক্তি এত বড় যে, প্রতিকূলতা আচরণের দোষও বিনষ্ট হইয়া যায় ও সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। এই ভাবমার্গের এই শক্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে যদি অনুকূল ভাবটী থাকে, তাহা হইলে উহা পরম ঐকান্তিক জ্ঞানিগণের বহু সাধনসাধ্য হইবে।

অনন্তর ভাবমার্গের বলবত্তা দেখাইবার জন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে। শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

"ঐকান্তিক পরম জ্ঞানিগণের যাহা দুর্লভ—সেই বাসুদেবরূপ পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি বিদ্বেষপরায়ণ চেদিরাজনন্দন (শিশুপালের পক্ষে) সত্যই অতি অদ্ভুত।" ৩১২॥

যেহেতু একান্তিগণ অর্থাৎ পরম জ্ঞানিবৃন্দেরও পক্ষে উহার প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

"আবার, হে মুনিবর! বেণরাজ শ্রীভগবানের নিন্দা করিয়া দ্বিজগণ কর্তৃক অন্ধকাররূপ নরকে নিপাতিত হইল—(ইহাই বা শিশুপালের সহিত তুলনায় কিরূপে সম্ভব)—এই সকল আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।" ৩১৩॥

'অন্ধকারে' অর্থাৎ নরকে। বহু নরকাদিরূপ দুঃখ ভোগের পর পৃথুরাজের জন্মপ্রভাব হেতু তাহার (অর্থাৎ বেণরাজের) সদ্গতির কথা শোনা যায়। এই—

দমঘোষসুতঃ পাপ আবাল্যকলভাষণাৎ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ৩১৪ ॥
[ভা. ৭. ১. ১৭]

ইত্যাদি। স্পষ্টং তত্রোত্তরম্—শ্রীনারদ উবাচ যথা—অহো ভগবন্নিন্দকস্য নরকপাতেন ভাব্যমিতি- বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ। ভগবৎপীড়াকরত্বাদ্বা তদভাবেঽপি সুরাপানাদি-বন্নিষিদ্ধ-নিন্দাশ্রবণাদ্বা। তত্র তাবদ্বিমূঢ়ৈর্জনৈর্নিন্দাদিকং প্রাকৃতান্ তম আদিগুণানুদ্দিশ্যৈব প্রবর্ততে। ততঃ প্রকৃতিপর্যন্তাশ্রয়স্য তৎকৃতনিন্দাদেরপ্রাকৃতগুণবিগ্রহাদৌ তস্মিন্ প্রবৃত্তির্নাস্ত্যেব। ন চ জীববৎ প্রকৃতিপর্যন্তে বস্তুজাতে ভগবদভিমানোঽস্তি। ততশ্চ তেন তস্য পীড়াপি নাস্ত্যেব। তদেতদাহ সার্ধৈস্ত্রিভিঃ—

নিন্দনস্তবসৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ৩১৫ ॥
[ভা. ৭. ১. ২২]

"দমঘোষসুত (শিশুপাল) বাল্যকালের কলভাষণ কাল হইতে এখন পর্যন্তও শ্রীগোবিন্দে ক্রোধপরায়ণ এবং (তাহার ভ্রাতা) দন্তবক্রও দুর্মতিপরায়ণ।" ৩১৪ ॥

ইত্যাদি (প্রশ্ন যুধিষ্ঠির করিয়াছিলেন)। ইহার স্পষ্ট উত্তর দিতে গিয়া শ্রীনারদ বলিলেন—'আচ্ছা, শ্রীভগবানের যে-ব্যক্তি নিন্দা করে, সে নরকে পতিত হয়'—এই কথা যে তুমি বলিতেছ, উহা তুমি কি অভিপ্রায়ে বলিতেছ—শ্রীভগবানের পীড়াকর বলিয়া (নিন্দায় নরকগতি হয়) বা পীড়াকর না হইলেও সুরাপানাদির মত নিষিদ্ধ যে ভগবন্নিন্দা—তাহার শ্রবণহেতু (নরকগতি হয়)। তন্মধ্যে মায়াবিমূঢ় জনগণ যে নিন্দাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রাকৃত তমঃ প্রভৃতি গুণগুলির অবলম্বনেই হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতি পর্যন্তই যে-নিন্দার আশ্রয়সীমা,—সেই নিন্দাদি প্রাকৃত-গুণাতীত লীলা-বিগ্রহাদিরূপ শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আবার, জীব (মায়ামুগ্ধ হইয়া) প্রকৃতি ও তৎকার্য বস্তুসমূহে যেরূপ আমিত্বাদি অভিমানযুক্ত (হইয়া নিন্দাতে বিষাদ ও স্তুতিতে হর্ষ প্রাপ্ত) হয়, শ্রীভগবানের সেইরূপ উহাতে কোন অভিমান নাই। অতএব নিন্দাদিতে নিশ্চয় তাঁহার পীড়াও নাই। উহাই সার্ধ তিন শ্লোকে (শ্রীনারদ) বলিতেছেন—

"হে রাজন্! নিন্দা, স্তবাদিরূপ সৎক্রিয়া এবং তিরস্কার—এই তিনটি বোধের নিমিত্ত যে দেহ কল্পিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ বোধের অভাব হেতুই হইয়া থাকে।" ৩১৫ ॥

নিন্দনং দোষকীর্ত্তনম্। ন্যক্কারস্তিরস্কারঃ। নিন্দনস্তুত্যাদিজ্ঞানার্থং প্রধানপুরুষয়োরবিবেকেন জীবানাং কলেবরং কল্পিতম্ রচিতম্। ততশ্চ—

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব॥
যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ॥
পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে॥ ৩১৬॥

[ভা. ৭. ১. ২৩-২৪]

ইহ প্রাকৃতে লোকে। যথা তৎকলেবরাভিমানেন ভূতানাং মমাহমিতি বৈষম্যং ভবতি, যথা তৎকৃতাভ্যাং দণ্ডপারুষ্যাভ্যাং তাড়ননিন্দাভ্যাং নিমিত্তভূতাভ্যাং হিংসা চ ভবতি, যথা যস্মিন্নিবদ্ধোঽভিমানস্তস্য দেহস্য বধাৎ প্রাণিনাং বধশ্চ ভবতি, তথা যস্যাভিমানো নাস্তীত্যর্থঃ, অস্য পরমেশ্বরস্য হিংসা কেন হেতুনা কল্প্যতে, অপি তু ন কেনাপীত্যর্থঃ।

'নিন্দা' অর্থাৎ দোষকীর্ত্তন। 'ন্যক্কার' অর্থাৎ তিরস্কার। নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি জ্ঞানের নিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদবিবেক না থাকার ফলেই জীবগণের দেহ কল্পিত বা রচিত হয়।[১]

"হে রাজন্! এই জগতে জীবগণের তদ্বিষয়ে (অর্থাৎ দেহে) অভিমানবশতঃ 'আমি' এবং 'আমার' এই প্রকার বিষমভাব ঘটিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা দণ্ড (তাড়ন) ও পারুষ্যে (নিন্দাবচনে) যেমন হিংসা হয়, এবং সেই দেহে (আমিস্বরূপ) অভিমান বদ্ধমূল বলিয়া দেহের বধে জীবগণের 'আমি মরিলাম' বলিয়া যেমন বোধ হয়, সেইরূপ অভিমান যাঁহার নাই—এমন নিখিলাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর—যিনি মুক্ত বলিয়া (প্রাকৃত নিন্দাদির অগম্য)—তাঁহাতে (নিন্দাদি জনিত) হিংসা কিরূপে সম্ভব?" ৩১৬॥

'এই জগতে' অর্থাৎ এই প্রাকৃত জগতে। সেই দেহাভিমানবশতঃ জীবগণের 'আমি' এবং 'আমার'—এই বিষমভাব যেরূপ হইয়া থাকে এবং সেই অভিমানজন্য দণ্ড ও পারুষ্যে অর্থাৎ তাড়ন ও নিন্দাবশতঃ হিংসা হয়, উহাতে অর্থাৎ দেহে অভিমান নিবদ্ধ বলিয়া সেই দেহের বিনাশে জীবগণের বিনাশ—এইরূপ যেমন বোধ হয়, সেইরূপ যাঁহার অভিমান নাই—এইরূপ পরমেশ্বরের হিংসা কি হেতুবশতঃ কল্পনা করা যায়? অর্থাৎ কোন হেতুতেই কল্পনা করা যায় না। তাঁহার যে সেরূপ

১ জীবের দেহটি প্রকৃতিগুণের কার্য কিন্তু 'আমি' অর্থাৎ আত্মা প্রাকৃত গুণকার্যের অতীত—এই পার্থক্যবোধ যতদিন না হয়, ততদিন নিন্দা-স্তুতি জন্য বিষাদ ও হর্ষের উদয় হইবে।

তথাভিমানাভাবে হেতুঃ কৈবল্যাৎ। "দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্"[১] ইতি কৈমুত্যাদিপ্রাপ্তশুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশ-নিন্দাদ্যগম্য-শুদ্ধসচ্চিদানন্দবিগ্রহাদিত্বাদিত্যর্থঃ। তস্য তদগম্যত্বঞ্চ 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'[২] ইতি শ্রীভগবদ্গীতাতঃ। তাদৃশবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ—অখিলানামাত্মভূতস্য। তত্র হেতুঃ পরস্য প্রকৃতিবৈভবসঙ্গ-রহিতস্য। হিংসায়া অবিষয়ত্বে হেত্বন্তরং দমকর্তুঃ পরমাশ্চর্যানন্তশক্তিত্বাৎ সর্বেষামেব শিক্ষাকর্তুরিতি। তদেবং যস্মাদ্ভগবতো নিন্দাদিকৃতং বৈষম্যং নাস্তি তস্মাদ্ যেন কেনাপ্যুপায়েন "সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা"[৩] ইত্যাদিবত্তদাভাসমপি ধ্যায়তস্তদা-বেশাৎ তত্র বৈরেণাপি ধ্যায়তস্তদাবেশেনৈব নিন্দাদিকৃতপাপস্যাপি নাশাত্তৎসাযুজ্যাদিকং যুক্তমিত্যাশয়েনাহ—তস্মাদিত্যাদিভিঃ। তথা হি—

অভিমান নাই—তাহার হেতু এই যে, তিনি মুক্ত। কারণ, 'বৈকুণ্ঠ-পুরবাসী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণশূন্য'—এই উক্তি হইতেই বোঝা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ যে বিশুদ্ধসত্ত্বময়—ইহাতে বলিবার আর কি আছে? তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—অতএব তাদৃশ নিন্দা প্রভৃতির তিনি অতীত। তিনি যে উহার অতীত—ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত বচন হইতে তাহা জানা যায়, যথা—'(হে অর্জুন), যোগমায়া-সমাবৃত আমি সাধারণ প্রাকৃত দৃষ্টির গোচর হই না, (কেবল প্রেমময়ী দৃষ্টির গোচর হই)।' (জীবের সহিত) তাঁহার এই পার্থক্যের হেতু দেখাইবার জন্য বলিলেন—তিনি 'নিখিলের আত্মস্বরূপ'। যেহেতু তিনি 'পরমেশ্বর' অর্থাৎ প্রকৃতির কার্যাদিতে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। তিনি যে হিংসার বাহিরে—তাহা দেখাইবার জন্য আরও একটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি 'বিশ্বনিয়ন্তা', অর্থাৎ পরমাশ্চর্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় বলিয়া তিনি সকলের শিক্ষয়িতা। অতএব শ্রীভগবানে যেহেতু নিন্দাদিজন্য বিষমভাব উদিত হয় না, সেই হেতু যে কোন উপায়ে শ্রীভগবানের যথাকথঞ্চিৎ আভাসমাত্রকেও ধ্যান করিলে মুক্তি হয়। যেমন উক্ত হয়—'(যে-শ্রীভগবানের) প্রতিকৃতি একবার মনোমধ্যে স্থাপন করিলে (সদ্গতি লাভ হয়—সেই শ্রীভগবান্ শত্রুভাবাপন্ন অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে সারূপ্য মুক্তি দান করিবেন—ইহাতে কি আছে)'। অতএব শত্রুভাবের দ্বারাও শ্রীভগবানের ধ্যানে আবেশ হওয়ায় নিন্দাদিজনিত যে পাপ—উহা বিনষ্ট হওয়ায় শ্রীভগবানের সহিত সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তিপদ লাভ হয় এবং ইহা যে যুক্তিযুক্ত—তাহা 'সেই হেতু' ইত্যাদি (পরবর্তী) কয়েকটি শ্লোকে বলিতেছেন। তাই (উক্ত হয়)—

১ ভা. ৭. ১. ৩৪
২ ভ. গী ৭. ২৫
৩ ভা, ১০. ১২. ৩৯

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ৩১৭ ॥
[ভা. ৭. ১. ২৫]

যুঞ্জ্যাদিতি স্নেহকামাদীনাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্। বৈরানুবন্ধাদীনামেকতরেণাপি যুঞ্জ্যাদ্ধ্যায়েচ্চেত্তদা ভগবতঃ পৃথগ্ নেক্ষতে তদাবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। বৈরানুবন্ধো বৈরভাবাবিচ্ছেদঃ। নির্বৈরো বৈরাভাবমাত্রমৌদাসীন্যমুচ্যতে। তেন কামাদিরাহিত্যমপ্যায়াতি। বৈরাদিভাবরাহিত্যমিত্যর্থঃ। তেন বা বৈরাদিভাবরাহিত্যেন যুঞ্জ্যাৎ, বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ধ্যায়েৎ, ধ্যানোপলক্ষিতং ভক্তিযোগং কুর্যাদিত্যর্থঃ। স্নেহঃ কামাতিরিক্তঃ পরস্পরমকৃত্রিমঃ প্রেমবিশেষঃ। স তু সাধকে তদভিরুচিরেব। তদেবং সর্বেষাং তদাবেশ এব ফলমিতি স্থিতে ঝটিতি তদাবেশসিদ্ধয়ে তেষু ভাবময়মার্গেষু নিন্দিতেনাপি বৈরেণ বিধিময্যা ভক্তের্ন সাম্যমিত্যাহ—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৩১৮ ॥
[ভা. ৭. ১. ২৬]

"অতএব বৈরানুবন্ধের দ্বারা, বৈরাভাবের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, স্নেহ বা কামের দ্বারা শ্রীভগবানে মন নিযুক্ত করিবে—উহা ভিন্ন অন্য কিছুতে দৃষ্টি দিবে না।" ৩১৭ ॥

'নিযুক্ত করিবে'—এখানে সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙ্—(অর্থাৎ নিযুক্ত করিতে পারিবে—এই অর্থে); কারণ, স্নেহ ও কাম প্রভৃতিকে বিধির দ্বারা কাজে লাগান যায় না। 'বৈরানুবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটির মধ্যে যে কোন একটীর দ্বারাও যদি কেহ মন নিযুক্ত করে, অর্থাৎ ধ্যান করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুতে দৃষ্টি পড়ে না; কারণ, সে ব্যক্তি উহাতেই আবিষ্ট হয়। 'বৈরানুবন্ধ' বলিতে শত্রুতার অবিচ্ছেদ। 'বৈরাভাব' বলিতে শত্রুতার অভাবমাত্ররূপ ঔদাসীন্য, অতএব উহাতে কামাদি থাকে না, অর্থাৎ শত্রুতাভাবের অভাব থাকে। 'সেই শত্রুতাভাবের অভাবের দ্বারা' (তাহাতে মন) নিযুক্ত করিবে—ইহা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য মনে করিয়া ধ্যান করিবে, অর্থাৎ ধ্যানোপলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগ করিবে। 'স্নেহ' বলিতে কামভাবের অতিরিক্ত পরস্পর অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। উহা সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানেই রুচিস্বরূপ। তাই এই সকলের (বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা যে ধ্যান করা হয়—তাহার) ফলই হইল শ্রীভগবানে আবেশ এবং ইহা যখন স্থির হইল তখন বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই শ্রীভগবদাবেশ সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সেই ভাবময়রীতি মধ্যে নিন্দিত যে-বৈরভাব—তাহার সহিত সাম্যও বৈধী ভক্তির নাই। তাই বলিয়াছেন—

"শত্রুভাবে (আবেশবশতঃ) মর্ত্য জীব যত সত্বর তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, (শাস্ত্রশাসন অনুসারে) ভক্তিযোগের দ্বারা সেরূপ সত্বর তন্ময়তা পায় না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" ৩১৮ ।

বৈরানুবন্ধেনেতি ভয়স্যাপ্যুপলক্ষণম্। যথা শৈঘ্র্যেণ তন্ময়তাং তদাবিষ্টতাং ভক্তিযোগেন বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন তু ন তথা। আস্তাং তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্বিগ্রহাভাসস্য বা বার্তা। প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহদ্দৃশ্যত ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ৩১৯ ॥

[ভা. ৭. ১. ২৭-২৮]

সংরম্ভো দ্বেষো ভয়ঞ্চ, তাভ্যাং যোগস্তদাবেশস্তেন। তৎস্বরূপতাং তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যত্র তত্তাং তৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি এবমপীত্যর্থঃ। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাদ্ মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুজতয়া প্রতীয়মানে। ননু কীটস্য পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি, তত্র

'শত্রুভাবের দ্বারা'—এই পদে ভয়েরও উপলক্ষণ। (উহাদের দ্বারা) যেমন শীঘ্র তন্ময়তা অর্থাৎ তদাবিষ্টতা (লাভ করে)—মাত্র শাস্ত্রবিহিতত্ব বুদ্ধিতে আচরিত ভক্তিযোগের দ্বারা কিন্তু সেরূপ (লাভ করে) না। সেই (শিশুপাল প্রভৃতির) মধ্যে শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের তাদৃশ বস্তুশক্তিযুক্ত অভিনিবেশের কথা আর কি বলিব? প্রাকৃত বস্তুতেও সেইরূপ (ভয় প্রভৃতির) ভাবমাত্রে ভাবজাত অভিনিবেশের মহাফল দেখা যায়। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—

"কীট (অর্থাৎ তেলাপোকা) ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তির ছিদ্রপথে অবরুদ্ধ হইয়া দ্বেষ ও ভয়ের সহিত যোগবশতঃ তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই রূপ যোগমায়া শক্তিবশে মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শত্রুভাবের দ্বারা যাহারা তাঁহারই অনুচিন্তন করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়।" ৩১৯ ॥

(শ্লোকের) 'সংরম্ভ' পদের অর্থ দ্বেষ, এবং ভয়—সেই দুইটীর 'যোগ' অর্থাৎ আবেশ—তদ্দ্বারা। 'তৎস্বরূপতা' বলিতে তাহার 'স্ব' অর্থাৎ একাত্মরূপ আকৃতি যাহার—তাদৃশ অবস্থা অর্থাৎ তৎ-সমরূপতা। 'এইরূপ' অর্থাৎ এইরূপও। নরাকৃতিতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পরমব্রহ্ম, তথাপি মায়া দ্বারাই প্রাকৃত মনুষ্যরূপে তিনি প্রতীয়মান—(এইরূপ শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ)। অবশ্য কীটের পক্ষে ভ্রমরের প্রতি দ্বেষ করায় তাহার কোন পাপ হয় না, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণে (দ্বেষাভিনিবেশবশতঃ) পাপ হয়।—এই উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—শত্রুভাবের দ্বারা যে অনুচিন্তন অর্থাৎ তাঁহাতে আবেশ—

তু তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৈরেণ যামুচিন্তা তদাবেশস্তয়ৈব পূতপাপ্মানস্তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃক্‌শক্তিত্বাদিতি ভাবঃ।

[শাস্ত্রাবিহিতেন কামাদিনা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ]

ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্মেণ সিদ্ধিঃ স্যান্ন চ তদবিহিতেন কামাদিনেতি বাচ্যম্। যতঃ—

> কামাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
> আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ ৩২০ ॥
> [ভা. ৭. ১. ২৯]

যথা বিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবিশ্য তদ্‌গতিং গচ্ছন্তি তথৈবাবিহিতেনাপি কামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যদ্দ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি তদ্ধিত্বৈব। ভয়স্যাপি [১] দ্বেষসম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্।

অত্র কেচিৎ কামমপ্যঘং মন্যন্তে। তত্রেদং বিচার্যতে ভগবতি কাম এব কেবলপাপাবহঃ, কিং বা পতিভাবযুক্তঃ, অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব

তদ্দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা (তাঁহাকে লাভ করে)। অতএব তাঁহার ধ্যানজনিত আবেশের তাদৃশ (পাপনাশের) শক্তি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

[শাস্ত্রের অবিহিত কামাদি দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি]

কেবল শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ধর্ম দ্বারাই সিদ্ধি হয়, আর শাস্ত্রের অবিহিত কামাদি দ্বারা সিদ্ধি হয় না - এরূপ বলা উচিত নয়। যেহেতু (উক্ত হয়)—

"যেমন (শাস্ত্রবিহিত) ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরে মন আবিষ্ট করিয়া লোকে তদ্গতি লাভ করে, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ প্রভৃতির দ্বারা মন আবিষ্ট করিয়া (তজ্জনিত) পাপ অতিক্রম করিয়া বহু লোক তদ্গতি প্রাপ্ত হয়।" ৩২০ ॥

যেমন বিহিত ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরে মন আবিষ্ট করিয়া তদ্গতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অবিহিত কামাদির দ্বারাও বহু লোক তদ্গতি লাভ করিয়াছেন—ইহাই অর্থ। 'তাহার পাপ (ত্যাগ করিয়া)' বলিতে সেই কামাদির মধ্যে যে দ্বেষ ও ভয়, তজ্জন্য যে পাপ—তাহাই ত্যাগ করিয়া। দ্বেষের সহিত মিলিত বলিয়া ভয় হইতেও যে পাপের উৎপত্তি হয়—তাহা বুঝিতে হইবে।

এস্থলে কেহ কেহ কামকেও পাপ বলিয়া মনে করেন। তাহাতে বিচার্য এই—শ্রীভগবানে যে কেবল কাম উহাই, বা পতিভাবযুক্ত কাম অথবা উপপতিভাবযুক্ত কাম—তাহাই পাপজনক। যদি

১ ভয়স্যাতি°—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

কেবল ইতি চেৎ স কিং দ্বেষাদিগণপাতিত্বাৎ তদ্বৎ স্বরূপেণৈব বা, পরমশুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকং যচ্চ কামুকাত্বারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা পাপশ্রবণেন বা। নাদ্যেন—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

[ভা. ১০. ২৯. ১২]

ইত্যত্র দ্বেষাদের্ন্যক্কৃতত্বাৎ তস্য তু স্তুতত্বাদ্[১] অতশ্চ প্রিয়া ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামো হি প্রেমৈকরূপঃ। "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু"[২] ইত্যাদাবতিক্রম্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্যদর্শনাৎ সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপিকানামিব কেবলতত্তাৎপর্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে ন তু স্বরূপতঃ। 'সানঙ্গতপ্ত-

বলা হয়—কেবল কামই (পাপজনক), তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—সেই কাম কি দ্বেষ প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাদের মত স্বরূপতঃ পাপরূপ, বা পরমশুদ্ধ শ্রীভগবানে অধর-পানাদিরূপ যে কামুকত্বের আরোপ করা হয়, তদ্বশতঃ মর্যাদা উল্লঙ্ঘনে—না (শাস্ত্রে) সেই পাপ শ্রুতিবশতঃ উহা পাপজনক ? প্রথমটি যে নহে (অর্থাৎ দ্বেষাদির মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত নহে)—তাহাই দেখাইতেছেন, (উক্ত হয়)—

'চেদিরাজনন্দন (শিশুপাল) যখন হৃষীকেশের শত্রুতা করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তখন যাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তাঁহাদের (সিদ্ধিলাভের) কথা আর কি বলিব ?—(শিশুপালের) সেই বৃত্তান্ত আমি পূর্বেই বলিয়াছি।'

এই শ্লোকে কাম অপেক্ষা দ্বেষাদি ধিক্কৃত হওয়ায় সেই কামের প্রশংসাই করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে—(যাহারা তাঁহার) 'প্রিয়া'। অতএব স্নেহের ন্যায় (প্রেয়সীগণের) কামেও প্রীতিরূপতা থাকায় স্নেহেরই মত উহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। তাদৃশ (ব্রজগোপীগণের) যে কাম তাহা তো একমাত্র প্রেমরূপই। যেহেতু নিজের সুখ অতিক্রম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেই (গোপীগণের যে) তৎপরতা—তাহা তাঁহাদের এই উক্তি হইতেই জানা যায়—'হে প্রিয় ! তোমার যে-চরণকমল আমাদের কুচতটে অতি সন্তর্পণে ভীত হইয়া ধারণ করি (পাছে তোমার কোন ব্যথা লাগে—এই ভয়ে,) কিন্তু কর্কশ (পাষাণাদিতে ভ্রমণকালে কি তুমি উহাতে ব্যথা পাও না) ?' আবার, যদিও সৈরিন্ধ্রীর অর্থাৎ কুব্জার ভাব প্রায় রমণেচ্ছাময় এবং উহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে একমাত্র তৎপরতা—তাহা না থাকায় গোপিকাবৃন্দের প্রেম অপেক্ষা উহা নিন্দিত, তথাপি উহা স্বরূপতঃ

১ তস্য তু স্তুতত্বাৎ—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ ভা. ১০. ৩১. ১৯

কুচয়োঃ"[১] ইত্যাদৌ 'অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তি' ইতি 'পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্তিম্' ইতি কার্যদ্বারা তত্তস্তুতেঃ। তত্রাপি 'সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ'[২] ইত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। অত এব[৩]

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥
[ভা. ১০. ৪৮. ৭]

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥
[ভা. ১০. ৪৮. ৯]

ইতি চৈবং যোজয়ন্তি। কৈবল্যমেকান্তিত্বম্। তেন যো নাথঃ সেবনীয়স্তম্। পুরা তাদৃশ-ত্রিবক্রত্বাদিলক্ষণ-দৌর্ভাগ্যবত্যপি। অহো আশ্চর্যে—অঙ্গরাগার্পণলক্ষণেন ভগবদ্ধর্মাংশেন কারণেন সম্প্রতীদং "সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া রমস্ব"[৪] ইত্যাদিলক্ষণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ—

নিন্দিত নয়। যেহেতু—'সেই কুব্জা কামসন্তপ্ত নিজকুচযুগলের' ইত্যাদি শ্লোকের বর্ণনায় 'অনন্তের চরণস্পর্শে ব্যথা প্রশমিত করিল' এবং 'আনন্দমূর্তি কান্তকে আলিঙ্গন করিল' ইত্যাদির উল্লেখ আছে, এবং উক্ত কার্য দ্বারা সেই কামের প্রশংসাই করা হইল। এবং সেখানেও—'হে প্রিয়তম! আমার সহিত (কিছু দিন) এখানে বাস কর'—এই শ্লোকে (তাঁহার) প্রীতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

'সেই (কুব্জা) পূর্বে দুর্ভাগা হইয়াও কি আশ্চর্য কৈবল্যভাবের অধীশ্বর দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে মাত্র অঙ্গরাগ অর্পণ করিয়া এই প্রকার (ভগবৎ-) সঙ্গ যাচ্ঞা করিলেন।'

'যিনি সর্বেশ্বরের ও নিয়ন্তা—সেই দুরারাধ্য শ্রীবিষ্ণুকে যে-ব্যক্তি আরাধনা করিবার পর মনের প্রীতিকর অসত্য অর্থ প্রার্থনা করে, সে অবশ্যই কুমনীষী।'

উপরের এই অংশ পূর্বের সহিত যোজনা করিয়া (শ্রীশুকদেব) বলিলেন—(কুব্জা ভগবৎসঙ্গ প্রার্থনার দ্বারা বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন)। 'কৈবল্য' অর্থাৎ একান্তিভাব, তদ্দ্বারা যিনি 'নাথ' অর্থাৎ সেবনীয়—তাঁহাকে (পাইয়া)। পূর্বে তাঁহার দেহ ত্রিবক্র ছিল বলিয়া (কুব্জা) দুর্ভাগ্যবতী ছিলেন। 'অহো' অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় যে, অঙ্গরাগ সমর্পণরূপ ভগবদ্ধর্মাংশের কারণতাবশতঃ সম্প্রতি : 'হে প্রিয়তম! আমার সহিত কয়েক দিন বাস কর'—এই প্রকার সৌভাগ্য তিনি প্রার্থনা করিলেন। অতএব—

১ ভা. ১০. ৪৮. ৩　　২ ভা ১০. ৪৮. ৮
৩ অত্রৈব—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।　　৪ ভা. ১০. ৪৮. ৮

কিমনেন কৃতং পুর্বমবধূতেন ভিক্ষুণা।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥
[ভা. ১০. ৮০. ১৬]

ইতি শ্রীদামবিপ্রমুদ্দিশ্য পুরজনবচনবদেব তথোক্তিঃ। নন্বু কামুকী সা কিমিতি শ্লাঘ্যতে। তত্রাহ—'ত্বুরারাধ্যম্' ইতি। যো মনোগ্রাহ্যং প্রাকৃতমেব বিষয়ং বৃণীতে কাময়ত অসাবেব কুমনীষী। সা তু ভগবন্তমেব কাময়ত ইতি পরমসুমনীষিণ্যেবেতি ভাবঃ। তদেবং তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতম্।

অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাদ্যধরপানাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ। যতো 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' [১] ইতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা। অত্র চ ভূলীলাদিভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রলীলা-বিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ তাদৃশলীলারসমোহস্বাভাবিকং ভগবত্তাদ্যননুসন্ধানমপি

'ইহলোকে শ্রীহীন, অধর্মপরায়ণ ও নিন্দিত অবধূত ভিক্ষুক (শ্রীদামবিপ্র) কি পুণ্যই না করিয়াছিল (যে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিলেন)।'

এই বাক্যে যেরূপ শ্রীদামবিপ্রের উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরবাসিগণ (তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতি সঙ্কেত করিয়া) বলিয়াছিল—এখানেও সেইরূপ (কুব্জার সৌভাগ্যবিষয়ে বলা হইল)। আচ্ছা, কুব্জা তো কামুকী, তাঁহার কেন প্রশংসা করা হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দুরারাধ্য (ঈশ্বরকে তিনি আরাধনা করিয়াছেন)'। যে ব্যক্তি মনের প্রীতিকর প্রাকৃত বিষয় কামনা করে সেই কুমনীষী, কুব্জা কিন্তু শ্রীভগবানকেই কামনা করিয়াছিলেন; অতএব তিনি পরম সুমনীষারই পরিচয় দিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। অতএব সেই (ভগবৎসম্বন্ধী) কাম যে দ্বেষ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে—তাহা দেখাইবার ফলে উহার পাপজনকতাও পরিহার করা হইল।[২]

আবার, (শ্রীভগবানে) অধরপানাদিরূপ কামুকত্ব প্রভৃতির আরোপ করিয়া যে তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়—তাহাতে (তাঁহার) মর্যাদা উল্লঙ্ঘন হেতু (যে পাপ হয়)—তাহাও নহে। কারণ, 'ইহলোকের মনুষ্যের ন্যায় (শ্রীভগবানের) লীলাকৈবল্য'—এই নীতি অনুসারে শ্রীভগবানে ঐরূপ লীলা স্বভাবতঃই সিদ্ধ। তন্মধ্যে ভূলীলাদি-শক্তির সহিত শ্রীভগবানের তাদৃশ লীলা শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামে নিত্যসিদ্ধরূপে বিদ্যমান থাকায় স্বতন্ত্রলীলাযোদী শ্রীভগবানের উহা যে অভিলষিত তাহা জানা যায়। ফলে তাদৃশ লীলারস-মোহের স্বভাববশতঃই ভগবত্তাদির অননুসন্ধান এবং (তৎস্থলে)

১ বেদান্তদর্শন সূত্র ২. ১ ২ ভগবদ্বিষয়ক কামই অপ্রাকৃত প্রেম। উহা পরম পবিত্র, উহাতে পাপসম্ভাবনা নাই। কিন্তু শ্রীভগবানে দ্বেষ ও ভয়বুদ্ধি করিলে পাপ হয়—যদিও সিদ্ধিলাভের পূর্বে সেই পাপের ক্ষয় হয়। অতএব কাম ও দ্বেষ-প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

কামুকত্বাদিমননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে। তথা তৎপ্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ন্যূনতাভাবাচ্চ তদধরপানাদিকমপি নানমুরূপং পূর্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব চ। ন চ প্রাকৃতবামাজনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ। তদযোগ্যং তাদৃশং ভাবং স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ।

অথ পাপশ্রবণেন চ ন পাপাবহোঽসৌ কামঃ, তদশ্রবণাদেব। অতঃ পতিভাবযুক্তে চ তত্র সুতরাং ন দোষঃ, প্রত্যুত স্তুতিঃ শ্রূয়তে—

যাঃ সম্পর্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসংবাহনাদিভিঃ।
জগদ্গুরুং ভর্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥

[ভা. ১০. ৯০. ১৭]

ইতি। মহানুভাবমুনীনামপি তদ্ভাবঃ শ্রূয়তে। যথা শ্রীমধ্বাচার্যধৃতং কৌর্মবচনম্—

অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্॥

ইতি। অতএব বন্দিতং—'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-' ইত্যাদিনা।

কামুকত্বাদিমননও যে তাঁহারই অভিরুচিসম্মত—তাহাই বোঝা যায়। আবার, তাঁহার যে-প্রেয়সীবর্গ—তাঁহারা তো তাঁহারই স্বরূপশক্তিবিগ্রহ, অতএব তাঁহারাও পরমশুদ্ধরূপা এবং শ্রীভগবান্ অপেক্ষা তাঁহারা ন্যূন নহেন। সুতরাং অধরপানাদিরূপ ব্যবহারও তাঁহাদের অযোগ্য নয় এবং পূর্ব যুক্তিবলে শ্রীভগবানের উহা রুচিসম্মতই। প্রাকৃত স্ত্রীজনেও (উহাতে) দোষপ্রসক্তি হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) যোগ্য তাদৃশ ভাব এবং স্বরূপশক্তিরূপ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াই এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে তাঁহার সহিত মিলিত হন।

আবার, পাপশ্রুতি আছে বলিয়া যে সেই কাম পাপজনক, তাহাও হইতে পারে না—কারণ, শাস্ত্রে সেরূপ শোনাই যায় না। অতএব পতিভাবযুক্ত কামে নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই, বরং প্রশংসাই শোনা যায়—

'যাঁহারা প্রেমসহকারে পতিবুদ্ধিতে জগদ্গুরুকে পাদসংবাহনাদি দ্বারা পরিচর্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যা কি বর্ণনা করিব ?'

মহানুভব মুনিগণেরও পতিভাব শোনা যায়। যেমন, শ্রীমধ্বাচার্যধৃত কূর্মপুরাণের উক্তি—

'মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্যা দ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জগতের যোনিস্বরূপ অজ ও বিভু বাসুদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।'

অতএব—'(শ্রীহরিকে) পতি, পুত্র, সুহৃৎ ও ভ্রাতারূপে (যাঁহারা ধ্যান করেন)'—এই বচনে (তাঁহাদের) স্তুতিই করা হইয়াছে।

অথোপপতিভাবেন—ন[১] চ পাপাবহোঽসৌ, যৎ 'পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ'[২] ইত্যাদিনা তাভিরেবোত্তরিতত্বাৎ। 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ'[৩] ইত্যাদিনা শ্রীশুকবচনেন চ।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ [ভা. ১০. ৩২ ১১]

ইত্যত্র নিরবদ্যসংযুজামিত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ।

তাদৃশানামন্যেষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

আবার, উপপতিভাবেও উহা (কাম) পাপজনক নহে ; যেহেতু—'হে প্রিয়, পতি, পুত্র ও বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করাই (স্ত্রীগণের স্বধর্ম, এই উপদেশ তুমি দিয়াছ, কিন্তু তাহা তোমাতেই বর্তমান)'[৪]—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সেই ব্রজাঙ্গনাগণই ইহার উত্তর দিয়াছেন। শ্রীশুকদেবও ইহার (মীমাংসায়) বলিয়াছেন—'গোপীগণের ও তাঁহাদের পতিগণেরও মধ্যে (তিনি অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন)।'

স্বয়ং শ্রীভগবানও (গোপীগণের উদ্দেশ্যে) তাঁহাদের অনবদ্য প্রেমসংযোগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'দেবতার মত পরমায়ুঃ পাইলেও তোমাদের এই অনবদ্য (নির্মলতাময়) প্রেমসংযোগের অনুরূপ প্রত্যুপকার আমি করিতে পারিব না।'

(নিত্যসিদ্ধা গোপী ভিন্ন) অন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও সেই সেই ভাব দেখা যায়, যেমন পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচনে উক্ত হয়—

'পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরিকে দেখিয়া সেই রমণীয় শ্রীহরিকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং কামভাবের দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হন।'

(উদ্ধৃত বচন হইতে) যখন জানা যায় যে,পুরুষগণের মধ্যেও ভগবদ্বিষয়ক স্ত্রীভাবের উদয় হয়, তখন উহা

---

১ মুদ্রিত পুস্তকে 'ন' এই পদটি নাই।

২ ভা. ১০. ২৯. ১৯ ৩ ১০. ৩৩. ৩৫

৪ অর্থাৎ তোমার সেবাতেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে।

ইতি। অতঃ পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বান্ন প্রাকৃতকামদেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'[১] ইতি শ্রবণাৎ, আগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ ভগবতৈবোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং পরমভক্তানামপি চ তচ্ছ্লাঘা শ্রূয়তে—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ"[২] ইত্যাদৌ। কিং বহুনা, শ্রুতীনামপি তদ্ভাবো বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ। যতস্তত্র শ্রুতয়োঽপি নিত্যসিদ্ধগোপিকাভাবাভিলাষিণ্যস্তদ্রূপেণৈব তদ্গণান্তঃপাতিন্যো বভূবুরিতি প্রসিদ্ধিঃ। এতৎপ্রসিদ্ধিসূচকমেবৈতদুক্তং তাভিরেব—

> নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
> ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
> স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
> বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ [ভা. ১০. ৮৭. ২৩]

ইতি। বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ—যদ্ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রয়াসবাহুল্যেন মুনয় উপাসতে

প্রাকৃত কামদেবের উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে একমাত্র শ্রীভগবান্ কর্তৃক উদ্ভাবিত এই কাম অপ্রাকৃতই; যেহেতু শ্রুত হয়—'(শ্রীভগবান্) মন্মথেরও মনোমথনকারী' এবং আগমাদিতে কামরূপে শ্রীভগবানের উপাসনার বিধি আছে।[৩] উদ্ধবাদি পরমভক্তগণও ইহার (অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক কামের) প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—'এই গোপবধূগণই পৃথিবীতলে যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন (যেহেতু শ্রীভগবানে ইঁহারা পরমপ্রেমবতী)।' অধিক কি? শ্রুতিগণেরও সেইরূপ কামভাবের কথা বৃহদ্বামন-পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধা গোপিকাগণের ভাবাভিলাষিণী হইয়া সেই রূপেই তাঁহাদের দলমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন—এই প্রকার সেই স্থলে প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধিসূচক উক্তি সেই শ্রুতিগণই করিয়াছেন, যথা—

'প্রাণবায়ু, মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে (যে তত্ত্বের) উপাসনা করেন, শত্রুগণও কেবল স্মরণ দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হয়। আবার, গোপস্ত্রীগণ তোমার ভুজগসদৃশ ভুজদণ্ডে বুদ্ধি আসক্ত করিয়া চরণ-কমল-সুধা লাভ করেন, আমরাও (শ্রুতিগণও) তাঁহাদের মত সমদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া (অর্থাৎ গোপীগণের ভাবে ভাবিত হইয়া) তাঁহাদের মত চরণ-কমল-সুধা লাভ করি।'

১ ভা. ১০. ৩২. ২   ২ ভা. ১০. ৪৭. ৫১

৩। অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের মহামোহনতার কণিকামাত্র শক্তি লাভ করিয়াই প্রাকৃত কামদেবের মোহনশক্তি। শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত কামদেব এবং কামবীজের দ্বারা তাঁহার অনুরূপ উপাসনারও বিধি আছে প্রাকৃত কামদেবের যিনি মন মোহিত করেন সেই শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণ বা তদ্ভাবাপন্ন মুনিগণের হৃদয়ে অপ্রাকৃত কামই জাগাইয়া থাকেন।

তদরয়োঽপি যস্য স্মরণাত্তদুপাসনং বিনৈব যযুঃ। তথা স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপসুভ্রুবস্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্য উরগেন্দ্রদেহতুল্যৌ যৌ ভুজদণ্ডৌ তত্র বিষক্তধিয়ঃ সত্যস্তবৈবাঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাস্তদীয়স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধুর্যাণি যযুঃ, বয়ং শ্রুতয়োঽপি সমদৃশ-স্তত্তুল্যভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্বপ্রাপ্ত্যা তৎসাম্যমাপ্তাস্তা এবাঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধা যাতবত্য ইত্যর্থঃ। অর্থবশাদ্বিভক্তিপরিণামঃ। অঙ্ঘ্রীতি সাদরোক্তিঃ। অত্র তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য ঝটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্। সমদৃশ ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যথা সর্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্তেরন্। তথা স্মরণপরযুগ্মদ্বয়েঽস্মিন্ স্বস্বযুগ্মে প্রথমস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্। উভয়ত্রাপ্যপিশব্দসাহিত্যেনোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতা-প্রাপ্তেঃ। অতঃ স্ত্রিয় ইতি নিত্যাঃ শ্রীগোপিকা এব তা জ্ঞেয়াঃ। তথৈব শ্রুতিভিরপি

ইহার অর্থ স্পষ্ট— যে ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব মুনিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্বক বহু আয়াসের দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন, শত্রুগণও তদুপাসনা ব্যতীত উহা (আবেশতাময়) স্মরণের দ্বারাই পাইয়া থাকে। তথা, স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপরমণীগণ তোমার অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনরূপী তোমার ভুজগ-দেহতুল্য যে ভুজদণ্ডদ্বয় —উহাতে আসক্তবুদ্ধি হইয়া তোমারই পাদপদ্ম-সুধাসমূহ অর্থাৎ তদীয় স্পর্শবিশেষে উদ্ভূত প্রেম-মাধুর্য লাভ করেন। আমরা শ্রুতিগণও সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ তুল্যভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহাদের সমভাব অর্থাৎ তাদৃশ গোপিকাত্ব প্রাপ্তির দ্বারা তৎসমতা লাভ করিয়া সেই পাদপদ্ম-সুধাসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 'যযুঃ' (এই ক্রিয়াপদটির) অর্থবশে (উত্তম পুরুষের বহুবচনের কর্তৃপদের সহিত অন্বয় প্রয়োজনে) 'যাতবত্যঃ'—এই প্রকার বিভক্তির পরিবর্তন করিতে হইল। 'অঙ্ঘ্রি' শব্দের দ্বারা (চরণের যে উল্লেখ) উহা আদরপূর্বক উল্লেখ বুঝিতে হইবে। 'শত্রুগণও স্মরণের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় (রুচিপ্রধান) ভাবমার্গে যে শীঘ্রই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়— তাহাই দেখান হইল। 'সমদৃষ্টিসম্পন্ন'—এই পদের দ্বারা রাগানুগাই যে শ্রেষ্ঠ সাধন তাহাই এখানে অভিব্যক্ত হইল। নচেৎ, নিখিল সাধ্য-সাধন তত্ত্বে অভিজ্ঞ শ্রুতিগণ নিশ্চয়ই অন্য প্রকারে প্রবৃত্ত হইতেন। 'স্মরণ' পদে সমাপ্ত (শ্লোকের) যুগল পাদ হইতে দুই যুগ্ম পাদের প্রত্যেকটীতে প্রথমোক্ত ('মুনিগণ' ও 'গোপস্ত্রীগণকে') মুখ্য এবং দ্বিতীয়োক্ত দুই পদকে ('শত্রুগণ' ও 'আমরা' বলিতে 'শ্রুতি-গণকে') গৌণ বলিয়া দেখান হইয়াছে। কারণ, উভয় স্থলেই (দ্বিতীয়োক্ত পদের সহিত) 'অপি' (যেমন 'শত্রুগণও', 'আমরা শ্রুতিগণও')—এইরূপ (অপেক্ষার্থক) 'ও' শব্দের যোগ থাকায় এবং পরে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে) উল্লেখ থাকায় উহাদের একার্থতা হইয়াছে। অতএব—স্ত্রীগণ বলিতে নিত্যসিদ্ধা গোপিকাগণই বুঝিতে হইবে।[১] কারণ, শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে উঁহাদিগকে এরূপ

১ শ্লোকটীর চারিটি পাদে দুই যুগ্ম পাদ। প্রথম ও তৃতীয় পাদে যাঁহাদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাঁহারা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে বিবৃত অঙ্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণনিত্যধাম্নি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্বামন এব প্রসিদ্ধম্। তদেবং সাধু ব্যাখ্যাতম্—'কামাদ্দ্বেষাৎ' ইত্যাদৌ 'তদঘং হিত্বা' ইত্যত্র তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্যদঘমিত্যাদি।

অথ বহবস্তদ্গতিং গতা ইত্যত্র নিদর্শনমাহ—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩২১ ॥

[ভা. ৭. ১. ২৯]

গোপ্য ইতি সাধকচরীণাং গোপীবিশেষাণাং পূর্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে। বয়মিতি যথা শ্রীনারদস্য হি "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্"[১] ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা পার্ষদদেহত্বে সিদ্ধে তেন স্বয়ং বয়মিতি পূর্বাবস্থামবলম্ব্যোচ্যতে। তত্রৈব বৈধী ভক্তিঃ।

ভাবেই (নিত্যসিদ্ধ গোপীরূপে) দর্শন করিয়াছিলেন—ইহা বৃহদ্বামনপুরাণে প্রসিদ্ধি আছে। তাই—'কামের দ্বারা, দ্বেষের দ্বারা (যাঁহারা তাঁহার ধ্যান করেন)'—ইত্যাদি শ্লোকে 'সেই পাপ ত্যাগ করিয়া'—এই অংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—'দ্বেষ ও ভয়জনিত যে পাপ (তাহা ত্যাগ করিয়া, কিন্তু কামজনিত পাপ ত্যাগ করিয়া নহে—কারণ, কাম পাপজনক নহে)'—এই ব্যাখ্যা ঠিকই হইয়াছে।

আবার, বহুলোকে যে (সেই সেই ভাববশে) তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত যথা—

"কামবশে গোপীগণ, ভয়হেতু কংস, দ্বেষবশতঃ চেদিরাজনন্দন (শিশুপাল) প্রভৃতি রাজগণ এবং যাদবগণ (আত্মীয়তার) সম্বন্ধবশতঃ, তোমরা স্নেহবশতঃ এবং আমরা ভক্তির দ্বারা তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।" ৩২১ ॥

(এখানে) 'গোপীগণ' বলিতে সাধকচরীরূপ গোপাঙ্গনাবিশেষগণ, যাঁহাদের (কামরূপ) পূর্ব অবস্থা অবলম্বনে (এই প্রকার) বলা হইতেছে। (শ্লোকের) 'আমরা'—এই অংশে বুঝিতে হইবে—শ্রীনারদের পূর্ব অবস্থা অবলম্বন করিয়াই ইহা বলা হইতেছে, কারণ, (নারদ বলিয়াছিলেন)—'সেই শুদ্ধ সত্ত্বরূপ ভাগবত দেহ যখন আমাতে সংযোগ করেন (তখন পাঞ্চভৌতিক দেহ নষ্ট হয়)'—এই নিজের উক্তিবশতঃ পার্ষদদেহত্ব সিদ্ধ হইবার পরই তিনি বলেন 'আমরা (ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি)'। এখানে যে (নারদের পূর্বাবস্থার) ভক্তির কথা বলা হইয়াছে উহা বৈধী ভক্তিই।

---

১ ভা. ১. ৬. ২৮

অধুনা লব্ধরাগস্য তস্য—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ"[১] "গুণদোষ-দৃশোর্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ"[২] ইতি ন্যায়েন বিধ্যনধীনা রাগাত্মিকৈব বিরাজত ইতি। অত এব 'তদ্‌গতিং গতাঃ' ইতি তেষাং ফলপ্রাপ্তেরপ্যতীতত্বনির্দেশঃ। অত্র তা গোপ্য ইবাধুনিক্যশ্চ তদ্‌গুণাদিশ্রবণেনৈব তদ্ভাবা ভবেয়ুঃ। যথোক্তম্—

শ্রুতমাত্রেঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ॥ [ভা. ১০. ৯০. ১৭]

ইতি। অথবা পার্ষদচরস্যাপি চৈদ্যস্যাগন্তুকোপদ্রবাভাস-নাশদর্শনেনৈব সাধকত্বনির্দেশঃ। সম্বন্ধাদ্ যঃ স্নেহো রাগস্তস্মাদ্ 'বৃষ্ণয়ো যূয়ঞ্চ' ইত্যেকম্। তস্মাদ্ 'বৈরানুবন্ধেন' ইত্যাদৌ 'কামাৎ' ইত্যাদৌ চোক্তস্যৈবার্থস্যোদাহরণবাক্যেঽস্মিন্ তদৈকার্থ্যাবশ্যকত্বাৎ, পঞ্চানাম্' ইতি বক্ষ্যমাণানুরোধাৎ, উভয়ত্রাপি সম্বন্ধস্নেহয়োর্দ্বয়োরপি বিদ্যমানত্বাচ্চ সম্বন্ধগ্রহণং রাগস্যৈব বিশেষত্বজ্ঞাপনার্থম্। গোপীবদত্রাপি সাধকচরা বৃষ্ণিবিশেষাঃ

কিন্তু এখন জাতানুরাগ নারদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—'আমার একান্ত ভক্তগণের গুণ-দোষজাত গুণ বা দোষ হয় না' এবং 'আমার ভক্তগণের গুণ-দোষদৃষ্টিই দোষের হেতু এবং গুণ-দোষ—এই উভয় দৃষ্টি না থাকাই গুণ'—এই প্রমাণবলে বিধির অধীন নয়—(যে রাগাত্মিকা ভক্তি)—উহাই (নারদের চিত্তে) বিরাজিত।[৩] অতএব 'তদ্‌গতি (আমরা) লাভ করিয়াছিলাম'—এই উক্তিতে তাঁহাদের ফলপ্রাপ্তি বা অতীতকালীন যে ঘটনা তাহারই নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই গোপীগণের ন্যায় আধুনিকী নারীগণও যে তাঁহার গুণাদিশ্রবণের দ্বারাই তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন—এই স্থলে তাহাই বলা হয়, যথা—

'বহুগেয় শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রকারে গীত হন, শ্রুত হওয়া মাত্রেই তিনি স্ত্রীগণের মন সবলে আকর্ষণ করেন। অতএব, তাঁহাকে যাঁহারা (যে মহিষীগণ) দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?'

অথবা, ভূতপূর্ব পার্ষদ চেদিরাজের (শিশুপালের) চিত্তে বর্তমানে আগন্তুক বৈরভাবের যে আভাস—উহার বিনাশ দর্শন দ্বারাই তাহার সাধকত্বের নির্দেশ করা হইল। (আত্মীয় রূপ) সম্বন্ধ হইতে যে স্নেহ অর্থাৎ রাগ—তদ্বশতঃ 'বৃষ্ণিগণ (যদুগণ) এবং তোমরা (যুধিষ্ঠিরাদি) একই রকমের।' অতএব 'বৈরসম্পর্ক দ্বারা'—এই উক্তিতে বা 'কামহেতু (গোপীগণ)'—এই উক্তিতে উক্ত অর্থের উদাহরণ প্রসঙ্গে (কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ ও ভক্তি) এই পাঁচটি বিষয়ের তদর্থতা দেখাইবার নিমিত্ত সম্বন্ধ ও স্নেহ—এই দুইটির একার্থকতার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু উভয় স্থলে দুইটিরই বিদ্যমানতা থাকায় বুঝিতে হইবে 'সম্বন্ধ' পদটিতে রাগের বিশেষত্ব আছে। গোপীর ন্যায় এখানেও ভূতপূর্ব

---

১ ভা. ১১. ২০. ৩৬   ২ ভা ১১ ১৯. ৪৩

৩ একান্ত ভক্ত নারদ বিধিনিষেধের অতীত, অতএব প্রাকৃত গুণ-দোষের বহির্ভূত।

পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষাশ্চ পূর্বাবস্থামবলম্ব্য সাধকত্বেন নির্দিষ্টাঃ। অতঃ সম্বন্ধজস্নেহেঽপি তদভিরুচিমাত্রং জ্ঞেয়ম্। 'ভক্ত্যা' বিহিতয়া। অস্যা এব প্রতিলব্ধত্বেন ভাবমার্গং নির্দেষ্টুমুপক্রান্তত্বাৎ।

যদি দ্বেষেণাপি সিদ্ধিস্তর্হি বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ॥ ৩২২ ॥

[ভা. ৭. ১. ৩০]

পুরুষং ভগবন্তং প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য পঞ্চানাং বৈরানুবন্ধাদীনাং মধ্যে বেণঃ কতমোঽপি ন স্যাৎ। তস্য তং প্রতি প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্রাত্মকং বৈরং ন তু বৈরানুবন্ধঃ। ততস্তীব্রধ্যানাভাবাৎ পাপমেব তত্র প্রতিফলিতমিতি ভাবঃ। ততোঽসুরতুল্যস্বভাবৈরপি তস্মিন্ স্বমোক্ষার্থং বৈরভাবানুষ্ঠানসাহসং ন কর্তব্যমিত্যভিপ্রেতম্। অতএব 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ'[1] ইত্যাদেরপ্যতিব্যাপ্তির্ব্যাহন্যতে। অনভিপ্রেতত্বেনাপ্রোক্তত্বাৎ। যস্মাদেবং—

সাধকবিশেষ বৃষ্ণিগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের পূর্ব পূর্ব অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া সাধকরূপে নির্দেশ করা হইতেছে। অতএব আত্মীয়-সম্বন্ধজ স্নেহেও তদভিরুচি মাত্র জানিতে হইবে। 'ভক্তি দ্বারা' অর্থাৎ বিহিত ভক্তি দ্বারা '(আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি)'—এই বচনে বৈধী ভক্তিই পাওয়া যাইতেছে এবং তদ্দ্বারাই (ভক্তিরূপ) ভাবমার্গ-নির্দেশ করিতে উপক্রম করা হইয়াছে।

যদি দ্বেষের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে বেণরাজা কি কারণে নরকে নিপতিত হইল—এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন—

"পুরুষরূপী শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া (বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি) পাঁচটি বিষয়ে আবিষ্ট যে সকল ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিরই মধ্যে বেণ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" ৩২২ ॥

'পুরুষ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি পাঁচটীর মধ্যে যাহারা (আবিষ্টচিত্ত) বেণ তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল না। প্রাসঙ্গিক ভগবন্নিন্দামাত্রের দ্বারা সে ভগবানের প্রতি শত্রুতা করিয়াছিল কিন্তু শত্রুতার প্রতি তাহার অনুবন্ধ ছিল না। অতএব তীব্র ধ্যানরূপ আবিষ্টতার অভাববশতঃ তাহার চরিত্রে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ। তাই ভগবানের প্রতি অসুরতুল্য স্বভাবের ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিজের মুক্তির জন্য বৈরভাব অনুষ্ঠানের সাহস করা উচিত নহে—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। অতএব, 'যে সকল সাধন শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (উহাই ভাগবত ধর্ম)'—এই উক্তির অতিব্যাপ্তি হইল না। (বৈরভাব) অনভিপ্রেত বলিয়া শ্রীভগবান্ উহার কথা বলেন নাই। যেহেতু এইপ্রকারে (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি) হয়,—

১ ভা. ১১. ২. ৩২, পূর্বে ৩৬১ পৃ° ২১৬ শ্লোকাঙ্ক দ্র° (পূর্বে ভা. শ্লোকের সংখ্যা ভুল আছে, শুদ্ধি দ্র°)।

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২৩ ॥
[ভা. ৭. ১. ৩০]

ইতি। অত্রাপি পূর্ববন্নিবেশয়েদিতি সম্মতিমাত্রং ন বিধিঃ। কেনাপি তেষপ্যুপায়েষু যুক্ততমেনৈকেনেত্যর্থঃ। অহো যস্তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গেণ চিরাৎ সাধ্যতে স এবাচিরাদ্ভাববিশেষমাত্রেণ, তত্র চ দ্বেষাদিনাপি। তস্মাদেবংভূতে পরমসদ্গুণস্বভাবে তস্মিন্ দূরেঽস্তু পামরজনভাব্যস্য বৈরস্য বার্তা. কো বাধম ঔদাস্যমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্যাদিতি রাগানুগায়ামেব তচ্চ যুক্ততমত্বমঙ্গীকৃতং ভবতি। ৭॥ ১। শ্রীনারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ ॥

[রাগানুগায়ামেব অভিধেয়ত্বম্]

তদেবং ভাবমার্গসামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভিধেয়ত্বমাহ—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব-পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তদ্ভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৩২৪ ॥
[ভা. ১১. ৫. ৪৪]

"অতএব কোন না কোন একটা উপায়েও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে।" ৩২৩॥
এখানেও পূর্বের মত '(শ্রীকৃষ্ণে) মনোনিবেশ করিবে'—ইহা সম্মতি মাত্র, বিধি নহে। সেই সেই উপায়গুলির মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত—তাহা দ্বারা (মনোনিবেশ করিবে)—ইহাই অর্থ। কি আশ্চর্য যে, তাদৃশ বহুপ্রযত্নসাধ্য বৈধীভক্তিমার্গে যাহা বহুকালে সাধিত হয়, তাহাই (শ্রীভগবানে) রাগানুরাগ ভাববিশেষমাত্রে অতিশীঘ্রই সাধিত হয়। আবার, সেখানে দ্বেষাদির দ্বারাও সাধিত হয়। অতএব পরমসদ্গুণস্বভাব সেই শ্রীভগবানে পামরজন কর্তৃক আচরিত বৈরভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন অধম কে আছে যে ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিও না করিবে! অতএব রাগানুগাতেই যে সেই প্রীতিভাব সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত—ইহাই স্বীকার করা হইল। ইতি। সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥

[রাগানুগাতেই অভিধেয়তা]

এই প্রকারে সাধারণতঃ ভাবমার্গেরই যখন প্রাধান্য, তখন রাগানুগাতেই যে অভিধেয়তা—তাহাতে আর কি বলিবার আছে—ইহাই কৈমুত্যন্যায়ে বলা হইতেছে—

"শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকাদি নৃপগণ যখন মাত্র শত্রুভাবশতঃ তাঁহার শয়ন ও উপবেশন কালে গতি, বিলাস, ও দর্শন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার আকার-প্রকার ধ্যান করিয়া তদাকার বুদ্ধিবশতঃ তদীয় গতি লাভ করিয়াছেন, তখন যাঁহারা তাঁহাতে নিত্য অনুরক্ত—তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?" ৩২৪॥

আকৃতিধিয়স্তত্তদাকারা ধীর্যেষাম্। এবমেবোক্তং গারুড়ে—

অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপন্তো
যং পাপিনোঽপি শিশুপাল-সুযোধনাদ্যাঃ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ
কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্॥

ইতি। অতো 'যথা বৈরানুবন্ধেন'[১] ইত্যত্র বৈরানুবন্ধস্য সর্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ম্। যচ্চ—

ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য ব্রহ্মহেলনম্।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ॥
[ভা. ৩. ১৬. ৩১]

ইতি জয়বিজয়ৌ প্রতি বৈকুণ্ঠবচনম্, তদপি তদপরাধাভাসভোগার্থমেব সংরম্ভযোগাভাসং বিধত্তে, তৎপ্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিকসিদ্ধত্বাৎ, যুদ্ধলীলার্থমেব তৎপ্রপঞ্চনাৎ।

'তদাকার বুদ্ধি' অর্থাৎ তদাকারে বুদ্ধি যাঁহাদের। গরুড়পুরাণে এইরূপ উক্ত হয়—

'শিশুপাল এবং সুযোধনাদিরূপ অজ্ঞান ও পাপিবৃন্দও যে-দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়া তাঁহার স্মরণমাত্রে পাপমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সেই তিনি যে পরমভক্তিমান্ জনগণের পরম গতি দান করিবেন—তাহাতে আর সন্দেহ কি?'

অতএব 'বৈরানুবন্ধ দ্বারা যেমন'—এই শ্লোকে যে বৈরানুবন্ধের কথা আছে, উহাতে সর্বাপেক্ষা আধিক্য যোজনা করা উচিত নয়।[২] আবার—

'ব্রহ্ম-অবহেলার যে পাপ—আমার প্রতি ক্রোধযোগে উহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমরা অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় আমার নিকটে প্রত্যাগমন করিবে।'

জয় ও বিজয়ের প্রতি এই যে বৈকুণ্ঠনাথের উক্তি—উহাতে তাহাদের অপরাধের যে আভাস, তাহারই ভোগের নিমিত্ত ক্রোধযোগের আভাস বিধান করিয়াছেন। যেহেতু তাহাদের দুইজনের (জয়বিজয়ের) পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ, কারণ, (শ্রীভগবানের সহিত) যুদ্ধলীলার নিমিত্তই যে তাহাদের প্রপঞ্চে আবির্ভাব।[৩]

১ ভা ৭. ১. ২৬, পূর্বে ৩১৮ শ্লোকাঙ্ক দ্র° (পৃ° ৫৫৭)।

২ বৈরানুবন্ধ যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা মনে করা উচিত নয়

৩ শ্রীভগবানের যুদ্ধের ইচ্ছা হওয়ায় ব্রাহ্মণশাপচ্ছলে জয় ও বিজয় তাঁহার সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন।

[দ্বেষাদৌ ন ভক্তিত্বম্]

অত্র দ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসৎ, ভক্তিসেবাদিশব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধের্বৈরে তদ্বিরোধত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তিদ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে।

যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কচিৎ।
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দনঃ॥

ইত্যত্র চ। নন্ন 'মন্যেঽসুরান্ ভাগবতান্'[1] ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দিশ্যতে। নৈবম্। যতো মন্য ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাদ্ ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং সিধ্যতীতি। সা চোৎপ্রেক্ষা তেন তচ্ছোকৌৎকণ্ঠ্যবতা কেবলদর্শন-ভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তৈব—যথা হন্ত বয়মেব বহির্মুখাঃ, যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে, যেভ্যশ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু

[দ্বেষাদিতে ভক্তিত্ব নাই]

এস্থলে দ্বেষাদিতেও কেহ কেহ ভক্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যেহেতু ভক্তি ও সেবা প্রভৃতি শব্দগুলির আনুকূল্য অর্থেই প্রসিদ্ধি আছে। বৈরভাবে আনুকূল্যের সহিত বিরোধ থাকায় উহাতে ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ভক্তি ও দ্বেষাদির মধ্যে পার্থক্যই জানা যায়, যেমন—

'যোগিগণ কর্তৃক ভক্তির দ্বারাই জনার্দন দৃষ্ট হন, অভক্তির দ্বারা কখনও দৃষ্ট হন না। রোষ ও মাৎসর্য হেতু কেহ জনার্দনকে দেখিতে সমর্থ হয় না।'

আচ্ছা, 'অসুরগণকে আমি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করি'—উদ্ধবের এই বাক্যে যে তাহাদিগের ভাগবতত্ব বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা যায় না। যেহেতু '(ভাগবত বলিয়া) মনে করি'—এই উল্লেখবশতঃ উৎপ্রেক্ষা[2] বুঝায়, অতএব আপনা হইতে তাহাদের ভাগবতত্ব নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই যে উৎপ্রেক্ষা—তাহাও উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে উৎকণ্ঠিত, সেই সময়ে কেবল দর্শন-সৌভাগ্যের প্রসঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং উহা সঙ্গতই হইয়াছিল। (ঐ উক্তির অভিপ্রায়) যথা—'হায়! আমরাই কৃষ্ণবহির্মুখ, কারণ, আমাদের অন্তিম কালে শ্রীভগবানের মুখচন্দ্রমা দর্শনের সম্ভাবনাও নাই, কিন্তু সেই আমাদের অপেক্ষা অসুরগণও ভাগবতস্বভাব—যে হেতু তাঁহারা

১ ভা ৩.২.২৪

২ যে যাহা নয় তাহাকে তাহাই বলিয়া উল্লেখ করার নাম উৎপ্রেক্ষা।

তদানীং তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসৌভাগ্যং প্রাপুরিতি। তস্মান্ন দ্বেষাদৌ কথঞ্চিদপি ভক্তিত্বম্। ১১ ॥ ৫। শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্ ॥

[শ্রীকৃষ্ণ এব রাগানুগা মুখ্যা]

তদেবং রাগানুগা সাধিতা। সা চ শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যা। 'গোপ্যঃ কামাৎ'[১] ইত্যাদিনা তস্মিন্নেব দর্শিতত্বাৎ। দৈত্যানামপি দ্বেষেণাপি তস্মিন্নেবাবেশলাভদর্শনাৎ, সিদ্ধিপ্রাপ্তেশ্চ। নান্যত্র তু কুত্রাপ্যংশিন্যংশে বা। অত এবোক্তম্—'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে' ইত্যাদি। অতস্তাদৃশঝটিত্যাবেশহেতূপাসনালাভাদেব স্বয়মেকাদশে বৈধোপাসনা স্বস্মিন্নোক্তা, কিন্ত্বন্যত্র চতুর্ভুজাকার এব। তত্র চ শুদ্ধস্য রাগস্য শ্রীগোকুল এব দর্শনাৎ তত্র তু রাগানুগা মুখ্যতমা, যত্র খলু স্বয়ং ভগবানপি তেষাং পুত্রাদিভাবেনৈব বিলসতি। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'[২] ইত্যাদেঃ, 'মল্লানামশনিঃ'[৩] ইত্যাদেঃ, 'স্বেচ্ছাময়স্য'[৪] ইত্যস্মাচ্চ। ততশ্চ ভক্তকর্তৃক-

অন্তিমকালে তাঁহার মুখচন্দ্রমা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।' অতএব কেবল দ্বেষাদিতে কখনও ভক্তিত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে না। ইতি। একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি।

[শ্রীকৃষ্ণেই রাগানুগা মুখ্য]

এই প্রকারে (অভিধেয়ত্ব প্রসঙ্গে) রাগানুগা দেখান হইল। সেই রাগানুগা শ্রীকৃষ্ণেই মুখ্য। যেহেতু—'গোপীগণ কামহেতু (তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)'—ইত্যাদি উক্তিবশতঃ তাঁহাতেই আবেশ দেখান হইয়াছে। দৈত্যদিগের ক্ষেত্রেও দ্বেষবশতঃ তাঁহাতেই আবেশ দেখা যায় এবং তাহাতেই তাহাদের সিদ্ধি। ইহা কিন্তু অন্য কোন অংশী বা অংশরূপ ভগবানে দেখা যায় না। তাই বলা হয়—'অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে'। সুতরাং শীঘ্র তাদৃশ আবেশ হেতু উপাসনা লাভ হয় বলিয়া শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নিজের বিষয়ে বৈধী উপাসনার কথা বলেন নাই, কিন্তু উহা অন্যের অর্থাৎ চতুর্ভুজ দেব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে যে শুদ্ধ রাগ উহা শ্রীগোকুলেই দেখা যায় বলিয়া উহাতেই রাগানুগা মুখ্যতম—সেখানে স্বয়ং ভগবানও গোকুলবাসিগণের পুত্রাদিভাবেই বিলাস করিতেছেন। কারণ উক্তি আছে—'যাহারা আমাকে যেভাবে প্রপন্ন হইয়া ভজনা করে (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি)'—'মল্লগণের তিনি অশনিস্বরূপ (এবং মানবগণের নিকট নরবর)'—ইত্যাদি এবং '(তিনি) স্বেচ্ছাময়'। অতএব ভক্ত

১ ভা ৭. ১. ২৯ ২ ভ. গী. ৪. ১১
৩ ভা. ১০. ৪৩. ১৭ ৪ ভা. ১০. ১৪. ২

ভোজনপানস্নপন-বীজনাদিলক্ষণলালনেচ্ছাপি তস্যাকৃত্রিমৈব জায়তে। সাধারণভক্তি-সদ্ভাবেনৈব হি—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ [ভা. ১০. ৮১. ৩]

ইত্যুক্তম্। শ্রীশুকদেবেন-চ তদেতদেবাকাঙ্ক্ষয়া শ্লাঘিতম্।

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ [ভা. ১০. ১৫. :৫]

ইত্যাদিনা। নানেন চৈশ্বর্যস্য হানিঃ, তদানীমপি তস্যৈশ্বর্যস্যান্যত্র স্ফুরদ্রূপত্বাৎ। ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্য চেশিতরি প্রশংসনীয়স্বভাবত্বাদেব। যথা শ্রীব্রজেশ্বরীবদ্ধ এব যমলার্জুনমোক্ষং কৃতবান্, তাদৃশৈশ্বর্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতৈব শ্রীশুকদেবেন বন্দিতা 'এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ'[1] ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যে চাদ্যাপি তদীয়রাগানুগা-পরাস্তেষামপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্রধর্মৈরুপাসনা যুক্তা। যথা শ্রীগোবর্ধনোদ্ধরণ-লব্ধবিস্ময়ান্ শ্রীগোপান্ প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব বিষ্ণুপুরাণে—

কর্তৃক অনুষ্ঠেয় তাঁহার ভোজন, পান, স্নান ও ব্যজনাদিরূপ লালনের ইচ্ছাও তাঁহাতে অকৃত্রিমরূপে প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে ভক্তি যদি থাকে তাহা হইলে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে ভক্তিভরে প্রদান করে, সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি।'

শ্রীশুকদেবও এই সেবাকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করিয়াছেন—

'পরম ভাগ্যবান্ কতকগুলি গোপবালক তাঁহার পাদসংবাহন করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ পাপমুক্ত হইয়া ব্যজনীর দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন।'

অবশ্য ইহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যহানি হয় না, কারণ, সেই সময়েই অন্য স্থানে তাঁহার ঐশ্বর্যের স্ফূর্তি রহিয়াছে। যিনি সর্বসমর্থ ঈশ্বর, তাঁহাতে ভক্তের ইচ্ছাময়ত্ব থাকায় সেইরূপ স্বভাব প্রশংসনীয়ই। যেমন, ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা কর্তৃক (উলূখলে) বদ্ধ হইয়াই তিনি যমলার্জুনকে মুক্তি দান করিলেন—সেই উহাতে (যমলার্জুন-মোচনে) তাদৃশ ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইলেও তিনি যেব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার বশ্য—তাহাতে সেই ভক্ত-বশ্যতারই বন্দনা করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'হে মহারাজ! এই প্রকারে (ব্রজেশ্বরীর বন্ধনস্বীকারে শ্রীভগবান্ ভক্তবশ্যতাই) দেখাইয়াছেন।' অতএব, এখনও যাঁহারা রাগানুগাপরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদি ধর্মে তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য। গোবর্ধন ধারণ দর্শনে বিস্মিত গোপবালকগণের প্রতি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

[1] ভা. ১০. ৯. ১৯

যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি।
তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥

ইতি। 'তদার্চা বন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি' ইতি বা পাঠঃ। তথা—

নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা ॥

ইতি। 'যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ'[১] ইত্যত্র তু শ্রীবসুদেবাদীনামৈশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানত্বাদ্ দ্ব্যাত্মিকৈব ভগবদনুমতির্জ্ঞেয়া। প্রাগ্‌জন্মন্যপি তয়োস্তপআদিপ্রধানৈব ভক্তিরুক্তা। অতঃ শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ পুনস্তন্মুখদৃষ্টবৈভবত্বমশ্লাঘিত্বা পুত্রস্নেহময়ীং মায়াখ্যৈকপর্যায়াং তৎকৃপামেব বহুমন্যমানস্তাদৃশভাগ্যঞ্চ শ্রীবসুদেবাদিকয়োর্নাস্তীতি বিস্পষ্টয়ন্ তস্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বরস্য চ ভাগ্যং তাদৃশবাল্যলীলোচ্ছল্যমানপুত্রভাবেন রাজমানমতিশ্লাঘিতবান্ রাজা—'নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্'[২] ইত্যাদিদ্বয়েন। শ্রীমুনিরাজশ্চ তাদৃশতৎপ্রেমৈব শ্লাঘিতবান্—'এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা'[৩] ইত্যাদিনা।

'যদি আমাতে তোমাদের প্রীতি থাকে, আর আমি যদি তোমাদের প্রশংসার যোগ্যই হইয়া থাকি, তাহা হইলে (বিস্ময় ত্যাগ করিয়া) আমাতে তোমাদের নিজের বন্ধুসদৃশ বুদ্ধি স্থাপনা কর।' অথবা 'বান্ধবযোগ্য বন্ধুসদৃশ সম্মান আমাতে প্রকাশ কর'—এই প্রকার পাঠও দেখা যায়। আরও শ্রীভগবান বলেন—

'আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব নহি, যক্ষ বা দানব নহি। আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জাত। অতএব ইহা হইতে অন্য কিছু আমার সম্বন্ধে চিন্তা করিও না।'

শ্রীবসুদেব (ও দেবকী) প্রভৃতির ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রধানভাবে ছিল বলিয়া—'তোমরা উভয়ে আমাকে পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবেই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া (আমার গতি লাভ করিবে)'—এই উক্তিদ্বারা দুইরূপেই (উপাসনার) অনুমতি শ্রীভগবান্ দিয়াছিলেন। পূর্বজন্মেও তাঁহাদের তপস্যাদিপ্রধান ভক্তির কথাই জানিতে পাওয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে শ্রীব্রজেশ্বরী (যশোদা) কর্তৃক দৃষ্ট যে বৈভব, উহার প্রশংসা না করিয়া মায়াদির একপর্যায়ভূতা পুত্রস্নেহময়ীরূপা যে ভগবৎকৃপা—তাহাকেই রাজা (পরীক্ষিৎ) সর্বাধিক মনে করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ সৌভাগ্য যে শ্রীবসুদেব ও দেবকী এই দুইজনের নাই—তাহাই স্পষ্টরূপে দেখাইয়া বাল্যলীলাচ্ছলে তাদৃশ পুত্রভাব যেখানে বিদ্যমান—সেই সৌভাগ্যেরই প্রশংসা করিয়া—'হে ব্রহ্মন্! আহা, শ্রীনন্দ এমন কি (পুণ্য) কাজ করিয়াছেন'—এই দুই শ্লোকে তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবও—'হে মহারাজ! শ্রীহরি এইরূপ

---

১ ভা. ১০ ৩ ৩৬ ২ ভা. ১০ ৮, ৩৬ ৩ ভা. ১০. ৯. ১৯

তদেবং শ্রীবসুদেবদেবক্যাবুপলক্ষ্য শ্রীনারদোঽপি সাধকান্ প্রতি 'দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ[১] ইত্যাদিনা যদুপদিষ্টবান্, তত্র টীকা চ—যথা, 'পুত্রোপলালনেনৈব ভাগবতধর্মসর্বস্ব-নিষ্পত্তেঃ' ইত্যেষা। তথা "মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বেশ্বরেশ্বরে"[২] ইতি, এতদপি তদবিরোধেন টীকায়ামেবমবতারিতম্। যথা, নমু পুত্রস্নেহশ্চেন্মোক্ষহেতুস্তর্হি সর্বেঽপি মুচ্যেরন্, তত্রাহ—'মাপত্যবুদ্ধিম্' ইতি ইত্যেতৎ। তস্মিন্নপত্যত্বং প্রাপ্তেঽপি তস্মিংস্তাদৃশভাবনাবশং গতেঽপি অস্তি স্বাভাবিকং পারমৈশ্বর্যমধিকমিতি ভাবঃ। যদ্বা পূর্ববন্মার্ষোঽড়াগমঃ কিন্ত্বকারো নিষেধে, 'অভাবে ন হ্যনো ন' ইতিশব্দকোষাৎ। ততো নিষেধদ্বয়াদপত্যবুদ্ধিমেব কুরু—ইত্যর্থঃ। অত এব জ্ঞানাজ্ঞানয়োরনাদরেণ কেবল-রাগানুগায়া এবানুষ্ঠিতিঃ প্রশস্তা, 'জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্'[৩] ইত্যাদিনা। তস্মাৎ শ্রীগোকুল এব রাগাত্মিকায়াঃ শুদ্ধত্বাৎ তদনুগা ভক্তিরেব মুখ্যতমা ইতি সাধ্বেবোক্তম্।

(বন্ধন স্বীকারে ভক্তবশ্যতা দেখাইলেন)'—এই উক্তি দ্বারা তাদৃশ প্রেমভাবেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। আবার, বসুদেব ও দেবকীকে উপলক্ষ্য করিয়া নারদও সাধকগণের প্রতি—'আপনারা দর্শন, আলিঙ্গন ও আলাপন দ্বারা (আত্মা পবিত্র করিয়াছেন)' এই উক্তি দ্বারা যে উপদেশ করিয়াছেন—তাহার টীকায় বলা হইয়াছে—'পুত্রোপলালন দ্বারাই ভাগবত ধর্মের নিষ্পত্তি হয়।' আবার, 'সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি করিও না'—এই যে বচন, ইহার টীকাতে যে বিষয়ের অবতারণা আছে, তাহাতে উপরের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় না। যেমন—(শ্রীভগবানে) পুত্রস্নেহই যদি মুক্তিলাভের হেতু, তাহা হইলে তো সকলেই মুক্ত হইতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—'(তাঁহাতে) পুত্রবুদ্ধি করিও না'। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্ব থাকিলেও তাঁহাতে তাদৃশ (বাৎসল্য-) ভাববশ্যতা সত্ত্বেও তাঁহাতে স্বাভাবিক পরমেশ্বরতার আধিক্য আছে—ইহাই অর্থ। অথবা—('মা' অর্থাৎ না, 'অকৃথাঃ' অর্থাৎ করিবে না)—এইরূপ (লুঙযোগে ধাতুর পূর্বে অকারের আগম না হইলেও) পূর্বের ন্যায় এখানে যে আর্ষ অকার হইয়াছে, তাহা নহে। বরং 'অকৃথাঃ' পদে (ন কৃথাঃ—এই) নিষেধ অর্থে অ-কার হইয়াছে। কারণ, শব্দকোষ অনুসারে অভাব অর্থে ন, বা অন্ হইয়া থাকে। অতএব ('মা' এবং 'কৃথাঃ'র পূর্বের 'ন') এই দুই নিষেধ থাকায় অর্থ দাঁড়াইতেছে—অপত্য বুদ্ধিই কর। অতএব—'(সচ্চিদানন্দরূপে) জানিয়া বা না জানিয়া (যাহারা আমাকে ভক্তি করে, তাহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত)'—এই উক্তিবশতঃ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রতি অনাদর থাকায় (কেবল রাগানুগা অনুষ্ঠানই যে প্রশস্ত) ইহা বুঝা যাইতেছে। সেই হেতু শ্রীগোকুলে রাগাত্মিকা ভক্তিরই শুদ্ধতা বলিয়া তদনুগা ভক্তিই যে মুখ্যতমা—ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে।

১ ভা ১১. ৫. ৪৩ ২ ভা ১১. ৫. ৪৫

৩ ভা. ১১. ১১. ৩৩

তদেবমন্যত্রাসম্ভবতয়া রাগানুগামাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা পূর্ণভগবত্তাদৃষ্ট্যা চ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনস্য মাহাত্ম্যং মহদেব সিদ্ধম্, তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য। অথ তদ্ভজনমাত্রস্য মাহাত্ম্যমুপক্রমত এব যথা—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥ [ভা. ১. ২. ৫]

ইতি। তত্রৈতদ্বক্তব্যম্—পূর্বং মনসঃ প্রসাদহেতুঃ পৃষ্টঃ; অনেন তু শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নমাত্রস্য তদ্ধেতুতোক্তা। ন তু 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ' [১] ইত্যাদিনা তদীয়ানন্তরপ্রকরণে যথা মহতা প্রযত্নেন কর্মার্পণমারভ্য ভক্তিনিষ্ঠাপর্যন্ত এব জাতে প্রাদুর্ভাবানন্তরভজনস্য তদ্ধেতুতোক্তা, তথেতি।

অত এবাবতারান্তরকথায়া অপি তদভিনিবেশ এব ফলমিত্যাহ— [২]

হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ॥
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥ ৩২৫॥
[ভা. ২. ৮. ২-৩]

সেই রাগানুগা ভজন অন্যত্র (অন্য দেবে) অসম্ভব, অতএব রাগানুগার মাহাত্ম্য বিবেচনায় এবং পূর্ণভগবত্তার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণভজনেরই প্রকৃষ্ট মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতেছে এবং তন্মধ্যে শ্রীগোকুললীলা-ত্মক শ্রীকৃষ্ণভজনেরই (শ্রেষ্ঠতা)। আবার, সেই শ্রীকৃষ্ণভজনমাত্রের মাহাত্ম্য উপক্রম করিয়া বলা হয়—

'হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, যে হেতু আপনাদের উত্থাপিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন লোকহিতকর এবং উহা হইতে অন্তঃকরণও প্রসন্নতা লাভ করে।'

এখানে বক্তব্য এই—পূর্বে ঋষিগণ মনের প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (তাহার উত্তরে) উপরের ঐ উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নই যে মনের প্রসন্নতার হেতু—তাহাই বলা হইল। অবশ্য '(যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি)—তাহাই লোকগণের পরম ধর্ম'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তৎপরবর্তী প্রকরণে—বিশেষ যত্নপূর্বক কর্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠা পর্যন্ত ভূমিকা সম্পন্ন করিবার পর উহা হইতে যে-ভক্তির উদ্ভব হয় এবং তাহার পর যে শ্রীকৃষ্ণভজন—তাহাই মনঃপ্রসন্নতার হেতু বলিয়া যেরূপ (সেখানে) উল্লেখ আছে, এখানে কিন্তু তদ্রূপ নহে।

অতএব, অন্য অবতারসমূহের কথা শ্রবণের ফলও যে শ্রীকৃষ্ণেই অভিনিবেশ—তাহাই বলিতেছেন—

"হে মহাভাগ! অদ্ভুত-বীর্যবান্ শ্রীহরির লোকমঙ্গলকর সেই কথাসকল বলুন যাহা শুনিয়া আমি অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিমুক্ত মনকে নিবিষ্ট করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি।" ৩২৫।

১ ভা. ১. ২. ৬ ২ শ্রীভগবদুবাচ:—হস্তলিখিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ।

ইতি। হরেস্তদবতাররূপস্য। অখিলাত্মনি সর্বাংশিনি কৃষ্ণে শ্রীমদর্জুনসখে। ২ ॥ ৮। রাজা ॥

[রাগানুগাভক্তানাং জ্ঞানযোগাদিষু অনাদরঃ]

তথা শ্রীমদুদ্ধবসংবাদান্তে চ যথা। তত্র যদ্যপি পূর্বাধ্যায়সমাপ্তৌ উক্তায়া জ্ঞানযোগচর্যায়া ভক্তিসহভাবেনৈব স্বফলজনকত্বং শ্রীভগবতোক্তং তথাপি তাং জ্ঞানযোগচর্যামংশতোঽপ্যনঙ্গীকুর্বতা পরমৈকান্তিনা শ্রীমদুদ্ধবেন—

স্বদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ১-২]

ইতি। অত্র স্ববাক্যে তস্যা দুষ্করত্বেন প্রায়ঃ ফলপর্যবসায়িত্বাভাবেন চোক্তত্বাৎ, শুশ্রূষ্যমাণায়া ভক্তেস্তু সুকরত্বেনাবশ্যক-ফলপর্যবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাৎ, তদ্ভক্তিরেব কর্তব্যেতি স্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং তাং জ্ঞানযোগচর্যামনাদৃত্য ভক্তিমেবাপি

'শ্রীহরির' অর্থাৎ অবতাররূপ শ্রীহরির, 'অখিলাত্মা' অর্থাৎ সকল অংশের (অর্থাৎ অবতারের) মূলীভূত অর্জুনসখা যে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাতে। ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের উক্তি ॥

[রাগানুগা ভক্তের জ্ঞানযোগাদিতে অনাদর]

এইরূপ উদ্ধবসংবাদের শেষেও উক্ত হয়। যদিও সেখানে পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তি স্থলে শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও যোগাচরণ ভক্তির সহকারিরূপে স্বফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে, তথাপি সেই জ্ঞান ও যোগাচরণকে অংশমাত্রেও স্বীকার না করিয়া পরমৈকান্তী ভক্ত উদ্ধব বলিয়াছেন—

'হে অচ্যুত! যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে এইরূপ যোগাচরণ নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া মনে করি। অতএব লোকে যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আপনি তাহাই সহজ করিয়া বলুন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যোগ আচরণ করিতে গিয়া প্রায়ই মনোনিবেশ না হওয়ায় মনোনিগ্রহে কাতর যোগিগণ বিষাদগ্রস্ত হন।'

এখানে (উদ্ধবের) নিজ বাক্যে যোগাচরণ যে দুষ্কর এবং উহা যে প্রায়ই ফলপ্রাপ্তি ঘটাইতে পারে না—ইহাই বলা হইয়াছে, এবং তিনি যে ভক্তি বিষয়ে শুনিতে চাহেন, সেই ভক্তি সুকর এবং আবশ্যক ফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে বলিয়া তাহা অভিপ্রেত—অতএব সেরূপ ভক্তিই যে কর্তব্য—ইহাই উদ্ধবের নিজ অভিপ্রায় স্বরূপে দেখান হইল। এইরূপে জ্ঞান ও যোগাচরণে অনাদর

কুর্বাণাস্তব শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্তু জ্ঞানযোগাদিফলানাদরেণৈব কুর্বন্তীতি পুনরাহ চতুর্ভিঃ—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩২৬ ॥
[ভা. ১১. ২৯. ৩]

যস্মাদেবং কেচন বিষীদন্তি—অথাত অত এব যে হংসাঃ সারাসারবিবেকচতুরাঃ তে তু সমস্তানন্দপূরকং পদাম্বুজমেব নু নিশ্চিতং সুখং যথা স্যাত্তথা শ্রয়েরন্ সেবন্তে। পদাম্বুজস্য সম্বন্ধিপদানুক্তিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যমানত্বদীয়পদাম্বুজাভিব্যঞ্জনার্থা। অমী চ শুদ্ধভক্তা যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়া চ বিহতাঃ কৃতভক্ত্যনুষ্ঠানান্তরায়া ন ভবন্তি। যতো ন চ মানিনস্তে মানিনোঽপি ন ভবন্তি। পুরুষার্থসাধনে ভগবতো নিরুপাধিদীনজন-কৃপায়া এব সাধকতমত্বং মন্যন্তে ন যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্যেত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য ভক্তস্য জ্ঞানযোগাদীনাং যৎফলং তন্মাত্রং ন কিন্তন্যন্মহদেবেত্যাহ—

করিয়া যাঁহারা একমাত্র ভক্তি অর্থাৎ তোমার শ্রীকৃষ্ণরূপেরই ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগাদি-সাধ্য ফলেও অনাদর দেখাইয়া সেইরূপ ভক্তি করেন—তাহাই চারিটি শ্লোকে পুনরায় বলিতেছেন—

"হে পদ্মনেত্র (শ্রীকৃষ্ণ)! যাঁহারা হংসস্বভাব (অর্থাৎ বিচারে চতুর), তাঁহারা আনন্দদায়ক তোমার পাদপদ্মকেই সানন্দে আশ্রয় করিয়া থাকেন। হে বিশ্বেশ্বর! এই সকল (তত্ত্বৎ-) মানহীন ব্যক্তিগণ যোগ ও কর্মসমূহের দ্বারা ও তোমার মায়া দ্বারা বিহত হন না।" ৩২৬ ॥

যে হেতু কেহ কেহ যোগাচরণে বিষাদপ্রাপ্ত হন, সেই হেতু যাঁহারা হংসস্বভাব অর্থাৎ সার এবং অসার বিষয়ে বিচারপটু, তাঁহারা কিন্তু সমস্ত আনন্দের পরিপূরক (তোমার) পাদপদ্মকেই—যাহাতে নিশ্চিত সুখ লাভ হয়, সেইভাবে আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেবা করেন। পাদপদ্মের সম্বন্ধী যে 'তুমি' (অর্থাৎ 'তোমার')—সেই পদের উল্লেখ না থাকায় ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ দৃশ্যমান যে তুমি—তাহারই পাদপদ্ম। এই সকল শুদ্ধ ভক্ত যোগ ও কর্মসমূহের দ্বারা এবং তোমার মায়া দ্বারা বিহত অর্থাৎ ভক্ত্যনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা সেই অনুষ্ঠান বিষয়ে মানী অর্থাৎ অভিমানী নহেন। পুরুষার্থসাধন বিষয়ে তাঁহারা শ্রীভগবানের দীনজনের প্রতি নিরুপাধিক কৃপাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যোগী প্রভৃতির ন্যায় নিজের প্রযত্নকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। জ্ঞান ও যোগাদির যে ফল—এতাদৃশ শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে মাত্র উহাই যে পাওয়া যায় তাহাই নহে, কিন্তু অন্য মহৎফলও হয়। তাই বলিতেছেন—

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতট-পীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৩২৭ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ৪]

অশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু, যদ্বা অশেষাণাম্ অসুরপর্যন্তানাং যো বন্ধুর্মোক্ষাদি-দানৈর্নিরুপাধিহিতকারী হে তথাভূত! তবৈতৎ কিং চিত্রং যদনন্যশরণেষু জ্ঞানযোগ-কর্মাদ্যনুষ্ঠানবিমুখেষু দাসেষু শুদ্ধভক্তেষু বলিপ্রভৃতিষু আত্মসাত্ত্বং তেষাং য আত্মা তদধীনত্বম্ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'ন সাধয়তি মাং যোগঃ'[১] ইত্যাদি। তস্য তব তথাভূতেষু ন জাতিগুণাদ্যপেক্ষা চেত্যন্তরঙ্গলীলায়ামপি দৃশ্যত ইত্যাহ 'যঃ' ইতি। সহেতি সহভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ। মৃগৈর্বৃন্দাবনচারিভিঃ। স্বয়ন্তু কথম্ভূতোঽপি ঈশ্বরাণামিত্যাদিলক্ষণোঽপি। ঈশ্বরাঃ শ্রীশিবব্রহ্মাদয়ঃ। জ্ঞানযোগাদিপরমফল-রূপাপি যা মুক্তিস্তাং দৈত্যেভ্যো দদাসি। পাণ্ডবাদিসখ্য-দৌত্যবীরাসনাদিস্থিতিবদ্

"হে অচ্যুত! হে অশেষ-বন্ধুস্বরূপ! তোমার পক্ষে ইহা কি আশ্চর্যের যে, অনন্যশরণ শুদ্ধ ভক্তকে তুমি আত্মসাৎ করিয়া লও। নিজে তুমি এরূপ যে, যাঁহার পাদপীঠে (শিব ব্রহ্মাদি) ঈশ্বর-গণের মস্তক-কিরীট বিলুণ্ঠিত হয়—সেই তুমি (বৃন্দাবনে) মৃগগণের সহিতও সখ্যভাব করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছ।" ৩২৭ ॥

'হে অশেষ-বন্ধুস্বরূপ' (তুমি) অনন্যশরণ দাস-ভক্তগণের প্রতি বন্ধুস্বরূপ। অথবা অশেষজনগণের অর্থাৎ অসুরগণ পর্যন্তও সকলের প্রতি যিনি বন্ধুস্বভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রভৃতি প্রদানে অহেতুক হিতকারী—হে তথাভূত! ইহা তোমার পক্ষে কিই বা আশ্চর্য যে, যাঁহারা অনন্যশরণ অর্থাৎ জ্ঞান-যোগকর্মাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ—এমন যে তোমার দাস অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্ত—যেমন বলি প্রভৃতি—তাহাদের প্রতি আত্মীয় ভাব, অর্থাৎ তাহাদের যিনি আত্মস্বরূপ, তাহার অধীনতা প্রকাশ কর। তাই (তুমি) বলিয়া থাক—'যোগ আমাকে (তেমন) বশীভূত করে না (যেমন ভক্তি করিয়া থাকে)'—ইত্যাদি। 'তাহার' অর্থাৎ তোমার তথাভূত শুদ্ধ ভক্তগণের প্রতি জাতি গুণাদির অপেক্ষা নাই। অন্তরঙ্গ লীলাতেও তাহাই দেখা যায়। তাই বলিতেছেন—'(এমন) যে (তুমি—মৃগগণ সহ সখ্য করিয়াছ)'। 'সহ' অর্থাৎ সহভাব বা সখ্য—বৃন্দাবনচারী মৃগগণের সহিত। কিন্তু নিজে তুমি কিরূপ? না—(ব্রহ্মাদি) ঈশ্বরগণেরও (পূজ্য)—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 'ঈশ্বরগণ' বলিতে শ্রীশিব ও ব্রহ্মাদি। জ্ঞান ও যোগাদির পরমফলরূপ যে মুক্তি, তাহা তুমি দৈত্যগণকে প্রদান কর। কিন্তু পাণ্ডবাদির সখ্য, দৌত্য, বা বীরাসন প্রভৃতি যেরূপ গ্রহণ করিয়া থাক, সেইরূপ দাসবৃন্দের তুমি আপনা

১ ভা. ১১. ১২. ১

দাসানান্তু স্বয়মধীনো ভবসি। অত এবংভূতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তব ভক্তির্মুখ্যেতি ভাবঃ। ফলিতমাহ—

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ
কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৩২৮ ॥
[ভা. ১১. ২৯. ৪]

তমেবম্ভূতং ত্বাং স্বকৃতবিৎ 'প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্' [১] ইত্যাদি-শ্রীকপিলদেবোপদেশতঃ স্বসৌন্দর্যাদিস্ফূর্তিলক্ষণং স্বস্মিন্ কৃতং ত্বদীয়োপকারং যো বেত্তি স কো নু বিসৃজেৎ 'তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে' [২] ইতি তদুপদিষ্টাধিকারিবিশেষবৎ পরিত্যজেৎ ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যস্ত্যজতি স কৃতঘ্ন এবেতি ভাবঃ। কথম্ভূতং ত্বাম্ ? স্বরূপত এবাখিলানামাত্মনাং দয়িতং প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠমীশ্বরঞ্চেত্যাদি। তথা, নু বিতর্কে, ত্বদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি দেবতান্তরং ধর্মজ্ঞানাদিসাধনং ভূত্যৈ ঐশ্বর্যায়

হইতেই অধীন হও। অতএব এবম্ভূত যে তুমি শ্রীকৃষ্ণ—তোমাতেই (এই রাগানুগা) ভক্তি মুখ্য—ইহাই ভাবার্থ। ফলতঃ বলা হয়—

"আপনি নিখিল জগতের প্রাণপ্রিয়তম ঈশ্বর এবং আশ্রিত জনগণের সর্বার্থদাতা—আপনার নিজ জনের প্রতি কৃত ব্যবহার যিনি জানেন—তিনি কি করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিবেন? এমন কে আছে যে সংসারবিস্মৃতির জন্য বা ভূতিলাভের জন্য অন্য কাহারও ভজনা করিবে? আবার আপনার পদরজঃ যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কি ফলই বা না পাওয়া যায়॥" ৩২৮॥

যিনি আপনার 'নিজের কৃত' রূপশোভার কথা জানেন—এবম্ভূত আপনাকে অর্থাৎ 'আপনি যে প্রসন্ন বদন-কমল-যুক্ত ও পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণ-নয়নযুত'—ইত্যাদি শ্রীকপিলদেবের উপদেশ অনুসারে আপনার নিজ সৌন্দর্যাদির লক্ষণ যে ব্যক্তি জানেন, বা আপনার 'নিজ জনের প্রতি কৃত' উপকার-ব্যবহার যিনি জানেন—তিনি কি আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? 'মনোরূপ বড়িশাকে ধীরে ধীরে যেমন ধ্যেয় বস্তু হইতে (লোকে) সরায়'—এই বচনে যে প্রকার অধিকারিবিশেষের কথা বলা হইয়াছে—কেবল সেই ব্যক্তিই ত্যাগ করিতে পারে, অতএব কেহই পারে না—ইহাই অর্থ। অতএব যে ব্যক্তি ত্যাগ করে, সে নিশ্চয় কৃতঘ্ন—ইহাই ভাবার্থ। আপনি কিরূপ? না, নিখিল প্রাণের দয়িত অর্থাৎ প্রাণকোটি-প্রিয়তম এবং ঈশ্বর। বিতর্ক অর্থে (শ্লোকের) 'নু' (অর্থাৎ 'আবার')—এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কিছু ধর্মজ্ঞানাদির সাধন অন্য দেবতাকে

১ ভা. ৩. ২৮. ১৩ ২ ভা. ৩. ২৮. ৩৪

সংসারস্য বিস্মৃতয়ে মোক্ষায় বা কো ভজেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু তত্তৎ ফলমপি ত্বদ্ভক্তেরেবান্তর্ভূতমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। বাশব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ, তদুক্তম্—'যৎ কর্মভির্যত্তপসা' [১] ইত্যাদি।

নন্ু কথং তত্তৎ ফলমপি বিসৃজন্তি, ন তু মাম্, কিং বা মম কৃতম্? তত্রাহ—

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ৩২৯॥
[ভা ১১. ২৯. ৬]

হে ঈশ! কবয়ঃ সর্বজ্ঞা ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃতমুপকারমৃদ্ধমুদ উপচিতত্বদ্ভক্তি-পরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তোঽপচিতিং প্রত্যুপকার-মানৃণ্যমিতি যাবৎ, তাং ন উপয়ন্তি পশ্যন্তি। তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ—যো ভবান্ তনুভৃতাং ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সকলতনুধারিণাং বহিরাচার্যবপুষা

'ভূতির নিমিত্ত' অর্থাৎ ঐশ্বর্যের জন্য বা সংসারের 'বিস্মৃতির নিমিত্ত' বা মোক্ষের জন্য কেহ কি ভজনা করে? না, কেহই করে না—ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু—আমাদের সেই সেই ফল সমূহও আপনার ভক্তিতেই অন্তর্ভুক্ত—তাহাই 'কিই বা না হয়'—এই শ্লোকাংশে বলা হইতেছে। '(কিই বা)'—এই 'বা' শব্দের দ্বারা' (সেই ঐশ্বর্যাদিফলে) অনাদরই সূচিত হইয়াছে। তাই বলা হয়—'যাহা কর্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায়, (ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা তাহা লাভ করে)'—ইত্যাদি।

আচ্ছা, যদি বল (ভক্ত) কেন সেই সেই (ঐশ্বর্যাদি) ফল ত্যাগ করে, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করে না, আমি (তাহাদের) এমন বা কি করিয়াছি?—তদুত্তরে বলিতেছেন—

"হে ঈশ্বর! কবিগণ (সর্বজ্ঞ ঋষিবৃন্দ) ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু লাভ করিয়াও তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া এমনই আনন্দ লাভ করেন যে, আর কিছুতেই তাঁহারা আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। কারণ, আপনি দেহধারী জীব-মাত্রেরই বাহিরে ও অন্তরে (যথাক্রমে) গুরুরূপে ও চিত্তের ধ্যেয় বস্তুরূপে অশুভ নাশ করিয়া আপনার নিজ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ৩২৯॥

হে ঈশ্বর! 'কবিগণ' অর্থাৎ 'সর্বজ্ঞবৃন্দ' ব্রহ্মতুল্য পরমায়ুঃ লাভ করিলেও অর্থাৎ সেই (সুদীর্ঘ) কাল পর্যন্ত ভজনা করিয়া আপনার কৃত উপকারে বর্ধিত আনন্দে অর্থাৎ আপনার ভক্তি-বিবৃদ্ধ পরমানন্দ লাভ করিয়া এবং তাহাই স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকার রূপ পরিশোধ যাহাতে হয়—তদুদ্দেশ্যে তাহার অপচয় দেখিতে চাহেন না। তাই—'তোমাকে ত্যাগ করেন না'—বলা হয়। (আপনার) কৃত (উপকার) কি? তাহাই বলিতেছেন—'আপনি যে দেহধারী জীববৃন্দের'—অর্থাৎ তাহারা আপনার

[১] ভা. ১১. ২০. ৩২ পূর্বে ৯২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ শ্লোক দ্র°।

গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্যবপুষা চিত্তস্ফুরিতধ্যেয়াকারেণাশুভং স্বভক্তিপ্রতিযোগি সর্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তি ইতি। ১১ ॥ ২৯। শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥

[গোকুললীলাত্মক-শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের্মাহাত্ম্যম্]

তথৈব স্বভক্তেরতিশয়িত্বং শ্রীভগবানপি তদনন্তরমুবাচ। তত্র চ তাদৃশান্ প্রতি শুদ্ধাং স্বভক্তিং 'হন্ত তে কথয়িষ্যামি'[১] ইত্যাদিচতুর্ভিরুক্ত্বাপ্যেতাদৃশান্ প্রতি চ করুণয়া স্বভজনপ্রবর্তনার্থমন্যদ্বিচারিতবান্ চতুর্ভিঃ[২]। যতঃ প্রায়শো লোকাঃ স্পর্ধাদিপরাঃ কথঞ্চিদন্তর্মুখত্বেঽপি সর্বান্তর্যামিরূপ-তদ্ভজনমাত্রজ্ঞানিন ইত্যালোচ্য কৃপয়া তেষাং স্পর্ধাদীন্ ঝটিতি দূরীকর্তুং স্বস্মিন্নেবান্তর্মুখীকর্তুঞ্চ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"[৩] ইত্যাদ্যুক্ত-তদন্তর্যামিরূপস্বাংশস্য ভজনস্থানে স্বভজনমুপদিষ্টবান্। যথা—

কৃপাপাত্র বলিয়া সকল দেহধারীরই বাহিরে আপনি আচার্যরূপে অর্থাৎ গুরুরূপে, আর অন্তরে চিত্তের ধ্যেয় বস্তুরূপে অর্থাৎ চিত্তে স্ফুরিত ধ্যেয়াকারে আপনার ভক্তির বিরোধী অশুভসমূহ নাশ করিয়া আপনার 'নিজ ভাব' অর্থাৎ নিজের অনুভব ব্যক্ত করাইয়া থাকেন। ইতি একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥

[গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ ভক্তির মাহাত্ম্য]

নিজ ভক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ অনন্তর অনুরূপভাবে বলিয়াছেন। সেখানে তাদৃশ (ভক্তগণের) প্রতি শুদ্ধ স্বভক্তি সম্বন্ধে '(আমি) তোমাদিগকে (সুমঙ্গল ধর্ম) উপদেশ করিব'—বলিয়া চারিটি শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। এবং তাহার পর যাঁহারা তাদৃশ ভক্ত নহেন—তাঁহাদেরও প্রতি করুণায় নিজ ভজন প্রবর্তনের নিমিত্ত চারিটি শ্লোকে অন্যপ্রকার বিচারও করিয়াছেন। যে হেতু লোকে প্রায়ই স্পর্ধাশীল অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ এবং কিছুটাও যদি তাহারা অন্তর্মুখ হয়, তবুও মাত্র সর্বান্তর্যামিরূপেই শ্রীভগবদ্‌ভজনের জ্ঞান তাহাদের দেখা যায়—ইহাই ভাবিয়া কৃপাপূর্বক তাহাদের সেই স্পর্ধা প্রভৃতিকে শীঘ্র দূর করিতে এবং নিজের প্রতি তাহাদিগকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য 'সমস্ত জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়া আমি আছি'—ইত্যাদি উক্তির দ্বারা অন্তর্যামিরূপ অংশস্বরূপের ভজন স্থানে নিজের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। যেমন (উক্ত হয়)—

১ ভা. ১১. ২৯. ৮ ২ ভা. ১১. ২৯. ১২-১৫ দ্র০।
৩ ভ. গী. ১০. ৪২

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ১২]

টীকা চ—অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ—মাম্ ইতি ত্রিভিঃ। সর্বভূতেষ্বাত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামেব ঈক্ষেতেত্যেষা।

কথংভূতমীশ্বরম্ ? বহিরন্তঃপূর্ণমিত্যর্থঃ। তৎ কুতঃ ? অপাবৃতম্ অনাবরণম্। তদপি কুতঃ ? যথা খম্ অনঙ্গত্বাদ্বিভুত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অত্র মামেবেতি শ্রীকৃষ্ণরূপমেবেক্ষত, ন তু কেবলান্তর্যামিরূপমিত্যভিপ্রায়েণৈবান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহেতি ব্যাখ্যাতম্। ততশ্চ—

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে ।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ৩৩১ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ১৩-১৪]

"নির্মলাশয় ব্যক্তি সর্বভূতে এবং আত্মাতে অবস্থিত বাহিরে ও অন্তরে পূর্ণ এবং আকাশের ন্যায় অনাবৃত আত্মস্বরূপ আমাকেই দর্শন করে"। ৩৩০ ॥

টীকা—'আমাকেই (দর্শন করে)'—প্রভৃতি এই তিনটি শ্লোকে অন্তরঙ্গা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে। সর্বভূতে এবং আত্মায় অবস্থিত আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বররূপে স্থিত আমাকে দর্শন করে—এই পর্যন্ত টীকা।

কিরূপ ঈশ্বর ? না—বাহিরে ও ভিতরে যিনি পূর্ণ। কেন পূর্ণ ? না—তিনি অনাবৃত অর্থাৎ আবরণহীন। কেন তিনি সেরূপ ? না—আকাশ যেরূপ, তিনি সেইরূপ, যেহেতু তিনি সঙ্গ বা আসক্তি-রহিত এবং বিভু। এখানে 'আমাকেই (দর্শন করে)'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকেই দর্শন করে, কিন্তু কেবল অন্তর্যামিরূপে আমাকে দর্শন করে না—ইহাই বুঝিতে হইবে এবং এই অভিপ্রায়েই অন্তরঙ্গা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে বলিয়া (এই শ্লোকের) এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাই (পরে বলা হয়)—

"হে মহাতেজাঃ (উদ্ধব)! যে-ব্যক্তি কেবল জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছে, পূর্বোক্ত সর্ব ভূত আমারই মধ্যে বিদ্যমান মনে করিয়া সে তাহাদের সম্মান করে। ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, চোরে ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে দানকারীতে, সূর্যে ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এবং অক্রূর ও ক্রূরের প্রতি যে-ব্যক্তি এই প্রকার সমদৃষ্টি করে, সেই পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হয়।" ৩৩১ ॥

কেবলং জ্ঞানম্ অন্তর্যামিদৃষ্টিমাশ্রিতোঽপীতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন তেষু মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য যো ভাবোঽস্তিত্বং তদ্বিশিষ্টতয়া মন্যমানঃ সভাজয়ন্ পণ্ডিতো মতঃ। মদ্দৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণাদিষু সমদৃক্ সমং মামেব পশ্যতীতি। ততশ্চ 'নরেষ্বভীক্ষ্ণম্' [1] ইত্যাদিনা তাদৃশস্বোপাসনাবিশেষস্য ঝটিতি স্পর্ধাদিক্ষয়লক্ষণং ফলমুক্ত্বা 'বিসৃজ্য' [2] ইত্যাদিনা তথাদৃষ্টিসাধনং সর্বনমস্কারমুপদিশ্য 'যাবৎ' [3] ইত্যাদিনা তাদৃশোপাসনায়া অবধিঞ্চ সর্বত্র স্বতঃ স্বস্ফূর্তিমুক্ত্বা 'সর্বম্' [4] ইত্যাদিনা

নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্‌জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥
[ভা. ৪. ৩০. ২০.]

'কেবল জ্ঞান' অর্থাৎ আমি যে অন্তর্যামী—এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াও পূর্বোক্ত প্রকারে সর্বভূতে আমার ভাব অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে আমার শ্রীকৃষ্ণরূপের যে ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বিদ্যমান—তদ্বিশিষ্ট মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি সম্মান করায় পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা মদ্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণাদিতে সমদৃষ্টি করিয়া থাকে—অর্থাৎ উহাদের মধ্যে আমাকেই দর্শন করে। অতএব, '(যে ব্যক্তি) সকল মনুষ্যের মধ্যে (আমার ভাব ভাবনা করে, তাহার স্পর্ধা প্রভৃতি দূর হয়)',—ইত্যাদি উক্তিতে তাদৃশ নিজ-উপাসনা-বিশেষে শীঘ্রই যে স্পর্ধা প্রভৃতির ক্ষয়রূপ ফল লাভ হয়—তাহাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন; এবং তাহারই পরে '(লজ্জা) ত্যাগ করিয়া (সকলকে প্রণাম করিবে)'—এই উক্তিতে অনুরূপ দৃষ্টিবিধান উদ্দেশ্যে সকলকে নমস্কারের উপদেশ দিয়াছেন এবং 'যে পর্যন্ত (সর্বভূতে মদ্ভাব না হয়—সেই পর্যন্ত উপাসনা করিবে)'—ইহাই বলিয়া তাদৃশ উপাসনার সীমা নির্দেশে নিজের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তির কথা বলিয়াছেন, যেমন—'(এইরূপ উপাসকের) সবই (ব্রহ্মাত্মক হয়)'—ইত্যাদি।

'আমি সর্বজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণের—আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ কীর্তনে (শ্রোতৃগণের) হৃদয়-মধ্যে প্রতিপদে নূতনের ন্যায় আমি আবির্ভূত হই এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়া লোকে মোহ, শোক বা হর্ষে অভিভূত হয় না।'

১ ভা ১১. ২৯. ১৫　　২ ভা. ১১. ২৯. ১৬ 'বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্' ইত্যাদি।

৩ ১১. ২৯. ১৭ শ্লোকটি এইরূপ :—

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥

৪ ভা ১১. ২৯. ১৮ 'সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য'—ইত্যাদি।

74—1830 B.

ইতি প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে তট্টীকায়াঞ্চ তস্য ভগবতঃ প্রতিপদ-নব্যস্ফূর্তিরেব ব্রহ্মেতীতি যদুক্তং তদেব তৎফলমিত্যুক্ত্বা, যদ্বা কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতীতি গোপালতাপনীপ্রসিদ্ধব্রহ্মেত্যভিধান-নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপ-স্ফূর্তিস্তৎফলমিত্যুক্ত্বা তেনৈব তাদৃশোপাসানাং সর্বোৎকর্ষমপি প্রশংসতি—

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৩২ ॥
[ভা. ১১. ২৯. ১৯]

সর্বকল্পানাং সর্বোপায়ানাং সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ। মদ্ভাবো মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ভাবনা।

এতচ্চ শ্রীকৃষ্ণভজনস্যান্তর্যামিভজনাদপ্যাধিক্যং শ্রীগীতোপসংহারানুসারেণৈবোক্তম্। তথা হি—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥

—এই প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যে এবং তাহার টীকায় শ্রীভগবানের পদে পদে নব নব স্ফূর্তিই যে ব্রহ্ম—এই বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, উহাই তাহার ফল বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অথবা—কি প্রকারে এই (শ্রীকৃষ্ণরূপ) অবতারের ব্রহ্মতা হইতে পারে—তাহাই বলিতে গিয়া গোপালতাপনীতে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম—তাহা যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম এবং তদ্রূপে স্ফূর্তিই যে সেই ব্রহ্ম-উপাসনার ফল—ইহা বলিবার পর শ্রীভগবান্ তদ্দ্বারাই তাদৃশ উপাসনার সর্বাধিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন—

"মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা নিখিল ভূতে আমার (শ্রীকৃষ্ণরূপের) ভাব উপলব্ধিই হইতেছে সর্বকল্পের অর্থাৎ সর্ব উপায়ের মধ্যে সমীচীন—ইহাই আমার মত।" ৩৩২ ॥

'সর্বকল্পের' অর্থে সর্ব উপায়ের। (শ্লোকের) 'সধ্রীচীন' পদের অর্থ সমীচীন। 'আমার ভাব' বলিতে আমার শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনা।

আর, এই শ্রীকৃষ্ণের ভজনে অন্তর্যামিরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন অপেক্ষা যে আধিক্য, তাহা শ্রীগীতার উপসংহারবাক্য হইতেই বলা হয়। যথা—

'হে অর্জুন! দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসমূহকে যেরূপ সূত্রধর ভ্রমণ করাইয়া থাকে, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক সেইরূপ মায়া দ্বারা সর্ব প্রাণীকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ [ভ. গী. ১৮. ৬১-৬৬]

ইতি। অত্র চ গুহ্যং পূর্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানম্, গুহ্যতরমন্তর্যামিজ্ঞানম্, সর্বগুহ্যতমং তন্মনস্ত্বাদিলক্ষণং তদেকশরণত্বলক্ষণঞ্চ তদুপাসনম্ ইতি সমানম্। এবং শ্রীগীতাস্বেব নবমাধ্যায়েঽপি—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ [ভ. গী. ৯. ১]

হে ভরতকুলোদ্ভব! তুমি সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার নিকটে গোপনীয় হইতেও গোপনীয়—এই (পরম) জ্ঞান-তত্ত্ব কীর্তন করিলাম। ইহা অশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার হিতার্থে আমি পুনরায় সর্বগুহ্যতম পরম বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমাকে নমস্কার কর—তুমি আমার প্রিয়,—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক এই সত্য করিতেছি যে, তাহা হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত (আনুষ্ঠানিক) ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। তুমি পরিতাপ করিও না, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

এখানে (গীতার) পূর্বের অধ্যায়ে কথিত যে জ্ঞান উহা গুহ্য, আর অন্তর্যামিরূপে (শ্রীভগবানের) যে জ্ঞান—উহা গুহ্যতর, এবং তাঁহাতে মন সমর্পণরূপ যে উপাসনা বা উহার সমপর্যায়ভুক্ত একমাত্র তাঁহারই শরণগ্রহণরূপ যে উপাসনা—উহাই গুহ্যতম। তাই গীতায় নবম অধ্যায়েও (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—

'(হে পার্থ)! তুমি অসূয়াশূন্য। যাহা জ্ঞাত হইলে (সংসার-বন্ধনরূপ) অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গুহ্যতম (ঈশ্বর-বিষয়ক) জ্ঞান (উপাসনা) বিজ্ঞান সহ তোমাকে বলিব।'

'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্' [১] ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণার্থং প্রশস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্বভজন-শ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দংস্তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

[ভ. গী. ৯. ১১-১৩]

ইতি। মামব অনাদরেণ মানুষীং তনুমাশ্রিতং জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বান্তর্যামি-ভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ সর্বগুহ্যতমমিত্যত্র সর্বগ্রহণাৎ সর্বত উত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারান্তরভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি। অথ তামেব কৈমুত্যেনাপ্যাহ—

'এই বিদ্যা পরম বিদ্যা এবং ইহা পরমগুহ্য'—ইত্যাদি বাক্যে বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজন করিতে শ্রদ্ধাহীন—তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন এবং সেই ভজনে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সেইরূপ ব্যক্তিদিগকে (শ্রীভগবান্) নিজে প্রশংসাই করিয়াছেন, যথা—

'আমি ভূতসমূহের মহেশ্বর, কিন্তু আমি মানবদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা (আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে আশুফলপ্রদ মনে করিয়া) আশায় বিফল হয়, কর্মে নিষ্ফল হয়। বিফলজ্ঞানযুক্ত সেই বিচেতন ব্যক্তিগণ রাক্ষসী আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে ভূতসমূহের আদি ও অব্যয় জ্ঞান করিয়া অনন্যমনে আমাকেই ভজনা করেন।'

'আমাকে' 'অব' অর্থাৎ অনাদরপূর্বক মনুষ্য-দেহধারী বলিয়া 'জানে'। অতএব, সর্বান্তর্যামিরূপে তাঁহার ভজন অপেক্ষাও (শ্রীকৃষ্ণরূপে) ভজন উৎকৃষ্ট, এমন কি পরে উহাকে সর্বগুহ্যতম বলায় এবং সর্ব শব্দের উল্লেখে সর্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের উত্তমতা সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার অন্য অবতারের ভজন অপেক্ষাও যে শ্রীকৃষ্ণভজনের উত্তমতা—তাহাই সমধিকভাবে সিদ্ধ হইল। ইহাই কৈমুত্যন্যায় অবলম্বনে বলা হইতেছে, যথা—

১ ভ গী, ৯. ২

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ৩৩৩ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ২১]

ময়ি মদর্পিতত্বেন কৃতো যো যো ধর্ম্মো বেদবিহিতঃ স স যদি নিষ্ফলায় ফলাভাবায় কল্প্যতে ফলকামনয়া নার্প্যত ইত্যর্থঃ, তদা তত্র তত্রায়াসঃ শ্রান্তিরনিরর্থঃ স্যাদ্ব্যর্থো ন ভবতি। নিষ্ফলায়েতি বিশেষণং ফলভোগাদিরূপ-তদ্ভক্ত্যন্তরায়াভাবেনানিরর্থতাতিশয়-তাৎপর্য্যম্। তত্রানিরর্থত্বে কৈমুত্যেন শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য সত্ত্বাসাধারণভজনীয়তাবাপ্তকো দৃষ্টান্তো ভয়াদেরিবেতি। যথা কংসাদৌ মৎসম্বন্ধমাত্রেণ ভয়াদেরপ্যায়াসো নিরর্থো ন ভবতি মোক্ষসম্পাদকত্বাদিত্যর্থঃ।

অথ শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতানাং সাধনত্বে সাধ্যত্বে চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ এব পরমোপাদেয় ইত্যাহ—

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৩৪ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ৩১]

"হে সত্তম! যে যে ধর্ম আমার উদ্দেশ্যে কৃত হয়, উহা ফলকামনা-রহিত হইলেও উহাতে শ্রম অর্থহীন হয় না, যেমন (কংসের মৎসম্বন্ধী) ভয়ও (মোক্ষপ্রাপ্তিতে) সার্থক হইয়াছিল।" ৩৩৩ ॥ 'আমার উদ্দেশ্যে' অর্থাৎ আমাতে অর্পিত বলিয়া কৃত যে যে বেদবিহিত ধর্ম, তাহা যদি নিষ্ফলরূপে অর্থাৎ ফলাভাবের নিমিত্ত কৃত হয় অর্থাৎ ফলকামনায় আমাতে সমর্পিত না হয়—তাহা হইলে সেই সেই 'আয়াস' অর্থাৎ শ্রম 'অনিরর্থক হয়' অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। 'নিষ্ফলরূপে'—এই বিশেষণ থাকায় বুঝিতে হইবে—তাঁহার ভক্তির অন্তরায়ই হইল ফলভোগাদি এবং সেই বাধা না থাকায় অবশ্যই উহাতে বিশেষ সার্থকতা আছে। উহা যে সার্থক হইবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে—কারণ শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার নিজেতে অসাধারণ ভজনীয় গুণের সমাবেশ আছে। উহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়—'যেমন (কংসাদির মৎসম্বন্ধী) ভয় হইতে (মোক্ষ লাভ হয়)।' যেমন কংসাদির যে ভয়, দ্বেষ প্রভৃতি—উহা মাত্র আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হওয়ায় সে বিষয়ে শ্রম নিরর্থক হয় নাই, কারণ উহা হইতে মোক্ষ লাভ হইয়াছে।

আবার, শ্রীউদ্ধবের ন্যায় যাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণানুগত তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য বিষয়ে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরম উপাদেয়, তাহাই (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) বলিতেছেন—

"হে তাত! জ্ঞান, কর্ম, যোগ এবং (কৃষ্যাদি) বৃত্তিচেষ্টা ও দণ্ডনীতি ইত্যাদি যাবতীয় যে অর্থ (চতুর্বর্গ) যে লাভ হয়, তোমার পক্ষে সে সকলই আমি।" ৩৩৪ ॥

জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্মাদিলক্ষণশ্চতুর্বিধোঽর্থস্তাবান্ সর্বোঽপ্যহমেব। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ, কর্মণি ধর্মঃ কামশ্চ, যোগে নানাবিধসিদ্ধিলক্ষণো লৌকিকো বার্তায়াং দণ্ডধারণে চ নানাবিধলৌকিকশ্চার্থ ইতি চতুর্বিধত্বং জ্ঞেয়ম্। ১১ ॥ ২৯। শ্রীভগবান্ ॥

পুনরেবমেব শ্রীমামুদ্ধবোঽপি প্রার্থিতবান্—

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৩৩৫ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ৩৮]

টীকা চ—এবং যদ্যপি ত্বয়া বহু কৃতং তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ—নমোঽস্ত্বিতি। অনুশাধি অনুশিক্ষয়। অনুশাসনীয়ত্বমেবাহ—যথেতি। মুক্তাবপ্যনপায়িনীত্যেষা। ১১ ॥ ২৯। শ্রীমামুদ্ধবঃ ॥

অত এবান্যত্রাপ্যভিপ্রায়ায়—

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৩৩৬ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ৩০]

জ্ঞানাদিতে ধর্ম ও (অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রভৃতি যে চতুর্বিধ যাবতীয় অর্থের লাভ হয়, সে সকলই আমি। তন্মধ্যে জ্ঞানে মোক্ষ, কর্মে ধর্ম ও কাম, এবং যোগে নানাবিধ সিদ্ধিলাভরূপ লৌকিক অর্থলাভ এবং বৃত্তিচেষ্টায় ও দণ্ডনীতিতে নানাপ্রকার লৌকিক অর্থ লাভ হয়—ইহাই চতুর্বিধ অর্থের দৃষ্টান্ত বলিয়া জ্ঞেয়। ইতি। একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

শ্রীমান্ উদ্ধবও শ্রীভগবানের নিকট পুনরায় অনুরূপই প্রার্থনা করিয়াছেন—

"হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি। আমি তোমার শরণাগত। যাহাতে তোমার চরণপদ্মে আমার অবিচ্ছিন্ন রতি হয়, তাহাই তুমি আমাকে অনুশাসন কর।" ৩৩৫ ॥

টীকা—যদিও তুমি বহু কিছু আমার জন্য করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—তাই বলিলেন—'তোমাকে নমস্কার' ইত্যাদি। 'অনুশাসন কর' অর্থাৎ শিক্ষা দাও। ইহাতে (উদ্ধব) যে অনুশাসন-যোগ্য তাহাই বলা হইল—'যাহাতে' এই অংশের উক্তির দ্বারা।—এই পর্যন্ত টীকা। ইতি। একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি ॥

অতএব অন্যত্রও (অনুরূপ) অভিপ্রায়ের নিমিত্ত (উদ্ধব বলিয়াছেন)—

"হে পদ্মলোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তি যে ভাবে তোমাকে যে স্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকে, সেই ধ্যান আমার নিকটে তোমার বলা উচিত।" ৩৩৬ ॥

টীকা চ—মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েত্তন্মে বক্তুমর্হসি জিজ্ঞাসোঃ কথনায় মে। পুনরেতত্ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থঃ, ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি। তদুক্তম্—'ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধ'-[১] ইত্যাদীত্যেষা। ১১ ॥ ১৪। শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥

তস্য সর্বাবতারাবতারিষ্বপ্রকটিতং পরমশুভস্বভাবত্বঞ্চ স্মৃত্বাহ—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩৩৭ ॥

[ভা. ৩. ২ ২৩]

ধাত্র্যা যা উচিতা গতিস্তামেব। ৩ ॥ ২। স এব ॥

অনেন তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যাতিশয়ো দর্শিতঃ। তথা 'পূতনা লোকবালঘ্নী'[২] ইত্যাদৌ চ জ্ঞেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চ 'যেন যেনাবতারেণ'[৩] ইত্যাদিকং বিবৃতমস্তি।

টীকা—মুমুক্ষু ব্যক্তি যে ভাবে তোমাকে ধ্যান করে, তাহা আমার নিকটে তোমার বলা উচিত, কারণ আমি জিজ্ঞাসু; জিজ্ঞাসুকে বলা উচিত। কিন্তু আমার নিকটে তোমার দাস্যই পুরুষার্থ, ধ্যানে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তাই উক্ত হয়—'তোমার উপভুক্ত মাল্যগন্ধই (আমাদের অলঙ্কার)'—ইত্যাদি। এই পর্যন্ত টীকা। ইতি। একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি।

সেই শ্রীকৃষ্ণের (অন্যান্য) সর্বপ্রকার অবতার ও অবতারীতে অপ্রকাশিত যে পরম মঙ্গলময় স্বভাব, তাহা তাঁহাতে আছে—ইহাই স্মরণ করিয়া বলা হয়—

"কি আশ্চর্য তাঁহার কৃপালুতা! দুষ্টা (পূতনা) তাঁহার প্রাণনাশের বাসনায় তাঁহাকে বিষলিপ্ত স্তন্যপান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিল। অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কোন্ দয়ালুর শরণ গ্রহণ করিব? ৩৩৭ ॥

ধাত্রীর উচিত যে গতি, তাহাই (লাভ করিয়াছিল)। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহারই (উদ্ধবেরই) উক্তি ॥

ইহা দ্বারা শ্রীগোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্যের আধিক্য দেখান হইল। তথা—'মানুষের শিশুঘাতিনী পূতনা (হত্যাবাসনায় স্তন দান করিয়া সদ্গতি লাভ করিল)'—ইত্যাদি উল্লেখ হইতেও উহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও—'যে যে অবতারে (শ্রীভগবান্ রমণীয় লীলাদি করিয়াছেন)'—তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১ ভা. ১১. ৬. ৩১, পূর্বে ৫৩১ পৃষ্ঠায় পূর্ণ শ্লোক দ্র°। ২ ভা. ১০ ৬ ৩৬, পূর্ণ শ্লোক পূর্বে ৫৫৭ পৃষ্ঠায় দ্র°।
৩ ভা. ১০. ৭. ১

[তত্র রাসাদিলীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনে পরমবৈশিষ্ট্যম্]

অথ গোকুলেঽপি শ্রীমদ্‌ব্রজবধূসহিত-রাসাদিলীলাত্মকস্য পরমবৈশিষ্ট্যমাহ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৩৮ ॥

[ভা. ১০. ৩৩. ৩৯]

চকারাদন্যচ্চ। অথেতি বার্থে, শৃণুয়াদ্বা বর্ণয়েদ্বা। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ধ্যানাদেঃ। পরাং যতঃ পরা নাস্যা কুত্রচিদ্বিদ্যতে তাদৃশীম্। হৃদ্রোগং কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি। অত্র সামান্যতোঽপি পরমত্বসিদ্ধেস্তত্রাপি পরমশ্রেষ্ঠ-শ্রীরাধাসংবলিত-লীলাময়-তদ্ভজনন্তু পরমতমমেবেতি স্বতঃ সিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা, স্বীয়ভাববিরোধাৎ। রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ ক্বচিদল্পাংশেন ক্বচিত্তু সর্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্। ১০ ॥ ৩৩। শ্রীশুকঃ ॥

[তন্মধ্যে রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই পরমবৈশিষ্ট্য]

আবার, গোকুলেও ব্রজবধূদিগের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের) যে রাসাদিলীলা—তাহারই পরমবৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—

"ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এই ক্রীড়াবিলাস এবং অন্যান্য লীলাকথা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে শ্রবণ অথবা বর্ণনা করেন, তিনি শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়া ধীরত্ব প্রাপ্ত হন এবং শীঘ্রই হৃদ্রোগ (কাম) প্রভৃতি ত্যাগ করেন।" ৩৩৮ ॥

(শ্লোকের) 'এবং'—এই শব্দে বুঝিতে হইবে অন্য (লীলা)। (শ্লোকের) 'অথ' শব্দের অর্থ 'বা', অর্থাৎ শ্রবণ বা বর্ণনা করেন। ইহা ধ্যান প্রভৃতিরও উপলক্ষণ। 'পরম' অর্থাৎ যাহার উপরে অন্য কিছু কোথাও নাই—এমন যে (ভক্তি—তাহা)। 'হৃদ্রোগ' বলিতে কামাদি—উহাও শীঘ্রই ত্যাগ করেন। সাধারণভাবে ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হইলেও তন্মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধা—তৎসংবলিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ভজনই যে পরমতম তাহাই এখানে স্বতঃসিদ্ধ হইল। কিন্তু যাহাদের ইন্দ্রিয় পৌরুষ-বিকারগ্রস্ত—এবং যাহারা পিতা, পুত্র বা দাসভাবাপন্ন—তাহাদের পক্ষে—(শ্রীরাধাকৃষ্ণের) এই রহস্যলীলা উপাস্য নহে, কারণ তাহাতে নিজভাবের সহিত বিরোধ হয়। এই লীলা যে রহস্যরূপা—উহা কোথাও অল্পাংশে, কোথাও সর্বাংশে জানিতে হইবে। ইতি। দশম স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

তত্র তে ভক্তিমার্গা দর্শিতাঃ। অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যগতং স্বীয়সর্বস্বভূতং যৎ কিমপি রহস্যং তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্। যথাহ—

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥ ৩৩৯ ॥
[ভা ৮. ১৭. ২০]

সম্পদ্যতে ফলদং ভবতি। ৮॥ ১৭। শ্রীবিষ্ণুরদিতিম্ ॥

[সাধনভক্তৌ সিদ্ধিক্রমঃ]

তদেবং সাধনাত্মিকা ভক্তির্দর্শিতা। তত্র সিদ্ধিক্রমশ্চ শ্রীসূতোপদেশারম্ভে 'শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য' [১] ইত্যাদিনা দর্শিতঃ। যথা চ শ্রীনারদবাক্যে 'অহং পুরাতীত-ভবেঽভবম্' [২] ইত্যাদৌ। যথা চ শ্রীকপিলদেববাক্যে 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদঃ' [৩] ইত্যাদৌ। অত্র কৈবল্যকামায়াং 'ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগঃ' [৪] ইত্যাদিনা, শুদ্ধায়াং

সেই ভক্তিমার্গসকল (শ্রীভাগবতে) দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীগুরুর বা শ্রীভগবানের অনুগ্রহলব্ধ সাধ্য বা সাধনগত স্বীয় সর্বস্বভূত যা কিছু রহস্য—তাহা কাহাকেও প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমন উক্ত হয়—

"হে দেবি! জিজ্ঞাসিত হইলেও দেবতাদিগেরও গোপনীয় এই বিষয় কখনও অপরের নিকটে প্রকাশ করিও না। কারণ রহস্য বস্তু সম্যক্ গুপ্ত রাখিলেই উহা হইতে সব কিছু সম্পন্ন হয়।" ৩৩৯ ॥

'সম্পন্ন' অর্থাৎ ফলপ্রদ হয়। ইতি। অষ্টম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে অদিতির প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি ॥

[সাধনভক্তিতে সিদ্ধিক্রম]

এই প্রকারে সাধনাত্মিকা ভক্তি দেখান হইল। উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যে ক্রম অনুসরণ দরকার, তাহা শ্রীসূতের উপদেশের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, যথা—'(পবিত্র তীর্থ নিষেবণে মহৎগণের সেবায় তাঁহাদের ধর্মে) শ্রদ্ধা হইবে ও (ঐ ধর্ম) শুনিতে বাসনা হইবে।' যেমন, শ্রীনারদবাক্যে—'আমি পূর্বকল্পে অতীত জন্মে (ঋষিগণের দাসীর গর্ভে) জন্ম লইয়াছিলাম'—ইত্যাদি স্থলে (সাধুসঙ্গই ভক্তির কারণ)। শ্রীকপিলদেবের বাক্যে যেমন উক্ত হয়—'সাধুবৃন্দের সঙ্গবশতঃ আমার বীর্যপ্রকাশক কথালাপ শুনিবার সুযোগ হয়—(ফলে শ্রদ্ধারতি ও ভক্তি জাত হয়)।'

১ ভা. ১. ২. ১৬, পূর্বে পৃ° ৪৮১ দ্র°। ২ ভা. ১. ৫. ২৩
৩ ভা. ৩. ২৫. ২২, পূর্বে পৃ° ২৬৫ দ্র°। ৪ ভা. ৩. ২৫. ২৩

75—1880 B

'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ'[১] ইত্যাদিনা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তথা শুদ্ধায়ামেব শ্রীপ্রহ্লাদকৃতদৈত্যবালানুশাসনে 'গুরুশুশ্রূষয়া'[২] ইত্যাদিনা। তমেবং ক্রমমেব সংক্ষিপ্য সদৃষ্টান্তমাহ—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৩৪০ ॥

[ভা. ১১. ২. ৪০]

টীকা চ— প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশানুভবঃ প্রেমাস্পদভগদ্রূপস্ফূর্তিস্তয়া নির্বৃতস্য ততোঽন্যত্র গৃহাদিষু বিরক্তিরিত্যেষ ত্রিক এককালো ভজনসমকাল এব স্যাৎ। যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদরভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ প্রতিগ্রাসং স্যুঃ। উপলক্ষণমেতৎ, প্রতিসিক্থমপি যথা স্যুস্তদ্বৎ।

এরূপ স্থলে মুক্তিকামনা থাকিলেও 'ভক্তিবশে সেই ব্যক্তি মুক্তিতে বীতস্পৃহই হইয়া থাকে' এবং শুদ্ধভক্তির কামনা থাকিলে '(আমার সেরূপ ভক্ত) আমার সহিত একাত্মতা (সাযুজ্য মুক্তি) বাঞ্ছা করে না'—ইত্যাদি বচন হইতে সেই সেই ক্রম জানা যায়। আবার, শুদ্ধা ভক্তিতেই দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদকৃত অনুশাসনে জানা যায়—'গুরুশুশ্রূষা দ্বারা (কামাদি জয় করিয়া শ্রীভগবানে রতি করিতে হয়)'—ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্রমই সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত সহ বলা হইতেছে, যথা—

"যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতি গ্রাসেই সন্তোষ, পুষ্টি ও ক্ষুধার অভাব অনুভূত হয়, সেইরূপ শ্রীহরির প্রপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি ভজন করেন, তাঁহার ভক্তি, শ্রীভগবদনুভব ও তদন্য বিষয়ে বিরাগ—এই তিনটি একই সময়ে উপস্থিত হয়। শ্রীঅচ্যুতের পাদপদ্ম যিনি পুনঃ পুনঃ ভজন করেন, (বহুগ্রাসভোজী ব্যক্তির ন্যায়) সেরূপ ভক্তের, হে রাজন্! (পরম তুষ্টি প্রভৃতির মত) সাক্ষাৎ পরম শান্তি অধিগত হয়।" ৩৪০ ॥

টীকা—প্রপন্ন অর্থাৎ শ্রীহরিকে যে-ব্যক্তি ভজনা করেন, তাঁহার প্রেমলক্ষণা ভক্তি, শ্রীভগবদনুভব অর্থাৎ প্রেমাস্পদ শ্রীভগবদ্রূপের যে স্ফূর্তি—তদ্দ্বারা পরম সন্তোষ, অতএব তদ্ভিন্ন অন্য অর্থাৎ গৃহাদি-বিষয়ে তাঁহার বিরাগ—এই যে তিনটির সমাবেশ—উহা একই সময়ে অর্থাৎ ভজন-সমকালেই প্রকাশ পায়—যেমন ভোজনকারীর প্রতি গ্রাসেই তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, পুষ্টি অর্থাৎ উদরপূর্তি ও ক্ষুধানিবৃত্তি—এই তিনটিই হইয়া থাকে। ('প্রতি গ্রাস' ,—এই পদটি প্রত্যেক অন্নাংশকে বুঝাইয়া

১ ভা. ৩. ২৫. ৩১ ২ ভা. ৭. ৭. ২৫

এবমেবৈকস্মিন্ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেমাদিত্রিকে জায়মান অনুবৃত্ত্যা ভজতঃ পরমপ্রেমাদি জায়তে—বহুগ্রাসভোজিন ইব পরমতুষ্ট্যাদি। ততশ্চ ভগবৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিম্ ইত্যেষা।

শান্তিং কৃতার্থত্বম্, সাক্ষাদন্তর্বহিশ্চ প্রকটিত-পরমপুরুষার্থত্বাদব্যবধানে-নৈবেত্যর্থঃ। পূর্বপদ্যে ভক্ত্যাদীনাং তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তা জ্ঞেয়াঃ। উত্তরত্রাপ্যে-তৎক্রমেণৈব ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ, পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ, ক্ষুদপায়-বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে ভগবদনু-ভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্যম্, তথাপি বস্ত্বন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এব দৃষ্টান্তো গম্যত ইতি। ১১ ॥ ২। শ্রীকবির্নিমিম্ ॥

তদেতদ্ব্যাখ্যাতমভিধেয়ম্। অত্রান্যোঽপি বিশেষঃ শাস্ত্রমহাজন-দৃষ্ট্যানুসন্ধেয়ঃ।

দিতেছে বলিয়া ইহা উপলক্ষণ—(অর্থাৎ প্রত্যেক অন্নাংশেই) ঐ তিনটি হইয়া থাকে। এইরূপ, একবার ভজনে প্রেমাদি তিনটির যদি (যুগপৎ) উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উহার অনুবৃত্তিতে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে পরম প্রেমাদিরূপের উদ্ভব হইবে—যেমন বহুগ্রাস-ভোজীর পরম তুষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে এইরূপ ভগবদনুগ্রহে তিনি কৃতার্থ হন—তাই 'অচ্যুতপাদপদ্ম যিনি ভজনা করেন'—ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। এই পর্যন্ত টীকা।

'শান্তি' (লাভ করেন)—অর্থাৎ কৃতার্থতা (লাভ করেন)। 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ কি অন্তরে ও বাহিরে—সর্বত্রই পরমপুরুষার্থতা প্রকটিত হয় বলিয়া তিনি অব্যবহিত ভাবেই (কৃতার্থতা লাভ করেন)। পূর্ব পদ্যে ('হরিভজনকারীর ভক্তি ইত্যাদি জন্মে'—এই পদ্যে) তুষ্টি প্রভৃতির ন্যায় ভক্তি ইত্যাদির যথাক্রম দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। আর, পরের শ্লোকেও উক্ত ক্রম অনুসারেই একই সুখরূপ বলিয়া প্রেমভক্তি ও তুষ্টির দৃষ্টান্ত, একই আত্মভরণরূপ বৈশিষ্ট্য থাকায় পুষ্টি ও ভগবদনুভবের দৃষ্টান্ত এবং একই শান্তিরূপের লক্ষণ থাকায় ক্ষুন্নিবৃত্তি ও (অন্য বিষয়ে) বিরাগ—এই উভয়ের দৃষ্টান্ত। অবশ্য যে-ব্যক্তি ভোজন সমাপ্ত করে, তাহার অন্নেও বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু যিনি শ্রীভগবদনুভব করেন, তাঁহার অন্য বিষয়েই বিতৃষ্ণা জন্মে—এই দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; তথাপি অন্য বস্তুতে যে বিতৃষ্ণা হয়—সেই বিতৃষ্ণাংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। ইতি। একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকবির উক্তি।

এইরূপে অভিধেয় (ভক্তির) বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল। এ সম্বন্ধে অন্য যে কিছু বিশেষ কথা আছে, তাহা শাস্ত্র ও মহাজনের দৃষ্টি অনুসারে অনুসন্ধান-যোগ্য।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতত্তৎ সর্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপামাধ্বীকেন স্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৌ
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-শ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ভক্তি-সন্দর্ভো নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ। সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ॥

[অস্যতরস্য অনুবাদকর্তুরাত্মনিবেদনম্]

[পূজ্যশ্রীতাতপাদৈর্মধুররসধুনী-ভক্তিসন্দর্ভবাণী-
ভাবোদাত্তানুবাদো বুধজনসুখদোঽকারি যোঽংশেন হন্ত।
বৈকুণ্ঠং তেষু যাতেষ্বথ ময়ি তনয়ে কৃষ্ণগোপালনাম্নি
ন্যস্তো ভারঃ কথঞ্চিদ্গুরুপদকৃপয়োত্তীর্ণকৃত্যো নতোঽস্মি॥]

॥ সম্পূর্ণঃ॥

'গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি ও সিদ্ধি—আমার এই সব যা কিছু যাঁহাদের (উভয়ের) চরণকমলে বিরাজ করে, যাঁহাদের দুই যুগল নয়ন-পদ্ম কৃপারূপ মধুরসে অভিষিক্ত—সেই অশরণগতি শ্রীরাধাকৃষ্ণই আমার নিত্য গতি।'

কলিযুগে উদ্ধারের সাধন যে-নিজভজন (শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজন)—সেই ভজনবিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন—সেই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর এবং বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বরণীয় মুখপাত্র শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের উপদেশবাক্য যাহার মধ্যে বিদ্যমান—এমন শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত ভক্তিসন্দর্ভ নামক ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ। এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ এইখানে সমাপ্ত হইল।

[অন্য অনুবাদকের আত্মনিবেদন]

['পরমপূজ্য পিতৃদেব মধুররসতরঙ্গিণী ভক্তিসন্দর্ভবাণীর পণ্ডিতজনসুখকর যে ভাবোদাত্ত অনুবাদ আংশিকভাবে করিয়াছিলেন, তিনি যখন বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণ করেন, তাহার পর তাঁহার সেই (অসমাপ্ত) গুরুভার কৃষ্ণগোপাল নামক তাঁহার এই পুত্র—আমার উপরে ন্যস্ত হয়। গুরুপাদের কৃপায় কোন প্রকারে সেই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।']

॥ সম্পূর্ণ॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

॥ ১ ॥

শ্লোক-সূচী

গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকের অক্ষরানুক্রমিক সূচী। স্থলবিশেষে বন্ধনীমধ্যে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, উহা মূল গ্রন্থের শ্রীজীবগোস্বামি-নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদক্রমের শ্লোকাঙ্ক। সম্পাদিত গ্রন্থে প্রতি পৃষ্ঠার উপরের দিকে সেই ক্রমিক শ্লোকাঙ্কের সঙ্কেত দেওয়া আছে। শ্লোক-সূচীতে পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দেশ রহিল।

অ

আ

ই

শ

২ ॥

শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রকার প্রভৃতির নামোল্লেখের সূচী

(পৃষ্ঠা ও পংক্তির উল্লেখ করা হইল)

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৬	ভবতীতেষা	ভবতীত্যেষা
৯	১৬	উচিৎ	উচিত
১২	৪	°বৈরাগ্যয়য়ো°	°বৈরাগ্যয়ো°
২৫	১৩	জ্ঞাত	জাত
৩৩	১৪	°নৈমিত্তিক	°নৈমিত্তিক°
৩৭	১	°মূক্তং	°মুক্তম্
৪১	৮, ১১	পূনস্তি	পুনস্তি
৪২	৭	ভা. ৩. ৩. ১০	ভা. ২. ৩. ১০
৪৭	১০	বেদগন্ধম্	বেদ গন্ধম্
৪৮	৪	॥ ৪৫ ॥	॥ ৪০ ॥ (ভা. ২. ৩. ২৪)
৫৯	১৫	অসজ্জিতা।	অসজ্জিতাত্মা
৬৩	১	ইক্ষা	ঈক্ষা
৭৪	১০	স্বাভ়ন্ত্র্যোনাহ	স্বাতন্ত্র্যেণাহ
৭৮	১	মার্গেন	মার্গেণ
৮৪	১০	মিশ্চলাং	নিশ্চলাং
১০২	২	কীর্ত্তো	কীর্ত্তৌ
১২৫	৭	অশ্রদ্ধধানঃ	অশ্রদ্দধানাঃ
১৩৭	১	যো°	যে°
১৫৪	৫	যোগী°	যোগি°
১৫৭	২	সত্যো°	সত্য°
১৬২	৯	জিজ্ঞাসাং	জিজ্ঞাসুং
২০৫	২	°বিপ্লতম্	°বিপ্লুতম্
২০৭	১৬	এরূপ	একটি রূপ
২১৩	২৪	বাক্য সার্ধ্য ভক্তি	বাক্যে সাধনভক্তির মহিমা
২১৬	১১	বিক্ষিপ্তভত্বে	বিক্ষিপ্তত্বে
২৫৫	পাদটীকা ৪	মানবকঃ	মাণবকঃ
২৫৭	২৬	পাদসেবন	পাদসেবন, অর্চন,
২৬২	৬	বেদ°	বেদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯২	১৬	আকিঞ্চনাখ্য	অকিঞ্চনাখ্য
৩০১	১	বিরাজমাণে°	বিরাজমানে°
৩০৪	২৭	থাকেন	থাকেন, কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল
৩৪৮	১১	অহ্°	অর্হ্°
৩৫৮	৮	°কৈবাষ্য°	°কৈকাষ্য°
৩৬২	পাদটীকা ২	১৭৬ অঙ্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যায়	১৭৫ অঙ্কের পাদটীকায় (পৃষ্ঠা ২৮৪) ও ভূমিকায়
৩৬৩	৫	৬. ৩. ৩২	১১. ২. ৩২
৩৬৭	৩	মনসৈ°	মনসে°
৪০৭	১,২	বৈষ্ণবাণাং	বৈষ্ণবানাং
৪৭৬	৫	°মেষঃ	°মেষ
৫৫০	১০	বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ।	বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ